মিত্র-রহস্য।

রায় বিহারী মিত্র বাহাদুর প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

শকাব্দ ১৮৩৪।

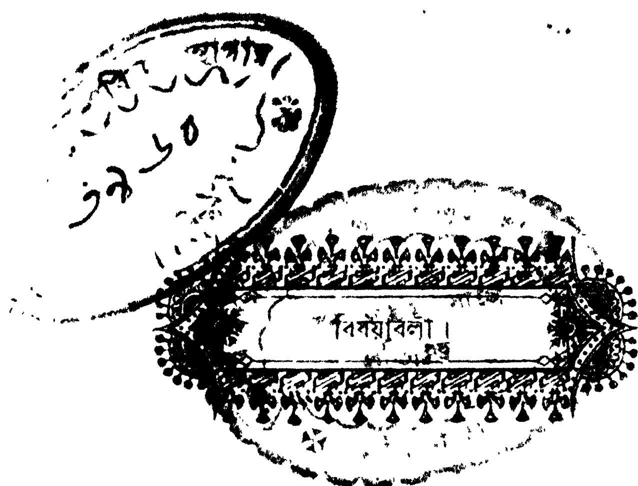
Calcutta:

Printed and Published for the Proprietor

BY G. DAY

AT THE CALCUTTA PRINTING WORKS,

10, *British Indian Street.*



চিন্তা-রহস্য।		পত্রাঙ্ক।		
অশেষটা ও বিশেষটা	... ...	১	হইতে	৮
সম্ভবপর ও অসম্ভবপর	... ...	৮	,,	১৩
সব জানার মত এক	... ...	১৩	,,	১৪
শক্তি বিনা সামর্থ কই	... ...	১৪	,,	২১
ব্যাঙের গল্প	... ...	২১	,,	২৩
শেষ কথা	... ...	২৩	,,	২৬
অবস্থার ভেদে সামাজিক ধর্ম্মের বিভিন্নতা	...	২৭	,,	৩৬
স্বাধীনের ও পরাধীনের বৃত্তি	...	৩৬	,,	৩৭
বিলাতী বাবু	... ...	৩৭	,,	৪০
হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি	... ...	৪০	,,	৪১
ভ্রষ্ট যোগী	... ...	৪১	,,	৫৬
ফাঁকির ফাঁকি	... ...	৫৬	,,	৬০
অদ্ভুত জন্তু	... ...	৬১	,,	৬৫
অহিংসা পরম ধর্ম্ম	... ...	৬৫	,,	৬৬
কামিনী ও কাঞ্চন	... ...	৬৭	,,	৭১

বিষয়াবলী।

	পত্রাঙ্ক।	
পণ্ডিত হইয়া মূর্খ	৭১ ,,	৭২
গুণ ভেদে বস্তুর ও ব্যবহারের বিভিন্নতা ...	৭২ ,,	৭৬
বিধবা-বিবাহ	৭৬ ,,	৮০
বীর্য্যে বীর্য্য	৮০ ,,	৮২
কাঞ্চন ত্যাগ অসম্ভব	৮২ ,,	৮৪
নিয়ম বিহনে অসভ্য	৮৫ ,,	৮৬
সময়ই ধন	৮৬ ,,	৮৭
চৌদ্দপুরুষ, কীর্ত্তি	৮৮ ,,	৯২
আচার্য্য	৯২ ,,	৯৩
পুরুষকার	৯৪ ,,	১০৯
হনুহর	১১০ ,,	১২৫
ভারত রাজাবলী	১২৭ ,,	১৪১

প্রেম-রহস্য।

চণ্ডালগ্রাম	১৪৫ ,,	১৪৭
পঞ্চায়ত	১৪৭ ,,	১৪৯
শ্মশান	১৫০ ,,	১৫৭
তিন ইয়ারের ভেট	১৫৮ ,,	১৭৬
হরিরাম ও শিবরাম	১৭৭ ,,	১৮৫
বৈষ্ণব ও শাক্ত আচার	১৮৬ ,,	১৯৩
দুর্ভিক্ষ ও মড়ক	১৯৪ ,,	২০৩
জুডিসিয়াল ও একজিকিউটিভ ...	২০৪ ,,	২০৯
মহর্ষি কপিল মুনির আশ্রম ...	২১০ ,,	২১৯
গণ্ডগ্রাম	২২০ ,,	২২৬

শুদ্ধি পত্র।

১১৮ পৃষ্ঠা হইতে ৪৪৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত "কথোপকথন-রহস্য" শীর্ষ স্থলে "সংসার-রহস্য" হইবে।

৭৬৯ পৃষ্ঠার ২৩, ২৪, ও ২৫ পংক্তির **"এক"** স্থলে "এক" হইবে।

৮৪৮ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তির "calculation" স্থলে "Cal-catians" হইবে।

বিষয়াবলী।

		পত্রাঙ্ক।
কৈলাস শিখর	...	... ২২৭ ,, ২৩১
হরগৌরী আশ্রম	...	... ২৩২ ,, ২৪১
সন্ধি	...	... ২৪২ ,, ২৪৭

কথোপকথন-রহস্য।

একের কথা	...	... ২৫১ ,, ৩০১
জাতীয় সমিতি	...	... ৩০২ ,, ৩০৩
আঁকর যায় না	...	... ৩০৩ ,, ৩০৭
ঐহিক ও পারত্রিক	...	... ৩০৮ ,, ৩৩৩

সংসার-রহস্য।

সূর্য্য ও অগ্নি	...	... ৩৩৭ ,, ৩৫১
উপাসনা ও পূজা	...	... ৩৫২ ,, ৩৯২
গ্রহণ	...	... ৩৯৩ ,, ৪৪৫

নিয়ম-রহস্য।

রস	...	... ৪৪৬ ,, ৪৫২
সর্ব্বজ্যেষ্ঠের গল্প	...	... ৪৫৩ ,, ৫১০
মায়া	...	... ৫১১ ,, ৫৪১
মুক্তি	...	... ৫৪২ ,, ৫৫৬

ভ্রমণ-রহস্য।

মীমাংসা	...	... ৫৫৭ ,, ৬৫২

বিষয়াবলী।

[স্ব]দেশী-রহস্য।

			পত্রাঙ্ক।		
স্বদেশী	...	...	৬৫৫	,,	৬৬০
বর্ত্তমান হিন্দু	...	...	৬৬১	,,	৬৬৯
কুড়ালের গল্প	...	...	৬৭০	,,	৬৭৮
বাঙ্গালার হিন্দুদের ভিতর এক রকম ব্যবহার নাই	...	...	৬৭৯	,,	৬৮৩
বর্ম্মার পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা		...	৬৮৩	,,	৬৮৫
বঙ্গ	...	...	৬৮৬	,,	৬৯৮
উপদেশ	...	...	৬৯৯	,,	৭২৫

প্রকৃতি-রহস্য।

আঁধার ও আলোক	...	...	৭২৯	,,	৭৩৮
নিজের দোষ জানিতে পারিলে গুণী হয়		...	৭৩৯	,,	৭৪৭
সতী	...	...	৭৪৮	,,	৭৭৭
শিয়ানা ও বোকার রূপকথা		...	৭৭৭	,,	৮২৩
শতদলবাসিনী	...	...	৮২৪	,,	৮৩৫
মেল্‌তা	...	...	৮৩৬	,,	৮৪৮
এক, কার্য্য ধর্ম্মের নিয়মাবলী		...	৮৪৯	,,	৮৫০
নাম লিখিবাব পদ্ধতি	...	...	৮৫২		



চিন্তা-রহস্য।

এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, তাতে আবার অনেক ভাই,
মাথার খেলা যত কিছুই, সমস্তই ছাই, ছাই, ছাই।
ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই,
সত্য হই ভাই, ভাই, ভাই।



প্রথম অধ্যায়।

এক ও বহু।

অশেষটী ও বিশেষটী।



ক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই—এই কথার গাঁথাটি অতি সুন্দর ও মনোহর। সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব স্থানে ইহার মত উৎকৃষ্ট গাঁথা আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্ব দেশে নানা বিষয়ের নানা তর্ক বিতর্ক হয়, নানা মতামত প্রকাশ পায়, কিন্তু এ গাঁথার সম্বন্ধে মতভেদ নাই; ফলত সকলেই একমতাবলম্বী। পৃথিবীতে যত দর্শন আছে, হইয়া গিয়াছে ও হইবে, বোধ হয় সকল গুলিই এক খালি সংজ্ঞার তফাৎ মাত্র।

কিন্তু কি আশ্চার্য্যের বিষয়, আমরা সমস্ততে ভেদ দেখি—কারণ, গুণ ব্যতীত বিষয়ের অস্তিত্ব নাই। ফলত কার্য্য ব্যতীত ঘূর্ণমান জগতের গতি নাই। রূপান্তরই জগতের গতি। তবে সূক্ষ্মে এক হয়, স্থূলে নয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত ও ব্যোম ইহারা মহাভূত এবং পরস্পর ভেদই ইহাদের মূলীভূত রহস্য; কারণ, পরস্পরের গুণগুলি পৃথক্, আর পরস্পরে মিল নাই এবং সেই হেতু একটির সহিত অপরটির মিলনে নূতন ভূতের আবির্ভাব ও একটির সহিত অন্য একটির সংযোগে পুরাতন ভূতের তিরোভাব এবং অন্য একটির সহিত অন্য একটির বন্ধুতাতে স্থিতি-ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু কিসে কিসে মিলিয়া যে কি ভাব হয়, সেটি মানবাতীত। কারণ, আজ পর্য্যন্ত একীভাবে কোন জন্তুকে দেখিতে পাওয়া যায় না; যদি যাইত, তাহা হইলে সেটি এক হইত। অতএব ইহা ধ্রুব নিশ্চয়, যে স্থূলে এক নয়, এক সূক্ষ্মে হয়।

ভূত যত রূপান্তর হইয়া মহাভূতে মিশ্রিত হয়, ততই সে মহা-স্থূল রূপে প্রকাশ পায়। স্থূলের সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম স্থূল হয়। স্থূলের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য ও ক্ষিতি প্রত্যক্ষ এবং এই গুলির দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। বাস্তবিক ইহাই পুনর্জ্জন্ম।

সূর্য্য রশ্মির দ্বারা পরিমিতরূপে রসকে আকর্ষণ করিয়া শূন্যে মেঘ-রূপে পরিণত করে; মরুত স্বভাবসিদ্ধগুণে ঘনীভূত ঘনকে ভগ্ন করে; ক্ষিতি স্বধর্ম্মগুণে জলকে গ্রহণ করে। চন্দ্র পরিমিতরূপে রস দেয়; আর রসবতী স্বধর্ম্মগুণে রসকে গ্রহণ করে। এই প্রকার অপূর্ব্ব পাকপ্রণালীতে অন্নটি প্রস্তুত হইয়া জন্তুর জীবন-ধারণের কারণ হয় এবং বীজটি যোনিক্ষেত্রে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন ভূতের প্রকাশক হয়। অতএব সর্গপ্রাপ্তি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম—মর্ত্ত্য হইতে সর্গে যায়, সর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আইসে—এই সর্গ ও মর্ত্ত্য গুণের লীলা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সর্ব্বভূত ব্যষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারিটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভাবান্বিত হইয়া ও পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাতে সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়া, স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মগুলিকে রক্ষা করে; এবং ইহারা ভূত নামে কথিত ও স্থূল নামে বর্ণিত হয়; ফলত ইহাদিগের সমষ্টিতে—সূক্ষ্মে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই কথার গাঁথাটি অঙ্কিত; সেটি মনের অতীত, অনন্ত, অপার ও দৃষ্টান্তরহিত।

একে ধর্ম্ম নাই ও কর্ম্ম নাই, পাপ নাই ও পুণ্য নাই, মৃত্যু নাই ও জন্ম নাই, জ্ঞানী নাই ও অজ্ঞানী নাই, ধর্ম্মী নাই ও বিধর্ম্মী নাই, মিত্র নাই ও শত্রু নাই এবং রূপ নাই ও বিরূপ নাই।

এক কে কেহ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াছে, কেহবা ঐ টুকরাটিকে জুড়িয়া **এক** করিয়াছে। কিন্তু কে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা **এক** জানেন। অপর সকলেই বহু, কি করিয়া জানিবে? যদি বল সমস্তই **এক**, তাহা হইলে বলিবার বা লিখিবার কিছুই নাই।

দেখ দেখি শ্রেষ্ঠ মনীষীর কি উৎকৃষ্ট **এক**! সে এক চক্ষে পুরাণ প্রসঙ্গের সুখের ও দুঃখের লীলাতে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিতেছে এবং অপর চক্ষে দর্শনের বিচারে যাতনায় অস্থির হইয়া চক্ষের জলে অভিষিক্ত হইতেছে; কিন্তু দুইটি চক্ষুর মধ্যে যে জ্ঞান চক্ষুটি আছে, সেটিকে অনিমেষ স্থিরভাবে রাখিয়া, দুটি চক্ষুর কার্য্যগুলিকে একভাবে লইতেছে। **একে** জন্ম ও মৃত্যু নাই, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী নাই, ধর্ম্মী ও বিধর্ম্মী নাই, মিত্র ও শত্রু নাই এবং রূপ ও বিরূপ নাই; খালি আছে এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। এই একটী সূক্ষ্ম-অব্যক্ত-সমষ্টি-ব্রহ্ম—**এক**।

ব্যষ্টিতে বৈশেষিক জ্ঞান না জন্মিলে সমষ্টিতে ভক্তি হয় না। যখন **এক** বহু হইলেন এবং যখন তিনি বহুকে বহু ভাগ করিলেন, তখন তিনি বিশেষ্যটীকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ভাগের

লক্ষণটীকে অসামঞ্জস্য রাখিয়া, এক একটী বিশেষ্যকে প্রাধান্য দিয়া, বিশেষ্যত্বটীকে বজায় করিলেন। মনুষ্য মনুষ্যের সঙ্গে এক, পশু পশুর সঙ্গে এক, মৎস্য মৎস্যের সঙ্গে এক এবং পক্ষী পক্ষীর সঙ্গে এক। তিনি আবার এইগুলির ভিতর হইতে আরও অনেক ভাগ করিলেন। বাস্তবিক তাঁহার ভাগের উদ্দেশ্য বোধ হয় আর কিছুই নয়—খালি বিশেষ্য হইতে বিশেষণটীকে শিক্ষা দিবার দরুন। ব্যষ্টি ভাগে ভাগে এত ক্ষীণ যে এক বহুর নিকট মনাতীত, অপার ও দৃষ্টান্তরহিত।

তিনি সূক্ষ্ম সমষ্টিকে সংসারের ভিতর জানাইবার কারণ, বোধ হয়, ভগ্নাংশের ভগ্নাংশটীকে বড় করিয়া এক একটী পৃথক দল করিলেন, যথা,—ইংরাজ ইংরাজের সঙ্গে এক—কাবুলি কাবুলির সঙ্গে এক—সিংহ সিংহের সঙ্গে এক—তিমি তিমির সঙ্গে এক—চিংড়ি চিংড়ির সঙ্গে এক—শ্যেন শ্যেনের সঙ্গে এক—চড়ুই চড়ুইয়ের সঙ্গে এক; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এক নয়। ভারতবর্ষকে ভাগ করিলে অন্য অনেক দেশ হয়; কিন্তু ইহাদের মধ্যেও একতা দেখিতে পাওয়া যায় না—বাঙ্গালার সহিত লাহোরের মিল নাই। বাঙ্গালাকে আরও ভাগ করিলেও বোধ হয় একতাটীকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভাই ভাইয়ে ঐক্য নাই, ভাই ভগিনীতে মিল নাই। ফলত আমরা স্থূল বিষয়েতে অনৈক্য।

হে সূক্ষ্ম-অদ্বিতীয় অব্যক্ত এক! আপনি কি আমাদের ভিতর প্রত্যেক মূর্ত্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন? কেননা আমাদিগের ভিতর এক রকম মূর্ত্তির ছাঁচ আদৌ নাই, বা পোষাকের বা খাওয়ার বা রংয়ের বা ধর্ম্মের আদৌ মিল নাই। হে এক! আপনার ভগ্নাংশটী আপনার পক্ষে অতি ছোট, কিন্তু ভগ্নাংশের পক্ষে ভগ্নাংশটী অতি

বড়। জগতে যত রকম খাদ্য, পোষাক, ধর্ম্ম ও রং আছে, সবগুলিকে আমাদের ভিতর পাওয়া যায়; ফলত আমাদিগের নিজের কিছুই নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে সবে মিলিয়া অবশেষে আমরা একটী জাতি হইতে পারিতাম।

বাদাতে নানা রকম জিনিষ পচিয়া চিংড়ি মাছের উৎপত্তি হয়। চিংড়ি মাছ সকল রকম তরকারিতে মিশে এবং খাইতে অতি উৎকৃষ্ট হয়, বিশেষত আমরা অত্যন্ত ভালবাসি—বন্ধু বলিয়া নাকি? বোধ হয় তাই! বাঙ্গালীর মাথা অতি উচ্চ, এমন কি অপরে যাহা কিছু দেখাইবে, সে সেটীকে অমনি নকল করিবে। কিন্তু সামাজিক রহস্য শিখিতে হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। জগৎ কি? সমাজ কি? ধর্ম্ম কি? কে কার, তুমি কার, কারে বল আপন? "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহাই ভ্রান্তভাইসকলের বুলি এবং এই বুলিগুলি ঠিক পোষা টীয়াপাখীর মুখে "রাধাকৃষ্ণ" বুলির মত।

ব্যাঙ্কের পোদ্দারেরা রোজ অনেক টাকা নাড়ে চাড়ে; কিন্তু যখন পাঁচটার পর ঘরে গিয়া দেখে গিন্নী ভারি রেগে চোখ লাল করে, হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে, হাত পা ধুইবার জল রাখে নাই, তখন ব্যাঙ্কের পোদ্দার টাকা-নাড়ার গরমে গিন্নীকে ঢের গালি দিয়া বলে—"খেপি! তোর রাগ হবার কারণ কি? আজ আমি নগদ পাঁচ লাক টাকা দেখেছি। আমার পাড়ার ভিতর কারোকি পাঁচ লাক টাকা আছে?" গিন্নী বলে—"হ্যাঁরে মুখকু! তুই যা বল্‌লি তাই ঠিক্, কিন্তু তোর ঘরে আজ চাউল নেই তার কি হবে। রোজ্ তো লাক্ লাক্ বই কথা নেই, কিন্তু পনর টাকার বেশি ত কোন মাসে আন্‌তে দেখি না, অতে আবার আট্‌টী খেতে! তা যা হোক, মুদী তো আর চাউল দিবে না, তার আর-মাসের টাকা বাকি, তুই কোথাও থেকে এখন নিয়ে আয়, আর তা না হলে পাঁচ লাক টাকার উপর

শুয়ে থাক্ ; ছেলেগুলো না খেয়ে মরে যাক্ ! ” তখন পোদ্দার মনে ভাবিল, খেপীতো ঠিক বল্‌ছে। আমি এত টাকা নাড়ি, তাতে আমার কি ? আমার মাসে পনর টাকার বেশী ত নয় ! বাস্তবিক পরের টাকা ঠিক দিলে, ঠিকের টাকাগুলি নিজের হয় না এবং অশেষের বুলি-গুলিকে মুখস্থ রাখিয়া কপ্‌চাইলে অশেষটী বিশেষ হয় না।

হে ভ্রান্তমনীষিগণ ! এককে কার্য্যে আনিতে হইলে মতিভ্রষ্ট হইতে হয়। যদি সবই এক হইবে, তবে তোতে ও মোতে আলাহিদা কেন ? ভিন্ন ভিন্ন মন্দির কেন ? নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও নির্দ্দিষ্ট দিনে উপাসনা কেন ? ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য কেন ? ছুঁচ ফুটলে, “আহা লেগেচে” বল কেন ? জ্বর হলে “অত্যন্ত যাতনা হচ্চে” বল কেন ? জ্বরের উপশমের জন্য স্থূল (ঔষধ) সেবন বা লেপন বা মর্দ্দন কর কেন ? পেটের জন্য “হাহা রৈ রৈ” কেন ? ধনের জন্য লালাইত কেন ? গুণীর কাছে মাথা হেঁট কেন ? গৈরিক বস্ত্র কেন ? প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কিঞ্চিৎ স্বার্থের জন্য বর্জ্জাতি বুদ্ধি ধর কেন ? আর রূপান্তরই বা হও কেন ?

কোথায় আমাদের আলালের-ঘরের-দুলাল, যে এককে সামাজিক ধর্ম্ম বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিল ? যদি তোতাপাখী হইয়া দুই খানি বই পড়িলে বা লিখিলে, বা মাচায় উঠিয়া দুই চারিটী বক্তৃতা করিলে, কিম্বা গৈরিকধারী হইয়া পরের কাঁধে পেট চালাইবার উপায়টীকে অবলম্বন করিলে, একটী সামাজিক ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই ইহা হইয়া যাইত। কিন্তু দেখ দেখি, দিন দিন আমাদের অবস্থা কতদূর খারাপ হইয়া আসিতেছে। যদি চক্ষু থাকে এবং সত্যটীকে পালন কর, তাহা হইলে বলিবে যে ঠিক্ কিনা। প্রত্যেক দিন এক একটী কলির কাপ ভূঁইফোঁড় হইয়া অবতার হইতেছে কি না ! আর আমরা তাহাকে সেই এক বলিয়া পূজা ও তাহার উপলক্ষে উৎসব করিতেছি কি না !

হে ভ্রান্তভাইসকল! কথার খাজ্‌না নাই বলিয়া কি সমাজের উপর এতদূর অত্যাচার করিতে হয়? ভ্রান্ত ধর্ম্মপ্রচারকের সাজা নাই বলিয়াই কি সমাজের ভিতর যথেচ্ছাচার করিতে হয়? গৈরিক কাপড়ের মা বাপ নাই বলিয়া কি পরকে ঠকাইয়া উদরকে পূরণ করিতে হয়? অবতারপ্রস্তুতকারকের শাস্তি নাই বলিয়া কি দিন দিন কুমার-টুলির পুতুল গড়ার মতন অবতার-পুতুলকে গড়িতে হয়? শূকর বা গরু খাইবার জন্য বা হোটেলে যাইবার জন্য বা সুরাকে গঙ্গার জল মনে করিয়া সেবন করিবার জন্য, বা এক লাফে সমুদ্রকে লঙ্কা মরিচ করিয়া উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য কি আজগুবি ভাঁড়কে আরাধনা করিতে হয়? ধিক, শত ধিক, চাতুরী না ভ্রান্তি? যদি ইহার সাজা থাকিত, তাহা হইলে ছলধারী ব্যক্তিদিগের মুখে কত অন্যায় কথা বাহির হইত, তাহা বেশ টের পাওয়া যাইত!

হে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ! **এক** কি কখন সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে। যদি হয়, তাহা আমাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ ব্যতীত আর কিছু নয়।

ভ্রান্তমনীষিগণেরা **এক** কে সামাজিক ধর্ম্ম বলিয়া সমাজের ভিতর প্রচার করিয়া, প্রকৃত সামাজিক ধর্ম্মকে তাচ্ছিল্য করিয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। সাকার ব্যতীত ধর্ম্ম নাই, নিরাকারে ধর্ম্ম কোথায়? যিনি নিরাকার অদ্বিতীয় তিনিই সাকার বহু। ফলত তিনি সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারেন না। তবে লোকে একবাদী হইতে পারে। যাহারা একবাদী তাহাদের কাছে কিছুই গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য নাই; কারণ তাহারা একবাদী কিন্তু বিবাদী নয় এবং সেই হেতু তাহারা জানে **একের** উপর প্রতিবাদ করিবার জিনিষ কিছুই নাই; যদি প্রতিবাদ করা হয়, তাহা হইলে বহুবাদী; কেননা যাহার দ্বারা প্রতিবাদ করিব তাহা **একে**র ভিতর, অতএব **একে**র বাহিরে কিছুই নাই; ফলত প্রতিবাদের কারণ কিছুই নাই।

ভ্রান্তমনীষিগণেরা নিজের নিজের মূল মন্ত্রকে নিজে নষ্ট করিয়া ও সামাজিক শান্তিটিকে ভাঙ্গিয়া সমাজের ভিতর অশান্তিটিকে জাগায়। হে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ! এস আমরা সকলে আপাতত বোবা হই; কারণ ইহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তবে বেশীর ভাগ আমরা যুক্তির দ্বারা স্থূলটি থেকে সূক্ষ্মটিকে বাঁধিতে পারি, কিম্বা যুক্তির দ্বারা সূক্ষ্মটি হইতে স্থূলটিকে এলাইতে পারি। কিন্তু এই দুইটি প্রণালী পূর্ব্ববৎ ও পরবৎ বলিয়া কথিত। সকল সময়ে সকল দেশের দার্শনিকেরা অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কেহই অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে পারে নাই। যার মাথা যতটুকু দৌড়িতে পারিয়াছে, তার মাথা ততটুকু গিয়া শেষ হাঁপাইয়া পড়িয়া, পড়াস্থানটিকে নির্দ্দিষ্ট স্থান বলিয়া অশেষটিকে বিশেষ করিয়া গিয়াছে। যত ব্যক্তি এইরূপ ব্যাপারে দৌড়িয়াছে, তাহারা সকলেই পড়াস্থানটীকে সংজ্ঞা দিয়া, সংজ্ঞাবিশিষ্ট করিয়াছে। ফলত বহুরকম সংজ্ঞার তারতম্য হওয়াতে বহুমত হইয়াছে। এবং ঐ মতভেদই তর্কের মূলীভূত কারণ হয়, বাস্তবপক্ষে অশেষটী ও বিশেষটী ঠিক হয়। বুঝলে কি?

সম্ভবপর ও অসম্ভবপর।

হে ভ্রান্তভাইসকল! ঘোড়ার নাচের বানরের দল রিঙ্কের ভিতর আসিতে না আসিতে দর্শকবৃন্দদিগের ভিতর হাসির রেল গাড়ির দম থামিত না। দর্শকবৃন্দেরা নানাপ্রকার ভাষাতে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনার দ্বারা বানরদিগকে কত প্রশংসা করিত; যখন বানরেরা গাড়ী হইতে নামিত, তখন "হুর্‌রে, হুর্‌রে" শব্দের আওয়াজে ঘোড়ার নাচের তাঁবুটী প্রতিধ্বনি হইত এবং বড় বড় ফুলের তোড়ায় গাদার ভিতর

হইতে বানরদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইত। তারপর বানরেরা অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া চারিধারে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দাঁতখিঁচুনির ভঙ্গির দ্বারা উত্তর দিত।

তথায় একটী বানরের হোটেল ছিল। বানরেরা হোটেলটাকে বিশ্রামগৃহ জানিয়া তথায় যাইত এবং চা পান করিয়া শ্রমদূর করিত। হোটেলটীও বানরের দ্বারা চালিত ছিল। কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর আবার গাড়িতে উঠিলে বানর-গাড়োয়ানটী গাড়ীখানিকে চালাইয়া দিত। কিছুদূর যাইতে না যাইতে গাড়ীর একখানি চাকা খসিয়া পড়িত, অমনি বানর-সহিস গাড়ী থেকে নামিয়া গাড়ী খানিকে তুলিয়া ধরিয়া চাকা গাড়ীতে ঠিক করিয়া লাগাইয়া দিয়া পুনরায় রিঙ্কের ভিতর হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইত। পরদিন প্রত্যুষে অনেক খবরের কাগজে বানরদিগের গুনের প্রশংসা বাহির হইত। হে ভাইসকল! বল দেখি, বানরদল সভ্য কতক্ষণ? বোধ হয় বলিবে যতক্ষণ কোমরে দড়ি. দড়ি খুলিলেই যে বানর সেই বানর।

আমাদের সমাজগৃহ, কেতাবগৃহ, সভাগৃহ, সমিতি, বক্তৃতা, গৈরিক বস্ত্র, গলায় ফুলের মালা, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ঠিক ঐরূপ কি না? যদি সদাশয় ইংরাজেরা আজ আমাদের রক্ষাভার আমাদের উপর দিয়া যান, তাহা হইলে ঠিক আলিপুরের চিড়িয়াখানার সব খাঁচাগুলিকে খুলিয়া দিলে যেরূপ আপনা আপনি খাওয়া-খায়ি করিয়া মরে, সেইরূপ ঠিক আমাদের অবস্থা হয় কি না?

ওহে ভাইসকল! আমার উপর রাগ করোনা, এস আমরা আত্মাভিমানটিকে ছেড়ে দিই। অবতার তৈয়ারির ফন্দগুলিকে ছেড়ে দিই, রাজনীতিটাকে ভুলে যাই, ষণ্ডজাতি সন্ন্যাসধর্ম্মটিকে ছেড়ে দিই, আর এস, আমরা সঙ্গে সঙ্গে অকপটভাবে রাজার প্রতি ভক্তিটাকে বাড়াই; কেননা রাজা সাক্ষাৎ দেবতা। আর চরিত্র-

নীতিকে জনসমাজের ভিতর প্রচার করি, কেননা নীতিই প্রকৃত সামাজিক ধর্ম্ম। আর এস আমরা এক রকম পোষাকধারী হই, এক রকম খাদ্য খাই, এক রকম ধর্ম্মাবলম্বী হই। আর যাহাতে আমাদিগের ভিতর এক রকম রংটি হয় তাহার জন্য বিধিমতে বিয়ের দ্বারা চেষ্টা করি। যদি এইগুলি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে কোন একদিন সূক্ষ্ম **এক**টীকে অনুভব করিবার পাত্র হইতে পারিব, আর তাহা না হইলে আঁধারে হামাগুড়ি দিয়াই আজীবনকাল কাটাইব।

অমুক জাতি—এই কথার গাঁথাটি কি সুন্দর, মনোহর ও সুশ্রাব্য! কিন্তু কথার গাঁথাটিতে কিছুই নাই, মনে করিলে কাগজে লিখিয়া অনায়াসে ছিঁড়িতে পার, পোড়াইতে পার, যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার। আবার বাস্তবিক ইহাতে সব আছে, কেননা এই গাঁথাটি বলিলে একরকম ভাবের নক্সার উদয় হয় এবং সেই ভাবের নক্সাটিকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে "অমুক জাতির" পুস্তকগুলিকে পড়িতে হয়। পুস্তকে বড় বড় লোকের জীবনচরিত আছে, এবং উহাতে "অমুক জাতির" জন্ম, কর্ম্ম ও মৃত্যু বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। দেহটি প্রস্তুত অমনি হয় না,—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন। তেমনি অমুক জাতির—অঙ্গটিকে তৈয়ার করিতে হইলে যথেষ্ট লোকের প্রয়োজন হয়।

অমুক জাতির লোকের সংখ্যা কত! কিন্তু কয়টি লোকের জীবন চরিত পাওয়া যায়? অমুক জাতির দেশটী কত বড়! কিন্তু কতগুলি দেশের নিখুত বিবরণ আছে? এক একটী গ্রামের সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইলে মেলা বহি হয়, কিন্তু ইহাতেও অতি সূক্ষ্ম জিনিষগুলিকে পাওয়া যায়না। যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আর একটী সেই রকম গ্রাম তৈয়ারি করা যাইতে পারিত। কিন্তু যায়না, কারণ ইহাতে এত সূক্ষ্ম জিনিষ আছে যাহা মনুষ্যের অসাধ্য।

ডাক্তারেরা বিজ্ঞানবলে দেহকে ভাগ করিতেছে এবং ভাগকে ভাগ করিয়া কি কি দ্রব্য সেই সেই ভাগে আছে, তাহাও বলিতেছে; কিন্তু একগাছি গায়ের চুল তৈয়ার করুক দেখি! কখনও পারিবেনা, কারণ যাহা বলিতেছে তাহা যদি ঠিক হইত তাহা হইলে তৈয়ার করিতে পারিত। ইহা বলিয়া অমুক জাতির—ইতিবৃত্ত অলীক নয়, বা ডাক্তার দিগের মতগুলি অঠিক নয়। মনুষ্যের স্থূল বুদ্ধিতে যতটুকু সম্ভবপর ততটুকু কহিতেছে ও লিখিতেছে এবং সেই গুলিকে লইয়া জগতে চলিতে হইবে।

অমুক জাতিটী যদি খালি গাঁথাটি লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তাহা হইলে বোধ হয় ঐ গাঁথাটি অল্পদিনের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। অমুক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে সেই গুলিকে সকলে মিলিয়া সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য। রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত একধর্ম্মাবলম্বী, এক রকম পোষাক-ধারী হওয়া কর্ত্তব্য, এক রকম খাদ্য খাওয়া ও এক রংয়ে রংয়িল হওয়া কর্ত্তব্য। প্রধান কর্ম্মচারী যে প্রকার হুকুম নিম্ন কর্ম্মচারী-দিগকে দিবে, উহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সেই গুলিকে কার্য্যে পরিণত করা। এইরূপ ব্যষ্টির একত্রিত কার্য্যগুলি লইয়া অমুক জাতি—জাতি বলিয়া জগতে খ্যাত। একজন মরিলে অমুক জাতি—এইটী মরে না, একজনের গায়ে আগুন লাগিলে অমুক জাতি—এই গাঁথাটী আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায় না—কেন যায় না? কারণ, প্রত্যেক ব্যষ্টির পার্থক্য-ভাব হেতু বিশেষত্বটী আছে, বাস্তবিক সমস্ত ব্যষ্টিটি একত্রিত হইলে সমষ্টি হইয়া অমুক জাতি—এই গাঁথাটি তৈয়ার হয়; অতএব অমুক জাতি এই গাঁথাটিতে কিছুই নাই, আবার সব আছে। অমুক জাতি—এই কথার গাঁথাটী এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, তাতে আবার অনেক ভাই, অর্থাৎ রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত—মাথার খেলা যত কিছু, সবই, ছাই, ছাই,

ছাই, অর্থাৎ অমুক জাতির যত কিছু আছে—ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই, অর্থাৎ পুস্তকে যাহা কিছু বলিয়াছে সবঠিক সত্য হই ভাই, ভাই, ভাই, অর্থাৎ একতা বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত।

কোন এক বিদ্বান বলিয়া গিয়াছে সকল রোগের উৎপত্তি এক কারণ হইতে হয়, বাস্তবিক এই সুত্রটি ঠিক। চিকিৎসাশাস্ত্রকে দর্শনে আনিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক হইতে সকল রোগের উৎপত্তি হয়, ইহা বলিয়া পায়ে হোঁচোট লাগিলে রেড়ির তেলের জোলাপ দিলে হইবে না এবং যদি কেহ এই সুত্রটিকে ধরিয়া কার্য্য করে তাহা হইলে সর্ব্বনাশ! মনুষ্যকে মনুষ্য বলিতে হয়, পশুকে পশু বলিতে হয়। মনুষ্যের ভিতর মুসলমানকে মুসলমান বলিতে হয়, খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টান বলিতে হয়, আবার মুসলমানের ভিতর গোলাম মহম্মদকে গোলাম মহম্মদ বলিতে হয়। সূক্ষ্মে সব বিষয় এক বলিয়া স্থূলে সব বস্তুতে এক সংজ্ঞা দেওয়া গুণের ব্যবহার নিয়মে পাগলামী। যত কিছু মাথার খেলা ও যত কিছু কথার লীলা, সবই ছাই, ছাই, ছাই, ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই, অর্থাৎ স্থূলের সব নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করা চাই।

কেহ যদি পুকুরের ধারে খাদ কাটিয়া পুকুরের সব জলকে খাদে আনিতে চেষ্টা করে, সেটি সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু খাদ কাটিলেই অন্য খাদের সব জলকে খাদের ভিতর ধরান যায়, এইটিকে ভিত্তি ধরিয়া কেহ যদি সাগরের সব জলকে অন্য খাদে আনিবার জন্য খাদ কাটিতে সুরু করে, সেটি যেরূপ অসম্ভবপর হয়, একের সব রহস্যকে মাথার ভিতর ঢুকানও ঠিক তদ্রূপ হয়।

কিন্তু দেখ যতটুকু গর্ত্ত খোঁড়া হয়, ততটুকু জল গর্ত্তের ভিতর ধরা যায় সত্য, এবং খাদ কাটিলে জলকে ঢুকান যায় ইহাও সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া রসবতীর সব রসকে খাদের ভিতর আনিতে পারা

যায় না, তদ্রূপ **একের** সমস্ত মহিমাকে এতটুকু ছোট মাথার ভিতর ঢুকান যাইতে পারে না। **এক** বাস্তবিক সত্য হয়, কারণ তিনি সূক্ষ্ম-সমষ্টি-অব্যক্ত-ব্রহ্ম। যদিও নানা মুনির নানা মত তথাপি স্থিরভাবে ভাষার তর্কটিকে ছাড়িয়া সকল মতের ভিত্তিটিকে দেখিলে বোধ হয় সকলেই বলিবে এক, ইহা বলিয়া **এক** বাস্তবিক সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না, কেননা স্থূলে সম্ভবপর ও অসম্ভবপর আছে।

সব জ্ঞানীর মত এক।

কোন এক রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ওহে মন্ত্রিন্! অভেদ কোথায় লক্ষিত হয়?" মন্ত্রী বলিল,—"জ্ঞানীতে।"

রাজা বলিল,—"মন্ত্রিন্! তোমায় ইহার প্রত্যক্ষ প্রমান দিতে হইবে।" মন্ত্রী বলিল "রাজন্! কল্য সমস্ত রাজধানীতে ঘোষনা দিতে হইবে যে আপনি সমস্ত রাজধানীবাসী জ্ঞানীদিগকে হুকুম করিতেছেন, কল্য শনিবার অমাবস্যা রজনীতে মহাশ্মশানের নিকট যে একটি ডোবা আছে সকলে এক এক কলসী দুগ্ধ ঐ ডোবাটীতে ঢালিবে, যাহাতে উহা দুগ্ধবৎ হয়, কারণ পরদিন প্রত্যূষে আপনি ঐ ডোবার দুগ্ধ লইয়া পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবেন। যদি কেহ এই হুকুমের বহির্ভূত আচরণ করে তাহা হইলে প্রানদণ্ড হইবে।" মন্ত্রী ইহা বলিলে রাজা যথাযোগ্য হুকুম দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং মন্ত্রীও উক্ত হুকুম তামিলের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিল।

পরদিবস কর্ম্মচারীরা যথামত রাজাজ্ঞা রাজধানীতে প্রচার করিতে লাগিল। রাজধানীবাসী সকল জ্ঞানীরা হুকুমটিকে শিরোধার্য্য

করিয়া ঘোষনাকারীদিগের নিকট অনেক আনন্দসূচক বাক্যপ্রয়োগ করিল। "রাজা পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবেন, ইহা অপেক্ষা রাজ-ভক্ত প্রজাদিগের আর কি আনন্দ হইতে পারে? যাঁহার অন্নে বংশাবলী-ক্রমে প্রতিপালিত, সেই রাজার বংশরক্ষা হেতু এই কার্য্য আমাদের সাধ্যমত আমরা করিব। এক কলসি দুগ্ধ কি, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও আমাদিগের রাজার কার্য্য করিতে হয়, তাহাও করিব।" ঘোষণাকারীরা রাজ্যবাসী জ্ঞানীদিগের এ কথা রাজার কর্ণগোচর করাইবার পর যে যার বাড়ী চলিয়া গেল।

ঘরে ঘরে সকল জ্ঞানীরা নিজে নিজে স্থির করিল, যদি আমি এক কলসী দুগ্ধ না দিয়া জল দিই, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ এত দুগ্ধে এক কলসী জল ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ প্রত্যেকে দুগ্ধ না দিয়া জল ঢালিল। পরদিন প্রত্যূষে রাজা ও মন্ত্রী তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল ডোবা যেমন তেমনিই আছে, লাভের ভিতর দুগ্ধের ডোবা না হইয়া কেবল কিছু জল বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র।

মন্ত্রী কহিল,—"রাজন্! সকল জ্ঞানীর মত এক কি না দেখুন, কারণ সকলেই বিবেচনা করিয়াছে যে আমি এক কলসী দুগ্ধ না দিয়া জল দিলে ধরা পড়িব না। হর ও রাম এক হয়, কিন্তু ভূত ও বানর এক নয়।" রাজা মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ প্রমানটীকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

শক্তি বিনা সামর্থ্য কই?

বড় বড় মহাজনেরা বহু পরিশ্রমে বহুদূর গিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেহবা "নেতি, নেতি" বলিয়া

অস্থির হইয়া, কেহবা "বম্, বম্" বলিয়া গাল বাজাইয়া, কেহবা "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই কথার গাঁথাটিকে মস্তকোপরি ধারণ করিয়া, কেহবা পরমানুর সংযোগটিকে ও বিয়োগটিকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া অজ্ঞান হইয়া যায়, কারণ তখন শক্তিবিহীন, বাস্তবিক শক্তি বিনা সামর্থ্য কই? তবে একটি গল্প বলি শুন:— কোন সময়ে একটি মুমূর্ষু ব্যক্তি অবশ হইয়া শয্যাতে শুইয়া আছে এমন সময়ে তার বন্ধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাই! আজ কেমন আছ?"

মুমূর্ষু ব্যক্তিটি বলিল,—"আজ বড় ভাল নাই, বড়ই যাতনা হইতেছে।"

বন্ধুটি বলিল,—"তবে এস একবার কোলাকুলি করি।"

মুমূর্ষু ব্যক্তি—"শক্তি নাই।"

বন্ধু,—"শক্তি বিনা সামর্থ্য কই? শৃঙ্গপুচ্ছবিহীন তার্কিক বলিবর্দ্দেরা তন্ন তন্ন করিয়াও বলে ছিন্ন কই? আবার, ছিন্ন ছিন্ন করিয়াও বলে ভেদ কই? আবার, প্রত্যহ ভেদ দেখিয়াও বলে অভেদ! তাই বলি বন্ধু শক্তি বিনা সামর্থ্য নাই। বাস্তবপক্ষে এ বিষয়টি স্থূলে ঠিক কিনা?" মুমূর্ষু ব্যক্তি,—"হাঁ—শান্তি।"

মূর্চ্ছাভঙ্গে সকলে আদ্যাশক্তি ভগবতীকে স্তব করে। কেননা শক্তিটি বহু হইবার কারণ হয়। অতএব ভগবতীর আগমনে আনন্দ অপার।

ওহে ভাইসকল! ভগবতীকে নিন্দা করিও না। ভগবতী না থাকিলে আমাদের অস্তিত্ব কোথায়? জগতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যে না ভগবতীকে পূজা করে। ভগবতী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ এবং তাঁহার আর একটী নাম বিন্দুবাসিনী। ভগবতী বিন্দু ব্যতীত আহার করে না, এই বিন্দুই জীব হয়। একের ক্ষয়ে

অঙ্গের উৎপত্তি ইহাই আত্মাশক্তির লীলা। যদি কেহ মনে করে আমি বিন্দু ক্ষয় করিব না, যেহেতু ক্ষয়টি আমার ইচ্ছাধীন, সেটা মহাভ্রম, কারণ আত্মাশক্তি মহামায়া বলিয়া কথিত। মায়া হয় কায়া, অর্থাৎ জগৎ। ফলত জাগতিক জনের পক্ষে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর নয়।

স্ত্রীলোককে ত্যাগ করিলে বা বনে বাস করিলে মানুষ অক্ষর হয় না। ৺শুকদেব, যাহার তুল্য ত্যাগী বা বনবাসী পুরাণ গ্রন্থে আর দ্বিতীয় নাই, সেও রূপান্তর হইয়াছে। যোগাভ্যাসীদিগের মধ্যে ৺দত্তাত্রেয়ের তুল্য কর্ম্মিষ্ঠ আর কেহই ছিল না, কিন্তু সেও মহামায়ায় বশীভূত হইয়া কালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যোনিতে বিন্দুপাতে স্বরূপের উৎপত্তি হয়, কিন্তু বিন্দু প্রতি মুহূর্ত্তে নানা প্রকারে ক্ষয় হইতেছে, যাহা কেহ রক্ষা করিতে পারেনা ও পারিবে না। বিন্দুর ক্রমক্ষয় জীবের রূপান্তরের কারণ হয়। যোগাভ্যাসী ও বনবাসীরাও রূপান্তরের অধীন, কেবল যোগী নয়। জগতে কেহ যোগীনাই, (যোগী অর্থাৎ এক তিনি, যিনি নানা পুস্তকে নানারূপ সংজ্ঞাতে বর্ণিত) রসবতী ব্যতীত রস কোথায়? আর স্ত্রীলোক ব্যতীত শক্তি কোথায়? ফলত স্ত্রীলোকের উপাসক হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হে আমাদের বালকবালিকাগণ! ইদানীং তোমরা সকলে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছ। তোমরা বিদ্যালয়ে যাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খেতাব পাইতেছ। তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিতেছ, সুন্দর খাদ্য খাইতেছ, স্বাস্থ্যকর বাড়ীতে বাস করিতেছ। তোমাদিগের উন্নতির জন্য ক্লাব, এসোসিয়েশন ও লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছ ও তাহার সভ্য হইতেছ। তোমরা সমাজগৃহে, দেবমন্দিরে ও হরিসভাতে উপাসনা করিতে যাইতেছ। বাস্তবিক তোমরা সভ্যজগতের যাহা কিছু আছে,

সেগুলিকে নকল করিয়াছ, কিন্তু দুঃখের বিষয় সভ্য যাহাতে হয়, সে সামগ্রীগুলিকে লইতেছ না। বোধ হয়, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এর ধমকানিতে ভয় পাইয়া স্থূল একটীকে ত্যাগ করিয়াছ। সেটিও মন্দ নয়, কারণ প্রভেদ কিছুই নাই, যাহা কিছু কর তা সবই এক, অতএব নিন্দার কিছুই নাই। তবে তোমাদিগের নিকট হইতে বরাবর অনেক দুঃখের কাহিনীগুলি শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বল চরিত্রনীতির শিক্ষাবিহনে উন্নতিটী দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কেহ বল সমাজনীতিটীর অভাবে সমাজের ভিতর অশান্তিটী বাড়িতেছে, কেহ বল ভ্রষ্ট আহারের দরুণ নানা রোগের উৎপত্তি হইতেছে। কেহ বল নানাপ্রকার ধর্ম্ম হেতু ভ্রাতৃভাবের অভাব হইতেছে। কেহ বল বিধবা-বিবাহ না থাকাতে দেশের অবস্থাটী অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া আসিতেছে; কেহ বল, সাত বছরের বালিকার বিবাহ হওয়াতে আমরা কাহিল হইতেছি; কেহ বল রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বা অর্থ না জানিবার দরুণ মোক্ষ হইতেছে না। কেহ বল পাঁচ টাকা দিয়া ব্রহ্মদর্শন না করিবার হেতু দেশ উৎসন্ন যাইতেছে; কেহ বল, গৈরিকবস্ত্র পরিধান না করিবার কারণ দুই পা তুলিয়া গঙ্গাপার হইতেছে না। কেহ বল, কলের জল খাইবার দরুণ ও বিদেশী ভাষার দরুণ মড়ক হইয়া দেশ লোকশূন্য হইতেছে। অতএব ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সভ্য হইতে যতটুকু দরকার প্রায় ততটুকুরই অভাব আছে।

কাহিনীওয়ালারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কাহারও বক্তৃতার বিজিলির ক্ষমতাতে মুল্লুক বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে—কাহারও কলম চালাইবার হেঁপাতে কাগজের কলের চাকা অনবরত ঘুরিতেছে—কাহারও অবতার তৈয়ারি করিবার উদ্যোগে ধু ধু করিয়া দিন রাত উনান জ্বলিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহ কিছুই করিতে পারিতেছে

মা, খালি গাবিয়ে গাবিয়ে ফটিক জলটিকে ঘোলা করিতেছে।

ওহে ভাইসকল! আর কতদিন এইরকম অবস্থায় থাকিবে? বোধ হয় যতদিন বঙ্গ নামটি জগতে থাকিবে!

বঙ্গমাতা একের নহে, কারণ বঙ্গমাতা যখন যাকে ভালবাসে তখন তাহারই প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। বঙ্গমাতা হোমরা চোমরাকে ভালবাসে, মা যাহাকে ভালবাসে পুত্র তাহাকে ভালবাসিতে বাধ্য। কিন্তু যখন পুত্র সভ্য হইয়া জানিল যে অমুক আমার ভালবাসার বিষয় হইতে পারে না, অমনি উপযুক্ত পুত্র আর একটীকে ভালবাসিতে চেষ্টা করে। ফলত সিদ্ধান্তের দরুন পুরাতণ পুঁথির আদর হইয়া নানা শ্লোক উদ্ধার হয়, নানা তর্ক-বিতর্ক হয়, নানা সভা হয়, কিন্তু কিছুই ঠিক হয় না, অবশেষে দলাদলি হইয়া বরং শোকটী বৃদ্ধি পায়। বঙ্গমাতার নাবালক পুত্রেরা মাতার বশ। মাতার ভালবাসার পাত্রটি নাবালকদিগের ভালবাসার বিষয় হয়, আর উপযুক্ত পুত্রদিগের ভালবাসার পাত্র আর একজন হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে পুত্রের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় ও এত নূতন দলের আবির্ভাব হয় যে, আপ্না আপ্নি আপনাদিগের গুহ্যটিকে প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং জগতে প্রকাশ পায় যে সবগুলিই অঠিক। বাস্তবিক যদি ঠিক হইত তাহা হইলে সামাজিকধর্ম্ম থাকিত, জাতীয় পোষাক থাকিত একরকম খাদ্যের ও ভাষার ব্যবহার থাকিত এবং জাতীয় রংটী থাকিত। কিন্তু আমরা নিজের দোষগুলিকে ঢাকিবার জন্য সমষ্টিকে—**একৃকে** তর্কের ভিতর লইয়া আসি, ইহার কারণ অন্য কেহই আমাদিগের সহিত তর্কে পারেনা। যে যাহাই বলে সবই এক, এই উত্তরে জয়লাভ করিয়া লম্প ঝম্প করিয়া বেড়াই।

কোন স্বাধীনদেশবাসী কোন সময়ে বঙ্গদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ বেড়াইয়াছিল এবং যে যে দেশে

গিয়াছিল তথায় সকলপ্রকার সর্ব্ববিষয়ের একতাটিকে দেখিয়া জানিতে পারিয়াছিল যে, আমি অমুক দেশে আসিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সে বঙ্গদেশে বাঙ্গালীদিগকে দেখিয়া টের পায় নাই। কারণ যত বাঙ্গালিকে সে দেখিয়াছিল প্রায় সকলেই সকলের সঙ্গে সকল রকমে বিভিন্ন। বোধ হয় এত রকমের বিভিন্নতা অন্য কোথাও এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ! পৃথিবীতে যতরকম রং আছে, পরিচ্ছদ আছে, খাদ্য আছে, আচার ও ব্যবহার আছে এবং সামাজিকধর্ম্ম আছে সে সেই সমস্তগুলিকে প্রায় একস্থানে দেখিয়াছিল। ইহাতে স্থাধীন বিদেশীর ভ্রম ঘটিবে উহার আর আশ্চর্য্য কি! হে ভাইসকল! আমরা ধন্য, কারণ আমরা সেই সমষ্টি **এক**, অপর দেশের আগন্তুক আমাদিগের মহিমা কি বুঝিবে? ঋষিরা কোটি কোটি বৎসর ধ্যান করিয়া যাহার লীলা বুঝিতে অক্ষম সেই **এক** বাঙ্গালিকে বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য? তবে খালি বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে বুঝিতে পারে, কারণ ভাই হয়।

হে বালকবালিকাগণ! তোমরা কতদিন বাক্য-মনের অগোচরে, নির্গুনে ও নিরাকারে থাকিবে? একটু নীচে আসিয়া সাকার হওনা, কেননা জগতে যত সামাজিকধর্ম্ম আছে, সমস্ত সাকার। সাকার ব্যতীত ধর্ম্ম নাই, নিরাকারে ধর্ম্ম কোথায়? পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক ধর্ম্ম প্রচার হইয়া গিয়াছে সমস্ত সাকার। সাকার না হইলে সমাজকে গঠন করে কে? নিরাকারে গঠন নাই। যাহার গঠন নাই, সে গঠন করিতে পারে না। অস্তিটি না রাখিলে নাস্তিটি হয় না। পিতাটি না থাকিলে পুত্রটি হয় না। বীজটি না থাকিলে ফলটী হয় না, যদি বল কোনটা কি, ইহার উত্তর যেটা তোমরা বলিয়া থাক। পিতাকে পিতাই বল, ছেলে বলনাতো? পুত্রকে পুত্রই বল, পিতা বলনাতো? যদি বল পিতা ও পুত্র কি—কিছুই নয়,—কতবার পিতা পুত্র হইয়াছে, আবার পুত্র কতবার পিতা

হইয়াছে। হয় সত্য—স্থূলে এক সময়ে পিতা, পুত্র হইতে পারে না, বা পুত্র পিতা হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর হইয়া সূক্ষ্মে হইতে পারে।

হে বালকবালিকাগণ! তোমরা ধর্ম্মের দর্শনের দর্শনটিকে ছাড়, সে দর্শনটি খালি সূক্ষ্মকে লইয়া থাকে। তোমরা দর্শনটিকে পড়িয়া জান যে, ভিত্তিটি এক হয়, ইহা বলিয়া সাধারণ নিয়মে ভিত্তির উপর যে একতল, দ্বিতল আছে, সেটি ভিত্তি নয়।

বঙ্গদেশের লোক কত লম্বা চওড়া নাম লইয়া মরিয়াছে ও রহিয়াছে এবং উহাদিগের জন্য কত স্মরণ চিহ্ন প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে, কত সভা আহ্বান হইয়াছে ও হইতেছে, কত প্রশংসাপত্র দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু বল দেখি বঙ্গদেশে এমন কে কি কার্য্য করিয়াছে যাহাতে এত করা উচিত ছিল এবং উচিত হয়। আমাদের মত নীচ অন্তঃকরণের নকল-নবিশ আর দ্বিতীয় নাই।

হে বালকবালিকাগণ! তোমরা আর পাকা বাঁশের মতন ট্যাস ট্যাস করোনা। তোমরা তোমাদিগের অন্তঃকরণকে ও প্রকৃতিকে উচ্চ করিতে বিধিমতে চেষ্টা কর, আর তোমরা পুরুষকারের দ্বারা সৎকার্য্য করিতে চেষ্টা কর, আর তোমরা রাজভক্ত হও; কারণ রাজা সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া কথিত। আমাদিগের মধ্যে আপাতত এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই যাহাকে সমাজসংস্কারক বলা যাইতে পারে। যদি কেহ কিছু পূর্ব্বে করিয়া গিয়া থাকে এবং সেই সব ব্যক্তির কার্য্যের দরুণ আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ৺কার্ত্তিবাস, ৺কাশীরাম, ৺ভারতচন্দ্র, ৺আগমবাগীশ ও ৺চৈতন্য মিশ্র। হে বালকবালিকাগণ! শক্তি বিনা সামর্থ কই, সামর্থ বিনা পুরুষকার কই, পুরুষকার বিনা কার্য্য কই, কার্য্য বিনা কীর্ত্তি কই, কীর্ত্তি বিনা যশ কই, আর যশ বিনা স্বর্গ কই? যদি এই সব ব্যক্তিদিগের মাতাঠাকুরাণীরা

বুদ্ধিমতী না হইত, তাহা হইলে কি ঐ সব ব্যক্তিরা স্বর্গবাসী বলিয়া কথিত হইত? ফলত স্ত্রীলোকের আদর্শ চরিত্র হওয়া কর্ত্তব্য এবং আসঙ্গলিপ্সা দর্শন হেতু স্ত্রীলোকের উপাসক হওয়া পুরুষের কর্ত্তব্য।

ব্যাঙের গল্প।

হে বালকবালিকাগণ! কুপের ব্যাঙ হইও না, যদি ইচ্ছা হয় সমুদ্রের ব্যাঙ হও। কোন সময়ে কুপের ব্যাঙের সাথে সাগরের ব্যাঙের ভেট হয়। কুপের ব্যাঙ বলিল,—"ভাই কেমন আছ? বহুদিনের পর ভেট, আর সকলে ভাল আছেত? তোমার আস্থানাটি শুকিয়ে যায়নিতো?" সাগরের ব্যাঙ উত্তর করিল,—"আমি ভাল আছি, আর অন্য সকলে ভাল আছে। তুমি যে আস্থানাটি শুকিয়ে যাবার কথা বল্‌লে সে রকম আস্থানাতো আমার নয়। আমার আস্থানাটি সাগর, সাগর কি কখন শুকিয়ে যায়? বোধ হয় তুমি আমার আস্থানাটি দেখ নাই, যদি দেখিতে তাহলে ওকথা বলতে না। যদি ইচ্ছাকর তাহলে দেখাতে পারি। এখান থেকে কিছুদূরে আমার আস্থানাটি, বোধ হয় তুমি আমার আস্থানার শব্দ শুনতে পাচ্ছ।" কুপের ব্যাঙ বলিল—"তুমি বড় আজগুবি কথা বলিলে, জলাশয়ে শব্দ হয় এতো কখন শুনিনি, তবে বুঝি অন্য কিসের শব্দ হবে। সে যাহোক আগে তুমি আমার জলাশয়টিকে দেখ, বোধ হয় সেরকম জলাশয় কোথাও নাই! কিন্তু গাজনের সময় কিছু কষ্ট হয়! তাবলে এক লাফে পার হবার নয়।

কূপের ব্যাঙ গ্যাঁগোঁ করিতে করিতে সাগরের ব্যাঙকে সঙ্গে লইয়া নিজের কূপের দিকে চলিল। সাগরের ব্যাঙ একলাফে বিশহাত

চলিতে লাগিল, কূপের ব্যাঙের গতি আধহাত বৈ নয়। সাগরের ব্যাঙ দুই চারি লাফে কূপের ব্যাঙের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইল, কিন্তু বেশী আর লাফাইয়া চলিল না, কারণ সাগরের ব্যাঙ মিতের জলাশয়টি কোথা আছে জানিত না। বহুক্ষণের পর কূপের ব্যাঙ সম্মুখে আসিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল,—

"ওহে সাগরের ব্যাঙ! তোমার দেহটিও যেমনি, বুদ্ধিটিও কি তেমনি! তুমি কোথায় আমার পিছনে আসিবে, না একলাফে আমার মাথাটিকে ডিঙ্গিয়ে আমার নজর থেকে পলাইয়া গেলে! সভ্যতা শেখনি? টোলে গিয়ে টিকি পাওনি আর কলেজে গিয়ে চশমা পাওনি? আমার বাপ-দাদাদের কত কি ছিল, একলাফে চল্লিশ হাত যেত, আমিও পারি, তবে এখন অসুখ থেকে উঠেছি, তা না হলে এখুনি দেখিয়ে দিতুম, মিছে কি সত্যি, চল পুরাণ-পুঁথি থেকে শ্লোক তুলে দেখিয়ে দিইগে।"

সাগরের ব্যাঙ কিছু উত্তর না করিয়া কূপের ব্যাঙকে বলিল,— "তোমার জলাশয়টি আর কতদূরে আছে?"

কূপের ব্যাঙ উত্তর করিল,—"কেনহে, দুইলাফে হাঁপিয়ে পড়েছ নাকি? বেশীদূরে নাই, ঐ লিলি কচ্ছে।"

সাগরের ব্যাঙ কূপের ব্যাঙকে বলিল,—"ভাই! তোমার জলাশয়ের কাছে তুমি গেলে তোমার পিছনে যাইব, কারণ সাগরের ব্যাঙের কাছে কূপের ব্যাঙের জলাশয় এক লাফের পথ।"

ইহা শুনিয়া কূপের ব্যাঙ আহ্লাদিত হইয়া মদগর্ব্বে চলিতে আরম্ভ করিল, বহুক্ষণ পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সাগরের ব্যাঙকে পিছনে দেখিয়া তার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ সে কূপের ভিতর লাফ দিয়া পড়িয়া কূপের ভিতর হইতে সমুদ্রের ব্যাঙকে কত ডাকাডাকি করিতে লাগিল এবং কূপের ভিতর কত রকম লম্ফ-ঝম্ফ

করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কূপের মুখে সাগরের ব্যাঙের দেহটি ঢুকিল না। কূপের ভিতর হইতে কূপের ব্যাঙ বলিতে লাগিল,—"ওহে ভাই! তোমার গরব কোথা গেল? ভয় পাচ্ছে না কি? দেখ আমি যা কিছু বলেছিলাম সব ঠিক কি না? একবার এস, ভয় নাই। বলোত আমি ধরে নিয়ে আসি, দেখ আমার আস্থানাটি কত বড়, তোমারও আস্থানাটি কি এত বড়? ছিঃ ভাই! কেন উত্তর দিলে না, পলাইয়া গেলে নাকি? ইহা শুনিয়া সাগরের ব্যাঙ দুঃখে নিজ-স্থানে চলিয়া গেল। কূপের ব্যাঙ জানিল, আমার জলাশয় অপেক্ষা আর বৃহৎ জলাশয় কুত্রাপি নাই, কেননা সাগরের ব্যাঙ ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।

শেষ কথা।

হে বালকবালিকাগণ! তোমরা সভ্য হও—তোমরা মনে করিওনা যে তোমাদিগের মত সভ্য ব্যক্তি জগতে আর অন্য কেহই নাই। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বলিলে বা গেরুয়াকাপড় পরিলে, বা দুই চারিখানি বই লিখিলে, বা নামের সামনে ও পিছনে অক্ষর বাড়াইলে, বা মাচায় উঠিয়া বক্তৃতা দিলে, বা পুরাতন সংস্কৃত বহি হইতে শ্লোক উদ্ধার করিলে সভ্য হয় না। পূর্ব্বপুরুষ বড় থাকিলে নিজে বড় হয় না। পুরাকালে অনেক জাতি ভারতেশ্বর ছিল, ইহা বলিয়া তাহারা বংশানুক্রমে ভারতেশ্বর নয়। অতএব জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাজভক্তি ও শক্তি অর্থাৎ স্ত্রীলোক, এই কয়েকটির উপাসক হইয়া পূর্ব্বের অভিমানটিকে ছাড়িয়া জনসমাজে সামাজিক ধর্ম্মটিকে প্রচার কর।

আপাতত বঙ্গদেশে শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব ব্যতীত ধর্ম্ম নাই। তোমরা যেটিকে লইতে ইচ্ছা কর সেইটিকেই লইতে পার। কিম্বা তোমরা যদি অন্য নূতন একটীকে ভুঁইফোড় কর, তাতেও কোন বিপদ নাই। কারণ অদ্য যেটী নূতন, কল্য সেটী পুরাতন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণগুলিকে বৃত্তি অনুসারে রাখিতে ইচ্ছা কর, অনায়াসে রাখিতে পার। আমরা সকলেই শূদ্র, কারণ, শূদ্র অর্থাৎ পরাধীন। পূর্ব্বে আর্য্যেরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যাহারা কেবল লেখাপড়ার চর্চ্চা করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিত। যাহারা লেখাপড়া করিত ও যুদ্ধকার্য্যে থাকিত, তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিত। আর যাহারা কেবল ব্যবসা করিত তাহারা বৈশ্য ছিল। কিন্তু সকলেই আর্য্য বলিয়া কথিত হইত। বহুকাল এইরূপ বংশাবলি-ক্রমে কার্য্য হওয়াতে থাকের উৎপত্তি হইল। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিত, ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়কে বিবাহ করিত এবং বৈশ্য—বৈশ্যকে বিবাহ করিত। তিনের অনুলোম ও বিলোম সংযোগে বহু অন্য থাকের উৎপত্তি হইল। ক্রমে ক্রমে এত ভ্যাজাল অর্থাৎ পরগাছা বাড়িল যে মূলটি মুড়িয়ে গেল।

এদিকে মড়িপোড়া হইতে দেবল পর্য্যন্ত বামুন রহিল, কেননা উহারা দেবলের "ল" টিকে মুড়াইয়া দিল, কিন্তু উহাদিগের খাতির অত্যন্ত হইতে থাকিল। বামুনদিগকে ঘরে বসিয়া পায়ের উপর পাদিয়া পূজা করিতে দেখিয়া ও কুসুয়ে কার্য্য করিতে দেখিয়া ও ভিক্ষা করিতে দেখিয়া, অন্যজনেরা বামুন হইতে সুরু করিল। চরকা ভোঁ ভোঁ করিয়া সুতা কাটিতে লাগিল, কিন্তু আর যোগাতে পারিল না, শেষে ম্যানচেষ্টার বঙ্গদেশে আবির্ভূত হওয়াতে চরকাটি রক্ষা পাইল। নানাস্থানে শুভদিনে হাজার হাজার বামুন তৈয়ারি হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে লোকসংখ্যা যত, প্রায় তৃতীয়াংশের একাংশ

বামুন। সংখ্যাশাস্ত্রে শূন্য বসাইলেই সংখ্যা বাড়িয়া যায়। ৯৯৪ শকাব্দে আদিশূরের সময় বঙ্গদেশে পাঁচজন বামুন আসিয়াছিল বলিয়া কথিত, কিন্তু কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বাসীরা বিচার করিয়া লইবে।

কোন পুস্তকে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র হইয়াছে। অতি পুরাকালে জন্ম হইলেই শূদ্র হইত, সংস্কার হইলেই দ্বিজ, বেদাভ্যাস করিলে বিপ্র, ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হইত। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ হইতে কত ব্রাহ্মণবংশ হইয়াছে, যদি জানিতে ইচ্ছা কর পুরাণগুলিকে পাঠ করিলেই অনায়াসে জানিতে পার। ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থাৎ বর্ণবিচারটি ভাল কি মন্দ, ইহা অন্যের বিচারে রহিল।

হে ভাইভগিনীগণ! আইস আমরা আর সোনার সময়কে নষ্ট করিব না। সদাশয় ইংরাজেরা আমাদিগের শরীরকে ও ধনকে রক্ষা করিতেছেন, আমরা সকলে রাজভক্ত ও ধার্ম্মিক হইয়া সামাজিক ধর্ম্মের উন্নতি কিসে হয় ইহার বিধান করি, আর রাজনীতি আপাতত একবারে ভূলে যাই। আমাদিগের ভিতর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে ইহা সমস্তই সদাশয় ইংরাজের কৃপায় ইহা নিশ্চয় জানিবে। আমাদের দেশের হাম্‌দো-মাম্‌দোরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কোথায় যে উঠিবে ইহার কিছুই ঠিক নাই। মতির ঠিক নাই, সেই হেতু গতিরও ঠিক নাই।

দেখদেখি সদাশয় ইংরাজের কৃপায় আজ আমাদের কি আনন্দের দিন। এদেশের সুখ-দুঃখ ওদেশের লোক শুনিতেছে, ওদেশের কাহিনী সেদেশের লোক কহিতেছে, সেদেশের কথা এদেশে-ওদেশে আন্দোলন হইতেছে। বাস্তবিক এদেশ, ওদেশ ও সেদেশ এক হইয়াছে। "এ," "বি" ও "সি" ত্রিকোন রেখা, "এ"টি যদি "বি"এর সঙ্গে এক হয়, আর "বি"টি যদি "সি"এর সঙ্গে এক হয়, তাহা হইলে

"সি"টিও "এ"টির সঙ্গে এক—স্থূল একের মত দেখ। ইংরাজী ভাষা সকল দেশকে এক করিয়াছে। একটা ভাষার একতাতে কি আনন্দ দেখ! যদি এই একতাটি ধর্ম্মের, পোষাকের, খাদ্যের ও রংয়ের সঙ্গে হইত তাহা হইলে আজ কি বিপুল আনন্দের দিন হইত! সদাশয় ইংরাজেরা যত টাকা আমাদের উন্নতির জন্য খরচ করিয়াছেন, বোধ হয় সার্থক হইত! এবং আমিরাও জগতে সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতাম! কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা প্রত্যেকেই বলি আমি পারগ। যে কেরাণীর কর্ম্ম করে সে বলে আমি সেক্রেটারি টু দি ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়ার কার্য্য করিতে পারি,—যে ব্যবসা করে সে বলে আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্য করিতে পারি,—যে ব্যায়াম করে সে বলে আমি ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করিতে পারি,—আর যে গৈরিকধারী হয় সে ৺দত্তাত্রেয় হতে চায়,—যে মাচার উপর উঠিয়া বক্তৃতা দেয় সে লুথার কিম্বা বার্ক হতে চায়,—আর যে এক আর একে দুই হয় জানিল সে মনে করে আমি য়্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল অফ ইণ্ডিয়ার কার্য্য চালাইতে পারি!

হায়রে ভাইভগিনীসকল! আমরা এক ও বহুর তারতম্য বুঝিয়া যদি রাজভক্ত হইয়া আইনানুসারে নিজের উন্নতিসাধন করি তাহা হইলে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা, নচেৎ অবনতি অনিবার্য্য।

কি কহিব ভাই, কিছু কহিতে না পারি,
মনে করি চুপ করি, রহিতে তো নারি।
রঙ, খাদ্য, ধর্ম্ম, বস্ত্র এক যার ভাই,
মরি, মরি, মরি তার লইয়া বালাই।





অবতার ভেদে সমাজিক ধর্ম্মের বিভিন্নতা।

জকাল বঙ্গদেশে বিকার ধর্ম্মের ঢেউ অত্যন্ত বেশী উঠিয়াছে। বোধ হয় যেন হিমালয় বহুপূর্ব্বে জানিতে পারিয়া আত্মগৌরব রক্ষা হেতু ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি সীমাটিকে ঠিক না করিয়াও বিন্ধ্যগিরির বেড়াটি দিয়াছে। ঢেউ যে কোথায় গিয়া মিশিবে, সেটি যখন উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য বাবুরা ঠিক করিতে পারিতেছে না, তখন আমিতো কোন ছার!

কোন কোন চরিত্রনীতিজ্ঞ ঘরের কোনে বসিয়া মেনির মত মিউ মিউ করিতেছে। কোন কোন সমাজনীতিজ্ঞ ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডালকুত্তার মত ঘেউ ঘেউ করিতেছে। কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ ঘরের ভিতর উঁচু মাচায় দাঁড়াইয়া বাঘের মত হালুম হালুম করিতেছে। কোন কোন গুপ্তনীতিজ্ঞ ঘাটে, মাঠে ও হাটে

নাগরদোলার কোঁকোর কোঁ শব্দের মত কোঁকোর কোঁ করিয়া দে পাক দে পাক ডাকিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকলকার আধ আধ মুখখানি টুক্‌টুকে আপেলের মত না হইয়া মুক্তকেশী বেগুনের মত হইয়াছে।

ধর্ম্ম বিনা জগতে অস্তিত্ব নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদিরও ধর্ম্ম আছে। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই গাঁথাটী ব্যষ্টিজগতের সমষ্টি হয়, তজ্জন্য ইহাতে ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কিছুই নাই। যে ব্যক্তি জগতে অবতীর্ণ হইয়া ইহজগতে মহালীলা করেন এবং যাঁহার লীলার তুল্য লীলা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সে সময়ে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই ব্যক্তি অবতার বলিয়া কথিত হন এবং অবতারের মুখনিঃসৃত অমৃত বাক্যগুলি জগতে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া পরিগণিত হয়। বাস্তবিক অবতারের শিষ্যেরা অবতারের নাম লইয়া থাকে—যেরূপ বংশধরেরা বংশের নাম লইয়া থাকে—কেননা শিষ্যেরা অবতারের পুত্র বলিয়া কথিত। যথা, প্রভু ক্রাইষ্টের শিষ্য খৃষ্টিয়ান, প্রভু মহম্মদের শিষ্য মুসলমান, প্রভু বুদ্ধের শিষ্য বৌদ্ধ এবং ৺রসিক মিত্রের পুত্র বিহারী মিত্র। অবতারদিগের অনুমতি বাক্য যাহা ধর্ম্মপুস্তকে থাকে, সেগুলিকে শিষ্যেরা **একের** বাক্য বলিয়া গ্রহণ করে। কিন্তু যদি কোন শিষ্য দর্শনের দ্বারায় অবতারের অনুমতি বাক্যের উপর তর্ক করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অবতারের শিষ্য নয়,—যেমন দত্তকপুত্র পিতার পুত্র হইয়াও গৃহীতার পুত্র হয়। **একের** শিষ্য সমস্ত জগৎ হয়, কিন্তু অবতারের শিষ্য সমস্ত জগৎ নয়। অবতারভেদে সামাজিকধর্ম্মের বিভিন্নতা। বস্তুত কোন কালে সমস্ত জগৎ এক ধর্ম্মাবলম্বী হয় নাই, ফলত হইবেও না। অতীতকালে সামাজিক ধর্ম্মের বিভিন্নতা ছিল, আপাততও আছে, ফলত সামাজিক ধর্ম্মের

বিভিন্নতা ভবিষ্যতেও থাকিবে। সামাজিক ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক করিলে মুর্খতাটি প্রকাশ পায়, কেননা ভক্তি ও বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল হয়। যাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস আছে তাহারা মুক্তি পায়, তবে দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া এবং অবতারটিকে বজায় রাখিয়া সামাজিক ধর্ম্মের উন্নতি করিতে কোন বাধা নাই। দর্শনে যে যত তর্ক করিবে তার মাথা তত পরিষ্কার হইবে এবং পরিষ্কার হইতে হইতে যখন নির্ম্মূল হইবে, তখন **এক** আসিয়া আবার মূল হইবে। বাস্তবপক্ষে এই প্রকার দর্শনকে সংজ্ঞাদর্শন কহে। দর্শনশাস্ত্রে ভক্তির ভিত্তিটিকে ঠিক না রাখিলেও অন্ধকারে হামা-গুড়ি দিয়া দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরিতে হয়।

সামাজিক ধর্ম্মের উন্নতি করিতে হইলে দর্শনশাস্ত্রের পদ আওড়াইলে বা "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বলিয়া স্থূলকে ঘৃণা করিলে হয় না। সামাজিক ধর্ম্মের রহস্যপ্রনালীটির রহস্যটিকে জানিতে পারিলে বেশ আস্তে আস্তে সমাজের উন্নতি হয়। অবতারটি মূল-গুঁড়ি, ক্রিয়াটি ডাল-পালা, আর পুরুষাকারটি ফল, অতএব অবতার, ক্রিয়া ও পুরুষকার ব্যতীত ইহকালে উন্নতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সামাজিক ধর্ম্মরহস্যের রহস্যটি উক্ত তিনটি হয় এবং ঐ তিনটি রহস্যের রহস্যটি একতা হয়। বাস্তবিক একতা ব্যতীত সামাজিক ধর্ম্মের উন্নতি হয় না। অবতারের শিষ্য ব্যতীত একতা কোথায়,—একতা ব্যতীত শক্তি কোথায়,—শক্তি ব্যতীত পুরুষকার কোথায়,—পুরুষকার ব্যতীত ফল কোথায়,—ফল ব্যতীত আনন্দ কোথায়,—আনন্দ ব্যতীত এক কোথায়,—আর **এক** ব্যতীত বহু কোথায়,—আর বহু ব্যতীত **এক** কোথায়? অতএব পরস্পরের আকর্ষণী শক্তির অর্থাৎ আসঙ্গলিপ্সার প্রনালিটী ধর্ম্ম হয়। আর

সামাজিক ধর্ম্মপ্রণালীর কর্ত্তা অবতার হন। ফলত অবতার ব্যতীত সামাজিক ধর্ম্মের গঠন হওয়াটি অসম্ভব।

যে দেশে সামাজিক ধর্ম্ম নাই বা দেশীয় পোষাক নাই বা জাতীয়ভাষা ও রং এক নাই, সে দেশে একতাটি নাই এবং যে দেশে এই একতাটি নাই সে দেশের লোকের ভিতর মানসিক তেজ নাই। মানসিক তেজের অভাব থাকিলে মনের একতাটি হয় না এবং মনের একতাটির অভাবে সামাজিক রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্বটিকে গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়। স্থূলের উপাসক না হইলে মনের একতাটি আইসে না, আর একতাটির অভাব থাকিলে বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হয় না, আর একাগ্রচিত্ততার অভাব ঘটিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, আর কার্য্যসিদ্ধি না হইলে আনন্দ আইসে না। বাস্তবিক আনন্দ না পাইলে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"এর বা সামাজিক ধর্ম্মের রহস্যটি আদৌ মাথায় আইসে না, যদি আইসে সেটি অমঙ্গলের কারণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্থূলে যত ভ্রষ্ট হয় মানসিক বল তত ক্ষীণ হয়।

ইউরোপবাসীরা সকলেই খৃষ্টান, সকলেই এক অবতারের উপদেশ পালন করে। রবিবারকে স্যাবাথ-ডে বলে এবং সেদিন অন্য কার্য্য না করিয়া উপাসনায় নিযুক্ত থাকে। বড় হইতে ছোট পর্য্যন্ত এক রকম খাওয়া খায়, এক রকম পোষাকধারী হয় এবং এক রকম রঙে রঙিল হয়। এই কারণ উহাদিগের ভিতর মানসিক তেজ আছে বলিয়াই উহাদিগের ভিতর চিত্তের একাগ্রতার অভাব নাই। বাস্তবিক মনের স্থিরতা হেতু উহারা স্থূলের উপাসক হইবার উপযুক্ত পাত্র।

পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যেরা ইউরোপবাসীদিগের মত ছিল বলিয়া উহারা কার্য্যক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা ও সকল বিষয়ে উন্নতি দেখাইয়া যাইতে পারিয়াছে। পূর্ব্বে আর্য্যেরা মাংসাশী ছিল এবং উহাদিগের

শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আহারের ও পোষাকের উন্নতিও হইয়াছিল। যে ব্যক্তি বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিল সে প্রথমে খালি দুধ-ভাত খাইতে লাগিল। কারণ উহাদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকে দুধ-ভাত আহারটি গুরুপাক বলিয়া কথিত, আর উহারা বলিত, যত লঘু আহার করিবে এবং কম খাইবে ততই ইন্দ্রিয়-দোষগুলি কম হইবে। আমি বলি এইটী অসঙ্গত কথা নয়, তবে ব্যস্ত জগতে এই প্রকার আহার ভাল নয়। গুরু আহারে কায়িক উন্নতি হয়, আর লঘু আহারে মানসিক উন্নতি হয়। দেহের ভিতর হজমের শক্তি যত কমিবে তত লঘু আহারের প্রয়োজন হইবে। অতএব হজমশক্তির গুণে লঘু ও গুরু আহার করা বিধেয়। অনেক বৈজ্ঞানিক লঘু আহারের পক্ষপাতী, কিন্তু আমি এক হিসাবে এই মতকে স্বাস্থ্যের চিহ্ন বলি না। বাস্তবিক সাধারণ জগৎবাসী যত মাংসাশী হইবে তত স্থূল কর্ম্মসাধনের জন্য শারীরিক বল-বুদ্ধি পাইয়া কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারিবে। দুধ-ভাত অপেক্ষা লঘু আহার ফল, ফলের চেয়ে আরও লঘু আহার মূল, ক্রমে মূলের অপেক্ষা জল, জলের চেয়ে বাতাস, বাতাসের অপেক্ষা লঘু আহার অন্তরসুধা। ইহার উপর যদি আরও কিছু থাকে, তাহা আমার জানিবার অভাব।

এক একটিকে তিন তিন বৎসর ধরিয়া সাধন করিতে হয় এবং ক্রমান্বয়ে পনর বৎসর করিলে সিদ্ধ হয়। সাধনা করিবার পূর্ব্বে চান্দ্রায়নব্রত করিতে হয়। চান্দ্রায়নব্রতটি দুই প্রকার—যববৎ ও পিপীলিকাবৎ, অথবা কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ। গোমূত্রে চাউলকে সিদ্ধ করিয়া সিদ্ধ চাউলটিকে পায়রার ডিমের মত ঢেলা করিতে হয় এবং প্রত্যেক দিন এক একটি করিয়া ঢেলাটিকে বাড়াইয়া পনরটিতে যাইতে হয়। কিম্বা পনরটিতে সুরু করিয়া প্রত্যেক দিন এক একটি করিয়া ঢেলাটিকে কমাইয়া একটিতে

আসিতে হয়। এইরূপ চব্বিশপক্ষ অর্থাৎ এক বৎসর করিলে পূর্ণ চান্দ্রায়নব্রত হয়। উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যের ধ্যানে মগ্ন থাকিতে হয়। সূর্য্যাস্তে গোমুত্রে সিদ্ধ ·চাউলের ঢেলাটিকে সেবা করিতে হয়। পনর বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতে থাকিতে হয়, যদি স্বপ্নেও রেতপাত হয়, এক বৎসরের অভ্যাস বৃথা হইল জানিবে, অর্থাৎ এক বৎসর বেশী লাগিল। একটি ভাল মনোনীত স্থানকে বাছিয়া লইতে হয়, যেখানে ভূতের উপদ্রব নাই। নিম্নস্থান অপেক্ষা যত উচ্চ স্থান হইবে ততই ভাল, কারন রসবতীর আকর্ষণী শক্তি হইতে যত তফাৎ থাকা হয় ততই ভাল, কেননা পূরক, কুম্ভক ও রেচক আপনা আপনি ঠিক্ উঠিবে, রহিবে ও পড়িবে। বৃথা কথা কহিয়া কাল কাটান উচিত নয়। মন্ত্রের দরুণ একটি একাক্ষরী মূলমন্ত্রকে গ্রহণ করা বিধেয়। ওম্ কিম্বা বম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র একাক্ষরীর মধ্যে আর অন্য নাই। অ+উ+ম ব্যাকরণে সাধিলে ওম্ হয়, আর উ+অ+ম ইহাতে বম হয়। দুইটিই এক হয়, তবে যেটি যার ভাল লাগে সে সেইটিকেই লইতে পারে; কিন্তু বম্ শৈবদিগের ভিতর প্রশস্ত।

রেত তিনপ্রকার—উৰ্দ্ধরেত, শিবরেত ও কৃষ্ণরেত। উৰ্দ্ধরেত অর্থাৎ রেতের পতন নাই, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ। শিব হইতে শিবরেত হইল। শিব দেখিলেন উৰ্দ্ধরেত হইতে সন্তান-সন্তুতি হয় না, ইহা অত্যন্ত দোষণীয় ভাবিয়া শিব রেতের উন্নতি আরও করিলেন; শিবরেত অর্থাৎ বহুক্ষনে পতন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণরেত হইল। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ আরও রেতের উন্নতি করিল কেননা কৃষ্ণরেতের অর্থ স্বেচ্ছায় রেতকে চালন; ইচ্ছা করিলে এক মূহুর্ত্তে রেতকে ফেলিতে পারা যায়, ইচ্ছা না করিলে শিবরেতের ও উৰ্দ্ধরেতের

কাষ্য করিতে পার। দেখ স্থূলের উপাসক না হইলে কোনধারে উন্নতি করিবার উপায় নাই।

প্রত্যহ ভোরে শয্যা হইতে উঠিয়া মলমূত্রকে ত্যাগ করিয়া পরিষ্কার বায়ুসেবন করিবে, তৎপরে নিজ কার্য্য বা পাঠে মনোযোগ দিবে। সাধারণের চা পান করাটি আপাতত নিষেধ রহিল। যাহারা কোন রকম নেশা করে, কিম্বা যাহাদের বয়ক্রম চল্লিশের উর্দ্ধ হইয়াছে, কিম্বা যাহাদের জন্ম শীতপ্রধান দেশে, তাহাদিগের পক্ষে চা পান করাটি প্রশস্ত রহিল। কিন্তু যদি অন্য কেহ চা পান করে, সে অর্শ, অথবা নাশা, অথবা ক্ষত, না হয় অম্বল রোগে নিশ্চয় ভুগিবে। পাঠ বা কার্য্য সমাপনান্তে স্নান করিবে। গায়ে তেল মাখাটি ভাল কি মন্দ পাঠক পাঠিকারা বিবেচনা করিয়া লইবে। বঙ্গদেশে তৈল মাখাটি চিরপ্রসিদ্ধ, কারণ বঙ্গদেশটি জলা বলিয়া কথিত। বঙ্গদেশে ছেলে বা মেয়ে জন্মাইলে অতি শিশুকাল হইতে অনেক দিনাবধি গায়ে তেল মাখাইয়া সূর্য্যপক্ক করিয়া লওয়া হইত ও এখনও কোথাও কোথাও লওয়া হয়, কেননা এদেশের জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। গায়ে তেল মাখিলে বাহ্য জলবায়ু শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ লোমকূপের সমস্ত ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্গদেশে পাতা ও লতা জলে পচিয়া নানা রকম কীটের উৎপত্তি হয়, ঐ সব কীট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সরিষার তৈল জবজবে করে মাখিয়া থাকে, কারণ বাঙ্গালীরা অত্যন্ত গরিব।

এদেশে নদী, খাল, নালা পুকুর অত্যন্ত বেশী এবং এই সকলে কুমীর অনেক আছে, হলুদ মাখিলে কুমীর কামড়ায় না, কারণ হলুদের গন্ধটি কুমীরের অসহ্য। তেল মাখিলে গয়ের মাংস লোল হয়। ইদানীং সহরবাসীদিগের ভিতর গায়ে তেল মাখিয়া সূর্য্যপক্ক

হওয়া নাই, বা তেল মাখিবার ব্যবহার বেশী নাই। আপাতত কলিকাতার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং প্রায় সকলেই কোটা বাড়িতে বাসকরায় ব্যারাম কম হয় এরং এখন নর্দ্দমা সকল পরিষ্কার ভাবে রাখার কারণ পোকা, মাকড়ও কম হয়। চাঁদণীর চক ও বড়বাজারের পোষাক-পরিচ্ছদ কলিকাতার সভ্যদিগকে কীট হইতে রক্ষা করে। এখন বোধ হয় কলিকাতার লোকেদের ভিতর তেল বা হলুদ মাখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

স্নান করিবার পরে পট্টবস্ত্র পরিবে, গাত্রে চুয়া, চন্দন, কুঙ্কুম ও জাফরান্ লেপন করিয়া কুশ, অজিন কিম্বা কম্বল আসোনোপরি পদ্মাসনে বসিয়া ইষ্টদেবতার নামটিকে লইবে। সামনে সদ্যজাত পুষ্প ও নির্ম্মল জল তাম্রপাত্রে রাখিবে, দক্ষিণে অগ্নি রাখিবে এবং অগ্নিতে তিনটি করিয়া বিল্বপত্র থাঁটি গাভীঘৃতে মাখাইয়া আহুতি দিবে। বামে ধূপ, ধুনা ও গুগ্‌গুল্ ধুনাচিতে রাখিবে। এইরূপ ক্রিয়া ও দ্রব্যের অয়োজনের দ্বারা চিত্তের প্রফুল্লতা, শরীরের স্বাস্থ্য ও আনন্দ আইসে। যার মনের ভাব প্রশস্ত হইয়াছে সে ব্যক্তি স্নানান্তে টার্‌কিশ টাওলে ভালরূপে গাত্রের ময়লা সাফ করিয়া গেঞ্জিফ্রকের উপর কামিজ আঁটিয়া সুগন্ধী পুষ্পসার দ্বারা দেবতাকে মানসে প্রদান করিয়া নিজে প্রসাদগ্রহণ ও বাতাসওয়ালা গৃহে সুখাসনে বসিয়া সুস্থ শরীরে ও শান্ত মনে মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তা বা মন্ত্রের জপ করিবে। প্রতিদিন অর্দ্ধঘণ্টা কাল এই ভাবে চিন্তা বা জপ করিলে কার্য্যে মনস্থির, হৃদয়ে আনন্দ ও সকল রকমে ভাল হইবে সন্দেহ নাই।

তাহারপর আহার ব্যক্তিগত। কার্য্যানুরোধে ইষ্টচিন্তার কিছুক্ষণ পরেই হউক, অথবা আয়ুর্ব্বেদ অনুযায়ী দুইপ্রহরের সময়ে হউক করিবে। কিন্তু আহারান্তে কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার পূর্ব্বে কিছু সময়

বিশ্রাম করা উচিত। ইহার অভাবে চাকুরেগণের ভিতর অনেকেই রোগগ্রস্ত হয়। যাহারা নয়টার সময় আহার করিবে, তাহাদিগের দুইটার সময় আবার কিছু জলযোগ করা উচিৎ এবং আহারীয় দ্রব্যের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহার অভাবে নানারূপ রোগের উৎপত্তি হয়। বিদ্যালয়ের পাঠার্থিগণ, আফিসের কর্ম্মচারী ও অন্যান্য শ্রমজীবিগণের পক্ষে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া একেবারে পোষাক ছাড়া কর্ত্তব্য নয়। গাত্র স্নিগ্ধ হইলে ক্রমে ক্রমে জামা প্রভৃতি খোলা উচিৎ। বোধ হয় যাহারা মোজা পরে তাহাদিগের শীঘ্র পা ধুইলে স্বাস্থ্যের হানি হওয়ার সম্ভাবনা। তারপরে আহার করা যুক্তিসঙ্গত। কিছু কিছু ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। রাত্র ১০টা—জোর ১১টা অবধি—নিজ নিজ কার্য্য, পুস্তক পাঠ, বা সঙ্গীতের চর্চ্চাদি করিয়া নিদ্রা যাইবে। ছয় ঘণ্টার কম বা আট ঘণ্টার বেশী নিদ্রা যাওয়া ভাল নয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যহ এই রকম এক প্রকারে নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করিতে পারিলে নিশ্চয় উপকার হইবে। ফল, মুল, ডাল, ভাত, মাছ, মাংস, হ্যাট, কোট, ধুতি, চাদর, চাপ্‌কান, চোগা ইত্যাদি যেটিকে লইবে, সেটিকে যেন শ্মশানের চিতাতে ছাড়া হয়।

দেখ এই নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করা কত দুরূহ ব্যাপার! মনে করিলেও কোন রকমে নিয়মগুলিকে রক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ আমাদিগের ভিতর জাতীয় ধর্ম্ম নাই। আপনা আপনির ভিতর কোন বাটীতে নিমন্ত্রিত হইলে উক্ত নিয়মগুলিকে ভঙ্গ করিতে হয়। পাল-পার্ব্বনে কিম্বা নিজের বাটীতে কোন কার্য্য উপলক্ষে ত কথাই নাই। রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিনে আরও বেশী গোল-মাল হয়। এক নিয়ম পালন পক্ষে এই সমস্ত বিপদ—আপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অবতারের মুখনিঃসৃত জাতীয় ধর্ম্মের প্রয়োজন; ফলত অবতার ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না।

আমরা প্রায় সকলেই কার্য্যে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারি পুড়িয়ে পুড়িয়ে। আমাদের চৌদ্দপুরুষের এই হিঁয়ালীটিকে ছাড়া চাই এবং ইহার বদলে, কার্য্যে চটপটে, পরিমিত ভোজনে আনন্দ দিবে ন্যায় বচনে, হওয়া চাই।

স্বাধীনের ও পরাধীনের বৃত্তি।

চিরকাল জগতে স্বাধীনেরা ধর্ম্মকে প্রচার করিয়া থাকে, পরাধীনেরা কোন কালে ধর্ম্মকে প্রচার করে নাই। পরাধীনের বৃত্তি হয় স্বাধীনের পদসেবা করা। ক্রিয়াবিহীন না হইলে পরাধীন হয় না, ক্রিয়াবান ব্যক্তিই স্বাধীন হয়। সিংহের উদারতাটি স্বাধীন ব্যক্তির অলঙ্কার হয়। পরাধীন ব্যক্তির অলঙ্কারটি শৃগালের ধূর্ত্ততা হয়। স্বাধীন ব্যক্তিরা স্বজাতীয়ের শ্রীটিকে শ্রীযুক্ত করিতে চেষ্টা করে। পরাধীন ব্যক্তিরা সহোদরের শ্রীটীকে বৃদ্ধি দেখিতে পাইলে দুঃখিত হয়। স্বাধীন ব্যক্তির মাথা উচ্চ হয়, তজ্জন্য স্বাধীন ব্যক্তির মাথা হইতে যাহা কিছু বাহির হয় সেটিও উচ্চ। পরাধীন ব্যক্তিরা আপনা আপনির মধ্যে পরস্পরকে ঘৃণা করে। স্বাধীন ব্যক্তিদিগের আপনা আপনির ভিতর পরস্পরে ভালবাসা আছে। পরাধীন ব্যক্তির ধন কিম্বা মান হইলে আর এক জন্তু হয়। স্বাধীনের ধন কিম্বা মান হইলে স্বজাতীয়ের মঙ্গল হয়। পরাধীন ব্যক্তিরা দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। স্বাধীন ব্যক্তিরা এক নৌকায় দৃঢ় হইয়া চাপিয়া বসে। স্বাধীন ব্যক্তিরা, মরিয়া যাইলেও আপন ধর্ম্মের

বৃত্তি সকল ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করে না, কিন্তু পরাধীন ব্যক্তিগণের বৃত্তি ঠিক বিপরীত। পরাধীন অর্থাৎ মূর্খ স্থূল, স্বাধীন অর্থাৎ পণ্ডিত সূক্ষ্ম। পরাধীন যাহা কিছু লিখিবে বা বলিবে তাহা অগ্রাহ্য।

বিলাতী বাবু।

কোন সময়ে একজন বাইশ বৎসরের বাঙ্গালী বিলাত যাইতে মনন করিয়া আচারভ্রষ্ট হইল এবং যখন সে হাবড়া মেলট্রেনে বিলাত যাইবার জন্য বম্বে যাত্রা করিল, তখন সে বার আনা বাঙ্গালী-বাবু আর চারি আনা বিলাতী নকল সাহেব। ক্রমে প্রত্যেক ষ্টেশন পারের সহিত তার আগেকার মতিরও ভেদ ঘটিতে থাকিল। যখন বম্বে পৌঁছিল তখন তাতে আরও দুইআনা বিলাতী নকল দানা যোগ হইল। সে দুই চারিদিন বম্বের হোটেলে থাকিয়া বিলাত যাওয়া জাহাজে চড়িয়া হঠাৎ জলরাশির ঢেউগুলিকে দেখিলে পর তার ভয়যুক্ত মানসিক আনন্দের ঢেউটি অন্তরে জাগিল। চঞ্চলতাটি ঢেউয়ের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়। একুশ দিন ঢেউয়ের সহিত একসঙ্গে বাস হওয়াতে সে ঢেউয়ের বন্ধু হইয়া যাইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বঙ্গের বাইশ বৎসরের শিক্ষার ও বীজের ক্ষমতাটি হার মানিল। কারণ যখন সে বিলাতে নামিল, তখন পুরা একজন বাঙ্গালী-সাহেব। ইংরাজেরা তাহাকে দেখিয়া কানাকানি, গা টেপাটিপি করিতে লাগিল। যদিও সে ইংরাজী পোষাকে ছিল তথাপি তাহারা

তাকে এক নূতন জন্তু বলিয়া লইল কারণ বাঙ্গলার পুঁইমিটুলি রঙে ইংরাজী পোষাক হেতু তাদের মনে এক নূতন রঙের আবির্ভাব হইল। একজন আসিয়া নূতন জন্তুকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে? তোমার নিবাস কোথা এবং তুমি কিসের জন্য এখানে আসিয়াছ?

বাঙ্গালী উত্তর দিল,—আমার নাম অমুক, আমি আপাতত বম্বে হইতে শিক্ষাহেতু এখানে আসিয়াছি, কিন্তু আমার নিবাস বাঙ্গলা।

ইংরাজ বলিল,—বাঙ্গলা!

বাঙ্গালী উত্তর করিল,--হিন্দুস্থানের একটি প্রদেশের নাম বাঙ্গলা। ইংরাজটি "হাঁ, হাঁ" বলিয়া চলিয়া গেল।

বাঙ্গালী ঠিকাগাড়ীতে চড়িয়া হোটেলাভিমুখে চলিল এবং দুই চারিদিন হোটেলে থাকিবার পর একদিনে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে দেখিল "এক ষোড়শী ঘর ভাড়া দিতে প্রস্তুত আছে, তার দুটি ছোট ছোট সুন্দরী ভগিনী আছে, আর তাহারা নৃত্য করিতে, গীত গাহিতে ও পিয়ানো বাজাইতে খুব মজবুত। বিদ্যালয়, নাচঘর ও সমিতি উক্ত বাটী হইতে একরশি মাত্র তফাৎ।"

পরদিন প্রত্যুষে সেই বাঙ্গালী একখানি ঠিকাগাড়ী করিয়া সেই বাড়িওয়ালীর দরজায় গিয়া নামিল। দেখিল দরজা বন্ধ। বাঙ্গালা দেশের প্রথা অনুসারে দরজাতে ধাক্কা দিবার মনন করিয়া যেমন হাত তুলিল, অমনি গাড়োয়ানটি বলিয়া উঠিল—"তুমি দরজাতে ধাক্কা দিওনা। ঐ দড়ি গাছটিকে ধরিয়া টান, তাহা হইলে বাড়ীর ভিতরে ঘণ্টা বাজিবে এবং ভিতরের লোক জানিবে যে বাহিরে লোক আসিয়াছে।"

বাঙ্গালী লজ্জিত হইয়া প্রথমে গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া উক্ত দড়ি ধরিয়া টানিতেই একটী ষোড়শী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া সমাদর করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া বৈঠকখানাতে বসাইল।

ইত্যবসরে আর দুইটী ভগিনী আসিয়া যোগ দিল, সঙ্গে সঙ্গে কথা-বার্ত্তা সুরু হইল। একটি ভগিনী পিয়ানোর সঙ্গে গলা মিশাইয়া গান ধরিল, অপরটি নাচিতে থাকিল। বাঙ্গালী উহাদের সভ্যতাতে মোরব্বা হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইয়া বলিয়া গেল—"আমি কল্য হইতে তোমার বাটীতে বাস করিব।"

পরদিন সে হোটেলের পাওনা সমস্ত বিলগুলিকে চুকাইয়া দিয়া সেই বাড়িওয়ালীর বাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকিল। দুই তিন বৎসরে বাঙ্গালীটির লেখাপড়া শেষ হইল এবং পরীক্ষার সার্টিফিকেট খানিকে লইয়া পুনরায় জাহাজে আরোহী হইয়া জন্মস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। কিছুদিন পরে সে বম্বে আসিয়া নামিল এবং তৎপরে বম্বে হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিলাতের ছাপ পড়িয়া গেল। বাঙ্গালী যে অবস্থায় বিলাত ছাড়িয়াছিল সেই অবস্থাতেই কলিকাতায় রহিল।

দেখ বাঙ্গালী কত ক্ষীন! যদি আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম বা পোষাক থাকিত তাহা হইলে বিদেশে যাইলে স্বদেশীয় ধর্ম্ম ভুলিতাম না।

ইংরাজেরা কার্য্যানুরোধে বহু বৎসর ভারতে বাস করিয়া এবং ভারতের সর্ব্বপ্রকার সম্প্রদায়ে মিশিয়া ভারতের গুহ্য ব্যাপারগুলিকে সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বলিয়া ইংরাজেরা কালীঘাটে গিয়া লাল জবার মালাটি, বা রুলির ফোঁটাটি লন না, অথবা শ্রীপাঠে গিয়া মালসাভোগ দিয়া সেবা লন না, বা ধুতি চাদরে বাবু সাজিয়া সোনাগাছির ঠাণ্ডা দুপুর রাতের হাওয়াটিকে সেবন করেন না। বাস্তবিক ইংরাজেরা যে গুলিকে দেশ হইতে লইয়া আসেন সেই গুলিকেই ফিরাইয়া লইয়া যায়। লাভের ভিতর ভারতের সর্ব্ব বিষয়ের জ্ঞানের পুঁজিটিকে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। দেখ ইংরাজ-

দিগের ভিতর জাতীয় সামাজিক ধর্ম্ম আছে বলিয়া ইহারা সর্ব্ব-বিষয়ে কত বলিষ্ঠ!

মানবের বল সামাজিক ধর্ম্ম হয়। যে মানবের ভিতর ধর্ম্ম নাই তাহার বল নাই। ধর্ম্ম না থাকিলে বিশ্বাসঘাতক হয় এবং একতাটি সেই হেতু হয় না। জাতীয় একতাটি একের দ্বার স্বরূপ। যে দেশে একতাটি নাই সে দেশে সমতাটি নাই এবং যথায় একতা ও সমতা নাই তথায় ভ্রাতৃভাব নাই, ভ্রাতৃভাব না থাকিলে শক্তি থাকেনা—শক্তি না থাকিলে পুরুষকার হয় না এবং পুরুষকার ব্যতীত সূক্ষ্মকে ও স্থূলকে জানিতে পারা যায় না।

হিন্দু শব্দের বুৎপত্তি।

বঙ্গদেশের ধর্ম্ম কি, ঠিক করা অতিগুরুতর ব্যাপার, কেননা সকলেই বলে আমি হিন্দু, কিন্তু হিন্দু শব্দটিতে বড়ই গোলমাল। বাঙ্গলার সব ব্যাপারই কি আজগুবি?

কেহ কেহ বলে সিন্ধুনদীর এপারে যাহারা বাস করে তাহা-দিগকে হিন্দু বলে, কারণ সকারের উচ্চারণটি হকার হয়।

কেহ কেহ বলে ইন্দু নামের অপভ্রংশ হিন্দু হয়, অর্থাৎ চন্দ্রবংশের রাজত্বে যাহারা বাস করে তাহাদিগকে হিন্দু বলে।

কেহ কেহ বলে হীন হইতে হিন্দু হইয়াছে, আবার কেহ কেহ বলে হিন্দ্ হইতে হিন্দু হইয়াছে। মুসলমান খেতাবে হিন্দ্ শব্দের অর্থ কালো কাফের। মুসলমান কেতাবে হিন্দ্ শব্দটী বহুত পাওয়া যায়, কিন্তু কোন সংস্কৃত পুস্তকে হিন্দ্ বা হিন্দু শব্দটীকে পাওয়া যায় না।

আজকাল পণ্ডিতেরা হিন্দু কথাটির ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত ধাতু হইতে করিয়াছে। সেটি কতদূর ন্যায়সঙ্গত পাঠকেরা বিচার করিয়া লইবে।

সংস্কৃতভাষা সমুদ্রবৎ, সেইহেতু ইহার ব্যাকরণটীও তদ্রূপ। যাহা কিছু সরলে বুঝা না যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই সরল ভাবের অভাব হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ সত্য। যে জিনিষকে বাঁকা করিয়া বুঝিতে হয়, সেটি নিশ্চয়ই বাঁকা। যে জিনিষের উপর বাঁকা, অন্তর সোজা, কিম্বা অন্তর বাঁকা, উপর সোজা, সেটিতেও গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। সন্দেহে মনের শান্তিটি লোপ পায়। সংস্কৃত ধাতু হইতে বিদেশীয় শব্দগুলিকে এক রকমে ঠিক করা যাইতে পারে বলিয়া বিদেশীয় শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দ হইতে পারে না। বাস্তবিক হিন্দু শব্দটি সংস্কৃত শব্দ নয়। আমার মতে হূন হইতে কালের ব্যবহার নিয়মে হিন্দু শব্দটি হইয়াছে; হূন জাতিটি হূনকো অর্থাৎ হিন্দুকুশ হইতে আসিয়া ভারতে বাস করিয়াছিল। যখন আর্য্যদের বল হ্রাস পাইল, তখন হূনেরা ভারতের নানাস্থানে প্রদেশাধিপতি হওয়াতে এবং নানাস্থানে হূনেদের বাস হওয়াতে বোধ হয় ভারতের নাম হিন্দুস্থান হইয়াছে। এখনও একটি কিম্বদন্তী আছে, যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কোন পল্লীতে বাস করিয়া মণ্ডল হইতে চেষ্টা করে, অপর সকলে তাকে বলিয়া থাকে "কোথা থেকে হূনকো এসে জুড়ে বস্‌লো"—বাস্তবিক হিন্দুশব্দটী বিদেশী শব্দ হয় ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

ভ্রষ্ট যোগী।

কোন সময়ে বঙ্গদেশে এক ব্যক্তি দর্শনের অনেক বুক্নি মুখস্থ রাখিয়া এক দিগ্‌গজ যোগী হইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে করিত যখন

আমি অষ্টাদশ বিদ্যাতে সুশিক্ষিত, গায়ে ছাইমাখি ও সময়ে সময়ে বিষ্ঠাকে চন্দন তুল্য বলিয়া গায়ে মাখি এবং সময়ে সময়ে দশা প্রাপ্ত হই, ওম ওম শব্দ করি ও আমি বহুরূপী হইতে পারি, তখন কেননা আমি আমার শিষ্যের নিকট অবতার বলিয়া পরিচিত হই? কিন্তু আমার আরও দু একটা বুজরুকির আবশ্যক, তাহা না হইলে আমি আমার চেলাদিগকে কেনা গোলামের মত খাটাইতে পারিব না। চেলা অর্থাৎ যে চালায়, যে যাকে চালায় সে তার চেলা এইরূপ চিন্তা করিয়া সে এক কেরামত ফকিরের নিকট বুজরুকি শিখিতে চলিল।

কেরামতের কেরামিতে তখন বঙ্গদেশ পাগল, কালজীরা ও পাতি ভাঁড়, পাতিহাঁস না হইয়া রাজ হইয়া উঠিয়াছিল। কেরামতের আড্ডার সাম্‌নে মহামাঠে লোকে লোকারন্য এবং সকলের হাতে পাতি ভাঁড়ের ভিতর জল ও কালজীরা। কেরামতের ফুঁয়ের কাছে টেলিফোঁন কোথায় লাগে! কেরামতের ফুঁয়ের জলের পুণ্য এত বেশী, যে যাহা কামনা করিয়া পান করে সে তাহা পায়। বাঙ্গালীরা সর্ব্বস্থানে মহা হুজুক তুলিল। কেহ বলিল "আমি দেখিয়া আসিলাম একজন যোগী ঠাট্টা করিয়া পাতি ভাঁড়ের ভিতর জল ও কালজীরা লইয়াছিল, কেরামত যেমনি ফুঁ দিল, অমনি পাতি ভাঁড়ের ভিতর জল ফুটিতে লাগিল। যোগী ভয়ে ভয়াম্বিত হইয়া মহামাঠের পুকুরেতে পাতি ভাঁড়টিকে ফেলিয়া দিল; ফেলিবা মাত্রেই পুকুরের জল সাগরের মত তোলপাড় করিয়া উঠিল। যোগী এই সব কাণ্ডগুলিকে দেখিয়া সকলকার সাম্‌নে গিয়া বলিল,—ভাগ্যে আমি ফেলে দিয়েছিলাম, তা নাহলে আজ পুড়ে মর্‌তুম। যাহা হউক কেরামত বাঁচাইয়া দিয়াছেন।

এমন সময়ে বুজরুকি শিক্ষাভিলাষী যোগী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; তৎপরে যোগী যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে? কি হয়েছে?" কিছুক্ষণ পরে একজন ঐ সব কাণ্ডগুলি যোগীকে বলিল, বলিবা মাত্রেই যোগীর আক্কেলগুড়ুম হইয়া কেরামতের উপর উহার ভক্তিটি আরও বাড়িল। যোগী একেবারে কেরামতের সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দর্শনের এক একটি বুক্নি ঝাড়িয়া আধাহিন্দি ও আধাবাঙ্গালাতে বুঝাইতে সুরু করিল। কেরামত বুঝিল এ লোকটা বড় বিদ্বান ও চালাক, ইহার সঙ্গে আলাপ রাখা উচিত। এই স্থির করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রাণের দ্বার খুলিয়া প্রাণের কথা কহিতে লাগিল। কেরামত পয়লা নম্বরের, যোগী দোষরা নম্বরের। ইহার কারণ কেরামতের নিকট হইতে যোগীর বুজরুকিটিকে শিখিবার আবশ্যক হইয়াছিল।

কেরামত বলিল—বঙ্গদেশে অবতার কিম্বা বড়লোক হইবার কষ্ট কি? দেখনা লক্ষ লক্ষ হিন্দু আমার উচ্ছিষ্ট জল খাইয়া স্বর্গে যাইতেছে। যে অসাধ্য রোগ বড় বড় বৈদ্য, হাকিম ও ডাক্তারগণ আরোগ্য করিতে হার মানিয়াছে, আমার এক ফুঁয়ের জলে সব আরাম হইতেছে। বন্ধ্যার গর্ভ হইতেছে, নির্ধন ব্যক্তি ধনী হইতেছে, যাহার যাহা অভিলাষ তাহার তাহা পূর্ণ হইতেছে। আচ্ছা যোগীবর! বাঙ্গালার ছেলেগুলাও কি এত গাধা যে পাশ হবে বলে ফুঁয়ের জল খেয়ে পরীক্ষা দিতে যায়? তারা না লেখাপড়া শিখিতে বিদ্যালয়ে যায়? সে যাহা হউক তুমি খুব অসম্ভবগুলিকে বকিবে, তোমার তো সংস্কৃত বুক্নি জানা আছে!

যোগী উত্তর দিল,—আজ্ঞে হাঁ।

কেরামত বলিল,—তবে আবার কি তুমি বলিবে যে যোগ করিলে মানুষ শূন্যে উড়িতে পারে—হিমালয়কে উপ্‌ড়াইয়া কলিকাতায় আনিতে

পারে—আর কলিকাতাকে তুলিয়া বিলাতের উপর বসাইতে পারে—মরাকে বাঁচাইতে পারে—দুপা তুলিয়া মহাসাগরের উপর দিয়া পার হইতে পারে—দ্বিভুজকে চতুর্ভুজ করিতে পারে—আর চতুর্ভুজকে দ্বিভুজ করিতে পারে—আর মন্ত্রকে জপ করিলে কল্পতরু হইতে পারে? যদি শাস্ত্রে প্রমাণ চাও তাহা আমি যোগশাস্ত্রে যথেষ্ট দেখাইতে পারি। যদি কেহ বলে "আপনি ইহার কিছু দেখান না" অমনি গম্ভীরভাবে বলিবে "এসব কিছুই নয়।" যখন আমি অমুক জঙ্গলে তপস্যা করিতেছিলাম, তখন অমুক সিদ্ধপুরুষ আসিয়া কৃপা করিয়া আমায় সব শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ত্রিসত্য করিয়া লয়েন যে এসব কাহাকেও দিবে না, কারণ ইহাতে লোকের অনেক অপকার হইতে পারে, কিন্তু লোকের অপকার করিলে এসব বৃথা হইয়া যায়। তবে যদি কেহ চেলার উপযুক্ত হয়, আর সে তোমার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহাকে দিতে কোন বাধা নাই। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহাই সত্য, আর অন্য সব মিথ্যা হয়।

যোগীবর! আরও দেখ লোক যত মূর্খ হয়, তাহাদের কাছে বুজরুকির তামাসা তত বেশী হয়। মূর্খ ব্যতীত মূর্খের চেলা হয় না। জগতে মূর্খের সংখ্যাই বেশী হয়। তুমি কাহারও কথায় ভয় পাইও না। যে যাহা কিছু বলিবে সেগুলিকে তুমি আদৌ কানে আনিবে না। দুই কান কাটা না হইলে জগতে কার্য্য হয় না। যত চেলা বাড়িবে ততই গুরুর নাম ছুটিবে। চেলারা তিলে তিলে গুরুর গুণকে তাল করিবে। বঙ্গদেশে ইহার অভাব কিছুই নাই। যত মুখ ফের হইবে ততই বিশেষণটী বাড়িবে। যখন মুখে ব্যথা ধরিবে তখন গুরুটী পুরাণ-ধর্ম্মপুস্তকের ভিতর ঢুকিবে, আর পুরাণের ভিতর ঢুকিলেই গুরু অবতার বনিবে। যোগিবর! আর

আমায় বৃথা কষ্ট দিও না, তোমার মাথা খুব সাফ্ আছে, তুমি এথেকে আরও অনেক বুজরুকি বাহির করিতে পারিবে।

যোগী "তথাস্তু" বলিয়া কেরামতের আড্ডা হইতে বাহির হইয়া নিজের আড্ডা খুঁজিতে চলিল।

কিছুদিন পরে সে এক বলদের কাঁধে চড়িল এবং দুটী বলদে বন্ধু বলিয়া উভয়ে উভয়ের মতলবে বড় খুসি হইল। কিন্তু দুটী বলদে একটু তফাৎ আছে, একটী পাণ্ডিত্য ভানধারী বলদ, অর্থাৎ গুরু, অপরটি বোকা উর্দ্ধর্ম্ম—ধর্ম্মভ্রষ্ট বলদ অর্থাৎ চেলা। চেলাটি গুরুকে চারিধারে চালাইতে সুরু করিল এবং গুরুকে চালাতে চালাতে দিন দিন চেলা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। বাঙ্গলার স্ত্রীলোকেরা বড় হুজুকে এবং ফাঁকি দিয়া স্বর্গে যাইতে ইহারা বড় মজবুত। এমন কি গায়ের রত্নকে খুলিয়া দিয়াও স্বর্গে যায়। যখন বাঙ্গলার পুরুষেরা কলুর বলদ, তখন স্ত্রীলোকেরা দুদে নই হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? ফাঁকি দিয়া কোন কার্য্য করিলে নিজে ফাঁকিতে পড়িতে হয়, জগতে ফাঁকি দিয়া কোন কার্য্য হয় না, অর্থাৎ পুরুষকার ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যে ফল লাভ করা যায় না। সে যাহা হউক, যোগীর শ্রীটি দিন দিন শ্রীফলের বাতাসে আর বিলাতী কুমড়ার গড়াগড়িতে বৃদ্ধি পাইয়া ঠিক তেল চুক্ চুকে মাকাল ফল হইয়া দাঁড়াইল।

যোগীর আশ্রমে অপার আনন্দ বহিতে লাগিল। যে ব্যক্তি যে ভাবে যাইত সে ব্যক্তি সেই ভাবটিকে পাইত। কিছুকাল পরে এই যোগী ছিনালা দোষে (পরস্ত্রী গমনের অপরাধে) ধৃত হইল। যোগীর মাথাটী উৎকৃষ্ট আইনবাজ অপেক্ষা উচ্চ ছিল, এই জন্য যোগী আইনবাজকে নিযুক্ত করিল না। দুষ্ট উচ্চ মাথা না হইলে এতদূর কার্য্য করিতে পারে না। যোগী রাজ

দরবারে অনেক "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" প্রমাণের শ্লোকগুলিকে আওড়াইল। আরও বলিল, যে অন্যায় কাজ করিয়াছে, তাহাকে সাজা দেওয়া হউক। রাজদরবার ধর্ম্মকে ধরিয়া বিরাজ করে। ন্যায়ই রাজার শ্রী। যে রাজ্যে অবিচার হয় তথায় রাজলক্ষ্মী বিরাজ করে না। যদি আমি কোন দূষণীয় কার্য্য করিয়া থাকি সাজা লইতে বাধ্য আছি, আর যদি আমি দূষণীয় কার্য্য না করিয়া থাকি হুজুরের আজ্ঞা হউক আমার বেকসুর খালাস হয়।

রাজা ও মন্ত্রী অন্যান্য পারিষদদিগের সহিত পরামর্শ করিল পরে মন্ত্রী বলিল,—যোগিবর! তুমি অমুকের বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছ, যাহা বাদী অনেক সাক্ষীর দ্বারা প্রমান করিয়াছে। তুমি যে তাহা কর নাই, তাহার প্রমান দাও, আর তাহা না হইলে তোমাকে গুরুতর সাজা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাতে যাহা তোমার বলিবার আছে তাহা বল।

যোগী উত্তর করিল,—ধর্ম্মাবতার! হরেকৃষ্ণ খুন করিলে নিধি-কৃষ্ণের ফাঁসি হয় না, কিম্বা নিধিকৃষ্ণ যাহা করিবে হরেকৃষ্ণ তাহার দায়ী নয়।

সকলেই বলিল,—না।

তবে হুজুর আমি কি কার্য্য করিয়াছি যাহাতে আমায় রাজদরবারে আনা হইল। আমি কে এবং আমি কোন স্থানে আছি! তিনিই সব, তিনিই সব স্থানে আছেন। হাত কিম্বা পা ইহারাও কিছুই করেনি, যদি বলেন হুজুর, প্রত্যঙ্গ, সেটিকেও সাজা দিতে পারেন না, কারণ মৃতদেহে প্রত্যঙ্গ থাকে, বাস্তবিক সেটাতো কিছুই করিতে পারে না, অতএব প্রত্যঙ্গটি দোষ করে নাই। মন, যাহার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ চালিত হয়, যদি সেই মনকে ধরা হয়, তাহা মহাভ্রম, কারণ মনও অন্যের দ্বারা চালিত। হুজুর মনের আকার নাই, যে

বিষয়ের আকার নাই সে বিষয়ের কি প্রকার সাজা হইতে পারে?

সকলেই বলিল,—স্থূল সাজা তাহার যোগ্য নয়, সূক্ষ্ম সাজা তাহার যোগ্য হয়।

যোগী বলিল,—যখন মনের সাজা সূক্ষ্ম হইল এবং বাস্তবিক পক্ষে মন কার্য্য করে নাই, তখন যিনি কার্য্য করিয়াছেন তাহার কি সাজা হইতে পারে এবং কে তাহাকে সাজা দিতে পারে, কারণ তিনি এক ব্রহ্ম, অব্যক্ত, অথবা যে যাহা বল।

ধর্ম্মাবতার! আপনার কাছে অবিচার নাই, যে দোষ করিয়াছে তাহাকে সাজা দিতে ইচ্ছা করেন বা দিতে পারেন, আপনি দিন, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই; কিন্তু হুজুর আপনি একের কৃপায় এই সিংহাসনকে পাইয়াছেন, যদি ইহার অপব্যবহার করেন, আবার তিনি সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিবেন, কারণ একের এজলাস বড় কঠিন, সেখানে আপনার মন্ত্রী পারিষদ বা ফৌজ চলিবে না। দেখুন পূর্ব্বের রাজচক্রবর্ত্তীরা মুনির ও ঋষির পক্ষে সাতখুন মাপ রাখিয়া গিয়াছেন। স্বর্গের রাস্তাকে পরিষ্কার করুণ, যাহাতে আবার পরে এই পদে আসিয়া বসিতে পারেন, সময় যাইলে আর আসিবে না। মুনির ও ঋষির জন্য আশ্রম করিয়া দিন এবং মুনির ও ঋষির উপর কোন প্রকারের আইনকে জারী করিবেন না। উহাদিগকে সর্ব্বস্ব দিয়া বনে যেতে পারেন তো আরও ভাল হয়, কেননা দানের অপেক্ষা পুন্য নাই। দেখুন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভৃগুর পদচিহ্নকে বুকে লইয়া স্বর্গারোহন করিয়াছেন। দেখ রাজা তোমার বুদ্ধিতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক, তোমার জয় হউক।

যোগী এই সব রাজাকে বলিয়া যেমন রাজদরবার হইতে বাহির হইল অমনি মোরব্বা রাজা ভক্তিতে গদ গদ চিত্তে সিংহাসন

ছাড়িয়া গিয়া যোগীর পায়ে লোটাপুটি খাইতে লাগিল এবং হাত জোড় করিয়া যোগীকে বলিল,—গুরুদেব! আমার দোষ হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করুণ, আমি না বুঝিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, আপনার আশ্রম তৈয়ারি করিবার ভারটি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার উপর দিন। এ দাস আপনার নফর এবং এ দাসের যথাসর্ব্বস্ব আপনার জানিবেন।

যোগী—"আচ্ছা হবে, হবে" ইহা বলিয়া মস্তকোপরি পদধূলি দিয়া চলিয়া গেল।

তদনন্তর রাজা ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় সিংহাসনোপরে উপবেশন করিয়া মন্ত্রীকে ও পারিষদদিগকে বলিতে লাগিল, আজ তোমরা আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে! তোমাদের মত মূর্খ আমার সংসারে না থাকাই উচিত। সাক্ষাৎ বিশ্বামিত্রকে অপমান! সাপ্‌কে মারিলে শিব্‌কে লাগে, ইহাকি তোমরা জাননা? যিনি রাগ করিলে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন, তাঁহাকে কি না অপরাধী বলিয়া রাজদরবারে দোষের বিচারের জন্য আনা হইয়াছে! আমি কাহারও কথা শুনিতে চাহিনা, বাদীর আজীবন কয়েদ হুকুম হইল। তোমরা কল্য হইতে যোগীর যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে তাহাই অকাতরে আমার সংসার হইতে যোগাইবে। আর এক মাসের ভিতর যোগীর আশ্রমটিকে তৈয়ারি করিয়া দিবে, যদি ইহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে তোমাদের সকলকার প্রাণদণ্ড হইবে।

ইহা বলিয়া রাজা দরবার-গৃহ হইতে বিশ্রামগৃহে চলিয়া গেল। দরবার ঘরের ভিতর ভয়ে কেহ কাঁদিতে পারিল না। কিন্তু দুই চারিটি ব্যক্তি অন্তরে রোদন করিতে থাকিল। পুলিশ বাদীকে জোর করিয়া লইয়া গেল এবং আর সকলে আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রত্যুষে পারিষদদিগের আগমনে যোগীর আশ্রমটি তোষামদ বাক্যে পুরিত হইতে লাগিল; যোগীর আনন্দের পরিসীমা নাই। লুচির কড়া অহোরাত্র জ্বলিতে লাগিল। চারিধারে যোগীর ন্যায়ের জাহির অত্যন্ত হইতে থাকিল। খরচের অভাব নাই, যোগীর সংসার রাজ-সংসার হইয়া দাঁড়াইল, যে যাহা খাইতে চাহিল সে তাহাই পাইতে লাগিল। এক বৎসরের ভিতর যোগীর জন্য একটি সুন্দর আশ্রম তৈয়ারি হইল। রাজা এই সব আনন্দসূচক ব্যাপার অপরের মুখে শুনিয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিবে বলিয়া মনন্ করিয়াছে, ইত্যবসরে জ্বর আসিয়া তাহাকে আক্রমন করিল। রাজা দুই চারিদিন জ্বরের সহিত যুঝিয়া পরে পরাস্ত মানিল, অর্থাৎ ইহলীলাটিকে সম্বরণ করিতে বাধ্য হইল।

মন্ত্রী রাজপ্রথানুসারে যুবরাজকে রাজা করিল। শ্রীরাম ও বিশ্বামিত্রের যেন মর্ত্ত্যে পুনরাগমন হইল। রাজার বল ও বুদ্ধি সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু মন্ত্রী, অন্য সব কার্য্যগুলিকে দূরে রাখিয়া প্রথমে উক্ত যোগী সম্বন্ধীয় বাদীর নথিগুলিকে রাজাকে শুনাইল। রাজা মন্ত্রীকে বলিল,—মন্ত্রিন্! এ বিষয়ে ন্যায় যুক্তি কি?

মন্ত্রী বলিল,— রাজন্! সহরে ঘোষনা দেওয়া হউক যে রাজা তাকে ডাকিতেছেন, যিনি সর্ব্ব কার্য্যের দায়ী অর্থাৎ এক অব্যক্ত ব্রহ্ম। আর ঘোষণাকারীদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হউক যেন ঘোষণাকারীরা যোগীর আশ্রমে এমন কি যোগীর সম্মুখে যাইয়া ভাল করিয়া ঘোষণাপত্রখানিকে পাঠ করে। তারপর যাহা করিতে হইবে পরে বলিব। রাজা ঘোষণা পত্রে সহি করিয়া চলিয়া গেল।

ঘোষণাকারীরা চারিদিকে ঢেঁড়া পিটিতে লাগিল এবং উহারা ঢেঁড়া পিটিতে পিটিতে যোগীর আশ্রমে গিয়া পৌঁছিল; তথায় বহু লোক উপস্থিত ছিল। যোগী একখণ্ড বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গকে আবৃত করিয়া রাখিয়া

কুশাসনোপরি বসিয়াছিল। ঢেঁড়াপেটা শব্দ শুনিতে পাইয়া যোগী চেলাদিগকে বলিল,—ওহে আশ্রমের ভিতর কিসের গোলমাল, দেখ কিসের শব্দ হইতেছে। ইহা বলা শেষ হইতে না হইতে ঢেঁড়া পেটা লোকগুলি যোগীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, হইবা মাত্রই যোগী উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি গোলমাল করিতেছ, ও কি ঢেপ্ ঢেপ্ শব্দ করিতেছ?

ঘোষণাকারীরা ঘোষণাপত্রখানিকে পড়িতে লাগিল। "রাজা তাঁকে ডাকিতেছেন, যিনি সর্ব্ব কার্য্যের দায়ী অর্থাৎ এক অব্যক্ত ব্রহ্ম।"

যোগী ঠাট্টার সহিত ঘোষণাকারীদিগকে বলিল,—রাজা কি পাগল হইয়াছে? সম্প্রতি রাজ্য পাইয়া এত অহঙ্কার হইয়াছে যে তাঁকে রাজা আদেশ করিতেছেন! তিনি কি আস্তাবলের বানর যে রাজার হুকুম অনুসারে রাজার নিকট যাইয়া দাঁড়াইবেন। রাজা কি ভয়ানক মূর্খ। তিনি নিরাকার মনের অগোচর ইহা কি রাজা জানেন না? রাজাকে আমার শরণাগত হইতে বলিবে, আর তাহা না হইলে রাজার সর্ব্বনাশ হইবে। হাবা রাজার গাধা মন্ত্রী, তাহা না হইলে কি এরকম হুকুম বাহির হয়। ঘোষণাকারীরা যোগীকে প্রণাম করিয়া যে যার বাটীতে যাইল।

পরদিন রাজা দরবারগৃহে বসিলে পর, ঘোষণাকারীরা রাজ সমীপে যোগী যাহা কিছু বলিয়াছিল তৎসমুদয় কথা রাজাকে শুনাইল। রাজা মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিল—এখন কি করা উচিত?

মন্ত্রী বলিল,—রাজন্! আজ এই ঘোষণা দেওয়া হউক, "রাজা যোগীকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন,. যিনি যোগী হইবেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া লইবেন।" রাজা খুসী হইয়া ঘোষণাপত্রে সহি

করিয়া মন্ত্রীকে দিল এবং মন্ত্রীও যথানিয়মে আজ্ঞাপ্রচার করিতে বলিল।

ঘোষণাকারীরা রাজবাটী হইতে ঢেঁড়া পিটিতে সুরু করিল। কিছুদূর যাইতে না যাইতে রাস্তায় অনেক লোক জড় হইল। ঘোষণা-কারীরা উহাদিগের সম্মুখে ঘোষণাপত্রখানিকে পড়িল। উহারা সকলে বলিল তোমরা বৃথা কেন এত কষ্ট করিতেছ, একেবারে যোগীর আশ্রমে যাইয়া, যোগীকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিলেই তো হয়। কিন্তু ঘোষণাকারীরা উহাদিগের কথা না শুনিয়া ঢেঁড়া পিটিয়া চলিতে লাগিল। বহুক্ষণপরে যোগীর আশ্রমে গিয়া পৌঁছিল।

যোগী ঢেঁড়ার শব্দ শুনিয়া চেলাদিগকে আজ্ঞা করিল, দেখ আজ আবার কি হুজুক। চেলারা অসিয়া দেখিল ঘোষণাকারী ঘোষণাপত্র পড়িতেছে। চেলারা উহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঘোষণাকারীদিগকে সমাদর করিয়া যোগীর নিকট লইয়া চলিল এবং তথায় উপস্থিত হইবা মাত্রই ঘোষণাকারীরা ঘোষণাপত্রখানিকে পড়িতে লাগিল, "রাজা যোগীকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন, যিনি যোগী হইবেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া লইবেন।"

যোগী আনন্দের সহিত ঘোষণাকারীদিগকে আজ্ঞা করিল, স্বর্ণ মুদ্রাগুলি ঐ চেলাদিগের নিকট রাখিয়া দাও, ইহাতে আমার কোন আবশ্যক নাই। রাজাকে যাহা আমি বলিয়াছিলাম তোমরা সেগুলি তাঁহাকে বলিয়াছিলে ?

ঘোষণাকারীরা সকলেই বলিল,— হাঁ, হাঁ।

যোগী বলিতে লাগিল,—দেখ আমার কৃপা পাইবার আশায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়াছেন। যাহা হউক রাজার সুবুদ্ধি আসাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কেমন লোকের ছেলে, হবেই না বা কেন, কাঁচা বয়সের দরুণ এক একবার গোলমাল

করিয়া ফেলে। দেখ তোমরা রাজাকে বলিবে "যোগী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আর সদাসর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করেন, রাজার লক্ষ্মী চিরস্থায়ী হউক, রাজা চিরজীবী হউক। যোগী থামিলে পর ঘোষণাকারীরা চেলাদের নিকট স্বর্ণমুদ্রা দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পুনরায় ঘোষণাকারীরা রাজদরবারে গিয়া রাজার নিকট সমস্ত জানাইল। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল —এখন কি করা যায়?

মন্ত্রী বলিল,—রাজন্! শীঘ্র হুকুম বাহির করা উচিত, তাহা না হইলে যোগী স্বর্ণমুদ্রাগুলি নষ্ট করিতে পারে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিল,—কিরূপ হুকুম বাহির করা উচিত?

মন্ত্রী উত্তর দিল,—অদ্যই যোগীর আশ্রমকে স্বর্ণমুদ্রা সমেত ক্রোক দেওয়া হউক ও গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বলে যোগীকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজদরবারে আনা হউক। রাজা তদনুযায়ী হুকুম দিয়া দরবার হইতে উঠিয়া গেলেন এবং মন্ত্রীও হুকুম জারীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিজভবনে গেল।

গ্রেপ্তারি পেয়াদারা বৈকালে যোগীর আশ্রমে যাইয়া পরওয়ানা পড়িয়া যোগীকে শুনাইল এবং তৎপরে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আশ্রমের বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিল। পেয়াদারা চেলাদিগকে নরম গরম কথা বলাতে ও দু একটি মিষ্টান্ন দেওয়াতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি যেখানে ছিল, তথা হইতে বাহির করিয়া আনাইল এবং তাহাও ক্রোক দিয়া আশ্রমের বাহিরে আনিল। প্রধান পেয়াদাটি দুই একটি নিম্নপদস্থ পেয়াদাকে আশ্রমে রাখিয়া যোগীকে স্বর্ণমুদ্রা সমেত রাজদরবারের কয়েদি ঘরে আনিয়া রাখিল।

রাজা ও মন্ত্রী গুরুতর মকর্দ্দমা বলিয়া বিশেষ আইনে রাজদরবারে বসিল। পূর্ব্বের বাদীকেও তথায় আনা হইল। দরবারগৃহে লোকা-

কীর্ণ হইল, এক তিলও জায়গা ফাঁক রহিল না। যোগীকে যখন দরবারগৃহে আনা হইল, তখন সূর্য্যের অন্দরমহলে যাইবার সময়, কাজেকাজেই দরবারগৃহকে বিজলী আলোকে আলোকিত করিতে হইয়াছিল। দরবারগৃহের শোভা বর্ণনা অপেক্ষা অনুভবের দ্বারা ভাল রকম জানা যাইতে পারে।

যোগী বলিতে লাগিল,—ধর্ম্মাবতার! আজ আমায় কি অপরাধে হুজুরের সাম্‌নে আনা হইল। বিনা অপরাধে যোগীকে অপমান করিলে রাজার শ্রী নষ্ট হয়। আপনার স্বর্গীয় পিতা আমায় দেবতার তুল্য মান্য করিতেন, আপনিও পিতার পথানুসরণ করিয়া গতকল্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আমি আপনার ব্যবহারেতে বিপরীত ভাবের লক্ষণ দেখিতেছি। অতি দর্প ভাল নয়, অতি দর্পে লঙ্কেশ্বর হত হইয়াছিল। আপনি কি জানেন না যোগী রাগ করিলে রাজার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। বিশ্বামিত্র রাগ করিয়া সূর্য্যবংশের উপর কি না করিয়াছিলেন। যোগী রাগ করিলে রাজা কি, পৃথিবীকে ওলট্ পালট্ করিতে পারে। আপনি যদি ইহার ব্যবস্থা শীঘ্র না করেন, তাহা হইলে এইক্ষনেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিব, আর আপনার রাজ্যকে ছারখারে দিব।

রাজা উত্তর করিল,—যোগীবর! তুমি প্রথম দিনের ঘোষণাতে রাজদরবারে আসিলে না কেন?

যোগী রাগান্বিত হইয়া বলিল,—তোমার মত মূর্খের সহিত আমার কথা কওয়া উচিত নয়, তুমি রাজার উপযুক্ত নও, তোমার মন্ত্রীটিও তদ্রূপ। ভাগ্য বলে পূর্ব্বজন্মের ক্রিয়াফলে ইহজন্মে রাজা হইয়াছ, কিন্তু পরজন্মে হাড়ির মত দুর্দ্দশা হইবে। তোমার মত গণ্ড মূর্খ আর জগতে কে আছে, ইহা না হইলে এপ্রকার ঘোষণা কি মনুষ্যতে দিতে পারে? "রাজা তাঁকে ডাকিতেছেন যিনি সর্ব্ব কার্য্যের

দায়ী অর্থাৎ এক অব্যক্ত ব্রহ্ম।" আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কি তোমার ঘোষণাকারীরা বলে নাই? যাহার সাপ বেঙ জ্ঞান নাই তাহাকে রাজা বলিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। দশজনে মিলিয়া আমার আশ্রমের জায়গাটিকে কিনিয়া দিয়াছে, তোমার স্বর্গীয় পিতা উহার উপর একটি ঘাট তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন, তুমি নিজে স্বইচ্ছায় আমাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছ, আমার কি অপরাধ হইল যে তুমি পরের ধন ক্রোক করিয়া আত্মসাৎ কর। পরের দ্রব্য বিনানুমতিতে লইলে চুরি করা হয়, বিশেষত রাজা বলপূর্ব্বক পরের দ্রব্য রাজভুক্ত করিলে রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তুমি মনে করিও না যে রাজার দোষের শাস্তি নাই। ক্ষীন লোকের সহায় এক হন, যিনি জগৎবাসীদিগকে বলবানের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতেছেন। দুষ্টের দমনের ও শিষ্টের পালনের জন্য ইহজগতে তিনি এক ব্যক্তিকে রাজা করিয়া থাকেন। যদি কেহ রাজা হইয়া সামাজিক আইনের বহির্ভূত আচরণ করে শীঘ্র তাহার রাজত্বটি নষ্ট হইয়া যায়। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ তাহার জন্য আমার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নচেৎ ইহার ফল অচিরাৎ ভোগ করিতে হইবে।

মন্ত্রী হাসি হাসি মুখে উত্তর করিতে লাগিল,—যোগীবর! যাহা কিছু এখন বলিলে সব্ ঠিক, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তুমি তোমার নিজের জন্য আইন একরকম কর, আর অপরের জন্য আর এক রকম কর। রাজা যখন প্রথম ঘোষণাপত্র তোমার নিকট প্রকাশ করেন, তখন তুমি রাজাকে কত ভৎর্সনা করিয়াছিলে, কিন্তু দ্বিতীয় ঘোষণার সময় কত আনন্দের সহিত স্বর্ণমুদ্রাগুলিকে গ্রহণ করিয়াছ এবং রাজাকে তুমি কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছ ও রাজার উপরও কত আনন্দসূচক বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছ। পরের স্ত্রী হরণের সময়

তিনি এক, আর অর্থ লইবার সময় যোগী আমি।

অর্থ না থাকিলে জগতে অর্থ থাকে না, ইহার কারণ জগতে সকলে অর্থের দাস হয়। পাপভোগের সময় তিনি এক, আর সুখ ভোগের সময় যোগী আমি! যদি তিনি এক সব হন, তবে তিনিই দিয়াছিলেন আবার তিনিই লইয়াছেন, কেন বৃথা রাজাকে দোষারোপ কর।

দেখ যোগীবর! "তাঁকে ডাকিতেছেন যিনি সর্ব্বকার্য্যের দায়ী" বলিলে বোধ হয় কেহই উত্তর দিবে না, কিন্তু নাম ধরিয়া ডাকিলে নিশ্চয় উত্তর দিবে। এক স্থানে দুই জনের এক নাম হইলে কি গোলমাল হয়, এক জনকে ডাকিলে দুজনাই আইসে বা উত্তর দেয়, এই প্রকার গোলমাল হইতে লোককে বাঁচাইবার জন্য তিনি স্থূলে প্রধানত্ব দিয়াছেন। যাহা তাঁহার হুকুম ও ইচ্ছা, তাহাই চলিয়া আসিতেছে, চলিতেছে ও চলিবেক।

দেখ যোগীবর! তিনি ভূভার হরণের জন্য সময়ে সময়ে মানব হইয়া জগতে অবতীর্ণ হন্। তিনি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন না বা তিনি কদাকার হন না। তিনি নির্গুণ হন না বা স্থূলকে ঘৃণা করেন না। জগতে তাঁহার মত কর্ম্মী দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকিবার কারণ অন্য সকলে তাঁহাকে অবতার কহে এবং অবতারের মুখ নিঃসৃত বাক্যগুলিকে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া সকলে গ্রহণ করে। যখন অবতারের কার্য্যটি শেষ হয়, তখন তিনি ইহলীলাটিকে সম্বরণ করেণ। সামাজিক ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করা অতি সহজ, কিন্তু সকল ব্যক্তিগুলিকে সামাজিক ধর্ম্মের একটি সূত্রের মালাতে গাঁথিয়া রাখা অতি দুরূহ। বোধচক্ষুরা সামাজিক ধর্ম্মের মর্ম্মটিকে না জানিয়া সামাজিক ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটায় ও দেশের ভিতর অশান্তি জাগায়, ইহার কারণ উহাদিগকে ফাঁসি দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য হয়। একের

নষ্টতে যদি পাঁচের ইষ্ট হয়, তাহা করা বিধেয়। তোমার মত বোধচক্ষু যত শীঘ্র জগৎ হইতে অবসর লয়, ততই জগতের মঙ্গল। “রাজা হুকুম করিতেছেন তোমাকে, রাজনীত্যানুসারে যে স্থান হইতে আনা হইয়াছে, সেই স্থানে পুনরায় লইয়া যাওয়া হউক এবং তথা হইতে তোমায় মশানে লইয়া গিয়া ফাঁসি কাটে ঝুলান হউক, যতক্ষণ তোমার দেহের ভিতর প্রাণ থাকিবে। আর রাজা হুকুম করিতেছেন যে, পূর্ব্বের বাদীকে বেকসুর খালাস দেওয়া হউক। ইহা শুনিয়া বাদা আনন্দে “রাজার জয় হউক” বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ফাঁকির ফাঁকি।

যোগী অশ্রুপূর্ণ লোচনে মন্ত্রীকে বলিতে লাগিল,— গুরুদেব আমি কিঞ্চিৎ সময় প্রার্থনা করি, কারণ আমার দু একটা বক্তব্য আছে, অনুগ্রহ করিয়া সময়ের অনুমতি দিতে আজ্ঞা হউক।

মন্ত্রী আনন্দের সহিত বলিল,—তোমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে বল।

যোগী প্রশ্ন করিল,—গুরুদেব! পূর্ব্বজন্মের ফল কি ইহজন্ম ভোগ করে?

মন্ত্রী উত্তর দিল,—পূর্ব্বজন্ম ছিল যদি তুমি ইহা স্বীকার কর আর পূর্ব্বজন্মের ফল ইহজন্ম ভোগ করে যদি ইহাও তুমি স্বীকার কর তাহা হইলে ইহজন্মের ফল পরজন্ম ভোগ করিবে ইহা অব্যর্থ।

যোগী বলিল,—অবশ্য।

মন্ত্রী বলিতে লাগিল,—অতীতটি ও ভবিষ্যৎটি বর্ত্তমানের দ্বারায় ঠিক হইতেছে, কিন্তু যদি বর্ত্তমানটি না থাকিত, তাহা হইলে অতীতের ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব নাই, অতএব যেটির দ্বারায় দুইটার কার্য্য ঠিক হয় সেইটিকেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বজন্মে যাহা কিছু কার্য্য হইয়া গিয়াছে, ইহজন্ম তার ফলাফলগুলিকে ভোগ করিতেছে এবং ইহজন্মটি যাহা কিছু কার্য্য করিবে, পরজন্মটি সেগুলিকে ভোগ করিবে। যদি এই যুক্তিটি সত্য হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় বর্ত্তমানে পুরুষকারের দ্বারা ভাল কর্ম্ম করা। যদি বল বর্ত্তমানে ভাল কর্ম্ম কি করিয়া করি, যখন পূর্ব্বজন্মের ভোগাভোগ শেষ না হইলে বর্ত্তমানে ভাল কি মন্দ কার্য্য করিতে পারে না, যদিও এই মতলবের ভানটি ব্যবহার নিয়মে কতকটা ঠিক, কিন্তু ফাঁকির উপর ফাঁকি কাটিতে কোন দোষ নাই, কেননা ফাঁকি না কাটিলে নিজেকে ফাঁকিতে পড়িতে হয়। ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠিলে ঢেউ বাড়ে, কিন্তু ঢেউটি অশেষ নয়, অতএব শক্তির প্রলয় হইলে শান্তি হয়। যদি এই ফাঁকিটি ঠিক হয়, তাহা হইলে পুরুষকারের দ্বারায় ভোগাভোগটি শেষ হয়, অতএব পুরুষকারের উপাসক হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুরুষকার ব্যতীত কেহ স্থূলের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। তুমি যতটুকু পুরুষকারকে উপাসনা করিয়াছ, ততটুকু মজা লুটিয়াছ। রাজা তোমার চেয়েও বেশী পুরুষকারের উপাসনা করিয়াছেন এই কারণ তোমার উপরে প্রভুত্ব লইতেছেন।

যোগী বলিল,—তবে পুরুষকারের উপাসক হওয়া কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী কহিল,—হাঁ।

যোগী পুনরায় প্রশ্ন করিল,—আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, এক কি?

মন্ত্রী উত্তর দিল,—আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, **এক** কি, এই সব ফাজলিমি এখনও আছে? আচ্ছা বল দেখি কে এই সব কথা—আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, **এক** কি—জিজ্ঞাসা করিতেছে?

যোগী বলিল,—যদি আমি জানিব তাহা হইলে প্রশ্ন করিব কেন?

মন্ত্রী বলিতে লাগিল,—তুমি জাননা তাহা আমি জানি, যদি তুমি জানিতে তাহা হইলে এরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে না, মানব ধর্ম্মটি মনুষ্যত্বতে আছে, তোমাতে যে মনুষ্যত্বটি নাই তাহা আমি জানি। আচ্ছা আমার সহিত কে এতক্ষন প্রশ্নোত্তর করিতেছে। যদি বল জানিনা, তাহা হইলে "জানিনা" আত্মা-ব্রহ্ম **এক**, আর যদি বল যোগী, তাহা হইলে যোগী আত্মা-ব্রহ্ম **এক**। আর যদি বল তিনি, তাহা হইলে তিনি আত্মা-ব্রহ্ম **এক**। দেখ ভ্রষ্ট যোগী-বর—আজ পর্য্যন্ত **এক**কে কেহ জানিল না, যদি নিজে জানিল না, তবে অন্যকে সে কি করিয়া বুঝাইবে? বড় বড় দার্শনিকেরা কথার ও যুক্তির দ্বারায় **এক**কে কত ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়াছে। কিন্তু উহাদিগের শেষ মীমাংসাটি কি দেখনা, দেখিলেই বলিবে—হ, য, ব, র, ল।

প্রভু বুদ্ধ, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এবং প্রভু মহম্মদ ইঁহারা ধর্ম্ম-পুস্তকে **এ**কের সন্তান বা **এ**কের বন্ধু বা **এ**কের প্রেরিত বলিয়া কথিত এবং জগতে প্রভুদিগের শিষ্যেরা প্রভুদিগের নাম লইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় হইয়াছে; যথা :—বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান। **এক** স্বয়ং ভূভার হরণের জন্য সময়ে সময়ে জগতে অবতীর্ণ হইয়া মানবদিগকে সামাজিক রহস্যের রহস্যকে শিখাইয়া দিয়া লীলা সম্বরণ করেন। অবতারদিগের মুখনিঃসৃত বাক্যগুলি **এ**কের প্রেরিত বাক্য বলিয়া জগতে খ্যাত এবং এই সব বাক্যগুলি পরে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া কথিত হয়। বোধচক্ষুরা সামাজিক ধর্ম্মের মর্ম্মটিকে না জানিয়া।

সামাজিক ধর্ম্মের নিয়মগুলিকে ভাঙ্গিয়া অশান্তিটি জাগায়, কিন্তু যে দর্শনের দ্বারায় উক্ত বোধচক্ষুরা সমাজধর্ম্মকে উচ্ছেদ করে, সেই দার্শনিকেরাই অবতারদিগের শিষ্য হয়।

ওহে ভ্রষ্ট যোগীবর! তুমি অবতারের শিষ্য হও এবং ধর্ম্মপুস্তকে যাহা কিছু আছে সেগুলিকে বিনা সন্দেহে বিশ্বাস কর, কারণ বিশ্বাস ব্যতীত শান্তি কুত্রাপি নাই। শ্লোকের অর্থ না জানিয়া অর্থ ব্যবসায়ী হইলে নিরর্থ হইতে হয়। দেখনা তুমি শ্লোকের অর্থ না জানিয়া অর্থ করিয়াছিলে বলিয়া শেষে শোক পাইলে, আর শ্লোকের "ল"টি উপিয়া গেল, কেননা লক্ষ্মীটি নিরর্থের নিকট থাকে না। লক্ষ্মীটি ধার্ম্মিকের সহধর্ম্মিণী হয়, কোনকালে অধার্ম্মিক কাপুরুষের সহধর্ম্মিণী হয় নাই, বা হইবে না, যদিও গ্রহগুণে হয় সেটি ক্ষণিক ইহা নিশ্চয় জানিবে। **এক**কে কেহ পড়িয়া শুনিয়া বা তর্কের দ্বারা জানিতে পারে না, পুরুষকারের দ্বারায় জানিতে পারে না, অথবা তপ্ জপ্ মন্ত্র কিম্বা গুরুর দ্বারায় জানিতে পারে না, কেবল **এক** দয়া করিলে পারে।

যোগী প্রশ্ন করিল,—তিনি কাহার উপর দয়া করেন?

মন্ত্রী উত্তর দিল,—যে ব্যক্তি অবতার বলিয়া কথিত হন। বাজে অবতার নয়, নাচঘরের বা যাত্রার সং নয়, যে অবতারের নামটিকে লইয়া শিষ্যেরা চলিয়া থাকে এবং যাহার মুখনিঃসৃত বাক্য ধর্ম্মপুস্তক হয়। ওহে ভ্রষ্ট যোগীবর! ধর্ম্ম ও সামাজিকধর্ম্ম কি এখন জানিতে পারিলে?

যোগীর চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝর ঝর করিয়া ঝরিতে লগিল। বোধচক্ষু বলিল,—গুরুদেব! আজ আমার জন্ম সার্থক হইল, কারণ আমার প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইল। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা আমার শিক্ষা হইল এবং আপনার ফাঁসির হুকুমটি আমার গোলকধাম হইল। আপনি আশীর্ব্বাদ করুণ যাহাতে আমার পরকালটি ভাল হয়।

মন্ত্রী উত্তর করিল —বল কি ? আমার কি সাধ্য ! যিনি আশীর্ব্বাদ করিবার তিনিই করিবেন, তিনি দয়াময়, তিনিই দয়াপ্রকাশ করিবেন।

অমনি ভোরের তোপের গুড়ুম আওয়াজ হইয়া সব ফরসা• হইয়া গেল !

ধর্ম্ম বিনা গতি নাই, ক্রিয়া হয় তার তাই,
এস সবে মিলে কই, তাল লয় সুর সই,
কহিব না ছাই, ছাই,
যবে লীলা তাই, তাই।





ব্যাস ও বিবেকী।

অদ্ভুত জন্তু।

কোন সময়ে বঙ্গদেশে বিবেকী নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে সর্ব্বদেশে যাতায়াত করিত এবং সকলকার সঙ্গে তর্ক করিয়া জয়ী হইত। তাঁহার একের কাছে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না, কারণ যে যাহা কিছু তর্ক করিত সে একেতে আনিয়া সেটিকে মিটাইয়া দিত। কিছুকাল এই রকম করাতে, তাহার নাম চারিধারে অত্যন্ত জাহির হইয়া পড়িল এবং উহার দেশের লোকগুলি তাহার গুণের দরুণ সভা করিয়া তাহাকে

নানারকমের প্রশংসাপত্র দিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সে মনে করিল আমি সকলকে জয় করিয়াছি এবং দেশের ভিতর আমার অত্যন্ত মান হইয়াছে, কিন্তু ব্যাসকে পরাস্ত করিতে না পারিলে আমার বিবেকী নামের গৌরবটি বৃদ্ধি পাইতেছে না, অতএব ব্যাসের আশ্রমে আমার আপাতত যাওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে ব্যাসের আশ্রমাভিমুখে চলিল।

কিছুদিন পরে সে ব্যাসের আশ্রমে গিয়া পৌঁছিল। আশ্রমবাসীরা নূতন জন্তুকে দেখিয়া গুরুর নিকট যাইয়া বলিল,—গুরো! আপনার আশ্রমে এক নূতন জন্তু আসিয়াছে, তাহার পোষাক ও রং অদ্ভুত, কিন্তু আকৃতিতে তাহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হয়। আপনার অনুমতি পাইলে, আমরা তাহার সহিত কথোপকথন করি।

গুরু বলিল,—তোমরা উহার সহিত কোন প্রকার আলাপ করিও না, ইঙ্গিতের দ্বারায় উহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।

শিষ্যেরা ইহা শুনিয়া যথায় জন্তুটি বেড়াইতেছিল, তথায় যাইয়া ইঙ্গিতের দ্বারায় তাহাকে গুরুর কাছে লইয়া আসিল, আসিবামাত্র ব্যাস তাহাকে সমাদর করিয়া বসিতে আসন দিল। ব্যাস তাহার পোষাকের ঢং, রঙের ছাব্বা ও দেহের আড়াটিকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া মানবাকার জন্তুটিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি? তোমার বাটী কোথায়? তোমার এখানে আসিবার কারণ কি? যদ্যপি তোমার কোন প্রকার বাধা না থাকে অনুগ্রহ করিয়া বল।

বিবেকী উত্তর করিল,—আমার বাটী সর্ব্বস্থানে এবং আমার নাম নাই, তবে তোমার নিকট কিঞ্চিৎ কারণ বশত আসিয়াছি, তাহা তুমি পরে জানিতে পারিবে।

ব্যাস জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার ধর্ম্ম কি ? তুমি কোন জাতি ? তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার জন্মস্থান কোথায় ?

বিবেকী বলিল,—যেরূপ নদী, যেখান হইতে উৎপত্তি হউক না কেন, অবশেষে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ সমস্ত ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই আমার ধর্ম্ম, বাদী বা বিবাদী কি সর্ব্ববাদী। কে কার পিতা, সকলেই সকলকার পিতা, আমি কোন্ পিতার নামটিকে করিব ? আমার জন্মস্থান কোথা, আমি কি করিয়া জানিব ? পৃথিবীর কোন ব্যক্তি জানে না যে তাহারে জন্মস্থান কোথায়। লোক পরম্পরায় শুনিয়া জানা যায় যে, অমুকের অমুক দেশ জন্মস্থান; আমার সেইরূপ বঙ্গদেশ।

ইহা শুনিয়া ব্যাস শিহরিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল,—যদ্রূপ তোমার দেশের নাম করিলে, তদ্রূপ লোক পরম্পরায় যাহা কিছু শুনিয়াছ তাহা বল।

বিবেকী উত্তর করিল, —আমার ধর্ম্ম "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" সর্ব্ববাদী—আমার পিতা অমুক।

ব্যাস বলিল,—তোমার নাম কি ?

বিবেকী,—নামের কি অর্থ আছে ?

ব্যাস বলিল,—কি নিমিত্ত এই আশ্রমে আসা হইয়াছে ?

বিবেকী উত্তর করিল,—তোমার নাম শুনিয়া আসিয়াছি।

ব্যাস বলিল,—নামের কি অর্থ আছে ?

বিবেকী,—অর্থ না থাকিলে আমি কি করিয়া আসিলাম ?

ব্যাস বলিল,—যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে তুমি অনুগ্রহ করিয়া বল।

বিবেকী বলিতে আরম্ভ করিল,—বাল্যকালে আমি লেখা পড়া শিখিয়াছিলাম, আমি বরাবর বংশের ইষ্টদেবতাকে পূজা করিতাম,

সামাজিক নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করিতাম, আর মা বাপের উপর আমার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। কিন্তু পুস্তক পড়িতে পড়িতে যখন "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এইটীকে জানিলাম, তখন পূর্ব্বের আচার ও ব্যবহারগুলিকে দোষান্বিত বিবেচনা করিয়া সমস্তগুলিকে ছাড়িয়া দিলাম। আমার বিবাহের জন্য আমার মা বাপ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রত্যহ অনুরোধ করায় আমি গৃহত্যাগ করিয়া, এক পরমহংসের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইহাম। পরমহংসের মতের সহিত আমার মতের মিল হওয়াতে আমি কামিণী-কাঞ্চনকে ত্যাগ করিয়া বিবেকী নামটিকে ধরিয়া সুখে অবস্থান করিতেছি। সম্প্রতি তোমাকে পরাজয় করিতে আসিয়াছি। আমার মতের উপর তোমার যদি কিছু তর্ক থাকে তাহা হইলে বল, আর তাহা না হইলে আমার নিকট পরাজয় স্বীকার কর।

ব্যাস প্রশ্ন করিল,—তোমার মত কি?

বিবেকী উত্তর দিল,—জগতে কামিণী ও কাঙ্কন মহা কণ্টক। রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত কামিণীকে ও কাঞ্চনকে উপাসনা করিয়া মহা সংসার-নরকে প্রত্যহ অনেক কষ্টভোগ করিতেছে এবং কেহই সুখী নয়। এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" জ্ঞান ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

ব্যাস প্রশ্ন করিল,—তুমি **এক** কাহাকে বল?

বিবেকী বলিল,—সমস্ত **এক**।

ব্যাস,—তবে কামিণী ও কাঞ্চন কি করিয়া মহা কণ্টক হইল ও **এক** হইতে ছাড়া হইল? মা বাপের প্রতি ভক্তিটি রহিল না কেন এবং সামাজিক নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করা না হইল কেন?

বিবেকী,—ওসবগুলি কিছুই নয়, খালি এক সত্য, আর অন্য সব অসত্য।

ব্যাস,—যদি এক সত্য আর অন্য সব অসত্য, তাহা হইলে অন্য অসত্য সবগুলি কি একের ভিতর নয়?

বিবেকী,—এক বটে কিন্তু অসত্যটির নাশ অনিবার্য্য। রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্তকে মরিতে হয়! বিবাহের ফল জগতে কি প্রকার কষ্টবহ তাহা সকলেই জানে। অর্থ উপার্জ্জনের দরুণ লোককে কি নীচ কার্য্য না করিতে হয়! পুত্রের মৃত্যুতে পিতাকে কি প্রকার ভয়ানক দুঃখ সহ্য করিতে হয়! জগতে মনোনীত স্ত্রী লাভের জন্য পুরুষকে কি না করিতে হয়!

ব্যাস,—নাশের কারণ সব অসত্য; যাহার নাশ নাই তাহাই সত্য হয়, কেমন হে?

বিবেকী,—আজ্ঞা হাঁ।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

ব্যাস,—বিষয়ের নাশ কুত্রাপি নাই, পূর্ব্বে আর্য্যেরা এই প্রকার দর্শনকে রূপান্তর বলিত; ইদানীং ঐ প্রকার দর্শন "অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত।

বিবেকী,—"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" ইহার অর্থ কাহার উপর হিংসা করিবে না; অবিনাশী এই অর্থটি কি করিয়া আসিল?"

ব্যাস,—বোধ হয় তুমি মাংসাশী বা মৎস্যভোজী নও, ফলাহারী, না দুধ ভাত আহারী, না মূল আহারী? যাই খাও এইবার একটু

সূক্ষ্মতে যাইতে হইবে, মোটাটিকে ধরিলে পিছলিয়া যাইবে। জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ, ইহাদিগের উপর তুমি হিংসা না করিতে পার, কিন্তু উদ্ভিজের বেলা কি হইবে? যদি বল এমন লোকও আছে যে উদ্ভিজের উপরও হিংসা করে না, আমি স্বীকার করি ইহাও হইতে পারে, এমন কি বাহ্য বায়ুকে ভক্ষন, অর্থাৎ ব্যবহার বা হিংসা না করিয়াও জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু অমৃতরস অর্থাৎ অন্তর-সুধা ব্যতীত জীবন ধারণ হয় না, ইহা কি হিংসা নয়? হিংসা অর্থাৎ জীব ভক্ষন ব্যতীত জীবন ধারণ হয় না, ফলত জীব হিংসা ব্যতীত জীব হয় না, অতএব তুমি যে অর্থ করিয়াছ তাহা নয়। হিংসা কাহাকে বলে যাহার নাশ হয়; যখন বিষয়ের নাশ নাই তখন হিংসাও নাই। তুমি যে বস্তুর উপর হিংসা করিলে সেটির নাশ হইল না, বরং তুমি আর একটি নূতন ভুতকে উৎপাদন করিলে; তুমি জগতে কোন বিষয়কে নাশ করিতে পার না। তুমি পদার্থের উপর যতই হিংসা কর, হিংসা পদার্থটি ততই রূপান্তর হইয়া অন্য প্রকার নূতন পদার্থ হয় এবং ক্রমান্বয়ে হিংসা করিতে করিতে যখন পদার্থটি সূক্ষ্ম একে গিয়া মিশে তখন হিংসাটি আর চলে না, ফলত বিষয়ের উপর হিংসা না চলিলেই অবিনাশী হয়, এমতে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই দর্শনটি সাব্যস্ত হইল।

কামিনী ও কাঞ্চন।

বিবেকিন্! এ জগতে কেহ কামিনীকে ও কাঞ্চনকে ত্যাগ করিতে পারে না। যদি তুমি জন্মাবধি স্ত্রী সহবাস না কর, এমন কি স্বপ্নেও যদি তোমার রেতপাত না হয়, তথাপি তুমি কামিনীকে সেবা করিতেছ। **এক** সর্ব্বত্র আছে বটে এবং মানুষ ও জীয়ন্ততে নড়ে চড়ে, কিন্তু মৃত্যু হইলে নড়ে চড়ে না কেন? যে স্থান ব্যাপিয়া মৃত দেহটি আছে সে স্থানে কি **এক** নাই? যদি থাকে, তাহা হইলে কেন মনুষ্যটি পূর্ব্বাবস্থা হইতে রহিত হয়? অতএব সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, মায়া আমাদিগকে নড়া চড়ার ও অসাড়ের শিক্ষাটি দিতেছে, ফলত কোন দেহা মায়াকে ত্যাগ করিতে পারে না। মায়া অর্থাৎ কামিনী।

কামিনী এই জগৎটিকে এক শক্তির দ্বারা প্রেমডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ এক আকর্ষণী শক্তির দ্বারা এই ঘূর্ণায়মান জগৎটি চলিতেছে। আর্য্যেরা সকল পুস্তকে মায়াকে কামিনী বলিয়া গিয়াছে। কম্ অর্থাৎ মঙ্গল—শিব, এই হেতু কামিনীকে মঙ্গলময়ী ও শিবানী কহে। জগতে কামিনা না থাকিলে অদ্য তোমার সহিত এই মঙ্গলময় চিন্তা-রহস্যটি হইত না। কামিনী আছে বলিয়া জগতে কামনা আছে (কম্ অর্থাৎ মঙ্গল) এবং সেই হেতু জগৎটি কামনা শূন্য হইতে পারে না।

যাহা নাই, তাহা নাই, যাহা আছে, তাহা আছে। অতীতে জগৎটি কামিনী শূন্য ছিল না, বর্ত্তমানে কামিনী আছে এবং ভবিষ্যতেও জগৎ কামিনী শূন্য হইবে না। যদি কেহ লিখে বা বলে, সেটি অশ্বের ডিম্বের মত। অশ্ব আছে ও ডিম্ব আছে, কিন্তু অশ্বের ডিম্ব নাই। বিবেকিন্! দেশীয় কামিনীগুলি কি দোষ করিল, বোধ

হয় লুকিয়ে চুরিয়ে খাইয়া কুয়ের জন্ম দিবার জন্য। দেখ সর্ব্ব পাপের মুক্তি আছে, তীর্থস্থানের পাপের মুক্তি নাই। কিন্তু আজ-কাল তীর্থস্থানগুলিই সকল পাপের আধার হইয়াছে।

সর্ব্ব শাস্ত্রে কামনাকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছে। কামনা ত্যাগ হইতে পারে না, কেননা যতক্ষন দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিবে ততক্ষণ কামনাটি যায় না। এমন কি মৃত্যুতেও কামনার নিস্তার নাই, কেননা দেহটি রূপান্তর হইয়া নূতন আকার হয়, এইজন্য শাস্ত্রকারেরা কামনাকে ভাগ করিয়া গিয়াছে, সুকামনা ও কুকামনা। **এক**কে একে রাখিবে, বহুকে বহুতে রাখিবে, এইটি ঠিক পদ্মপত্রের সহিত জলের সম্পর্কের মত। আমি বহু হইব এবং বহুটি বহুতে থাকিবে, কিন্তু আমি **এক** একে থাকিব। কি দুর্ব্বোধ কথা যাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না বা মাথায় আইসে না, তবে যে ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে বা যাহার মাথায় আইসে সে ব্যক্তি মহাজন।

জগতে হেলা বা দোলা অতি সহজ, বা সাকারা কামিনীকে ত্যাগ করা বা গ্রহণ করা অতি সহজ, কিন্তু অন্তরে কামিনীকে রাখিয়া বাহিরে সংসার নিয়মানুসারে গ্রহণ করিয়া, না হেলিয়া দুলিয়া চলা বড় দুরূহ। শাস্ত্রকারেরা এই ব্যাপারটিকে দুই পাখার আশ্রয়ে পক্ষীর উড়ার মত বলিয়া থাকে। বিবেকিন্! আমি যখন সুকামনা করিতেছিলাম তখন একজন আসিয়া বলিল "ভদ্র! তোমার মাতা তোমায় কোন বিশেষ কারণ বশত ডাকিতেছেন, তুমি শীঘ্র চল, চল।" আমি ইহা শুনিয়া সর্ব্ব গুরুতর কার্য্য না নিষ্পন্ন করিয়াও মাতার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মাতা বলিলেন "তোমার ভ্রাতার বংশকে রক্ষা করিতে হইবে।" আমি কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া আমি বহু হইব এই বেদ বাক্যটিকে স্মরণ করিয়া ভ্রাতৃজায়াতে আমার বীজ

বপন করিলাম, কিন্তু সামাজিক বিবাহের নিয়মানুসারে ফসলগুলি স্বামীর হইল।

আরো দেখ—যত মুনি ও ঋষি আছে, শুকদেব ব্যতীত সকলেই কামিনীকে সেবা করিয়া থাকে। প্রত্যেক আইনে একটি করিয়া ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। শাস্ত্রকারেরা একজনের সুখের জন্য সাধারণ জনকে দুঃখী করে না। প্রেম প্রথমে কামিনীর নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়, কারণ কামিনী সকল ইন্দ্রিয়ের সুখদায়িনী। তথাপি পৃথিবীতে কয়টি প্রেমিক আছে? প্রায় সকলেই কামুক হয়। যদি এত সুখেতেও প্রেম না হয়, তাহা হইলে কি করিয়া সেই অতি শুষ্ক প্রেমটি হইতে পারে? বাস্তবিক পক্ষে প্রেমটি স্বর্গীয়।

যখন আমি যোগাভ্যাসে ছিলাম তখন আমি নিজেকে মহাপণ্ডিত স্থির করিয়া কামিনীকে ও কাঞ্চনকে ত্যাগ করিয়া "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই বুলিটিকে ধরিয়া গাঁজাখোরের মাথার উপর চড়িয়া এবং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দৃশ্য জগৎকে টুকরা করিতে করিতে অদৃশ্য জগতে গিয়া উপস্থিত হইয়া তথার দেখিলাম নেতি—!

আবার নেতি বুলিটিকে ধরিয়া টুক্‌রা করিতে করিতে অবশেষে অস্থির হইয়া পড়াতে আমার মাথাটি বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে থাকিল। প্রাণ যায় এরূপ অবস্থা হওয়াতে, জলমগ্ন মানবের খড়ের আশ্রয়ের মত ব্রহ্মকে ধরিলাম। স্পর্শমাত্রতেই জ্ঞানোদয় হইয়া দেখিলাম তিনি হাসিতে হাসিতে আমায় বলিতেছেন,—"ব্যাস তুমি অনেক দূর আসিয়াছ, যদি আরো বহুতর বৎসর অগ্রসর হও তথাপি তথায় পোঁছিতে পারিবে না। তিনি তোমার শোচনীয় অবস্থাটীকে দেখিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তিনি বলিয়া দিলেন যে "ব্যাসকে বলিবে 'যাহাকে সংজ্ঞা ধরিয়া সংজ্ঞালাভ হইয়াছে সে মায়া—কামিনী।' অতএব কামিনীর উপাসক হইয়া বাক্ চাতুর্য্যটিকে ছাড়িয়া দিয়া

একের উপর কলমবাজী করিবে না, আর সংসার ধর্ম্মের নিয়ম গুলিকে প্রতিপালন করিবে, আর সাম্যবাদী হইয়া সমাজের শান্তিটিকে ভগ্ন করিবে না, আর অষ্ট ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অবতার করিবে আর রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতি অকপট ভক্তি রাখিবে, আর একবাদী না ব্রহ্মবাদী হইবে।” ইহা বলিয়া মায়াবিনী অন্তর্হিত হইল। আমিও সেই ব্রহ্মকে এক বলিলাম, কিন্তু তদবধি আমি মুর্খ হইয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত রাজদরবারে যাতায়াত করিতে লাগিলাম, রাজার প্রতি অচলা ভক্তি রাখিলাম, এক-বাদী হইলাম এবং সামাজিক নিয়মানুসারে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিলাম।

বিবেকী বলিল,—নিরাকারকে কি করিয়া ধরিলে? মহা পণ্ডিত হইয়া কি করিয়া মূর্খ হইলে? আমার খাদ্যের উপর তুমি কেন বিদ্রূপ করিলে?

ব্যাস,—আমি সমস্তই বলিয়াছি, তবে আরও ভাল করিয়া বলি-তেছি। নিরাকারকে ধরা যায় না ইহা সত্য, কিন্তু যখন এক মায়া অর্থাৎ কামিনী হইল, তখন সাকার হইল; অতএব একেকে ধরার বাধা কি রহিল? এক সর্ব্বত্র আছেন, তবে আমরা বিষয়েতে রূপান্তর দেখি কেন? কারণ আমরা মায়াবী হই। প্রকৃত তিনি এক, কিন্তু মায়াহেতু তিনি বহু, ফলত বহুকে এক করা বহুর কার্য্য নয়।

অনেক বৈজ্ঞানিক আছে কিন্তু গর্ভাধান হইতে প্রসব পর্য্যন্ত ভ্রূণ যে অবস্থাটি গর্ভের ভিতর পায় একের হুকুম বলবত থাকায়, যেমন কেহই ভ্রূণকে প্রসব অবস্থাটী হইতে সেই গর্ভাধান অবস্থাতে পুনরায় লইয়া যাইতে পারে না, তেমনি যে অবস্থায় এক বহু, ও বহু এক সেই অবস্থাতে যাইতে ও আসতে হইবে, অন্য অবস্থায় হইবে না, কিন্তু এক ইহা সত্য, ইহার কারণ একবাদী হওয়া সম্ভবপর। বিবেকিন্! বোধ হয় তুমি মাথা দিয়া চলিতে পার না, পা দিয়া

দেখিতে পাওনা, জিহ্বা দিয়া শুনিতে পাওনা, যদি সবই এক, তবে কেন এ বিপর্য্যয়টি ঘটে? অতএব তোমাকে বহুর—মায়ার প্রধান্যটিকে স্বীকার করিতে হইবে।

পণ্ডিত হইয়া মূর্খ।

মহাপণ্ডিত কি করিয়া পণ্ডিত হইয়া মূর্খ হয় তবে বলি শুন। প্রথমে মহাপণ্ডিতেরা মনে করে যাহা আমি লিখিতেছি বা বলিতেছি তাহা ঠিক্, এইরূপ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নানাপ্রকার প্রলাপ বকিতে থাকে। কিছুকাল এই রকম বকিয়া যখন শান্তিটিকে পায় না তখন জ্বালায় ছট্ ফট্ করিয়া মূর্চ্ছা যাইয়া মৃতপ্রায় হয়, এমন সময়ে মায়াবিনী আসিয়া জ্ঞান দান করে। মায়া আগমনে জ্ঞানলাভ হয় এবং জ্ঞান প্রাপ্তে সে জানিল যে আমি মূর্খ। বড় বড় শাস্ত্রকারেরা ইহার দরুণ বলিয়া গিয়াছে—দার্শনিকেরা মদ্দা ছাগলকে দোহন করে, আর শিষ্যেরা চালুনী দিয়া দুগ্ধটিকে ধরে। জগতে যাহারা মূর্খ তাহারা প্রকৃত পণ্ডিত, আর যাহারা পণ্ডিত তাহারা প্রকৃত মূর্খ। কারণ পণ্ডিতেরা জানে যে, আমরা কিছুই জানিনা, কিন্তু মূর্খেরা জানে যে আমি সব জানি; অতএব আমি জানি, যে আমি কিছুই জানি না, সেইজন্য আমি মহাপণ্ডিত হইয়াও মূর্খ হইলাম। কোন সাধক বলিয়া গিয়াছে "দে মা আমায় পাগল করে, চাইনা আমি জ্ঞান বিচারে।" বিবেকিন্! একেকে সামাজিক ধর্ম্ম হইতে ছাড়িয়া দিয়া একবাদী হইয়া কামিনীর উপাসক থাকিয়া

সামাজিক ধর্ম্মকে নিয়মানুসারে পালন করিতে চেষ্টা কর, কেননা সমতার নাম সামাজিক রহস্য।

গুনভেদে বস্তুর ও ব্যবহারের বিভিন্নতা।

আমি তোমার খাদ্যের উপর বিদ্রূপ করি নাই, তুমি সমস্তকে এক বলিয়া প্রলাপ বক সেইজন্য আমি তোমাকে কিছু বলিয়া দিলাম। মৎস্য, মাংস, দুধ, ভাত, চাল, বা কলা খাও—এগুলিও এক নয়। দ্রব্য ভেদে গুণের প্রভেদ হয়; বাস্তবিক প্রভেদটী হওয়াতে মতভেদ ঘটিয়াছে। শরীরের সুস্থতার নাম স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে নিজের শরীরের সুস্থতাটি কিসে হয় ইহা দেখা উচিত, অন্যের সুস্থতাটিকে দেখা অনুচিত; কারণ এক জিনিষ সকলের পক্ষে সমান স্বাস্থ্যকর নহে। মৎস্য, মাংস, দুধ, ভাত, ফল ও মূল সমস্তই অন্ন এবং অন্নে জীব হয় এইটি যেন বরাবর মনে থাকে। কামিনী ব্যতীত কামনা কোথা—কামনা ব্যতীত উৎপত্তি কোথায়—উৎপত্তি ব্যতীত নিবৃত্তি কোথায়? অতএব আকর্ষনী শক্তি মায়াই কামিনী হয়।

মনুষ্য একশো বৎসরের বেশী বাঁচেনা, যদি বাঁচে সেটি এড়া মাছ বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হয় বা দেওয়া কর্ত্তব্য। অসময়ে আহার ও খাদ্য পরিবর্ত্তনের দরুণ অকালে লোক মরে এবং যে খাদ্যের যে গুণ সেই রকমে ব্যবহার না করিলেও অসময়ে মরে। নূতন কোন নিয়ম প্রথমে সুরু করিলে তুমি ইহার ফল ভোগ করিতে কতকটা পারিবে কিন্তু সাত পুরুষ বংশাবলি ক্রমে একপ্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিলে

ঠিক হয়। যে দেশে যেটি উপযুক্ত খাদ্য সেই দেশে সেটি উৎপন্ন হয়; পর দেশের খাদ্য স্বদেশী হইতে একশত পঞ্চাশ বৎসর লাগে। যদি একলা ঠিক কর তাহা হইলে ঠিক হয়না, তবে কতকটা সম্ভবপর। শোয়া, বসা, দাঁড়ান, কথা কওয়া, সহবাস--এই সবগুলি এক চাই; ইহার দরুন সামাজিক ধর্ম্মের প্রয়োজন। দেহে বিজিলীর যে কি সূক্ষ্ম গতি সেটিকে বিজিলীই জানে। মহা মাংস খাইলে সিংহের মতন অন্যূন ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করা আবশ্যক, অন্য মাংসে আট ঘণ্টার কম নয়, ইহা বলিয়া মৎস্য, দুধ, ভাত ও মূল ভোজী মাংসাশীর মত কায়িক পরিশ্রম করিলে সুস্থ থাকিবে না, বরং রোগগ্রস্ত হইবে। ফল ও মূলাহারীর ষোল ঘণ্টা বিশ্রাম চাই, ফলাহারীর অন্যূন আট ঘণ্টা চাই; কিন্তু ইহারা দিবা রাত্র মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে। যদি মাংসাশী ফল-মূলাহারী হইতে চায় কিম্বা ফল-মূলাহারী মাংসাশী হইতে চায়, তাহা হইলে পরস্পর উভয়ে রোগাক্রান্ত হইবে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে সপ্তম পুরুষ ব্যবহার করিলে ঠিক হইয়া যায়। মাংস ভক্ষণে কায়িক উন্নতি, ফল ও মূল ভক্ষণে মানসিক উন্নতি, আর উভয় ভক্ষণে মাঝামাঝি। কম খাওয়া ও বেশী শরিশ্রম, বা বেশী খাওয়া ও কম পরিশ্রম – উভয়ই খারাপ। যতটুকু খাবে ততটুকু পরিশ্রম করিবে, যেমন কলের গাড়ীকে যতটুকু চালাইবে ততটুকু পরিমানে কয়লা পুড়িবে। ঘরে অন্ন নাই—"যুবা উন্নতি সমিতির" সভ্য হইতে গেলে সর্ব্বনাশ হয়। আট পিটে হয়, ঘোড়াটির পিটে রয়, ঘর অন্নময় খুব কসলত হয়।

ব্যাস,—বিবেকিন্‌! বঙ্গদেশে পৈত্রিক বিষয়ের ভাগ কি প্রকারে হয়?

বিবেকী উত্তর করিল, – মহাশয়! আমাদের দেশে সকল ওয়ারিষ-গন সমান ভাগ পায়।

ব্যাস বলিল,—আমাদের দেশে বড় ছেলেতে বিষয় পায়, কিন্তু চাষা মাসা দিগের ভিতর সকলেই সমান পায়, কারণ তাহাদের ভিতর বিষয়ের ভাগ যতই হয় ততই উপকার।

বিবেকী বলিল,—এক পথে দুই রকম ফল কেন?

ব্যাস উত্তর করিল,—এইবার একটু কাটে কাটে ঠেকাইয়াছ। কতক লোকের পক্ষে এক পুত্রে বিষয় পাওয়া রাজনীতি অনুসারে ভাল, কিন্তু সাধারণের পক্ষে এই বিধিটি উপকারজনক নহে। তাহাদের বিষয় যত বেশী বখরা হয় ততই মঙ্গল, কারণ সকলেই নিজ অংশের উন্নতি করিতে পারে। আমার বোধ হয় তোমাদের দেশে কেহ ধনী নাই, কাহারও চতুরঙ্গ নাই, ভাগে ভাগে সকলই ক্ষীণ, আর তিন পুরুষেই ফরসা, কেমন হে—এই সব ঠিক কি না?

বিবেকী বলিল,—আজ্ঞে হাঁ।

ব্যাস বলিল,—বিবেকিন্! তোমাদের দেশে কেহ কি স্থূলের উন্নতির দরুণ চেষ্টা করে না? সকলেই কি তোমার মত পাথুরে ষাঁড়। চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাব, তবুও চোর ধরিবার উপায়টিকে অবলম্বন করিব না—গাধার মত চিনির বস্তাটিকে বহিব তথাপি চিনি কি, তাহা চিনিব না। তোমাদের দেশে সমস্ত-তেই কি খিচুড়ি পাকান? ধর্ম্মের ঠিক নাই, রঙের ঠিক নাই, পোষাকের ঠিক নাই, খাদ্যের ঠিক নাই, খালি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এইটির আর দেবল প্রথাটির ঠিক আছে। কাজে কাজেই যখন সবই অঠিক তখন একটি ঠিক না রাখিলে কোথায় দাঁড়ায়! কোথায় ছিল আঁস্তাকুড়ের কেলে হাঁড়ি হলো কিনা ঘেটুদিদি!

আমাদের দেশে সকল মুনি ঋষিরা স্থূলের উপাসক ও একবাদী এবং উহারা ক্রিয়াক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব পাইবার জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া তপস্যা করে। বিজ্ঞতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরিমিততা ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত

জগতে বড় হইবার উপায় নাই। আমাদের দেশের ব্যক্তিরা উক্ত চারিটির পথাবলম্বী বলিয়াই জগতে মুনি, ঋষি ও রাজা বলিয়া খ্যাত। বিবেকিন্! দেখ দেখি শ্রীভগবতী, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত জগতে কি লীলা না করিয়াছেন? বোধ হয় আর কেহ জগতে করিতে পারিবে কি না সন্দেহ! যদ্যপি উঁহারা সমস্ত বিষয়কে ত্যাগ করিয়া ঘরে বা বনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কি চণ্ডী, রামায়ন ও মহাভারত প্রস্তুত হইত? ভারতবর্ষের ভিতর উঁহাদের কার্য্য চণ্ডীতে, রামায়নে ও মহাভারতে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। উঁহারা সকলেই চরিত্র-নীতিতে, সমাজনীতিতে, রাজনীতিতে ও গুপ্তনীতিতে দক্ষ ছিলেন এবং উঁহাদিগের তুল্য কর্ম্মিষ্ঠ ও সর্ব্বনীতিতে চৌরষ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কলের, বলের ও ছলের প্রয়োজন যেখানেতে যেটি হইত সেইখানে সেটিকেই ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা সত্যতে প্রেমে ও বাক্পটুতাতে অন্য সকলকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং রূপে, গঠনে ও সৌন্দর্য্যে মনোহর ছিলেন। অষ্টৈশ্বর্য্যের আধার ছিলেন বলিয়াই আমরা সকলে উঁহাদিগকে মহাবিদ্যা এবং অবতার বলিয়া পূজা করি। বিবেকিন্! পূজা অর্থাৎ চাল কলা দিয়া ঘণ্টা নাড়া নয়, গৌরবান্বিত ক্রিয়াই পূজা। আমরা সকলেই চেলা বা শিষ্য হইয়া উঁহাদিগের গৌরবান্বিত ক্রিয়া থাকায় উঁহাদিগকে পূজা করি এবং তাঁহারা যে কার্য্য করিয়া জগতের ভিতর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন আমরা সেই কার্য্যের পথাবলম্বী হইয়া তাঁহাদের মত বিদ্যা, বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারায় কার্য্যগুলিকে সমাধা করিতে প্রাণপনে চেষ্টা করি। যাহার সাধ্য যতটুকু সে ততটুকু সমাধা করে। কার্য্যারম্ভ হইতে সমাধা পর্য্যন্ত যে সময় লাগে তাহাকে তপস্যা বলে। যে যত একাগ্রচিত্ত হইয়া করিবে সে তত বেশী

পরিমাণে ফল পাইবে। শ্রীভগবতী, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সকলেই একবাদী ছিলেন এবং উঁহারা স্থূলের উপাসক ছিলেন বলিয়াই মহাবিদ্যা ও অবতার বলিয়া কথিত।

বিধবাবিবাহ।

বিবেকী,—আচ্ছা মহাশয়! বিধবাবিবাহটি ভাল না মন্দ?

ব্যাস বলিল,—বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ ইহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না তবে যাহা আমি জানি তাহা বলিতেছি। অবস্থাভেদে বহু কালাবধি বাল্য বিবাহের প্রচলন আছে। বাল্যকালে বিবাহ হেতু বালিকার রক্ষকগণ বর পছন্দ করিত, বালিকার কোন মতামত লওয়া হইত না এবং ইহাতে তাহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না, ফলত নানারকম কুৎসিত সংযোগ হইত। কেহ অর্থের লোভে আট বছরের মেয়ের সঙ্গে আশী বছরের বুড়োর বিয়ে দিত, কেহবা পয়সা খরচ না করিবার মতলবে রোগগ্রস্ত বা গণ্ডমূর্খকে বিবাহ দিত এবং কেহ বা মেয়ের পাছে বিবাহের আগে ফুল ফুটে যায় এই ভয়ে যার তার সঙ্গে বিয়ে দিত। যখন বালিকারা বড় হইয়া বুঝিতে পারিত যে আমার স্বামী উপযুক্ত নয় তখন মন কষ্টে দিনপাত করিত এবং তখন পতির সহিত মনের মিল হইত না। কেহ কেহ সংসার সুখে বঞ্চিত হইয়া দেশান্তরে যাইত বা অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিত অথবা আত্মহত্যা করিত। কোন কোন ষোড়শী গৃহলক্ষ্মী মদনের ফুলশরে আক্রান্ত হইয়া পর পুরুষের সঙ্গ লওয়াতে গর্ভ হইত এবং সামাজিক লজ্জা নিবারণের জন্য সে গর্ভটীকে অকালে নষ্ট

করিতে বাধ্য হইত। ক্রমে এত বেশী গর্ভপাত হইতে লাগিল যে আইনের প্রয়োজন হইল। অভাবের নাম উন্নতি, অভাব না হইলে উন্নতি হয় না। যে দেশে যত অভাব আছে সে দেশের লোক ততই উদ্যমশীল বলিয়া বলিষ্ঠ হয়। স্বভাবের নাম অবনতি, যে দেশে স্বভাবটি যত বেশী অনুগ্রহ করিয়াছে সেই দেশের লোক তত নিশ্চেষ্ট বলিয়া ক্ষীন। স্বভাবে মানসিক উন্নতি, অভাবে কায়িক উন্নতি। বিধবাবিবাহ অর্থাৎ চাষের জমী না পতিত থাকা; যদিও প্রায় পতিত থাকে না, তথাপি বিনা স্বামীতে চাষের জমীটির ফল পতিতবত্। রাজ আজ্ঞানুসারে বিধবাবিবাহের আইন ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রচলন হইল, কিন্তু ক্ষত কি অক্ষত বালিকা ইহাতে সন্দেহ, কারণ "পতৌ" শব্দে গোলমাল ঘটিয়াছে। পতির সমাসে "পত্যো"। থাকিলে কোন সন্দেহ থাকিত না। এক্ষন কেহ কেহ আর্ষপ্রয়োগ বলে। যাহা হউক আমার তাহাতে কোন বক্তব্য নাই, কিন্তু যখন এই আইনটি হইল, তখন সমাজে মহা হুলস্থূল পড়িল, কারণ এক সঙ্গে বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহের প্রচলন জগতের কোন সমাজেই নাই। বাল্যবিবাহের বড় বড় পণ্ডিতেরা একদল হইল, আর বিধবা-বিবাহের বড় বড় পণ্ডিতেরা আর একদল হইল। বাল্যবিবাহের দলেরা বিবাহ সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিল না, কারণ যাহা সামাজিক আচার হইবে তাহাই গ্রাহ্য।

সকলে মুখপোড়া হইলে, মুখপোড়ার কষ্ট তখন কাহারও হয় না। হনুমান যখন লঙ্কাকে দগ্ধ করিতে গিয়াছিল তখন তাহার মুখ কোন রকমে পুড়িয়া যাওযাতে সে বড় দুঃখিত হইয়া মা জানকীর কাছে বলিল,—মা জানকি! আপনার কার্য্য করিতে গিয়া আমার মুখটি পুড়িয়া গিয়াছে, আমি কি করিয়া আমার দলে যাইব ও তাহাদিগকে আমার পোড়া মুখটিকে দেখাইব?

মা জানকী বলিল,—বৎস পবননন্দন! তোমার মুখপোড়ার জন্য ভাবনা নাই, কারণ তোমাদের সকলের মুখ পোড়া হউক, যদি ইহার ব্যতিক্রম দেখ তাহা হইলে দুঃখিত হইবার কারণ বটে, আর যদি সকলকার দৃশ্য এক হয়, তাহালে তোমার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। ইহা শুনিয়া হনুমান যখন নিজদলে আসিয়া দেখিল, সকলকার মুখ তাহার মতন, তখন তাহার আন্তরিক দুঃখটি মোচন হইল। কিন্তু বাল্য বিবাহের দলের পণ্ডিতেরা "চাষের জমী পতিত না থাকা" যদি এইটি বিধবাবিবাহের অর্থ হয়, তাহা হইলে যুক্তিসঙ্গত নয় এই বলিয়া তাহারা নানা প্রতিবাদ করিল।

কোন লোকের কন্যা বাল্যাবস্থায় বিধবা হয়। বিধবা হইবার পরে কন্যা নানা কুৎসিত কার্য্য করিতে লাগিল, এমন কি পিতা ষাঁড়েরদল লোহার গরাদে দিয়া আটক রাখিতে পারিল না। লোকটী মহাব্যতিব্যস্তে পড়াতে তার মাথাটি খারাপ হইতে সুরু হইল এবং সংসারটি অসার বলিয়া তাহার বোধ হইল। আবার যখন শুনিল তাহার কন্যার গর্ভ হইয়াছে, তখন সে অত্যন্ত মন কষ্টে পড়িল, কি উপায়ে গর্ভস্রাব করান যায়। সরকার বাহাদুর টের পাইলে ফ্যালসানি মোকর্দ্দমায় মিয়াদ দিবে। দেশে এক ঘরে হইয়া থাকিব, প্রতিবাসীর নিকট অপদস্থ হইব। লোকটী এইরূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময়ে তাহার গিন্নী আসিয়া বলিল,—কি ভাবিতেছ? বেলা প্রায় দুপুর হল, স্নান করোনি—শীঘ্র যাও, ভাত তয়ের হয়েছে।

লোক,—গিন্নি! কন্যার গর্ভ হয়েছে শুনেছ কি?

গিন্নী বলিল,—তা আর হয়েছে কি? সকলকারই এমন হয়, পোড়া দেশে প্রায় সকলকারই এ রকম পোড়া মুখ হয়। এ আবার ভাবছ! যাও, শীঘ্র স্নান করে এসো। এই বলিয়া গিন্নী অন্দরে চলিয়া গেল।

লোকটি আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এই প্রকার ভয়ানক কার্য্যে গিন্নীর ভ্রুক্ষেপ নাই!

কিছু দিন পরে লোকটি অমুকের দলভুক্ত হইয়া বিধবাকন্যার বিবাহ দিল। বড় ভাল কার্য্য হইল কারণ আর ভ্রুণ হত্যা হইবে না।

ওহে অমুক! যখন চাষের জমী পতিত হইয়া থাকিবে তখন ভ্রুণ হত্যা কি করিয়া রক্ষা করিবে? পৃথিবীতে যত স্বাধীন দেশ আছে, সেই সব দেশের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা লইলে, বোধ হয় বলিবে অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা বেশী। তাহারা কি সতী হইয়া থাকে, না অন্যত্র প্রতিপালিত হয়। আমাদের দেশে বিবাহ শূন্য কেহই নাই, কিন্তু অন্য দেশেতে অনেকে কুমারী থাকিয়া দেহত্যাগ করিতেছে। প্রথমে অনাথ আশ্রমটী প্রস্তুত করিয়া এস সকলে মুখ পোড়া হই, তাহা হইলে আর সমাজের ভিতর ভ্রুণ হত্যা হইবে না। ওহে অমুক! আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ ও বিধবাবিবাহের প্রচলন একসঙ্গে থাকিলে আরও কি ভয়ানক ফল ফলিবে। তুমি অবিবেচক নও, স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া বল যে দেশে বিধবাবিবাহের প্রচলন আছে সে দেশে বাল্য বিবাহ নাই। বয়স বিবাহের অপেক্ষা বাল্য বিবাহে বহু সন্তান ও সন্ততি হয়। ষোল বৎসরের নীচে বয়স বিবাহ হয় না, যদিও দুটী একটী হয় তাহা ধর্ত্তব্যের ভিতর নয়, কারণ এধারে ষোল বৎসরের অধিক বয়সেই অনেকের বিবাহ হয়। যে দেশে বয়স বিবাহ আছে, সে দেশে বিধবাবিবাহ আছে। বাল্য বিবাহ যে দেশে আছে সে দেশে বিধবাবিবাহ নাই। বাল্য বিবাহে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের তিনটি করিয়া সন্তান সন্ততি বেশী হয়। কিন্তু বিধবাবিবাহ বয়স বিবাহের এই অভাবটীকে মোচন করে, অতএব বাল্য বিবাহ ও বিধবাবিবাহের ফল এক—চাষের জমি পতিত না থাকা। কোন প্রকার

বিবাহে ঠিক রাখিতে পারিবে না। যদি বাল্য বিবাহ রাখ তাহা হইলে বিধবাবিবাহটিকে উঠাইয়া দাও, আর যদি বয়স ও বিধবাবিবাহ রাখ তাহা হইলে বাল্য বিবাহটিকে উঠাইয়া দাও, অথাৎ জমাটিকে ও খরচটিকে ঠিক রাখিলে ফাজিল হয় না। অমুক এই প্রকার যুক্তি-সঙ্গত প্রস্তাব শুনিয়া সন্তুস্ট হইল এবং রাজার নিকট গিয়া আদ্যো-পান্ত ব্যাপারটিকে বুঝাইয়া দিলে পর রাজা অমুককে বলিল,—যখন অন্য দেশে চোদ্দ বৎসরের নীচে বিবাহ নাই এবং তথায় বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে তখন বাল্য বিবাহ রোধ করাই শ্রেয়। তবে কুমারীরা যতদিন বিবাহ না করিবে ততদিন কুমারদিগের সহিত বিষয়ের ভাগ জীবন সত্বরূপে সমান পাইবে।

বীর্য্যে বীর্য্য।

বিবাহে জাতীয় রং হয়। এক প্রকার রং করিতে হইলে বিবাহটিকে বিবেচনা করিয়া করিতে হয়। যখন সকলে মিলিয়া একটি জাতি হইতে পারিবে তখন বিবাহ করিতে আর কোন কষ্ট থাকিবে না। বঙ্গদেশে নানা রং আছে। কোন্ রংটি বাঙ্গালীর ইহা কেহ ঠিক বলিতে পারে না. তবে কতকটা ঠিক আছে, কেননা বাঙ্গালীকে সকলে “কালা” বলে। কালো রং শূদ্রের হয়,—আর্য্যের রং শ্বেত হয়। নানা রঙের মিশ্রন হেতু বোধ হয় নানা রং হইয়াছে। প্রকৃত রংদার কেহই নাই, কারণ পুতনাড়ী এক জনেয় রেতকে গ্রহণ করিলে, আর অন্যের রেতকে গ্রহণ করে না, যদিও দুএকটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, কারণ এইটি সাধারণ

নিয়ম নয়। বিবাহ ব্যতীত অপত্য জন্মিলে সামাজিক নিয়মে রংদার বলে, কিন্তু বিবাহ করিয়া বেরং অপত্য জন্মিলে সামাজিক নিয়মে রংদার বলা যাইতে পারে না, কিন্তু স্বাধীন দেশে রংদার জন্মগ্রহণ করিতে পারে না, কারণ স্ত্রীলোকটি খারাপ হইলেও বেরং হয় না, কারণ যাহার সঙ্গে স্ত্রীলোকটি প্রেমালাপ করিবে, সেও এক রংধারী; যখন এক রঙের স্ত্রীলোক অন্য রঙের সহিত প্রেমালাপ করিবে তখন বেরং হইতে স্নুরু হইবে এবং এই স্নুরুটি ভাল চিহ্ন নয়।

স্বাধীনের বীজ অত্যন্ত তেজস্কর, এই জন্য স্বাধীনেরা অন্য নানা জাতির উৎপাদক হয়। আর্য্যেরা অন্য সমস্ত বর্ণে বীজ বপন করিতে পারিত, কিন্তু অন্য বর্ণেরা আর্য্যতে পারিত না। যদি কেহ এই কার্য্যটি করিত তাহা হইলে কাঁ কাঁ আওয়াজ উঠিয়া যাইত।

শ্বেতপুরুষেরা ভারতবর্ষে বীজ বপন করিয়া নূতন জাতির স্মৃষ্টি করিতেছে এবং এইটি কালেতে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে,—যদি ফলগুলি উপনিবেশ রাজ্যে বা অন্যদেশে গিয়া বাস না করে বা সংজ্ঞাটিকে নীচ মনে না করে; কারণ আন্তরিক সংস্কার গুণের দ্বারা বাহ্যে বড় ও ছোট হয়। আন্তর জাতীয় বিবাহটি খুব ভাল—যদি ফলগুলি নিজের জাতীয় গুণের দ্বারা একটি আলাহিদা জাতি হইতে পারে, আর তাহা না পারিলে আন্তর জাতীয় বিবাহটির ফল ভাল নয়, কেননা যতদিন দোআঁচলা সংজ্ঞাটি থাকে ততদিন সমাজিক নিয়মে জাতীয় উন্নতি হওয়া অসম্ভাবনীয়।

স্বাধীন লোকের বীর্য্য অত্যন্ত তেজস্কর হয় বলিয়া কুলীনের আদর সর্ব্বত্র হয়। কুলীন—কুৎসিত ব্যাপারে লীন হয় যে সে কুলীন, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। শ্বেতপুরুষেরা ট্যাঁশ ফ্রোশ ও মেটে কামিনীদের ভিতর অত্যন্ত আদরের সামগ্রী। পৃথিবীর অন্য সকল জাতির ভিতর কন্যার বিবাহ হেতু কুলীনত্ব থাকে, কিন্তু কায়স্থ

দিগের ভিতর ঠিক বিপরীত হয় ; অতএব কায়স্থ দিগের ভিতর হইতে এই প্রথাটি উঠিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

কাঞ্চন ত্যাগ অসম্ভব ।

বিবেকিন ! তুমি কাঞ্চন ত্যাগের বিষয় যাহা বলিয়াছ তাহা হয় না। অসভ্য জগতে বদলা বদলি থাকে, কিন্তু ক্রমে যত লোকেরা সভ্য হয় তত কাঞ্চনের আবশ্যক, এটিও বদলা বদলী। তবে জিনিষের বদলে জিনিষ না হইয়া কাঞ্চন হইল। কোন বড়লোক বলিয়াছিল অর্থের দাস সকলে। দেখ আমিও অর্থের দাস। যে সকল মুনিক ও ঋষিকে আমরা আপাতত বড় বলিয়া জানিতেছি তাহারাও অর্থের দাস ছিল। কত কত বড়লোক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছে ইহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু কয়েকটি মুনিকে ও ঋষিকে সাধারনে জানে ? তবে যাহাদিগকে জানিতেছ তাহাদেরও প্রকারান্তরে কাঞ্চনের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। কাঞ্চনের উপাসক না হইয়া তুমি কোথায় যাইবে ? যদি বল বনে—সকলেই বনে যাইলে বনদেবী আর আহার দিতে পারিবে না ; জগৎ অন্নময় বটে কিন্তু লোকালয়ে কাঞ্চনের উপাসক হওয়া আবশ্যক। দেহটী যদি অন্নে গঠিত না হইত তাহা হইলে আর কাঞ্চনের প্রয়োজন ছিল না ; অন্নে দেহটি হয় বলিয়া প্রভুত্ব ও দাসত্ব রহিয়াছে—বড় ও ছোট রহিয়াছে। বড়লোক ছোটলোকের আশ্রয় না লইলে বাঁচিতে পারে না, আবার ছোটলোক বড়র আশ্রয় না লইলে রহিতে পারে না, পরস্পরের সাহায্যে লোকালয়টি চলিতেছে। লোকের ভিতর যাহা

কোন কালে নাই, তাহা হইবে না, যদি তুমি নূতন কর তাহাতে আমার বাধা নাই। বোধচক্ষুদিগকে কথার দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই, বিশেষত পৌত্তলিক দেশে। তুমি বঙ্গদেশ হইতে আমার আশ্রমে আসিতে কাঞ্চনকে উপাসনা কর নাই?

বিবেকী উত্তর দিল,—না।

ব্যাস বলিল,—বিনা অন্নে আসিয়াছ কি?

বিবেকী বলিল,—অন্য লোকের অন্ন খাইয়া আসিয়াছি।

ব্যাস বলিল,—বাহোবা—পরের কাঁধে উঠিতে বড় ভালবাস, যদি উহারা তোমার মত বোধচক্ষু হইত, তাহা হইলে তোমার কত কষ্ট হইত। আমাদের দেশে ভিখারী-আইন আছে। যদি কেহ ভিক্ষার দ্বারায় মূর্খকে ঠকাইয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। অযুক্তিদানে দেশকে ভিখারী করা হয়। যে দেশে এই রকম দান আছে সে দেশে ভিখারী বেশী হয়। ভিখারী বেশী হইলে পোকামাকড়ের জন্ম বেশী হইয়া দেশের বায়ুকে খারাপ করে এবং ক্রমে এত খারাপ হয় যে দেশের ভিতর সংক্রামক রোগ হইয়া দেশটিকে উচ্ছন্ন দেয়। বিবেকিন্! এই তোমার কাঞ্চন ত্যাগ? তুমিত খুব চালাকদাস বাবাজি! তোমাদের দেশে বুঝি হুঙের দল বেশী আছে, তাই তুমি গৈরিকধারী হইয়া দুই একটি টিয়া পাখীর বুলিকে লইয়া পরের স্কন্ধে মজা করিয়া আমোদটিকে লোট—যাহা হউক বেশ—বেশ!

বিবেকী বলিল,—হুঙের দল কি মহাশয়?

ব্যাস,—তুমি জান না, হুঁঙের দল? কোন দেশে একজন দেবল বামুন (যে বামুনকে সামনে বা পিছনে অক্ষর দিয়া পরিচয় দিতে হয় তাহারা আমাদের দেশের ব্রাহ্মন নয়;—যথা অসিজীবী বা মসিজীবী ব্রাহ্মণ, ধাবক বা পাচক ব্রাহ্মণ, গ্রাম্য যাচক বা দেবল

ব্রাহ্মণ) ছিল। কিছুদিন বংশাবলীর ধারাটিকে বহিয়া কিছু পয়সা না দেখিতে পাইয়া সে পাচক হইল এবং সে ইহাতেও কিছু লাভ না দেখিয়া একজনের প্রস্তুত দেবমন্দিরে সন্ন্যাসী বলিয়া পরের অন্ন ধ্বংসাইতে লাগিল। আহারান্তে গ্রামের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াইত। বিনা পরিশ্রমে কিছুদিন অন্ন খাইয়া সে রসাল হইল। সে একদিন দেখিল একখানি পালকী আসিতেছে, বেহারাদের আওয়াজে গ্রামটি সরগরম হইয়া বহু লোককে আকর্ষণ করিল। পাল্‌কী বেহারারা "হুঁও হুঁও সোয়ারী বড় ভারী" বলিতেছে। দেবল বামুন্‌টি ঐ বুলিটিকে ধরিয়া "হুঁঙ, হুঁঙ" করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে গ্রামে রটনা হইল যে সন্ন্যাসীটি ঠাকুরবাড়ীর অন্ন খাইত সে মহাযোগী হইয়াছে কেবল "হুঁঙ, হুঁঙ" করে। দু একজন হুঁঙের দলে হইল এবং তাহারাও "হুঁঙ, হুঁঙ" করিতে থাকিল। "হুঁঙ, হুঁঙে" টেলিফন হওয়াতে, হুঁঙ হুঁঙ এত বৃদ্ধি পাইল যে বড় বড় নীল মাছিরা আহার বিহনে দেশান্তরে যাইল। বিবেকিন্! হুঁঙের উৎপত্তি কি রকমে হইল এখন জানিতে পারিলে?

নিয়ম বিহনে অসভ্য।

তোমায় দেখিয়া আমার শিষ্যেরা যে নূতন জন্তু আসিয়াছে বলিয়াছিল ইহার কারণ আর কিছুই নয় তোমার জাতীয় পোষাকের অভাব। গৈরিক কাপড় শ্বেত রং ধারীর হয়। তুমি তিন রঙের কোন রঙে নাই। প্রথমে ঋষি বিশ্বামিত্র গৈরিক কাপড় ব্যবহার করে, পরে তাহার সকল শিষ্যেরা ব্যবহার করিত। গৈরিক কাপড় পরিয়া তেল মাখা নিষেধ, কারণ ময়লা এত বেশী ধরে যে ধূয়ে উঠান ভার হয়। তেল না মাখিয়া গৈরিক কাপড় পরিলে ধোপার কড়ি লাগে না, কারণ অল্প পরিশ্রমে জলে ফেলিলেই ময়লাটি উঠিয়া যায়। গৈরিক কাপড় পরিলে ব্রহ্মচর্য্যকে অবলম্বন করিতে হয়। রেত ধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। গৈরিক ধারীর স্বপ্নেও যদি রেতপাত হয়, গায়ত্রী ও আচমন বিধেয়,—গায়ত্রী অর্থাৎ গানের দ্বারা যাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, আর আচমন অর্থাৎ জলকে পঞ্চস্থানে ব্যবহার করা, কারণ জলের অপেক্ষা তাড়িত প্রবেশ নিবারক (নেগেটিভ্) জিনিষ স্থূলের ভিতর আর দ্বিতীয় নাই। পঞ্চস্থান কোন্ কোনটি তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ যাহারা আচমন করে তাহারা সকলেই জানে। পঞ্চস্থানের বিজিলীর ক্ষমতা এত সূক্ষ্ম যে জলের আঘাত পাইবা মাত্র বিষয়কে দেহের রাজার নিকট লইয়া যাইয়া মনটিকে ঠিক করিয়া দেয়; এই জন্য মন্ত্র কিছু ভুল হইলে আচমন বিধেয়। গৈরিক কাপড় পরিধান করিলে দেহে বাহ্য বায়ু বেশী ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না এবং পরিশ্রমটি কম বোধ হয়, আর সূর্য্যের উত্তাপ কম লাগে; ফলতঃ মানসিক তেজটি বেশ সারে-মাথে থাকে। বশিষ্ঠের বস্ত্র শ্বেত ছিল। এইরকম প্রত্যেক প্রধান প্রধান দলের ভিতর এক একটি রং ছিল। মস্তক মুণ্ডণটি দলে দলে রকমারি ছিল। আর্য্যদের ভিতর

প্রায় অন্য রংটি উঠিয়া গিয়াছে, কেবল গেরুয়াটি প্রবল আছে। গেরুয়া কাপড়টি গরিবের পক্ষে বড় উপকারী, যেমন গাঁজা, যদি স্ত্রী সহবাস না হয়। রং কালাদের মধ্যে গেরুয়াটি অত্যন্ত দূষনীয়। আমি গেরুয়া কাপড় পরিনা পাছে সকলে হাসে। আমার জন্ম ঋষির ঔরসে ও শূদ্রানীর গর্ভে। আমার যাহা কিছু আদর ও সম্মান খালি গুণের দরুণ, কারণ গুণই পূজার স্থান। গুণ না থাকিলে আমি যে রংদার সেই রংদার। সংসারে থাকিতে হইলে সামাজিক ধর্ম্মের, পোষাকের রঙের ও খাদ্যের প্রয়োজন হয়। বাস্তবিক যথায় ধর্ম্ম নাই তথায় সংসার নাই, ফলত অসভ্য।

সময়ই ধন।

বিবেকিন্! আর আমি সময়কে নষ্ট করিতে পারি না, কারণ সময়ই কার্য্য ক্ষেত্রের ভিতর প্রধান ধন; যে এই ধনকে হেলায় নষ্ট করে সে কোন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারে না। সময়ের নাম ধন, এই দরুণ পূর্ব্বের ঋষিরা হটযোগকে অবহেলা করিয়া রাজযোগকে বলবৎ করিয়া গিয়াছে। বেশী দিন বাঁচিলে যদি বড় হয়, তাহা হইলে পাহাড়ত্রে খুব বড়। যত বড় বড় সমাজ সংস্কারক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন ও বোধ হয় করিবেন, তাঁহাদের ও তাঁহার আয়ুর সংখ্যা সাধারণ লোক অপেক্ষা কম ছিল ও হইবে, কারণ জমা হইতে অধিক খরচ হইলে কাজিল হয়। কোন একটী লোক কোন একজনকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোমার বয়স কত, সে বলিয়াছিল নয় বৎসর। সে বলিল,—তুমি কি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছ? বাল্যকালাবধি আমি তোমাকে

দেখিতেছি, আমার প্রায় ষাট্ বৎসর হইল, তোমার নয় বৎসর কি করিয়া হইল ?

অমুক উত্তর করিল,—তুমি মনে কর একজন একশত কুড়ি বৎসর বাঁচিয়াছে,—ষাট বৎসর আহারে, বিহারে ও নিদ্রাতে গেল, বাকি ষাট বৎসর রহিল ; সাত বৎসর বাল্যাবস্থাতে এবং পনর বৎসর বিদ্যাভ্যাসে গেল, বাকি আটত্রিশ বৎসর রহিল ; তম্মধ্যে রোগে ও শোকে উনকুড়ি বৎসর যাইল, উনকুড়ি পুঁজি রহিল ; তম্মধ্যে দশ বৎসর কার্য্যক্ষেত্রে ; বাকি নয় বৎসর আয়ু হইল, এই নয় বৎসর আয়ু তোমার ও আমার মতন লোকের হয়—যাহারা এক মুহূর্ত্তকেও নষ্ট করে না। ফলত অন্যের আয়ু যে কত তাহা অন্যেই জানে।

বিবেকিন্ ! আমি সমস্তই তোমাকে বলিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিও, অনুগ্রহ করিয়া আমায় অবসর লইতে অনুমতি কর। বিবেকী তথাস্ত বলিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিল।

স্থানের মাহাত্ম্য বড় মানি, না জানি ভাই গূঢ় কাহিনী,
বাগবাজারে মূর্খ ভাই যিনি, নদের পণ্ডিত সম তিনি।
ভাগ্যলক্ষ্মী তথৈবচ ভাই
মরি লয়ে ষষ্ঠির বালাই।





চতুর্থ অধ্যায়

চৌদ্দ পুরুষ।

কীর্ত্তি।

চৌদ্দপুরুষ এই পদটি শুনিতে অতি সুশ্রাব্য এবং সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে ইহার আদর অত্যন্ত বেশী। কোন আক্কেলদারের কাছে কোন এক রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আমি কি কার্য্য করিলে মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। আক্কেলদারটী উত্তর দিয়াছিল,—"পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিগুলি শুনিলে মানব সর্ব্ব পাপ হইতে উদ্ধার হইতে পারে।" আক্কেলদারের এই প্রকার উপদেশ দিবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, বোধ হয় খালি অকর্ম্মণ্য বর্ত্তমান পুরুষদের

কর্ম্মিষ্ঠ করা—পূর্ব্বপুরুষের যশ ও কীর্ত্তিগুলি শুনিলে নিস্তেজ ধমনীতে তেজের রক্তটির সঞ্চার হয় এবং দেহের রক্তের সঞ্চালনটি ঠিক থাকিলে পুরুষকারের দ্বারা বেশ কর্ম্ম হয়; আর রাজভক্ত হইয়া পুরুষকারের উপাসক হইলে কীর্ত্তিস্থাপন ও যশোলাভ হইয়া পাপের ধ্বংস হয়। বাস্তবিক কীর্ত্তি থাকিলে মানবের মৃত্যু হয় না।

বঙ্গদেশে বোধ হয় প্রকৃত চৌদ্দপুরুষের অভাব, কারণ অন্য সকলে বাঙ্গালীকে অকর্ম্মণ্য ভেতো বলে। যদি ভেতোর ভিতর কীর্ত্তি থাকিত তাহা হইলে চৌদ্দপুরুষ থাকিত, আর কীর্ত্তি থাকিলে পর অমর হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। "মড়ার কাঁধে মড়াই যায়, তবুনা মানুষ ছুঁযে রয়" এই হিঁয়ালিটী বঙ্গদেশের ভিতর বড় আদরের ধন, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই হিঁয়ালিটীর প্রকৃত অর্থ কেহ লয় না।

মড়া নড়িতে, চড়িতে, দেখিতে, শুনিতে ও কথা কহিতে পারে না; যদি এই সব পুরষকারের কার্য্য হইতে রহিত হয়, তাহা হইলে মড়াটি কি কিছুই নয়? খালি পচিতে পারে, না আবার পচিয়া পচিয়া পঞ্চ ভুতে মিশিতে থাকে? মিশিয়াই বা যায় কোথা? স্বর্গে, কেননা স্বঃ + গচ্ছতীতি স্বর্গ। যদি স্বর্গে যায় তাহা হইলে আবার আকার হয়। আকারে অন্ন হয়, অন্ন হইতে জীব হয়, জীব হইলে কার্য্য করিতে হয়, কার্য্য করিতে হইলে পুরুষকারের আবশ্যক, আর পুরুষকারের উপাসক হইলে কীর্ত্তি হয়, বাস্তবিক কীর্ত্তিমানের আর মৃত্যু হয় না। যদি এই যুক্তিটি ঠিক হয় তাহা হইলে মড়াটি কোথায় রহিল? মর্ত্ত্যে? যদি মর্ত্ত্যে থাকিল তাহা হইলে জন্ম রহিল। আবার জন্ম থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুটি রহিল, অতএব জন্ম ও মৃত্যু মর্ত্ত্যের খেলা। যদি খেলা হয় তাহা হইলে মেলা হয়, মেলা হইলে আবার ঝর ঝরে হইয়া এলাইয়া পুড়ে বাস্তবিক ঝর্ ঝরে হইতে ভেলা প্রস্তুত হয় না, আবার ভেলা না হইলে মর্ত্ত্য হইতে পার হইতে পারা যায় না। তবে কি মড়াকে চিরকাল

নাগরদোলার মত ঘুরিতে হয়? বোধ হয় নয়—অবতার যাহার উপর কৃপা করেন সে মর্ত্ত্য-সমুদ্র হইতে পার হইতে পারে।

অবতার কাহার উপর কৃপা করেন?—যে ব্যক্তি "মড়ার কাঁধে মড়াই যায়, তবুনা মানুষ হুঁষে রয়" এইটিকে বুঝিতে পারে। যখন জন্মিয়াছি তখন অবশ্যই মরিব, কারণ যে ব্যক্তি কাঁধের উপর আছে সেও জন্মাইয়াছিল, কিন্তু আপাতত মড়া হইয়াছে। যখন আমি জন্মাইয়াছি তখন আমিও মড়া হইব, অতএব উভয়ের একরকম দশা হয়। বাস্তবিক এই দশাটী অকাট্য একের হুকুম, জন্মাইলেই মরিবে। অতএব মৃত্যু দশাটীর সহিত যুদ্ধ করা আর একের সহিত যুদ্ধ করা উভয়ই সমান হয়, কারণ রূপান্তর জগতের গতি হয়। যদি মড়া সকলে হয় তবে কোন্ মানুষ মড়াকে দেখিয়া হুষিয়ার হয়? বোধ হয় যে মানুষের হুষ আছে! অতএব যাহার আছে হুষ, সেই হয় মানুষ।

তবে কি মড়া, মানুষ নয়? মানুষ বটে, তবে মানুষের ভিতর দুই রকম অবস্থা আছে—জীয়ন্ত মানুষ, আর মড়া মানুষ। যে ব্যক্তি কাঁধে আছে সে মড়া মানুষ, আর যে কাঁধে করিয়া মড়াকে লইয়া যাইতেছে সে জীয়ন্ত মানুষ। মড়া, নড়িতে, চড়িতে, দেখিতে, শুনিতে ও কথা কহিতে পারে না, জীয়ন্তেরা সব পারে। তবে মড়া হইতে কি শিখিব?—আমিও মড়া হইব এবং পরে নড়িতে, চড়িতে, দেখিতে শুনিতে ও কথা কহিতে পারিব না, অতএব সময়কে বৃথা নষ্ট করা আমার উচিত নয়।

সময়কে কি করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, সূর্য্যের নিকট হইতে শিখা আবশ্যক, কারণ সূর্য্য দিবারাত্র কার্য্য করিতেছে। যে ব্যক্তি সূর্য্যের মত দিবারাত্র কার্য্য করিবে সে সূর্য্যের মত তেজীয়ান হইবে। প্রভু রাম চন্দ্র, প্রভু কৃষ্ণ, প্রভু বুদ্ধ, প্রভু ক্রাইষ্ট ও প্রভু মহম্মদ ইঁহারা কখন সময়কে বৃথা নষ্ট করেন নাই, ইহার কারণ ইঁহাদিগের তেজ সমস্ত

জগতে ব্যাপ্ত হইয়া জগতের অন্ধকারকে নষ্ট করিতেছে। যাহার মনে অহোরাত্র "আমি মড়া হইব" এই কথা জাগরুক থাকিবে, সেই জগতে অধিক কার্য্য করিতে পারিবে।

মড়া হইতে আলস্যটিকে শিখিবে না। আজি কালকার অলসতা-প্রিয় গেরুয়াওয়ালারা ও গুলিসুতা ওয়ালারা কিছু দিনের স্বার্থের লোভে বঙ্গদেশকে অধঃপাতে দিতেছে। "আজ মলেই কাল দুদিন হবে ভাই কিছু কার কি সঙ্গে যাবে ?" এই বুলিটির দ্বারা বাঙ্গালীদিগকে ভ্রমে ফেলিয়া নিজেরা বড় বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে. কিন্তু পরকে ঠকাইতে গিয়া নিজেরা ঠকিয়া মরে; কারণ উহাদিগের সন্তান-গুলি ভিখারী হইয়া দিনপাত করে। ব্যস্ত জগতে ভিক্ষা অপেক্ষা নীচবৃত্তি আর দ্বিতীয় নাই এবং উঞ্ছবৃত্তি অপেক্ষা উচ্চবৃত্তি আর দ্বিতীয় নাই। বঙ্গদেশে উঞ্ছবৃত্তি নিকৃষ্ট হয়, আর ভিক্ষা বৃত্তিটী উৎকৃষ্ট হয়। স্বাধীন দেশের লোকেরা উঞ্ছবৃত্তি করিয়া দেহকে পাত করিবে তথাপি ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ বা দোল, দুর্গোৎসব বা মাতা, পিতার শ্রাদ্ধ বা বিবাহ করিবে না। মানসিক তেজ যাহার আছে, তাহার দ্বারায় কোন প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু বঙ্গদেশে যাহার তেজ আছে তাহার সর্ব্বনাশ হয়, কারণ সকলে তাহার বিপক্ষ হয়। দেশে, পাড়ায়, গৃহদ্বারে ও গৃহে বিপক্ষ থাকিলে মানসিক তেজা পুরুষ শান্তি ভোগ করিতে পারে না। মিথ্যাবাদী মাটী পাঁটী, তিনে সিটি পরিপাটী। অযুক্তি দানে দেশ উচ্ছন্ন যায়। যে দেশে যত অযুক্তি দান থাকে, সে দেশে তত অলসতাটী বৃদ্ধি পায়। আর অলসতাটী বৃদ্ধি পাইলে দেশটী দরিদ্র হয়, দারিদ্র দোষ ঘটিলে মানসিক তেজ থাকে না, বাস্ত-বিক মানসিক তেজের অভাব থাকিলে পুরুষকার হয় না। আর পুরুষ-কার ব্যতীত কীর্ত্তি হয় না। ফলত কীর্ত্তি না থাকিলে জীয়ন্ত থাকিয়াও সমড়ার মান হইতে হয়। বাঙ্গালীরা বড় অলসতা প্রিয়, আলস্যটী

উহাদের জপের মালা হয়, ফলত বঙ্গদেশে ভিখারীর সংখ্যাটি বেশী, ইহার কারণ অশান্তি বেশী।

জগতে মড়া অপেক্ষা অকর্ম্মণ্য জিনিষ আর দ্বিতীয় নাই। কাহারও দান করিবার ক্ষমতা হইলে যে দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে সেই দেশের লোকদিগকে অন্ন দাও, যেখানে জলের ও রাস্তার অভাব আছে সেখানে জলাশয় ও রাস্তা করিয়া দাও। দুঃখী রোগীর জন্য ঔষধালয় করিয়া দাও। বিদ্যালয় ও সামাজিক ধর্ম্মগৃহ ও রোগীগৃহ নির্ম্মান করিয়া দাও। সমাজধর্ম্ম প্রচারকদিগের থাকিবার-জন্য বাটী প্রস্তুত করিয়া দাও, ধর্ম্মপুস্তককে বিনামূল্যে বিতরণ কর. আচার্য্যদিগকে আহার দাও, আর পরের দুঃখে দুঃখী হও। যদি চরিত্রকে ঠিক রাখিয়া রাজভক্ত ও ধার্ম্মিক হইয়া কার্য্য কর, তাহা হইলে কীর্ত্তি হয়, আর কীর্ত্তি থাকিলে চৌদ্দপুরুষ ঠিক হয়।

আচার্য্য।

গেরুয়া কাপড় পরিলে কিম্বা গালায় গুলিসূতা দিলে, কিম্বা ডোর কৌপান বহির্বাস পরিলে, কিম্বা গায়ে ছাই মাখিলে, কিম্বা ওম্ ওম্ শব্দ করিলে, কিম্বা বম্ বম্ গাল বাজাইলে, কিম্বা হরি হরি বোল বলিলে, কিম্বা পরদেশে গিয়া সব **এক** বলিলে আচার্য্য হয় না। যে ব্যক্তি দর্শনশাস্ত্র ও সামাজিক ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম জানিবে, অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল কি—এই দুইটিকে সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে সে আচার্য্যের উপযুক্ত পাত্র হইবে। অন্তরে "**এক** ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এইটিকে দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া সব বিষয়েতে ফাঁক দেখিয়া ফাঁকি

কাটিবে, আর বাহ্যে "আমি বহু হইব" এইটিকে পুরুষকারের নিয়মের দ্বারায় কার্য্য করিয়া সামাজিক ধর্ম্মকে বিধিমতে পালন করিবে।

আচার্য্য বলিয়া একটি বংশ থাকিবে না। যেই গুণী হইবে, সেই আচার্য্যের উপযুক্ত পাত্র হইবে। কিন্তু যদি আচার্য্যটি বংশগত হয় তাহা হইলে গুণের আদর না হইয়া বরং বংশের আদর বেশী হইবে। ফলত বংশের আদর হইলে এক জনকে চিনির বলদ হইতে হয়, অপর জনকে বসিয়া চিনি খাইতে হয়।

একতা না আসিলে ভ্রাতৃভাব হয় না, ভ্রাতৃভাবের অভাব হইলে একতাটীর অভাব হয়, বাস্তবিক একতাটি সমাজের ভিতর না থাকিলে সামাজিক ধর্ম্ম থাকে না। ধর্ম্ম ক্ষীণ হইলে বলের হ্রাস হয়, বলের হ্রাস পাইলে কুড়ের জন্ম হয়, কুড়ে জন্মিলে অলসতাটি বৃদ্ধি পায়, অলসতাটি বৃদ্ধি পাইলে পুরুষকারটি উপিয়া যায়, আর পুরুষকার না থাকিলে মানব কীর্ত্তিমান হইতে পারে না, বাস্তবিক কীর্ত্তি না থাকিলে জীয়ন্ত থাকিয়াও মড়ার তুল্য হইয়া থাকিতে হয়। অতএব অবতারের উপদেশগুলি জাগরূক রাখিবার জন্য আচার্য্যের প্রয়োজন, কেননা আচার্য্যেরা অবতারের গুণগ্রাহী হয়। উপযুক্ত আচার্য্য সমাজের ভিতর না থাকিলে ধর্ম্মপ্রচার হয় না; সামাজিক ধর্ম্ম না থাকিলে একতা আইসে না। ফলত সমাজগঠন করিতে হইলে আচার্য্যের প্রয়োজন।

পুরুষকার।

কোন কালে কোন স্থানে মড়া কার্য্য করে নাই। জীয়ন্ত মানবগণ পুরুষকারের দ্বারায় কার্য্য করিয়াছে। যে দেশে পুরুষকার নাই সে দেশে চৌদ্দপুরুষ নাই। বঙ্গদেশে পুরুষকার নাই বলিয়া চৌদ্দপুরুষের অভাব হয়। প্রভু রামচন্দ্র প্রভু কৃষ্ণ, প্রভু বুদ্ধ, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ও প্রভু মহম্মদ ইঁহারা অবতার বলিয়া কথিত এবং জগতে ইঁহাদের মত পুরুষকারের কার্য্য আজ অবধি অন্য কেহই করে নাই, তজ্জন্য জগতের ভিতর অন্য কেহই চৌদ্দপুরুষ হইতে পারে নাই। কোন কালে মড়া হইয়া (অর্থাৎ পুরুষকার বিহীন হইয়া) কেহ চৌদ্দপুরুষ হয় নাই ও হইবে না। রামায়ণে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পুরুষকার দেখ,—শ্রীমদ্ভাগবতে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পুরুষকার দেখ,—বৌদ্ধ চরিতে প্রভু বুদ্ধদেবের পুরুষকার দেখ,—বাইবেলে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পুরুষকার দেখ,—কোরাণে প্রভু মহম্মদের পুরুষকার দেখ। এই সব পুস্তক দেখিলে জানিতে পারা যায় যে জগতে পুরুষকার ব্যতীত কার্য্য হয় না। এই সকল প্রভুদিগের জগতে আবির্ভাব হইবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, খালি নিজেদিগের পুরুষকারের দৃষ্টান্তের দ্বারা জাগতিক জনকে জগত অনিত্য জ্ঞানরূপ গাঢ়তম ধাঁধা হইতে উদ্ধার করিয়া আলোকে লইয়া আসা। বাস্তবিক প্রভুরা পতিতপাবন হন।

ধর্ম্মের অভাব থাকিলে ব্যক্তিগত চৌদ্দপুরুষের অভাব হয়, আর ব্যক্তিগত চৌদ্দপুরুষের অভাব ঘটিলে মানসিক তেজের অভাব হয়। এই যুক্তিটি কতদূর সত্য, নিজের নিজের চৌদ্দপুরুষ দেখিলেই অনায়াসে জানিতে পারা যায়। যে ব্যক্তির চৌদ্দপুরুষ যতটুকু পুরুষকার করিয়া গিয়াছে, পরবংশধরদিগের ভিতর ততটুকু মানসিক তেজ আছে, কিন্তু অবতারকে পূর্ব্বপুরুষ করিলে সহস্রপুরুষপরম্পরায় তেজীয়ান হয়।

আপাতত আমাদিগের ভিতর চৌদ্দপুরুষের অভাব বলিয়া দর্শনের মানসিক চৌদ্দপুরুষকে ঠিক করা বিধেয় নয়, যখন কাল অনন্ত পড়িয়া রহিয়াছে। ওহে ভাইসকল! এস আমরা পুরুষকারের উপাসক হইয়া দেশের রাজচক্রবর্ত্তীর উপর অকপটভাবে ভক্তি রাখি, তাহা হইলে জগৎটি আর অনিত্য বলিয়া বোধ হইবে না, আর দেশে অশান্তি হইবে না।

যদি জগৎ অনিত্য হয় তাহা হইলে যুক্তিতে ঘুরে সব নিত্য হইল কি না? মাথা একটু পরিষ্কার করিয়া স্থির হইয়া সূক্ষ্মে যাইয়া চিন্তা করিলে বোধ হয় এই চিঁড়ের বাইশফেরটিকে বুঝিতে পারা যায়। নিত্যত্ব বোধ হইলে আর কার্য্যকে বুঝাইবার প্রয়োজন রহিল না, বুঝাইবার প্রয়োজন না থাকিলে প্রভুদিগের আবির্ভাব হইবারও কোন প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু তাহা নয়, দেহ অনিত্য, আর সব নিত্য; কিন্তু উচ্চতে উঠিলে দেহও অনিত্য নয়। দেহটি রূপান্তর হয় ইহার কারণ অনিত্য বলিয়া কথিত। দেহের চরম সীমা মৃত্যু, ফলত মৃত্যুটি হয় নিত্য। যাহা নিত্য তাহা শিখিতে বা পড়িতে চায় না; অতএব মড়া হইতে কোন কার্য্য হয় না।

কপিল, ব্যাস, বাল্মীকি, গৌতম, বিশ্বামিত্র আদি, ইহারাও পুরুষকারের দ্বারা অন্যের চৌদ্দপুরুষ হইয়াছে। সাঙ্খ্য, বেদান্ত, রামায়ণ, ন্যায়, ধনুর্বেদ, মহাভরত ইত্যাদি পুস্তকসকল পড়িলে ইহা জানা যায়। বঙ্গদেশে প্রকৃত অদৃষ্টবাদী নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে অনেক চৌদ্দপুরুষ থাকিত। অদৃষ্টবাদী ও একবাদী এই দুইটির মত সমান হয়। যাহারা অদৃষ্টবাদী তাহারা জগতে অত্যন্ত বেশী পুরুষকার করিতে পারে, কারণ তাহাদিগের ভক্তি অচলা ও তাহাদিগের মাথা অত্যন্ত উচ্চ। উচ্চ মাথা হইলে অত্যন্ত উচ্চে যাইতে পারে এবং যে যত উচ্চে যাইতে পারে, সে তত **একের** ঐশ্বর্য্যের শেষটিকে দেখিতে পায় না, আর

শেষটিকে দেখিতে না পাইলেই, নিজের অহঙ্কারটি শেষ হয়। নিজের অহঙ্কারটি শেষ হইলেই **একের** উপর ভক্তি আসে, আর ভক্তি আসি-লেই "**এক** রাখিলে মারে কে, **এক** মারিলে রাখে কে" এই বুলি আসিয়া পড়ে এবং এই বুলি আসিলেই পুরুষকার দ্বারা অসমসাহসিক কার্য্য অনায়াসে জগতে করিতে পারে। জেনারেল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবনী ইহার দৃষ্টান্তের স্বরূপ। বাঙ্গালাদেশে শতকরা নিরনব্বুই জন অদৃষ্টবাদী হইয়াও অলসতা প্রিয় হয়, কারণ বাঙ্গালীরা প্রকৃত বস্তুকে না ধরিয়া বস্তুর ছায়াটিকে ধরিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ শব্দটি অতি উচ্চ, কিন্তু কয়টির ভিতর ব্রাহ্মণের বৃত্তি আছে? ফলিত জ্যোতিষ-বেত্তারা অদৃশ্যকে দৃশ্যে আনিতে চাহে, কি ভয়ঙ্কর অহঙ্কার! যে কালের অন্ত নাই, সেই কালের উপর কলম বাজী! যে মহাভূতের গতি মুনি, ঋষি বা যোগাভ্যাসীরা নির্ণয় করিতে হার মানিয়া গিয়াছে সেই মহাভূতকে করতল করা! দরজা বন্ধ করিয়া দাঁত বাহির করিলে যখন বাহিরের লোক বলিতে পারে না তখন মহামায়ায় আবৃত যে জগৎ তাহার ভিতর হইতে চাতুরি বুলিতে প্রকৃত ঘটনাকে গ্রেপ্তার করে আনা! হায়রে ফলিত জ্যোতিষবেত্তাগণ! তোমরা ধন্য, কারণ ভাই সকলকে তোমরা আরও অহঙ্কারী করিয়া দিতেছ।

বঙ্গদেশে যাহারা পণ্ডিত হয় তাহারা ফলিত জ্যোতিষবেত্তা হয় না, কারণ ইহাতে ফাজলামির প্রয়োজন বেশী। যে যত ফাজিল হয় তার নামের জাহির তত হয়। পণ্ডিতেরা ফাজলামীকে ঘৃণা করে। গণিত জ্যোতিষ জগতের ভিতর মহা আদরের ধন, যে দেশে পণ্ডিত আছে সে দেশে গণিত জ্যোতিষের আদর হয়, যে দেশে মূর্খ আছে সে দেশে ফলিত জ্যোতিষের আদর হয়। মূর্খেরা অসম্ভবকে বেশী আদর করে এবং সম্ভবকে ঘৃণা করে, কিন্তু পণ্ডিতদিগের ভিতর ঠিক বিপরীত হয়।

মূর্খেরা যে কার্য্য করিতে পারে সে কার্য্যের গুণ নিজের উপর রাখে, কিন্তু পণ্ডিতেরা উভয়ের ভার একের উপর দিয়া থাকে।

সকল ধর্ম্মপুস্তকে ফলিত জ্যোতিষবেত্তাদিগের উপর বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছে। ফলিত জ্যোতিষবেত্তাদের কথাতে চলা আর দেবলের আশীর্ব্বাদে স্বর্গে যাওয়া—উভয় দশাই প্রায় সমান হয়। কথার কথা, ফলিত জ্যোতিষে চোরকে ধরিতে পরিলে, ইংরাজ বাহাদুরের পুলিশ বিভাগে এত টাকা খরচ হইত না, আর দেবলের আশীর্ব্বাদে স্বর্গে যাইলে নরক গুলজার হইত না।

বঙ্গদেশে একটি কিংবদন্তী আছে 'লাক টাকায় বামুন ভিখারী!' কিন্তু ব্রাহ্মণের ভিক্ষা করা ঠিক নয়। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে দান লইবার প্রস্তাব শ্রবনে উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছা গিয়াছিল। পূর্ব্বে ব্রহ্মকে যে জানিত সে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইত এবং সে সকলের নমস্য ও হিতকারী। এখন ব্রহ্মের প্রতি বাম হইয়া উন হয় যে—সে বামুন। ছায়া ধরিয়া নামধারী হইলে ছাই হয়। যাহাতে অলসতা আছে তাহাকে ত্যাগ করা উচিৎ। পুরুষকারের উপাসক হওয়া চাই। পুরুষকারের উপাসক না হইলে চৌদ্দপুরুষ হয় না! বঙ্গদেশে প্রকৃত চৌদ্দপুরুষ না থাকিলেও প্রত্যেক প্রত্যেক বংশগত চৌদ্দপুরুষের তেজে প্রত্যেক বংশধর তেজীয়ান হয়। তবে কেন পুরুষকারের উপাসক না হইবে? ঢেউয়ের উপর ঢেউ না দিলে ঢেউ বহুক্ষণ থাকে না। যে ঢেউ যত উচ্চ হইবে, সে ঢেউ মিলিয়া যাইতে তত সময় লাগিবে; গোড় পাতিলে আরও ভাল হয়। কিন্তু ঢেউ যত বড় হউক না কেন, অপর ঢেউ গোড় না দিলে শীঘ্র মিলাইয়া যায়। চৌদ্দপুরুষ বজায় থাকা তদ্রূপ।

সাধু গোকুল মিত্র, যে বাগবাজার মিত্র-বংশের মুখকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছে এবং যে ব্যক্তির মত সুদশা বোধ হয় অন্য বঙ্গবাসীর

কপালে ঘটে নাই এবং যে ব্যক্তির নাম ভিখারীর তাঁতে উঠিয়া রাজ অট্টালিকাতে ও গরিবের পর্ণকুটিরে বেড়াইয়াছিল, আজ সেই নাম হীনপ্রভ হইবার যোগাড় হইয়াছে। গয়ায় পিণ্ড না দিলে আর রক্ষা নাই। যত শীঘ্র ভূত অন্তরিত হয় তত শীঘ্র মিত্রজার মঙ্গল।

বঙ্গদেশে জমিদারের ভিতর চৌদ্দপুরুষ যে কয়েকটী আছে তাহাদের সকলকার বোল বোলা দুই শত বৎসরের ভিতরে আছে। বেশী জানিতে ইচ্ছা কর. উহাদের বংশাবলি দেখ—চৌদ্দপুরুষের মৃত্যু দিন হইতে বৎসর গুনিলেই সব ঠিক মিলিবে।

বঙ্গদেশে ভট্টনারায়ণ ও জয়দেব সংস্কৃত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছে। এক জনের বেণীসংহার নাটক ও অপর জনের গীতগোবিন্দ; আর পুস্তক যদি লিখিয়া থাকে তাহা উল্লেখ যোগ্য নয় বলিয়া ছাড়িয়া-দিলাম। নবদ্বীপ নিবাসী গদাধর ভট্টাচার্য্য ও সিলেট নিবাসী রঘুনাথ শিরোমনি টীকাকারের দ্বারায় বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। খড়দহ নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও তোষণ ভট্টাচার্য্য বড় কম নয়। ত্রিবেনী নিবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সর্ববিশাস্ত্র সংগ্রহকারের মধ্যে রত্ন; ইহার বিবাদভঙ্গার্ণব পড়িলে জানিতে পারা যায় যে সে ব্যক্তি বিদ্যার পরিচয় কত দিয়া গিয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি সংগ্রহকার হয় এবং বঙ্গদেশে আজ পর্য্যন্ত স্মৃতি বিষয়ে ইহার ব্যবস্থাই চলিয়া থাকে। অভিধান প্রণেতা দুই জন হয়—স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি। এক জনের শব্দকল্পদ্রুম, আর অপর জনের বাচস্পত্যাভিধান।

ধর্ম্ম প্রচারকের ভিতর নবদ্বীপ নিবসী চৈতন্য মিশ্র, কৃষ্ণনগর নিবাসী আগম বাগীশ ও কলিকাতা নিবাসী রাজা রাম মোহন রায়। আগম বাগীশের দ্বারা শাক্ত ধর্ম্ম, চৈতন্য মিশ্রের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়

আজ পর্য্যন্ত এ দেশে কেহ কৃষ্ণ ধর্ম্মের প্রচারক হয় নাই। যদি কেহ হয় তাহা হইলে বড় ভালই হয়। আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসীরা প্রায় সকলেই সৌর ছিল। ব্যাসদেব হইতে হরিনামের প্রচার হয়। বেদে হরির অর্থ সূর্য্য বুঝিবে। সৌর ধর্ম্মে সমতা, সহায়তা ও একতা আছে এবং কাষ্ণ ধর্ম্মটি তথৈবচ। অন্য অন্য দেব দেবীকে বামুন ভিন্ন অন্য কাহারও পূজা করিবার অধিকার নাই।

শিব ও দুর্গা সাঙ্খ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। দশ মহাবিদ্যার প্রাদুর্ভাবে শিব ঠেলা মারা ভাতারের মত হইয়াছে। যেমনি বিষ্ণুর দশ অবতার আছে তেমনি শক্তির দশ মহাবিদ্যা আছে। **এককে** সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য মহাজনেরা মানবের ভিতর হইতে শ্রেষ্ঠ মানবকে বাছিয়া লইয়া তাহার উপর **একের** সমস্ত গুণ গুলিকে লইয়া ফেলিবা মাত্রই অবতার কিম্বা মহাবিদ্যা প্রস্তুত হয়। যে শ্রীহরি কুরুক্ষেত্রে সারথি হইয়াছিলেন সেই শ্রীহরি প্রহ্লাদকে দর্শন দিয়া মুক্তি দিয়াছিলেন।

প্রহ্লাদ রেজির সমসাময়িক। রেজি নহুষের ভ্রাতুষ্পুত্র হয়। যদু আবার রেজির ভ্রাতুষ্পুত্র হয়। শ্রীহরি যদুর বংশধর সেই জন্য সংসারে যাদব বলিয়া কথিত। যদু হইতে শ্রীহরি আটাশ পুরুষ হন। শ্রীহরি অনন্ত হন, ইহার কারণ শ্রীহরি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে আছেন ইহাতে সন্দেহ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। অবতার না হইলে সমাজধর্ম্ম হয় না এবং অবতারকে বিশ্বাস না করিলে ভাল হয় না। শ্রীবৃদ্ধি হইলে ধর্ম্মপ্রচার হয়। আর ধর্ম্ম প্রচার করিতে এক দল না বাধিলে জাতি হয় না। জাতি না হইলে একতা হয় না।

বঙ্গদেশের আমোদ দেখ। বঙ্গদেশে আনটনি প্রথমে কবির দল বাঁধে। বাগবাজার নিবাসী শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ফুল আক্ড়ার সৃষ্টি করে। বাগবাজার নিবাসী মোহন চাঁদ বসু হাফ-আকড়ার পথ প্রথম

দেখায়। বদন ও গোবিন্দ অধিকারী প্রথম যাত্রা করে। বাগবাজার নিবাসী রক্ষাকালী চট্টোপাধ্যায় প্রথম পাঁচালির পত্তন দেয়। বাগবাজার ন্যাসান্যাল থিয়েটার কোম্পানি হইতে প্রথম পেশাদার থিয়েটার হয়। বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোক অভিনেত্রীর প্রচলন করে। শ্যামবাজার নিবাসী নবীন চন্দ্র বসু এক রকম খিচুড়ি আমোদ করিয়াছিল যাহাতে সকল আমোদের ছাওয়া ছিল; ইহার কারণ সে আমোদের কোন বিশেষ সংজ্ঞা দিতে পারিল না। সিমলা নিবাসী রাম চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রথম ব্যোমজানে উঠা ও প্যারাসুটে নামা কার্য্য সম্পাদিত হয়। ইণ্ডিয়ান সার্কাস ওয়ালার দ্বারা বাঙ্গালায় প্রথম ঘোড়ার নাচ সুরু হয়।

৺বিদ্যাপতি প্রথম আধা সংস্কৃত ও আধা ব্রজবুলি মিশান, বাঙ্গালা বহি লিখিয়াছে, কিন্তু বিদ্যাপতি বঙ্গদেশের লোক নহে। ৺কাশীরাম ও ৺কীর্ত্তিবাস ষোল আনা বাঙ্গালা ভাষাতে বহি লিখিয়াছে এবং যাহাদিগের কৃপায় আপাতত সমস্ত বাঙ্গালী রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয় সকল জানিতে পারিতেছে। যত রকম আজগুবি ঢেউ উঠিতেছে কেবল কাশীরাম ও কীর্ত্তিবাস জুটাইতেছে। যতদিন বঙ্গদেশে ৺ কাশীরাম ও ৺কীর্ত্তিবাস থাকিবে ততদিন বঙ্গদেশ ভূকৈলাস হইয়া রহিবে। ৺কীর্ত্তিবাস ও কাশীরামকে অবহেলা করিও না, কেননা ইহারা সংস্কৃত বহি হইতে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় বহি লিখিয়াছে। পোপের হোমার ইলিয়ডের সহিত ৺কীর্ত্তিবাসের ও ৺কাশীরামের রামায়ণ ও মহাভারতকে ধর্ম্মকাঁটায় ওজন করিলে বোধ হয় নিক্তির কাঁটাটি নড়িবে চড়িবে না। যত বাঙ্গালা বহি আছে তাহার ভিতর দুদশ খানা ছাড়া, সমস্তই প্রায় ৺কীর্ত্তিবাসের ও কাশীরামের অনুগ্রহে জানিবে। ৺কবি কঙ্কনের চণ্ডী শ্যামা মাকে রাখিয়াছে। ৺ভারতচন্দ্র বড় কম নয়, বাঙ্গালার ছন্দকে ও ভাষাকে মার্জ্জিত করিয়াছে।

জগা সেকরাকে ভুলিয়াছিলাম, শ্যামা মার কৃপায় জগা সেকরাকে মনে পড়িল। জগা সেকরা চণ্ডীর গান প্রথমে বঙ্গদেশে বাহির করে। রামপ্রসাদ বড় ফেল্‌না নয়, বঙ্গদেশের ভিতর প্রধান সাধক। রামপ্রসাদের পদাবলী, শ্যামার প্রেমে পরার মত টল্ টল্ করে; কিন্তু রামপ্রসাদ কেশুরের পাতার রস খেয়ে এম্‌নি পাকা মাতাল হয়েছিল যে সে টলা কাকে বলে তাহা জানিত না। রামপ্রসাদ কাজের মাতাল ছিল, খানায় ডোবায় পড়া মাতাল ছিল না। মাতাল হয়ে রামপ্রসাদ শ্যামা মাকে এম্‌নি জোরে ডাকিত যে শ্যামা মা ভয়ে জড় সড় হয়ে দেখা না দিয়ে থাকিতে পাত্তেন না। মার কৃপা মাতালের উপর বেশী, কারণ মাতাল ছেলে পাছে খানায় ডোবায় পড়ে অপঘাতে মরে। ভাষা মাতাল কবি কঙ্কনের উপর শ্যামা মার এত নজর্ ছিল না। কারণ ভাষা মাতাল গা ভাসান দিয়ে একটা না একটা কিনারায় আস্‌তে পারে, ভরা ডুবি হয় না। সোনামুখী নিবাসী গদাধর শিরোমণি প্রথম বঙ্গদেশে কথকতা স্থরু করে।

৺মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের রাজাবলি ও প্রবোধচন্দ্রিকা সে সময়ের পক্ষে একখানি ভাল বহি, কেননা এই খানি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গ সিভিলিয়নদিগের পাঠ্যপুস্তক ছিল। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দাতা কর্ণের করাত ঝাউগাছকে তুলিয়া দিয়া শিশুশিক্ষার পরিবর্ত্তে বর্ণপরিচয় ও নানা পুস্তক লিখিয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা প্রণালীর পথটিকে বড় পরিষ্কার করিয়াছে। ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ-বধ কাব্য নব্য বঙ্গভাষার রত্ন হয় এবং ইহা অন্য ভাষার কাব্যরত্নের সহিত বড় বেশী কম নয়। ৺অক্ষয় কুমার দত্ত, ৺দীনবন্ধু মিত্র, ৺বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ইংরাজি ভাবগুলিকে বাঙ্গালা পোষাক পরাইয়াছে। বঙ্কিম বাবু আবার তাতে নূতন ভাবের পোষাক পরাইয়া নূতনত্ব দেখাইয়াছে।

৺স্যার বোর্ণ সাহেবের দ্বারায় প্রথম ইংরাজি বিদ্যালয় বাঙ্গালায় স্থাপিত হয়। ৺গৌরমোহন অড্ডি তাহার পর। বেথুন সাহেবের দ্বারা বালিকা বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। ৺ফুলার, ৺মারস্ম্যান, ৺কেরি, ৺ওয়ার্ড, ৺হেয়ার, ৺ডফ্ সাহেবদিগের নিকট বঙ্গবাসীগণের ইংরাজি ভাষা শিক্ষার দরুণ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। "বেঙ্গল গেজেট" গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের দ্বারা প্রথম বাহির হয়, কিন্তু এক বছরের অধিক কাল ইহা চলে নাই। এই হেতু "সমাচার দর্পনকে" প্রথমে ফেলিলাম। এই কাগজখানি শ্রীরামপুরের ট্রায়ামভিরেট হইতে বাহির হয়। ছুঁতার কৃষ্ণ প্রথম খ্রীষ্টান হয়, তাহার কন্যার সহিত বামুন কৃষ্ণ প্রসাদের বিবাহ হয়। এই বিবাহটি খ্রীষ্টানদের মধ্যে বামুনের ও শূদ্রের ভিতর প্রথম বিবাহ বলিয়া কথিত। ৺লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক সাহেবের দ্বারা বাঙ্গালীর ভিতর উচ্চ বিদ্যা শিক্ষা প্রথম প্রচলিত হয়। আরও অনেক বিভাগ আছে, পাছে গরিবের খুদকুঁড়া ফুরিয়ে যায় এই ভয়ে ঝুলি বন্ধ করিলাম।

হে বালক বালিকাগণ! আমাদিগের দেশের চৌদ্দপুরুষগুলিকে দেখিয়া দুঃখিত হইও না। প্রথমে সকল দেশেরই চৌদ্দপুরুষ এই রকম হয়। সকল জাতির ইতিহাস গুলিকে পড়িলে জানিতে পারা যায় জগতের ভিতর কোন্ জাতি কি রকম করিয়া সভ্য হইয়াছে। যে জাতির ভিতর সামাজিক ধর্ম্ম এক নাই, এক রকম পোষাক নাই, এক রকম আহার নাই, এক রকম রং নাই ও প্রাইমোজেনিচার আইন (জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সকল বিষয়ের অধিকারী হয়, অপর পুত্র খোরাকি মাত্র পায়) নাই, সে জাতি জগতে কোন উন্নতি করিতে পারে না এবং সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। স্থূলে এক না হইলে সূক্ষ্মে এক হয় না।

আজকাল সংস্কৃত ভাষাতে কত কম লোকের অধিকার দেখ, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, খালি চেষ্টাটি এধারে নাই। কোটী কোটী মাথা একধারে ধাইলে একটা না একটা উচ্চ মাথা হইতে উচ্চ বিষয় বাহির হইতে পারে এবং একটি উচ্চ মাথা হইতে কোটী কোটী মাথার কায হয়। বঙ্গদেশে বামুনেরা অত্যন্ত গরিব, কারণ ইহারা টোলের ভাত খাইয়া বিদ্যা শিখে। সে যে কি ভাত যে ব্যক্তি খাইয়াছে সেই বলিতে পারে! আপাতত বামুনদিগের ভিতর কাহারও কিছু সুবিধা হইলে সে তাহাদের পুত্রদিগকে ইংরাজি বিদ্যালয়ে দেয়। ইংরাজি বি এল এ ব্লে শিখিবা মাত্রই ভিক্ষাবৃত্তিটিকে ত্যাগ করিয়া মানসিক তেজটিকে বাড়ায়। মানসিক তেজটিকে বাড়াইলেই আর টোলের ভাত খাইতে পারে না। বাস্তবিক ভাল ইংরাজি শিখিলেই বামুনের ছেলেরা বড় বড় চাকরি পায়, আর চাকরি পাইলেই পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত মিলে না—ঠিক যেন গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি বাহির হয়। পোষাকে, খাদ্যে ও রঙে পূর্ব্বপুরুষের সহিত ক্রমে ক্রমে তফাত হইতে সুরু হয়। যত শ্রীবৃদ্ধি পায় ততই পূর্ব্বের সহিত বেশী তফাৎ হয়। বিলাত-ফেরত হইলে-তফাতের চুড়ান্ত হয়। কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির ভিতর এই রকম জানিবে।

খাদার পান্তা খাদায় রহিল কোথায় আমার নীলমণি গেল। বঙ্গদেশের মাতাদের বড় দুঃখ, যে তাহাদিগের সন্তান রত্ন হইলে আর তাহারা সন্তানের সুখ ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু যত সন্তান মূর্খ হয় তত মাতার মুখাগ্নির কাজ করিতে পারে। আজকাল অনেকটা বাঁচোয়া হইয়াছে। ইংরাজি পড়িলে জাতি যায় না; ধোপা, নাপিত বন্ধ হয় না। সোর গরু খাইলে বা হোটেলে যাইলে একঘরে হয় না। হাণ্টলে পামারের বিস্কুট খাইলে মাতা রাগ করে না এবং এলো মেলো ধর্ম্মে থাকিলে কোন দোষ হয় না। দোল, দুর্গোৎসব বা দান, ধ্যান,

বা ইষ্টদেবের পূজা না করিলে মাতা বড় দুঃখিত হয় না, তবে খালি বলে নীলমণিটা সাহেব হয়েছে। যদি নীলমণি বেশী পয়সা খরচ করে, সাহেবদিগকে ভোজন করাইতে পারে, বা প্রকাশ্যে সভাতে বক্তৃতা দিতে পারে, বা অবৈতনিক অথবা বেতনযুক্ত বড় বড় পদগুলি সংগ্রহ করিতে পারে, বা সাম্‌নে ও পিছনে নামের অক্ষর গুলি বাড়াইতে পারে, বা দেউড়িতে সাত টাকা মাহিনায় তকমাওয়ালা ডালকুত্তাকে ভেউ ভেউ করাইতে পারে, নরমাণ্ডি ঘোড়া ও বারগাণ্ডি বেরুষ চড়িতে পারে, বা অস্‌লারের বিজিলীর ঝাড় ঝুলাতে পারে, বা ভদ্রাসনের দালা-নের খরচ বন্ধ করিয়া বাড়ীর সাম্‌নে লন্‌ করিতে পারে, বা একসানকের বন্ধুদিগকে মাঝে মাঝে রেসো মণ্ডা না দিয়া পেলেটির ডিশ দিতে পারে, আর সাধারণের চাঁদাতে নাম সইটা করিতে পারে, তাহা হইলে কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও সর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তিগণ রুষ্ট না হইয়া বরং তুষ্ট হয়।

হে বালক বালিকাগণ! দেখ কত শীঘ্র সব বদল হইতেছে। ইহা দেখে ভয় পাইও না, এখনও অনেক দেরী আছে। বুড় মাদের ছেলে বিলাত ফেরৎ রত্ন হইলে "খাদার পান্তা খাদায় রহিল, কোথায় আমার নীলমণি গেল" বলিয়া কাঁদিতে হয়। যেম্‌নি ঘরে বসিয়া অসতী বৃত্তি করিলে কোন দোষ হয় না, নাম লিখাইলেই সর্ব্বনাশ হয়, তেমনি বঙ্গের ভিতর মূর্খ থাকিয়া পুর নকল-গোরা হইলে মাকে কাঁদিতে হয় না, পরদেশে যাইয়া রত্ন হইয়া আসিলে যত দোষ হয়। আর পঞ্চাশ বছরে বোধ হয় সব ফরসা হইয়া যাইবে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে বঙ্গবাসীগণ সভ্য হইল না। বরং দিন দিন বাতাস-চিহ্ন-মোরগের মত হইয়া সময়ের বাতাসের ঢেউয়ে ঘুরিতে থাকিল।

বিলাত-ফেরতদিগের উপর অনেক ভরসা করা গিয়াছিল যে ইহা-দিগের দ্বারা বুঝি বঙ্গে একটি সভ্য জাতি হইবে, কিন্তু তাহার বীপরিত দেখা যাইতেছে। বিলাত-ফেরতদিগের ভিতর এক রকম সমাজধর্ম্ম

নাই, এক রকম পোষাক নাই, এক রকম খাদ্য নাই, এক রকম রং নাই, বা প্রাইমোজেনিচর আইন নাই, বাস্তবিক উহারাও আমাদিগের মত হতক্রম হইয়া পাদলে ঘুরিতেছে। যার যা মনে আইসে সে তাই করে, সামাজিক ধর্ম্মকে এক করিতে কাহারও চেষ্টা নাই, যাহার যে ধর্ম্ম ভাল লাগে সে সেই ধর্ম্মে দীক্ষা লয়। যার যে পোষাক পরিতে ইচ্ছা হয় সে সেই পোষাক লয। যার যে রঙে বিবাহ করিতে মন যায় সে সেই রঙে বিবাহ করে। প্রাইমোজেনিচর আইনের দরুণ কেহ সভা আহ্বান করে না, কেহ বক্তৃতা দেয় না, বা কেহ ইংরাজ বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করে না। বিলাত-ফেরতগণেরা কেবল পয়সা রোজগার করিয়া নিজের দেহের জন্য পয়সাকে শ্রাদ্ধ করিতে পারে। যদি বল আমাদিগের দ্বারায় বাঙ্গালিরা বড় বড় চাকরি পাইতেছে, পুলিসের অত্যাচার কম হইতেছে, সুবিচার হইতেছে, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা প্রস্তুত হইতেছে, ইংরাজ বাহাদুর যে আইন পাশ করিলে কষ্টবহ হইতে পারিত সেটিকে রোধ করা হইতেছে, ইংরাজ বাহাদুরের আঠার শত আটান্ন খৃষ্টাব্দের ডিক্লারেসনে যাহা আছে তাহার কতক পরিমানে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। ইহা যে ভূল নয় তাহা শত শত বার বলি, কিন্তু ইহাতে কি হইতে পারে?—কলু হইতে কায়স্থ হইতে পারে না, যখন গোড়ায় যে কলু সেই কলু রহিল।

যখন বিলাতে থাক, ইংরাজদিগের ভিতর খ্রীষ্টান ব্যতীত আর কিছু দেখ কি? হ্যাট, কোট, প্যানটুলেন ব্যতীত ধুতি, চাদর দেখ কি? ধলা ব্যতীত কালা দেখ কি? প্রাইমোজেনিচার্ আইন ব্যতীত ফক্কারে পোষা আইন দেখ কি? বোধ হয় বলিবে দেখি না; তবে কেন যে মিলগুলি হইলে জাতি গঠন হয়, সেগুলি করা না হয়? যদি বল "কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে" তবে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইবার প্রয়োজন কি ছিল? যদি বল স্বার্থের দরুণ,

চির কাল্‌ত বাঁচিবে না! যদি বাঙ্গালিদিগের ভিতর `মিল` না হইয়া মঙ্গল হইল না, তাহা হইলে এই পুরুষকারের ফল বৃথা হইল। দেখ কেহ এমন সম্পত্তি সঞ্চয় কচ্চেনা যাতে ছেলে মূর্খ হলেও পায়ের উপর পা দিয়ে বাপের নাম রেখে বসে খাবে, সকলেই যে উপযুক্ত পুত্র হবে এর কোন নিশ্চয়তা নাই; অতএব মূর্খ পুত্র হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, কেননা সকলেই ঘৃণা করিবে।

সাধারণের ভক্তি তোমাদিগের উপর যাহা কিছু দেখিতেছ ইহা কেবল তোমাদিগের গুণের দরুণ; বাস্তবিক সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব স্থানে গুণের পূজা হয়, যত দিন গুণ থাকে তত দিন পূজা হয়। গুণের অভাব ঘটিলে যে কলু সেই কলু।

ধনীরা তোমাদের রোজগারের কাছে দাঁড়াতে পারে না, কেরাণীরা তোমাদের ইজ্জতের কাছে থৈ পায় না, বক্তারা তোমাদের মুখের কাছে বোম্বাচাক হচ্ছে, লেখকেরা তোমাদের কলমের কাছে কলম বন্ধ কচ্ছে, মোট কথা কেহ তোমাদিগকে অন্তরে ভাল দেখছে না, তবে যাহা কিছু দেখ সেটি কেবল বাহ্যিক। যে দিন তোমাদিগের রোজকারটি বন্ধ হইবে সে দিন তোমাদের সন্তান সন্ততি দিগকে সকলে চাপিয়া ধরিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

জগতে বাঙ্গালির মতন্ শ্রী কাতর ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। যখন বোল বোলা থাকিবে তখন পশুর মত আলবোলা মুখের সাম্‌নে ধর্‌বে, আর "হুজুর, হুজুর" বলিয়া শত বার আওয়াজ দিবে, আর যখন দঁকে পড়্‌বে তখন হাত বাড়াইয়া সাহায্য করবে না বরং যাহাতে অদৃশ্য হয় তাহার যোগাড় বিধিমতে করিবে।

পাঁচ জন কায়েৎ ও পাঁচজন বামুন গাধিপুর হইতে আসিয়া বঙ্গ-দেশকে সভ্য করিয়া ফেলিল, সত্য কি মিথ্যা ধনীর তালিকা দেখ, বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দেখ। যদি দশ জনে নয় শত বছরের

ভিতর এত কাণ্ড করিতে পারে, কেন তোমরা বঙ্গের রত্ন হইয়া না পারিবে? এক দিনের কার্য্য নয়, এক বৎসরের কার্য্য নয়, কিন্তু ইহা শত শত বৎসরের কার্য্য হয়। তোমরা পুরুষকারের দ্বারা কষ্ট সহ্য করিয়া এবং দেশ দেশান্তরে যাইয়া এত গুণ আহরণ করিতে পারিয়াছ, তবে কেন না দেশের চৌদ্দপুরুষ হইতে পারিবে? এক প্রকার সামাজিক ধর্ম্ম কর, এক পোষাক সকলে পর, সকলে এক খাদ্য খাও, সকলে এক রকম রঙে রঙিলা হও, আর তোমাদের ভিতর প্রাইমোজে- নিচর আইন করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমাদের বিদ্যা শিক্ষা সার্থক হয়।

৺ রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরায় বাঁশের বংশ বৃদ্ধি নাই। ব্রহ্ম কি কখন সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে? দেখ না ষাট বৎসরে প্রায় ষাটিয়ে গেল, তবে এখনও যাহা কিছু আছে তাহা কেবল ইংরাজি বিদ্যার কৃপায়। ৺ রাজা রামমোহন রায় যদি ব্রহ্মবাদী হইয়া কাঞ্চ´ ধর্ম্মকে প্রচার করিত, তাহা হইলে বঙ্গের শ্রী আর এক রকম হইত। কাঞ্চ´ ধর্ম্মে সমতা ও সহৃদয়তা আছে, যাহা আর কোন ধর্ম্মে ও কার্য্যে নাই, বচনে আছে। একটি পুরাতন ধর্ম্মকে না লইলে গোলা লোকের ভিতর ধর্ম্ম প্রচার হয় না। নূতন কথা প্রচলিত ধর্ম্মের ভিতর আনিলে গোলা লোকদিগের বুকে কামানের গোলার মত চোট লাগে, আর চোট লাগি- লেই তাহারা ধর্ম্ম প্রচারকের নিকট হইতে এত তফাৎ হইয়া যায় যে ধর্ম্ম প্রচারক আর উহাদিগকে নাগাল পায় না। এ কথার সত্যতা ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা লইলেই জানিতে পারা যায়।

কাঞ্চ´ ধর্ম্মে কোন মূর্ত্তি নাই, প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। যদি ইহা দূষনীয় বিবেচনা করা হয় তবে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি যাহা করা হয়, সেটি চিহ্ন ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, আবার উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা

কর তাতেও কোন বাধা নাই। এক ধর্ম্মে না হয় দুইটি দল হইত, কিন্তু সকলেইত কার্ষ্ণ বলিত। ৺রাজা রামমোহনের প্রধান প্রধান শিষ্যেরা যদি অহংকার ও ভুল সংস্কারটিকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মবাদী হইয়া কার্ষ্ণ ধর্ম্মকে প্রচার করে আর শ্রীমদ্ভাগবত খানিকে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর বঙ্গের শ্রী আর এক রকম হইয়া যায় এবং ইহাতে যদি বিলাত ফেরৎ বাবুরা অনুগ্রহ করিয়া যোগ দেয় তাহা হইলে আর কোন কথাই নাই।

কেবল ধর্ম্মে এক হইলে ঠিক হয় না, তজ্জন্য ইহার সহিত অমনি পোষাকটি ও আহারটি এক রকম হওয়া আবশ্যক, কেননা রং পোষাক ও আহার এক না হইলে একটি স্বতন্ত্র জাতি হয় না। সংস্কারে জাতি হয়, আর ব্যবহারে সংস্কার হয়, আর সামাজিক ধর্ম্মের নিয়ম ও আচার ব্যবহার হয়, অতএব এই কএকটি এক সঙ্গে না হইলে প্রকৃত জাতীয় কার্য্য হয় না। তজ্জন্য বংশাবলি ক্রমে সামাজিক ব্যবহারকে প্রতিপালন করা বিধেয়। আচার্য্যদের পক্ষে নিরামিষ আহারই আপাততঃ প্রশস্ত, অন্যের পক্ষে আমিষ রহিল। আচার্য্য বিবাহ করিলে আর সে ব্যক্তি আপাততঃ আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারিবে না, কারণ ইহাতে থাক্ হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রাইমোজেনিচার আইনের দরুণ ইংরাজ বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিলে ফল ফলিতে পারে; কারণ ইহাতে পুরুষকারের ফলটি বংশাবলী ক্রমে থাকে, বট্ যায় না। আজ যদি বঙ্গে প্রাইমোজেনিচার আইন থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় দুই চারিটি বার্ষিক বার লক্ষ আয়ের জমিদার হইতে পারিত এবং অনেক বড় বড় ঘর বজায় থাকিত।

হে বালক-বালিকাগণ! তোমরা উন্নতি সাধনের প্রকৃত পাত্র ও পাত্রী, তোমরা সকলে কার্ষ্ণধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ধার্ম্মিক

হও ও এক রকম সামাজিক নিয়ম করিবার জন্য সচেষ্টিত হও, একরকম পোষাকধারী হইয়া জাতীয় পোষাকের সংজ্ঞাতে সংজ্ঞা-বিশিষ্ট হও, তোমরা সকলে এক প্রকার আহার করিয়া সকলে এক প্রকার আহারী হও, তোমরা সকলে এক রঙে রঙিলা হইয়া জাতীয় রঙের গৌরবটিকে বৃদ্ধি কর। যদি এইগুলিকে ঠিক করিতে পার তাহা হইলে তোমরা একটি জাতি বলিয়া পরি-গণিত হইবে। আর ইহাতে তোমাদিগের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, আর তোমাদের মাতা বা পিতাকে তোমাদের জন্য কাঁদিতে হইবে না ও নিজেরাও কাঁদিবে না। তোমরা সকলে পুরুষকারের উপাসক হইয়া কীর্ত্তিমান হও, আর অকপট হৃদয়ে রাজভক্ত হও, তাহা হইলে চৌদ্দ-পুরুষ ঠিক হইয়া শান্তি হয়।

চৌদ্দপুরুষ এ বড় কথা, কাজে দেখাতে মাথায় ব্যথা,
জাতে পোষাকে সক্‌ড়ি যেথা, মার্গে লেক্‌ড়ি দেবতা সেথা,
কারে কবহে মনের কথা, খিচুড়ি পাকান সব তথা,
হো, হো,
খিচুড়ি পাকান সব তথা!





পঞ্চম অধ্যায়।

হুমুহর।

কোন কালে কোন দেশে কোন ব্যক্তি ধনী ছিল, তাহার খুদকুঁড়া দানের ব্যাপার সম্পাদকেরা নিত্য খবরের কাগজে ঢাক পিটিত। সে কোন সভায় যাইলে সম্পাদকেরা তাহাও খবরের কাগজে উঠাইয়া দিত, কারণ সে খবরের কাগজ ওয়ালাদিগকে যথেষ্ট পূজা করিত। সে সময়ে সময়ে নিজ বাটিতে সভা বসাইত এবং "হরেকৃষ্ণ ধীনি তাক, যত দিতে থাকি খেপে থাক" ইত্যাদি লোকের আগমনে সভা উজ্জ্বল হইত। পরদিন

খবরের কাগজে মহাধুম পড়িয়া যাইত, "অমুক, অমুক লোক সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া মহা বক্তৃতা দিয়াছিল এবং দেশের নূতন উন্নতির জন্য যাহা কিছু প্রস্তাব হইয়াছিল, সমস্ত লোকেই প্রায় তাহাতে মত দিয়াছে।" যত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইত, তাহা সমস্তই পুস্তকাকারে ছাপা হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত। এই রকম কিছুদিন করাতে শেষে দেশের রাজার নজরে পড়িল। রাজা একদিন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ওহে মন্ত্রিন্! অমুক লোকের অনেক প্রশংসা খবরের কাগজে দেখা যায়, তুমি তদন্ত কর অমুক লোকটা কে এবং কি কার্য্য করে এবং বংশ কেমন।" মন্ত্রী "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল, রাজাও অবসর গ্রহণ করিল।

কিছুদিন পরে মন্ত্রী এক লম্বা চওড়া রিপোর্ট লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইল এবং তাহা রাজাকে শুনাইল।

রাজা বলিলেন,—লোক্‌টাত বড় খয়েরখাঁ একে একটা খেতাব দেওয়া উচিত।

মন্ত্রী,—হাঁ মহারাজ! এ লোক্‌টি খেতাবের উপযুক্ত। এ ব্যক্তি দশ জনকে জড় করিয়া দশ জনের টাকা লইয়া আপনার দেশের লোকের উপকারের জন্য বড় উদ্‌যোগী, ভেবে ভেবে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব হুজুর! একে একটা খেতাব দেওয়া উচিত, আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন তাহাই শিরোধার্য্য।

রাজা বলিলেন,—মন্ত্রিন! উহাকে অমুক খেতাব দেওয়া যাউক।

মন্ত্রী,—না হুজুর! সে ওখেতাবটির উপযুক্ত নয়, কারণ আমি শুনিয়াছি যে, সে এক দিন রাত্রে প্রস্রাব করিতে উঠিয়াছিল, কোন একটা জিনিষ নড়াতে ভয় পাইয়া মূর্চ্ছা যায়, উহার স্ত্রী ও দাসীরা আসিয়া মুখে জল দিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করে। সে জিজ্ঞাসা করিল "চোর

কোথায়—পলাইয়া গিয়াছে,—না ধরা পড়িয়াছে ?" স্ত্রী বলিল, "চোর কোথায় ? তুমি কি স্বপ্ন দেখিতেছ, কি হইয়াছিল বল দেখি ?" সে বলিল "আমি যখন প্রস্রাব করিতেছিলাম, তখন একটা জিনিষ নড়িল আমি মনে করিলাম চোর এসেছে।" অমনি স্ত্রী ভয়ে, "কোন দিকে, কোন দিকে" বলিয়া উঠিল ; লোকটা উত্তর দিল "ওই ধারে।" স্ত্রী ইহা শুনিয়া কলাপাতের মতন বাতাসে কাঁপিতে লাগিল এবং ভয়ে ভরসা করিয়া, হরির মাকে বলিল "দেখত ওধারে কি হয়েছে।" হরির মা দেখিয়া আসিয়া বলিল—"কিছুই নয় একটা নেঙটে ইঁদুর রাতের খাওয়া দুধের বাটির ভিতর বসে আছে।" তখন সাহস পাইয়া স্ত্রী বলিল "তুমি কিগো ! একটা নেঙটে ইঁদুরের ভয়ে মূর্চ্ছা গেলে? এই তুমি আজ শোবার সময় বীরত্বের কথা কত বল্লে ! তা যাই হোক এস এখন ঘরের ভিতর কাপড় ছাড়।" হুজুর অমুক খেতাবটি আটপিটের যোগ্য হয়। সে উচ্চ বংশে জন্মিয়াছে এবং উহার পূর্ব্বপুরুষ অনেক সৎকার্য্য করিয়াছে এবং অনেকে উহাকে বড়লোক বলে।

রাজা,—আচ্ছা তাই হবে। উহার আয় কত ?

মন্ত্রী,—রাজন্ ! উহার আয় বেশী না হইতে পারে, তবে জাঁক জমকে চলিতে পারে।

রাজা,—মন্ত্রিন্ ! তুমি ঠিক জান যে আমি এ রকম লোককে খেতাব দিয়াছি ?

মন্ত্রী,—হুজুর, অনেক।

রাজা,—তবে আচ্ছা রাজসরকারের কাগজে ছাপিয়া দেওয়া হউক ও তাহাকে এক চিঠি লেখা হউক, যে অমুক দিন তুমি রাজভবনে আসিবে এবং তোমাকে খেতাব দেওয়া হইবে। রাজা ইহা বলিয়া দরবার ঘর ত্যাগ করিল এবং মন্ত্রীও নিজের কার্য্য শেষ করিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিল।

কিছুদিন পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে হুনুহর দরবার গৃহে উপস্থিত হইল। রাজাজ্ঞানুসারে মন্ত্রী খেতাবের হুকুম পাঠ করিতে আরম্ভ করিল,—"ওহে অমুক তোমার পূর্ব্বপুরুষ অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিল এবং পিতাও দেশের উপকারার্থে অনেক ব্যয় করিয়াছিল—তুমিও সমাজের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছ, তবে তুমি ভবিষ্যতে রাজার প্রতি ভক্তি রাখিবে।" এই বলিয়া মন্ত্রী রাজপত্র হুনুহরের হস্তে অর্পণ করিল। হুনুহর যথাবিধি প্রনালীতে গ্রহণ ও নমস্কার করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিল।

হুনহর বাটীতে আসিয়া দু ইঞ্চি উঁচু গদির উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া বড় বড় হুকুম বাহির করিতে লাগিল। দেওয়ান উপস্থিত হওয়াতে বলিল,—কিহে শুনিয়াছ আজ আমি খেতাব পাইয়াছি। দেখ কত লোক কত চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কেহ কিছুই করিতে পারিতেছে না; আমি কোন চেষ্টা করি না তুমিত জান, তবুও আমায় রাজ-সরকার খেতাব দিলেন। আমি কত অস্বীকার করিলাম, কত বলিলাম আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু কিছুতেই শুনিলেন না। যাহা হউক এখন তুমি অন্য সকল চাকরদিগকে খবর দাও ও চাকরাণীকে ডেকে ভিতরে খবর পাঠাও, আর কাল্‌কে অন্য কিছু যাহা কত্তে হবে সে কথা ঠিক করা যাবে।

দেওয়ান বলিল,—আপনার আবার খেতাব কি? আপনি মনে করিলে কত লোককে হুনুহর করে দিতে পারেন! আপনার মত রূপবান, বুদ্ধিমান ও ধনবান কে আছে? এ জগতে ত নাই। তা যাহা হউক রাজ-সরকার দিয়াছেন ভালই হইয়াছে, তবে কাল্‌কে ইহার দরুন যাহা কিছু কত্তে হবে, করা যাবে। আমি এখন চল্লুম। সকলকে খবর দিইগে। ইহা বলিয়া দেওয়ান চলিয়া গেল। হুনুহর ভৃত্যকে ডাকিয়া নিজ কার্য্য সমাধা করিতে চলিল।

পর দিন দেওয়ান ও ধামাধরা মোসাহেব প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে নানা কথা বিনামূল্যে বিক্রীত হওয়ার পর, ঠিক হইল যে কিঞ্চিৎ অর্থ খরচ করা উচিত এবং তাহা যথাক্রমে খরচ করা হইল। হুনূহরের আনন্দের সীমা নাই, সে কাহাকেই খবরে আনে নাই, সকলকেই ঠাট্টা করে, এমন কি জগৎকে তৃণ জ্ঞান করে, কিন্তু রাজসরকারের লোকগুলিকে, খবরের কাগজের নামওয়ালাগুলিকে ও সম্পাদকগুলিকে বেশ আদর করে।

কিছুদিন পরে তার স্ত্রী একদিন রামায়ণ পড়িতে পড়িতে দেখিল, রাজা দশরথের পুত্র ভরত আটমন সোনার বাঁটুল লইয়া খেলা করিত। আমার স্বামী হুনূহর এবং আমার পুত্রের নাম ভরত, তবে কেন আমার ছেলে পঁচুকে কাঠের গোলা লইয়া খেলা করিবে? আজ তিনি আসুন বলিব আমার ভরত সোনার আটমন বাঁটুল লইয়া খেলা করিবে, যদি বলে এত ভারি পারবে কেন, তা হলে বলিব, আপনি কখন রামায়ণ পড়েন নাই ও শাস্ত্র জানেন না, মিথ্যা কি সত্য আপনি সমস্ত অধ্যাপককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন্। সোনা অতি দামী সামগ্রী, এর যত বেশী হয় ততই ভাল, এর আবার কম বেশী কি? দামী জিনিষের দ্রব্য যত বেশী হয় ততই ভাল। এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল; স্ত্রী সসম্ভ্রমে উঠিয়া স্বামীকে বসাইল।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার হাতে কি বহি?

স্ত্রী কহিল,—রামায়ণ, এই পুস্তকে নানা রকম গল্প আছে এবং ইহাতে রামাবতারের নানা লীলা আছে।

স্বামী বলিল,—তুমি বল দেখি সীতা কার ভার্য্যা এবং সীতার বাপ কে?

স্ত্রী উত্তর করিল,—রামের ভার্য্যা সীতা এবং জনক তাহার বাপ।

স্বামী বলিল,—সীতা চাষের জমিতে লাঙ্গল হইতে উঠিল, তবে জনক তার বাপ কি করে হলো ?

স্ত্রী কহিল,—পাঁচ রকম বাপ আছে, তাহার ভিতর অন্নদাতা বাপ জনক হয়।

স্বামী উত্তর করিল,—জন্মদাতা বাপ ছাড়া কি বাপ আছে ? এই বলিয়া হাঁসিতে লাগিল।

স্ত্রী বিরক্ত হইয়া বলিল,—ও সব্ কথা ছেড়ে দাও, তোমার ভরত আটমন সোনার বাঁটুল নিয়ে খেলা কর্‌বে। আমি আজ রামায়ণে পড়েছি দশরথের পুত্র ভরত ছেলেবেলায় সোনার আট মন বাঁটুল লয়ে খেলা কর্‌তো, তুমি এখন এর জোগাড় কর, আর তা না হলে তুমি বড় কিসের ? দশরথের পুত্র ভরত ছিল, তোমার পুত্র ভরত। তবে এর এখন কি হবে বল ?

স্বামী বলিল,—আমার ভরত ছেলে মানুষ, সে কি আট মন সোনার বাঁটুল লইয়া খেলা করিতে পারিবে ?

স্ত্রী উত্তর করিল,—কেন পারিবে না, যখন সেই ভরতের সঙ্গে তোমার ভরতের কোন বিভিন্নতা নাই। আবার বাঁটুলের কথা বাল্মীকির রামায়ণে লেখা আছে, আমি শাস্ত্র ছাড়া কথা বল্‌চি না। ঠিক্ কি না, তুমি সমস্ত ভট্টাচার্য্যকে ডেকে জান। যে কার্য্য শাস্ত্রে আছে তাহা করা উচিত কি না ?

স্বামী বলিল,—ঠিক বলেচো, আজ আমি সমস্ত ভট্টাচার্য্যকে ডাকাবো, যদি তারা সকলে বলে এবং পুরাতন শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিতে পারে তা হলে হবে, তার আর কি ? এই বলিয়া সে বাহিরে আসিয়া দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিল,—ওহে অজ্‌বুক ! আমার একটি বিশেষ আবশ্যক আছে, তুমি সমস্ত বামুন পণ্ডিতকে বলে এস যে আজ উহারা যেন আমার সঙ্গে দেখা করে, আরো তাদের বল্‌বে যে যত ভাল

ভাল পণ্ডিত পাবে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সকলকার বিদায় ভাল রকম হবে।

দেওয়ান শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল এবং মনিবকে বলিল,—সে দিন এক শত টাকা হাজার হাজার বামুন পণ্ডিতকে দেওয়া গেল, এখনও যাহাদিগকে বার করে দেওয়া হয়েছিল, তারা আমার উমেদার আছে। তা আপনার কি আবশ্যক, যদি বলেন তা হলে সেই মত কার্য্য করি।

মনিব বিরক্ত হইয়া বলিল,—ভরতের সোনার আটমন বাঁটুল চাই, সে খেলা করিবে।

দেওয়ান আনন্দের সহিত বলিল,—এতো ঠিক কথা মহাশয়। আপনার ভরত আর সোনার আটমন বাঁটুল নিয়ে খেলা কর্‌বে না! দেখুন না, লব কুশ যখন বনে ছিল তখন তারা বাঘ্, সিঙ্গি নিয়ে খেলা কর্‌তো। আপনার ছেলে, বাঘের ছেলে বাঘ, সে তো খেলা করবেই। তবে আমি শীঘ্র খবর দিইগে।

রাজা,—আচ্ছা যাও।

পরদিন দলে দলে বামুন পণ্ডিত আসিতে সুরু করিল। যে দেখিতে কিঞ্চিৎ ভাল ছিল ও যার পরিষ্কার পরিচ্ছদ ছিল, তার জন্য প্রবেশ দ্বার মুক্ত রহিল; অন্যের পক্ষে বড় সাংইন্ হইল। কিঞ্চিৎ ক্ষণের মধ্যে প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে অনেক বামুন জমা হইয়া পড়িল এবং উহারা নানা রকম চীৎকার করিতে লাগিল ও নানা নাম ধরিয়া দ্বিতলের দিকে চক্ষু রাখিয়া ডাকিতে লাগিল। কেহ কেহ অনেক ক্ষণের পর উহাদের কাতর স্বর শুনিয়া দয়া প্রকাশ করিয়া দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিয়া গম্ভীরস্বরে দ্বারীকে হুকুম করিল, "ওস্‌কো ছোড়্ দেও, হুজুর বোলা হায়।" কেহ কেহ দ্বারীর সহিত বাক্য বিন্যাস ও বিনয় করিয়া কতকগুলিকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলে উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে দ্বারের সম্মুখে এত বামুন্,

পণ্ডিত জমা হইল যে গাড়ী, ঘোড়া ও পথিকের রাস্তা চলা ভার হইল। উহাদের রাগের সহিত কাতর চীৎকারে সহর গুলজার হইতে লাগিল। কথায় কথায় টেলিফন হইয়া গেল—অমুক বাড়ী আজ বিদায় হইতেছে, উচ্চ বিদায়, উচ্চ বিদায়, চল চল।

একজন মূর্খ উত্তর করিল,—কিহে বিদ্যানিধি মহাশয়! অমুক বাড়ীর উচ্চ বিদায় কিরূপ? হাতী, ঘোড়া, না অমুক বাড়ীর মতন?

বিদ্যানিধি রাগ করিয়া বলিল,—তুই মূর্খ, পাষণ্ড ও ভাট্, তোর এ সব বাহুল্য কেন? তোর ঐ রকম বিদায় হইয়া থাকে।

দ্বারী দ্বারে ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং দ্বারের সম্মুখের ভীষন চীৎকারেতে সে ক্রমে ক্রমে অন্যমনা হইতে লাগিল, কিন্তু সে উহাদিগের পরস্পরের ঝগড়া একধারে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কে হাসিতে হাসিতে দেখিতে লাগিল। ইত্যবসরে একজন মহাবুদ্ধিমান বামুন পণ্ডিত চটী জুতা বগলে করিয়া একদমে ভোঁ দৌড় দিয়া প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করিয়া ছুটিতে লাগিল। দ্বারীও পিছনে পিছনে ধাইল। সে যাহা হউক, বামুন হাঁপাতে হাঁপাতে অর্দ্ধচাপা চীৎকার স্বরে "হুজুর রক্ষা করুন, হুজুর রক্ষা করুন," দ্বারীও "ওসকো পাক্‌ড়াও, পাক্‌ড়াও" বলিতে বলিতে উভয়ে উপস্থিত হইল। সভার সমস্ত লোক আশ্চর্য্য হইল। কেহ বামুন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে, কি হইয়াছে?" কেহ বা দ্বারীকে। কিন্তু বামুন্ কাহাকেও কোন কথার উত্তর না দিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িল এবং "হুজুর রক্ষা করুন" বারংবার বলিতে লগিল। বড়লোকটী "ভয় নাই" বলিয়া দ্বারীকে বলিল,—"কিয়া হুয়া হায়?"

দ্বারী উত্তর করিল,—হুজুর! যব্ হাম্ ফটক্ কো এক্ তরফ্ খাড়া হোকে গোল্‌মাল্ মিটাতা থা, তব ঐ আদমি ভাগ্‌কে আয়া হায়। আপকো যো হুকুম।

রাজা,—আচ্ছা যাও, খবরদারী আচ্ছা কর্‌কে করো।

দ্বারী সেলাম করিয়া ফিরিল। কিঞ্চিৎ দূর আসিয়া দেখিল আর সকলে হুড়ামুড়ি, হো হো করিয়া আসিতেছে। দ্বারী একেই রেগে আছে, তাতে আবার সামনে গোলমাল! তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে সকলকে ফটক থেকে বার করে দিয়ে ফটকে পাহারা দিতে লাগ্‌লো।

মহা বুদ্ধিমান ভোঁ দৌড়ে পণ্ডিত সভার মধ্যে বসিয়া নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিল। একজন বলিল;—ওটা দ্বারবান বৈত নয়, কত বুদ্ধি ধরে! দেখ, ভায়া কেমন বুদ্ধি করে পলাইয়া আসিয়াছে। আর একজন বলিল,—ওটা তো শাস্ত্র পড়েনি, লেখা পড়াও শিখে নাই! ভায়া কত বড় পণ্ডিতের ছেলে, নিজে সর্ব্বশাস্ত্র পড়েচে, বিশেষত স্থায়; তা ওটা ওর কিসে লাগে।

হনুহর সকলকে উপস্থিত দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—আমার পুত্র ভরত সোনার আট মন বাঁটুল লইয়া খেলা করিতে পারে কি না, ইহা আমি আপনাদের নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছুক, কারণ আমার স্ত্রী রামায়ণে পাঠ করিয়া আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। আমি আপনাদের বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য করিতে পারি না, বিশেষত আমি শাস্ত্র গর্হিত কোন কার্য্য করি না, ইহা বোধ হয়, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। অতএব আপনারা সকলে অনুগ্রহ করিয়া পুরাতন শ্লোকের দ্বারা মতামত প্রকাশ করুন, আপনাদের পরিশ্রমের দরুন উত্তমরূপ পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।

বামুন পণ্ডিতেরা সকলেই মহা আশীর্ব্বাদ করিল। যাহার যাহা কিছু খোসামুদে শ্লোক মুখস্থ ছিল, সবগুলিকে প্রায় আওড়াইয়া তাহাকে জ্ঞাপন করিল। ছয় স্কুলের ছাত্র প্রায় উপস্থিত ছিল এবং উহারা

সকলে বড় তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ঝগড়া আরম্ভ করিল।

এমন সময় একজন স্মার্ত্তবাগীশ উহাদিগকে বলিল,—আপনারা পরস্পর কেন বিবাদ করিতেছেন, ইহা ব্যবহারের কাণ্ড হয়! স্মৃতিতে, না হয় পুরাণে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে এবং পাওয়া যাইলে পরে আপনারা মতামত প্রকাশ করিবেন।

সকলে খুসী হইয়া, তথায় যত স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল,—দেখত এই ভাবের শ্লোক কোথা আছে? অনেকেই অনেক শ্লোক উদ্ধার করিল এবং যথানিয়মে প্রমাণ হেতু লেখা হইল। ছয় স্কুলের ছাত্র মিলিয়া যে যার বিদ্যা প্রকাশ করিল। স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক বড় কম নয়।

বহুক্ষণ তর্কের পর যখন ঠিক হইল তখন সকল পণ্ডিতেরা ভাষপত্রে স্বাক্ষর করিল এবং পরে হনুহরকে এক একটি করিয়া শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়াতে সে খুসী হইল।

হনুহর বলিল,—আমার আটমন সোনার মূল্যের টাকা নাই।

স্মার্ত্তবাগীশ অমনি উত্তর করিল,—আমাদের শাস্ত্রে গরুর বদলে মাটীর গরু চলে, আপনার সোনার বদলে পিতল্ চলিতে পারে।

হনুহর বলিল,—ইহা তো বদল হইল। কোন শাস্ত্রে এমন প্রমাণ আছে যে আটের স্থানে এক, অথচ শাস্ত্র সঙ্গত।

অনেকে বলিয়া উঠিল,—হাঁ ইহাও অনেক আছে, কিন্তু আপনি বলুন্ দেখি, আপনার একমন হইলে ঠিক হয় কি না?

হনুহর বলিল,—আজ্ঞে হাঁ।

স্মার্ত্তবাগীশ,—আচ্ছা তাহাই হইবে। কেমন হে, সকলে ইহাতে সম্মত আছ? এ ব্যক্তি সোনার আটমন বাঁটুল করিতে অশক্ত,

আটমন পিতলের বাঁটুল করিতেও অশক্ত; অতএব ইহার পক্ষে এ বিষয়ে একমন পিতলের বাঁটুল ন্যায়সঙ্গত।

সকলেই বলিল,—হাঁ।

কিছুক্ষণ পরে আবার সকলে ভাষপত্রে দস্তখৎ করিল এবং পরে উহারা সকলে যথাযোগ্য বিদায় লইয়া দাতাকে আশীর্ব্বাদ সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তথা হইতে সকলে প্রস্থান করিল।

হুমুহরও দেওয়ানকে ডাকিয়া যথাযোগ্য হুকুম দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

কিছু দিন পরে কাঁসারী পিতলের এক মন বাঁটুল লইয়া আসিল। হুমুহরের শক্তি নাই যে তুলিয়া দেখে, ইহার কারণ সে অজবুক দেওয়ানকে ডাকিল। দেওয়ান বাঁটুল দেখিয়া বড় খুসী হইল এবং কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া যাহা কিছু খোসামদ কথা লইয়া আসিয়াছিল, সমস্তই প্রায় রাজাকে দান করিল। পরে দেওয়ান কাঁসারীকে বলিল,—কেমন রে, খোকা ভরত বাঁটুল নিয়ে বেশ খেল্‌তে পার্‌বে তো!

কাঁসারী,—ভরত কে? আমার দোকানের পাশে তো ভজহরি আছে। সে তো এ বাঁটুল ভাল করে পরাপেটে বসাতে পার্‌বে না।

দেওয়ান,—ওরে তুই কি বলচিস! ভজহরি কি? আবার পরাপেট্‌ কি? বড়লোকের ছেলে ভরত খেলা করিবেন।

কাঁসারী,—দেওয়ান বাবু! এই হুজুরের ছেলের নাম কি ভরত? তিনি পরাপেটে কি করে বসাবেন, তিমি তো রাজমিস্ত্রি নন্‌, তিনি হুজুরের ছেলে।

দেওয়ান,—দূর মূর্খ, তুই পরাপেট্‌ কি বল্‌চিস?

কাঁসারী,—দেওয়ান বাবু জানেন না, ঐ যে বাড়ীর সাম্‌নে ছাতের উপর তৈয়ার করে, কত লোক কত রকম করে, কিন্তু

দেওয়ান বাবু, ঐ বাটীতে যা করেচে তা আর কি বলবো, আল্‌সের উপর যেন শূন্যে কত পরী শুয়ে আছে, আবার তাতে কত রকমের কত ফুল কেটেছে। তা আপনি এমন বাঁটুল কেন তৈয়ার করলেন?

দেওয়ান,—হুজুর! এ পরাপেট, পরাপেট কি বলচে?

হুমুহর,—অজবুক! তুমি বুঝতে পারনি, ঐ যে আমার বাটীর মাঝ্‌খানে ছাতের উপর একটা মানুষ আছে, ওকেই পরাপেট বলে। তা ওর এর সঙ্গে কি! তুমি পাড়াগেঁয়ে মেড়া কি না, সেই জন্য বুঝ্‌তে পারনি। সে যাহা হউক, ওকে বাঁটুলটা এইখানে রেখে যেতে বল। তুমি কি আর কোন লোক পেলে না?

দেওয়ান,—না মহাশয় ও কারিকর ভাল, আর শীঘ্রই দিবে বল্‌লে, সেই জন্যই আমি ওকে দিয়েছিলাম। "ওরে কাঁসারি, তুই এইখানে বাঁটুল রেখে যা।"

কাঁসারী,—দেওয়ান বাবু! আমি পার্‌ব না, ডাল্‌ ভাত্‌ খাই তাতে আবার মুক্কু, আপনি দরওয়ান্‌দের বলুন।

দেওয়ান বলিল,—দূর্‌ মূর্খ, খোকা নিয়ে খেলা করবে।

কাঁসারী,—দেওয়ান বাবু! খোকা তবে তো ভীম হয়েছে। কত বড়? অমার চেয়ে বড়?

দেওয়ান,—এটা বড় জ্বালাতে লাগ্‌লো। সে ছেলে মানুষ, দুই বৎসরের ছেলে।

কাঁসারি,—ওঃ বাবা! সে মরে যাবে না! এত ছেলে মানুষ সে কি করে তুল্‌বে? দেওয়ান বাবু সে কখন্‌ তুল্‌বে, আমি দেখ্‌তে পাব না?

দেওয়ান,—পাবি দাঁড়া এখানে।

দেওয়ান "কোই হায়" বলিয়া ডাকিলে, "হুজুর" বলিয়া এক দ্বারী সম্মুখে আসিল। দেওয়ান দ্বারীকে হুকুম করিল, "এই বাঁটুল

ঘর্‌কো অন্দর রাখো।” দ্বারী বহুকষ্টে তুলিয়া ঘরের ভিতর রাখিয়া গেল।

হনুহর দেওয়ানকে বলিল,—ওহে! খোকা কি করে নিয়ে খেলা করবে?

দেওয়ান,—শাস্ত্রসম্মত কার্য্য হইয়াছে, সকল পণ্ডিতে মত দিয়াছে, হুজুরানী তিনিও রামায়ণে পড়েচেন, আপনিও মত দিয়াছেন, আমিও অপনার কৃপায় সমস্তই জানি, খোকার ইহাই উপযুক্ত হয়।

রাজা,—আচ্ছা তবে খোকাকে আস্‌তে বল।

দেওয়ান মধুকে ডাকিয়া বলিল,—গোলাপীকে বল্‌গে খোকাকে এইখানে নিয়ে আস্‌তে।

গিন্নি উঠানের দ্বিতলের এক পাশের ঝিলির ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতেছিল, কারণ তাহার পুত্র ভরত, দশরথের পুত্র ভরতের মত বাঁটুল খেলিবে। গিন্নি গোলাপীকে ডাকিয়া বলিল,—গোলাপি! তুই খোকাকে বাহিরে নিয়ে যা, আমার ভরত আজ বাঁটুল খেলিবে।

গোলাপী দরবারের দরজাতে আসিতে না আসিতে দেওয়ান খোকাকে কোলে করিয়া কাঁসারীকে দেখাইয়া ঘরের ভিতর যাইল। কর্ত্তা খোকাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল;—খোকা তোমার কেমন বাঁটুল হইয়াছে দেখিয়াছ; দেখ তুলিতে পারিবে? খেলা করিতে পারিবে? দেওয়ান তৎক্ষণাৎ খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া দিল, খোকাও বাঁটুলের নিকট গিয়া কত রকম ভাবভঙ্গি করিতে লাগিল, তুলিতে চেষ্টা করিল, (বাল স্বভাব সিদ্ধ) কিন্তু যখন আনন্দ মিটিল না ও আনন্দ পাইল না, তখন ফিরিয়া বাপের নিকট আসিয়া নানা কথা বলিতে লাগিল।

দেওয়ান হুজুরকে বলিল,—মহাশয়! বোধ হয় খোকা ইহা তুলিতে পারিবে না, ইহার উপর তুলিয়া দিলে খেলিতে পারিবে।

অমনি কাঁসারী বাহির হইতে, "ইহাতে লীলা খেলা ফুরাবে" বলিয়া একেবারে দেওয়ানের সামনে উপস্থিত হইয়া কসে এক চড় মারিল, দেওয়ানও উহাকে ধরিল। দুইজনে বাঙ্গালী, প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হইতে লাগিল। কর্ত্তা ভয়ে অস্থির হইয়া "আরদালি, আরদালি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল; আরদালির বদলে মধু ও এক নেড়িমারা দরওয়ান আসিয়া উপস্থিত হইল, কর্ত্তা রাগিয়া বলিল, "এস্‌কো মার্‌কো বাহার কর্ দেও, খুনে হায়, খুনে হায়।" উহারা কাঁসারীকে বিড়ালে ইঁদুর ধরার মতন্ মারিতে মারিতে বাহিরে লইয়া গেল। কর্ত্তা তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় দিয়া দেওয়ানের মুখ মুছাইয়া নিয়া বলিল;—খুনেটাকে কোথা থেকে নিয়ে এলে, এখুনি মেরে ফেলেছিল! ঠাণ্ডা হও, বস, বস।

দেওয়ান রাগে ও দুঃখে গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিতে লাগিল,—জাতে কাঁসারী, তাতে আবার গণ্ড মূর্খ্। আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের খবরে কাজ কি? বড় বড় বামুন্ পণ্ডিতেরা কত পয়সা নিয়ে মত দিলে, কত শাস্ত্র হইতে বামুনেরা শ্লোক উদ্ধার করলে, কি না শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য হইবে, তাতে আবার হুজুরানো রামায়ণে পড়েচেন, কর্ত্তা বুদ্ধিমান, তিনি সব আবার ভাল করে বিবেচনা করে দেখেচেন, আমি দেওয়ান, সব জানি, তাতে আবার পরীক্ষা করে নিয়েচি, লোকটা কি না সইতে না পেরে হনুমানের মতন এক লাফ দিয়ে এসেই চপেটাঘাত! তা কর্ত্তা মহাশয় কি আর বল্‌বো, যদি আরদালি না আস্‌তো তো ওকে আজ যমালয়ে পাঠিয়ে দিতুম।

কর্ত্তা বলিল,—অজ্‌বুক! ঠাণ্ডা হও, এখন ওসব ছেড়ে দাও।

দেওয়ান উত্তর করিল,—ছেড়ে দেবো কি মহাশয়! ওটাকে এক পয়সা দেবোনা, ওর কে সাক্ষী আছে যে অমুক পিতলের এক মন বাঁটুল গড়াইয়াছে।

কর্ত্তা,—ঠিক্, ঠিক্! ছোটলোক্‌কে ভাতে মারাই ভাল। অজবুক্! তুমি কি বুদ্ধিমান্, কি ফিকিরবাজ, হাজার বোক লেখাপড়া শিখেচো কি না। তা এখন যা ভাল হয় তা কর।

দেওয়ান বলিল,—মহাশয়! আসুন দুইজনে বাঁটুলটাকে তুলিয়া ভরতের বুকে দিই, তাহা হইলেই বোধ হয় বেশ খেলা করিবে। দশ-রথের পুত্র ভরত যখন খেলিয়াছিল, তখন এই রকম্ করিয়া তুলিয়া দিয়া থাকিবে, কারণ শাস্ত্র মিথ্যা হয় না। আরও দেখুন, আটমনের স্থানে একমন হইয়াছে, কিন্তু আপনি দশরথের অপেক্ষা কিছুতেই কম নন্।

কর্ত্তা বলিল,—তবে এস। খোকা এই সব দেখিয়া অস্থির হইয়া মা, মা, বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কর্ত্তা "খোকা, খোকা" বলিয়া কত আদর করিতে লাগিল, বলিল "ঐ দেখ তোমার কেমন বাঁটুল, খেলা করিবে চল।" খোকাও নানা রং ঢং করিতে লাগিল।

দেওয়ান বলিল,—তুমি এইখানে শোও, দেখ কেমন বাঁটুল নিয়ে খেলা করিবে। খোকা শুইল, আর উঠিল না। হে পাণ্ডিত্যাভিমানিন্! তোমাদের ইহাতে কিছুই অলাভ নাই, কারণ তোমরা পণ্ডিত হও। তবে এইরূপে বালকদের কেন দুর্দ্দশা বর্দ্ধন কর, যখন তাহারা কিছুই জানে না।

হে বালক বালিকাগণ! তোমরা আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না। যাহাতে সভ্য হইতে পার, তাহার পথ অবলম্বন কর। সামাজিক ধর্ম্ম শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা কর। এক পোষাক কর, এক খাদ্য খাও এবং এক রকম রং যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা কর; যদি ইহা করিতে পার তাহা হইলে কোন দিন জগতে সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। পুরাতন শ্লোক আওড়ানটি ও পুরাতন অভিমানটি ছাড়িয়া দাও, আর পুরাতন "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাইটি" আছে বলিয়া খিঁচুড়ি পাকাইও না। যাকে তাকে অবতার অর্থাৎ বাপ ঠাকুরদাদা বলিও না,

আর সুন্দর বা সুশ্রী দেখিলে হতভ্রম হইও না। স্থূলের একতাটিকে শিক্ষা কর, আর স্থূলকে খুব বেশী রকম আদর কর। পৃথিবীর সভ্যদিগকে দেখিয়া, ধর্ম্মের, পোষাকের, খাদ্যের ও রঙের একতাটি শিক্ষা কর।

স্থূলের একতার নাম বাহ্যযোগ, আর দেহের একতার নাম অন্তর-যোগ। জগতে যাহা কিছু কন্সেণ্ট্রেট্ করিবে সেটির ক্ষমতা শক্তি অন্যের অপেক্ষা বেশী হইবে। গান্ পাউডার ধোয়ার কন্সেণ্ট্রেসন হয়, আবার গান্ পাউডারের কন্সেণ্ট্রেসন্ ডিনামিট্ হয়। বড় বড় যুদ্ধ হইলে তারপর সেই স্থানে মহা বৃষ্টি হয়, কারণ ধোয়া মেঘরূপে পরিণত হইয়া বৃষ্টি বর্ষণ করে। ধর্ম্ম, সাত পোষাক, সাত খাদ্য ও সাত রং থাকিলে কোন কালে সভ্য হইতে পারিবে না। কেহ কেহ বলে আজকাল বাঙ্গালা বড় সভ্য হইয়াছে, কারণ দুই চারিটী মেয়ে সেমিজের উপর বোম্বাই সাটী পরিতে শিখিয়াছে, মেয়ের পায়ে জুতা ও মোজা হইয়াছে, পাউডার মাখিয়া রং ফলাতে শিখিয়াছে, বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতেছে, কালা ও ধলার ভিতর হইতে স্বামী বাছিয়া লইতে শিখিয়াছে, বিধবা বিবাহ করিতেছে, হাতা ও বেড়ী ছাড়িয়া গৈরিকধারিণা হইয়া অবতার তৈয়ার করিতেছে, আর সব দুঃখ হরিপালে দিয়া টীয়া পাখীর ন্যায় "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বুলিটি কপচাতে শিখিয়াছে। পুরুষেরাও ইহাদিগের অপেক্ষা কম নহে, কারণ উহাদেরও সব হইয়াছে। দুঃখের ভিতর কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না, কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না, সকলেই হাম্ বড়া, সকলেই হাম্ গোরা, সকলেই হাম্ ব্রহ্মা।

সম্ভবাসম্ভব স্থূলে চির কাল রয়,
সূক্ষ্মে চিরকাল এক রকমই হয়;
ভাঙা ভাঙি ঘটিলেই দুঃখ অতিশয়,
তাই, বল্ বুঝে কাজ কর, মিত্র কয়।

[পাঁচটি অধ্যায়েতেই গল্পের ছলে স্পিরিট ও ম্যাটারকে অর্থাৎ এক ও বহুকে বুঝান হইয়াছে। এক ও বহু কি ইহা না জানিয়া, অশিক্ষিত লোকের পরামর্শে অর্থাৎ যুক্তিতে কার্য্য করিলে শেষে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ছেলেধরা ও ডাইনীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় খালি লবণ ও জল পড়া অর্থাৎ মিত্র-রহস্য হয়। বালকবালিকারা যেন কোন সময়ে লবণ ও জল পড়া হইতে রহিত না হও, কারণ রহিত হইলেই ছেলেধরা ও ডাইনীরা ধরিবে ও খাইয়া ফেলিবে সাবধান, সাবধান, সাবধান।]





ভারত-রাজাবলী।

সূর্য্যবংশ।

১।	ইক্ষাকু।	৬।	পৃথু।
২।	কুক্ষি।	৭।	ত্রিশঙ্কু।
৩।	বিকুক্ষি।	৮।	ধুন্দুমার।
৪।	বাণ।	৯।	যুবনাশ্ব।
৫।	অনরণ্য।	১০।	মান্ধাতা।

ভারত-রাজাবলী ঠিক্ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ঠিক্ করা সম্ভবপর, কিন্তু দুঃখের বিষয় একখানি পুস্তক অপর একখানি পুস্তকের সহিত মিলে না। রামায়ণ মহাভারতের সহিত, মহাভারত পুরাণের সহিত, পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের

১১।	সুসন্ধি।	২৪।	সুদর্শন।
১২।	ধ্রুবসন্ধি।	২৫।	অগ্নিবর্ণ।
১৩।	ভরত।	২৬।	শীঘ্রগ।
১৪।	অসিত।	২৭।	মরু।
১৫।	সগর।	২৮।	প্রসুশ্রুক।
১৬।	অসমঞ্জ।	২৯।	অম্বরীষ।
১৭।	অংশুমান।	৩০।	নহুষ।
১৮।	দিলীপ।	৩১।	যযাতি।
১৯।	ভগীরথ।	৩২।	নাভগ।
২০।	কাকুৎস্থ।	৩৩।	অজ।
২১।	রঘু।	৩৪।	দশরথ।
২২।	কল্মষপাদ।	৩৫।	রামচন্দ্র।
২৩।	শঙ্খন।		

সহিত মিল নাই, প্রত্যেক পুস্তক, প্রত্যেক রকম লিখিয়াছে, কিন্তু সমস্ত পুস্তক গুলি এক সূর্য্য ও চন্দ্র বংশকে বিশেষ রূপে বর্ণনা করিয়াছে। কোন্ পুস্তক ঠিক এবং কোন্ পুস্তক অঠিক্ ইহা ঠিক্ করা অতি ভয়ানক ব্যাপার, কারণ এক পক্ষে বাল্মীকিকে আঘাত করা হয়, অপর পক্ষে ব্যাসকে আঘাত করা হয়। সেইহেতু রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা আছে তাহাই উদ্ধৃত হইল।

কশ্যপ দক্ষ রাজার কন্যা দাক্ষায়িনীকে বিবাহ করিয়াছিল। হর দক্ষরাজার কন্যা দাক্ষায়িনিকে বিবাহ কয়িয়াছিল। কশ্যপ ও হর শ্বেত ছিল, ইক্ষাকু লাল ছিল, প্রথমটি প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শ্বেত, দ্বিতীয়টি প্রকৃত ক্ষত্রিয় অর্থাৎ লাল। কশ্যপ আসিয়া কাশ্মীর স্থাপন করে এবং ইক্ষাকু অযোধ্যা স্থাপন করে। ইহারা এক স্থান হইতে আসে নাই, যদি আসিত তাহা হইলে এক রং হইত। একজন শ্বেত দেশ হইতে

চন্দ্র বংশ।

৩৬।	ভরত।	৪৫।	ধৃতরাষ্ট্র।
৩৭।	ভূমণ্যু।	৪৬।	প্রতীপ।
৩৮।	সুহোত্র।	৪৭।	শান্তনু।
৩৯।	হস্তী।	৪৮।	বিচিত্রবীর্য্য।
৪০।	অজমীঢ়।	৪৯।	পাণ্ডু।
৪১।	ঋক্ষ।	৫০।	যুধিষ্ঠির।
৪২।	সম্বরণ।	৫১।	পরীক্ষিত।
৪৩।	কুরু।	৫২।	জন্মেঞ্জয়, দ্বিতীয়।
৪৪।	জন্মেঞ্জয়, প্রথম।		

জরাসন্ধ বংশ।

৫৩।	সহদেব।	৬৩।	শুনি।
৫৪।	মার্জ্জারি।	৬৪।	ক্ষেম।
৫৫।	শ্রুতশ্রব।	৬৫।	সুব্রত।
৫৬।	অযুতায়ু।	৬৬।	ধর্ম্মসূত্র।
৫৭।	নিরমিত্র।	৬৭।	সম।
৫৮।	সুনক্ষত্র।	৬৮।	দ্যুমৎসেন।
৫৯।	বৃহৎসেন।	৬৯।	সুমতি।
৬০।	কর্ম্মজিৎ।	৭০।	সুবল।
৬১।	সুতঞ্জয়।	৭১।	সুনীথ।
৬২।	বিপ্র।	৭২।	সত্যজিত।

এবং অপরটী লাল দেশ হইতে আসিয়াছিল, কোন্ সময়ে তাহা ঠিক করা যায় না, কারণ অনেক অব্দ গত হইয়াছে। ইহার এবং

সুনিক বংশ।

(সত্যজিতের পুত্র রিপুঞ্জয়কে তাহার মন্ত্রী সুনিক হত্ত করিয়া তাহার পুত্র প্রদত্তকে রাজা করিয়াছিল।)

৭৩।	প্রদত্ত।	৭৯।	ক্ষেত্রঞ্জয়।
৭৪।	পালক।	৮০।	বিম্বিসার।
৭৪।১	বিশাখ যূপ	৮১।	অজাতশত্রু।
৭৪।২	জনক।	৮২।	দর্ভক।
৭৫।	নন্দিবৰ্দ্ধন।	৮৩।	অজয়।
৭৬।	শিশুনাগ।	৮৪।	নন্দিবৰ্দ্ধন।
৭৭।	কাকবর্ণ।	৮৫।	মহানন্দ।
৭৮।	ক্ষেমধৰ্ম্মন।	৮৬।	নন্দ।

মৌর্য্য বংশ।

(চন্দ্রগুপ্ত নন্দকে হত কবিয়া রাজা হয়।)

৮৭।	চন্দ্রগুপ্ত।	৯২।	সঙ্গত।
৮৮।	বিন্দুসার।	৯৩।	শালিশূক।
৮৯।	অশোক বৰ্দ্ধন।	৯৪।	সোম শৰ্ম্মা।
৯০।	সুযশা।	৯৫।	সতধন্ব।
৯১।	দশরথ।	৯৬।	বৃহদ্রথ।

ইহাদিগের আনুসঙ্গিক জন সস্ত্রীক আসিয়াছিল কি না, ইহার অত্যন্ত গোলমাল; যদিও আসিয়া থাকে কিন্তু তাহাদের দেশীয় স্ত্রীতে যে তাহাদের সন্তান সন্ততি হইবে না ইহা ঠিক্ আছে, বিশেষত শ্বেতদের; কারণ উমা এক দিন হরের সহিত পুত্র কামনা করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, এমন সময়ে দেবতারা আসিয়া তাহার কামনা

শুঙ্গ-সংঘা বংশ।

(বৃহদ্রথকের মৃত্যু হইলে তাহার সেনাপতি পুষ্পমিত্র রাজা হয়।)

৯৭।	পুষ্পমিত্র।	১০২।	পুলিঙ্গ মিত্র।
৯৮।	অগ্নিমিত্র।	১০৩।	ঘোষ মিত্র।
৯৯।	সুজ্যেষ্ট মিত্র।	১০৪।	বজ্রমিত্র।
১০০।	বসুমিত্র।	১০৫।	ভগবত মিত্র।
১০১।	অদ্রক মিত্র।	১০৬।	দেবভূতি মিত্র।

কন বংশ।

(দেবভূতিকে তাহার মন্ত্রী বসুদেব হত করিয়া রাজা হয়।)

১০৭।	বসুদেব।	১০৯।	নারায়ন।
১০৮।	ভূমিত্র।	১১০।	সুশর্ম্মণ।

ভঙ্গ করায কোপান্বিতা হইয়া শাপ দেয় "যেমন তোমরা আমার পুত্র কামনা ভঙ্গ কবিলে, তেমন তোমাদের স্বদেশীয় স্ত্রীতে তোমাদের অপত্য উৎপত্তি হইবেক না।" ইহাতে স্পস্ট বুঝা যাইতেছে যে শ্বেতদের পুত্রেরা অন্য দেশায় স্ত্রী হইতে হইয়াছে। সপ্তর্ষিরাই প্রকৃত শ্বেত;—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু ও ভৃগু, ইহারা কেহ লালেতে ও কেহ কালাতে সন্তান উৎপাদন করিরাছিল; কতদুর সত্য ইহাদিগের বংশাবলি দেখিলে জানিতে পারিবে। তন্মধ্যে পুলহ ও ক্রতুরবংশ লোপ জানিবে। ইক্ষাকুর শত পুত্র হইতে অনেক রকম বংশ স্থাপন হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে দশজনের কিছু কিছু বলিব।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ কবি বিবাহ না করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করে। নবম নাভাগ তাহার বংশে রথীতর জন্মগ্রহণ করে। সে অপুত্রক হওয়ায়,

অন্ধ্রবংশ।

—০০০—

(সুশর্ম্মণকে বলী হত করিয়া রাজা হয়, এ ব্যক্তি জাতিতে শুদ্র ছিল।)

১১১।	বলী।	১২২।	সুনন্দন।
১১২।	কৃষ্ণ।	১২৩।	চকোবক।
১১৩।	শতকর্ণ।	১২৪।	বটক।
১১৪।	পৌর্ণমাস।	১২৫।	গোমতিপুত্র।
১১৫।	লম্বোদর।	১২৬।	পুরীমৎ।
১১৬।	দ্বিবিলক।	১২৭।	মেদাশিরা।
১১৭।	মেঘস্বাতি।	১২৮।	শিবচ্ছন্দস।
১১৮।	পটুমান।	১২৯।	যজ্ঞশ্রী।
১১৯।	তালক।	১৩০।	বিজয়।
১২০।	শীবস্বাতি।	১৩১।	চন্দ্রবীজ।
১২১।	পুরুষভেরু।	১৩২।	বিক্রমাদিত্য।

অঙ্গিরাকে অনুরোধ করায়, অঙ্গিরা রথীতরের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করে এবং উহারা রথীতর ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত।

অষ্ঠম নরীসন্ত; ইহার বংশে অগ্নিবেশ্য জন্ম গ্রহণ করে এবং উহার সন্তানেরা আগ্নিবৈশ্যায়ন বা কানীন বা জাতুকর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। সপ্তম বৃষধ্র অগ্নিতে দেহ ত্যাগ করে। ষষ্ঠ করুষ; তাহার পুত্রেরা কারুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। পঞ্চম ধৃষ্ট; তাহার বংশেরা ধার্ষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত।

চতুর্থ দিষ্ট বৈশ্য হয়; ইহার বংশে ত্রিনবিন্দু জন্ম গ্রহণ করে, যে অলম্বুষাকে বিবাহ করিয়াছিল এবং ইহার কন্যা ইলবিলার সহিত

পাল বংশ।

১৩৩।	সমুদ্র পাল।	১৪১।	অমৃত পাল।
১৩৪।	চন্দ্র পাল।	১৪২।	বালি পাল।
১৩৫।	সহায় পাল।	১৪৩।	মহীপাল।
১৩৬।	দেব পাল।	১৪৪।	হরি পাল।
১৩৭।	নরসিংহ পাল।	১৪৫।	সীশ পাল।
১৩৮।	শ্যাম পাল।	১৪৬।	মদন পাল।
১৩৯।	রঘু পাল।	১৪৭।	কর্ম্ম পাল।
১৪০।	গোবিন্দ পাল।	১৪৮।	বিক্রম পাল।

চন্দ্র বংশ।

১৪৯।	মুলুক চন্দ্র।	১৫৪।	কল্যান চন্দ্র।
১৫০।	বিক্রম চন্দ্র।	১৫৫।	ভীম চন্দ্র।
১৫১।	অমিন চন্দ্র।	১৫৬।	লাভ চন্দ্র।
১৫২।	রামচন্দ্র।	১৫৭।	গোবিন্দ চন্দ্র।
১৫৩।	হরিচন্দ্র।	১৫৮।	রাণী পদ্মাবতী।

বিশ্রবা মুনির বিবাহ হইয়াছিল। বিশ্রবা মুনির পুত্রের নাম কুবের। দিষ্টের বংশধরেরা বিশলপতি বলিয়া কথিত।

তৃতীয় সর্য্যাতি নিজের কন্যা সুমতীকে ভৃগু পুত্র চব্যনকে দান করিয়াছিল এবং ইহার বংশে রেবতী হইয়াছিল। রেবতী শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামকে বিবাহ করিয়াছিল। রেবতী সর্য্যাতি হইতে চতুর্থ পুরুষ। দ্বিতীয় নৃগ, এই বংশটি পঞ্চম পুরুষে লোপ হয়।

প্রথম ইক্ষাকু; ইহার বংশধরেরা অযোধ্যাপতি বলিয়া কথিত। ভারতরাজা বলিতে পর্য্যায়ক্রমে যে নাম আছে, তাহা যে কেবল ইক্ষাকু

বৈরাগী বংশ।

—:০:—

১৫৯।	হরি প্রেম।	১৬১।	গোপাল প্রেম।
১৬০।	গোবিন্দ প্রেম।	১৬২।	মহাবাহু।

সেন বংশ।

—:০:—

১৬৩।	আদিসেন।	১৬৯।	কল্যান সেন।
১৬৪।	বিলাল সেন।	১৭০।	হরিসেন।
১৬৫।	কেশব সেন।	১৭১।	ক্ষেমসেন।
১৬৬।	মধুসেন।	১৭২।	নারায়ণ সেন।
১৬৭।	ময়ূর সেন।	১৭৩।	লক্ষ্মীসেন।
১৬৮।	ভীম সেন।	১৭৪।	দামোদর সেন।

সিংহ বংশ।

—:০:—

১৭৫।	দীপ সিংহ।	১৭৮।	নর সিংহ।
১৭৬।	রাজ সিংহ।	১৭৯।	হরি সিংহ।
১৭৭।	রাণা সিংহ।	১৮০।	জীবন সিংহ।

চোহান বংশ।

—:০:—

১৮১।	পৃথ্বীরাজ।	১৮৪।	উদয় পাল।
১৮২।	অভয় পাল।	১৮৫।	যশ পাল।
১৮৩।	দুর্জ্জন পাল।		

বংশ সম্ভূত ইহা যেন মনে করা না হয়। ইক্ষাকুর ভ্রাতার বংশধরদিগেরও নাম আছে জানিবে। সগর কশ্যপের কন্যা সুমতীকে বিবাহ করিয়াছিল। রাবণের দিগ্বিজয়েতে সগর হইতে রঘু পর্য্যন্ত কোথায়ও নাম

মুসলমান বংশ।

—:০:—

১৮৬।	সবক্ত জীন।	১৯৪।	আবদুল রসিদ।
১৮৭।	ইজ মেল।	১৯৫।	ফেরব জাদ।
১৮৮।	মামুদ।	১৯৬।	ইব্রাহিম।
১৮৯।	মহম্মদ।	১৯৭।	মসুদ, তৃতীয়।
১৯০।	মসুদ, প্রথম।	১৯৮।	আশ্লন।
১৯১।	মমুদ।	১৯৯।	বররাম।
১৯২।	মসুদ, দ্বিতীয়।	২০০।	খসরু।
১৯৩।	আবদুল হোসেন আলি।	২০১।	খসরু মালিক।

উল্লেখ নাই, কিন্তু অনবণ্য ও মান্ধাতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অনরণ্য রামায়ণের কথিত মতে মান্ধাতার পূর্ব্বপুরুষ, কিন্তু অন্য পুস্তকে মান্ধাতা অনরণ্যের পূর্ব্বপুরুষ হয়। ইক্ষাকু হইতে অনরণ্য পঞ্চম পুরুষ, আর রাম পঞ্চমত্রিংশত্ পুরুষ হয়। রাবণ অনরণ্যকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হারাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল, আর মান্ধাতার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রাবণ সমান হইয়াছিল। মান্ধাতার কন্যাগণকে সৌভরিমুনি বিবাহ করে, যাহার আশ্রমে রামচন্দ্র গিয়াছিল। মথুরার রাজা দৈত্য লবণ মান্ধাতাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হত করিয়াছিল। রাবণ লবণের মাতৃস্বসা সুর্পনখার ভ্রাতা। লবণ রামের ভ্রাতা শত্রুঘ্নের দ্বারায় হত হয় এবং রাম রাবণকে স্বর্গে পাঠায়। এক রাবণ যে এত কাল বাঁচিয়া এত কাণ্ড করিয়া শেষে লঙ্কাকাণ্ডে মানব লীলা শেষ করে, ইহা কত দূর সম্ভবপর ও যুক্তিসিদ্ধ তাহা পাঠক-পাঠিকা গণেরা মীমাংসা করিয়া লইবে। রাক্ষসের ভিতর যে ব্যক্তি প্রধান হইত ও যে মানবের মনে ভয় উৎপাদন করিয়া দিতে পারিত, বোধ হয়,

তুরষ্ক বংশ।

—:০:—

২০২।	কুতব উদ্দীন আইবেক।	২১৬।	মবারিক।
২০৩।	আরাম।	২১৭।	ঘ্যাসুদ্দীন, প্রথম।
২০৪।	অল্‌টমিশ।	২১৮।	মহম্মদ।
২০৫।	রুক্নদ্দীন ফিরোজ।	২১৯।	ফিরোজ।
২০৬।	রোজীয়া বেগম।	২২০।	ঘ্যাসুদ্দীন, দ্বিতীয়।
২০৭।	বৈরাম।	২২১।	আবু বেকার।
২০৮।	মসুদ।	২২২।	নসিরুদ্দন মহম্মদ।
২০৯।	নসিরুদ্দীন।	২২৩।	হোমান।
২১০।	ঘেসিয়া উদ্দীন।	২২৪।	মামুদ।
২১১।	বলবন।	২২৫।	সায়েদখীর খাঁ।
২১২।	কৈকোবদ।	২২৬।	সায়েদ মবারিক।
২১৩।	জেলালুদ্দীন।	২২৭।	সায়েদ মহম্মদ।
২১৪।	আলাউদ্দীন।	২২৮।	সায়েদ এলাউদ্দীন।
২১৫।	ওমার।		

আফগান বংশ।

- :০:—

২২৯।	বিলোল লোদী।	২৩৩।	সেলিম সা।
২৩০।	সেকন্দর, প্রথম।	২৩৪।	ফেরোজ সা।
২৩১।	ইব্রাহিম।	২৩৫।	মহম্মদ।
২৩২।	সের্ সা।	২৩৬।	সেকন্দর, দ্বিতীয়।

সে ব্যক্তিই লোকের দ্বারা রাবণ বলিয়া কথিত হইত,—যেমন শতক্রতু করিলেই ইন্দ্র বলিয়া কথিত হইত। কিন্তু কোন্‌টি প্রথম ইন্দ্র এবং কোনটি শেষ ইন্দ্র যেমন ঠিক করা যায় না, তেমন কোন্‌টি প্রথম

মোগল বংশ।

২৩৭।	বাবর।	২৪৫।	ফেরক সা।
২৩৮।	হুমায়ুন।	১৪৬।	রেফিয়া আদ্দিরজাদ।
২৩৯।	আকবর।	২৪৭।	রেফিয়া আদ্দৌলত।
২৪০।	জাহাঙ্গীর।	২৪৮।	মহম্মদ সা।
২৪১।	সাজীহান।	২৪৯।	আমেদ।
২৪২।	আরংজীব।	২৫০।	আলাম্গীর, দ্বিতীয়।
২৪৩।	বাহাদুর সা।	২৫১।	সা আলম্।
২৪৪।	জেহান্দর সা।		

রাবণ ও কোনটি লঙ্কাকাণ্ডের রাবণ, ইহাও ঠিক করা সম্ভবপর নয়।

চন্দ্রবংশের উৎপত্তি অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড, তাহা পুস্তক পড়িলে জানিতে পারিবে। চন্দ্র কিছুদিন বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে সম্ভোগ করায় তারার গর্ভ হয় এবং এই গর্ভ লইয়া দেবতাদিগের মধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতারা ইহার কিছুই স্থির না করিতে পারায়, ব্রহ্মা নির্জ্জনে তারাকে জিজ্ঞাসা করে,—"কে তারে! এই গর্ভ কাহা হইতে হইয়াছে?"

লজ্জান্বিতা তারা অধঃবদন হইয়া বলিল,—চন্দ্র হইতে।

সকলে বলিল, তারার এই পুত্র "বুধ" বলিয়া খ্যাত হউক।

পুরূরবার বংশ হইতে জহ্নুমুনি হইয়াছে—যে ব্যক্তি এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে উদরসাৎ করিয়াছিল। জহ্নুবংশে গাধি জন্মগ্রহণ করে এবং উহার কন্যা সত্যবতীকে ভৃগুবংশের ঋচীক বিবাহ করে। বিশ্বামিত্র গাধির পুত্র, ইহার শত পুত্র বশিষ্ঠের শাপে ভ্রষ্ট হয়; আবার বিশ্বামিত্রের শাপে বশিষ্ঠের শত পুত্র ভ্রষ্ট হয়। শক্তি হইতে বশিষ্ঠের বংশ থাকে। শুনশেফ হইতে বিশ্বামিত্রের বংশ থাকে। বিশ্বামিত্র, অম্বরীষ,

খ্রীষ্টান বংশ।

২৫২। জর্জ, তৃতীয়।	২৫৫। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া।
২৫৩। জর্জ, চতুর্থ।	২৫৬। এডওয়ার্ড, সপ্তম।
২৫৪। উইলীয়ম, চতুর্থ।	২৫৭। জর্জ, পঞ্চম।

ও শ্রীরামের দ্বারায় ক্ষত্রিয়ের বল প্রবল হয়, কারণ বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা ও পরুশুরাম উহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। পুরূরবার পুত্র আয়ু, তাহার পাঁচটী পুত্র। পঞ্চম অনেন, যাহার বংশে শান্ত রাজা জন্মিয়াছিল। চতুর্থ রভ, যাঁহাব পুত্রেবা রাভ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত।

তৃতীয় রজি, যে ব্যক্তি প্রহ্লাদের সমসাময়িক। যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর বংশ হইতে বলি রাজা হয; এ ব্যক্তি অপুত্রক হওয়ায় সম্বর্ত্তের পুত্র দীর্ঘতমাকে অনুরোধ কয়ায়, বলিব স্ত্রীতে দীর্ঘতমা সন্তান উৎপাদন করে। বলির বংশে রোমপাদ ওরফে চিত্ররথ জন্মগ্রহণ করে; এ ব্যক্তি অঙ্গদেশের রাজা এবং তাহার সঙ্গে অযোধ্যাপতি দশরথ মৈত্রতা স্থাপন করিয়াছিল।

প্রহ্লাদ ইন্দ্রকে জয করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিল। পরাজিত ইন্দ্র রজির সাহায্য প্রার্থনা করে; রজি প্রহ্লাদকে জয় করিয়া ইন্দ্রকে না দিয়া নিজে ইন্দ্রত্ব বহুদিন ভোগ করিয়া গত হইলে তাহার পুত্রেরা ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতে বাসনা করে, কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে সম্মত না হইয়া বৃহস্পতির মতানুসারে রজির সমস্ত বংশধরগণকে নষ্ট করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রবৃদ্ধ, ইহার পুত্র সুহোত্র; সুহোত্রের তিন পুত্র; প্রথম কাশ্য, যাহার বংশে আয়ুর্ব্বেদ প্রনেতা ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু ইহার বংশধরেরা কাশীর রাজা বলিয়া খ্যাত। দ্বিতীয় কুশ, ইহার বংশধর ক্ষেত্রধর্ম্ম রাজা ছিল। তৃতীয় গৃতসমদ, যাহার বংশে শৌনক জন্মিয়া ঋক্‌বেদ প্রচার করিয়া বহ্বৃচ বলিয়া খ্যাত হয়;

মরীচি।
কশ্যপ।
কাশ্যপ।
বিভাণ্ডক।
ঋষ্যশৃঙ্গ।

অঙ্গিরা।
বৃহস্পতি। সম্বর্ত্ত। উতথ্য
কচ। দীর্ঘমতা।

বৃহস্পতি সম্বর্ত্তের স্ত্রী মমতাতে এক সন্তান উৎপাদন করেন, উহার নাম ভরদ্বাজ।
দোণাচার্য্য।

অত্রি।
দুর্ব্বাসা।

ক্রতু।

পুলহ।

ভৃগু।
ঋচীক।
জমদগ্নি।
পরশুরাম।

গৌতম।
শতানন্দ।
সত্যদৃত।
শ্বরদ্বান।
কৃপাচার্য্য।

বশিষ্ঠ।
শক্তি।
পরাসর।
ব্যাস।
শুকদেব।

কুশ।
কুশনাভ।
গাধি।
বিশ্বামিত্র।
মধুচ্ছেদ।
জোৎস্নু।

পুলস্ত্য।
বিশ্রবা।
রাবণ ও কুবের।

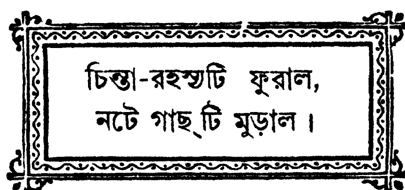
ইহার বংশধরেরা শুনক, সুহোত্র, গৃতসমদ, প্রবর ও ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। প্রথম নহুষ, যাহার ছয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাজ্য লইতে অস্বীকার করায়, দ্বিতীয় যযাতিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া দেহ ত্যাগ করে। অন্য চারিজন যযাতির অনুমত্যানুসারে চারিদিকে গমন করে। জ্যেষ্ঠ যতি অগস্তের সমসাময়িক ছিল।

যযাতি শুক্রচার্য্যের তনয়া দেবযানী ও দৈত্য বৃষপর্ব্বের কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করে। যযাতির পাঁচ পুত্র হয়; সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরু ব্যতীত অন্য চারি পুত্রকে তেজ্যপুত্র করে কারণ পুত্রেরা পিতার কথা শুনে নাই; বিশেষত যদুকে শাপ দেয়—"তোমার বংশধরেরা সোমবংশ বলিয়া কথিত হইবে না, তুমি যাতুধান উৎপাদন করিবে।" পুরু রাজা হইলে তাহার বংশে মেধাতিথি জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার বংশধরেরা প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। অজমীঢ়, দুরীতক্ষ ও গর্গ ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। অজমীঢ়ের বংশে মুগ্দল্য হয়, যাহার কন্যা অহল্যা গৌতম মুনিকে বিবাহ করে। রাজা দুষ্মন্ত পুরুবংশে জন্মিয়াছিল, যাহার পুত্র ভরত রাজচক্রবর্ত্তী হয় এবং যাহা সর্ব্ব পুস্তকে একাধারে বলে। রাজা দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলাকে কন্ব মুনির আশ্রমে বিবাহ করে। কন্বমুনি দশরথের সমসাময়িক এবং রাজা রোমপাদ দশরথের সমসাময়িক হয়। ঋষ্যশৃঙ্গকে রোমপাদের নিকট হইতে দশরথ পুত্রার্থী হইয়া অযোধ্যাতে লইয়া গিয়াছিল। শ্রীরাম ভরদ্বাজের সমসাময়িক হয়। চন্দ্রবংশের ভরত অপুত্রক হওয়ায় ভরদ্বাজকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করে, ইহার কারণ বিতথ বলে।

শ্রীরাম সরযূতে প্রাণত্যাগ করিবার অগ্রে তাহার রাজত্যকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিল এবং বহুদিন অযোধ্যা অরণ্য হইয়াছিল ইহাও কথিত হয়। এই সব কারণ ভরতকে শ্রীরামের পরে

ফেলিলাম; কত দূর ঠিক পাঠক-পাঠীকারা মীমাংসা করিয়া লইবে। ভরত হইতে জন্মেজয় পর্য্যন্ত যাহা মহাভারতে আছে তাহাই রহিল। মগধ রাজা সহদেব হইতে বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত স্যার উইলিয়ম জোন্স হইতে উদ্ধৃত হইল। সমুদ্রপাল হইতে যশপাল পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্র, মোহনচন্দ্র চন্দ্রিকা হইতে এবং সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থের সহিত মিল করিয়া লেখা হইল। সবক্তজিন হইতে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া পর্য্যন্ত ইয়ুনিভারসেল্‌ ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত হইল।

কাড়ওয়ার্থ পড়িলে উচ্চ মাথা হবে,
এববট নেপোলিয়ানে স্থূল শিক্ষা লবে।
দত্তাত্রেয়েতে খুব জ্ঞানের ভোগ খাবে,
কিন্তু বাল্মীকি ও ব্যাসে সর্ব্ব শিক্ষা পাবে।



প্রেম-রহস্য।

ক্রিয়াযোগ, জ্ঞানযোগ, লণ্ডভণ্ড যবে।
প্রেমযোগ ও যোগাযোগ নির্ম্মূল তবে।

বি, মিত্র।

প্রেম-রহস্য।

শ্মশান, মশান, গায়ে ছাই, তবেহে পাই প্রেমকে ভাই।
দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি ছাই, কালে এটা ওটা সব চাই॥
কারে কবহে রহস্য ভাই।
লীলা হয় তাই, তাই, তাই॥

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চণ্ডাল গ্রাম।

কোন কালে দক্ষিণ সাগরের কিছু দূরে চণ্ডাল নামক এক গ্রাম ছিল। গ্রামটী পক্ষীচক্ষু-দৃশ্যে বড় মন্দ নয়। কোথাও সারি সারি বট গাছের ঝুরি নামিয়া আজগুবী গল্পের পরিচয় দিতেছে, কোথাও কুঁড়ে ঘরের দেয়াল গুলিতে অমাবস্যার ষোল কলার আঙ্গুল স্পর্শে রং-চংয়ে থাকায় বিয়ের শ্রীর মত শ্রী দেখাইতেছে, চালের মটকায় মড়ার

মাথার খুলি, কুঁড়ের কানাচে ফেলা। তীর ও ভোঁতা অস্ত্র-শস্ত্রে ভরা, ঘরে ঘরে কোলের গোঁদ গোঁদানী, পথ ঘাট এঁকা বাঁকা। আমোদিনীরা ঘেঁটু, আকন্দ ও সজনা ফুল লইয়া আমোদ করিত। মিউনিসিপ্যালিটি, সাধারণ কেতাব ঘর, সভা, সমিতি, বিদ্যালয়, সাধারণ বাগান, হাট, বাজারের ব্যবস্থা না থাকিলেও এক পঞ্চায়ত গাঁওয়ালীদিগের সকল অভাব ঘুচাইয়া আহ্লাদিত করিত।

এই পঞ্চায়তের নায়ক চিন্তামণি সর্দ্দার। সে দেখিতে নাদুশ নুদুশ মোটা সোঁটা, তাহার গায়ের রং আস্তাকুঁড়ের কেলে হাঁড়ির তলার রঙের চেয়ে এক পোঁচ বেশী কাল, কুকুর-পেটা, চওড়া বুক, গায়ের শিরগুলি ভাসান, হাত পায়ের গঠন এবড়ো খেবড়ো, কাঁধ উঁচু, মোটা গলা, ঠোঁট মোটা, চুল ঝাঁকড়া,—মোট কথা তাহাকে যেন এক নির্জ্জনে বসিয়া গড়িয়াছেন। চিন্তামণি সর্দ্দার বনে বনে শিকার করিয়া দিন কাটাইত, রাতে কাতলা মারিয়া লুট তরাজ করা তাহার ব্যবসা ছিল।

চিন্তামণি দাওয়ায় বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে এমন সময়ে একজন গাঁওয়ালী আসিয়া তাহার কাছে নালিশ করিল যে, "কেলেটা তার মেয়ের উপর বজ্জাতি করেছে যখন সে জ্যাংয়ালের ভেতর কাঠ কুড়াচ্ছিল। কেলের মাথা নিতে হবে, নয়তো মুই তাকে কাঁড় মার্‌ব।

চিন্তামণি গাঁওয়ালীর কথায় উত্তর করিল,—হরিয়া, তোর কিছু কর্‌তে হবে না, যা করতে হয় মুই কর্‌ব। তুই পরশু আমার কাছে আসিস্, ভুলিস্ নি।

সর্দ্দারের কথায় সে বাটীতে ফিরিয়া গেল। চিন্তামণি এক জনকে ডাকিয়া বলিল,—কেলেকে পরশু আস্‌তে বলিস; আর ও কস্‌লো সে না কি হরিয়ার মেয়ের উপর কি করেছে?

আগন্তুক উত্তর করিল,—সে সব কথা মুই জানি না, মুই ডাক দিইগে।

সে আর কোন কথা না কহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। চিন্তামণি চিন্তাসাগরে ভাসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।



পঞ্চায়ত।

চাঁড়াল গাঁয়ে পঞ্চায়তের কুঁড়ে খানি আর আর সব কুঁড়ের চেয়ে লম্বা চওড়ায় ও উঁচুতে বড়, এজন্য বহু দূর থেকে এখানিতে লোকের নজর পড়িত। আর পাঁচখানা কুঁড়ে ঘরের মত ওখানিরও দেয়াল নানা রংয়ে নানাবিধ আঁজি পুজিতে সজ্জিত, ইহারও মটকায় মড়ার মাথার খুলি, আনাচে-কানাচে অকেজো তীর, ধনু ও ভোঁতা হাতিয়ার ছড়ান ছিল। সর্দার চিন্তামণি আর আর চারি জনকে সাথে লয়ে এখানে পৌঁছিল। আজ কেলের মামলার দিন, দেখতে দেখতে দলে দলে লোকের জমিয়াত হইল, বাদী প্রতিবাদী দেখা দিল। লোক জনের ভিড়ে ঘরের জমী আর ফাঁক থাকিল না। এত লোকের ভিড় তথায় টুঁ শব্দ নাই, তবে দু পাঁচ জনের মাঝে মাঝে কানে কানে কথা চলিতেছে, সে কথা-বার্ত্তায় কাহারও কাজের ব্যাঘাত হইতেছে না। মেয়ে, মদ্দ, ছেলে, বুড়—সকল রকমেরই লোক আসিয়াছে, কিন্তু সকলেই নীরব; ত্রেতা যুগে রামচন্দ্রের সভার আদব-কায়দার যেন পরিচয় দিতেছে। ঊনবিংশ

শতাব্দীর সভ্য বাঙ্গালী বাবুরা বোধ হয় এই রকম সভ্যতা বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা অন্যান্য উৎসবে দেখাইতে পারে কি না সন্দেহ!

চিন্তামণি সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল,—হাঁরে কেলে! হরিয়ার মেয়ে যখন বনে কাঠ কুড়াচ্ছিল তুই নাকি তার উপর বজ্জাতি করেছিস?

কেলে,—হাঁ সর্দ্দার। সে যখন বনের ভিতর কাঠ কুড়াচ্ছিল আমি তাকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলুম, আমার মনটা যেন কেমন করতে লাগল, আমি আর সামলাতে পারলাম না, তার হাত ধরলুম, সেও কোন কথা বল্লে না। তা সর্দ্দার মুই তাকে বিয়ে করব, হরিয়ার মেয়ে কি রাজি হবে না?

চিন্তামণি,—স্যামকি তুই কেলেকে বিয়ে করবি? তোর বয়স কত?

স্যামকি,—হাঁ সর্দ্দার আমি কেলেকে বিয়ে করব, অমার বয়স চার গণ্ডা।

চিন্তমণি,—হাঁরে, তোর মেয়ে কেলের সাথে নিজে নচপচ হয়েছে, তোর মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে রাজী, তোর মেয়ে ডাগর হয়েছে, তুই কি বলিস?

হরিয়া,—কেলে আমায় না জানায়ে কেন এমন কাণ্ড করলে? কত লোক আমায় কত কথা বল্‌ছে! তা সর্দ্দার! কেলেকে সাজা দিতে হবে।

চিন্তামণি,—কেলে তোর মেয়েকে ভালবাসে স্যামকিও কেলেকে ভালবাসে, তুইও যে জাত কেলেও সেই জাত, তোর মেয়েও কুচকুচে কাল কেলেও তাই, তোর মেয়েও ডাগর কেলেও ডাগর, তোর মেয়ে কি জানে?

হরিয়া,—স্যামকি সব জানে; সে বন থেকে কাঠ আনতে পারে,

পুকুর থেকে জল আনে, রাঁধে, সোর মারতে পারে। সর্দ্দার! স্যামকির কথা আর কি বল্‌বে। সেদিন যখন মুই মান্নার মাঠে একটা কাতলা মারলুম স্যামকি মোর সাথে ছিল, সে অমনি পা ধরে টেনে এনে ফেল্‌লে, তখন কাতলা হাঁ করে জল চাইলে, অমনি স্যামকি এক মুঠো শুক্‌ন বালি তার মুখে পুরে দিলে, কাতলা তখনি চিত হয়ে পড়্‌ল।

চিন্তামণি,—তোর স্যামকি খুবতো জবর মেয়ে। তা কেলে তোকে না বলে তাকে বিয়ে করেছে, তার দরুন সে একটা শোর দিবে, তার স্যামকীর হিগ্‌মতের দরুন চারটে দেবে। কেমন রে হরিয়া ঠিক হয়েছে তো ?

হরিয়া,—সকল সর্দ্দার যা বলবে তা হবে।

চারি জন সর্দ্দার বলিল,—চিন্তামণি ভায়া যা করেছে তাই ঠিক।

কেলের সাথে স্যামকীর পঞ্চায়তের ঘরে বিয়ে হল ; তার পর যে যার স্থানে চলে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্মশান।

চাঁড়াল গাঁয়ের প্রান্তে এক শ্মশান। তিন চার ক্রোশ ব্যবধানের লোক ঐ শ্মশানে শবদাহ করিতে আইসে। শ্মশানটী অতি প্রাচীন; বহুদিন হইতে কিম্বদন্তী আছে যে এই শ্মশানের কাছে এক মহা বটবৃক্ষে ভূতের বাস থাকায় দুই চারিজন লোক নিশাতে শবদাহ করিতে পারে না। শ্মশানের মালিক এক বুড় চাঁড়াল; প্রেমিকা ছাড়া তার আর কোন ছেলে মেয়ে নাই, সেজন্য বুড়ো প্রেমিকাকে পেমী বলিয়া ডাকে। পেমী পুরুষের মত লম্বা চওড়া, তার গায়ের রং ছুঁতোহাঁড়ির কালিকে ঝক মারে, পা দুখান রাবণ রাজার মত তায় আঁকা বাঁকা, শিবের খাতিরে আরো বাহোবা পায়, ঘাড় ষাঁড়ের মত উচু, গলা সিংহের মত মোটা, চিবুক বার করা, ঠোঁট পুরু, মিশির রঙে দাঁত গুলির বাহার থাকায় দেহের রংকে ঝক মারে, নাক ছোট, চোক কুটুরে পেঁচার মত, কান বড় ও পুরু, ভিটে ধাপার মাঠ মাথা ছোট তাতে আবার কোঁকড়া কোঁকড়া ছোট ছোট চুলে ভরা,—মোট কথায় পেমী পুঁটে সিদ্ধেশ্বরী। পেমীর বাসাও বড় ফ্যালনা নয়, সামনে কোলের পাল গোঁদ গোঁদ করচে। রং বেরংয়ের চিত্রের ফাঁকা দেওয়ালের ভিতর দিয়া সাদা মানিক উঁকি মারে। মটকা উড়ে গেছে, চালের ভিতর দিয়ে লাল মানিক ঘরে ঢুকে খেলা করে। মড়ার মাথার খুলি, চিতা নিবাইবার কলসী, মড়ার খাট ও কেঁথা তার ঘরের আসবাব। দাওয়ায় শবের আধ-পোড়া কাঠ হেথায় সেথায় ছড়ান, তাই পেমীর রাঁধবার কাঠ। বাপের বেশী বয়স বলে ঘাটের কাজ পেমীই করে, দান আদায়ে পেমীর

জোড়া পাওয়া যায় না, আবার সময়ে সময়ে বটগাছের ডালে বসে পা ঝুলিয়ে পেমী ভূত সাজে। পেমীর গুণ অনেক, দয়া মায়া কাকে বলে সে জানে না, আবার সুবিধা পেলেই সে মাঝে মাঝে কাতলা মেরে দিনগত পাপ ক্ষয় করে। আর রাত দিন পুরুষের সাথে কসা দাঁড়ান, কিন্তু কোন পুরুষকে খারাপ ভাবে নেয় না, খারাপ চকে দেখেও না। পেমী প্রেমের ধার ধারে না, যদিও ডাগর মেয়ে, তথাচ ইন্দ্রিয়ের উদ্রেক নাই, সে নিজের ব্যবসাতেই ব্যস্ত।

পেমির বাসার নিকট এক শিবলিঙ্গের মন্দির, লোকে সেই শিবকে শ্মশানেশ্বর বলে। পেমী প্রতিদিনই শ্মশানেশ্বরের মাথায় জল ঢালে, আর আকন্দ, ঘেঁটু, চাঁপা, যে দিন যে ফুলের সুবিধা পায় তাই এনে শিবকে সাজায়, ঘাটে যে দিন বেশী রোজগার হয় কিম্বা যে দিন কাতলা মারে, সে দিন শিবের মাথায় বেশী করে জল ঢালে।

একদিন পেমীর বাবা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল,—পেমী আজ কাল ঘাটে আয় কেমন?

পেমী বলিল,—বাবা! আজকাল বড় কম,—দুদিন ধরে কিছুই নাই।

পিতা,—কাতলা মারা কাজটা চলচে কেমন?

পেমী,—সে কাজটাও রোজ জোটে না, তবে পরশুদিন একটা লোক পথ ভুলে এইদিকে এসে পড়েছিল, সে আমাকে অমুক পথের কথা বলায় আমি তাকে সিদে শ্মশানের পথ দেখায়ে দিলাম; সে আমার কথায় বিশ্বাস করে সমান চললো, আমিত তার পিছু নিলাম, শ্মশানেশ্বরের মন্দির ঘুরে যেমন শ্মশানেশ্বরকে গড় করলে অমনি আমি সুবিধা বুঝে তাকে চেপে ধরলুম, কিন্তু বাবা লোকটা মরদ বটে, অনেকক্ষন তাকে নিয়ে ঝাপটা-ঝাপটি করতে হল,

তার পর তাকে নীচের দিকে টেনে এনে গলাটিপে ধরলুম, তার যা কিছু ছিল সব নিলাম, কিন্তু হাঁক পাঁকানিই সার, তার কাছে দুটো পয়সার বেশী ছিল না, শেষে তার ঘাড় কেটে শ্মশানেশ্বরের মাথায় রক্ত ঢেলে চলে এলুম।

পিতা,—বেশ, বেশ, তুই আজ সকলকে ডেকে কোদাল পূজা করগে, তা হলেই অনেক পাবি।

পিতার কথায় পেমী আর সব মুর্দ্দাফরাসকে ডেকে কোদাল পূজা করিতে লাগিল।

তারপর দিন পেমী রাত্রি নয়টার সময় বটগাছের ডালে দুই পা ঝুলাইয়া বসে নিজের ভাবনা ভাবছে, এমন সময়ে "কৃষ্ণ নাম সত্য" এই আওয়াজ শুন্‌তে পেয়ে তার খুব আহ্লাদ হল; পেমী মনে করিল, "আজ কিছু লাগবে, এখন কি করে এদের ভয় দেখান যায়" এই মনে করে পেমী বটগাছের আর দুটী ডাল দুহাতে ধরে নাড়া দিয়ে খুব জোরে আওয়াজ করিতে লাগিল। যত পাখী গাছে ছিল একে একে সকলেই যে যার রব করতে করতে বাসা ছাড়িল, যাহারা সৎকারের জন্য মড়া নিয়ে আসিয়াছিল, বটগাছের কাছে এসে ভয়ে সকলেই সাহস হারাইল, কাহারও মুখ দিয়ে একটা কথাও সরলো না, সকলেই ভয় পেয়ে ঠেকা ঠিকি হয়ে জড়াজড়ি করতে লাগল। চিন্তামণি সর্দ্দার তাদের সঙ্গে ছিল, সে এই ব্যাপার দেখে সকলকেই সাহস দিয়ে বল্লে,—আচ্ছা, আমি আগে যাচ্ছি, যা হয় মোর হবে, মুই আগে যাচ্ছি।

সর্দ্দারের কথায় তাহাদের সাহসে কুলাইল না, সকলেই যেন পাঁচ বছরের ছেলের মত হয়ে পড়ল। সঙ্গীদের অবস্থা দেখে সর্দ্দার আবার বল্লে,—ভয় কি? ভূতের ভয়? ভূত কোথায়? ভূতটা কিছু করেত মুই ধরব। খুব জোরে নাম ডাকো।

সর্দ্দারের কথায় সকলে ভরসা করে খুব জোরে নাম হাঁকিতে লাগিল। সংসারের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! যে ব্যক্তি দুদিন আগে অন্ধকারে একলা! কত অসীম সাহসিক কাজ করেছে, আজ কিনা ভূতের নামে তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। শব বাহকেরা যত বট গাছের তলার কাছে আসতে লাগলো ততই ভয়ে কাঠের পুতুলের মত হয়ে পড়ল; একে পাখী গুলার বাসা ছাড়ার কলরব, তায় গাছের ডাল নড়ায় ভয়ের উপর ভয় বাড়িল, এমন কি তারা গায়ে গায়ে ঠেকা ঠেকি হয়ে দুই একজন পড়ে গেল, কেউবা পিছু ফিরিল। এই সময়ে পেমী গাছের উপর থেকে মহা চীৎকার করে লাফিয়ে পড়ল, যে দুই তিন জন সাহসে ভর করে এগুচ্ছিল তারাও "ওইগো" বলে মূর্চ্ছা গেল, কাঁধের মড়াও মাটী সাত হয়ে গেল, কিন্তু চিন্তামণি ভয়ে জড় সড় না হয়ে হুঙ্কার করে ভূতটাকে ধরলে। সর্দ্দার ও ভূতে খানিক্ষণ ঝটাঝটি হল, সর্দ্দারের তর্জ্জন গর্জ্জনে ভূতটা কাবু হল। সর্দ্দার বললে,—মুই দেখছি তুই মেয়ে মানুষ, তাই বেঁচে গেলি। তুই কে, আর আমায় কি দিবি বল?

সর্দ্দারের কথায় পেমী উত্তর করিল,—আমি পেমী। আমার বাবা ঘাটের কর্ত্তা। আমি একটা শোর দিব, আর মড়া পোড়াবার দান নিব না।

চিন্তামণি,—এক কলসী হাড়ুয়া দিবি বল? মুই চিন্তামণি, তা না হলে তোকে সাবাড় করবো।

পেমী,—তাই হবে।

চিন্তামণি পেমীকে এক কলসী জল আনতে হুকুম করিল। পেমী গাটা ঝেড়ে জল আনতে গেল। চিন্তামণি সাথীদের কাছে গিয়া দেখলে দু চারিজন কম আর সবে মড়ার সাথে মড়ার মত পড়ে রয়েছে। এদিকে জলের কলসী নিয়ে পেমী পৌঁছিল।

পেমীকে দেখে চিন্তামণি বললে,—দেখ্ পেমী, তুই চাঁড়াল গাঁয়ে হরিয়ার কাছে গিয়ে অমুক অমুক গাঁয়ে আচে কিনা জেনে আয়। আর বলিস যে সর্দ্দার ও মিতেরা ভাল আছে, কোন ভয় নাই, আর কারও আসবার দরকার নাই।

সর্দ্দারের হুকুমে পেমী চাঁড়াল গাঁ পানে ধাইল। চিন্তামণি উহার বন্ধুদিগের মুখে জলের ঝাপটা মেরে মূর্চ্ছা ছাড়াইল, কিন্তু মূর্চ্ছা গেলেও তাদের ভয় যায় না; তবে চিন্তামণির আওয়াজ জানতে পেরে ধড়ে প্রাণ পেলে। চিন্তামণি তাদের সেবা করছে, এমন সময় পেমী এসে খবর দিলে ওরা সবই গাঁয়ে আছে। হরিয়া ও আর আর সবে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, কিন্তু মুই তোর হুকুম মতে তাদের আসতে মানা করলুম।

চিন্তামণি পেমীকে বলিল,—পেমী মড়াটাকে তুলে বাঁধ।

সর্দ্দারের আদেশ মত পেমী তাই করিল। তারপর সর্দ্দার ও পেমী মড়াটাকে ঘাড়ে নিয়ে চলিল, সর্দ্দার যাবার সময় আর আর সকলকে বলে গেল "তোরা পিছু পিছু আয়" তারাও তাই কল্লে। শ্মশান পৌঁছিতে অধিক দেরি হল না। সর্দ্দার ও পেমী তথায় পৌঁছিলেই মুর্দ্দাফরাস তাড়াতাড়ি তাদের ঘাড় থেকে মড়া নাবাইতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগে ওরা মড়া নাবাইল।

পেমী হুকুম করিল,—তোরা ঝট চিতের কাঠ সাজিয়ে শেষ করেদে, দানের কথা কিছু বলিসনি, আমি আসছি, এরা থাক। এই বলে পেমী নিজে কুঁড়ের দিকে ছুট মারলে।

চিন্তামণি ও আর আর সকলে শ্মশানে বসিল, মুর্দ্দাফরাসেরা চিতার যোগাড় করতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পেমী একটা শোর ও এক কলসী ধাড়ুয়া নিয়ে এল, সর্দ্দারকে বললে,—আমি যা দিব বলেছিলুম এইঁ নাও।

চিন্তামণি,—পেমী ঝট করে চিতাতে মড়াটা তুলে আগুন ধরিয়ে দে, তারপর আয় হাড়ুয়া খাবি, ওরে পেমী, একটা পাত্র চাই, নয়তো কিসে হাড়ুয়া খাবি?

পেমী "আমি নিয়ে আসছি" বলে, মুর্দ্দাফরাসদিগকে শিগ্‌গির কাজ শেষ করবার কথা বলে আবার নিজের ঘরের দিকে ধাইল। এদিকে মুর্দ্দাফরাসেরা আধ-পোড়া বাঁশ ও ধঞ্চে এখানে সেখানে যা যা পাইল তাই কুড়িয়ে চিতা সাজিয়ে মড়াটাকে তুলে চিন্তামণিকে মড়ার মুখে আগুন দিবার জন্য ডেকে বললে,—ওরে ভাইকে মুখে আগুন দিবি আয়।

তাদের কথায় চিন্তামণি সঙ্গীদের একজনকে ডেকে বললে,—ওহে চল, আগুন দিয়ে আসি, তারপর বসে হাড়ুয়া খাওয়া যাবে, আর শোরটাকে ঝলসে নিলেই চাট খুব হবে।

সর্দ্দারের কথায় একজন মড়ার মুখে আগুন দিল।

মুর্দ্দাফরাসেরা বলিল,—তোরা যখন পেমীর মিতা তখন মোদেরও মিতা। মোর মিতা, তোরা বসগে, তোদের কিছু করতে হবে না, আমরা সব করবো।

সর্দ্দার দলের কাছে আসতে না আসতে পেমী একটা মড়ার মাথার খুলি সর্দ্দারকে দিল।

চিন্তামণি,—পেমী, হাড়ুয়া খাবি আয়।

সর্দ্দার সকলকে বাঁটতে সুরু করিল।

চিতার আলোকে চিন্তামণি পেমীকে দেখিল, পেমীও চিন্তামণিকে দেখিল; এই দেখা প্রথম দেখা, উভয়ের এই দেখা যে কি, ইহা খালি চিন্তামণি আর পেমী জানে।

যুক্তিমান জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক ইহার কিছুই জানে না; যে মজেছে সে মজেছে ও সে জেনেছে। যে মজেনি সে মজাটি

জানেওনি। সকলে গোটা রাত আনন্দের লহর ছুটাইয়া ভোরবেলায় ঘুমাইয়া পড়িল। চিন্তামণি ও পেমীর চক্ষু খুলিলে উভয়ের নজর এক হইল, কিন্তু আর সকলের ঘুম ছাড়িলে দিনমনি দেখিল।

চিন্তামণি,—ওরে আয়, দু এক পাত্র হাড়ুয়া টেনে ডোবায় নেয়ে ঘরে চল।

সকলে,—হাঁ ভাই, কিন্তু ঘরে গিয়ে তুই কালকের ভুতেব কথা কিছু বলিসনে।

চিন্তামণি,—দূর পাগল, ও কথা কি বলতে আছে? তা হলে সব ভূর যে ভেঙ্গে যাবে, এখন আয় হাড়ুয়া খাই।

হাড়ুয়ার খুলি একে একে সকলের কাছে পোঁছিল; মাঝে মাঝে রং তামাসাও চলিল, আর সকলেই পেমীর গুণ গাহিতে থাকিল। পেমী কোন কথা না কয়ে মিতাদের সেবা করতে লাগল। এই রকমে দুই এক ঘণ্টা কেটে গেলে চিন্তামণি বলিল,—আয়না ভাই, ডোবায় নেয়ে ঘরে যাই। কালকে যারা ভেগেছে তারা বাটে গিয়ে কত কথাই বলছে, আর অন্যেই বা কি মনে করছে। আর দেরী করা ভাল নয়, চল্ শিগ্‌গির যাওয়া যাক।

সকলে স্নানে চলিল, পেমীও তাহাদের পিছু পিছু চলিল; পেমীর নজর খালি চিন্তামণির উপর। যে পেমীর পরাণ পাথরের চেয়ে শক্ত ছিল আজ তার পরাণ ফুলের চেয়ে নরম হয়ে গেল। এই অদ্ভুত লীলা-রহস্য লীলাময় ভিন্ন কে বুঝিবে?

স্নানান্তে সকলে পেমীর কাছে আসিলে পর চিন্তামণি হাসিতে হাসিতে বলিল—পেমী মোরা আসি, আবার কখন কেউ মলে দেখা হবে।

চিন্তামণির কথায় পেমীর চোক থেকে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল, আর হিয়াটা কর্ কর্ করতে থাকল; কিন্তু বঁ্যাতে একটা কথাও

সরল না, ফ্যাল-ফেলে নজর ব্যতীত আর কিছু রহিল না। পেমীর অবস্থা বুঝে চিন্তামণি বলিল,—আরে পাগলি কাঁদচিস কেন? তোর পরাণ কেমন করছে? ঘরে যা ভাল হয়ে যাবে, মোরা চল্লুম।

এই বলিয়া সর্দ্দার সঙ্গীদের নিয়ে গাঁয়ের দিকে চলিল। পেমীর নজরও চলিল; যখন ওরা নজরের বার হয়ে গেল তখন পেমী হুতাস পরাণে নিজের কুঁড়ের দিকে ধাইল।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—ေ০ေ—

তিন ইয়ারের ভেট।

—ေ০ေ—

নদেরচাঁদ,—কিহে ভুড়ভুড়িচাঁদ! এতদিন কোথায় ছিলে? অনেক দিনের পর তোমার সঙ্গে দেখা হেলো, ভাল আছত?

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—ভাল আছি বৈকি, তা না হলে হেতা এলুম কি করে? টোলে ও দেশভ্রমণে অনেক দিন গেল। তুমি ভাল আছ?

নদেরচাঁদ,—তোমাদের কৃপায় বেঁচে আছি। তুমি অষ্টাদশ বিদ্যা শিখেছ, সমস্ত ধরটা বেড়িয়েছ, তবেত তুমি খুব বড় লোক হয়েছ। কিন্তু ভাই, বোকচাঁদটা তেমনই আছে। আমি কত বলি যে চিরকাল কি এই রকম কাটাবি, একুট ভাল হও, আর কদিনইবা বাঁচবি, বোকচাঁদ আমার কথায় হা হা করে হেসে বড় তামাসা করে উড়িয়ে দেয়। তা ভাই! তুমি এসেছ ভালই হয়েছ, এইবার জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। কিন্তু সে ছিনেজোঁক, কিছুতেই ছাড়ে না, যা বল অমনি মিটে মিটে ঠোনা দেয়। বোকচাঁদ নিমকহারাম নয়, এই গুণটা তার খুব, এজন্য সবাই তাকে ভালবাসে। বোকচাঁদ হাসিয়ে হাসিয়ে পেটের নাড়ি ভুড়ি ছিঁড়ে দেয়, বোকচাঁদ বড় লোকের বৈঠকখানার একটা উত্তম সাজ।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—তুমি যা বল্লে সমস্তই ভাল, তাতে সে নেমকহারাম নয়। আচ্ছা ভাই! বোকচাঁদের কি কিছু বদলাই নাই? এতো বড় আশ্চর্য্যের কথা! সময়ে সমস্তই বদল হয়। আমি যখন অধ্যাপকের নিকট পাঠাভ্যাস করিতাম তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন "দেখ ভুড়ভুড়িচাঁদ! কাল সকলকার চেয়ে বড়, কারণ কাল অনন্ত, কালেতে সমস্ত জিনিষকে বদল করে ফেলে। কালের সঙ্গে বুঝিয়া কেহ কালকে পরাস্ত করিতে পারে না। কালের আকার নাই, আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই; কাল নিরবচ্ছিন্ন অজানিত রহিয়াছে ইহার কারণ কালকে অজানিত বলে। অধ্যাপক মহাশয় আরও বলেন "কালের আর এক নাম শিব, আবার কেহ কেহ মহেশ্বরও বলে; আমরা যে কালকে সূর্য্যের দ্বারা ঠিক করিয়া লইয়াছি উহা কল্পিত;—যথা কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, দিন, মাস, বর্ষ ও যুগ। বাঘের ছেলে বাঘ বই মানুষ হয় না, সৎ থেকে অসৎ আসে না, বা অসৎ থেকে সৎ আসে না। জগতটি কল্পিত ব্যতীত আর কিছুই নয়, অসভ্য জগতে দিবা রাত্রি ব্যতীত কালকে নিরূপণ করিবার অন্য কোন সংজ্ঞা নাই, সভ্য জগতে কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, দিন, মাস, বর্ষ ও যুগ আছে। জাগ্রত অবস্থায় সংস্কারের কারণ কাল কত বড় দেখায়; চিন্তাতে কম বোধ হয়, আবার গাঢ় চিন্তায় আরও কম, স্বপ্নে তাহার অপেক্ষাও কম, সুষুপ্তিতে কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক দেহের ভিতর অবস্থা ভেদে কালের নির্ণয় বিষয়টা কত রকম হয় বুঝিয়া দেখ, মোট কথায় কালের কোন ঠিক নাই। যদি ঠিকই না রহিল আমরা কাল নির্ণয় সম্বন্ধে যাহা কিছু ঠিক করি তাহাও অঠিক, অতএব আমরা যাহা কিছু করি সেটি কল্পিত ব্যতীত আর কিছুই নহে। কালই যখন অঠিক, আর আমরা যাহা করি তাহাও যখন অঠিক, তবে কেননা অঠিকে অঠিকে বন্ধুত্ব হইবে?

অবশ্যই হইবে। কাল অনন্ত, কাল হইতে যাহা তাহাও অনন্ত, অতএব সমস্ত জগতটাই অনন্ত। বোকচাঁদের যে কিছুই বদল হয় নাই, এটা যে কি তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। দেখ আমি অনেক দেশ বেড়িয়ে এসেছি, কিন্তু একটার সহিত ঠিক আর আর একটার মিল দেখি নাই, দেশ ভেদে প্রভেদ অনিবার্য্য।

নদেরচাঁদ,—তুমি যে কি বল্লে তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তুমি খুব লেখা পড়া শিখিয়া বিদ্বান হয়েছ, বেশ, বেশ। কি বদল. বদল, কাল, কাল বল্‌লে, সাটে বুঝিলাম যে তুমি বোকচাঁদের বয়সের বদল কি বল্লে। বোকচাঁদকে যা দেখে গিয়াছিলে, এখন বোকচাঁদ তা নাই, পাঁচ বছরের ছেলে বিশ বছরের হলে কি তাই থাকে? তা নয়। তবে বোকচাঁদ আগে যেমন বড় তামাসা করত, এখন বুড় হয়েও তাই করে, আমি তাই বলছিলাম যে বোকচাঁদ সেই রকমই আছে।

এ কথায় ভুড়ভুড়ি হাঁ হাঁ করিয়া হাসিল, পরে বলিল,—তাই বলো, আমি ভাই মনে করেছিলাম যে বোকচাঁদ বুঝি এক রকমই আছে, তোমার কথায় আমার মাথা ঘুরে গেছল।

নদেরচাঁদ,—আমার মাথাও বোঁ বোঁ করে ঘুরছে, তোমার বিদ্যা দেখে আমার হিংসা হয়, আমিও যদি তোমার সঙ্গে যেতুম, তাহলে আজ কি আহ্লাদ হত, বল দেখি, তুমি যা সব বললে সব বুঝতে পারিতাম।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—না ভাই তুমি বেশ আছ, ঘরে বসে পায়ের উপর পা দিয়ে রাঁধা ভাত খাচ্ছ, এর চেয়ে আর সুখ কি বেশী আছে? আমাদের মত কষ্ট সহ্য করতে পারবে কেন? মরে যাবে আমরা এত কষ্ট করে লেখা পড়া শিখেও তোমার মত পায়ের

উপর পা দিয়ে বসে খেতে পাই না। বসে আহার করা মহা পুণ্যের কাজ, ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা না থাকিলে বিনা শ্রমে আহার জুটে না। তোমার উপর ভাগ্যলক্ষ্মী সদয়, তাই তুমি সবার চেয়ে বড়, সরস্বতী লক্ষ্মীর হাতধরা, তোমার লেখা পড়া শিখে কি হবে, যা বাপ দাদা রেখে গেছেন, তোমার পক্ষে যথেষ্ট, তাতে আবার তোমার ছেলে নাই। নদেরচাঁদ, কেন তুমি ছেলে হবার জন্য বাড়ীতে পুরাণ পাঠ করাও নাই?

নদেরচাঁদ,—আমি সবই করেছি কিছুই হয় না।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—বোধ হয় তুমি একমনে কাজ কর নাই, আর যারা ব্রতী ছিল তারাও উপযুক্ত নয়, আমার ইচ্ছা হয় যে তোমার জন্য কিছু করি। তবে যে জিনিষগুলির দরকার তোমাকে সেই গুলি যোগাড় করিতে হইবে, আর এক কথা, জিনীষগুলি সব খাঁটি চাই, আর আমার সঙ্গে যারা এই কাজ করিবে তাহাদিগকে শুদ্ধাচারী হয়ে থকিতে হইবে, আর তুমি অর্থের কৃপণতা করিতে পারিবে না। আমার কথামত কাজ করিতে যদি তুমি সম্মত হও, তাহা হইলে বোধ হয় আমি সফল হইতে পারি।

ভুড়ভুড়িচাঁদের কথায় নদেরচাঁদ কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া থাকিল। এমন সময় বোকচাঁদ সেখানে উপস্থিত হইল, ভুড়ভুড়িচাঁদের প্রতি চাহিয়া বলিল,—কিহে ভুড়ভুড়িচাঁদ! এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলে? আসিয়াই বাপু নদেরচাঁদকে জক্সক্ করে ফেলেছ। কি হে নদেরচাঁদ! গুঁতো খেয়েই যে চুপ মেরে রইলে। মুখে বাক সরে না যে, ভুড়ভুড়িচাঁদ বোবা করে ফেল্‌লে নাকি? ভাই ভুড়-ভুড়িচাঁদ কি ঔষধ শিখে এসেছিস, আমায় একটু দেনা ভাই, আমার বিশেষ উপকার হবে, কেননা আমাকে বড় লোকের কাছে যেতে হয়, তারা গাঁ গাঁ করে আসোরটা মাটি করে। জানিসতো ভাই,

তারা না জানে লেখা পড়া, না জানে রং তামাসা, খালি জানে শোক, কিন্তু অন্যকে দেখায় যে তারা যেন নাড়ুগোপাল। তারা যদি মানুষ হত তা হলে কি বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হত ? তারা কেবল ষাঁড়ের মত নাদ্‌তে পারে। তাদের গুণ আর কি বলব ? পরের কুচ্ছ শুনলে হাসির ধমকের চোটে রেলের গাড়ির দম ঝক মেরে যায়! তাই বলছিলাম তুমি আমার ন্যাংটার ইয়ার, যদি কেথায় কিছু পেয়ে থাক আমায় শিখিয়ে দিলে বড় উপকার হয়। ভাই নদেরচাঁদ! রাগ করোনা, তুমিতো জান তুমি ছাড়া আর সবাই—

নদেরচাঁদ,—দেখলে ভুড়ভুড়িচাঁদ! আমি যা বলেছিলাম ঠিক মিললো কি না ? রং তামাসা ছাড়া বোকচাঁদ থাকে না।

বোকচাঁদ,—ভাই আমাদের বাপ পিতামহের দরুন বিষয় নাই, আশাও নাই, তার দরুন সোটা নাই, খালি রং তামাসা নিয়ে থাকতে হয়, একটা না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না, তাহলে যে পাগল হতে হয়। আচ্ছা ভাই নদেরচাঁদ! তুমি ঠিক বল দেখি যখন তোমার বাপ ছিল তখন কত রং তামাসা করতে, কিন্তু কর্ত্তার স্বর্গে যাবার পর থেকে তুমি কেমন এক রকম হয়ে গেছ; তাতো হবারই কথা, তোমাকে নানা কাজ কর্ম্ম দেখতে হয়, কত ভাবতে চিন্তিতে হয়, কোথায় কি হল না হল খবর রাখতে হয়, এক মুহুর্ত্ত ফাঁক নাই যে আমোদ আহ্লাদ কর। কিন্তু ভাই তোমার মনটা সখের কি না, ঠিক করে বল দেখি ? আমি তো সবই জানি।

এ কথায় নদেরচাঁদের চক্ষে জল আসিল, সে উত্তর করিল,—তুমি যা বল্লে তা সবই ঠিক। প্রাণটা গড়ের মাঠ বটে, তবে মনের ভিতর

সব হামাগুড়ি দেয়, কিন্তু কি করি, সব দিগ বজায় রাখতে হবে তো? দেখনা বাবা মরে যাবার পর থেকে আমার লেখা পড়া সাঙ্গ হল।

বোকচাঁদ,—তাইতো বলি নদেরচাঁদ, আমাদের মত লোকের অনেক বাপ থাকা উচিৎ, কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা, একজন মরলো আর একজন অমনি যুড়ে বসলো, তা না হলে কি রং তামাসা হয়, লেখা পড়া হয়? এ কিনা বিষয় বিষয় করে জীবনটি গেল, ওর চেয়ে ভিখারীর ছেলে হওয়া ভাল, দেখনা আমি রং তামাসা নিয়ে থাকি, খাই দাই রগড় করে বেড়াই, কোন ভাবনা চিন্তা নাই। তবে ভুড়ভুড়িচাঁদ কেমন আছ?

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—তোমায় অনেক দিন পর দেখে মনে খুব আহ্লাদ হলো, আমি ভাই অনেক দিন অনেক টোলে ফিরে ঘুরে অনেক লেখা পড়া অনেক শিখে অনেক দেশ দেখে এলুম। এতক্ষণ নদেরচাঁদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা হচ্ছিল, তুমি আসাতে সোণায় সোহাগা হল। তোমার ছেলে হয়েছে? না নদেরচাঁদের মত।

বোকচাঁদ,—আমার পয়সা নাই যে হোম যাগ করে ছেলে হবে, তিনি ইচ্ছা করিলেই সব হয়। গরিবের সহায় তিনি, বাপ দাদারা দেখে শুনে নাম ঠিক রাখে। তুমি টোলে পড়ে বিদ্বান হবে, দেশ দেশান্তরে যাবে এইটী যেন বাপ দাদারা যেনে শুনে তোমার নাম ভুড়ভুড়িচাঁদ রেখে ছিল। আমি বোকা কোথাও যাবনা, তাঁরা বুঝেই ঠিক নাম দয়াছেন। তা ভাই বুকনি শিখেছ তা হলেই বেশ চলবে, টিকি রেখেছ, ওটা হজমী গুলি, ওটা না হলে কিছুই হয় না। তা বেশ্ বেশ্।

নদেরচাঁদ,—ভুড়ভুড়িচাঁদ এতক্ষণ কত কি বল্লে, ভুড়ভুড়ি খুব লেখা পড়া শিখে এসেছে, তা ভাই আমি কিছুই বুঝতে পারিলাম না। কি কাল, কাল, আরও কত কি বল্লে।

বোকচাঁদ,—বুঝেছি, বুকনিতেই জড় সড়, তবুও খাতা খুলে নাই।

নদেরচাঁদ,—তোমার আর ফাজলিমি চলবে না, এইবার জোঁকের মুখে নুন পড়বে।

বোকচাঁদ,—আর নুন দিতে হবে না, আপনিই গুটিয়ে গেছে; বাপ দাদাদের বিষয় পাই নাই যে পাঠা হব, আর দেবলেরা মজা করে খেয়ে পুত নরক থেকে উদ্ধার করে দেবে। পেটের দায়েই অস্থির, আমার লেখা পড়ায় কাজ নাই, আর পয়সাও চাইনা, এ দুটো মাথাটাকে গুলিয়ে দেয়। একটা বাক চাতুরিতে মজা লোটে, আর একটা ধনী হয়ে মজা দেয়। বোকা আছি ভালই আছি, আজকের আজ বুঝলাম, কালকের কাল বুঝব, তা হলেই রোজের জমা খরচ রোজ বুঝলাম, পরে মাথা ঘামিয়ে কালকে বুঝে কাজ নাই। কালেতে কালেতেই কালে খায়, আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে রাজা হয়। বুকনিতে আর কাজ নাই, যা দেখলাম তাই করলাম, মোটা মুটিই ভালরে বাপু, আজ মাছের ঝোল, কাল ডাটা চড়চড়ি, এরকম বিদ্যাবুদ্ধিতে কাজ নাই।

নদেরচাঁদ,—বোকচাঁদ! ভুড়ভুড়িচাঁদ কি বলে শুন না। ওহে ভুড়ভুড়িচাঁদ! তুমি যে কাল, কাল কি বল্লে? আর একবার বোকচাঁদকে বল না?

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—কালের আকার নাই, আদি নাই, মধ্য নাই, শেষ নাই, কালকে হারাতে কেহ পারে না, কালকে অজানিত বলে। সূর্য্যের দ্বারা যে কালকে ঠিক করা যায় তাহা কল্পিত, জগৎটাই কল্পিত, খালি সংস্কারের কারণ নানা রকম দেখি; কাল যখন অনন্ত, কাল হইতে যাহা তাহাও অনন্ত, ইহার কারণ জগৎটি অনন্ত।

বোকচাঁদ,—তুমি যা বল্লে সবই ঠিক, তবে কি জান ভুড়ভুড়িচাঁদ! পুকুরে যেটা ভুড়ভুড়ি কাটে সেটাও যা আর পুকুরটাও তা। বেশ, বেশ।

বোকচাঁদের কথায় ভুড়ভুড়িচাঁদের রাগ হইল, সে বলিল,— বোকচাঁদ! তুমি বোকা তাই বুঝতে পারলে না। ভুড়ভুড়িটা কোথায় কাটিতেছে, পুকুরে না আর কোথাও? যদি পুকুরে হয় তবে সব এক নয় কি?

বোকচাঁদ,—যদি সব এক, তবে কেন তুমি কার্য্য কর? কেন তুমি আমায় বোকা বল? সূর্য্যের দ্বারা যে কাল ঠিক করা হয় সেটিকে কাল্পনিক বল কেন? কাল অনন্ত, কাল হইতে যাহা তাহা অনন্ত, এই জন্যই সব বিষয়ই অনন্ত, এ কথা ঠিক্ বলেছ, কিন্তু ঠিক ধর্‌তে না পেরে মাঝে মাঝে ভুড়ভুড়ি কাটছ। এই জগৎটি যদি কাল্পনিক হয় তাহা হইলে তুমি যা বলছ তাও কাল্পনিক, তুমি তো আর জগৎ ছাড়া নয়। ভাষা শিখিলে হবে না, তলিয়ে দেখতে হবে ভিতরে কি আছে। এক বোকা পাঁঠা ভাল, নয়তো বৃহস্পতি হওয়া চাই, মাঝা মাঝিটা বড় সর্ব্বনেশে ব্যাপার।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—তুই কিছুই জানিসনি, তুই নিজে বোকা পাঁঠা, তোর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই। বোকচাঁদও যা আর ভুড়ভুড়িচাঁদও তাই, আহা কি বিদ্যা বুদ্ধি! তবে কি করে জগৎ উৎপত্তি হয় শুন:—

প্রথমে পুরুষ যাহা অব্যক্ত বলিয়া কথিত; পুরুষকে কাল ও শিব কিম্বা যে যাহা বল কোন ক্ষতি নাই। প্রকৃতিটি অব্যক্ত হয়, কেননা বিশ্বাস ব্যতীত ইহা ঠিক করিবার উপায় নাই এবং ইহাকেই প্রকৃতি তত্ত্ব কহে। প্রকৃতি তত্ত্ব হইতে মহতত্ত্ব, মহতত্ত্ব হইতে অহংকার তত্ত্ব, অহংকার তত্ত্ব হইতে একাদশটি বৈকারিক তত্ত্ব, যথা:—আকাশ, মরুত, তেজ, অপ, ক্ষিতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মন। এই চতুর্দ্দশ তত্ত্ব, আবার চতুর্বিংশতি করিতে হইলে কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, বাক, পাদ, পানি, লিঙ্গ, গুহ্য এই গুলিকে পরের পর ধরিতে হয়। কিন্তু চতুর্দ্দশ তত্ত্বতেই সমস্ত চলে, কেননা আর দশটা অপর গুলির

প্রকাশক মাত্র, অধিক কি পঞ্চতত্ত্ব ও মনকে লইলেই অবশিষ্ট তত্ত্ব গুলির তত্ত্ব অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

বোকচাঁদ,—তুমি যা বল্লে, সবই ঠিক, কিন্তু ধরতে ছুঁতে নাই। আয়িমার গল্পের মত শুনতে ভাল, কিন্তু কাজে নবডঙ্গা, কোন্‌টার পর কোন্‌টা, সেটাও ঠিক করা যায় না, তবে মহাজনের কাল্পনিক কথা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, যদি কেহ বিপরীত বলে সেটীর ঠিক করিবার উপায় নাই, কেননা দুই জনের অবস্থা সমান, বাস্তবিকই একজন আর একজনকে দেখাইয়া দিতে পারে না; এ অবস্থায় যাহার কথার পুট্‌কী বেশী সেই আসরে জয়লাভ করে।

সৃষ্টির সময় কেহই ছিল না, সেহেতু সৃষ্টির কথা বলা চলে না; আবার যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কাহার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন নাই, তবে অন্যে জানিবে কি প্রকারে? মহাজনেরা দুরদর্শী, যেহেতু বর্ত্তমান হইতে ভুত, ভবিষ্যত ঠিক করিয়া লয়। আজ কালকার গাঁজা-খোরের ফলিত জ্যোতিষ নয়। যাহা বর্ত্তমানে আছে, তাহা অতীতে ছিল, ফলত ভবিষ্যতে থাকিবে, কারণ নূতন কিছুই নাই, যাহা আছে তাহা চিরকালই আছে, যাহা নাই তাহা কোন কালেই নাই। মহাজনেরা স্থূল থেকে মাথা ঘামাইয়া কথার কেল্লা তৈয়ার করে সূক্ষ্মে যায়; আবার কেল্লাটিকে এমন ভাবে তৈয়ার করে যে বাহিরের শত্রু কেল্লা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকিতে পারে না। তবে কেহ কথার কেল্লা তৈয়ারি করিতে ইচ্ছা করিলে পারে। এইরকম অনেকেই আপন আপন কেল্লা তৈয়ার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু এত করেও রেহাই নাই, কেননা কেল্লার ভিতর যে সব ফৌজ থাকে, তারাই গোলমাল করে, কিন্তু তারা যতক্ষণ কেল্লার ভিতর থাকে, ততক্ষণ সবাই ঠিক, বাহিরে আসিলেই সর্ব্বনাশ। অন্যের কেল্লা দেখিয়া নিজের কেল্লার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ফৌজে ফৌজে লড়াই করে, যদি ঠকাঠক হয়, তবে হাত পা ভাঙ্গিয়া যে যার নিজের

কেল্লায় আশ্রয় লয়, আর যদি লড়াইটা খুব বেশী হয়, তা হলে দুজনের মধ্যে একজনের মহিমা প্রকাশ পায়, কারণ কোন কালেই এক সময়ে দুই কর্ত্তার আবির্ভাব হয় নাই। একের পতনে অন্যের উত্থান—এই নিয়মই চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। ভুড়ভুড়িচাঁদ! আমরা বোকা, মূর্খ, তবুও মোটা মুটি বুঝিতো। বাক চাতুরি শিখি নাই, বুকনি মুখস্থ করিনি বটে, যাহাতে প্রকৃতি তত্ত্ব, অহংকার তত্ত্ব, একাদশটী বৈকারিক তত্ত্ব ইত্যাদি বুঝিব। সাদাসিদে লোক সাদাসিদে বুঝি। মুটে মজুর পেটের জন্যই অস্থির, আর মায়ার জন্য মায়াতে কেঁদে মরি।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—আচ্ছা, তুমি মোটামুটি কি বুঝ বল দেখি?

বোকচাঁদ,—প্রকৃতি পুরুষকে কিছুই ঠিক করিবার উপায় নাই, ইহারা যে কে এবং কোথা থেকে আসে এবং ইহাদের কর্ত্তা কে, এ কথা কেহই বলতে পারে না; ইহার কারণ স্বয়ং বলিতে হয়, কিন্তু যতক্ষণ না স্বয়ং কথার উপর বিশ্বাস হবে ততক্ষণ বোঝান যাইবে না। একটা স্থান ঠিক নির্ণয় না করিলে দিক নির্ণয় হয় না, যেমন সূর্য্য না থাকিলে দিক নির্ণয় হইত না। মনে কর "ক," "খ," "গ," তিন জন লোক উপবিষ্ট আছে; "ক"য়ের পূর্ব্ব দিকে "খ" বসিয়াছে; "গ" "খ"য়ের পূর্ব্ব দিকে বসিলে "খ" "গ" এর পশ্চিম দিকে হইল,—যেটী পূর্ব্ব ছিল এখন সেটী পশ্চিম হইল। অতএব দেখ একটী স্থান ঠিক না করিলে, কোন দিক নির্ণয় হয় না। ফলত প্রকৃত দিক নাই।

১, ২. ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০ এই কয়েকটীকে বিশ্বাস না করিলে অঙ্ক বিদ্যা হয় না। একের পিছনে কি আছে বলিলে ধাঁধাঁ লাগে। ইহা বলিয়া (১) পরের পর অর্থাৎ ১।২।৩।৪ ইত্যাদি যাহা, তাহা অস্থিত্ব পঞ্চম নয়, কারণ নয়টী সংখ্যা ও একটী শূন্য হইতে জগতে অঙ্ক বিদ্যা চলিতেছে। যদি (১) একের পিছনে কিছুই নাই বলিয়া একের

(১) পরেও কিছুই নাই বলা হয়, তাহা হইলে আদি, মধ্য ও শেষ কিছুই নয় ইহা প্রকাশ পায়।

(১) একের পর যত শূন্য বসাইবে ততই সংখ্যা বাড়িবে, যথা, ১০০০ হাজার। কিন্তু সংখ্যাটি পুঁছিয়া দিলে সব (০০০) শূন্যময় হইল। তদ্রূপ গোড়ায় বিশ্বাস করিয়া একটীকে না ধরিলে সমস্তই শূন্য ময় হয়। এক হইতে আনিলে পূর্ব্ববৎ দর্শন বলে, যথা এক দুই দশ হাজার ইত্যাদি; তার পর হইতে একে আসিলে পরবৎ দর্শন বলে, যথা দশ হাজার ইত্যাদি। এই দুইটী পথ ব্যতীত জগতে তৃতীয় পথ নাই; হিমালয় পর্ব্বতকে মাথা দিয়া ঢু মারিয়া চূর্ণ করা যদিও কালে সম্ভবপর হইতে পারে, তথাচ প্রকৃতি পুরুষকে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। অস্তিত্বকে তুমি যদি বিশ্বাস না কর তাহা হইলে তোমার অস্তিত্বের অস্তিত্ব কই ? যদি তোমার অস্তিত্ব ঠিকই না হইল তাহা হইলে তুমি যাহা কিছু বল বা তর্ক কর তাহাও ঠিক নয়। প্রকৃতি পুরুষের উপর ইহা যুক্তিসিদ্ধ নয়, কেমন হে ভুড়ভুড়িচাঁদ।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—দেখ নদেরচাঁদ, বোকচাঁদ যা সব বল্লে বড়ই ঠিক, আমরাও কোন পুস্তকে প্রকৃতি পুরুষের কর্ত্তাকে কোথাও পাই নাই, তবে সকল পুস্তকেই স্বয়ং বা স্বয়ম্ভু পাই; তা হলে বিশ্বাস ব্যতীত উপায় নাই। বোকচাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞান খুব উচ্চ, আমি অনেক দার্শনিকের সঙ্গে এই সব বিষয়ে কথা কহিয়াছি কিন্তু এমন যুক্তিসিদ্ধ কথা কোথাও শুনি নাই।

নদেরচাঁদ,—সাপের হাঁচি বেদে চেনে। আমরা তো বোকচাঁদের মত নিরেট গাধা আর একটা দেখতে পাই না। বোকচাঁদের যদি আক্কেল বুদ্ধি থাকবে তা হলে বোকচাঁদ সাধারণ সভায় যায় না কেন ? উহার নাম খবরের কাগজেই বা উঠে না, আর বাহির থেকে পয়সা রোজগার করতে পারে না কেন ? আমাদের দেশে বোকচাঁদকে একটা

মস্ত বানর বলেই জানে, খালি রং তামাসা করে বেড়ায়, আর ঘরের কোনে চুপ করে বসে থাকে, কিন্তু ভুড়ভুড়িচাঁদ! বোকচাঁদের বিশ্বাস খুব বেশী, যদিও বোকচাঁদ চালাকদাস, তবু বিশ্বাসের দরুন মাটী হয়ে গেল, যাকে একবার বিশ্বাস করবে কিছুতেই আর অবিশ্বাস করবে না, ইহার দরুন খুব ঠকেছে কিন্তু তাতেও তার ভ্রূক্ষেপ নাই, এঁকের কৃপায় আবার ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে উঠছে। এদেশে বিশ্বাসঘাতকতাটি প্রবল, এই জন্যই এদেশে কেহ প্রকৃত বড় হইতে পারে না, যাদের পেটে একখানা মুখে একখানা, তারাই এদেশে সব লোটে। অন্যদেশে অসভ্যেরা মেরে ফেলে, কেঁড়ে কুঁড়ে নেয়, কিন্তু আমাদের দেশে খালি আইন বাঁচিয়ে জীয়ন্তের সব লুটে পুটে নেয়। মেয়েরা যে বলে ভাল মানুষের বংশ থাকে না, এ হিঁয়ালিটি ঠিক।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—তুমি লোকের প্রকৃতি বুঝ না। একপয়সায় কেহ তিড়বিড়িয়ে বেড়ায়, আর কেহবা কোটী টাকার মালিক হয়ে চুপ করে বসে থাকে, কিন্তু বোকচাঁদের যা মাথা ওমাথা কখনই চুপ করে থাকবার নয়; যদি তুমি বাঁচ আর বোকচাঁদ বেঁচে থাকে দেখবে বোকচাঁদ একবার ওলট পালট করবে করবে। কিন্তু বোকচাঁদের একটা মস্ত দোষ আছে, যা দিয়ে লোক বড় হয় সেই ভড়ংই লোকের কাছে ভেঙ্গে দেয়, অন্যে কেহ ভুড় ভাঙ্গে না। অপরে অন্যকে গাধা বানিয়ে নিজে বড় হয়, কিন্তু আমাদের বোকচাঁদ সকলকে সেয়ানা করে দিচ্ছে; এই বিপরীত পথের দরুন কতদুর কৃতকার্য্য হবে সন্দেহ। যে দেশে যে রকম চলন সে দেশে সে রকম ব্যবস্থা না করলে বড় হওয়া যায় না। বোকচাঁদ সবই জানে, কিন্তু প্রকৃতির দরুন কিছুই করিতে পারিতেছে না। তা নদেরচাঁদ! ওসব বাজে কথা এখন ছেড়ে দাও। বোকচাঁদ! তারপর মোটা কি রকম বুঝেচ বল দেখি?

বোকচাঁদ,—মনে কর হর ও গৌরী নামে দুইটী ব্যক্তি আছে, একটী পুরুষ, অপরটী স্ত্রীলোক। যদি হর ও গৌরীর মা বাপের কথা জিজ্ঞাসা কর তাহলে গোল বাড়বে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃতি পুরুষের কর্ত্তা কে, ইহা কোন পুস্তকে লেখা নাই এবং তুমিও তাহা স্বীকার করিয়াছ; অতএব এক মাত্র বিশ্বাস ব্যতীত ইহার মীমাংসা হইতে পারে না।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—প্রকৃতি পুরুষের কর্ত্তা কে, কেহ জানে না, কাজে কাজেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে হয়; কিন্তু আমরা সকলেই দেখিতেছি যে পিতামাতা ব্যতীত সন্তান সন্ততি হয় না, এস্থলে পূর্ব্ব পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

বোকচাঁদ,—এইরূপ জিজ্ঞাসায় "তার পর, তার পর" করিয়া অনন্ত কাল ঘুরিবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি একটী খুঁটী না ধরিলে সব অঠিক হয়; আরও দেখ ভ্রূণ তার জন্মদাতাকে কি জানিতে পারে?

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—না, কখনই পারে না।

বোকচাঁদ,—তবে ওকথা জিজ্ঞাসা কেন?

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—বড় হলে সে তার জন্মদাতাকে জানতে পারে।

বোকচাঁদ,—বড় হলে জানতে পারে যে অমুক আমার জন্মদাতা, কিন্তু সে না হতে পারে। এখন সে তাহাদিগকে পিতা মাতা বলিবে কি না?

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—অবশ্য।

বোকচাঁদ,—যেমন ভ্রূণ জানিল না যে তার কে পিতা, বড় হইয়াও তাকে পিতা বলিল না, বিবাহের পিতাকে সে পিতা বলিয়া চিনিল। কিন্তু বাপ মা না হলে জন্ম যে হয় না এটা ঠিক। এইটী সে দেখে শুনে পরে ঠিক বুঝিল। তবে প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া জগৎ নয় এটাও ঠিক

হইল। তবে প্রকৃতি পুরুষ না বলিয়া সম্প্রদায় অনুসারে যার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতে পারে, তাতে কোন ক্ষতি নাই, তবে বিয়ের জোড় জন্ম না দিলেও তাহাদিগকে পিতা মাতা বলিতে বাধ্য। ফলত সম্প্রদায় অনুসারে পিতা মাতা বলা উচিৎ, অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে পিতা মাতা বলা যাইতে পারে না।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—এ কথা অবশ্য স্বীকার করি।

বোকচাঁদ,—আচ্ছা বলিলে কি হয়।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—সমাজে কুপুত্র বলে।

বোকচাঁদ,—তবে নিজ সম্প্রদায়ের প্রকৃতি পুরুষ ব্যতীত অন্য কাহাকেও বাপ বলা যাইতে পারে না।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—না।

বোকচাঁদ,—সকলের গোড়া যে এক, ইহা জানিতে পারিলে এবং পিতা মাতা ব্যতীত জন্ম হয় না ইহাও বুঝিলে? কিন্তু ভ্রূণ অবস্থায় জানা যায় না, বড় হইলে জানা যায়। সেই রকম দেখিয়া, শুনিয়া ও পড়িয়া জ্ঞানী হইলে জানিতে পারে যে আসঙ্গলিপ্সা হেতু প্রকৃতি পুরুষ হইতে এই ঘূর্ণমান জগৎ হয়। মহাজনেরা মোটা দর্শনে মাথা ঘামাইয়া সূক্ষ্ম দর্শনে যায়। মানুষের জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু প্রতিদিনই ঘটিতেছে এবং এই ঘটনাগুলি হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঠিক হইয়াছে। প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রধানত্ব আছে, তাই এককালে সবাই মরে না, যে যার ভোগ নিজে কর্ম্মানুসারে ভোগ করে; বাস্তবিক সমস্ত জগতের নাশ এক সঙ্গে হয় না, তাই প্রলয়ে প্রকৃতিতে অব্যক্ত ভাবে থাকে, তবে ইচ্ছা হইলে পুনঃ ব্যক্ত হয়।

বোকচাঁদ,—হর ইচ্ছা করিল যে আমি বহু হইব অর্থাৎ বংশ বৃদ্ধি করিব, গৌরীরও ধারণ করিতে ইচ্ছা হইল, গৌরীর উদরে শৃঙ্গার পরশে ঋতুর সংযোগে হরের ঔরসে জীবের জন্ম। প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়,

তারপর কর্ম্মেন্দ্রিয়, তারপর চৈতন্য। একাদশ মাস একাদশ তত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। সপ্তম মাসে উদরে জীবের পূর্ণাবস্থা, কিন্তু দশ হইতে একাদশ মাসের ভিতর ভূমিষ্ঠ হয়। হর গৌরী প্রকৃতি তত্ত্ব, আমি বহু হইব ও সঙ্গম মহতত্ত্ব, আর অহংকারতত্ত্ব আকাশ, মরুত, তেজ, অপ, ক্ষিতি, কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা। পঞ্চভূতের ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গুণ এক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ. মর্ম্ম চৈতন্য, বিসর্গ, শিল্প, গতি, উক্তি, কর্ম্ম, গুহ্য, লিঙ্গ পানি, পাদ, বাক এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনটী কই?

বোকচাঁদ,—বায়ু, পিত্ত ও কফ।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—আচ্ছা তিনি আদিতে জলে শয়ন করিয়া থাকেন, তোমার তা কৈ?

বোকচাঁদ,—কেন গর্ভোদক।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—তা হলো যদি, তা হলে ধরা, মেরু ও জঙ্গল কই?

বোকচাঁদ,—জরায়ু, মেরুদণ্ড ও শরীরের চুল।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—সমস্ত জগৎ তো প্রকৃতির অনুগ্রহে রহিয়াছে, তবে ভ্রূণ কাহার অনুগ্রহে থাকে?

বোকচাঁদ,—মা গৌরীর অনুগ্রহে থাকে এবং তার রসেই দিন-দিন বাড়ে।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—মার রস সে কি প্রকারে পায়?

বোকচাঁদ,—শিশুর নাড়ীর সহিত মায়ের নাড়ীর সংযোগের হেতু পায়, তাই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে শীঘ্র নাড়ী ছেদন নিষেধ; যদি শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয় মায়ের রক্ত সঞ্চালনে অনেক স্থলে প্রাণ পায়, কিন্তু তাড়াতাড়ি নাড়ী কাটিলে আর সে উপায় থাকে না; আবার

যদি মা মৃতবৎ হয় তাহা হইলে শীঘ্র নাড়ী ছেদন কর্ত্তব্য, নতুবা মায়ের মৃত্যুতে সন্তানের মৃত্যু সম্ভাবনা।

ভূড়ভুড়িচাঁদ,—নাড়ী ছেদনের পর আর মাতার সহিত শিশুর সম্পর্ক থাকে না?

বোকচাঁদ,—না, তবে যদি থাকিত তাহা হইলে মায়ের মৃত্যুতে শিশুর মৃত্যু হইত, মায়ের ব্যারামে শিশুর ব্যারাম হইত, মায়ের অন্নাভাবে শিশুর অন্নাভাব হইত, মায়ের হোচট লাগলে শিশুকে লাগিত। প্রকৃতি পুরুষ হইতে একবার আলাহিদা হইলে আর মোটাতে এক থাকে না। সূক্ষ্মে চিরকালই এক আছে, স্থূলে সমস্ত এক বলা পাগলের পরিচয়।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—শিশু জন্মিবা মাত্র কেন অন্ন চায়?

বোকচাঁদ,—অন্ন হইতে জন্মিয়াছে তাই অন্ন চায়।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—আচ্ছা কি করে অন্ন হইতে জন্মিল তুমি বল দেখি?

বোকচাঁদ,—সূর্য্য রশ্মির দ্বারা জল আকর্ষণ করে এবং ঐ জল পরে মেঘে পরিণত হয়, মরুত স্বভাবসিদ্ধ গুণে মেঘকে তরল করে, ক্ষিতি স্বধর্ম্ম গুণে গ্রহণ করে, চন্দ্র রশ্মি রূপে অকাতরে রস দান করে, এইরূপে অন্ন প্রস্তুত হয়। অন্ন জীবন-ধারণ ও বীজের কারণ। বীজ যোনি ক্ষেত্রে ভূতকে উৎপাদন করে।

নদেরচাঁদ,—ওহে ভুড়ভুড়িচাঁদ! তুমি আজ অনেক বোকচাঁদকে বকিয়েছ, আজ থাক্ আর একদিন হবে।

বোকচাঁদ,—হওয়া-হয়ির পালা হয়ে গেছে, এখন লওয়া-লয়ির পালা পড়েছে। ভুড়ভুড়িচাঁদ! হজমী গুলি দিয়ে, আর বেওয়ারিশ গেরুয়া পরে, নাবালকদিগকে বা নাবালিকাদিগকে মর্ত্ত্য থেকে স্বর্গে পাঠাইও না। তারা গোবেচারা, তা না হলে রোজ অবতার গড়ে আর ভাঙ্গে। দেখ না মা, বাপ, ভাই, বোন, কুটুম্ব ও প্রতিবাসীকে

অন্ন না দিয়ে দেবতা হচ্ছে! তুমি ভাষা শিখেছ সেই জন্য বলছি। কি জানি, তুমি না দেবতা হও। ভাসা নাবালক ও নাবালিকাদের গুরু হওয়া আর আশ্চর্য্য কি? যখন তারা এটা বুঝে না যে গুরু আমাদের মুখ দিয়ে রক্তউঠা কড়ি কিম্বা বাপ-দাদার সঞ্চিত পয়সাগুলি নিয়ে মজা লোটে, আর আমরা হেলায় পয়সা দিয়ে তার পদ সেবা করি! এরকম লোকের .জন্ম অন্যের পদ সেবার জন্য। তা না হলে হাজার বল হেলেও না, দোলেও না। গাধা সব করতে পারে, খালি ভাতের কাঠিটি বইতে পারে না। ভুড়ভুড়িচাঁদ! যদি তোমার বেতের ভয় থাকে তা হলে কিছুদিনের জন্য অন্যকে মজিয়ে এ মজা লুটো না।

ভুড়ভুড়িচাঁদ,—বোকচাঁদ! বেতের ভয়টা কি?

বোকচাঁদ—তুমি জান না? তবে আয়িমার গল্প বলি শুন।

একজন যমের ঘর থেকে ফিরে এসেছিল, তাকে দেখে প্রতিবাসীরা জিজ্ঞাসা করলে,—কিরে গোবেচারা! তুই মরে গিয়ে আবার এখানে এলি কি করে?

গোবেচারা উত্তর করিল,—যম সিংহাসনে বসে আছে, আমাকে যমদূতেরা তার সামনে নিয়ে গেল, চিত্রগুপ্ত যমের পাশে বসে খাতা উলটাচ্ছে, খানিক পরে খাতা ঘেঁটে চিত্রগুপ্ত বল্লে "যমরাজ! গোবেচারা সত্যই গোবেচারা. এ কিছুই জানে না, পরের কথায় উঠে বসে, এ লোকটা নিজে ভাষা শিখে খুব বাহাদুরি' নিয়ে সমাজের অনিষ্ট করেছে।

যমরাজ,—চিত্রগুপ্ত, তুমি যা বল্লে তা ঠিক, কিন্তু এতো মানুষ! পশুতো নয়! আবার যখন ভাষার বাহাদুরি নিয়েছে, তখন ওকে কসে পাঁচ ঘা বেত লাগাও, তা হইলে বাহাদুরি যাবে।

দুই চারি ঘা বেত লাগাতেই গোবেচারা আর সহ্য করিতে পারিল না, পরে বল্লে,—ধর্ম্মাবতার! অমি কিছুই জানি না। অমুক লোকটা আমার

ভুলিয়ে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে। আমি ভাষা জানতুম, কিন্তু ভাসা ছিলাম।

যমরাজ,—তোর সর্ব্বনাশ কে করেছে?

গোবেচারা,—যাহারা বিদ্বান।

যমরাজ রেগে চিত্রগুপ্তকে বলিল,—বোলাও ওসকো।

অমনি তাকে পিছমোরা করে বেঁধে রুলের গুঁতো দিতে দিতে নিয়ে এলো; যমরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—কিরে এই লোক তোকে মজিয়েছে?

গোবেচারা বলিল,—আজ্ঞে হাঁ।

অমনি সপাসপ করে বেত পড়তে লাগল, আর সে "বাবারে, মারে, গেলুমরে" বলে চীৎকার করতে থাকলো। এমন সময়ে আর একজন কায়স্থ সেখানে এলো। আমি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছি, চিত্রগুপ্ত খাতার অনেক পাত উলটে উলটে শেষ বল্লে,—যমরাজ! লোকে বলে এ লোকটা ভারি বদমায়িস, বোকা, মূর্খ, কিন্তু সামাজিক ধর্ম্ম ঠিক আছে, তাই এই লোকটাকে ভাসা বলে বোধ হয় না। আর মরবার সময় এঁড়ে গরু কায়স্থকে দান করেছে।

যমরাজ তাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুই আগে পুণ্য না পাপ ভোগ করবি? তোর সবই পাপ, কেবল শেষে একটু পুণ্য আছে। তোর যা ইচ্ছা তাই বল।

যমরাজের কথায় সে উত্তর করিল,—মহারাজ! যখন সবই পাপ, তবে আগে পুণ্য ভোগ করবো।

যমরাজ,—চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তোর হুকুমে এঁড়ে রহিল, তুই যা বলবি ও তাই করবে।

কায়স্থ,—আমি যা বলবো আমার এঁড়ে তাই করবে?

যমরাজ,—হাঁ তুই যা বলবি এঁড়ে তাই করবে।

উভয়ের এই কথা হইতেছে, এমন সময়ে এঁড়ে সিং নাড়তে নাড়তে তার কাছে এসে দাঁড়লো।

যমরাজ,—এই তোর এঁড়ে, তোর যা ইচ্ছা তাই কর্।

কায়স্থ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এঁড়েকে হুকুম করিল "এঁড়ে দে তুই সিং দুজনার পেটে।" এঁড়ে যেমনি ধাইল, যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত অমনি ভোঁ ভোঁ দৌড় দিল, এঁড়েও পিছু পিছু ছুটিল। কায়স্থ এই সময়ে তাড়াতাড়ি যমরাজের সিংহাসনে বসে হুকুম জাহির করিল—"যত কয়েদী আছে বেকুসর খালাস, বেকুসর খালাস, বেকুসর খালাস।" তাই আমি যমের ঘর থেকে ফিরে এলুম।

দেখ ভুড়ভুড়িচাঁদ! একটাতেই সপাসপ, যতজনকে মজাবে ততই সপাসপ বাড়বে। তাই বলি ওসবে যেও না। পুরাতন বাপ-দাদাদের যা আছে তাই বজায় রেখে পেটের কাজটা করে লও। মাথার কাণ্ডতো দেখলে? মাথা থাকলে সদাই সুখী।

নদেরচাঁদ,—আর ফাজলামী করে কাজ নেই, চল বাড়ী যাই। সকলে বাড়ী যাইল, নদেরচাঁদের অবসর হইল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হরিরাম ও শিবরাম।

হরিরাম,-বর্ণ ও আশ্রম কি?

শিবরাম,—তুমি জান না বর্ণ ও আশ্রম কি? তবে বলি শুন। আগে খালি কাল বর্ণ ছিল এবং উহাদের কোন নির্দিষ্ট বাস ছিল না, জঙ্গলে পশু বধ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, চাষ কি তাহাও জানিত না। কিছুকাল পরে পনিরা আসিয়া জঙ্গলে আগুন দিয়া বীজ ছড়াইতে শিখিল। যখন দেখিল প্রচুর শস্য জন্মে তখন চাষের কাজ আরম্ভ করলে। জঙ্গল পুড়িয়ে আবাদের পক্ষে খুব সার হয়, এমন কি দু তিন বছর বিনা পরিশ্রমে খুব ফসল পাওয়া যায়; আবার দুই তিন বৎসর পতিত রাখিলে বরাবর সমান ফশল জন্মায়, এ জন্যই বুনোরা এক স্থানে অনেক দিন বাস করে না। যখন সভ্যতা বাড়িল তখন ডেকোবুকো বলিয়া এক জন সর্দ্দার হইল, এই সর্দ্দার ক্রমে ক্রমে রাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া উঠে। রাজ-চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সঙ্গে জাতির সুত্রপাত, জাতি হইতে সভ্যতার বিকাশে যন্ত্র, তন্ত্র, অস্ত্র-শস্ত্রের বৃদ্ধি পাইল। এইরূপে অপরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দুর্গ প্রস্তুত হইল, শাস্ত, বর্ধার

প্রতীকার জন্য গৃহাদির স্থষ্টি হইল। তারপর আর্য্যদের দ্বারায় কৃষি ও বাণিজ্য যথেষ্ট চলিল। বেণের পুত্র পৃথু থেকে লাঙ্গল চাষ হইল, পৃথু প্রভু হরের নিকটে কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। বেনের প্রপৌত্র প্রাচীন বহী বিন্ধ্যাচলে প্রথম প্রাচীনবর্ষ নগর স্থাপন করে, এই নগরবাসীরা পরে বিন্ধ্যাচলবাসী বলিয়া কথিত। ইহাদের বিবাহ সমুদ্রবাসাদিগের সহিত হইত। প্রচীনবর্ষবাসীরা বহুকাল বিন্ধ্যাচলে রাজত্ব করিয়াছিল; ইহারা মৃতদেহকে দাহ করিত না, অবস্থা অনুসারে কেহ কেহ মাটীতে পুতিয়া ফেলিত, কেহবা ফেলিয়া দিত। প্রভু হর মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করেন। তিনি দক্ষ রাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রভু হর ও কশ্যপ উভয়ে এক কি না সন্দেহ হয়। পূর্ব্বের গৌরী নদী ইদানীং অক্সাস বলিয়া কথিত। কশ্যপ কাশ্মীর স্থাপন করেন। তাহার রং সাদা ছিল। কাশ্মীর হিমালয়ের অন্তর্গত। কশ্যপও সপ্তর্ষির একজন, যথা কশ্যপ, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু ও ভৃগু।

মরীচির পুত্র কশ্যপ। কোন কোন পুস্তকে কশ্যপের পুত্র মরীচি বলিয়া উল্লেখ আছে। বংশ ও কার্য্যের গোলমাল প্রযুক্ত কিছুই ঠিক করা যায় না. কেননা নানা পুস্তকে নানা কথা। মানব ধর্ম্ম প্রভূ হর হইতে প্রচার, আর মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শন লিখিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের পরিচয় দিয়াছে। হর গৌরী হইতে পরে কাল্পনিক শিব দূর্গা হইয়াছে ও শৈব দর্শন হইয়াছে; তবে এইটী কতদূর যুক্তিসঙ্গত পাঠক-পাঠিকারা ঠিক করিয়া লইবে।

দত্তাত্রেয় হইতে শিব নামের জাহির হয় এবং তাহার অবধূত গীতা নজির রহিল। শিব অর্থাৎ মঙ্গল, এইরূপ দর্শনকে অপটিমিজ্‌ম বলে। দত্তাত্রেয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের গুরু ছিল। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সগরের পিতা বাহুকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া

পরশুরামের পিতাকে হত করিয়াছিল; ইহার কারণ পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে ও অন্য ক্ষত্রিয়গণকে এত হত করিয়াছিল যে উহাদের রক্ততে নদী হইয়াছিল। পরশুরাম ঐ রক্ত-নদী হইতে রক্ত লইয়া পিতৃ তর্পন করিয়াছিল। পুরাণের পুরাতন গল্পটী বেদের বিশ্বামিত্রের সহ বশিষ্ঠের যুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়; বাস্তবিক এই যুদ্ধে বিশ্বামিত্র পরাজিত হওয়ায় বশিষ্ঠের বল বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগমার্গ প্রবল হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যতপ্রকার দর্শন আছে ৺ কপিলের সাংখ্য-দর্শন সকলের আগে হয়। প্রভু হরের নিকট হইতে ৺ বশিষ্ঠ গুপ্ত-নীতি শিক্ষা করিয়া তাহার প্রিয় শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকে শিক্ষা দিয়াছিল। যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ খণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধতে এ কথা ব্যক্ত করিয়াছে।

হরিরাম—তুমি কি নানা কথা কহিতেছ? বর্ণ ও আশ্রম কি তাই বলনা?

শিবরাম,—একটা বলতে গেলে দুই একটা পাগলামী করতে হয়। বর্ণ ও আশ্রম কি তাহা বলি শুন। প্রাচীনবর্ষে বর্ণ ও আশ্রম ছিল না এবং আর্য্যদের প্রথম অবস্থাতে বর্ণ ও আশ্রম ছিল না, তবে বহুদিন পরে মনুর দ্বারা বৃত্তি অনুসারে চারিটী বর্ণ হয়; ঐ চারি বর্ণের অনুলোম ও বিলোম সংযোগে নানা বর্ণ হইয়াছে।

হরিরাম,—শ্বেতের কথা বলিয়াছ, কিন্তু লালের কথাত বল নাই?

শিবরাম,—ইক্ষ্বাকু ও তাহার নয়টি ভাই, কিন্তু ইহারাও কশ্যপ বংশ বলিয়া কথিত। শ্বেতবর্ণের সঙ্গে হলুদ বর্ণ মিশাইলে লাল বর্ণ হয়। কশ্যপের কন্যা সুমতিকে সগর বিবাহ করিয়াছিল, এ কথা কতদূর সঙ্গত তুমিই ঠিক করিয়া লও।

হরিরাম,—তারপর ?

শিবরাম,—চারি বর্ণের অনুলোম ও বিলোম সংযোগ খুব চলিল। যে গৃহে থাকিয়া কার্য্য করিত সে গৃহী হইত, আর যাহারা বন জঙ্গলের আশ্রমে থাকিয়া ফল মূল খাইয়া যোগ অভ্যাস করিত তাহারাই মুনি বা ঋষি হইত। যখন লালেরা ভারতে রাজা হইল তখন কালদিগকে আর কন্যাদান করিল না, বাস্তবিক কালরা সুবিধা পাইলে উহাদের কন্যাকে হরণ করিতে লাগিল, কিন্তু কালর কন্যাকে ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে লাগিল। এই রূপ ক্রমে ক্রমে শ্বেত ও লালের এত অধিক প্রভুত্ব হইল যে কাল পুরুষের দ্বারায় শ্বেতের বা লালের গর্ভে অপত্য জন্মিলে তাহাদিগকে নীচ জাতি বলা হইতে লাগিল। যখন বর্ণ ও আশ্রম ছিল না তখন স্বগোত্রে বিবাহ চলিত ; রামায়ণ ও মহাভারত পড়িলে এ সংবাদ জানা যায়। পূর্ব্বে আদৌ বিবাহই ছিল না, শ্বেতকেতু হইতে বিবাহের প্রচলন। শৌনিক হইতে বর্ণ, আর যাজ্ঞ্যবল্ক হইতে আশ্রম হয়, কিন্তু কখন কোনটী হইয়াছে ইহা ঠিক করা যায় না ; তবে বর্ণ ও আশ্রম বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহাতে কত বার কত গোলমাল হইয়া গিয়াছে, আবার হইয়াছে, ইহার ঠিক নির্ণয় বড় দুরূহ ব্যাপার, কারণ তারিখ কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। গোড়া ধরিয়া কাজ চলে না, সামাজিক ব্যাপার ধরিয়া কাজে হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পৌত্তলিক হইলে দেবল বলিত, এখন কি তা হয় ? পূর্ব্বে কাণীন ক্ষেত্রজ ও পৌণ্ড্র পুত্র সমাজে চলিত, কিন্তু এখন চলে না। পুত্রিকা পুত্র মাতামহের বিষয় লইলে মাতামহের নাম লইত, কিন্তু এখন সেরূপ চলে না। বহু-বিবাহ অর্থাৎ পলীগ্যামী ও পলীএণ্ড্রি চলিত, এখন পুরুষে চলিতেছে, কিন্তু মেয়ের পালা শেষ হইয়াছে। সংহিতা হইতে আবার বর্ণের বিচার হইয়াছিল কিন্তু আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের সময়

গোলমাল হইয়াছিল। আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর দুইটি দল হওয়াতে একটি বৌদ্ধ রহিল, অপরটি তান্ত্রিক বৈষ্ণব হইল। আবার শঙ্করাচার্য্য হইতে শিব ও শক্তি আসিয়া কতকটা রক্ষা পাইল। বর্ণ বিচারটি দেবলের প্রবল হইল। আবার বোপদেব হইতে কৃষ্ণ আসিয়া কিছু গোলমাল ঘটাইল, কিন্তু দল প্রবল হওয়াতে শিব, শক্তি ও বিষ্ণু রহিয়া গেল, কেহ যে ইচ্ছা করিলেই ভাঙ্গিবে এমত বোধ হয় না। মধ্যে আগমবাগীশ ও চৈতন্যমিশ্র হইতে বঙ্গে তান্ত্রিক দীক্ষা চলিয়াছিল। আপাততঃ আশ্রম ও বর্ণের বড়ই গোলমাল, কারণ ইহার মা বাপ নাই; তবে শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম ও বর্ণ নিয়মটা আপাতত ভ্রষ্ট রূপে চলিতেছে। দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, যতি ও পরমহংস, বামুন ও শূদ্র ইদানী বড় প্রবল হইয়াছে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়রত্ন, বেদান্তবাগীশ, বিদ্যানিধি, তর্কালঙ্কার ইত্যাদি বাড়িতেছে। মুসলমানেরা, খৃষ্টানেরা, ব্রাহ্মেরা ও আর্য্যেরা বর্ণ বিচারকে উড়াইয়া দিতে অনেক চেষ্টা কবিতেছে, কিন্তু দুঃখেব বিষয় ইহাতে বামুনের সংখ্যাই বাড়িতেছে, কেননা বামুন বলিলে মর্য্যাদা পায়। ফলত যদি বামুনটী বড় বলিয়া রহিল, তাহা হইলে বর্ণ বিচাবটী রহিল।

পূর্ব্বে কায়স্থ জাতিটী ধার্ম্মিক ও একবাদী ছিল, ইহার কারণ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিল, কিন্তু পৌত্তলিক হওয়াতে একটী নীচ জাতিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। ওহে কায়স্থ সন্তানগণ! তোমরা সাবধান হও, বাহিরের শত্রুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবাব সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু গৃহশত্রুর হাত হইতে মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। কায়স্থের বর্ণ লইয়া আর গোলমাল করিও না, কেননা যতদিন পৌত্তলিক থাকিবে ততদিন শূদ্রবৎ বলিয়া কথিত হইবে। ওহে কায়স্থ সন্তানগণ! তোমরা দলাদলিটীকে ত্যাগ করিয়া নিজের উন্নতির চেষ্টা বিধিমতে কর। গৃহস্থের বাটীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে বামুনের আহ্বান হইলে

পত্র বিদায়ের সময় যেমন বামুনগুলার নামের পিছনে একটা লম্বা চওড়া নাম পাওয়া যায়, রসুইকারী বা মড়িপোড়া বা পুজারী যেই হউক না কেন, কিন্তু গেরুয়াওয়ালাদের ভিতরে বাহাদুরি আরও বেশী; পাছে মুখপোড়া বলিয়া কেহ ঘৃণা করে ইহার কারণ নামের আদি, মধ্য ও অন্ত হইতে রহিত হয়।

গোবেচারাও একলাফে মর্ত্ত সমুদ্র হতে পার হইবার জন্য অর্থাৎ সহজে মুক্তি পাইবার কারণ বামুন ও গেরুয়াওয়ালাদিগকে যথেষ্ট পূজা করে। দুই একজন যাহারা নরকে আছে পঁচিশ বৎসরের ভিতর আর থাকে কি না সন্দেহ! পেট চলার উপায় দিন দিন বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। যতই অভাব বাড়িবে ততই গুনিসুতা ও গেরুয়া চলিবে। ধন্য উনবিংশ শতাব্দী, পূর্ব্বে বহুতর বৎসর জ্ঞানলাভ করিয়া দেহ পাত করিলে যাহা করিতে পারিত না এখন তোমার কৃপায় পেটের দায়ে গুনিসুতা ধারী হইয়া বা গৈরিকধারী হইয়া বর্ণ ও আশ্রমের মুখে ছাই দিয়া অনায়াসেই তাহা লাভ করিতেছে, আর গোবেচারাও উহাদের পায়ের ধূলি লইয়া স্বর্গে যাইতেছে। তাই বলি হে উনবিংশতি শতাব্দি তুমিই ধন্য।

শিবরাম,—হরিরাম! এটাতো ভালই হচ্চে, সকলে এক হবে এর চেয়ে আর কি সুখ আছে!

হরিরাম,—এক হলেতো ভাল, এক হয় কৈ? তারা যে বক্তা আর গোবেচারা যে শ্রোতা; তারা পয়সা লয়, গোবেচারা পয়সা জোগায়; তারা যে কাঁধে বসে যায়, আর গোবেচারা বাহক হয়; তারা গুরু, গোবেচারা চেলা; তারা নিত্য, গোবেচারারা অনিত্য। দেখ হরিরাম! গোবেচারারা এত বড় বুদ্ধিমান যে তারা সব এক বলছে তবে কেন আমি তার কথা শুনি? তারা সব অনিত্য বলছে, তবে আমি কেন অনিত্য তাদের বলি না? তার কারণ অনিত্য হতে যেটা আসে

সেটাকে আমি কেন না অনিত্য বলে ত্যাগ করি। এই মুর্খ বুদ্ধিটুকু কৈ হরিরাম? কোনও সময়ে এক গেরুয়াওয়ালা এক গোবেচারার কাছে বলে যে আমি তোমাকে সোণা তৈয়ার করে দিব। গোবেচারা মনে করিল সাক্ষাৎ ভগবান গেরুয়াধারী হইয়া আমাকে ধনী করিতে আসিয়াছে। গোবেচারারা তাহাকে কি করিবে এবং কোথায় রাখিবে ইহার কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। গেরুয়া-ওয়ালারা ঠিক বুঝিল; সে কারণ বজ্জাতি বুদ্ধি ক'রে সে আরও দুই চারিটি বুকনি ঝাড়িল, গোবেচারা আরও মজিল। "স্বামীজি! আমাকে কি করিতে হইবে বলুন, এ আপনারই নফর" এই বলে আর পায়ের ধুলি মাথায় দেয়।

স্বামীজী বলিল,—পুত্র! তোমার কিছু করিতে হইবে না। আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমায় কালকে আমি অনেক সোণা তৈয়ার করে দিব।

গোবেচারা অন্য কাহাকেও সে কথা বলিল না, পাছে বখরা দিতে হয়। স্বামীজী সোণার বদলে শোনা দিয়ে গেল, যেমন গেরুয়াওয়ালারা ও গুলিসুতাধারীরা কাণের কথা কাণে দিয়ে যায়। গোবেচারার এই জ্ঞান হইল না যে সোণা করিতে জানিলে সে শুনে শুনে এত অজ গলির ভিতর আসিবে কেন? তার অভাব কিসের, সে নিজে যে সব করতে পারে! এই জন্য হরিরাম! বলি যে উলটে পালটে কাজ কি? যে গাধা, সে সব রকমে গাধা। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙ্গে।

হরিরাম,—বর্ণ ও আশ্রম তবে ঠিক?

শিবরাম,—ঠিক বই কি; যখন একটা নূতন গড়িতে পারি না তখন ভাঙ্গিবার দরকার কি বাপু?

হরিরাম,—বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও ধনী যাহা করে তাইতো করা উচিৎ।

শিবরাম,—কে না বলবে? কিন্তু বঙ্গদেশে যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান বা ধনী হয় সে একটা আলাহিদা জীব হয়ে বসে। বাপ দাদার সঙ্গে

তার কিছুতে মিল থাকে না, বাপ দাদাকে বুড়ো পাগলা বলে অন্য দল বাঁধে, এইরূপ দলে দলে এত বেশী দল হয়ে পড়ে যে শেষে মাগ ভাতারেও দলা-দলী হয়। তবে সরকার বাহাদুরের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনগুলিকে বাঁচাইয়া চলিতে হয়, কেননা এইটীর উপর কিছু করিবার উপায় নাই। নতুবা নিজের স্বার্থের মতন আইন হইত। বঙ্গদেশে গাধা, গরীব ও মুর্খ ভাল, কারণ তারা উড়তে পারে না; কাজে কাজেই সামনে যা পায় সেটাকেই ভাল মনে করে ঠুক্‌রে, ঠুক্‌রে খায়। কিন্তু হরিরাম! তাদের উপরও বিদ্বান, জ্ঞানবান ও ধনী লোক লেগেছে, তবে কাশীরাম, কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কন থাকিতে বোধ হয় কেহ কিছু করিতে পারিবে না।

হরিরাম,—তবে বঙ্গদেশে বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও ধনীর কথা লইয়া চলা উচিৎ নয়?

শিবরাম,— কোন মতে নয়। বঙ্গদেশে বড় লোকের মতি গতির ঠিক নাই, যে যাই বলে সে তাই করে। কেহ বলিল, মহাশয় বঙ্গ মহিলারা কষলৎ না করার দরুণ দেশের উন্নতি হইতেছে না, অমনি বড় লোক তাই করিল। আবার কেহ বলিল, মেয়েছেলে কষলৎ করবে এর চেয়ে নিন্দার কথা আর কি আছে, অমনি বড় লোফ তাহার কথার পোষকতা করিল। কেহ বলিল, ডাল চচ্চড়ি ভাত ভাল; কেহবা বলিল, দুধ ভাত ভাল; কেহবা মৎস্য ও মাংসের উপকার দেখাইল; কাহারও মুখে ত্রিসন্ধ্যার প্রশংসা হইল; কেহবা একের ভাল ব্যাখ্যা করিল; কেহবা হরি সভার সুখ্যাতি গাইল; কেহবা দুই হাত তুলিয়া নাচিবার ব্যবস্থা দিল—এই রকমে যে যাই বলে সে তাই করে। বড়লোক ভাষা শিখিয়া রাজনীতিজ্ঞ হইয়াছে, কাহাকেও চটাইতে চায় না, সে নিজের অর্থটাকে অর্থযুক্ত করিতে চায়। এই বঙ্গজাতির দ্বারা নিজের অর্থ চালাইতে যাইয়া নিজের দেশের ভিতর অশান্তি বাড়ায়।

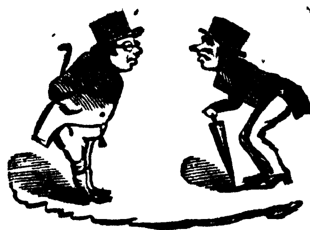
বজ্জাতিটি ভাল নয়, কারণ বজ্জাতি করিলে সদ্ভাব থাকে না, দলাদলি হইয়া সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়া অশান্তি হয়।

হরিরাম,—তবে আপাতত কোন্ মতে চলা উচিৎ?

শিবরাম,—বঙ্গদেশের গাধাগুলির ও দশ হাত কাপড়ে ন্যাংটা স্ত্রীলোকের মত্ লইয়া চলা উচিৎ। যদিও বঙ্গদেশে বর্ণ ও আশ্রমের গোলমাল ঘটিতেছে তথাপি যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল উহাদেরই কৃপায় ইহা নিশ্চয় জানিবে।

হরিরাম,—তবে উহাদের মতে চলা উচিৎ?

শিবরাম,—হাঁ।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণব ও শাক্ত আচার।

পুত্র,—বাবা! বৈষ্ণব ও শাক্ত আচার কি?

পিতা,—বৎস! বৈষ্ণব ও শাক্ত আচার কি বলি শুন।

ভারতে প্রথম সৌর-ধর্ম্ম তারপর সাগ্নিক এবং ইহার বহুকাল পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার; তারপর মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। শৈবের ভিতর হইতে যে ব্যক্তি গৃহ ত্যাগ করিয়া বনবাসী সেই বৈষ্ণব, আর যে ব্যক্তি গৃহ ধর্ম্ম রক্ষা করিত সেই শাক্ত। গৃহে থাকিয়া বনধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ সংসারে নানা বিঘ্ন-বিপত্তির সম্ভাবনা; যদিও মন লইয়া কার্য্য, তথাচ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে থাকিয়া মন ঠিক রাখা সহজ নহে।

পুত্র,—মন লইয়া যখন কার্য্য, গৃহধর্ম্মে থাকিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম পালন হইবে না কেন? মন তো সঙ্গেই রহিয়াছে! গার্হস্থ্য আশ্রমে যদি দেহতে মনটা না থাকিত, আর বানপ্রস্থে দেহে যদি মন সংযুক্ত থাকিত, তাহা হইলে গার্হস্থা আশ্রমে হইতে পারিত না, কিন্তু যখন দেহ ও মন দুইটী আশ্রমে থাকে, তখন কেন না দুইটা আশ্রমেই হইতে পারিবে?

পিতা! যদি আমার ঐ বিষয়ে ভ্রম হইয়া থাকে, কৃপা করিয়া তাহা ঘুচাইয়া দিন।

পিতা,—তুমি যাহা বলিলে তাহা কতকটা ঠিক বটে, তবে যে এক কালে হইতে পারে না, এ কথা কে বলিবে? গৃহকে বন করিলে না হইবে কেন? কিন্তু গৃহকে বন করা কত কঠিন ভাবিয়া দেখ। কথায় যদি কাজ হইত তাহা হইলে আর বাধা কি? কথাতে কথাই থাকে, যেমন কথকতা। কথায় যাহা বলিব, কাজে তাহা পরিণত করিব। শ্রীরামচন্দ্র দশরথকে বলিয়াছিলেন যে আমি চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিব, তিনি তাহাই করিয়াছিলেন; কিন্তু যদি শ্রীরামচন্দ্র বনবাসী না হইতেন তাহা হইলে এটা কথাতেই থাকিত।

পুত্র,—অবশ্য।

পিতা,—দর্শন পড়িলে জানিতে পরিবে যে দার্শনিকেরা বন ও গৃহ কোন কথাই বলে না। তাহারা মনের অবস্থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া গিয়াছে, সেই বিচারগুলিকে যদি মুখস্থ করিয়া কথার লীলা কর, তাহাতে কাজ হইল না, খালি কথাতেই রহিল।

পুত্র,—অবশ্য।

পিতা,—দার্শনিকেরা যাহা বলিয়া গিয়াছে তাহা পড়িয়া শুনিয়া ও কার্য্যক্ষম গুরুর নিকট যাইয়া কার্য্যে যদি পরিণত করিতে পার, তাহা হইলে জানিবে যে গার্হস্থ্য আশ্রমে বৈষ্ণবাচার হয় না। গার্হস্থ্য আশ্রমটী কেবল মাত্র শাক্ত আচারীর পক্ষে, আর বানপ্রস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে। শাক্ত আচারীর পক্ষে পঞ্চমকার গ্রহণীয়, আর বৈষ্ণব আচারীর পক্ষে বর্জ্জনীয়; ফলত গৃহী হইয়া যে পঞ্চমকারের উপাসক নয় সে প্রকৃত গৃহী নহে।

মধু, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মৈথুন—গৃহী মাত্রেই ব্যবহার করিয়া থাকে। কামের উদ্রেক জন্য মধু, মৎস্য ও মাংসের প্রয়োজন; কামের

অভাবে মৈথুন হয় না, মৈথুন না করিলে অপত্য হয় না; ফলত সন্তান না থাকিলে গৃহী হয় না। কোন কোন গৃহে অপত্যের অভাব, ইহা বলিয়া যে সে গৃহস্থ গৃহী নয় এরূপ মনে করিও না; সে গৃহী নিজ দোষে বাল্যে রেতের কুব্যবহারে সন্তান উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিয়াছে, কিম্বা কোন কোন স্থানে পিতার ভ্রষ্ট রেতে জন্মিবার কারণ অপত্যের অভাব হইয়া থাকে। মোট কথা যে কারণই হউক গৃহীর সন্তান সন্ততি না থাকিলে গৃহটী শোভা পায় না, সে গৃহটী অধিক কি শ্মশানের মত দেখায়। তাই লোকের ধারনা সকাল বেলা আঁৎকুড়োর মুখ দেখিলে অনিষ্ট হয়। বঙ্গদেশে এই হিঁয়ালিটী বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, বোধ হয় "আমি বহু হইব" এই বেদবাক্যটী যতদিন জগতে প্রচার হইয়াছে। গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিতে হইলে মুদ্রার প্রয়োজন, মুদ্রার প্রয়োজনে পুরুষাকারের প্রয়োজন। যদি এই প্রয়োজনগুলি সংসারের ভিতর থাকিল, তাহা হইলে গৃহী পঞ্চমকার হইতে বর্জ্জিত হইল না। অগত্যা মায়াকে ত্যাগ করিল না, অতএব পৃথিবীও অনিত্য হইল না। যদি বৈষ্ণবাচারীর মূল মন্ত্রগুলি একে একে সব লোপ পাইল, তাহা হইলে গৃহী বৈষ্ণব কিরূপে হইতে পারে?

আরও দেখ গৃহীর পক্ষে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বিধেয়,—পাঠ, হোম, অতিথিসেবা, তর্পন ও পূজা। পাঠ অর্থে গুপ্তবিদ্যা বুঝিবে না; চরিত্র নীতি, রাজ নীতি ও সমাজ নীতি বুঝিবে, অর্থাৎ যাহাতে সমাজে থাকিয়া ঘোর সংসারী হইতে পারা যায়। হোম অর্থাৎ যাহাতে বায়ু পরিষ্কার হয়। গৃহস্থের অতিথিসেবা বৈষ্ণবাচারীদিগের সহায়তা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বৈষ্ণবাচারী মায়া ত্যাগী হইয়া গ্রামে গ্রামে বেড়ায়, তিন দিনের অধিক তাহারা এক গ্রামে বাস করিবে না, কাহারও নিকট পয়সা লইবে না, কোনপ্রকার বুজরুকী দেখাইবে না,

কাহাকেও বুকনী দ্বারা স্বর্গে পাঠাইবে না, পঞ্চমকারের সেবা করিবে না; অধিকন্তু তিলক বা কণ্ঠীধারী নহে, কেবল গৈরিক, কম্বল কিম্বা অজিন পরিধান করিয়া বেড়াইয়া থাকে।

তর্পণ পিতৃ লোককে জলদান করা। মৃত পিতাকে জল দিলে অহোরাত্র মনে জাগরূক থাকিবে যে আমি পিতার ঔরসে জন্মিয়াছি এবং পিতা আমায় রাখিয়া গিয়াছেন, আমিও পিতা হইব এবং আমার পুত্র আমায় জল দিবে, অতএব আমার কর্ত্তব্য যে সংসারের মধ্যে বদ্ধ হওয়া। যিনি সমাজে অবতার বলিয়া কথিত হন, তাঁহার গৌরবান্বিত ক্রিয়ার পথকে পূজা বলে। পুত্র! বৈষ্ণবাচার ও শাক্তাচার শৈব ধর্ম্মের ভিতর দুইটী আচার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পুত্র,—বাবা! শাক্ত আচার কি?

পিতা,—পুত্র! শাক্ত আচার আর কিছুই নহে, যাহা সামাজিক ধর্ম্ম। শক্তির উপাসকের নাম শাক্ত।

পুত্র,—সামাজিক ধর্ম্ম কি?

পিতা,—সামাজিক ধর্ম্ম কি তাহা আপাতত বলিবার উপায় নাই। যে সমাজে যে ধর্ম্ম আছে, তাহা সেই সমাজের সামাজিক ধর্ম্ম। প্রভু মহম্মদ যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা মুসলমানদিগের ধর্ম্ম। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহাই খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্ম। খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল ও মুসলমানদিগের কোরাণ ধর্ম্মপুস্তক হয়; কিন্তু পুত্র! আমাদের এমন একখানি পুস্তক নাই যাহা ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে অনেক ধর্ম্মপুস্তক আছে স্বীকার করি।

পুত্র,—কেন? বেদ বলিলে ত হইতে পারে?

পিতা,—বেদ বলিলে হইত, যদি সকলে গ্রহণ করিত। বেদ

চারি খানি আছে; কোন্ খানি কার তারই যখন ঠিক নাই তখন কি প্রকারে বলিব ? প্রথমে যজুর্ব্বেদ ছিল ; যজুকে ভাঙ্গিয়া আর তিন খানি হইল, কিন্তু কে কোন্ খানি করিয়াছে ইহা ঠিক করা যায় না, কেননা বেদ নিত্য বলিয়া কথিত।

দ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে পরের পর সাজাইয়া ঠিক করিয়া ঋকবেদ পৌলকে, যজুর্ব্বেদ বৈশম্পায়নকে, সামবেদ জৈমিনিকে, আর অথর্ব্ববেদ সুমন্ত্রকে দিয়াছিল। চারিটি বেদজ্ঞের নাম যথা,—হোতা, অধ্বর্য্যু, উৎগাথা ও আথর্ব্বন এবং ইহাদের শিষ্য, প্রশিষ্য, শাখা, প্রশাখা এত বেশী হইল যে শেষকালে সব গোলমাল হইয়া গেল ; কিন্তু প্রত্যেকটীতে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড ছিল। ৺ ব্যাস সুতকে পুরাণ দিয়া ছিল। আজ কাল পুরাণের, জীমুতবাহনের দায়ভাগ ও রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবহার আছে। যদি ইহাকে সামাজিক ধর্ম্মপুস্তক বল, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আপাতত চৌদ্দ আনা চলে না, তবে দায়ভাগ ঠিক আছে, কেননা সরকার বাহাদুর গ্রহণ করিয়াছেন, আর ইহার ব্যবস্থা আদালতে গ্রাহ্য হয়।

এক্ষণে উপনিষদের ও গীতার ঢেউ বেশী, কিন্তু সাটিয়ে গিয়াছিল। আবার বেদান্তের ঢেউয়ে বোধ হয় কিছু দিন গোড় পাতিবে। বেদান্তে যখন সামাজিকতা নাই, তখন ইহার মর্ম্ম নাই এবং যেটির মর্ম্ম নাই সেটি কখন সাধারণ লোকের ধর্ম্মপুস্তক হইতে পারে না ; তবে দর্শন হইতে পারে, পূর্ব্বে ছিল, আপাতত আছে, আর ভবিষ্যতে থাকিবে। যদি দেশে নোব্‌ল বৃটন না থাকিত তাহা হইলে সমাজ বিপ্লবে মজা কত একবার টের পাইতে। নোব্‌ল বৃটন আমাদের ধন ও শরীর রক্ষা করিতেছেন। কথার ট্যাক্স ও খাজানা নাই, সেই হেতু যাহার যাহা মনে আইসে সে তাহাই বলে। দেখ পুত্র! যদি "মাগুর মাছের ঝোল, যুবতীর কোল, আর হরি হরি বোল" এই

বচনটী না থাকিত, তাহা হইলে গৃহীর ভিতর বৈষ্ণবাচার রহিত হইত। যাহারা ব্যবসাদার তাহারাই বৈষ্ণব বলিয়া থাকে, কারণ বৈষ্ণব বলিলে সব এক হয়। একধার মারিতে আর একধার উঠিল, অর্থাৎ ডোর-কৌপিন, তিলক-মাটী ও কণ্ঠি-মালা বাড়িল। জাত হারালে বৈষ্ণব এই কিম্বদন্তীটি মিছা নয়।

পুত্র,—আপাতত বৈষ্ণবদের ভিতর পেট চালাইবার উপায় খুব সহজ, কারণ অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি গৃহীর দ্বারে আসিয়া "রাধা-কৃষ্ণ" বলিলে পেট চালাইতে পারে। ব্যবসাদার, রাধা-কৃষ্ণের ঝুলি লইয়া গদিতে বসিলে সকলে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিবে, এই সুযোগে গদীদার সহজে নিজের কাজ সিদ্ধি করিয়া লইতে পারে। তিলকধারী বা কণ্ঠী-ধারী হইলে শিষ্যের বা প্রজার নিকট পূজনীয় হইতে পারা যায়, বাহিরে ও ভিতরে বেশ আদর, সত্যের ভাণও ভাল, কিন্তু ভাণ-ওয়ালা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে ক্রমে ক্রমে সব অসৎ হইয়া পড়িল; ফলত সমাজের ভিতর দুর্দ্দশা ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও গৈরিকধারীর পথ এক। তিনই এক, একই তিন, কেবল নামের ভেদ মাত্র। একবারে তিন নাম হয় নাই; যে ব্যক্তি যে সময়ে ত্যাগের পথকে প্রচার করিয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি সে সময়ে অন্য একটী সংজ্ঞা দিয়াছে মাত্র। ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে সকল মুনিরই এক মত্। সূক্ষ্মে দুই মত্ হইতে পারে না, স্থূলে বহু মত হইতে পারে। দর্শন বা ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইলে অনেক নূতন সংজ্ঞার আবশ্যক। সংজ্ঞাগুলি যদি অন্যের সংজ্ঞার সহিত মিলিল, তাহা হইলে নূতন বলিয়া কথিত হইল না, যথা,—এক + আসন = একাসন; এইটীকে সন্ধি সাধিতে হইলে কোন ব্যাকরণের বলে "একোসন" হয় না, সকলকারই

"একাসন" হয়। আর দার্শনিকদিগের শেষ ফল এইরূপ জানিবে। কালের কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য! পূর্ব্বে বৈষ্ণবাচারী উপস্থিত হইলে রাজ-চক্রবর্ত্তী মস্তকের উপর স্থান দিত, আজ কি না সেই বৈষ্ণব বেশধারী দ্বারে দ্বারে পেটের জন্য লালায়িত হইয়া নেড়ী কুকুরের মত বেড়াইতেছে!

কোন এক সময়ে রাজ-চক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির এক যজ্ঞ করে; সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। সভায় বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহার দ্বারা কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া স্থির হয়, এজন্য তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইল, "ব্রাহ্মণ! রাজ-চক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করিয়াছেন, তিনি অকাতরে ব্রাহ্মণের আশা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, আপনি প্রার্থী হইতে পারেন।" ব্রাহ্মণ সেই কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

পুত্র,—বাবা! প্রতিগ্রহ কি এত দূষনীয়?

পিত,—পুত্র! প্রতিগ্রহ অপেক্ষা পাপ আর জগতে নাই।

পুত্র,—প্রতিগ্রহ না করিলে কি করিয়া চলিবে?

পিতা,—পুত্র! যে ব্যক্তি প্রকৃত বৈষ্ণবাচারী সে কখনও প্রতিগ্রহ করে না; সে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, সে আচার্য্য হইবে, সে উচ্চবর্ণের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে, কিন্তু শূদ্রের নিকট পারিবে না। প্রতিগ্রহ করিলে মানসিক তেজের অভাব হয়, মানসিক তেজের অভাবে উচ্চ মাথা হইতে পারে না, উচ্চ মাথা না হইলে বৈষ্ণবাচারী হইতে পারে না।

পুত্র,—তবে তো বৈষ্ণবাচার অন্য আচার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট!

পিতা,—হাজার বার।

পুত্র,—বাবা! তবে সকলেরই বৈষ্ণবাচারী হওয়া কর্ত্তব্য?

পিতা,—এ কথা আমি অনেকবার বলিয়াছি। সংসারে থাকিয়া

বৈষ্ণবাচারী হওয়া যায় না, তবে বোষ্টম হওয়া যায়। যে ব্যক্ত জগৎকে অনিত্য দেখিয়া কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারে, আর অহোরাত্র একের ধ্যানে আত্মহারা, সেই বৈষ্ণবাচারী। কিন্তু পুত্র! এ সকল লইয়া সূক্ষ্মে তর্ক করিও না, তাহা হইলে ইহকাল, পরকাল দুই দিকেই ঝর ঝরে হইবে। উক্ত ব্যবহারগুলি সামাজিক আচার ও উন্নতি মার্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে; কাঠের বিড়াল যদি ইঁদুর ধরিতে পারিত তাহা হইলে জীয়ন্ত বিড়ালের গৌরব থাকিত না। বৈষ্ণবাচারী ও শাক্তাচারীর চিহ্ন সাদা ও লাল; এখন যদিও নানা চিহ্ন হইয়াছে, গোড়াটী কিন্তু ঠিক আছে, অর্থাৎ রংটী ঠিক আছে।

পুত্র,—বাবা আপনি শাক্ত আচারের ধর্ম্ম কিছুই বলিলেন না?

পিতা,—না, পুত্র! বলি নাই, কারণ এ কথা চিন্তা-রহস্যে অনেক বলিয়াছি। চিন্তা-রহস্য—জ্ঞানকাণ্ড ও ক্রিয়াকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। চিন্তা-রহস্যটি দর্পণের স্বরূপ, যে ব্যক্তি যে ভাবে লইবে সে সেই ভাবেই পাইবে। দর্পণের গুণ স্বচ্ছতা, বাস্তবিক দর্পণ কোন রং ঢং করে না, যে রং ঢং করে প্রতিবিম্বে তাকে প্রত্যুত্তর দেয়। পুত্র! সামাজিক ধর্ম্মের অভাব হেতু চিন্তা-রহস্যে আমি সামাজিক নিয়মগুলি প্রকাশ্য-রূপে বলিতে পারি নাই, তবে যেগুলি স্বভাবসিদ্ধ, সেগুলি আমি খুলিয়া লিখিয়াছি। যে যত দূর বুঝিবে সে সেই পরিমাণে আনন্দ পাইবে।

পুত্র,—বাবা! শৈব ধর্ম্ম ব্যতীত কি আর কোন ধর্ম্ম নাই?

পিতা,—আপাতত না, পুত্র। যেরূপ দর্শনের ভিতর এক ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেইরূপ সামাজিক ধর্ম্মে আপাতত শৈব ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই; তবে আচার দুই প্রকার,—গার্হস্থ্যাশ্রমে শাক্তাচার প্রশস্ত, আর বানপ্রস্থে বৈষ্ণবাচার আদরণীয়। পুত্র! যে যাই বলুক, যদি তুমি দুইটীকে ধরিয়া থাকিতে পার, আমোদ পাইবে; নতুবা দুঃখ নিশ্চয়!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুর্ভিক্ষ ও মড়ক।

বোকা,—পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যত প্রকার রোগ ছিল তন্মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক ভয়ানক, কারণ এই দুটীতে যত অকাল মৃত্যু ঘটে অন্যতে এত হয় না। ইদানীং ভারতে ভ্রষ্ট আহারের ও রেতের দরুণ যত প্রকার সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হইয়াছে তন্মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক সমস্ত রোগ অপেক্ষা ভয়াবহ। ভারতবর্ষে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে একবার দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হইয়াছিল, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে চারিবার, অষ্টাদশে আটবার; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে কুড়িবারেরও অধিক দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হইয়াছে।

জ্ঞানী,—পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক এত কম হইত, এখনই বা বেশী কেন?

বোকা,—বড় বড় বাঁদরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙ্গুতে মাথা করে হেঁট। আজ কালকার লোকের মতে ভারতবর্ষে রোগের সংখ্যা কম, কারণ অনেক অবতার, লেখক, বিদ্বান, ধনী ও মিশি-বাবা জন্মগ্রহণ করিতেছে। কিন্তু আমার মতে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। বিংশ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক

পঞ্চাশ বার হইবার সম্ভাবনা। যখন প্রত্যেক শতাব্দীতে বাড়িতেছে তখন বিংশ শতাব্দীতে না বাড়িবে কেন?

সরকার বাহাদুর মড়ক নিবারণের জন্য টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া দেশ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে যে রাজপুরুষদিগের উপকার হইবে ইহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতবাসীদিগের ইহাতে কোন উপকার হইবে না, বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু ভারতবাসী-দিগের দেহের ভিতর এত ময়লা জন্মিয়াছে যে লক্ষ লক্ষ জাহাজ বোঝাই ক্যাথার্টিক পিলেতে পরিষ্কার হয় কি না সন্দেহ! রাজপুরুষ-দিগের স্বাধীন দেহের ভিতর ময়লা নাই, ভারতবাসী বিবিধ ন্যাহ্য করতে, দ্রব্যের অভাবে ও মহার্ঘতাতে এত পীড়িত যে উঠে দাঁড়ান দিন দিন ভার হইয়া আসিতেছে। ভারতবাসী রোজগার করিতে জানে না, পরিশ্রম করিতে পারে না, তাহাতে অলসতা প্রিয়, আয় কম তাহাতে আবার বামুণ, বোষ্টম ও গৈরিকধারীর বখরা। কোটী কোটী বামুণ, বোষ্টম ও গৈরিক-ধারী বিনা পরিশ্রমে উদর পুরণ করে. আর উহারা অন্যকে নিজের মর্য্যাদা দেখাইয়া দল বাড়ায়। ভারতবর্ষে ভক্তবিটেলের সংখ্যা যত বেশী এরূপ আর কোন দেশেই নাই। একে ভারতবাসীর আয় কম, তাতে বখরার অধিকারী অনেক, ইহার কারণ ন্যায্য রাজকরও ভারত-বাসীর পক্ষে দেওয়া কষ্টকর।

পয়সার অভাবে খাদ্যের অভাব, খাদ্যের অভাবে দেহের স্ফূর্ত্তিটির অভাব, দেহে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে আলস্য আইসে, আলস্যটী আসিলে পয়সা রোজগার কম হয়। রোজগার কম হইলে গৃহে যাহা কিছু সঞ্চিত থাকে মহাজনের নিকট যায়, মহাজনের নিকট যাইলে সুদের আড়িতে পড়ে, সুদের আড়িতে পড়িলে গাড়ি গাড়ি সঞ্চয় হইলেও হিসাব শোধ হয় না, হিসাব শোধ না হইলে মহাজন কর্ত্তা হয়, মহাজন কর্ত্তা হইলে হস্তান্তর, অগত্যা হস্তান্তর হইলে রপ্তানী হয়। রপ্তানী বাড়িলেই গৃহ-

ভাণ্ডার শূন্য, গৃহ ভাণ্ডার শূন্য হইলে ভূতের উপদ্রব হইয়া থাকে, যেখানে ভূতের উপদ্রব সেখানে দুর্ভিক্ষ না হইবে কেন? দুর্ভিক্ষ হইতে মড়ক, বাস্তবিক মড়কে শান্তি, তবে তিনি দয়াময়, পুত্রের ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না, এ জন্যই পুত্রগণকে কোলে ডেকে লন।

কোন লোক মৃত্যুর সময় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্যান্য লোককে বলিয়াছিল "তোরা ত বলিস একা, আমি ত নইরে একা, মায়ের গর্ভে শুয়ে আছি, তিমুরে।" দয়াময় কাহাকেও রাখেন না, তিনি পুনরায় মর্ত্যে পাঠাইয়া দেন, কড়াঙ্কিয়া, শতকিয়া স্থুরু করিতে হয়; ভাল করিয়া কাজ কর ভাল ফল পাইবে, না কর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অনিত্য জগতে যাহারা বড়, তাহারাই নিত্য জগতে বড়। বাহ্য জগতে যাহারা বড়, অন্তর জগতে তাহারাই বড়। যদি কর্ম্মের দ্বারা ফলাফল হয়, তাহা হইলে পুরুষকার কর। পুরুষকার ব্যতীত জগতে বড়ত্ব নাই,—"তিনি রক্ষা করেন তাকে, যে নিজেকে নিজে রক্ষা করে।"

জ্ঞানী,—শরীরের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে বাহ্যের দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধ কি?

বোকা,—তবে বলি শুন।

অত্যন্ত স্ত্রী সহবাসে দেহ রক্ষার জন্য যেমন রসায়ণের আবশ্যক, তেমনি জমীতে বারংবার কর্ষণ করিলে রসায়ণ অর্থাৎ সারের প্রয়োজন; কিন্তু রসায়ণের কৃপায় দেহ বেশী দিন টেকে না, জমীও সারের অনুগ্রহে বেশী ফলবতী হয় না। দেহটী অবশেষে রোগগ্রস্ত হইয়া রূপান্তর হয়, জমীও রসবিহীন হইয়া উৎপাদিকা শক্তি হারাইয়া মরুভূমিতে পরিণত হয়। দেহের জমা খরচ ঠিক রাখিতে পারিলে রোগ ও শোক কম হয়, জমীর আমদানী ও রপ্তানী ঠিক রাখিতে পারিলে ফলবিহীন হয় না। ইহার কারণ প্রত্যেক দেহীর সঞ্চয় করা বিধেয়; কারণ কোন প্রকার রোগ হইলে সঞ্চয়ের ধন দিয়া কতকটা যুঝিতে পারা যায়। দেহের ভিতরের সূক্ষ্ম লীলা কহা অসম্ভাবনীয়, কিন্তু মোটা লীলা

যখন সম্ভবপর তখন ধাতুক্ষয় বিধেয় নয়। মহাভূতের লীলা মহাভূতই বুঝিতে পারে। মেঘে জল হয়, সূর্য্য-রশ্মিতে মেঘ হয়, মরুত ও ব্যোমে তেজ হয়, ফলত তেজে রশ্মি হয়।

জ্ঞানী,—সমস্ত থাকিতে জলের অভাব কেন?

বোকা,—জলের অভাব নাই; স্থানে স্থানে জলের অভাব হয়, কিন্তু ইহার রহস্য এত গুঢ় যে মনুষ্যের অসাধ্য; তবে হোমের ও নিবিড় বনের অভাব বলা যাইতে পারে, এই জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন। যদি যথাক্রমে দুই তিন বৎসর ফল না জন্মায়, সঞ্চিত ধনেয় খরচ করা বিধেয়। সঞ্চয় থাকিলে এক রকম করিয়া চলিতে পারে, নিঃস্ব হইলে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইতে হয়।

জ্ঞানী,--জেনে শুনে কেন সঞ্চয় করে না?

বোকা,—সঞ্চয় করিতে পারে না, কারণ মাথা খারাপ না হইলে পাপ ভোগ হয় না। যে দিন হইতে ভারতবর্ষে এক ধর্ম্মের, একরকম পোষাকের, এক রকম আহারের ও এক রকম রঙের ভাবটা উঠিয়া গিয়াছে, আর উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা ও অন্যান্য দর্শনগুলি সাধারণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সেইদিন হইতে ভারতবর্ষের মাথার অবস্থা খারাপ হইতে সুরু হইয়াছে।

ভারতবর্ষে খিচুড়ি পাকান সব বিষয়ে আছে বলিয়া নিজের দোষে সর্ব্ব বিষয়ে মহা দুঃখী। আর্য্যেরা শূদ্রদের অন্য বর্ণের পদ সেবা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা করে নাই। মাথা খারাপ না হইলে শূদ্র হয় না, মাথা খারাপ লোক অর্থাৎ শূদ্র যাহা করিবে তাহাই সংসারে কষ্টদায়ক হইবে, ইহার কারণ বোধ হয় আর্য্যেরা শূদ্রকে অস্পৃশ্য করিয়াছে। এই বিধিটী যে সর্ব্বতোভাবে ভাল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। "ঘরেতে অষ্টরম্ভা, বাহিরে কোঁচা লম্বা" অধুনা ভারতবর্ষের ইহাই প্রধান ধ্বজা দাঁড়াইয়াছে। আপাতত এই ধ্বজা লইয়া যে চলিবে সে

ব্যক্তিগত মজা লুটিবে; কিন্তু বামুণ, বোষ্টম, গৈরিকধারী এত বেশী হইয়াছে যে গৃহী কিছুতেই ধন সঞ্চয় করিতে পারে না। বামুণ, বোষ্টম, গৈরিকধারীরা সকলেই পরিশ্রম করিয়া যদি রোজগার করিত এবং ভিক্ষা-বৃত্তি ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে গৃহীর রোজগার থেকে বখরা দেওয়াটা কম পড়িত। গৃহী যে পয়সাগুলি দেবল ব্যবসায়ীদের মন্দিরে দিয়া অপচয় করে, যদি তাহা না করিত, তাহা হইলে তাহার তহবিল হইতে আর একটা বখরা দেওয়া কম হইত। গৃহী যদি ইংরাজ বাহাদুরকে দেখিয়া খোষপোষাকি না হইত, তাহা হইলে আর একটা বখরা থেকে বাঁচিয়া যাইত। ইংরাজ বাহাদুর যদি গ্রামে গ্রামে সাধারণ তহবিল খুলিয়া চাষা-মাল্লাদিগকে টাকা কর্জ্জ দিতেন, তাহা হইলে উহারা মহাজনের হাত হইতে এড়াইতে পারিত এবং উহাদের সেই রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা হইত; ফলত একারণ আর একটা বখরা দিতে হইতেছে। যদি ছোট ছোট গ্রাম হইতে মিউনিসিপালিটী উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কতকটা বাঁচোয়া, কারণ যত মিউনিসিপালিটী বাড়িবে ততই এপিডেমিক বাড়িবে। অন্তরের মিউনিসিপালিটী ঠিক না হইলে বাহ্যের মিউনিসিপালিটী করিবে কি?

কলিকাতা সহরের অপেক্ষা আয়ের স্থান আর ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় নাই; তথাপি যদি প্রত্যেক করদাতার নিকট জিজ্ঞাসা করা যায়, প্রত্যেকেই বলিবে আমরা করভারে পীড়িত হইতেছি! যখন কলিকাতার এই ফল, গণ্ডগ্রাম ও ছোট ছোট গ্রামবাসীরা যে করে কি পর্য্যন্ত উৎপীড়িত হইতেছে তাহা প্রকাশ্য লেখা অপেক্ষা অনুভবের দ্বারা অধিক জানা যাইতে পারে। জলে ও ড্রেনে গ্রামকে কি পরিষ্কার করিবে, যখন গ্রামবাসীদের দেহের অন্তরে ড্রেন ও জলের অভাব!

মিউনিসিপালিটী রাজপুরুষদিগের পক্ষেই উপযুক্ত। যথায় রাজপুরুষগণ বাস করিবেন সেখানে মিউনিসিপালিটী আবশ্যক, যেহেতু রাজপুরুষদিগের দেহের অন্তরে শান্তি বিরাজ করিতেছে। রাজপুরুষগণের ও ভারতবাসীর বেতনের তুলনা করিলেই সিদ্ধান্ত হইবে যে ভারতবাসী অপেক্ষা রাজপুরুষের অনেক বেশী। আরও ভাল করিয়া যদি দেখিতে হয়, তাহা হইলে ইন্‌কাম-ট্যাক্সের রিটার্ণ দেখ। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা কত এবং কত লোকে ইন্‌কাম-ট্যাক্স দেয়, এই তালিকা দৃষ্টে বুঝিতে পারিবে যে কত লোক বার্ষিক পাঁচশত টাকার আয় হইতে রহিত।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের রিলিফ্ ফণ্ডের টাকা দেখিলে জানিতে পার যে ইংরাজ বাহাদুর কত ধনী ও ভারতবাসী কত গরীব! যত টাকার চাঁদা উঠিয়াছে পঞ্চাশ অংশের এক অংশও ভারতবাসী দেয় নাই। দুই চারিটী কোম্পানী, উকীল, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও ধনী দেখিয়া ইংরাজ বাহাদুরের সহিত খোব-পোষাকের বাহ্য পরিষ্কারের নকল করা উচিৎ নয়। যত নকল করিবে, ততই দুর্ভিক্ষ ও মড়ক ভোগ করিতে হইবে।

অর্থে অর্থ আসে। যখন ভারতবাসীর অর্থ কম, তখন অর্থের যাহা আবশ্যক ভারতবাসীর পক্ষে তাহা গ্রহণ করা অনুচিত। বাহ্য চাল যতই বাড়িবে অন্তর ততই খারাপ হইবে, যেহেতু ভারতবাসীর অর্থাভাব। যদি বাহ্য অপরিষ্কারে দুর্ভিক্ষ বা মড়ক হইত, তাহা হইলে বোম্বাইবাসীরা রোগে আক্রান্ত হইত না। ভারতের মধ্যে বোম্বাই সদৃশ পরিষ্কার সহর আর নাই, তবে কেন তথায় দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হইয়া থাকে? বাস্তবিক ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বোম্বাই বাসীদিগের খোষ-পোষকতা। এই জন্যই

ইহাদের মানসিক চিন্তা ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের লোকের অপেক্ষা অধিক।

যত মানসিক চিন্তা অধিক হয় ও সেই চিন্তার ফল নিষ্ফল হয়, ততই দেহের ভিতর খারাপ হইয়া যায়; কারণ চিন্তার সম জ্বর আর নাই। দেহের ভিতর খারাপ হইলে দেহের দুর্ভিক্ষ হয়; আর দেহের দুর্ভিক্ষ হইলেই সংক্রামক রোগ হইয়া মড়ক হয়। ধাঙ্গর, মেতুর ও কুলিরা যে অবস্থায় থাকে তাঁহারা রোগে মারা যাইবার কথা, কিন্তু উহারা যত পরমায়ু পায়, খোষ-পোষাকী ও পরিষ্কৃত আবাসবাসী ভারতসন্তানগণ তত পায় না। কারণ সেই ধাঙ্গড় প্রভৃতি লোকেরা দশ টাকা মাসিক উপার্জ্জনে শান্তিভোগ করে। শান্তিভোগে রোগ কম হয়। যাহারা সহরের সন্নিকটে বাস করে তাহাদের চাল চলন সবই সহরের বাতাসে একটু বদল হয়, এই জন্য কিছু কিছু ভোগ করে; কিন্তু আজ পাড়াগেঁয়ে যাহারা খোষ-পোষাক ও পরিষ্কার আবাসের ধার ধারে না, ইংরাজ বাহাদুরকে কখন দেখে নাই, পাশ্চাত্য সভ্যতা কি কখনও শুনে নাই, তাহারা অকাল মৃত্যুতে প্রায়ই মরে না; এই জন্য তাহাদের দেহের ভিতর মড়ক ও দুর্ভিক্ষ অন্যের চেয়ে কম। সহরে যত এপিডেমিক, অজ পাড়াগাঁয়ে কখনও তত নয়, যেহেতু পল্লীগ্রামবাসীরা ভ্রষ্টাচারী নহে। ভ্রষ্টাচারই দুর্দ্দশার মূল। স্বভাব একটি ভয়ানক সামগ্রী, যে ব্যবহার বংশাবলী ক্রমে চলিয়া আসিতেছে, সে ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। মৎস্যকে হীরক খচিত স্বর্ণ খট্টাঙ্গে রাখিলেও জীবন ধারণ করিতে পারে না, কারণ মৎস্য জলচর। গণ্ডগ্রাম ও ছোট ছোট গ্রাম হইতে মিউনিসিপালিটী রহিত হইলে গৃহী ঘরের আর একটা বখরা হইতে অব্যাহতি পায়। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। সকল বড় বড় ব্যবসা রাজপুরুষের

হ্যাতে; যে দিন কৃষিকার্য্য হস্তগত হইবে, সেই দিন হইতে দুর্ভিক্ষ হইয়া মড়কের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। ভারত হইতে বেশী রপ্তানী হওয়াতে ভারতের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া আসিতেছে। যত রপ্তানী বাড়িবে ততই গৃহের সঞ্চয় কমিবে; বাস্তবিক গৃহে খাবার জিনিষের সঞ্চয় না থাকিলে মড়কের সংখ্যা বাড়ে। মুসলমান রাজার সময় রপ্তানী ছিল না, সেজন্য দুর্ভিক্ষ ও মড়ক কম ছিল,—যেখানকার জল সেই খানেই থাকিত, অন্য স্থানে যাইত না। যদি ইংরাজ বাহাদুর ভারত-বর্ষে বাস করিতেন তাহা হইলে ভারতবাসীকে এতদূর দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত না, কারণ এতদূর রপ্তানী করিতে অনুমতি দিতেন না। যে পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হয়, সেই পরিমাণে যদি আমদানী থাকিত তাহা হইলে ভারতবাসীকে এত কষ্ট-ভোগ করিতে হইত না। আপাতত খাদ্য সামগ্রীর বদলে খোষ-পেষাকের ও লোহা-লক্করের আমদানী হয়; বস্তুত ইহাতে অপকার বই উপকার নাই। দিন দিন সর্ব্বসাধারণের রোজগার খরচ হইতে কম হইতেছে, কিন্তু সকলকার খরচটা বৃদ্ধি পাইতেছে, রাজপুরুষ-দিগের সুখ সচ্ছন্দতা দেখিয়া সকলেই চাল বাড়াইতেছে। তিন বৎসরের মত খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত রাখিয়া যদি রাজপুরুষেরা রপ্তানীর অনুমতি দেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর আয় হইতে আর একটা বখরা দিতে হয় না, কারণ জিনিষের দাম কম হইয়া যায়।

বহু-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ ও বয়সে বিবাহগুলি আর একটী কারণ,—একথা চিন্তা-রহস্যে বিষদরূপে বলা হইয়াছে। পৃথিবীর ভিতর কোন স্বাধীন দেশে এরূপ চারি রকম বিবাহের প্রচলন নাই, কিন্তু ভারতবর্ষে উক্ত চারি প্রকার বিবাহই চলিতেছে। ইংরাজ বাহা-দুরের এই সব বিষয়ে চক্ষু রাখা কর্ত্তব্য, কারণ এই চারি প্রকার বিবাহ প্রচলিত থাকায় অপত্যের সংখ্যা এত অধিক হইতেছে যে কেহই

ভাল রকম খাইতে পায় না। ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের আয় গড়ে মাসে ত্রিশ টাকার অধিক নহে, আর গরীব লোকের আয় মাসে দশ টাকা মাত্র। এরূপ অবস্থায় দশটীকে খাওয়ানো পরানো যে কত কষ্টকর তাহা বর্ণনা অপেক্ষা অনুভব দ্বারা অধিক জানা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে এক প্রকার বিবাহের প্রচলন থাকিলে এতদূর অভাব হইত না। মাদক দ্রব্য সেবনে ও মামলা-মোকর্দ্দমায় আইনবাজ লোককেও কিছু কিছু বখরা দিতে হয়; মোট কথা এইরূপ বখরা দিতে দিতে নিজ দোষে ভারতবাসীর অবস্থা ফকরে পেবা দাঁড়ায়। একবার দেবতা অনুগ্রহ না করিলে দুর্ভিক্ষ ও মড়কে আক্রান্ত হইতে হয়, যেহেতু ঘরে সঞ্চয় কিছুই থাকে না।

জ্ঞানী,—কেন ভারতবাসী সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করে না?

বোকা,—একজনের কাজ নয়, সকলে চেষ্টা করিলে অবশ্য হইতে পারে।

জ্ঞানী,—কেন সকলে চেষ্টা করে না?

বোকা,—ভারতবাসীর স্বভাব এক নহে। যতটি লোক সংখ্যা আছে ততটি মত ভেদ! মতের সংখ্যা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে কেহ কাহারও মতে চলে না, তবে খালি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" টির ঠিক আছে, কারণ এটিতে খিচুড়ি পাকান হইলে কোন গোলমাল হয় না। ভারতবাসী দূরদর্শী নহে, বরং নিকটদর্শী। নিজের নাম, ধাম, ধন ও মর্য্যাদা যে রকমেই হউক সংগ্রহ করিতে পারিলেই যথেষ্ট; কারণ ভারতবাসীর ভিতর চরিত্র-নীতির অভাব, বাস্তবিক চরিত্র-নীতি ধর্ম্মের অভাব ঘটিলে সঞ্চয় জোটে না। যে দিন হইতে ভারতবর্ষে চরিত্র নীতি ধর্ম্মের প্রচার হইবে, সেই দিন হইতে ভারতবাসী দূরদর্শী হইতে সুরু হইবে,—"আর একজনের সর্ব্বনাশ ও অপরের পৌষ মাস" হইবে না।

এখন ভারতবর্ষে আইন বাঁচাইয়া কাজ চলিতেছে, তাই আইনজ্ঞদিগের বোলবোলা বেশী ; কিন্তু আইনজ্ঞ অর্থাৎ শিক্ষিত লোক কয়টী ? বোধ হয় পঁচিশ হাজারে একজন হয় কি না সন্দেহ ! যখন সকলে আইনজ্ঞ হইবে তখন কোন গোলমাল থাকিবে না, কেননা কাঠে কাঠে ঠেকিবে। অনেক সর্প না খাইলে মহাসর্প হয় না, তাই আপাতত ভারতে ভারতবাসী ভারতবাসীকে খাইয়া মহাসর্প হইতেছে। শিক্ষিত—বুদ্ধিমান, অশিক্ষিত—নির্বোধ, যত কিছু ঢো ভারতবর্ষে উঠিতেছে সমস্তই ইংরাজী শিক্ষিত যুবকবৃন্দ হইতে। যদি এই যুবকগণ দূরদর্শী হইয়া কার্য্য করিত তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইত না. কিন্তু উহারা অন্যের যাহা কিছু দেখে তাহাই নকল করিতে চেষ্টা করে। পঁচিশ হাজার উচ্ছন্ন গেল এক ব্যক্তির জিদের জন্য—তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, কারণ তাহার নাম, ধাম, ধন হইল ; কিন্তু যদি সে ব্যক্তি চরিত্র নীতি ধর্ম্মকে দেখিত তাহা হইলে এই কার্য্য কখন করিতে পারিত না। রাজপুরুষেরা যদি সাধারণ চাষা-মাল্লাদিগের নিকট হইতে মত্ লইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে সর্ব্ব বিষয়ের দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হইতে ভারতবাসী রক্ষা পায়।



জুডিশিয়াল ও এক্‌জিকিউটিভ।

—০—

যুডিশিয়াল ও এক্‌জিকিউটিভ আলাহিদা হইবার ঢেউ উঠিয়াছে। যদি হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে বিচারের দুর্ভিক্ষ হইবে। যুডিশিয়াল ও এক্‌জিকিউটিভ আলাহিদা হওয়া যে ভাল, ইহা শত শত বার বলি, কিন্তু আপাতত ভাল নয়, যেহেতু চরিত্র-নীতির অভাব। বিচারক সাক্ষী লইয়া বিচার করিবে; যদি "গট-আপ" মোকর্দ্দমা হইল, কিম্বা মিথ্যা সাক্ষী দিল, বিচারক কি করিয়া তাহা ঠিক করিতে পারিবে? বিচারক তো অন্তর্য্যামী নহে যে প্রকৃত ঘটনাগুলি জানিতে পারিবে! আর বিচারক জানিতে পারিলেও কিছু করিতে পারে না, কেননা সাক্ষী আইনকে বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। "গট-আপ" মোকর্দ্দমা ও মিথ্যা সাক্ষীর অভাব নাই, ইহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। ঠিকুজি দেওয়া ভাল, কুষ্টি দেওয়া ভাল নয়। আপাতত জুডিসিয়াল ও এক্‌জিকিউটিভ এক সঙ্গে থাকা ভাল, কারণ বিচারক প্রত্যহ লোকের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে মিশিয়া দেশের লোকের চরিত্রটা অনেক বুঝিতে পারে, আর তদারকে অনেকটা প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারে; কিন্তু ইহাতে যে সব ঠিক হয় তাহাও বলা যায় না, অত্যাচার যে হয় না, ইহাও বলিতে পারি না; তবে ইহাতে যত অবিচার হয়, আলাহিদা হইলে আরো বেশী হইবার সম্ভাবনা।

আমাদের দেশে একজন একজনকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন উপকার না থাকিলেও স্বচ্ছন্দে একটা মিথ্যা বলিতে পারে, কিন্তু স্বাধীন দেশের লোকেরা কখনও ইহাতে সম্মত হয় না, কারণ তাহাদের ভিতর "মর‍্যাল কারেজ" আছে। স্বাধীন দেশে জুডিশিয়াল ও এক্‌জিকিউটিভ আলাহিদা হওয়া খুব ভাল এবং হওয়াও সর্ব্বতোভাবে উচিত, কিন্তু আমাদের ভিতর "মর‍্যাল কারেজের" অভাব বশত এখন এরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। স্বাধীন দেশের লোকেরা যে "গট-আপ" মোকর্দ্দমা করে না,—একথা কেহ বলিবে না, তথাচ আমাদের অপেক্ষা লক্ষ গুণে কম; আমাদের যে সকলেই "গট-আপ" মোকর্দ্দমা করে ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়,—একথাও বলা যায় না, তবে স্বাধীন দেশ অপেক্ষা বেশী; তাই এখানে জুডিসিয়াল ও এক্‌জিকিউটিভ আপাতত এক সঙ্গে থাকায় উপকার বই অপকার নাই।

কাহাকেও দূরদর্শী হইয়া কোন কাজ করিতে দেখা যায় না। যেটী স্বাধীন দেশে থাকিবে সেটীকেই নকল করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু উহা ভাল কি মন্দ ইহা বিবেচনা করিবে না। স্বাধীন দেশে যাহা থাকে তাহা যে ভাল---একথা শতবার বলি, কিন্তু গ্রহণ করিবার ক্ষমতার অভাব থাকিলে ভালটিও মন্দ হইয়া যায়। সোণা অধিক দামী জিনিষ, কিন্তু সেই সোণার গহনা দুই বৎসরের বালকের উপর তিন মন চাপাইলে বরং অপকার হয়, দামী জিনিষ বলিয়া উপকার কি হয়!

জগতে চিন্তাশীল না হইলে দূরদর্শী হওয়া যায় না। একজন এক বিষয়ে থাকিলে দূরদর্শী হইতে পারে, কিন্তু আমরা অম্বল চাকা বলিয়া দূরদর্শী হইতে পারি না। ইংরাজী ভাষায় অধিকার থাকিলে সে ব্যক্তি সব বিষয়ের অধিকারী হইয়া রাজপুরুষদের সভাতে "মুভ" করিতে পারে, ফলত রাজপুরুষেরা তাহাকে গ্রাহ্য করিলে সে ব্যক্তিকে অন্য সকলে গ্রাহ্য করিতে বাধ্য। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা আজ পর্য্যন্ত

বিলাতে যত দরখাস্ত হইয়াছে ও ভারতবর্ষের রাজপুরুষদিগের নিকট হইয়াছে, ইহা সমস্তই ছাগলের ও বানরের দধি খাওয়ার মত। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা এমন কাণ্ডটী করিয়া বিলাতের ও ভারতবর্ষের রাজপুরুষদিগের নিকট জানাইবে যে ইহাই যথার্থ; কারণ ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা কি করিয়া বিলাতে কার্য্য হয় ও ভারত রাজপুরুষদিগের নিকট কি করিয়া খবর যায়, উহারা সবই জানে। রাজপুরুষেরা "পাবলিক ওপিনিয়ন" লইয়া কার্য্য করে, রাজপুরুষেরা জানিল যে ইহাই ভারতবর্ষের অভাব এবং তাহাই করিল, কিন্তু "ডাম্ব মিলিয়ান" অর্থাৎ বোবা দশলক্ষ যে সাফারার হইল, তাহা তো রাজপুরুষেরা কিছুই জানিল না। যদিও ভারতবর্ষের রাজপুরুষেরা কতকটা জানিতে পারে, কিন্তু বিলাতের রাজপুরুষেরা কিছুই জানে না। ভারতবর্ষের যে ঢেউ রাজপুরুষের নিকট যায় তাহাই বিলাতের রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষের "পাবলিক ওপিনিয়ন" বলিয়া জানে, কিন্তু এইটি মহা ভ্রম। যত দিন এই ভ্রমটী সংশোধন না হয়, ততদিন ভারতবর্ষে সকল বিষয়ে দুর্ভিক্ষ বাড়িবে।

ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকটা রাজকর ও অকাল সহ্য করিতে পারে, কারণ অশিক্ষিতের অপেক্ষা উহাদের রোজগার অধিক। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আমাদের দেশকে রাজপুরুষদিগের দেশের মত করিতে চায়, কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা ইহার হেপায় মারা পড়ে। ভারতে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বেশী; বিলাত ও ভারতের রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য যে অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মতানুসারে চলা, কেননা অশিক্ষিত লোকের রোজগার অত্যন্ত কম ও দেশীয় সংস্কার অত্যন্ত বেশী। ভারতের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে ইহাতে যদি রেলওয়ে, ন্যাভিগেসন, মার্চেণ্ট, প্ল্যাণ্টার, মিলওয়ালা, পুলিশ বিভাগ ও ফৌজ বিভাগ অশিক্ষিত লোকদিগকে স্থান না দিত, তাহা হইলে প্রত্যহ দিনে চুরি, ডাকাতি বা খুন

খারাপি হইত; যেহেতু পেটের দায় বড়িলে বা দেশীয় সংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ করিলে কোন কিছু মানে না।

ভারত রাজ্যের খরচ দিন দিন বাড়িতেছে, যাহাতে খরচ কমে সে বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিৎ। পূর্ব্বে একটি লাল পাগড়ীওয়ালা একটা রেজিমেণ্টের কাজ করিত, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির কারণ এখন সে একটা গলির কাজ করিতে অক্ষম। রাজপুরুষেরা যত ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির পরামর্শ মত চলিবে, ভারতে ততই পেটের জ্বালা বাড়িবে; পেটের জ্বালা বাড়িলে অসৎ কার্য্য বাড়িবে, অসৎ কার্য্য বাড়িলে রাজপুরুষেরা শান্তি রক্ষার কারণ যথেষ্ট লোক নিযুক্ত করিবেন, লোক নিযুক্ত করিলে খরচ বাড়িবে, খরচের টাকা বিলাত হইতে আসিবে না, ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় হইবে, আদায়ের সুরু হইলে ভারতবাসীর আয়ের উপর বখরা বসিল, বখরা বসিলেই ভারতবাসী অসন্তুষ্ট হইল, কারণ ভারতবাসী যে রোজগারে ছেলে নয় একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বিলাতে তিন জন লোকের একজন সৈনিক পুরুষ, আর এখানে চারি হাজারে এক জন। সম্প্রতি পঁচিশ হাজার সৈনিক পুরুষ ভারতে বাড়িয়াছে, তাহাতেই ভারতবাসী করভারে পীড়িত; কিন্তু যখন তিনটিতে একটী হইবে, তখন ভারতের অবস্থা কি হইবে? কোথাকার জল কোথায় আসিল, ভাল করিতে যাইয়া খারাপ হইল! ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি যদি দূরদর্শী হইত তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। আমরা কথার শ্রাদ্ধ ভিন্ন কিছুই জানি না। আজ কার্য্য করিলে একশত বর্ষ পরে কি হইবে, ইহা বিবেচনা করিতে পারিলে অবশ্য সুখের হইত।

কোন স্বাধীন দেশের লোক ঠিক করিয়াছে যে পাথুরিয়া কয়লা যে রকম দেশে ব্যবহার হইতেছে, যদি এরূপ ব্যবহার হয়, তাহা হইলে

পাঁচশত বৎসর পরে দেশে পাথুরিয়া কয়লার অভাব হইবে, অতএব দেশের পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ নয়, অন্য দেশ হইতে পাথুরিয়া কয়লা আনিয়া ব্যবহার করা বিধেয়,—অমনি সেই ব্যবস্থাই হইল।

জগতে নিকটদর্শী লোকের দ্বারা কোন কাজ হয় না। চিন্তাশীল না হইলে দূরদর্শী হয় না, দূরদর্শী না হইলে সঞ্চয় শিখিতে পারে না। যোগাভ্যাসের মূল মন্ত্রই সঞ্চয়, সঞ্চয় গৃহীর মূল মন্ত্র। যখন সঞ্চয়ে আমাদের অভাব লক্ষিত হয় তখন অন্য সমস্তে যে অভাব হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? নিউটন সাহেবকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে আপনার "লজ্ অফ্ গ্র্যাভিটেসন" কি করিয়া আবিষ্কার হইল? তিনি বলিয়াছিলেন "আমি অহোরাত্র চিন্তা করি।" যে ব্যক্তি যে বিষয়ে থাকিবে, সে ব্যক্তি সেই বিষয়ে যদি অহোরাত্র চিন্তা করে, তাহা হইলে চিন্তাশীল হইতে পারে। চিন্তাশীল হইলে দূরদর্শী হয়, দূরদর্শী হইয়া কার্য্য করিলে সাধারণের মঙ্গল হয়। সঞ্চয় ব্যতীত বাহ্য বা অন্তর জগতের গতি নাই। পেটের জ্বালায় কেহ বিচার করিবে, কেহ ব্রীফ পড়িবে, কেহ কনভ্যান্স লিখিবে, কেহ ছেলে পড়াইবে, কেহ খবর লিখিবে, কেহ গৈরিকধারী, কেহবা কণ্ঠিধারী হইবে, কেহবা ম্যান-চেসটারের গুলিসুতা গলায় দিবে, কিন্তু যদি উহারা চরিত্র নীতি ধর্ম্মটীকে বজায় রাখিয়া যে যার ঘরে নিজের বিষয়ে মাথা ঘামাইত, তাহা হইলে কত সুখদায়ক হইত ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের কত উন্নতি হইতে পারিত! কিন্তু উহারা তাহা না করিয়া জগতের সব রকম বিষয়ে মাথা ঘামায়, কারণ ইংরাজী ভাষায় উহাদের অধিকার আছে। ইংরাজী ভাষায় অধিকার থাকিলে যদি সব বিষয়ের অধিকারী হয়, তাহা হইলে এত রকম "লাইন" অর্থাৎ পথ থাকিত না। মালিনী মাসী কখন মেছুনী পিসী হইতে পারে না, যদিও মালিনী বিনা সুতায় হার গাঁথিতে পারে।

মেছুনী পিসি পুকুরে মাছের ঘাই দেখিয়া মাছ ঠিক করিতে পারিলেও সে মালিনী মাসী হইতে পারে না। আমাদের দেশে রাজভাষার অধিকার থাকিলে, সব বিষয়ে মুভ করিতে পারে; তাই আমাদের দুর্দ্দশা দিন দিন বাড়িতেছে।

রাজপুরুষেরা যেমন বিলাতে রাজ-ভাণ্ডারের সঞ্চয়ের কমিশন বসাইয়াছেন, অমনি যদি গরীব প্রত্যেক ভারতবাসীর সঞ্চয় কিসে হয়, উহাতে যোগ হয় এবং যেমন বড় বড় রাজপুরুষদের ও ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের সাক্ষী লওয়া হইতেছে, অমনি যদি চাষা-মাল্লাদের সাক্ষী লওয়া হয়, তাহা হইলে বোধ হয় সাধারণ ভারতবাসীর অনেকটা উপকার হইতে পারে। ভারতবাসী অত্যন্ত কুড়ে; পশু পক্ষীরাও নিজের আহার নিজে সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ভারতবাসীরা তাহাও পারে না। ভারতের তুল্য শষ্য উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন দেশ আর নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ভারতবাসীরাই অন্ন বিহনে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অন্তে সংক্রামক দুর্ভিক্ষ ও মড়ক রোগ ভোগ করিতেছে। রাজপুরুষেরা যদি অনুগ্রহ করিয়া সঞ্চয়ের শিক্ষা দেন, তাহা হইলে সাধারণ ভারতবাসীর মঙ্গল হয়, নতুবা একজন সুখী হইবে অর্থাৎ পঁচিশ হাজারে একজন, আর অপর দল দুঃখী হইবে!



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০—

মহর্ষি কপিল মুনির আশ্রম।

—০—

মহাসমুদ্রের কিছু দূরে মহর্ষি কপিল মুনির আশ্রম। সেই আশ্রমের চারিদিক ফল ফুলে পরিপূর্ণ; বিস্তীর্ণ সরোবরের মধ্য ভাগে প্রস্ফুটিত সহস্রদল পদ্মে আচ্ছাদিত, তাহাতে ষট্‌পদের গুঞ্জনে গুঞ্জিত হওয়ায় আরও সুশোভিত। পরপুষ্টের পঞ্চম স্বর, জলচরের কোঁকা রব, কুরঙ্গিনী ও শিখীর নৃত্য তথায় বিরাজিত থাকায় আশ্রমটী মনোহর। আবার স্থানে স্থানে নির্ঝরিনী ঝর ঝরে ঝরিত, মধ্যে মধ্যে পর্ণ কুটীর বিরাজিত, সম্মুখে হোম কাষ্ঠ রক্ষিত এবং তথায় সাংখ্য শাস্ত্র মধ্যম স্বরে উচ্চারিত হওয়ায় স্থানটী অতি পবিত্র। মহর্ষি কপিল মুনি পদ্মাসনে ধ্যানে মগ্ন, তাতে কপিল জটাটী লম্বিত; কিন্তু বাল রবির রঙে রঞ্জিত হইয়া চক্রাকারে বেষ্টিত থাকায় মুনির মূর্ত্তিটি অতি শান্ত ও নির্ম্মল। সাংখ্যাধ্যায়ীরা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় আশ্রমেই নৃযজ্ঞ করিত; যদি অতিথি না আসিত, সূর্য্যাস্তাবধি অপেক্ষা করিত, তদনন্তর অতিথি ভাগটিকে আশ্রমবাসী জন্তুকে দিয়া নিজে আহার করিত। প্রথম শিষ্যটি আশ্রমে গুরুর কার্য্য করিত, যদি

কোন সন্দেহ উপস্থিত হইত, সুবিধা বুঝিয়া গুরুর নিকট যাইয়া মীমাংসা করিয়া লইত।

কিছু দিন পরে পেমী চণ্ডালিনী দ্বিপ্রহরের সময় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতিথি বিবেচনায় তাহার সমাদর করা হইল, কিন্তু পেমীর বিকট মূর্ত্তির কারণ আশ্রমবাসীরা তাহাকে নানা ভাবে লইল। উহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম কি? কি বর্ণ, কি জন্য এখানে আসিয়াছ?

পেমী উত্তর করিল,--আমার নাম পেমী, আমার পিতা ঘাটের কার্য্য করে, আমার বর্ণ নাই, আমি চিন্তামণির অন্বেষণে এখানে আসিয়াছি, যদি তোমরা কেহ জান, আমাকে বলিয়া দাও। যে যতদূর সাংখ্য শাস্ত্রে অপ্রবেশী ছিল, সে পেমী হইতে তত দূর তফাৎ হইয়া পড়িল, আর পেমীর উপর ঘৃণা ততটুকু বাড়াইল। আশ্রমে নানা রকম লোক, যাহারা সাংখ্য শাস্ত্রে যতটুকু প্রবেশী ছিল, তাহারা ততটুকু পেমীর নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু কেহই দশ হাতের কম থাকিল না। অন্যের সন্দেহ ভঞ্জন কারণ একজন পেমীকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার মূর্ত্তি ও বর্ণ পাগলের পরিচয় দিতেছে। তোমার চিন্তামণি কে? যদি কোন বাধা না থাকে তাহা হইলে বল।

পেমী,—বাবার বেশী বয়স হওয়ায় আমি ঘাটে কাজ করিতাম, কাতলা মারিয়া পয়সা লইতাম, শ্মশানেশ্বরের মাথায় জল ঢালিতাম, সময়ে মহা বটবৃক্ষের ডালে বসিয়া ভূত সাজিতাম। একদিন চিন্তামণি সর্দ্দার একটা মড়া পোড়াইতে আসে, আমার নজর তাহার উপর পড়ে। মৃতদেহ দাহ হইলে পর, আমার মনের কথা চিন্তামণিকে কিছু বলিতে পারি নাই, তবে তাহার দিকে চাহিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কাঁদিয়া ছিলাম, তাহাতে চিন্তামণি বলিয়াছিল,—তুমি বাটী যাও, আবার কেহ মরিলে দেখা হইবে। সেই দিন হইতে আমার

মন খারাপ হইয়াছে, আমি এখন চিন্তামণি সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যদি তোমরা কিছু বলিতে পার, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।

প্রথম ছাত্র,—বুড়ো বাপকে বাড়ীতে ফেলে আসা তোমার ভাল হয় নাই, তুমি ঘরে যাও। এক চিন্তামণিকে না পাইলে আর এক চিন্তামণি লইতে পার, তাহাতে কোন দোষ নাই, যখন তুমি বিবাহ কর নাই। চণ্ডালিনী বহু স্বামী করিতে পারে, ইহাতে দোষ নাই। স্মৃতিতে ইহার অনেক ব্যবস্থা আছে।

পেমী,—চিন্তামণি ব্যতীত আর আমি অন্যকে চাই না। চিন্তামণিকে দেখার পূর্ব্বে আমার জগতে কাহারও উপর মায়া পড়ে নাই, এখন চিন্তামণির মায়ায় আমি পাগলিনী। কোথায় যাইলে চিন্তামণিকে পাই তদি তাহা বলিতে পার, আমি সেইখানে যাইতে প্রস্তুত।

প্রথম ছাত্র,—দেখ পেমী! মায়া বড় খারাপ জিনিষ, যত মায়া ত্যাগ করিতে পারিবে তত সুখী হইবে। মায়ার চেয়ে মহাপাপ আর নাই। মহাজনেরা মায়াকে ত্যাগ করিবার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করে, বনে বাস করে, তপস্যা করে, চিন্তাশীল হয়। আমি তোমার ভালর জন্য শাস্ত্রসঙ্গত কথাই বলিয়াছি।

পেমী,—তুমি কেন পুনরায় আমায় অনেক মায়াতে আবদ্ধ করিতে চাও? আমি একটি মায়াতেই যে পাগলিনী হইয়াছি।

প্রথম ছাত্র,—মায়া অনেক রকম আছে। বৃদ্ধ পিতাকে যত্ন করিলে পাপ হয় না, বরং পুণ্য হয়। কামাতুরা হইয়া বৃদ্ধ পিতার মায়া ছাড়িয়া অন্যকে ভজনা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। স্মৃতি শাস্ত্রে ইহারও যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে।

পেমী,—কামনা ব্যতীত মায়া কোথায়? কামনা না হইলে মায়া হয় না। চিন্তামণির উপর আমার কামনা আছে, তাই চিন্তামণিতে আমার

মায়া। পূর্ব্বে পিতার উপর মায়া ছিল। মায়াটী যাহার উপর অধিক হয়, সেইটি প্রবল হয়। পুত্রের উপর মায়ের আশা থাকে বলিয়া মায়ের মায়া পুত্রের উপর আছে।

প্রথম ছাত্র,—কামনা কাহাকে বলে?

পেমী,—আশার নাম কামনা। পিতা ও মাতা পুত্রের উপর আশা করেন যে তাহারা বৃদ্ধ হইলে ছেলে তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবে এবং তাহারা মরিলে মুখে অগ্নি দিবে। পুত্র যখন নিজের ভরণ-পোষণে অপারগ, পিতা মাতা তাহার ভরণ-পোষণ করেন। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বার্থে জগত চলিতেছে। স্বার্থও যা, মায়াও তাই। যতদিন জগতে স্বার্থ থাকিবে ততদিন জগতে মায়া রহিবে।

প্রথম ছাত্র,—পশু ও পক্ষীদের আবার স্বার্থ কি?

পেমী,—এইবার ঠাকুর মহা গোলমালে ফেলিয়াছে। একের ইচ্ছা ব্যতীত কিছু বলা যায় না। একের ইচ্ছা বহু হওয়া, সেই হেতু জগতে থাকিতে হইলে মায়া ছাড়া চলা যায় না। আমি জগৎ ছাড়া নয়, কি করিয়া মায়া ত্যাগী হইব? সে যা হউক, ঠাকুর! আমার চিন্তামণি কোথায় বলিয়া দিতে পার?

শেষ ছাত্র,—কিহে! তুমি পাগলিনীর সঙ্গে পাগল হয়েছ না কি? দেখ ভাই! আমাদের গুরু গজ গজ করে বকিয়া অন্যকে জ্ঞানী করিয়া দেন, এইবার এই পাগলী হইতে টের পাওয়া যাইবে।

প্রথম ছাত্র রাগান্বিত হইয়া শেষ ছাত্রকে বলিল,—তোমার গুরু ঠকান বিদ্যা নয় তো? এ সব কথা আসবে কেন? তোমার চেয়ে পাগলী লক্ষগুণে ভাল, আমার চেয়েও ভাল, আমি তো পেমীকে গুরুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিব।

শেষ ছাত্র,—সাপের হাঁচি বেদেই চেনে। তা যাহা হউক অতিথি সেবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আমার ক্ষুধা পেয়েছে,

আমি পাগলিনীকে পাতা করে দিতে পারব না, আর পরিবেশনও কর্ত্তে পারব না।

প্রথম ছাত্র,—আচ্ছা আমি সব করব, তোমার কিছু করতে হবে না। প্রথম ছাত্র এই কথা বলিয়া পাতে এক কালে বেশী করিয়া অন্ন দিয়া পেমীকে সমাদর করিয়া দূর হইতে বসাইয়া দিল।

পেমীর আহারান্তে, আশ্রমবাসীরা সকলেই সেবা লইল।



নবম পরিচ্ছেদ।

—০—

মহর্ষি কপিল মুনি ও পেমী।

—০—

প্রথম ছাত্র পেমীকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি আমার গুরুর সঙ্গে দেখা করবে?

পেমী,—তোমার গুরু কে?

প্রথম ছাত্র,—মহর্ষি কপিল মুনি। আমি তাঁর প্রধান ছাত্র। এই আশ্রম সেই মহাত্মার।

পেমী,—তিনি কি আমার চিন্তামণির খবর কিছু বলিতে পারিবেন?

ছাত্র,—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, দূরদর্শী ও চিন্তাশীল। তিনি সমস্তই বলিতে পারিবেন।

পেমী,—তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার কোন আপত্তি নাই।

ছাত্র পেমীকে সঙ্গে লইয়া মহর্ষি কপিল যেখানে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল। পেমী দেখিল মহর্ষি ধ্যানে মগ্ন, শিরদেশে কপিল জটা লম্বিত, মূর্ত্তিটী শান্ত ও নির্ম্মল। পেমী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিল,—মহাত্মার কখন ধ্যান ভঙ্গ হইবে?

ছাত্র,—তাহার কোন স্থিরতা নাই। সৎ ব্যক্তির আগমন হইলেই

গুরুদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যায়, তিনি তাহার সহিত কথোপকথন করেন। তুমি যদি সৎ হও তাহা হইলে পরিচয় পাইব।

ইতিমধ্যে মহর্ষি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে পাগলিনীকে দেখিয়া ছাত্রকে বলিল,—এই পাগলিনীকে কোথায় পাইলে? আমার অশ্রমে ইহার কোন কষ্ট হয় নাই তো?

ছাত্র,—গুরুদেব! ইনি কল্য আপনার আশ্রমে অতিথি হইয়াছিলেন। আমি ইহার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া আপনার নিকট আনিয়াছি। আতিথ্য ক্রিয়া যথা নিয়মে করা হইয়াছে।

কপিলমুনি,—ছাত্র! তুমি যখন ব্যক্তি চিনিতে শিখিয়াছ তাহাতে আমি তোমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। এই পাগলিনী সতের আদর্শ স্বরূপিণী, সম্ভবতঃ অন্য ছাত্রেরা ইহাকে অন্যভাবে গ্রহণ করিরাছে।

ছাত্র,—গুরুদেব! শেষ ছাত্রটী পাগলিনীর উপর বড় অসৎ ব্যবহার করিয়াছে, আপনাকে ও আমাকে অনেক বিদ্রুপ করিয়াছে, আমি তাহাতে তাহার উপর রাগান্বিত হইয়া অনেক রূঢ় কথা ব্যবহার করিয়াছি।

কপিল মুনি,—পুত্র! তুমি অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। তপস্বীর পক্ষে ক্রোধ করা বিধেয় নহে, কারণ ক্রোধ করিলে সমস্ত তপস্যা নষ্ট হইয়া যায়। সম্প্রতি কোন মহাত্মা অপরের দ্বারা কোন প্রকার প্রপীড়িত হইলে তাহার পৌত্র উহা সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রু বিনাশের জন্য এক সুত্র করে, তাহাতে মহাত্মা পৌত্রকে বলিয়াছিলেন, জ্ঞানীর ক্রোধ কোথা? মূঢ়েরা ক্রোধান্বিত হয়। মানবেরা কত কষ্ট স্বীকার করিয়া যশ ও তপ সঞ্চয় করে, কিন্তু ক্রোধ ইহার নাশ করে; অতএব তাত! ক্রোধ ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ছাত্র,—ক্রোধ করিলে তপ ও জপ নষ্ট হয় কেন?

কপিল মুনি,—পুত্র! ক্রোধে দেহের রক্ত গরম হইয়া উঠে, রক্ত গরমে ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যে বুদ্ধি স্থির থাকে না, ফলত বুদ্ধির অভাব ঘটিলে হত ভ্রম হইতে হয়। স্থির বুদ্ধির পরিচর চক্ষু; যে ব্যক্তির নিমেষ যত ঘন ঘন পড়িবে, তাহার স্থির বুদ্ধির ততই অভাব। পুত্র! পাগলিনীর নিমেষ কত স্থির দেখনা, পাগলিনী যত সূক্ষ্মকে ধরিতে পারিবে, তুমি তত পারিবে না। অতএব পুত্র ক্রোধকে বর্জ্জন করিবে। ক্ষমা সাধুর অলঙ্কার।

পেমী বলিল,—তোমার গুরুদেব তোমাকে খুব সদুপদেশ দিতেছেন। তুমি যে আমায় বলিয়াছিলে, তোমার গুরুদেব আমার চিন্তামণির কথা বলিয়া দিবেন, তুমি সে বিষয় তোমার গুরুর নিকট উল্লেখ করিতেছ না কেন?

ছাত্র,—আপনি যখন গুরুদেবের সম্মুখে রহিয়াছেন, আপনিই জিজ্ঞাসা করুন।

ছাত্রের কথায় পেমী বলিল, গুরুদেব! আপনি আমার চিন্তা-মণির খবর কিছু বলিতে পারেন?

কপিল মুনি,—মা! তোমার চিন্তামণি তোমারই কাছে আছে। চিন্তা ঠিক করিলেই তুমি চিন্তামণিকে পাইবে।

পেমী,—গুরুদেব! সে চিন্তামণি এত সূক্ষ্ম যে আপনার চণ্ডালিনী মেয়ে ধরিতে পারে না। আপনার চণ্ডালিনী মেয়ে হাত পা ওয়ালা চিন্তামণিকে চায়। যে চিন্তামণির জন্য আপনার মেয়ে পাগলিনী, যে চিন্তামণি পাগলিনীর চিন্তামণি, যে চিন্তামণির চিন্তায় আপনার মেয়ে চিন্তিতা, গুরুদেব অনুগ্রহ! করিয়া সেই চিন্তামণির ঠিকানা দিতে আজ্ঞা হউক।

কপিল মুনি,—মা! আমিই তোমার চিন্তামণি। সকলে আমায় দেখিয়া চিন্তাশীল হইয়া চিন্তামণিকে পায়। তুমি আমাকে দর্শন করিয়া

চিন্তাশীল হইয়াছ; তাই বলি তুমি সত্বরই তোমার চিন্তামণিকে পাইবে।

পেমী,—গুরুদেব! সমষ্টি চিন্তামণিকে আমি চাই না, কেননা তিনি ব্যষ্টির সব চিন্তাকে নষ্ট করেন। দার্শনিকেরা খালি ভাবাতে ভাসা দর্শন লইয়া সমষ্টি চিন্তামণিকে ভোগ করেন। আমি লেখা পড়া জানি না, তপ, জপ, হোম ও যজ্ঞের ধার ধারি না, কখনও কিছুই করি নাই। সূক্ষ্ম চিন্তামণি জ্ঞানীর যোগ্য, আমি যেমন হাত পা ওয়ালা আমি দেহিনী, আমার সেই হাত পা ওয়ালা দেহী চিন্তামণি সর্দ্দার চাই। তাহার জন্য পাগলিনী।

কপিল মুনি,—মা! তুমি তাহার কি গুণে পাগলিনী হইয়াছ? জগতে বিস্তর সুন্দর ও গুণবান পুরুষ আছে, তুমি কেন তাহাদের একটীকে লও না।

পেমী,—গুরুদেব! সত্য বটে জগতে সুন্দর ও গুণী পুরুষের অভাব নাই; যখন আমি জগৎ চিন্তামণিকে চাই না—যাহার তুল্য সুন্দর ও গুণী পুরুষ দ্বিতীয় নাই,—তখন অন্য পুরুষ কেমন করিয়া আমার নিকট স্থান পাইতে পারে? গুরুদেব! আপনি যে বলিলেন, "তুমি তাহার কি গুণে পাগলিনী" আমি তাহার কিছুই জানি না। কেন যে আমার মন চিন্তামণিতে আসক্ত, আমি নিজেই জানিতে পারি না; কিন্তু চিন্তামণিকে দেখিয়া অবধি আমি তাহারই ধ্যানে সংযত, আমার মন প্রাণ সে যেন সকলই কাড়িয়া লইয়াছে; কেন যে এমন তাহাও বুঝিতে পারি না। জগতে যত কিছু দেখি চিন্তামণির সদৃশ মনোরম আর কিছু দেখি না, ইহার কারণও খুঁজিয়া পাই না। কোথায় গেলে সেই চিন্তামণির দেখা পাইব, সেই সন্ধানে আমি পাগলিনী হইয়া এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। পূর্ব্বে আমি এক পয়সার লোভে নরহত্যা করিয়াছি

কিন্তু এখন কেহ যদি আমায় রাজ-রাজেশ্বরী করিতে চাহে, সে সুখ-ভোগ করিতেও আমার ইচ্ছা হয় না। চিন্তামণি দর্শনে আমার অপার আনন্দ, সে চিন্তামণির ওজন পৃথিবীর ভারিত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী, কেন যে—তাহাও জানি না।

কপিল মুনি,—মা! তোমার নাম কি?

পেমী, -পেমী।

কপিল মুনি,—একের লীলা কি অদ্ভুত! মা আমার প্রেমিকা হইবে বলিয়া আগে থেকে পেমী নাম লইয়াছে। সাংখ্যতে সংখ্যা আছে কিন্তু প্রেমে সংখ্যা নাই। মা আমার সাংখ্যযোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমযোগে পড়িয়াছে। মা আমার কখন পাঠাভ্যাস করে নাই, ফলত ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগ আমার মায়ের অভাব, তথাচ আমার মায়ের স্বাভাবিক প্রেমযোগ এত উচ্চ যাহা মাজিয়া ঘসিয়া দার্শনিক দিগের মধ্যে দেখা যায় না। প্রেমের কোথায় উৎপত্তি, প্রেমের কি অবস্থা, ইহা প্রেমিক প্রেমিকা কেহই জানে না, তাই প্রেমযোগের রহস্য ভেদ করিতে পারে না, তবে **এক** যাহাকে কৃপা করেন সেই প্রেমিক বা প্রেমিকা হইতে পারে।

পেমী,—গুরুদেব! আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি চিন্তামণির কোন খবর দিতে পারেন তাহা হইলে আপনার মেয়ের যথার্থ উপকার করেন।

কপিল মুণি,—মা! তুমি কৈলাশ শিখরে হর-গৌরীর আশ্রমে যাইলে মনসাধ পূর্ণ হইবে। মা তুমি যে পথের পথিকা, **এক** তোমার সেই পথের রক্ষক হইয়া তোমার মঙ্গল বিধান করুন।



দশম পরিচ্ছেদ।

—⌒⌒—

গণ্ড গ্রাম।

—⌒⌒—

নর্ম্মদা নদী তটে কোন সময় গণ্ডগ্রাম ছিল। গণ্ডগ্রামের দৃশ্য নর্ম্মদা বক্ষে মন্দ ছিল না। বালুচরেব উপর ঘাট, তাহাতে বেতের ছাতার মত পাণ্ডাদের শ্রেনীবদ্ধ ছাতা শোভা ধরিত, তন্নিম্নে নানা রঙ্গে রঞ্জিত, নানা মাটীতে অলঙ্কৃত ঠাকুর ও পাণ্ডার অবস্থিতিতে স্থানটী অধিকতর মনোহর দেখাইত। তাহাতে ভগ্ন মন্দির ও ঘাটের বিকাশ, তদুপরি বিবিধ লতা-পুঞ্জ ভূষিত অশ্বত্থ, বট বৃক্ষ বিরাজিত থাকায় সমধিক সুন্দর দেখাইয়াছিল। গ্রাম ও তীর্থবাসীদিগের প্রাতঃ স্নানের হাব ভাব কোথাও ব্যক্ত, কোথাও অব্যক্ত; কিন্তু দেহের কম্পন, তেলের মর্দ্দন, আর্দ্র বস্ত্রের ভিতর হইতে গায়ের রং, নাসা পুটের উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপনি, চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলন, করের করজোড় ভাব, দেহ-যষ্টির সরল ও বক্র ভাব, প্রভাত বায়ু সেবীর রং চংয়ের কথা-বার্ত্তা সেখানে প্রকাশ পাইত। আবার বালরবির মৃদু মন্দ কিরণ নদী তীরে নানা মূর্ত্তির উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়া খেলা করায় ও গ্রামস্থ উচ্চ বাটীগুলি স্থানে স্থানে উঁকি মারায় নর্ম্মদা কুলের শোভা বাড়িয়া-

ছিল। হাট, পথ, ঘাট, টোল, ঔষধালয়, চিকিৎসাশালা ও প্রস্তর নির্ম্মিত আবাসসমূহ শোভা পাইতেছিল।

পেমী পাগলিনী চিন্তামণির অন্বেষনে ঘুরিতে ঘুরিতে গণ্ডগ্রামে আসিয়া নর্ম্মদা তীরস্থ এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইল। পেমীর চেহারা উপরে মলিন কিন্তু অভ্যন্তরে নির্ম্মল, পেমীর অন্তরের ও বাহ্যের বিপরীত ভাব, সেকারণ গণ্ডগ্রামবাসীরা তাহাকে বদ্ধ পাগলিনী বলিয়া স্থির করিল। যখন যুবা বৃদ্ধের পেমীর উপর এরূপ ধারনা, তখন বালক বালিকারা পেমীকে পাগলিনী না বলিবে কেন?

দূর হইতে বালক বালিকারা পেমীর অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই সাহস করিয়া কাছে আসিতে পারিতেছে না, অগত্যা তাহাদের ভিতর খুব ঠেলা-ঠেলীর সূত্রপাত হইল। বহুক্ষণ পরে একজন বালক সাহসে ভর করিয়া পেমীর পিছন দিকে টিপিয়া টিপিয়া উপস্থিত হইয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানিয়া পশ্চাৎ দৃষ্টি না করিয়া এককালে ঊর্দ্ধশ্বাসে দলের ভিতর দৌড়িয়া গিয়া হাঁপ ছাড়িল। তাহার গতি বিধি লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য বালক বালিকারা তাহাকে কত কথা শুনাইল। কেহ বলিল,—তুই তার আঁচল ছুঁতে পারিস নাই; কেহ বলিল,—যদি আঁচল ধরিয়া টানিলি তা হলে পলাইয়া আসিলি কেন? কেহ বলিল,—আমি হলে তার মাথার চুল টেনে আসিতাম। বালক দিগের কথায় সে আর কোন উত্তর করিল না, চুপ করিয়া থাকিল। তাহাদের পেমীর সম্বন্ধে এরূপ কথা বর্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে আর একজন পেমীর দিকে চলিল; কিন্তু অর্দ্ধেক পথ আসিতে না আসিতে বটবৃক্ষস্থ কাকগুলি কা কা করিয়া উড়িলে সে ভয়ে দৌড় দিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। আবার একজন সাহস করিয়া চলিল, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া পেমীর মাথার চুল টানিল, পেমীর ভ্রূক্ষেপ নাই, পাগলিনী একদৃষ্টে নর্ম্মদার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া চিন্তাতে মগ্ন রহিল। ক্রমে ক্রমে সকল

বালক বালিকারা পেমীর নিকট যাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আমোদও বাড়িল। তাহাদের বাটী যাওয়া ও সময়ে নাওয়া খাওয়া ভুলিয়া গেল। এইবার বালক বালিকার হুড়া-হুড়ি খুব বাড়িয়া উঠিল, এমন কি দুই একজন পেমীর ঘাড়ে পড়িল; সে পড়ায় তাহাদের আমোদ আরও বাড়িল। তখন একজন খুব জোরে পেমীর চুল টানিল. সে টানে পেমীর চমক ভাঙ্গিল। অমনি বালক বালিকারা কে কোথায় ছুটিল কিছুই ঠিক রহিল না। বহুক্ষণের পর আবার তাহারা জোট বাঁধিল, কিন্তু পেমীর নিকট কেহই যাইল না। ঢেলা ধরিল। দুই চারি ঢেলা খাইয়া পেমী যেই উহাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, অমনি সকলে পলাইল। আবার কিছুক্ষণ পরে উহারা একত্র হইয়া ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল, তারপর তাহাদের অভিভাবকেরা আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল। পেমীও বালক বালিকার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল।

কেন পাগলিনীর উপর বালক বালিকারা অত্যাচার করে? বোধ হয় বালক বালিকার স্নেহে জগৎ চলিতেছে.—বালক বালিকাই স্নেহের আধার। সকলে যদি মায়া ত্যাগ করিয়া পাগল পাগলিনী হয়, তাহা হইলে উহাদের ভরণ-পোষণ কে করিবে? ইহার কারণ বোধ হয় এক উহাদের কৃপা করিয়া স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান দিয়াছেন, যাহাতে বালক বালিকার অনিষ্ট আছে উহারা সে দিকে কোন প্রকারে যায় না। যাহারা ঘোর সংসারী ও মায়াবী তাহাদিগকে বালক বালিকারা খুব ভালবাসে, কিন্তু যাহারা সংসারত্যাগী ও মায়াবিহীন তাহাদিগকে উহারা চায় না।

বালক বালিকাদের মত অজ্ঞানী আর দ্বিতীয় নাই, যেহেতু উহারা জ্ঞানীকে চাহে না। কাক পেঁচাকে চায় না, পেঁচা কাককে চায় না; কাক গোলমাল ভালবাসে, পেঁচা নিরালা ভালবাসে; কাকের মূর্ত্তি অস্থির, পেঁচার মূর্ত্তি ধীর; কাকের আনন্দ দিনের বেলায়, পেঁচা

রাত্রে আনন্দ ভোগ করে; কাক বলিভোগী, পেঁচা অনুচ্ছিষ্টভোগী; কাক যমের কিঙ্কর, পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন। কিন্তু উহাদের ভিতর এই বিপরীত্ব ভাব থাকায় কেহ কাহাকে চায় না—যেমন জ্ঞানী অজ্ঞানীকে চাহে না, অজ্ঞানীও জ্ঞানীকে চায় না। সমভাব না হইলে বন্ধু হয় না; তাই বালক বালিকা পাগলের শত্রু।

এক বিষয়ে অহোরাত্র চিন্তা করিলে পাগল হয়, পাগলে দূরদর্শী হয়, দূরদর্শী সূক্ষ্মতায় যাইতে পরে এবং সূক্ষ্মতায় সন্ধির উপক্রম, আর সন্ধিতে অপার আনন্দলাভ। সন্ধি শিখিবার জন্য সন্ধ্যা উপাসনার ব্যবস্থা। দুইয়ের সন্ধি এত ক্ষণিক যে চক্ষুর পলক ফেলিবার সময় থাকে না; কিন্তু দুই মিলিয়া এক হইলে একীভাব হইয়া পড়ে। পেমী পৃথিবীর মত অহোরাত্র চিন্তামণির চিন্তায় ঘুরিতেছে। যদি কেহ গ্রামবাসী পেমীকে ডাকিল পেমী সঙ্গে সঙ্গে চলিল, অন্ন দিল খাইল, না দিল পেমী উপবাসী থাকিল; কিন্তু **একে**র কৃপা প্রেমিকাদের উপর এত বেশী যে রাজচক্রবর্ত্তিনী কালের কুটিল গতিতে উপবাসিনী হইতে পারে, অথাচ প্রেমিকারা উপবাস থাকে না।

পেমী গণ্ডগ্রামের এক নূতন জন্তু হইল। বৃক্ষের তল দিয়া যে যায় তাহাকেই একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পেমীকে দেখিতে হয়। তিনটী ষোড়শী মাথার উপর ঘড়া করিয়া একদিন ঠিক দুপুর বেলায় নর্ম্মদার জল আনিতে যাইতেছিল; যেমনি তাহাদের একজনের নজর পেমীর উপর পড়িল, সে অমণি অপরকে ডাকিয়া বলিল,—গোলাপি! একটা রাক্ষসী দেখ্। বাবা, রাক্ষসীর শরীরটা কি প্রকাণ্ড! ভাগ্যে আমার ছোট ভাইটিকে সঙ্গে আনিনি তাহলে সে আঁৎকে উঠতো। আচ্ছা বোন গোলাপি, তোর ভাতার যদি এরকম হত তা হলে তুই কি কর্‌তিস?

গোলাপী,—আমার তো আর হয়নি, তোরই হয়েছে, তুই যা

করিস আমিও তাই করতুম। আমি হলুম মন্দোদরী, আমার ভাতার যদি স্থূলোদর হত, লাথী মেরে ফেলে দিতুম, আর ঘরে থাকতুম না। বাপ মা যদি জোর করে ঘরে দিত আত্মহত্যা হয়ে মরতুম। আচ্ছা বোন কামিনি! তোর ভাতার তো রাক্ষসের মত, তবে তুই তার কাছে একলা যাসনি? কই বিষ খেয়েওতো মরিসনি? নকুড় দাদার খাতিরে বুঝি!

কামিনী,—বেগুন ফুলের এক কথা, ধান ভানতে শিবের গীত! আমি কোথায় রাক্ষসের কথা বল্লুম, তুই কি না নকুড় দাদার কথা পাড়লি! বেগুনফুল! তুইতো বোন জানিস যে আমি ঘরে শুই না, ভাতার এলেই আমার গায়ে যেন জ্বর আসে, ভাতারটা যেন একটা বুনো মোষ আবার কথাও তেমনি; আর চব্বিশ ঘণ্টাই রেগে আছে। মা, বাপ আমায় কত বলে, আমি কিন্তু শুনি না; আমি মা বাপকেই বলি যদি বেশী বল আমি বিষ খেয়ে মরবো, আমার কথায় মা বাপ আর বড় কিছু বলে না। দেখ বোন বেগুনফুল! একদিন আমি ঘরের ভিতর শুইয়া আছি, ভাতার মিন্‌সে চুপে চুপে এসে আমার পা ধরেছে আমি ধড়-ফড়িয়ে উঠে একটা নাথি দিলুম, সে আবার পা ধরতে এল, আমি অমনি দৌড়ে মার কাছে গিয়ে বসে পড়লুম। মা বললে— ঘরে গেলি না? আমি বল্লুম না। মিনসে শোরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবলুম বাঁচলুম, কিন্তু বোন সে আর সে অবধি আসে নাই।

গোলাপী,—তোর ভালই হয়েছে?

কামিনী,—সে আর একবার করে বলতে!

সৌদামিনী,—কামীনি! তুই কি করে ভাতারকে নাথি মারলি?

তোর পা খসে যাবে! স্বামীর চেয়ে গুরু আর জগতে নাই! স্ত্রীলোকের হোম, যজ্ঞ, ব্রত, তীর্থ—যত কিছু বলনা স্বামী বর্ত্তমানে কিছুতেই অধিকার নাই, স্বামীর চরণামৃত পানে ইহ ও পরকালের গতি হয়। তুই কি করে এমন খারাপ কাজ করলি? তোর বুকের পাটাতো কম নয়! দিন রাত বইতো পড়িস, কি মাথা পড়িস? সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, সীতা এদের কি চরিত পড়িস্ নি? আমার স্বামী কত কুৎসিৎ, কিন্তু আমি রোজ তার পা ধুইয়ে জল খাই।

কামিনী,—হ্যাঁলো হ্যাঁ, তোরা সব স্বর্গে যাবি, আমি নয় নরকে যাব। সরস্বতী এলেন জ্ঞান দিতে! তুই লেখা পড়ার কি ধার ধারিস্? আজিমার মুখে শুনেছিস্, বইতো পড়িস নি? দেখ্ বোন গোলাপি! সৌদামিনী আমায় নীতি শিক্ষা দিতে এয়েছে! গলায় দড়ী আর কি!

সৌদামিনী,—আমার লেখা পড়ায় কাজ নাই বাপু, আজিমার মুখে শোনাই ভাল; কি দুর্গতি হয় পরে টের পাবি; এখন যুয়ান বয়সের দরুণ কিছু খবরে আসছে না। যে কাঠ খাবে সে আঙ্গরা হাগবে। এই কথা বলিয়া সৌদামিনী একলাই জল আনিতে চলিল।

কামিনী,—দেখ্ বেগুনফুল! আমার ইচ্ছা হয় সৌদামিনীর মুখটা পুড়িয়ে দিই, দেখনা কত কথা বলে গেল!

গোলাপী,—বেগুনফুল! আর রাগ করিসনি বোন, চল্ পাগলীর কাছে একটু আমোদ করিগে।

উভয়ে পেমীর নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে একজন পেমীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর বাড়ী কোথা, তুই কার জন্য পাগল হয়েছিস, তোর বাড়ীতে কে আছে?" সে কথায় পেমীর কোন উত্তর নাই, পেমী নিজের চিন্তায় মগ্ন রহিল। যখন উহারা বুঝিল যে পেমী

পাগলী, তখন তাহারা আর কোন কথা না কহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে দিনমণি যত অস্তাচলাভিমুখ হইতে লাগিল, তত লোক সংখ্যা পেমীর বৃক্ষতলে বাড়িতে লাগিল। কেহ ছেলে হবার আশায় ঔষধ লইতে, কেহবা কঠিন পীড়া হইতে মুক্তি পাইতে, কেহ যোগশাস্ত্রে দীক্ষা লইতে, কেহ রসায়ণ বিদ্যায় স্বর্ণ পাইতে, কেহবা রঙ্গ-তামাসা দেখিতে,—পেমীর নিকট জড় হইতে লাগিল; কিন্তু যখন তাহারা দেখিল পেমী কাহারও কোন কথায় উত্তর দেয় না, তখন নিরাশ হইয়া যে যার বাড়ী ফিরিল, পেমীও কাকের ঠোকর হইতে মুক্তি পাইল। কিছুক্ষণ পরে পেমী নিরাশ হইয়া হর-গৌরীর আশ্রমের দিকে চলিল।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

কৈলাস শিখর।

—০—

বহুদিন পরে পাগলিনী অনেক দেশ, নদ, নদী, উপত্যকা ও পর্ব্বত পার হইয়া অবশেষে কৈলাস শিখরে আসিয়া উপনীত হইল। কৈলাস শিখরটী অতি মনোরম। ফল, ফুল, মূল, ঔষধি, সরিৎ, প্রস্রবণ, সানু কন্দর ও নির্ঝর স্থানে স্থানে বিন্যস্ত। স্থলচর, জলচর, উভচর, খেচর হিংসাবর্জ্জিত ভাবে তথায় আনন্দে বিরাজিত।

পথশ্রমে কাতরা ও বহুকালাবধি নিদ্রাসুখে বঞ্চিতা পেমী পাগলিনী কৈলাস শিখরের এক মন্দার বৃক্ষতলে আশ্রয় লইল। তাহার দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে জলপ্রপাতের উপর পড়িল, কিন্তু পেমী বহুদূরে ছিল, একারণ তাহার মন তাদৃশ বিচলিত হইল না। তাহার পাদদেশে একটি নির্ঝরিনীর জলধারা ঝর ঝর শব্দে বহিতেছে, এদিকে সুশীতল সুগন্ধি সমীরণ মৃদুমন্দভাবে তাহার সহিত আলাপ করিতেছে, সে গন্ধবহের এরূপ অকপট আলাপে এত মাতোয়ালা হইল যে সে আর ইন্দ্রিয়কে আপন বশে রাখিতে পারিল না,—দেহের কর্ত্তা ব্যতীত আর আর সকলে একে একে শিথিল হইয়া পড়িল; অগত্যা পাগলিনী নিদ্রা দেবীর শান্তিময়ী ক্রোড়ে স্থান পাইল।

নিদ্রাবসানে পাগলিনী দেখিল কতকগুলি জটাজিনধারী উত্তরীয় বল্কলধারী ঋষি সন্ধ্যোপাসনা করিতেছে; নিয়ম বশত উৰ্দ্ধ বায়ু সংশিতব্রত কয়েকজন মুনি সূর্য্যোপাসনায় সংযত রহিয়াছে, কিন্তু এভাবে তাহাকে অধিকক্ষণ দেখিতে হইল না, সে চিন্তামণির চিন্তায় মগ্না হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আশ্রমবাসীগণ নিজ নিজ কুটির দ্বারে আসিয়া নৃযজ্ঞের অতিথি ডাকিতে লাগিল। যে যাহাকে দেখিল তাহাকেই সমাদর করিয়া নিজ আশ্রমে লইয়া গেল ও বিশেষ যত্ন সহ অতিথির সৎকার করিল। হর-গৌরীর আশ্রমে মা অন্নপূর্ণা বিরাজিতা থাকিতে অভুক্ত কেহ থাকে না। মায়ের আদেশে নন্দী উপবাসীর সন্ধানে বাহির হইল। সে যাহাকে সম্মুখে দেখে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে "সেবা হইয়াছে কি না ?" সকলেই উত্তর দেয় "যেখানে মা অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, সেখানে আবার অন্নের অভাব! আমাদের আহার হইয়াছে, কিন্তু ঐ মন্দার বৃক্ষতলে এক পাগলিনা বসিয়া আছে, উহার সেবা হইয়াছে কি না সন্ধান লইয়া দেখ।" নন্দী পেমী সমীপে উপস্থিত হইল। রজনীর জ্যোৎস্নায় নন্দীকে বেশী কষ্ট লইতে হইল না, পেমীকে দূর হইতেই দেখিতে পাইয়া নন্দী তৎসমীপে যাইয়া স্তব স্তুতি করিল, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাইল না। ভাবিল—স্ত্রী লোকটা সংজ্ঞা-বিহীনা, না তাই বা কৈ, হাত পা যে নড়িতেছে! তবে চিন্তাশীলা। পরক্ষণে তাহাকে জোর করিয়া ডাকিল; এইভাবে একবার, দুইবার, বহুবার নন্দী ডাকিলেও তাহার কোন সাড়া শব্দ পাইল না, তখন নন্দী গুরুদেবের কথা স্মরণ করিল। কেহ চিন্তামগ্ন থাকিলে তাহার মাথার চুল ধরিয়া টানিলে চিন্তা ভঙ্গ হয়, তাই পাঠাধ্যায়ীর টিকীর ব্যবস্থা। দিবা রাত্রি পড়িতে পড়িতে ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হয়, সেই সময় ইন্দ্রিয়ের পুনঃ চৈতন্য কারণ মস্তকের চুল টানা বিধেয়; শিখার সহিত মস্তকের যত নিকট সম্পর্ক, এমন কাহারও নাই। পিয়ানোর ভিতর

এমন হিসাবে যন্ত্রগুলি সাজান, যে উপরের পরদার এক একটী টিপিলে সুন্দর এক একটি সুর বলে, কিন্তু ভিতরের তার বিকল হইলে উপরের পরদা ভাল থাকিলেও আর সে সুর বলে না। এক দেহের ভিতর এমন জিনিষ দিয়া সাজাইয়াছেন যে উপরের ইন্দ্রিয়ে আঘাত লাগিলে ভিতর হইতে প্রত্যুত্তর দেয়; কিন্তু ভিতর বিকল হইলে উপরের ইন্দ্রিয়গুলি বর্ত্তমানেও সে প্রত্যুত্তর দেয় না। পিয়ানোর উপাদান সাতটী পরদা, দেহের দশটী; একবার এক একটীতে আঘাত লাগিলেই ভিতর হইতে উত্তর দেয়। ত্বক টানিলেই পুনঃ চেতন হয়, চুল থাকায় মাথার ত্বক টানার সুবিধা, কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মাথার ত্বকের উপর চুলগুলি সাজান, আর মস্তিষ্কও নিকট। গুরুদেবের কথা নন্দীর মনে উঠায় সে পাগলিনীর চুল ধরিয়া টানিল, তখনি পাগলীর চমক ভাঙ্গিল ও জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার এখানে আগমন কি জন্য?

নন্দী,—আমি প্রভু হরের প্রধান চেলা, নাম নন্দী, বাস হর-গৌরীর আশ্রম। আপাতত আপনার সেবা হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, যদি বলিতে কোন বাধা না থাকে বলিতে আজ্ঞা হয়।

পাগলিনী,—আমি উপবাসিনী। মহর্ষি কপিল মুনি বলিয়াছেন, হরগৌরী আশ্রমে চিন্তামণির দেখা পাইব, সেই জন্য এখানে আসিয়াছি। কোথায় চিন্তামণি আছেন আপনি কি বলিতে পারেন?

নন্দী,—আমার প্রভু হর জগচ্চিন্তামণি। সম্ভবত তাই মহর্ষি আপনাকে এ কথা বলিয়াছেন, আপনি হর-গৌরী আশ্রমে থাকিলে অবশ্যই চিন্তামণিকে পাইবেন। আপনি উপবাসিনী, অগ্রে সেবা গ্রহণ করুন, পরে চিন্তামণির দর্শন হইবে।

পাগলিনী,—আপনি জগচ্চিন্তামণির কথা বলিতেছেন? সে কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

নন্দী,—তবে কি আপনি দেহী চিন্তামণির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

পাগলিনী,—আপনি প্রভু হরের প্রধান চেলা, তবে এত স্থূল বুদ্ধি কেন? জগচ্চিন্তামণিকে দর্শন করিতে কি কেহ কোথায় যায়? দর্শনেচ্ছুক ভক্ত যথায় তথায় তাহাকে দেখিতে পায়—ভক্ত তো জগতের বাহিরে নহে যে বাহির হইতে অন্দরে আসিয়া তাহাকে দেখিবে! জগৎ যখন জগচ্চিন্তামণিতে ব্যাপ্ত তখন জগচ্চিন্তামণিকে দেখার আর বিচিত্র কি? দেহের চিন্তামণিকে দেখিতে হরগৌরী আশ্রমে কেন আসিব? দেহ ছাড়াতো পাগলিনী নয়। দেহ যথায়, পাগলিনী তথায়। চিন্তামণি সর্দ্দার আমার চিন্তামণি, তাহারই সন্ধানে আমি এই আশ্রমে আসিয়াছি। সমষ্টি সমষ্টির ভাল, ব্যষ্টি ব্যষ্টির ভাল, জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞানী—মূর্খের পক্ষে মূর্খ ভাল, চণ্ডাল চিন্তামণি সর্দ্দার চণ্ডালিনী পাগলিনীর পক্ষে ভাল। আপনার আপনি অর্থাৎ হর ভাল। আপনি আমার চিন্তামণির খবর দিতে পারেন? মহর্ষি কপিল মুনি মিথ্যা বলিবার লোক নহেন, এখানে অবশ্যই আমার চিন্তামণি আছেন।

নন্দী,—আপনি কি ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞাণকাণ্ড গুলিকে বৃথা বলেন?

পাগলিনী,—আমি জগতের কিছুকেই বৃথা বলি না, যে যেটায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তার সেটায় আবশ্যক নাই। যাহাদের বর্ণ শিক্ষা হয় নাই তাহাদের পক্ষে বর্ণশিক্ষা পুস্তক অতি আবশ্যক; কিন্তু যাহারা বর্ণ শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের বর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন কি? জগচ্চিন্তামণি জগৎগুরু। দেহ চিন্তামণি দেহের গুরু। কোন ব্যক্তিই জগৎ ছাড়া ও দেহবিহীন নয়, তবে কেন সকলে জগচ্চিন্তামণিকে বা দেহ চিন্তামণিকে পায় না?

নন্দী,—ক্রিয়াকাণ্ড শেষ করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে যাইলে পায়।

পাগলিনী,—জ্ঞানকাণ্ডে যাইলেও পায় না।

নন্দী,—তবে কোন কাণ্ডে পায়?

পাগলিনী,—জ্ঞানকাণ্ডকে শেষ করিয়া ভক্তিকাণ্ডে যাইলে পায়।

ক্রিয়াকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ডে উঠিলে পথিক-জ্ঞানী সম্মুখে এত পথ দেখিতে পায় যে কোন্ পথে যাইলে পথিকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা ঠিক করিতে পারে না, বরং ভেবাচেকা খায়। জ্ঞানী তর্ক ধরিয়া সময় কাটাইতে থাকে ; কাল কাহারও খাতির রাখে না—বিড়ালের ইন্দুর ধরার মত লইয়া যায়। যে পথিক-জ্ঞানী হুসিয়ার হয়, সে তর্ক না করিয়া চোখ কাণ বুঁজিয়া একটি পথ অবলম্বন করে অর্থাৎ ভক্তি পথাবলম্বী হয়। ভক্তি আসিলে বিশ্বাস. বিশ্বাসে কার্য্য, কার্য্যে সিদ্ধিলাভ, সিদ্ধিতে মুক্তি। ফলত সে সহজে জয়লাভ করিয়া অন্তে শান্তি ভোগ করে। দেখ নন্দি! ভক্তি কি প্রকারে আইসে। ইহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই, কারণ পাঁচ বৎসরের বালকে যে প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, শত বৎসরের মহাজ্ঞানী, মহাবৈজ্ঞানিক, বিদ্যাধ্যায়ী বা যোগাভ্যাসীতে সে ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। **একের** কৃপায় সব। **এক** মনে করিলে সূচের গর্ত্ত দিয়া অনন্ত জগৎ বাহির করিতে পারেন, কিন্তু পাগলিনী যতটুকু পরিসর সূচের গর্ত্তে থাকিবে ততটুকু মোটা সূতা এধার হইতে অন্যধারে বাহির করিতে পারিবে। সূচের গর্ত্তের চেয়ে সূতা মোটা হইলে আর পাগলিনী পারিবে না। জগচ্চিন্তামণি ও দেহ চিন্তামণি দার্শনিকদিগের ভাল। আমি লেখা পড়া বিহীনা পাগলিনী, আমার কি সাধ্য যে জগচ্চিন্তামণি বা দেহ চিন্তামণিকে চিন্তা করি? চণ্ডাল চিন্তামণি আমার চিন্তার বিষয়। তিনি কোথায় আছেন তুমি বলিয়া দিতে পার?

নন্দী,—আপনি উপবাসিনী, অগ্রে আশ্রমে সেবা গ্রহণ করুন। কল্য প্রাতে আমি হর-গৌরীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।

পাগলিনী,—আচ্ছা চল।

অনন্তর নন্দীর সমভিব্যাহারে পাগলিনী আশ্রমাভিমুখে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—ও ও—

হরগৌরী আশ্রম।

—ও ও—

হরগৌরী আশ্রম সকল আশ্রমের আদি; ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন আশ্রম ছিল কি না সন্দেহ। গিরিরাজকন্যা যে নদীর ধারে বহু তপস্যা করিয়া প্রভু হরকে লাভ করিয়াছিলেন, সেই নদী আজ পর্যান্ত গৌরী বলিয়া ঘোষিত। গৌরী নদীর উত্তর প্রদেশ হইতে প্রভু হরের আগমন। কোন্ দেশ হইতে হর আসিযাছিলেন তাহা বলা যায় না। প্রভু হরের পরিচয়—স্বয়ম্ভূ। তাঁহার বর্ণ শ্বেত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; যেহেতু সকল পুস্তকেই একাধারে প্রভু হরের বর্ণ শ্বেত উল্লেখ আছে। হরগৌরীর বিবাহের পূর্ব্বে গৌরী নদীর উত্তর প্রদেশের সহিত দক্ষিণ প্রদেশের ব্যক্তিদিগের আদান-প্রদান হইত না, হর-গৌরী হইতে এই প্রথার সূত্রপাত হয়। সম্ভবত এই বিবাহ হইতে গৌরী নদীর দক্ষিণ প্রদেশে প্রথম শ্বেত রঙের আবির্ভাব। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রভু হরকে হারকিউলিস্ এবং গৌরী নদীকে অকস্যাস্ বলিয়া উল্লেখ করে, এ কথা কতদূর যুক্তিসঙ্গত সাধারণে সেটা বিচার করিবেন।

আকবর বাদশাহের সময়ের ষোল টাকা মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা এখন পাঁচশত টাকা দিলেও পাওয়া যায় না; কিন্তু সম্প্রতি অর্থাৎ চারিশত বৎসর মাত্র গত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের সন সম্বৎ লইয়া কত গোলমাল; যদি শালিবাহন হইতে সাল হইয়া থাকে তাহা হইলে ত্রয়োদশ শততম বৎসর হয়, আর যদি শকাদিত্য হইতে শকাব্দা হইয়া থাকে তাহা হইলে ঊনবিংশ শততম হয়; কিন্তু বিক্রমাদিত্যকে নিহত করিয়া শালিবাহন প্রতিষ্ঠানগরে রাজা হইয়াছিলেন। কলাপ ব্যাকরণের প্রণেতা সর্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনের শিক্ষক।

বুদ্ধদেবের জন্ম তারিখ লইয়া কত গোলমাল। মহাবংশ, হিয়ুং-চিংয়ের ভারতাগমন. সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার অশোক রাজের সময়। ইহা হইতেই বুদ্ধদেবের জন্ম বৃত্তান্তের ঠিক হইয়া থাকে, তথাচ দুঃখের বিষয় সকলে এক রকম লেখে না। যুধিষ্ঠিরের সময় ঠিক করা ইহা অপেক্ষা দুরূহ, শ্রীরামচন্দ্রের ইহা অপেক্ষা আরও দুরূহ। সগর রাজার তো কথাই নাই, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের কথা আর কি বলিব? প্রভু হর এই সকলের আদি। হর—হারকিউলিস্ ও গৌরী নদী—অকসাস্, ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত সে কথা কিছুই বলা যায় না। নামজাহির ওয়ালা বা ভাষাওয়ালা ভারতবাসীকে যে ধারে ঘুরাইতে ইচ্ছা করে সেই ধারেই পারে, ইহার কারণ ভারতবাসীর মাথাটী গোবরে পূর্ণ।

হরগৌরী আশ্রমটী পুণ্য আশ্রম বলিয়া কথিত। হিংসা ও দ্বেষ তথায় কিছুই ঠাঁই পায় না, খালি প্রেম একাধারে সৎ হইয়া অনবচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছে। প্রত্যূষে নন্দী পাগলিনীর নিকট উপস্থিত হইলে পাগলিনী তাহাকে বলিল,—গত কল্য আপনি আমাকে

হর-গৌরীর দেখা করাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহাই করুন।

নন্দী.—আপনি আমার সহিত আসুন।

পাগলিনী ও নন্দী উভয়েই চলিল। একশত বা দুইশত পা যাইয়া নন্দী পাগলিনীকে বলিল,—আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুণ, আমি হর-গৌরীর খবর লইয়া আসিতেছি।

এই কথা বলিয়া নন্দী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল এবং কথামত কিছুক্ষণ পরে আসিয়া পাগলিনীকে সঙ্গে লইয়া হর-গৌরীর সম্মুখীন হইল।

পাগলিনী দেখিল হরের ক্রোড়ে গৌরী উপবিষ্টা। কি মনোরম দৃশ্য! এই দৃশ্য দর্শনে মনের সকল মলিনতা ধৌত হইয়া যায়। প্রকৃতি পুরুষ দৃশ্য জগতের আনন্দ; এই দর্শনটিকে আজি পর্য্যন্ত কোন দার্শনিক খণ্ডণ করিতে পারে নাই। জগৎ অর্থাৎ ব্যষ্টি-স্থূল শব্দ রাখিতে হইলে দুইটার প্রয়োজন। ব্রহ্ম (সমষ্টি-সূক্ষ্ম) বলিলেই "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহাই আইসে।

হর,—নন্দি! তুমি এই পাগলিনীকে কোথা হইতে তুলিয়া আনিলে? মা আমার কি চিন্তাশীলা! দুই চক্ষের কোলে কালী বেটে দিয়েছে! মা! তোমার চিন্তা তোমা হইতে শীঘ্র রহিত হউক।

নন্দী,—গুরুদেব! পাগলিনী আপনার আশ্রমের নিকট মন্দার বৃক্ষতলে স্থিরনয়না হইয়া বসিয়াছিলেন। আমি বৃষভের খাতিরে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইলাম পাগলিনীর বাহ্য সংজ্ঞা অতি কম; আপনার পূর্ব্বের উপদেশানুসারে মস্তকের চুল ধরিয়া টানিলে পর পাগলিনীর বাহ্যিক সংজ্ঞা হয় এবং পরে আমার সহিত সুমধুর আলাপ করে। সেই খাতিরে আমি উহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি। পাগলিনী অতি সূক্ষ্মদর্শিনী।

হর,—নন্দি! সে কথা তোমায় আর বলিতে হইবে না। মার চক্ষুই ইহার দর্শন স্বরূপিনী। তুমি জিনিষ চিনিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি যে পথে আছ, সেই পথের মাঙ্গলিক কর্ত্তা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। পাগলিনী তোমার এত চিন্তাশীল হইবার কারণ কি? আমার আশ্রমে আসিতে তোমায় কে উপদেশ দিল।

পাগলিনী,—গুরুদেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনার অবিদিত কিছুই নাই, চিন্তামণি আমায় চিন্তিতা করেছে। মহর্ষি কপিল মুনির উপদেশ মত আমি আপনার চরণ দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছি। আমার চিন্তামণি কোথায়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিউন।

হর,—মা! তোমার চিন্তামণি সর্ব্বত্র রহিয়াছে, নিজে ঠিক হইলেই চিন্তামণিকে লইতে পার।

পাগলিনী,—আমি সর্ব্বব্যাপী চিন্তামণিকে চাই না; যদি সে চিন্তামণিকে চাহিতাম, তাহা হইলে আপনার নিকট আসিতাম না, ঘরে বসিয়া পাইতাম।

হর,—মা! তোমার এখনও ভ্রম যায় নাই, তবে তুমি কি করিয়া চিন্তামণি সর্দ্দারকে পাইবে? যতক্ষণ ভ্রম থাকিবে ততক্ষণ ভ্রমণ করিতে হইবে, ভ্রমণে ভ্রমণে ভ্রম ঠিক হয়। তোমার মা! বার আনা ভ্রম ঠিক হইয়াছে, চারি আনা বাকী আছে। এই পরিমাণ পূরণ হইলেই চিন্তামণিকে পাইবে। কিন্তু, মা! তুমি যে চিন্তামণিকে প্রথম দেখাবধি এ পর্য্যন্ত অন্য বিষয় চিন্তা কর নাই, ইহার কারণ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে এখনও যদি চিন্তায় ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে চিন্তামণি সর্দ্দারের অভাব জানিবে। চিন্তামণি ব্যতীত চিন্তা করিও না। যখন সকল বিষয়ে চিন্তামণিকে দেখিবে, তখন চিন্তামণিকে পাইবে। 'তুমি' 'আমি' থাকিলে অর্থাৎ

চিন্তামণি সর্দ্দার ও পাগলিনী আলাহিদা থাকিলে—আলাহিদাই থাকিবে। যে দিন অভেদ হইবে সে দিন এক হইবে।

পাগলিনী,—তবে আমি গৃহে বসিয়া তো পাইতাম! এতদূর আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?

হর,—প্রয়োজন কিছুই নাই, যতক্ষণ ভ্রম দূর না হয় ততক্ষণ ভ্রমণ করিতে হয়, কারণ ভ্রমণে ভ্রমণে ভ্রম যায়। তোমার মা! দেখনা এখনও ভ্রম আছে, তাই "চিন্তামণি কোথায়" বলিয়া ভ্রমণ করিতেছ।

পাগলিনী,—গুরুদেব! 'তুমি' 'আমি' কি, মা গৌরী তো আপনাকে আরাধনা করিয়া পাইয়াছেন! জগচ্চিন্তামণিকে তো আরাধনা করেন নাই! তবে আমি কেন চিন্তামণি সর্দ্দারকে পাইব না!

হর,—'তুমি' ও 'আমি' কি—'তুমি' 'আমি' জ্ঞানে। 'তুমি' থেকে 'আমি' ছাড়িয়া আসিলে কেবল 'তুমি'টিকে জানিব, 'আমি'টিকে কি করিয়া জানিব? 'তুমি' 'আমি' জ্ঞানে 'তুমি' 'আমি'—'তুমি' জ্ঞানে 'তুমি', 'আমি' জ্ঞানে 'আমি'—'তুমি' 'আমি' না থাকিলে ক্রিয়াকাণ্ড থাকে না; ক্রিয়াকাণ্ড না থাকিলে স্থূল জগতের অস্তিত্ব থাকে না; আর স্থূল জগৎ না থাকিলে আবার ক্রিয়াকাণ্ড থাকে না! অতএব ক্রিয়াকাণ্ড না থাকিলে 'তুমি' ও 'আমি' থাকে না।

একের হুকুম প্রথমে 'তুমি' ও 'আমি' থাকিবে। দেহী হইলে প্রথমে যন্ত্র, তন্ত্র ও মন্ত্রের আবশ্যক হয়, ইহার কারণ সামাজিক ধর্ম্মের প্রয়োজন। সামাজিক ধর্ম্মের অভাব থাকিলে যন্ত্র, তন্ত্র ও মন্ত্র থাকে না এবং এই কয়েকটীর অভাবে দেহী হইয়াও পশুর মত থাকিতে হয়। ক্রিয়াকাণ্ড শেষ করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে আসিলে আর 'তুমি' 'আমি' থাকে না,—খালি 'তুমি'টী থাকে; ফলত 'তুমি' ব্যতীত আর কিছুই নাই। 'আমি' বর্ত্তমান, 'তুমি' অবর্ত্তমান।

অবর্ত্তমানের উপাসনা মানবের দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডে হয়। 'তুমি' ও 'আমি' হইতে কিছুই প্রভেদ নাই, তবে সূক্ষ্মে কিছু আছে। 'তুমি' বলিলে আর কিছুই নাই সত্য, কিন্তু 'তুমি' অবর্ত্তমান, আর 'আমি' বর্ত্তমান। ফল কথা 'তুমি' ও 'আমি' এক। তত্ত্বমসি-সোহং।

তুমি যে গৌরীর কথা বলিলে, তবে শুন। গৌরী বহু দিন তপস্যা করার পর আমাকে পাইযাছে, কারণ গৌরী প্রথম হইতে আমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও চিন্তা করে নাই। যত দিন গৌরীর ভেদজ্ঞান ছিল, তত দিন গৌরী আমা হইতে আলাহিদা ছিল, কিন্তু যে দিন হইতে ভেদজ্ঞানটী রহিত হইল অর্থাৎ অভেদ্য হইল, সেই দিন গৌরী আমাকে পাইল। চিন্তার আকর্ষণী শক্তি এত বেশী যে চিন্তার পদার্থ যত দূরে থাকুক না কেন, চিন্তাশীল হিড়্ হিড়্ করিয়া চিন্তার পদার্থকে নিকটে টানিয়া আনিতে পারে,—যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ মানব শৃঙ্খলধারীর ইচ্ছামত নিকটে আসিতে বাধ্য। গৌরী হইতে আমি কত দূরে ছিলাম! আমি এক দেশের পুরুষ, গৌরী অপর দেশের মেয়ে; জাতি, কুল, বর্ণ, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমি ও গৌরী পৃথক, কিন্তু চিন্তাশীলা গৌরী সবকে এক করিয়াছে! গৌরী যে দিন হইতে হরময় ব্যতীত আর কিছুই দেখিল না, বা শুনিল না ও কথা কহিল না, সেই দিন হইতে আমি গৌরীর পদতলে পড়িয়া আছি। মা! তুমিও যে দিন সমস্তে চিন্তামণিকে দেখিবে, সেই দিন তোমার চিন্তামণি তোমার পদতলে গড়াগড়ি যাইবে।

পাগলিনী,—গুরুদেব! যদি সমস্তই চিন্তামণি হইল, তাহা হইলে প্রভেদ জ্ঞান করায় কে?

হর,—যত দিন ঐ প্রকার জ্ঞান থাকিবে ততদিন জ্ঞানকাণ্ডে থাকিবে। মানব পুরুষকারের দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ডে অপর মানবের নিকট বাহাদুরি লইতে পারে, কারণ 'নিজ' ও 'অপর' এই জ্ঞানটী রহিয়াছে,

গুরু ও শিষ্য রহিয়াছে,—ছোট ও বড় রহিয়াছে; কিন্তু যখন মানব জ্ঞানকাণ্ডে আসিয়া মানস পূজার দ্বারা জ্ঞানী হইবে, তখন 'নিজ' ও 'অপর' এই জ্ঞানটী থাকিবে না। পৃথিবীতে যত দার্শনিক ছিল, আছে ও হইবে—সকলেই জ্ঞানী, কিন্তু কেহই প্রেমিক হইতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। প্রেমিক হইতে হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ক্রিয়া, রূপ, কুল্, শীল, জাতি ও মনের প্রয়োজন নাই। কিসে প্রেমিক হয়, কে প্রেমিক হইতে পারে, প্রেমিকের কার্য্য কি, কাহার দ্বারা প্রেমিক হওয়া যায়—এ কথা জগতে কেহই জানে না; ফলত প্রেমিক আপনা-আপনি হইয়া থাকে। ভেদ করিলেই ভেদ, অভেদ করিলেই অভেদ; কিন্তু এ ভেদাভেদ নিজের কাছে। মূলে যা, জগতে তা;—কাজে কাজেই মধ্যতেও তা।

পাগলিনী,—গুরুদেব! যদি মূল, মধ্য ও জগৎ এক হয়, তবে ভেদ কোথায়?

হর,—আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি নিজের হাতে। দর্পণের গুণ স্বচ্ছতা; দর্পনের গুণ—হনুমান, বানর ও উল্লুক নয়। দর্পনের নিকট মানব যে অবস্থাতে যাইবে দর্পণে ঠিক সেই অবস্থার প্রতিবিম্ব পড়িবে এবং চক্ষু সেই অবস্থার প্রতিবিম্বকে দর্পণের ভিতর দেখিবে। কেন দেখে?—কারণ চক্ষুর দেখিবার কর্ত্তাকে তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থাতে তৈয়ার করা হয়; যদি নিজের না হইত তাহা হইলে নিজের হনুমানের প্রতিবিম্বতে বানর দেখিত, বানরে উল্লুক, উল্লুকে বানর ও হনুমান, অর্থাৎ পাল্‌টা-পাল্‌টী। জগতে যত লোক তর্ক করে নিজের ঘট দিয়া কেহ করে না, পরের ঘট দিয়া করে, ইহার কারণ ভেদ। নিজের ঘট ঠিক থাকিলে অন্য সমস্ত ঘটগুলি ঠিক হয়। ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পরের ঘটের কাণ্ড। বাল্যকালে মানুষ যে অবস্থায় তৈয়ার হয়, সে অবস্থার ছবি তাহা হইতে আর কিছুতে যায় না; তবে দেহান্তর

হইলে যাইবার সম্ভাবনা আছে। ঘট তৈয়ার করিবার সময়ে যে দাগ ঘটে লাগে সে দাগ পোড়াইলেও যায় না, তবে ভাঙ্গিয়া চুর-মার করিয়া ফাঁকি করিলে যাইবার সম্ভাবনা। মা! তুমি বাল্যকালে লেখা পড়া কিছু শিখ নাই, স্বাভাবিক জ্ঞান যাহা লইয়া আসিয়াছ তাহাই অদ্যাবধি আছে; প্রথম অবস্থায় অপ্রকাশ্যভাবে ছিল, কিন্তু সময়ের সহিত প্রকাশ পাইতেছে; তবে এখনও কিছু বাকী আছে, পূর্ণ হইলেই সব শান্তি।

মা! তোমার জাতি, কুল, মান ও বংশের অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু যে ধন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, মনুষ্য ক্রিয়াকাণ্ডে ও জ্ঞান-কাণ্ডে কোটী কোটী বৎসর পরিভ্রমণ করিলেও এত উচ্চ স্থানে যাইতে পারে না। দেখনা মা! আজ তুমি কি ভোগ করিতেছ, কোথায় আসিয়াছ এবং কাহার সম্মুখে রহিয়াছ! মহর্ষি কপিল মুনির দর্শন দেবদুর্লভ, কিন্তু মা! সে দর্শন তোমায় আনন্দ দিতে পারে নাই। আমার সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্লভ, কিন্তু মা! তোমার পক্ষে সে দর্শন অতি সুলভ! তোমার চিন্তামণির জন্য অন্য কেহ তোমার নিকট স্থান পায় না। মা! এ দেবদুর্লভ জ্ঞান মেজে ঘসে কাহারও আসে না, যাহার হয়—তাহারই হয়, অন্যের হইবার সম্ভাবনা নাই।

তুমি মা তোমার চিন্তামণি লাভের আশায় ষষ্ঠ্যাদি কল্প আরম্ভ কর। আজ পঞ্চমী তিথি, অদ্য ঘৃত ব্যতিরেকে আর কিছু আহার করিও না। তুমি মা কল্য সূর্য্যদেব উদয়ের পূর্ব্বে গৌরী নদীতে অবগাহন করিয়া আমার নিকট আসিয়া বোধন লাভ করিও। উলাঙ্গিনী হইয়া বামা জগৎ আলো করিয়াছে! যত দিন উলাঙ্গিনী না হইতে পারিবে ততদিন প্রেমিকা হইতে পারিবে না। কৃপণতা করিলে জ্ঞানিনী হইতে পারিবে, কিন্তু কৃপণ ত্যাগী হইতে পারে না; কারণ জ্ঞান ও যুক্তি কৃপণের বন্ধু। 'আমি' ও 'তুমি' কৃপণের শেষ জ্ঞান। কৃপণ কখনও

শাস্তি ভোগ করিতে পারে না। আমার মায়ের পাঁচটীর অর্থাৎ কাম; ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদের লোপ হইয়াছে; শুদ্ধ একটী অর্থাৎ মাৎসর্য্যটী বাকী আছে। তাই মা তোমায় ষষ্ঠ্যাদি কল্প করিতে বলিলাম।

পাগলিনী,—গুরুদেব! আমার কি পাঁচটী লোপ পাইয়াছে? আর একটী যা বাকী আছে তাহাই বা কি? আর সেটা লোপ হইলেই বা কি হইবে? আমার চিন্তামণিকে পাব তো?

হর,—তোমার মা! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ লোপ পাইয়াছে, কিন্তু মাৎসর্য্যটী বাকী আছে, ফলত এইটী লোপ হইলে সব শূন্য হইল। তোমা হইতে 'তুমি' ও 'আমি' জ্ঞানটী পলাইয়া "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" সেইটী আসে এবং বাস্তবিকই সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার মা চিন্তামণি সামনে হাজির হইয়া সব শাস্তি জাহির করে।

পাগলিনী,—মাৎসর্য্যটী লোপ কি করিয়া হয়?

হর,—নীল পদ্মপলাশলোচনটী দিলেই হয়।

পাগলিনী,—নীল পদ্মপলাশলোচনটী কি?

হর,—ত্রিনেত্র।

পাগলিনী,—ত্রিনেত্র কি?

হর,—জ্ঞান।

পাগলিনী,—নেত্র যাইলে তো দেখিতে পাইব না।

হর,—সব শূন্য, তাই নীল বলা হইয়াছে। দেখিতে চাহিলেই দেখিতে হইবে। গৌরী উলাঙ্গিনী, কারণ গৌরী শূন্যাতীতা।

পাগলিনী,—যদি গৌরী শূন্যাতীতা, আপনার ক্রোড়ে তবে তিনি কি করিয়া বসিয়া আছেন? আমিই বা কি প্রকারে গৌরীর শ্রীটি দেখিতেছি?

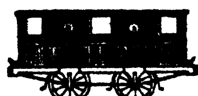
হর,—আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি 'আমি' 'তুমি' জ্ঞানে 'আমি' 'তুমি' জ্ঞান। মড়ার ভাব মড়া বুঝিতে পারে, গাছের ভাব গাছ বুঝিতে

পারে, পাহাড়ের ভাব পাহাড় বুঝিতে পারে, শূন্যের ভাব শূন্য বুঝিতে পারে। তুমি মা সাকার, সাকার বুঝিতেছ ; নিরাকার হইলে নিরাকার বুঝিতে পারিতে।

পাগলিনী,—বুঝা কথা রহিলে তো সাকার রহিল।

হর,—হর নিরাকার, সাকার হইল কি প্রকারে ? আমি বর্ত্তমান সাকার ;—প্রভু হর এই জন্য নিরাকার হইয়াও সাকার। কথা বলিলেই দোষ পড়ে, মাথা থাকিলে মাথা আর মুণ্ড হয়, কিন্তু মাথার ভিতর গোবর থাকিলে মাথা থাকিয়াও শূন্য মাথা। তর্কে তর্ক বাড়ে, কথায় কথা বাড়ে, বোবা হইলে কিছুই বাড়ে না। সে যাহা হউক, আজ তুমি চিন্তাগারে যাইয়া চিন্তা কর, কাল সকালে আমার নিকট আসিও।

পাগলিনী 'তথাস্তু' বলিয়া নন্দীর সহিত নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিল।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

সন্ধি।

—০—

পরদিন অরুনোদয়ের পূর্ব্বেতে পাগলিনী গৌরী নদীতে অবগাহন করিয়া প্রভু হরের সমীপে উপস্থিত হইল। প্রভু হর অতি যত্ন সহকারে তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া বলিল,—উন্মাদিনি! তুমি চক্ষু বুঁজিয়া তোমার ইস্টদেবতা চিন্তামণিকে ধ্যান কর, তাহা হইলে অদ্য সন্ধ্যা কালে তুমি তোমার চিন্তামণিকে পাইবে। পাগলিনী এ কথা শুনিয়া আহ্লাদে চক্ষু দুইটি মুদিয়া চিন্তামণির ধ্যান আরম্ভ করিল।

প্রভু হর দক্ষিন হস্তের পঞ্চাঙ্গুলি তুলিয়া একত্র করিয়া পাগলিনীর দুই ভুরুর মধ্যস্থানে পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগগুলি রাখিয়া নিজ দেহের বিজলী নির্গত করিতে লাগিলেন। "চাঁদা মামা, চাঁদা মামা, টী দিয়ে যা" এই হিঁয়ালিটী বহুদিন হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে; ইহা আর কিছুই নহে, বোধ হয় নিজ দেহের বিজলী নির্গত করিয়া অন্য দেহে দেওয়াই অভিপ্রায়। ত্রাটক যোগ আর একটি উপায়; নাসিকার অগ্রভাগ হইতে চক্ষুর দৃষ্টিকে সুরু করিয়া ক্রমে ক্রমে ভ্রূর মধ্যে লইয়া যাওয়া। দুই ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি সহজে যায় না, ইহার কারণ টিপ

বা ফোঁটা বিধেয়। যোগাভ্যাসী টিপ বা ফোঁটার আশ্রয়ে ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে এবং চক্ষুর দৃষ্টিটা ভ্রূর মধ্যে স্থির হইলেই ত্রাটক যোগ সিদ্ধ হয়। টিপ বা ফোঁটা ব্যবহারের প্রথা বোধ হয় ইহা হইতে হইয়াছে। সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন আর এক উপায়; এই জন্য বোধ হয় ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিকে দর্শন করিবার প্রথা হইয়াছে। নিজ মূর্ত্তিকে নির্ম্মল জলের ভিতর, অথবা স্বচ্ছ দর্পণে দর্শন করিলে, বা ছায়া মূর্ত্তিকে আকাশে দেখিলে, অথবা সূর্য্যকে দর্শন করিলে আত্মোন্নতি হয়। অতএব উক্ত কার্য্যগুলি নিয়মের সহিত অভ্যাস করিলে দেহের ভিতর বিজলীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যত বিজলীর অভ্যাস করিবে ততই উন্নতি মার্গে উঠিতে থাকিবে। উন্নতি মার্গে উঠিতে পারিলে চিন্তাশীল হয়; চিন্তাশীল হইলে একটির উপর চিন্তা আসে; আর একটির উপর চিন্তা বসিলে পাগল হইতে হয়। পাগল দুই প্রকার—পাগলা গারদের পাগল, আর এক চিন্তার পাগল প্রভু হর। প্রথমটিতে অপকার আছে, শেষটিতে উপকার হয়। উন্মাদ হইলে আদৌ চিন্তা থাকে না, আর সব চিন্তা শেষ হইলে শান্তি হয়।

কিছুক্ষণ পরে প্রভু হর পাগলিনীর মস্তকে হাত দিল, অর্থাৎ তোমার শান্তি হউক। মস্তকের উপর আর কিছুই নাই, তাই মস্তকের উপর আশীর্ব্বাদ করা বিধেয়। হাত বাড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করার ব্যবস্থাটি দেবলের হয়; কারণ কিছু দাও দেহটীকে রক্ষা করি! পাগলিনী উন্মাদ হইয়া প্রথমে হরকেই চিন্তামণি বলিয়া ধরিল, পরক্ষণে দেখিল প্রভু হর; অমনি বলিল,—গুরুদেব! আমার চিন্তামণি কোথায়?

হর,—তোমার চিন্তামণি আর একটু যাইলে পাইবে। উন্মাদিনীর চৈতন্য অবস্থায় বিষয় জ্ঞান, আর মূর্চ্ছাবস্থায় চিন্তামণি ধ্যান। চিন্তামণির

ধ্যানে যে বিষয় নাই ইহা কেহ বলিবে না, কারণ বিষয় না থাকিলে ধ্যান থাকে না। যে দিন বিষয় যাইবে, সেই দিন ধ্যান যাইবে। ধ্যান যাইলে 'তুমি' ও 'আমি' যাইবে, আর 'তুমি' ও 'আমি' যাইলে নির্ব্বাণ—শান্তি হয়!

গৌরী হরকে বলিল,—নাথ! আপনি পাগলিনীকে উন্মাদ করিয়া দিলেন, আপনার কি অবিচার? আপনার নিকট পাগলিনী কোথা চিন্তামণিকে পাইবে বলিয়া আসিল, আর আপনি তাহাকে চিন্তামণি হইতে শূন্য করিয়া দিলেন।

হর,—প্রিয়ে! আমি উন্মাদিনীর উপকার ব্যতীত অপকার করি নাই। অদ্য সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত চিন্তামণির সন্ধি হইবে। চিন্তামণি নিজগুণে পনর আনা তিন পাই সংগ্রহ করিয়াছিল। "আর কত দিন বিষয় জ্ঞানে থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিবে" আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া উন্মাদিনীর বাকী এক পয়সাটিকে শীঘ্র পূরণ করিয়া দিয়া উহার সুবিধা করিয়া দিলাম। কিন্তু উন্মাদিনীর অর্দ্ধ পয়সা লাভ হইয়াছে,—ক্ষণেক চৈতন্য, ক্ষণেক অচৈতন্য; আর অর্দ্ধ পয়সা হইলেই চিন্তামণির সহিত সন্ধি হয়। প্রিয়ে! তুমিও একবার উলাঙ্গিনী হইয়াছিলে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অবস্থা ভেদে জ্ঞানভেদটী হয়। যে ব্যক্তি নিজগুণে একছত্রধারী রাজা, আবার সেই ব্যক্তিই নিজগুণে ফকির! রাজার সময়ে তাহার কত প্রশংসা, আর ফকিরের সময়ে তাহার কার্য্যের কত অপযশ! রাজার সময়ে তাহার কথা গ্রাহ্য, আর ফকিরের সময় অগ্রাহ্য! কিন্তু উভয় অবস্থাতে একই ব্যক্তি। প্রিয়ে! আজ সন্ধ্যার সময় উন্মাদিনীর মিলন দেখিতে যাইবে?

গৌরী,—নাথ! আমি বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি বলিলেন ভালই হইল।

উন্মাদিনী যাইতে যাইতে যাহা দেখে, তাহাই চিন্তামণি বলিয়া ধরে, আবার যখন বিষয় জ্ঞান আসে, ছাড়িয়া দেয়। একটী হরিণীকে চিন্তামণি বলিয়া ধরিয়া ক্রোড়ে লইয়া বলিল,--"আহা! চিন্তামণির কি উৎকৃষ্ট চক্ষু! কি কোমল অঙ্গ! চিন্তামণি! তুমি কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করেছ? আমি তো তোমায় কিছু বলি নাই! ছি রাগ করিতে আছে?" এমন সময় হরিণী মুখ ব্যাদান করিল, উন্মাদিনী বলিল, "ক্ষুধা হইয়াছে? বলনা চুপ করে রহিলে। কথা কহিবে না? কথা কহিবে না? কথা কহিবে না?" এই বলিয়া হরিণীকে দূরে নিক্ষেপ করিল। এমন সময় এক অজগর হরিণীকে লক্ষ্য করিয়া চুপে চুপে আসিয়া উন্মাদিনীকে জড়াইল। "আহা! চিন্তামণির আলিঙ্গন কি সুখকর! কি স্নিগ্ধ!" এই কথা বলিতে বলিতে পাগলিনীর মূর্চ্ছা হইল। এই অবসরে অজগর আস্তে আস্তে পাক খুলিয়া লম্বা হইল। উন্মাদিনী ধড় মড় করিয়া উঠিল। "কৈ, আমার চিন্তামণি কৈ? আমার চিন্তামণি কৈ? আমার চিন্তামণি কৈ?" তার পর একটী বন্য ষাঁড়কে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—"আমার চিন্তামণি কি কুচকুচে কাল! শরীর কি মোলায়েম! চিন্তামণি, তুমি কোথায় গিয়াছিলে? কথা কও।" এমন সময় বৃক্ষের ডাল হইতে পাখী ডাকিয়া উঠিল। "আহা! চিন্তামণির কি সুমধুর স্বর, প্রাণ জুড়ায়। কৈ আর কথা কহিতেছ না, চুপ করে রহিলে, আমি চুপ করিলে কথা কহিবে?" এই কথা বলিতে বলিতে পাগলিনীর আবার মূর্চ্ছা হইল। এই বেলা ষাঁড় ধীরে ধীরে সিং নাড়িতে নাড়িতে বনের অন্য ধারে গেল। উন্মাদিনী চক্ষু উন্মীলন করিল। "কৈ আমার চিন্তামণি কৈ? আমার চিন্তামণি কৈ? বনদেবি! যদি আমার চিন্তামণিকে না দাও তাহা হইলে আমি এক্ষনেই তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিব।"

বনদেবী,—ভগিনি! আপনার চিন্তামণি তো আমার নিকট নাই।

আপনি ইচ্ছা করিলে আমার পুত্রের (মুনি, ঋষি ও যোগাভ্যাসীর) সহিত আমাকে ভস্ম করিতে পারেন। আমার পুত্রেরা নিরপরাধী, কাহারও উপর অত্যাচার করা আমার পুত্রদের বৃত্তি নহে—অন্যকে ক্ষমা করা আমার পুত্রদের বৃত্তি! আপনি ইচ্ছা করিলে আমার কি, সমস্ত স্থূল জগৎকে স্থানচ্যুত করিতে পারেন। আপনার চিন্তামণি পশ্চিম কাননে আছেন।

উন্মাদিনী তথা হইতে উঠিয়া পশ্চিম কাননে আসিয়া উপস্থিত হইল। সূর্য্য পাটে যাইতে কিঞ্চিত বিলম্ব আছে, এমন সময় হর-গৌরী সমস্ত ভূতকে সমভিব্যাহারে লইয়া পশ্চিম কাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওদিকে নন্দী মুনি, ঋষি, যোগাভ্যাসী ও বেদাধ্যায়ীদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিল। পশ্চিম কাননে প্রেম-কুসুম প্রস্ফুটিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে সৌরভ ছুটিল। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দেখিল সূর্য্যদেব লোহিত বরণ ধারণ করিয়া পাটে যাইতেছে। উন্মাদিনী আরও লোহিত বরণা হইল।

"সূর্য্যদেব! তুমি নিজে পাটে যাইতেছ আরাম করিতে, কিন্তু উন্মাদিনীকে কোন খবর দিলে না? তুমি সর্ব্বদেশী ও সর্ব্বস্থানে প্রবেশী, যদি অদ্য তোমার সন্ধ্যার সহিত আবার সন্ধি (চিন্তামণির সহিত) না হয় তাহা হইলে অদ্য হইতে আমি সন্ধ্যা উপাসনা রহিত করিব, আর আজ হইতে জগতে কেহ তোমার উপাসক থাকিবে না।"

সূর্য্যদেব,—উন্মাদিনি! চিন্তামণি এলো বলে, আর বেশী দেরী নাই। দেখনা এক পাশে তেত্রিশ কোটী দেবতা, অপর পাশে সমস্ত সন্ধ্যা বলের মধ্যে সন্ধানটী ও সন্ধানটিনী সকলেই তোমার সন্ধিকে অপেক্ষা করিতেছেন।

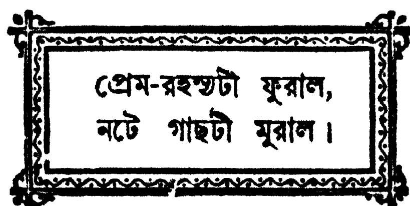
উন্মাদিনী,—গুরুদেব কি মার সহিত আসিয়াছেন?

সূর্য্যদেব,—ঐ দেখনা কনকাসনের মধ্যে মা ও বাপ বসিয়া আছেন।

উন্মাদিনী প্রকৃতি পুরুষের মূর্ত্তি দেখিয় মূর্চ্ছা গেল।

পশ্চিম কাননের অপর দিক দিয়া চিন্তামণি উন্মত্ত হইয়া 'পেমী' 'পেমী' বলিয়া আসিতেছে এবং তৎসম্মুখে ত্রয়োত্রিংশত কোটী দেবতা-গণকে দেখিয়া আজ্ঞা করিল,—"তোমরা পেমীকে দেখিয়াছ ? নীল বর্ণ কৈ, আমার পেমী কৈ ?" এই বলিয়া চিন্তামণি মূর্চ্ছা গেল। মূর্চ্ছাভঙ্গে 'পেমী' 'পেমী' 'পেমী' বলিয়া তাধৈ তাধৈ করিয়া নাচিতে লাগিল। ওদিকে পেমী 'চিন্তামণি' 'চিন্তামণি' বলিয়া ধেইতা ধেইতা করিয়া আলু থালু বেশে নাচিতে থাকিল। চিন্তামণি ও পেমীর মধ্যে সূর্য্যদেব রহিল ; যেমনি সূর্য্যদেব ঐ বলিল, অমনি বিজলির গতির মত উভয়ে বাহু প্রসারণ করিয়া বুকে বুকে উভয়ে জড়াইল। সন্ধ্যা ও সন্ধি এক সঙ্গে হইল।

কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, বা দেখিতে পাইল না। কেবল চিরসংজ্ঞাবিহীনা পেমীর দেহকে ও চিরসংজ্ঞাবিহীন চিন্তা-মণির দেহকে দেখিল ; কিন্তু সকলকার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত চুল খাড়া হইয়া উঠিল। অপ্সরা ও বিদ্যাধরীরা চারিদিকে নৃত্য গীত করিতে থাকিল, আর আকাশ হইতে অনবরত পুষ্প-বৃষ্টি হইতে থাকিল। এই প্রেম-রহস্যটী কি কেবল হর-গৌরী জানিলেন।



কথোপকথন-রহস্য।

আছে, সে বিষয়টি তোমাতে নাই, কিম্বা অপর মনুষ্যতে যে বিষয়টি থাকিতে পারে, তোমাতে সে বিষয়টি না থাকিতে পারে। বিষয়ের দরুণ ছোট ও বড়, অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য। গুরু অনেক বিষয় জানে, শিষ্য অনেক কম জানে, কিন্তু কোন মনুষ্য সর্ব্ব বিষয়গুলিকে জানিতে পারে না। মনুষ্য রূপান্তর হয়। বিহারী মিত্র মনুষ্য, ইহার কারণ রূপান্তরের অধীন, অতএব যে মনুষ্য পদবাচ্য সে রূপান্তরের অধীন। জগতে অনেক বিষয় আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে, কিন্তু যেটা বিষয় নয়, সেটা কোন কালে বিষয়ীভূত হয় না। ফলত বিষয়ীভূত না হইলে কেহই জানিতে পারে না। **এক** বিষয়ীভূত নয়, ইহার কারণ কেহই জানে না।

শিষ্য,—**এক** বিষয়ীভূত নয়, ইহা আপনি কি করিয়া জানিলেন? পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ না জানিতে পারে, কিন্তু পরে কেহ না কেহ জানিতে পারে, যখন কাল অনন্ত পড়িয়া আছে। দেখুন গুরুদেব! পূর্ব্বে অনেক বিষয় আবিষ্কার হয় নাই, এখন হইতেছে; ইহা বলিয়া সেইটা কি বিষয়ীভূত ছিল না?

গুরু,—বিষয়ীভূত ছিল বলিয়া আবিষ্কার হইয়াছে, যদি বিষয়ীভূত না থাকিত, তাহা হইলে আবিষ্কার হইত না। মনুষ্য এক মণ ওজনের দ্রব্যকে তুলিতে পারে, কিন্তু এক মণ তুলিতে পারে বলিয়া শত মণ তুলিতে পারে না। একটী মনুষ্য অপর এক শত মনুষ্যকে হারাইয়া দিতে পারে; কেন পারে? একটী মনুষ্য শিক্ষিত অপর এক শত অশিক্ষিত; যদি ওজন তুলিবার ক্ষমতাটি মনুষ্যের ভিতর না থাকিত তাহা হইলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত থাকিত না, হার ও জিত থাকিত না, গুরু ও শিষ্য থাকিত না, বিদ্বান ও মূর্খ থাকিত না, রাজা ও প্রজা থাকিত না। **এক** বিষয়ীভূত নয়, ইহার কারণ কেহই জানিতে পারে না। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ "আপনি কি করিয়া জানিলেন **এক** বিষয়ীভূত

নয়, যখন কাল অনন্ত পড়িয়া আছে। পূর্ব্ব হইতে অদ্যাবধি কেহ না জানিতে পারে, পরে কেহ না কেহ জানিতে পারে।" পুত্র! তোমার প্রশ্নটি অত্যুৎকৃষ্ট। তবে বলি শুন,—

যাহা নাই, তাহা নাই, যাহা আছে তাহা আছে। এক বিষয়ীভূত নয়, ইহার কারণ এক বিষয়ীভূত নয়; যদি এক বিষয়ীভূত হইত তাহা হইলে বিষয়ীভূত হইত। সভ্য জগতের আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত যত পুস্তক আছে, কোন পুস্তকে একমে বিষয়ীভূত বলে নাই, ইহার কারণ এক বিষয়ীভূত নয়, বরং সকলে একধারে আদি, মধ্য ও অন্ত রহিত বলিয়া গিয়াছে। যাহার বেড় সর্ব্বত্র আছে, কিন্তু মধ্য কুত্রাপি নাই; যাহার হাত ও পা নাই, চক্ষু ও কর্ণ নাই, কিন্তু লন, চলেন, দেখেন ও শুনেন; যিনি সকলকে জানেন কিন্তু যাহাকে কেহই জানে না,—তিনি অব্যক্ত, নিরাকার, এক অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম। পুত্র! ইহাতে জানা যায় যে এক বিষয়ীভূত নয়।

শিষ্য,—গুরুদেব! যদি এক বিষয়ীভূত হইল না এবং কেহই জানিতে পারিল না, তবে কেন একমে জানিতে চেষ্টা করে?

গুরু,—কেহই চেষ্টা করে না, খালি মুখে আইমার গল্পের মত আওড়ায়। তিনি জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময়, ইহার কারণ জ্ঞানীরা ও বৈজ্ঞানিকেরা জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের উপাসক। ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের আলোচনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। একমন হইয়া যে যত ধ্যানে মগ্ন হইবে, সে তত ফল বেশী পাইবে। যোগাভ্যাসী, মুনি ও ঋষিরা বিষয়ীভূতকে উপাসনা করিয়া অনেক গুহ্য বিষয় আবিষ্কার করায় জগতের অনেক মঙ্গল হইয়াছে। ইদানীং যাহারা ঐ উচ্চ বৃত্তিটিকে লইবে, তাহারাও জগতের নিকট পূজনীয় হইবে। "ধিয়ো ন প্রচোদয়াৎ" এমন বুদ্ধি দাও যাহাতে আমরা আপনার বিষয়ীভূতের বিষয়গুলিকে জানিতে পারি। এই বিষয়ীভূতের বিষয়-

গুলিকে জানিতে আজীবন চেষ্টা করিয়াও বিষয়ীভূত সমুদ্রের এক কণা বালি আহরণ হয় কিনা সন্দেহ! যদি উয়ের টিপীর যোগাভ্যাসী, মুনি ও ঋষিরা এই প্রকার জানিল, তাহা হইলে, পুত্র! এককে জানিতে যাওয়া কত অহঙ্কারের কথা! তবে যাহাদিগের ভিতর এই প্রকার অহঙ্কারটি আছে তাহারা করুক, কারণ তাঁহাদের দুকুল যাইতে বসিয়াছে।

ধাপে ধাপে না উঠিলে হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়। মনুষ্য এক হাত লাফাইতে পারে বলিয়া কেননা দশ হাত পারিবে? যখন দশ হাত পারিবে, তখন কেননা সমুদ্র ও পাহাড়কে লাফাইয়া পার হইতে পারিবে? যদি এই ভিত্তিটিকে ধরিয়া কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে মহা শঙ্কটে পড়িতে হয়। সকলের অবধি আছে, খালি একের নাই। ধাপে ধাপে উঠিতে পারে বলিয়া, অনন্ত ধাপ হইলে উঠিতে পারে না, কারণ মনুষ্যের জীবন অসীম নয়। যদি মনুষ্যের জীবন অনন্ত হইত, তাহা হইলে ধাপে ধাপে উঠিয়া অনন্ত ধাপে উঠিতে পারিত। মনুষ্য চিন্তা করিতে পারে, ইহা বলিয়া অনন্তকে চিন্তা করিতে পারে না। বিষয়ীভূতাবধি চিন্তা করিতে পারে, কিন্তু বিষয়ীভূতাতীত পারে না। ব্যোমাবধি মনুষ্য চিন্তা করিতে পারে। ব্যোমাতীত এক হন, ইহার কারণ এক মনুষ্যাতীত।

প্রভু হর ব্যোমে যাইয়া বম্ বম্ করিয়া শক্তিকে ধরিলেন। ৺বশিষ্ঠ ব্যোমে যাইয়া শূন্যকে দেখিয়া শূন্যময় করিল। ৺ব্যাস ব্যোমে যাইয়া বিস্তৃত রাজত্ব দেখিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে না পারিয়া, নেতি নেতি বলিয়া বুদ্ধিশূন্য হইয়া ব্রহ্মকে ধরিল। ৺কপিল বিষয়ের সহানুভূতি আসক্তকে—যোগকে সর্ব্ব বিষয়ে দেখিয়া প্রকৃতি পুরুষকে ধরিল। ৺গৌতম বিষয়কে অনুবীক্ষণের দ্বারা দেখিয়া অণুকে ধরিল। পুত্র! জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকেরা বিষয়ীভূত বিষয়কে

জানিতে চেষ্টা করে, কিন্তু গোলালোকেরা একজে জানিতে চেষ্টা করে, কারণ উহাদের ভিতর বাজে অহঙ্কার অত্যন্ত বেশী হয়। পুত্র! যত কিছু বিষয় আবিষ্কার হইয়াছে উহা সমস্তই বিষয়ীভূত হয়। একটী অপর একটীর সংযোগে অন্য একটীর আবির্ভাব হয় এবং সেটি নূতন বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু পুত্র! কিছু নাই অথচ একটী নূতন কেহ কি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছে? বোধ হয় বলিবে, না। তবে আগে লুক্কায়িত অবস্থাতে থাকে, পরে যোগাভ্যাসীরা, মুনিরা বা ঋষিরা আলোতে আনে। যখন আলোতে আনে, তখন অন্য সকলে দেখিতে পায়। পুত্র! ঐ সমস্ত মহাজনদিগকে শত শত বার প্রণাম কর, কারণ ঐ সকল ব্যক্তিরা জন্মান্ধ নয়। জন্মান্ধেরা একজে খালি চাতুরি বুলির দ্বারা গৈরিক কাপড়েতে বা গুলি সুতাতে বা মাথার হজমি গুলিতে গ্রেপ্তার করিতে চায় এবং অপর সকলকে জানায়, যে আমাদের হাতের বগলের ঝুলির ভিতর বা জামার পকেটের ভিতর এক গ্রেপ্তার আছে, যদি কিছু ভিক্ষা দাও তাহা হইলে তোমাদের সামনে ঝুলির বা পকেটের ভিতর থেকে একজে বাহির করিয়া দেখাইয়া দিই। পুত্র। যদি তুমি জন্মান্ধ হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে চাতুরি বুলিগুলিকে শিখিয়া গৈরিক-ধারী বা গুলিসুতাধারী বা টিকিধারী হও, তাহা হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

শিষ্য,—গুরুদেব! আপনি বলিলেন, "কিছুই নাই, অথচ একটি নূতন কেহ কি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছে, বোধ হয় বলিবে; না" তবে কিছুই নাই কেন কিছুই নাইটকে প্রসব না করিয়া কিছুটিকে প্রসব করিল। উচিৎ কিছুই নাই, কিছুই নাই হওয়া এই ব্যতিক্রমের দরুণ আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সন্দেহটিকে ভঞ্জন করুন।

গুরু,—তুমি বড় রগড়ের কথা বলিয়াছ এবং জ্ঞানান্ধের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছ। তবে শুন একটী গল্প বলি,—

কোন সময় একটী লোক একের দর্শন লালসায় বহুকালাবধি তপস্যা করিতে করিতে দেহের ও মনের জীর্ণাবস্থায় পড়িয়া অবশেষে সে এই স্থির করিল, যদি আমি এক মাসের ভিতর একের দর্শন না পাই তাহা হইলে স্বহস্তে নিজের মস্তকটিকে কাটিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিব। লোক অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে নন্দী এঁড়ের উপর সোয়ার হইয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোক মহা সমাদর করিয়া নন্দীকে এঁড়ে হইতে নামাইয়া পাদ্যার্ঘ দিয়া কুশাসনে বসিতে অনুরোধ করিল। নন্দী কুশাসনে বসিয়া লোককে তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল।

লোক বলিল,—নন্দিন্! একের দর্শন লালসায় আমি বহুকালাবধি তপস্যা করিতেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ফল ফলিল না। আপনি যখন আপনার প্রভু হরের নিকট যাইবেন, অনুগ্রহ করিয়া প্রভুকে বলিবেন, আপনার ছেলে বহুকালাবধি তপস্যা করিয়া একের দর্শন না পাওয়ায়, অবশেষে সে এই স্থির করিয়াছে, যে যদি এক মাসের ভিতর একের দর্শন না পায়, তাহা হইলে স্বহস্তে নিজ মুণ্ডটিকে কাটিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিবে।

নন্দী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—আপনি এক কাহাকে বলেন?

লোক উত্তর দিল,—যিনি নিরাকার, অদ্বিতীয় এবং যিনি সকলকে দেখিতে পান,..কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না এবং যাঁহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই।

নন্দী,—এই ব্রত কত দিন লওয়া হইয়াছে?

লোক,—বহু বৎসর হইল।

নন্দী,—বাল্যকালে আপনি বিদ্যাভ্যাস করিয়া ছিলেন?

লোক,—বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস সুরু করিয়া, এবং যৌবনে অন্য সমস্ত বৃত্তিগুলিকে ছাড়িয়া খালি অষ্টাদশ বিদ্যায় উত্তীর্ণ হইয়া এতাবৎ-কাল একের দর্শন লালসায় এই স্থানে তপস্যা করিতেছি, কিন্তু নন্দিন্! ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এপর্য্যন্ত কোন প্রকার ফল ফলিল না।

নন্দী,—আপনি বুক্ওয়ার্ম ?

লোক,—বুক্ওয়ার্ম কাহাকে বলেন ?

নন্দী,—পুস্তকের পোকা।

লোক,—আপনি আমাকে পুস্তকের পোকা বলিলেন কেন ?

নন্দী,—আপনি পোকার মতন পুস্তকের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ পোকা যেমন অনবরত পুস্তকের সহিত থাকিয়া পুস্তকের পংক্তিগুলিকে কাটিয়া গিলিয়া ফেলে, আপনিও তেমনি পুস্তকের সহিত অনবরত আলাপ করিয়া ভাবাগুলিকে ভাসা রকমে বুঝিয়া জাবর কাটিয়াছেন।

লোক,—এত করিয়াও নিবৃত্তি নাই, বরাবর তাঁহার দর্শন লালসায় অদ্যাবধি তপস্যা করিতেছি। নন্দিন্! প্রভু হর যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন প্রকার উপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলে শিব, আর তাহা না হইলে অশিব।

নন্দী (স্বগত),—হায়রে বিধাতা, আপনার রাজ্যে কত রকম জানোয়ার আছে, ধন্য, ধন্য, ধন্য। পোকা যেমন আজীবন পুস্তকে বাস করিয়া এবং পুস্তককে গিলিয়া ৺ বাল্মীকি, ৺ ব্যাস, ৺ বশিষ্ঠ ও ৺ বিশ্বামিত্র হয় না, তখন লোক অষ্টাদশ ভ্রম-বিদ্যা শিখিয়া দুকুল খানি হারাইবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি ?

নন্দী প্রকাশ্যে বলিল,—আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমি আমার প্রভু হরের নিকট বলিব, কিন্তু আপনিতো আমার প্রভুকে দেখিতে ইচ্ছা করেন না ? আপনি একের দর্শন লালসায় অস্থির, অতএব আমার

প্রভু আপনার কি উপায় করিবেন? দেখুন, কোন দিন আমি প্রভু হরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরুদেব! আমি বহুকালাবধি আপনার সেবা করিলাম, কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া কি আমাকে একের দর্শন পাইবার জন্য কোন উপায় বলিয়া দিবেন না, যাহাতে আমি শীঘ্র একের দর্শন পাই? ইহাতে গুরুদেব বলিলেন,—"যাহার যে রকম ভাবনা তাহার সে রকম পাওনা।" আর তিনি বলিলেন,—আমি এক কি ইহা জানি না। তিনি কৃপাবশত যাহা কিছু আমার ঘটে দিয়াছেন, তাহাই আমার শিব। নন্দী, তোমার ইষ্ট যাহাতে, তাহাই তোমার এক জানিবে, কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী হন। আমি বলিলাম,—"আপনি আমার এক এবং আপনি আমার ইষ্ট দেবতা। যখন আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি তখন আমার মুক্তি হইয়াছে।" অমনি আমার মুক্তি হইল। মুক্তি অর্থাৎ দুই পা তুলিয়া গঙ্গাপার নয়, বা বুজরুকি দেখাইয়া পয়সা রোজগার করা নয়। মুক্তি অর্থাৎ ভ্রম হইতে তফাৎ হওয়া; যে মুহূর্ত্তে ভ্রমটি দূর হয়, অমনি সেই মুহূর্ত্তে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিটি হয়। আপনি বলিয়াছেন,—তিনি নিরাকার, তবে আপনি কি করিয়া তাঁহার দর্শন পাইতে ইচ্ছা করেন? আকার না হইলে দর্শন হয় না, নিরাকারে দর্শন কোথায়?

লোক উত্তর দিল,—আকারের দর্শনটী প্রত্যক্ষ, নিরাকারের দর্শনটী অপ্রত্যক্ষ।

নন্দী,—অপ্রত্যক্ষ কি প্রত্যক্ষ নয়, যখন সেইটাকে জ্ঞান চক্ষু বলে?

লোক,—যাহা দুই সামান্য সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে; আর যাহা মনের দ্বারায় অসামান্য অসাধারণ অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অপ্রত্যক্ষ কহে।

নন্দী,—তিনি মনের অতীত, কি করিয়া মনের দ্বারা জ্ঞান চক্ষুতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়? আরও দেখুন, আকার না হইলে চিন্তা হয় না, ইহার কারণ জগৎকে চিন্তাময় কহে। যাহার আকার আছে তাহার চিন্তা আছে, যাহার আকার নাই তাহার চিন্তা নাই। তিনি নিরাকার, ইহার কারণ তিনি চিন্তাতীত।

লোক,—শূন্যের আকার নাই বলিয়া কি শূন্যটি চিন্তার বিষয় নয়?

নন্দী,—শূন্যের অর্থাৎ ব্যোমের আকার আছে বলিয়া চিন্তা হইতে পারে। যদি শূন্যের অর্থাৎ ব্যোমের আকার না থাকিত, তাহা হইলে চিন্তা হইতে পারিত না। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শূন্যকে অর্থাৎ ব্যোমকে ফাঁক অর্থাৎ শূন্য বল, সে ইন্দ্রিয়টি পরিচয় দিতেছে যে শূন্যের অর্থাৎ ব্যোমের আকার আছে। বাহ্য ইন্দ্রিয়টি বলিতে পারে না, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভিতর মন ইন্দ্রিয়টি বলিতে পারে। মন ধাতুতে "উ" প্রত্যয় করিলে "মনু" হয় এবং উহার উত্তর "অন" প্রত্যয় করিলে "মানব" হয়। যাহার মন আছে তাহাকে মানব কহে, ইহার কারণ সমস্ত মানব মনুর সন্তান বলিয়া কথিত। শূন্য অর্থাৎ ব্যোম মনের অতীত নয়, ইহার কারণ শূন্য অর্থাৎ ব্যোম মনোগোচর। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইহার কারণ তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারেন না। আপনি বলিয়াছেন, তিনি অদ্বিতীয়, যদি তিনি আর একটী হন, তাহা হইলে তিনি একটী রহিলেন্ না, দুটী হইলেন।

লোক,—কেন তিনি দুটী হইবেন?

নন্দী,—আপনার অহঙ্কারের কারণ; কেননা আপনি আপনার তপস্যাবলকে একের অপেক্ষা বেশী মনে করেন। চক্ষু ও জ্ঞান-চক্ষু অর্থাৎ সাধারণ ও অসাধারণ চক্ষু, উভয়েরই সীমা আছে। তিনি অসীম, অতএব তাঁহাকে সীমাতে আবদ্ধ না করিতে পারিলে আপনি তাঁহার দর্শনটিকে কি করিয়া পান? যদি তিনি অসীম হইতে সীমাতে

আবদ্ধ হন, তাহা হইলেই তিনি আর একটী হইলেন। আপনি এক স্থানে থাকিয়া বোধ হয় সমস্ত জগৎ দেখিতে পান না, তবে কি করিয়া আপনি সেই বিরাট মূর্ত্তিটিকে দেখিবেন? বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে হইলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অন্য স্থানে রাখিতে হয় এবং আপনার চক্ষুর ক্ষমতাকে অসীম করিতে হয়। ইহাই বা কি করিয়া সম্ভবপর হয়, যখন তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং মানবের চক্ষুর ক্ষমতাটি অসীম নয়? যদি ইহা অসম্ভব হয় তাহা হইলে আপনি তাঁহার দর্শন কি করিয়া পান?

লোক,—কেন তিনি স্বরাট হইয়া দেখা দিতে পারেন?

নন্দী,—তাই বলনা, তবে প্রতিনিধির প্রয়োজন হইল।

লোক,—প্রতিনিধিও যা আর তিনিও তা।

নন্দী,—আর একটু আসিলেই সব ঠিক হইয়া যায়। যেমন তিনি তেমনই রহিলেন, লাভের ভিতর মনু হইলেন।

লোক,—তাহা হইলে আপনি যাহা কিছু নিরাকারের বা অদ্বিতীয়ের বা অসীমের যুক্তি দিলেন, সমস্তই গোলমাল হইয়া যায়?

নন্দী,—তাহা হইবে কেন?

লোক,—আপনি আমায় জকসক করিয়াছেন। ইহা বলিয়া আপনার ব্যবস্থা অনুগ্রহ করিয়া আলাহিদা করিবেন না।

নন্দী,—ছিঃ! সেকি ভদ্রের কার্য্য। আপনি বলিয়াছেন "যাঁহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই" ইহাতে আপনি বুঝিবেন, যাহা কিছু যুক্তি দেওয়া হইল ইহা সমস্তই মানবের অর্থাৎ অংশভূতের পক্ষে হয়, তাঁর পক্ষে অর্থাৎ পূর্ণের পক্ষে নয়।

লোক,—কি করিয়া নয়?

নন্দী,—পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে বাকী থাকে পূর্ণ। কেমন হে, এইটা বড় রগড়ের কথা নয়?

লোক.—হাজার বার, কারণ এইটী অসম্ভব।

নন্দী,—আপনার ও আমার পক্ষে বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে নয় তবে বলি শুন ঃ—আপনার নিকট আমি একটী পয়সা গচ্ছিত রাখিলাম, দুই চারিদিন পরে আপনার নিকট হইতে ফেরৎ লইলাম, আপনার নিকট আমার বাকী কি রহিল ?

লোক,—কিছুই না।

নন্দী,—দেখ, এক হইতে এক লইলে বাকী কিছুই থাকে না। অংশভূতের অর্থাৎ মানবের পক্ষে এই হিসাবটি ঠিক, কিন্তু তাঁর পক্ষে এই হিসাবটি ঠিক নয়। আচ্ছা মহাশয় বলুন দেখি, যদি আপনি আমার টাকার উপর খালি হাত বুলাইয়া লন, তাহা হইলে আমার টাকা কম হয় কি না ?

লোক,—কেন কমিবে ? আপনার পূর্ণ টাকা পূর্ণ থাকিবে।

নন্দী,—কেন কমিল না ?

লোক,—কারণ আপনি আমায় দিলেন না, বা লইলেন না।

নন্দী,—তবে পূর্ণ বিকৃত হয় দিলে বা নিলে, অর্থাৎ হস্তান্তর হইলে। এক পয়সা তোমায় দিলাম, আবার আমি এক পয়সা তোমার নিকট হইতে লইলাম, তোমার নিকট আমার বাকী কিছুই রহিল না। যদি একটী বৈ জগতে পয়সা না থাকিত, তাহা হইলে জমা, খরচ বা বাকী থাকিত না। সংখ্যা আছে বলিয়া জমা, খরচ ও বাকী আছে। যাহার সংখ্যা নাই, তাহার জমা বা খরচ বা বাকী নাই। এক আর একে দুই হয়, আর এক থেকে এক নিলে বাকী থাকে শূন্য, অর্থাৎ কিছুই নয়। যদি এক ব্যতীত অন্য সংখ্যা না থাকিত তাহা হইলে জমা ও খরচ ও বাকী থাকিত না। তিনি সংখ্যাতীত, ইহার কারণ তিনি সংখ্যাতে আসিতে পারেন না। যদি আপনার বুদ্ধিটী পরিষ্কার হয়, তাহা হইলে

দেশের সম্রাটের হিসাব দেখিয়া অনেকটা বুঝিতে পারেন। সম্রাট যত টাকা প্রজাদিগকে দেন না কেন, সম্রাটের ভাণ্ডার ক্ষয় হয় না, কারণ সম্রাট যত টাকা প্রজাদিগকে দিবেন, সমস্তই সম্রাটের ভাণ্ডারে আছে, যখন ইচ্ছা করিবেন তখনই লইতে পারিবেন, কিন্তু যদি কোন প্রজা টাকাগুলিকে লইয়া অন্য সম্রাটের সাম্রাজ্যতে যায়, তাহা হইলে সম্রাটের টাকার খরচ হয়। একের রাজত্ব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হয়, কেহই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাইতে পারে না। যদি না পারিল, তাহা হইলে পূর্ণ হইতে পূর্ণ যাইয়াও পূর্ণ রহিল। যেমনি তিনি তেমনই রহিলেন, লাভের ভিতর মন্নু হইলেন।

লোক,—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

নন্দী,—তিনি যেমন নিরাকার, অসীম, অদ্বিতীয়, তেমনি বিরাট রহিলেন, লাভের ভিতর মন্নু স্বরাট হইয়া সকলকে উদ্ধার করিল। ব্রহ্মকে আজ পর্য্যন্ত কেহই কোন প্রকার রূপ দিয়া অবতার করে নাই, কারণ সব গোলমাল করিলে দাঁড়ায় কোথায়? দার্শনিকেরা ও পৌরাণিকেরা ব্রহ্মকে বরাবর ঠিক রাখিয়া গিয়াছে। যত অবতার হইয়াছে, মহাজনেরা একের সমস্তকে উহাদিগের উপর ফেলিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্ম যে অবতার হইয়াছে ইহা কেহ বলে নাই। বস্ত্র আঁটনি ফস্‌কা গির করিলে হইবে না। দেখুন না, আপনার বস্ত্র আঁটনি ফস্‌কা গির ছিল, সেই জন্য সব এলিয়ে গেল। আপনি যদি নিরাকারকে অদ্বিতীয় রাখিয়া আপনার গুরু—প্রভূ হরকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সব ঠিক থাকিত। ব্যোম ভ্যাস্তা হইয়া অপরের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন না।

লোক,—আপনি কত রকম যে বলেন, ইহা ধারণা করা বড় সুকঠিন। একবার বলিলেন, নিরাকার আকার হইতে পারে

না; আবার বলিলেন, নিরাকার সব হইতে পারে। কেমন কেমন গোলমাল বোধ হয় না?

নন্দী,—খালি গোলমাল নয়, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত গোল হইতে হইবে, অর্থাৎ চৌকস্ত হইতে হইবে। সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মে রাখিতে হয়, স্থূলকে স্থূলে রাখিতে হয়। সূক্ষ্মের কথা স্থূলে লইলে, কিম্বা স্থূলের কথা সূক্ষ্মে লইলে—একুল ওকুল অর্থাৎ দুকুল যায়। চরিত্র নীতির কথা চরিত্র নীতিতে রাখিতে হয়। সমাজ নীতির বা রাজ নীতির বা গুপ্ত নীতির কথাগুলি—সমাজ নীতিতে, রাজ নীতিতে ও গুপ্ত নীতেতে রাখিতে হয়। এর কথা ওতে দিলেই গোলমাল হয়, অর্থাৎ একটীর কথা অপর একটীতে লইলে গোলমাল হয়। বেদান্ত পড়িলেই মীমাংসা খানিকে পড়িতে হয়, সাংখ্য পড়িলেই পাতঞ্জল খানিকে পড়িতে হয়, ন্যায় পড়িলেই বৈশেষিক খানিকে পড়িতে হয় এবং উপনিষৎ পড়িলেই শ্রৌত সূত্রগুলিকে পড়িতে হয়। যদি একটীকে পড়িয়া অপর একটীকে না পড়, তাহা হইলে বজ্র আঁটনি ফসকা গির হয়, অর্থাৎ একুল ওকুল দুকুল যায়। আর যদি দুইখানিকে পড়িয়া প্রকৃত সারটীকে গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে যেমন তিনি তেমনি রহিলেন, লাভের ভিতর মনু হইলেন, অর্থাৎ একুল ওকুল দুকুল ঠিক হয়; অর্থাৎ ইহকাল পরকাল বজায় থাকিয়া নিকূল হইয়া সমভাব হয়। জগতে মাথার খেলা ব্যতীত আর কিছুই নাই, অতএব বুদ্ধিটিকে মার্জ্জিত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বুদ্ধিটী মার্জ্জিত থাকিলে শিব অর্থাৎ মঙ্গল হয়। আর তাহা না হইলে অশিব অর্থাৎ অমঙ্গল হয়। আপাতত ভারতবাসীর পক্ষে এক বাদী হইয়া শৈব বা কাষ্ট ধর্ম্মকে অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

কোন সময় আমার গুরু প্রভূ হর আমাকে বলিলেন,—দেখ নন্দী! অদ্য আমার মানস-সরোবরে দেখিয়া আসিলাম, এক চালুনী

দিয়া দিগ্‌গজগুলিকে ছাঁকিতেছেন। তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর ?

আমি অনেক মাথা ঘামাইয়া বলিলাম,—অসম্ভব। তখন আমার বুদ্ধি আপনার মত ছিল ; আর তিনি বলিলেন,—আচ্ছা নন্দী, তুমিতো সর্ব্বত্র যাতায়াত কর, ইহার মীমাংসা কে কি প্রকার করে, নিয়ে এস দেখি।

আমি কৈলাস হইতে এঁড়ের উপর সোয়ার হইয়া বাহির হইলাম। বহুক্ষণ পরে কতকগুলি গৈরিক বস্ত্রধারী, জটাধারী, যজ্ঞ সূত্রধারী ও ভূতলশায়ী দেখিতে পাইয়া তাহাদিগের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, সকলে সমাদর করিয়া আমায় পাদার্ঘ দিয়া বসিতে কুশাসন দিল, আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের সকলকার কুশলত ?

উহারা বলিল,—আপনার কৃপায় সকলই কুশল, আপাতত এখানে আসিবার কারণ কি ?

আমি উত্তর করিলাম,—অন্য কিছুই কারণ নয়, তবে কি জান, এধার দিয়া যাইতে ছিলাম, তাই একবার মনে করিলাম তোমাদের সহিত অনেক দিন যাবৎ সাক্ষাৎ হয়নি, একবার দেখা করিয়া যাই। আর তোমরা সব ভারতের ঢাকপেটা রত্ন হও তোমাদিগকে দর্শন করিলেও পুণ্য আছে।

উহারা বলিল,—সে যাহা হউক, আপনার মনোগত ভাব কি বলুন দেখি, কারণ আপনি তো সময়কে বৃথা নষ্ট করেন না।

নন্দী বলিল,—ওহে একটা বড় আশ্চর্য্য কথা, তবে শুন ;—এক চালুনী দিয়া দিগ্‌গজ গুলিকে ছাঁকিতেছেন।

উহারা সকলে বলিল,—ইহার আশ্চর্য্য কি। সমস্ত দিগ্‌গজ চালুনীর উপর আছে, চালুনীর গর্ত্ত গুলি অতি ক্ষুদ্র, দিগ্‌গজতো আর চালুনীর ভিতর দিয়া গলিয়া বাহির হইবে না।

আমি উত্তর দিলাম,—নাহে চালুনীর অতি ক্ষুদ্র গর্ত্ত দিয়া সব নীচে পড়িয়া যাইতেছে।

সকলে রাগান্বিত হইয়া বলিল,—আপনি কি চক্ষুতে দেখিয়াছেন, না অপর কাহার নিকট কর্ণে শুনিয়াছেন।

আমি বলিলাম,—আমার গুরু প্রভূ হরের নিকট শুনিয়াছি।

উহারা সকলে হাঁ হাঁ করিয়া হাসিয়া বলিল,—কেমন লোকের চেলা, হবেই বা না কেন, আজকে বুঝি দমটা বেশী হইয়াছে। দেখুন, আপনি অবিবেচক নন্, গর্ত্তের প্রসরের চেয়ে যদি দেহ বড় হয়, তাহা হইলে ঢুকিবে কি করিয়া। আপনার অষ্টাদশ বিদ্যাতে পারিদর্শিতা আছে, আপনি কি করিয়া এই প্রকার আজগুবি কথা বলেন। চালুনীর গর্ত্ত অতি ক্ষুদ্র এবং দিগ্‌গজের দেহ অতি বড়, কি করিয়া এইটি সম্ভবপর হইতে পারে। জলে আর আগুনে কি মিল হয়, সাপে আর নেউলে, কাকে আর উল্লুকে, ধর্ম্মীতে আর বিধর্ম্মীতে কি বন্ধুত্ব হয়। আপনার মুখে এই প্রকার কথা শুনিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইলাম।

উহাদের ভিতর হইতে একজন বলিল,—কার্য্য কে করিতেছে, সেটাতো জানা উচিৎ।

অপর একজন উত্তর করিল,—কার্য্য যেই করুক না কেন, সম্ভব ও অসম্ভবতো আছে। যদি কেহ একজন বলে, পাঁচশত হাত উচ্চ নারিকেল বৃক্ষ হইতে একজন হস্ত দিয়া নারিকেল পাড়িতেছে, ইহা বলিয়া কি সেইটী সম্ভবপর হইবে, যখন মানব সাড়ে তিন হাতের বেশী হয় না।

অপর একজন বলিল,—বেশ, যখন মানব বলা হইতেছে, তখন অন্যের সহিত সম্পর্ক কি? বিশেষ কথা ও সাধারণ কথা হইল কেন? বেদ যদি অসম্ভব বলে, জ্ঞানীরা তাহা দূরে নিক্ষেপ করে।

মহাশয়! আপনি বলুন না, আপনি কোন পুস্তকে পড়িয়াছেন কি বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীজ হয়।

এমন সময়ে একজন পিপে খাওয়া মাতাল তথায় আসিয়া সকলকে বলিল,—কিরে তোরা সব কিসের গোল্ করচিস্, যখনই দেখি তখনই তোরা গজ্ গজ্ করে বক্‌ছিস্, এটা আমার এঁড়ের ধারে বসে কেরে, এটাকে নূতন দেখ্‌চি যে, তুই বাবা কোথা থেকে এসেছিস্ বলত যাদু, আর না বলিসত এখনই কামড়াইব। আমি কি করি, মানের ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিলাম, আমি প্রভূ হরের চেলা, আমার নাম নন্দী এখানে একটা কথার দরুণ আসিয়াছি।

মাতাল,—বেশ করেছ বাবা, আমার ইষ্ট দেবতা প্রভূ হর, তুমিও হরের চেলা, আমিও হরের চেলা, এস বাপু দুজনে একবার কোলাকুলি করি। মাতাল এই বলিয়া কাহাকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল, আমি চাপনে ও দুর্গন্ধে অস্থির হইলাম। কিছুক্ষণ আশা ভরিয়া কোলাকুলি করিবার পর আমাকে ছাড়িল, আমিও বাঁচিলাম।

মাতাল বলিল,—তোর বাপু আবার কিসের কথা বল্‌না শুনি?

আমি বলিলাম,—একদিন তোমার গুরু প্রভূহর মানস সরোবরে একেকে চালুনি দিয়া দিগ্‌গজ গুলিকে ছাঁকিতে দেখিয়াছেন, তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর?

মাতাল বলিল,—"গুরুর কথা না শুন কানে, প্রান যাবে তোমার হেচ্‌কা টানে"। যখন গুরু বলিয়াছেন, তখন সত্য। গু শব্দে অন্ধকার রু শব্দে আলোক অর্থাৎ গাঢ়তম অন্ধকার হইতে যিনি আলোকে লইয়া আসেন। আমার গুরু জগৎ গুরু তিনি বিশেষ গুরু নয়।

আমি বলিলাম,—তমি বিদ্রূপ করিলে কেন?

মাতাল বলিল,—আরে বন্ধু তুমি বুঝ না, অনেক পণ্ডিতের অনেক গুরু আছে, যেমন ঘর ঘর গরু থাকে না। যে পণ্ডিত যার কাছে একটুকু দুধ পায়, অমনি সে তার গুরু হয়, আর জগৎকে ভুলে যায়, পণ্ডিতেরা যদি গোড়াটিকে ঠিক রেখে কাজ করে তা হলেতো আর কোন গোলমাল থাকে না, গরুতে গরুতে লড়াই হয় না, দলাদলি হয় না, আর ভক্তিটা কমে না। পণ্ডিতেরা কি এটা জানে না যে গুরু করবি জেনে তা বন্ধু কে জান্‌তে শুন্‌তে যায়, যিনি জগৎ গুরু তিনিই গুরু, অকপট ভাবে তাঁকে ভক্তি করিলেই সব মিটে গেল। পণ্ডিতেরা কিনা বহি পড়ে, দুই চারি খানি লুচি লাড়ু খেয়ে, কিছু ঠিক কর্‌তে না পেরে যাকে তাকে গুরু করে, আর অবশেষে হাবুডুবু খেয়ে মরে।

তা বন্ধু,—বোধ হয় এই সব পণ্ডিতেরা অনেক বুক্‌নি ঝেড়েছে, কেননা সকলেই অষ্টাদশ ভ্রম বিদ্যাতে খুব মজবুত আছে। পণ্ডিতের ভিতর ক্রিয়াও নাই, জ্ঞানও নাই, এবং ভক্তিও নাই, খালি কথার কামড় আছে। তা বন্ধু এই সব ঢাকপেটা পণ্ডিতেরা বোধ হয় তোমার কথাটিকে কেহই বিশ্বাস করেনি।

আমি বলিলাম,—না।

মাতাল বলিল,—দেখ বন্ধু আমি যা বলেছি ঠিক কিনা, কাহারও কি এই জ্ঞানটী নাই, যাঁর নিকট কিছুই অসম্ভব নাই তিনি এক হন এবং যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে ইচ্ছারদ্বারা রচনা করিতে পারেন, তাঁর কাছে দিগ্‌গজ চালুনার অতি ক্ষুদ্র গর্ত্তের ভিতর দিয়া গলিবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি। তা বন্ধু, এখন চলি, বকে বকে ফিকে হয়ে গেলুম, যাই একটু টেনে গাড় করে নিইগে।

মাতাল কাহার কোন কথা না শুনিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া

শ্রীপাটের দিকে চলিল,—আমিও অপর সকলকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কৈলাসাভিমুখে চলিলাম।

কৈলাসে গিয়া দেখিলাম, কৈলাসনাথ আমার আগমণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি সম্মুখে উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন; নন্দী, তুমি কি ঠিক করিয়া আসিয়াছ, বল দেখি। আমি সমস্ত ঘটনা গুলিকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, মাতাল ঠিক বলিয়াছে, আর অন্য সকলে অঠিক্ বলিয়াছে।

আপাতত মাতাল মূর্খ পণ্ডিত, অপর সকলে পণ্ডিত মূর্খ।

আমি বলিলাম কেন?

তিনি বলিলেন,—প্রাক্তন ক্রিয়ার ফল, যদি মাতাল আপাতত ভাষা মূর্খ বলিয়া পুস্তকের পোকার নিকট পরিচিত তথাপি মাতাল উহাদের অপেক্ষা অনেক আগাইয়া গিয়াছে, কারণ তার স্বাভাবিক ভক্তি এত বেশী, যাহা পুস্তক পড়িয়া হয় না। যদিও অপর সকলে বহু পুস্তক পড়িয়াছে বা অনেক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তথাপি উহারা মাতাল অপেক্ষা অনেক নীচে আছে। নন্দী, তুমি মাতালের ভক্তিটিকে হৃদিতে ধারনা করিয়া শান্তি ভোগ কর।

আমি তদবধি মূর্খ হইয়া এককে ভক্তিতে লই, তর্কতে আনি না, কিন্তু আমি দার্শনিকের বা বৈজ্ঞানিকের মত বিষয়কে তন্ন তন্ন করিয়া মীমাংসা করি।

আপনি এখন বুঝিতে পারিলেন, তিনি নিরাকার, অদ্বিতীয় হইয়াও কি করিয়া স্বরাট হইলেন, অর্থাৎ যেমন তিনি তেমনিই রহিলেন, লাভের ভিতর মত্ত হইলেন। আরও আপনি বলিয়াছেন, যাহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই, যদি কিছুই একের নিকট অসম্ভব না রহিল, তাহা হইলে আপনি যাহা বলিয়াছেন সমস্তই ভ্রম এবং যদি ভ্রম প্রকৃতই হয়, তাহাহইলে আপনি আরও ভ্রমণ করুন, যখন ষ্টেশনে অর্থাৎ

ঠিকানাতে পৌঁছিবেন, তখনই সব ঠিক্ হইবে। এই বলিয়া নন্দী স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল। পুত্র! বুঝিলে কি, না আরও গুলিয়া গেল।

শিষ্য,—গুরুদেব! আপনার উপদেশ এত সূক্ষ্ম ও এত স্থূল যে, হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন যদি স্থূলটিকে ত্যাগ করিয়া খালি সূক্ষ্ম বলিতেন, কিম্বা সূক্ষ্মটিকে ত্যাগ করিয়া খালি স্থূল বলিতেন, তাহা হইলে বুঝিবার পক্ষে সহজ হইত, কিন্তু আপনি স্থূলকে ও সূক্ষ্মকে বরাবর সমভাবে লইয়া যাইতেছেন, ইহার কারণ বড় কঠিন হইয়াছে, বিশেষত এত যুক্তি হইতে সার গ্রহন করাও আমার পক্ষে অসম্ভব, তবে যদি আমি ব্রহ্মার হাঁস হইতাম তাহা হইলে অসার গুলিকে ফেলিয়া সারটিকে গ্রহণ করিতে পারিতাম, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া সংক্ষেপেতে মোটামোটী রকমে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু,—পুত্র! মোটামোটী এইটী বুঝ যে, সূক্ষ্মের একের উপর কোন প্রকার তর্ক করিবে না, বিনা সন্দেহে প্রগাঢ় ভক্তিতে একেকে বিশ্বাস করিবে, তবে স্থূলের বিষয় গুলির উপর তর্ক করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া জানিবে, কারণ স্থূলের উপর ভক্তিটী কমাইয়া যত সন্দেহ বাড়াইবে, ততই উন্নতি মার্গে উঠিবে।

শিষ্য,—গুরো! সূক্ষ্মই বা কতদূর, এবং স্থূলই বা কতদূর?

গুরু,—পুত্র!—আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্যোমাতীত সূক্ষ্ম, আর ব্যোমাবধি স্থূল। চিন্তার বিষয় ব্যোমাবধি হয়। ব্যোমাতীত চিরকাল মানবের অতীত। ব্যোমাবধি পুরুষকারের দ্বারা মাথাটিকে ঘামাইয়া যত উন্নতি করিতে পার, তুমি কর, কারণ চিন্তা না হইলে উন্নতি হয় না, আবার বিষয় না থাকিলে চিন্তা হয় না। তবে যেন একটীকে ধরিতে অপর একটীকে ছাড়িও না। একটীকে ভক্তিতে রাখিবে, আর বহুটিকে পুরুষকারের সহিত যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া চলিবে।

শিষ্য,—গুরুদেব! প্রভুহর তবে মনুষ্য হন।

গুরু,—হাজার বার যদি তিনি সংজ্ঞাধারী বিশিষ্ট না হইতেন, তাহাহইলে কি তিনি জাগতিক জনের চিন্তার পদার্থ হইতে পারিতেন?

শিষ্য,—তিনিও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য, কেন তিনি জাগতিক জনের চিন্তার পদার্থ হন, আমি বা নই কেন? প্রভুহরকে স্বয়ম্ভু বলে, আমায় বলে না কেন?

গুরু,—পুত্র! সকলেই মনুষ্য। মনুষ্য না হইলে ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়া না থাকিলে গুণের পরিচয় হয় না, গুণের পরিচয় না থাকিলে ছোট বা বড় হয় না, ছোট বা বড় না হইলে গুরু ও শিষ্য হয় না, গুরু ও শিষ্য না থাকিলে সামাজিক ধর্ম্ম হয় না আর সামাজিক ধর্ম্ম মানবের ভিতর না থাকিলে সভ্য হয় না, বস্তুত সভ্য জাতি না হইলে বনের নর বলিয়া কথিত হয়। প্রভুহর এই জম্বুদ্বীপের বনের অসভ্য নরদিগকে সভ্য করিয়া জ্ঞানী করিয়া দিয়াছেন, ইহার কারণ তিনি জম্বুদ্বীপ বাসীদিগের ভিতর চিন্তার পদার্থ হন। জগৎ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড বুঝিবে না, আর্য্য জগৎ বুঝিবে। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ইত্যাদি অন্য সম্প্রদায় গুলিকে আলাহিদা রাখিবে। সকল জগতেই একজন করিয়া আদি পুরুষ আছেন, যাঁহাদিগের দ্বারায় বনের নর সভ্য হইয়াছে, এবং সেই সব পুরুষ জগতের চিন্তার পদার্থ হন। আল্লা, গড, ব্রহ্ম ও এক সমস্ত জগতে এক হয়, কিন্তু প্রভুহর, প্রভু ক্রাইষ্ট, এবং প্রভু মহম্মদ এক নন্। আরও দেখ পুত্র, প্রভুহর, শিব বলিয়া কথিত, কারণ শিব শব্দের অর্থ মঙ্গল। প্রভুহর, আর্য্য জগতে মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রভুহর শিব বলিয়া কথিত। মহাজনেরা কখনও ব্রহ্মকে অবতার করেন নাই, এবং দার্শনিকেরা তথৈবচ। ধর্ম্মপুস্তকে প্রভুহর শিব বা স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত। পুত্র,

আর্য্য জগতের সভ্যতার কর্ত্তা প্রভুহর, ইহার কারণ তিনি আর্য্য জগতের চিন্তার পদার্থ হন।

শিষ্য, - প্রভুহর এমন কি কার্য্য করিয়াছেন, যাহাতে তিনি আর্য্য জগতে চিন্তার পদার্থ হন ?

গুরু, - পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কাল। মুস্কীরা বাস করিত, তাহাদের উপাস্য দেবতা ভূত ছিল, এবং উহারা যাহাকে বড় দেখিত তাহাকে পূজা করিত। প্রভুহর ভূতের মুণ্ডটকে ছিঁড়িয়া জম্বুদ্বীপে শান্তি স্থাপন করেন। প্রভুহর ত্রিপুরাসুরকে বধ করিযাছিলেন। প্রভু হর ভারতে শবদাহ প্রথার প্রচলন করেন। প্রভুহর আগ্নেয় অস্ত্র প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং তিনি ইহা অগস্ত্য ও পরশুরামকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, অগস্ত্য সেই আগ্নেয় অস্ত্রের বলে, বিন্ধ্যাচলবাসী-দিগকে দূরস্থ করিয়াছিলেন। এখনও একটী কিম্বদন্তী আছে, "অগস্ত্যের আগমন" বিন্ধ্যাচল এতবড় হইতে লাগিল যে সূর্য্য আর কিরণ বিস্তার করিতে পারিল না। বিন্ধ্যাচলের গুরু অগস্ত্য হয়।

অগস্ত্য শিষ্যকে বলিল, —আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি আর বড় হইও না। অগস্ত্য ফিরিয়া আসিল না, বাস্তবিক বিন্ধ্যাচল আর বড় হইল না, ফলত সূর্য্যদেব অনায়াসে কিরণ দিতে থাকিল। "অগস্ত্যের আগমন" যাহা আমি বলিলাম, ইহা আইমার গল্পের মত, কিন্তু তাহা নয়, তবে তুমি প্রকৃত অর্থটি শুন:—

বিন্ধ্যাচলবাসীরা অত্যন্ত বলবান হইয়া উঠিয়াছিল, উহারা মনে করিত, সূর্য্যবংশীয়েরা কিছুই নয়, এমন কি হিমালয়বাসীদিগকে পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সূর্য্যবংশীয়দের অস্ত্রবল ও হিমালয়বাসীদের বিদ্যাবল, উভয় বলকে উহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিত। বিন্ধ্যাচলে অগস্ত্যের আগমনে বাতাপির তেজটি নষ্ট হইয়া মর্ত্ত হইতে স্বর্গে যায়, এবং ইহাতে বিন্ধ্যাচল বাসীদের বিষদাঁত ভগ্ন হয়, ফলত

অগস্ত্য বিন্ধ্যাচলবাসীদের গুরু হইল। তবে যতটুকু অবশিষ্ট তেজ ছিল, শ্রীরামচন্দ্রের আগমনে সেইটুকুও শেষ হইল. বাস্তবিক তদবধি বিন্ধ্যাচলবাসীরা ঢোঁড়া হইয়া বরাবর সূর্য্যবংশের কিরণের তাপের প্রতাপটিকে সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

প্রভুহর জাতিভেদ স্থাপন করেননি, তিনি লিঙ্গের চিহ্নের অর্থাৎ আকারের পূজার অধিকারট সকলের উপর সমান করিয়া দিয়াছেন, কালক্রমে ব্যবসা গুণে জাতি ভেদ হইয়াছে।

আর্য্য শব্দ ঋ ধাতুর উত্তর ন্যৎ প্রত্যয় করিলে হয়, ঋ ধাতুর অর্থ গমন ও ব্যপ্ত অর্থাৎ অরনীয় বা গন্তব্য, যে জাতি সর্ব্বত্র গমন করিয়া ব্যবসা করিয়াছিল, সে জাতিটি আর্য্য। যে জাতি দস্যুকে অর্থাৎ কাল বর্ণের বলকে হরণ করিয়াছিল সে জাতিটিকে আর্য বলিত। হৃ ধাতু অচ প্রত্যয় করিলে হর হয়, হৃ অর্থাৎ হরণ, হর ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র, ইন্দ+র, ইন্দি পরমৈশ্বর্য্যে, হরের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী আর কেহই ছিল না, ইহার কারণ তিনি মহাদেব বলিয়া কথিত। ইন্দ্র মেঘের রাজা বলিয়া কথিত, এবং তিনি মর্ত্তে বৃষ্টি বর্ষন করেন। হর, প্রথমে হোম বিধি সুরু করেন, এবং হোমটি নিয়মানুসারে করিলে যথেষ্ট ধোঁয়া হয়, বাস্তবিক ধোঁয়া মেঘে পরিনত হইলে বৃষ্টি হয়, অতএব হরের আর এক নাম যে ইন্দ্র ইহাতে কোন ভুল নাই। অর ধাতু হইতে আর্য্য, অর ধাতুর অর্থ ভূমি কর্ষন, যে জাতি প্রথমে ভূমি কর্ষন করিয়া ছিল, সে জাতিটিকে আর্য্য বলিত। হর বৃষপতি বলিয়া কথিত, ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, তিনি কৃষিবিদ্যার প্রকাশক প্রথম হন। আর্য্য অর্থ বিজ্ঞ, উত্তম ও বর্ণ মনু, প্রভু হরকে যোগী, ব্রাহ্মণ ও স্বয়ম্ভু বলে। আর্য্যদের আদিম বাস মধ্য এসিয়া ইহা অনুমানের দ্বারা বলা যাইতে

পারে, যদিও নানা মুনি নানা রকম কহিয়াছে, কিন্তু কেহই এসিয়ার বাহির বলে নাই, এবং সিন্ধুনদীর পূর্ব্ব কেহ কহে নাই।

প্রভূহর প্রথম ব্রাহ্মণ হন অর্থাৎ জ্ঞানী হন, এবং তিনি নিয়ম করিলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানের আলোচনা করিবে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইবে, যে ব্যক্তি অস্ত্র ধারন করিবে সে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইবে, যে ব্যক্তি ব্যবসা করিবে সে ব্যক্তি বৈশ্য হইবে, কিন্তু সকলেই আর্য্য বলিয়াঅ ভিহিত হইবেক। প্রভূহরের আর একটী নাম ত্রিনেত্র, কারণ তিনি প্রথম জ্ঞানের প্রচার করিয়াছিলেন, মনুষ্যের ভিতর কাহারও ত্রিনেত্র নাই, কিন্তু গুণ আহরণ করিতে পারিলে ত্রিনেত্রধারী হয়। প্রভূহরের ত্রিনেত্রটী জ্ঞানচক্ষু ব্যতীত আর কিছুই নয়। কুমারেরা পুতুলের উপর যে একটী বেশী করিয়া চোখ আঁখে সেটি নয় জানিবে। প্রভূহর প্রথমে আর্য্য ভাষা বাহির করেন, এবং প্রভূহর আর্য্য ভাষার উন্নতির দরুণ মহেশ ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যাহা এখন লোপ হইয়া গিয়াছে, তবে পানিনি ব্যাকরণ প্রণেতা স্বীকার করিয়া গিয়াছে যে, পানিনি ব্যাকরণ খানি মহেশ ব্যাকরণের গোষ্পদ তুল্য। প্রভূহরের আর একটী নাম মহেশ ইহা যেন মনে থাকে, তিনি মহা+ঈশ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, ইহার কারণ সকলে প্রভূহরকে মহেশ বলিত। প্রভূহরকে মহাদেব বলে, কারণ প্রভূহর সকল দেবের অর্থাৎ আর্য্যের মধ্যে প্রধান হন। প্রভূহর সংখ্যা বিশিষ্ট হইয়া প্রথম প্রকৃতি পুরুষের পথটিকে দেখান, যাহা মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শন লিখিয়া ঠিক করিয়া গিয়াছে। মহর্ষি বাল্মীক ও বেদব্যাস পরে সীতারামের ও রাধাকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়া জগতে প্রকৃতি পুরুষকে প্রচার করিয়া গিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষ আগমে হরগৌরী বলিয়া কথিত, প্রভূহর ভৃঙ্গিদের অর্থাৎ শ্বেতদের ও নন্দীদের অর্থাৎ কালাদের

কর্ত্তা হইয়া উহাদিগকে সভ্য করেন। বোধ হয় প্রভূহর ভারতে প্রথম চাষ করিবার পথটিকে দেখান, ইহার পূর্ব্বে কাল মুখিক্রা শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত। কৃষিবিদ্যার অভাব যতটুকু ছিল, রাজা পৃথু সে টুকুকে পূরণ করিয়া দিয়াছে। পুত্র! যিনি আর্য্যদের এত উপকার করিয়াছেন, তিনি কি চিন্তার উপযুক্ত পদার্থ নন, বোধ হয় বলিবে শত শত বার। তুমি কিছুই কর নাই এবং তোমাতে কোন সৎগুন নাই, ইহার কারণ তুমি অপরের চিন্তার পদার্থ হইতে পার না।

প্রভূহরের ভূষন সর্প হয়, সর্পেরা যেমন ক্রূর, কাল মুক্কিরাও ততদূর কপট, সর্পেরা আনাড় না হইলে থাকিতে পারে না, কাল মুক্কিরা জঙ্গল না হইলে বাস করিতে পারে না। সর্পের ভিতর কালকূট বেশী বিষাক্ত হয়, মনুষ্যের ভিতর কাল মুক্কিরা বেশী ক্রোধ পরতন্ত্র হয়। সর্পকে দুগ্ধ আর কলা দিলে প্রতিপালকের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়, কিন্তু বিষদাঁতটিকে ভাঙ্গিতে পারিলে জড়সড় হয়, কাল মুক্কিদিগকে চাউল কলা দিয়া পূজা করিলে গিলিয়া ফেলে; পিটুনি দিলে জুতা বুরুষ করে। সর্পকে বিষধর বলে, কারণ আনাড় স্থানের যত খারাপ বায়ুকে ভক্ষন করে, কাল মুক্কিরাও জঙ্গলকে কাটিয়া নগর করে। পূর্ব্বে প্রভূহরের ভূষন সর্প ছিল না, কাল মুক্কিরাও পরাধীন ছিল না, সমুদ্র মন্থনের সময় হইতে সর্প প্রভূহরের ভূষন হয়, এবং তদবধি প্রভূহর নীলকণ্ঠ বলিয়া কথিত। ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধের পর কাল মুক্কিরা প্রভূহরের বশতাপন্ন হয়। সর্পেরা অবশেষে প্রভূ হরের এত প্রিয় হইয়াছিল যে, সর্পকে মারিলে হরকে লাগিত, কাল মুক্কিরাও হরের এত আদরনীয় হইয়াছিল যে, অন্য কেহ উহাদের উপর অত্যাচার করিলে, প্রভূ হর নিজের ব্যথা মনে করিয়া অত্যাচারীর উপর

প্রতিশোধ লইতেন। সর্পেরা প্রভূ হরের সদর, অন্দর ও অঙ্গের ভূষন কাল মুক্তিয়াও সেইরূপ হইয়াছিল। ভারতে সকলেই প্রভূহরের শিষ্য হয়, এবং অদ্যাবধি সকল ভারতবাসীরা প্রভূহরকে পূজা করিয়া থাকে, কারণ প্রভূহরের পুত্র গনেশের পূজা অগ্রে না হইলে অন্য কোন দেবতার পূজা হয় না। প্রভূহর প্রথমে রাগ, রাগিনী, বাদ্য ও নৃত্য হাঁ হাঁ হুঁ হুঁ ও তুম্বরুকে শিক্ষা দেন, যাহারা পরে উক্ত বিদ্যাগুলিকে ভারতে প্রচার করিয়াছিল।

শিষ্য,— প্রভূহর কোথা হইতে আসিয়াছেন?

গুরু,—ইহা ঠিক করা বড় কঠিন ব্যাপার, যখন কোন পুস্তকে কিছুই বলে নাই। তিনি স্বয়ম্ভূ বলিয়া কথিত। প্রভূ হরশ্বেত হন, ইহার কারণ অনুমানের দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, তিনি শ্বেত দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, এইটী কত দূর যুক্তি সঙ্গত তাহা তুমি ঠিক কর। জগতে তিনটী মেরু আছে. সুমেরু, মধ্যমেরু ও কুমেরু। সুমেরু দেবতাদিগের বাসস্থান ইহা সমস্ত পুস্তকে উক্ত, এবং সুমেরু যে ভারতের ভিতর নয়, ইহাও একাধারে ভারতের সমস্ত পুস্তকে লেখা, অতএব যখন দেবের দেব মহাদেব প্রভূহর হন, তখন সুমেরুই প্রভূহরের বাসস্থান, ইহা অনুমানের দ্বার বলা যাইতে পারে, কিন্তু কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহা তুমি নিজে ঠিক কর। সুমেরু হইতে নামিয়া কতকগুলি মধ্য মেরুতে অর্থাৎ হিমালয়ে আসিল, আবার কতকগুলি হিমালয় হইতে নামিয়া কুমেরুতে অর্থাৎ বিন্ধ্যাচলে যাইল, ভারতে যত কিছু সভ্যতা দেখ সুমেরু বাসীরা ইহার গোড়া। পুত্র, আমি যাহা বলিলাম ইহা যে ঠিক, তাহা বলিতে পারিনা, কেননা চারি হাজার বৎসরের নথি গুলিকে ঠিক করা অসম্ভাবনীয়।

প্রভূ বুদ্ধ, দুই হাজার কয়েকশত বৎসর গত হইল, জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা লোকে বলে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে

মহর্ষি বাল্মীকি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কিম্বা পরে ইহা ঠিক করিতে হয়, কেননা যোগবাশিষ্ট রামায়ণ খানি বাল্মীকের কৃত। এবং যোগবাশিষ্ট রামায়ণে শাক্য মুনির কথা অনেক স্থানে আছে। আরও দেখ পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র বাল্মীকির আশ্রমে গিয়াছিলেন। সীতাদেবী বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশকে প্রসব করিয়া ছিলেন। যদি প্রভূ বুদ্ধ দুই হাজার কয়েকশত বৎসর হইল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র প্রভূ বুদ্ধের পর কিম্বা সমসাময়িক হন। পুত্র, যখন অব্দ ঠিক নাই, তখন সময় ঠিক করা যাইতে পারে না। প্রভূ হর শ্রীরামচন্দ্রের ও মহর্ষি বাল্মীকির অনেক পূর্ব্বে হন, অতএব প্রভূ হরের জন্মস্থানকে বা সময়কে ঠিক করা অতি দুরূহ ব্যাপার।

শিষ্য,—অব্দ ঠিক থাকে না কেন?

গুরু,—মনুষ্য প্রথমে যখন অসভ্য থাকে, তখন পশুর মত ব্যবহার করিয়া কাল যাপন করে, কোন প্রকার পুস্তক থাকে না, ক্রমে যত সভ্য হয়, ততই রাজা প্রজা সম্বন্ধটী বৃদ্ধি পায়। রাজা প্রজা সম্বন্ধটী বৃদ্ধি পাইলে বিদ্যার উন্নতি হইতে সুরু হয়, আর বিদ্যার উন্নতি হইলে পুস্তক হইতে থাকে, বাস্তবিক পুস্তক থাকিলে অব্দ থাকে। কিন্তু পুত্র, যদি একটী রাজা বরাবর থাকিত তাহা হইলে অব্দটী ঠিক থাকিত। একটী রাজ্য বিপ্লব বা ধর্ম্ম বিপ্লব বা খণ্ড প্রলয় ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে অব্দেরও শেষ হয়। প্রভূহরের অব্দ কবে হইয়া গিয়াছে, কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রের অব্দ কবে হইয়া গিয়াছে, কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের অব্দ কবে হইয়া গিয়াছে কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। বিক্রমাদিত্যের অব্দেরই গোলমাল হয়, শালিবাহনকে বধ করিয়া বিক্রমাদিত্য রাজা হয়,

শকাব্দা উনবিংশ শততম কত চলিতেছে। শাল ত্রয়োদশ শততম কত চলিতেছে। যদি বিক্রমাদিত্য হইতে শকাব্দা এবং শালিবাহন হইতে শাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কত গোলমাল, যদিও তাহা নয়, কারণ এখন অনেকের চক্ষু ফুটিয়াছে যে শালিবাহন হইতে শাল হয় নাই, প্রভু মহম্মদের মদিনা যাওয়া হইতে শাল হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে ও কিছু গোলমাল দেখা যায়, কারণ হিজিরির সহিত শাল বা সন বা সম্বৎ মিলে না।

শিষ্য,—আপনি বলিলেন, "আমি যাহা বলিলাম ইহা যে ঠিক তাহা বলিতে পারি না" তবে গুরুদেব! আমি কি করিয়া ঠিক করিব।

গুরু,—নিজে ঠিক না হইলে কেহই ঠিক করিয়া দিতে পারে না, যাহা ঠিক তাহা বলিতেছি শুন:—

কোন সময়ে একটী গ্রামে একটী গুরুমহাশয় বাস করিত, গ্রামবাসীর ভিতর বিষয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জন্মিলে গুরুমহাশয় তাহা মীমাংসা করিয়া দিত। বহুকালাবধি এই রকম করাতে গুরুমহাশয় গ্রামের মণ্ডল হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের মীমাংসা করিত। একদিন কতকগুলি কৃষক মাঠে এক অদ্ভুত বস্তু দেখিল, যাহা পূর্ব্বে কেহই দেখে নাই। উহারা পরস্পর নানা তর্ক বিতর্ক করিল, কিন্তু কেহ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সকলে মনে করিল. গুরুমহাশয়ের নিকট যাইলে পর সব ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ গুমহাশয় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, খালি আমাদের উদ্ধারের জন্য মানবরূপ ধারন করিয়া ইহজগতে আসিয়াছেন। সে যাহা হউক, চল আমরা গুরুমহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে যাই, তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে, এইরূপ স্থির করিয়া সকলে চণ্ডীমণ্ডপাভিমুখে চলিল। কিছুক্ষনের পর তথায় উপস্থিত হইয়া আদ্যন্ত সমস্ত ব্যাপার গুরুমহাশয়কে বলিল।

গুরুমহাশয় উত্তর দিল, বাপু, আমিতো কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, তবে দেখিলে উত্তর দিতে পারি। উহারা সবে গুরুমহাশয়কে লইয়া বরাবর সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল।

তথায় গুরুমহাশয় দেখিল, প্রকৃতই একটী অদ্ভুত পদার্থ কেননা এইটী দাতা কর্ণের বা শতকিয়ার বা দশকের পুঁতিতে নাই, গুরুমহাশয় দুই চক্ষুতে হাত দিয়া ভেঁউ ভেঁউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কৃষকেরা গুরুমহাশয়ের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া আরও অস্থির হইল, এবং কেহই কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, কিন্তু কৃষকেরা মনে করিল গুরুমহাশয় সমস্ত জানিতে পারিয়া ভাবে গদগদ হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এমন সময়ে গুরুমহাশয় বলিল। নোটো, তুই গ্রামে খবর দিগে যা, যে গ্রামে সাক্ষাৎ মায়ের আগমন হইয়াছে, পূর্ব্বে ধবল ছিলেন এখন পীত হইয়াছেন। নকড়ে ঢাকিকে এইখানে আসতে বলগে।

নোটো উঠে কি পড়ে মেটো লাফ দিতে দিতে, মা মা বলে হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে এক গা ঘেমে গাঁয়ে এসে পড়্‌লো, গাঁয়ের লোকেরা মনে করতে লাগলো, নোটো বুঝি পাগল হয়েছে, উহার মধ্যে দুই একজন প্রবীন নোটোকে হেঁকে বল্লে, নোটো কি হইয়াছে বল্‌না, মা, মা করে হাঁকছিস কেন?

নোটো,—মড়ল বাবু বল্‌ব আর কি, গুরুমহাশয় বল্‌লে, গাঁয়ে মা এসেছে, সে সেথা রয়েছে, আমায় বল্লে, নোটো, তুই গাঁয়ের সকলকে খবর দিগে যা, নক্‌ড়ে ও পাঁচকড়েকে ডেকে নিয়ে আয়, তাই আমি তাদের ডাকতে যাচ্চি। মড়ল বাবু, তুমি সব গাঁয়ের মেদী ও মন্দাকে মার কাছে নিয়ে যাও।

মড়ল বাবু একে চায়তো আরো পায়, সময় কাটাইবার আর একটা বেশ উপায় হইল। ডাক ঘরে যাতায়াত, মেয়ে ও মন্দাকে চিটি পড়ে শুনান, দুপুর বেলা পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরা, সকাল সন্ধে চণ্ডীমণ্ডপে খোস গল্প করা আর দাবা বড়ে টেপা, তাস খেলা, দাকাটা তামাক ঢালা আর সাজা, মেদীর ও মন্দার কাছে রামায়ণ ও মহাভারত পড়া, তার উপর এই হুজুগ পেয়ে আর রক্ষা নাই, বিশেষত সাক্ষাৎ মা এসেচেন,: গুরুমহাশয় বল্‌ছেন। মড়ল বাবু, গাঁয়ে খবর খুব গাবিয়ে দিলে পর, গাঁয়ের সকলে যে যেখানে যে অবস্থাতে ছিল, যার স্থানে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টার আওয়াজে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, সকলে তথায় উপস্থিত হওয়াতে গুরুমহাশয় বলিতে সুরু করিল :—

দেখ গ্রামবাসীগণ, কাল রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখেছি, যেন মা আমায় বলিতেছেন, "আমি তোমাদের গ্রামে চণ্ডীরূপে যাইব, আমি পূর্ব্বে ধবল ছিলাম, ইদানীং পীত হইয়াছি, আমার অন্তর ধবল আছে খালি উপর পীত হইয়াছে, তোমরা আমায় ভক্তি পূর্ব্বক পূজা কর, তোমাদের মনোবাঞ্ছা যাহার যাহা কিছু থাকিবেক তাহা আমি পূর্ণ করিব। আর আমি যে স্থানে উঠিয়াছি সেই স্থানে থাকিব, অন্য স্থানে যাইব না।" তোমরা এখন সকলে মা চণ্ডীর পূজা কর, তিনি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। নক্‌ড়ে, পাঁচকড়ে, জোরে ঢাক ঢোল বাজারে। ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে ও লোকের মেলাতে একটী প্রসিদ্ধ চণ্ডীতলা হইয়া গেল।

শিষ্য,—চণ্ডীতলা না হয় হইল, পূজা না হয় হইল, মনোবাঞ্ছা কি করিয়া পূর্ণ হয়।

গুরু,—পুত্র, আমি চিন্তা-রহস্যতে ও প্রেম-রহস্যতে অনেক বলিয়াছি, আচ্ছা আবার সংক্ষেপে বলি শুন :—

বিশ্বাস না হইলে কার্য্য হয় না, কার্য্য না করিলে ফল পায় না, বিশ্বাস কর ফলও পাবে। প্রথমে গুরুজনের নিকট শুন ও শিখ, তারপর নিজে মনন কর তারপর কার্য্যকর, তদনন্তর সাক্ষাৎ কর, অর্থাৎ ফলভোগ কর।

প্রায় দেড়শত বৎসর গত হইল তারকনাথ নামে একটী প্রসিদ্ধ স্থান বাহির হইয়াছে. সেই স্থানে কোটী কোটী লোক উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতেছে।

শিষ্য.—তিনি তো সর্ব্বস্থানে আছেন, তবে কেন তারকানথে যাইলে দুঃসাধ্য রোগ হইতে রোগী আরাম হয়, অন্য স্থানে হয় না।

গুরু,—পুত্র, মানসিক বল যাহা উৎকট রোগকে আরাম করে। বাবা তারকনাথ আমার রোগকে নিশ্চয় আরাম করিবেন, রোগীর এই যে দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাতেই রোগীর মানসিক বল বৃদ্ধি পায়, অন্য স্থানে রোগীর সে বিশ্বাস কোথায়। আরও দেখ পুত্র, একাহারে ক্রমান্বয়ে বাবা বাবা বলিয়া ডাকিয়া গণ্ডা দিতে দিতে বৈদ্যবাটী হইতে তারকনাথ যাওয়া কি কঠিন ব্যাপার। যাহার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিবেক সে, বাবার স্থানে যাইলে তাহার রোগ আরাম হইবে, বিশ্বাসে মানসিক বল কত বৃদ্ধি পায় দেখ।

যে রোগী ভুগে ভুগে জীর্ণ হইয়াছে, এমন কি দুই চারি হাত যাইতে কষ্ট বোধ করে, সেই রোগী বৈদ্যবাটী হইতে তারকনাথে গণ্ডী দিতে দিতে বিনা ক্লেশে অমৃতফল লাভ করিতেছে। দেখ পুত্র, যাহারা ঘুষ দিতে যায় কিম্বা ঘুষ পাঠাইয়া দেয় তাহাদের কিছুই হয় না, যদি হইত তাহা হইলে তারকনাথের পাণ্ডা জেলে যাইত না, বা মৃত্যু মুখে পতিত হইত না, বাবা ঘুষ খান না, যে যায় নিজের ভক্তি গুণে উদ্ধার হয়।

যে রোগী বৈদ্যবাটী হইতে তারকনাথ যাইতেছে, তাহার বিশ্বাস কত। রোগীর বিশ্বাস ঢেউ বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে ক্রমে রোগীতে এত বিশ্বাসের ঢেউ উঠিল, যে বিশ্বাস ঢেউয়ের প্রলয় উপস্থিত হইল। রোগীর বাহ্যিক পথকষ্ট ও গণ্ডী দেওয়ার কষ্ট ক্রমে ক্রমে লোপ হইল, যখন রোগী বাবার স্থানে পৌঁছিল, তখন রোগীতে আনন্দের ঢেউ উটিল। রোগী উপবাস করিয়া ধর্‌না দিল, অহোরাত্র "বাবা আসিয়া আরাম করিবেন" রোগী এই চিন্তাতে মগ্ন রহিল, যাহার চিন্তা এক হইল সে পূর্ণ আরাম হইল, যাহার ন্যূনাধিক হইল তাহার ফল সেই পরিমাণে ফলিল, তন্ময় হইলে চারিধারে বাবাকে দেখিয়া রোগটী আরাম হইয়া যাইল। যোগ না হইলে সত্য আসে না। যেমনি যোগ হইল অমনি সত্যটি আসিল, সত্য হইতে যাহা আসিল, তাহাও সত্য রহিল, বাস্তবিক সত্যের ফল সত্য হয়। কোন রোগীকে স্বপ্ন হইল, যাহা তুমি সাম্‌নে দেখিবে, তাহাই ধরিয়া তুমি শিব গঙ্গাতে ডুব দিয়া উঠিয়া খাইবে। রোগী সাম্‌নে সর্প দেখিল, তৎক্ষণাৎ রোগী সর্পকে ধরিয়া শিব গঙ্গাতে ডুব দিয়া উঠিয়া দেখিল, রম্ভা, দেখ পুত্র, কি অদ্ভুত রহস্য। যদি রোগীর এই দৃঢ় বিশ্বাসটি বা ভক্তিটি না থাকিত, তাহা হইলে কি রোগী এই কার্য্য করিতে পারিত। উপরোক্ত গল্পটির ছবি মহাভারতে জয়দ্রথ বধোপায়ে পাওয়া যায়।

ঋষি, যোগাভ্যাসী ও মুনিরা এই ভক্তিযোগের জন্য ব্যতিব্যাস্ত, ইহার দরুন এই পথের নাম যোগ বলিয়া কথিত। যে ছাত্র পাঠে মনোযোগ যত বেশী দিবে সে তত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতি করিতে পারিবে। যে, যে বিষয়ে যত মনোযোগ দিবে, সে, সে বিষয়তে তত জয়লাভ করিবে। যে সর্ব্ব বিষয় জানে বলে সে কোন বিষয় ভাল জানে না ইহা নিশ্চয় জানিবে। একটী বিষয়ে চর্চ্চা না করিলে

বড় হয় না, বহু বিষয়ে চর্চ্চা করিলে একটীতেও বড় হইতে পারে না। পুত্র, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় কি করিয়া এখন জানিতে পারিলে ?

শিষ্য,—গুরুদেব! প্রভূ হর একবারে কি আর্য্য সভ্যতা ভারতে বিস্তার করিয়াছিলেন ?

গুরু,—সভ্যতা একবারে বিস্তার হয় না, পরে পরে বিস্তার হয়। ব্যাকল্‌স্ হিস্টরি অফ্ সিভিলিজেসন্ বা গুজোজ হিস্টরি অফ্ সিভিলিজেসন্ বা স্যার ওয়ালটর স্কটের গ্র্যাণ্ড মাদারস্ টেল পড়িলে যেমন সুচারুরূপে ইংলণ্ডের, ফরাসির ও স্কট্‌লণ্ডের সভ্যতা পরে পরে কি করিয়া বিস্তার হইয়াছে জানিতে পারাযায়, সেইরকম আপাতত হিন্দুদের এমন কোন পুস্তক নাই, যাহাতে তাহাদিগের ক্রমোন্নতি সুচারুরূপে জানিতে পারা যায়। ম্যাকস্‌মুলার সাহেবের এন্সেট সংস্কৃত লিটারেচার পড়িলে অনেকটা ভাব সংগ্রহ হয়। স্যার উইলিয়ম জোন্স ও ওরিএন্‌টেল সিরিজ পড়িলে আরও কিছু বেশী হয়। চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ যাহা পূর্ব্বে আর্য্য সভ্যতার পুস্তক ছিল, কিন্তু এখন গোলমাল হইবার কারণ, দুই পা তুলিয়া গঙ্গাপার হইবার গল্পের মত হইয়াছে। রামায়ণের মিল মহাভারতের সহিত নাই, মহাভারতের মিল পুরাণের সহিত নাই, কিন্তু দুইখানি পুস্তক সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের চরিত কহিতেছে।

৺ কালিদাস দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন। ৺ ভবভূতির বীর চরিত ও উত্তর চরিত অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক, একখানিতে রামের বিবাহাবধি রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত, অপর খানিতে রাজা হওয়া অবধি সীতার মৃত্যু পর্য্যন্ত, রাম চরিত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আজ কাল কার রামায়ণ ও মহাভারতে যে কি গোলমাল ঘটিয়াছে, তাহা পড়িলে জানিতে পার। পুত্র, বোধ হয় ৺ কালিদাস ও ৺ ভবভূতির

সময় রামায়ণে বা মহাভারতে এইরূপ বিকৃতি অবয়ব ধারন করে নাই। ৺ কালিদাস ও ৺ ভবভূতি রামায়ণ ও মহাভারত হইতে রঘুবংশ, বীর চরিত ও উত্তর চরিত লিখিয়া গিয়াছে। মহানন্দাবধি আর্য্য সভ্যতা ঠিক ছিল, কিন্তু আর্য্যদের বল লোপ হওয়াতে উহার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য সভ্যতাটি লোপ পাইয়া দেবল সভ্যতাটি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৺ রামমোহন রায় বঙ্গদেশে দর্শনের মতকে প্রচার করিয়া গিয়াছে, সেটি অতি উৎকৃষ্ট। ৺ রামমোহন রায় সামাজিক ধর্ম্মকে প্রচার করে নাই, বাস্তবিক ধর্ম্মের যে দর্শন ব্রহ্ম এক তাহাই ৺ রামমোহন রায় প্রচার করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বেদান্ত বা উপনিষৎ বা গীতা সাধারণ ব্যক্তির ভিতর আদৌ ব্যবহার ছিল না, ৺ রামমোহন রায় বঙ্গে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, এবং ইংরাজী ভাষাজ্ঞ দিগকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া ৺ রাম-মোহন রায় সময়োচিত কার্য্য করিয়া গিয়াছে, যদি ৺ রামমোহন রায় ঐ সময় উপস্থিত না হইত তাহা হইলে আরও কতকগুলি বঙ্গের রত্ন খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইত।

স্কন্ধ কাটাতে ধর্ম্ম হয় না, মাথা থাকিলে ধর্ম্ম হয়। ৺ কপিল একবাদী ছিল, কিন্তু সে প্রকৃতি পুরুষকে লইল। ৺ বাল্মীকি একবাদী ছিল, কিন্তু সে সীতা রামকে লইল। ৺ ব্যাস একবাদী ছিল, কিন্তু সে রাধা কৃষ্ণকে লইল। ৺ শঙ্করাচার্য্য একবাদী ছিল, কিন্তু সে মহাদেব ও শক্তিকে ধরিল। ব্রহ্ম এক সকলকার নিকট এক হয়। ব্রহ্ম এক কাহারও চিহ্নিত পূর্ব্ব পুরুষ নয়, আবার সকলকারই পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া কথিত। প্রভু হর, প্রভু বুদ্ধ, প্রভু মহম্মদ, প্রভু ক্রাইষ্ট চিহ্নিত ইষ্ট অবতার হন, অর্থাৎ শৈবের হর শিব, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, মুসলমানের মহম্মদ এবং খ্রীষ্টানদের ক্রাইষ্ট, কিন্তু দুঃখের বিষয় অবতার শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যেরা কারও না বলিয়া বৈষ্ণব কহে।

৺ রামমোহন রায় বোধ হয় গুরুতর সময়ের কারণ, কিম্বা মনেতে না আসিবার কারণ, যাহাতেই হউক ৺ রামমোহন রায় মাথাটিকে লয় নাই, ইহার কারণ দিন দিন গুন্‌তিতে মাথা কম হইয়া আসিতেছে, যদি মাথাটিকে লইত, তাহা হইলে আজ অনেক মাথা হইত। ৺ রাম-মোহন রায়ের শিষ্যেরা যদি ৺ রামমোহনকে মাথা করিত অর্থা ৺ রামমোহন রায়ের নাম লইত তাহা হইলে কোন বালাই ছিল না। আকার না হইলে ধর্ম্ম হয় না, নিরাকারে ধর্ম্ম কোথা ?

৺ রাম মোহন রায়ের চেলারা অত্যন্ত চালাক ইহার কারণ অন্তরে অত্যন্ত লাগে, যদি চেলারা ৺ রাম মোহন রায়ের নাম লইয়া একবাদী হয়, কিম্বা কার্ষ্ট হইয়া একবাদী হয়, তাহা হইলে সব ঠিক হইয়া যায়, যথা একবাদী খৃশ্চান্, একবাদী বৌদ্ধ, একবাদী মুসলমান। একবাদী হিন্দু বলিলে দোষ হইত না, যদি ইন্দু বলিয়া কোন একটী অবতার থাকিত বা কোন একখানি ধর্ম্ম পুস্তক থাকিত। হিন্দু বলিলে হূন দিগকে বুঝায়, তবে আপাতত কালদিগের ধর্ম্মকে বুঝায়। ৺ দয়ানন্দ সরস্বতীর চেলারা আর্য্য নাম লইয়াছে, আর্য্য শব্দটি ধর্ম্মকে বুঝায় না, পূর্ব্বে জাতিকে বুঝাইত, তবে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মে আর্য্য জাতির ধর্ম্মকেও বুঝাইতে পারে। ৺ দয়ানন্দ সরস্বতী বেদান্ত ও উপনিষদের মতটিকে প্রচার করিয়া গিয়াছে, এবং উহাঁর চেলারা ও অত্যন্ত উন্নতিশীল। যদি এই সব শিষ্যগুলি একবাদী হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত খানিকে ধর্ম্ম পুস্তক বলিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে ভারতের শ্রীটি এক হয় আর মাথা নাই তার মাথা ব্যাথাটি থাকে না। ৺ লুথার, ৺ কলভিন, ৺ নক্‌স্ খ্রীশ্চান ধর্ম্মের উন্নতি করিয়াছেন, যদি ৺ রাম মোহন রায়ের ও ৺ দয়ানন্দের শিষ্যেরা কার্ষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া একবাদী হয় অর্থাৎ একবাদী কার্ষ্ট হয়, তাহা

হইলে পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ভারতের শ্রী আর এক রকম হইয়া যায়।

সত্যনারায়নের পূজা বিধি আজকাল চলিতেছে, এইটী যে সত্যপীর হইতে লওয়া হইয়াছে ইহার কোন ভুল নাই, কিন্তু কেহ কেহ বলে, সত্যনারায়ন হইতে সত্যপীর লওয়া হইয়াছে, যাহাহউক পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া লইবে সত্যনারায়নের সিন্নির কথাটি ও সিন্নিতে যে দ্রব্য গুলি ব্যবহার হয় তাহাও উর্দ্দু ও হিন্দি মিশ্রিত পদ হয়। স্কন্দপুরাণে উর্দ্দুবুলি আসে কি করে, যখন আকবর বাদসার দ্বারা ক্যাম্প ব্যবহারের দরুন উর্দ্দু বুলির প্রচলন হয়, ইহার কারণ অদ্যাবধি উর্দ্দু ভাষাকে ক্যাম্প্ ল্যাঙ্গয়েজ কহে। যাহারা সত্যনারায়নের পূজা বাটীতে করিয়াছে, তাহারা জানিতে পারে, যতদূর বলা হইল ইহা কতদূর সত্য। পুত্র স্কন্দ পুরানে উর্দ্দু বুলি আছে এটী যেন মনে করা না হয়, যাহা ব্যবহারে আছে তাহাই বলা হইল, স্কন্দ পুরাণে "কেচিৎ কলৌ বদিষন্তি সত্যপীরং।" বাদসার হুকুম ছিল, সকল প্রজা মহরমকে ধর্ম্মজ্ঞানে প্রতিপালন করিবে, এবং আজ পর্য্যন্ত অনেক পশ্চিমের হিন্দুরা প্রতিপালন করিয়া থাকে।

কোন সময়ে একজন হিন্দু গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিল, এমন সময় মহরম যাত্রা জাঁক জমক পূর্ব্বক সামনে পড়িল, হিন্দু কি করে, তাহা না হইলে অপদস্থ হইবে, এই ভয়ে যোগ দিল, সকলে হোসেন হোসেন বলিয়া বুক্ চাপড়াইতেছে, হিন্দু উহা না বলিয়া "যখন যেমন তখন তেমন" বলিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল, সত্যপীর ও এই রকমে সত্য নারায়ন হইয়াছে, তার আর কোন ভুল নাই। যদি সাধারণ পাঠটা ঠিক রাখিত তাহা হইলে আর কোন বালাই ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের মিমাংসা হইবার যেমন কোন উপায় নাই, সত্য নারায়নের সেই রকম হইত।

শিষ্য,—গুরুদেব! যদি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি ঠিক হইল, তবে সত্যনারায়নের পুঁথি কেন ঠিক হইল না?

গুরু,—যখন সত্যপীর সত্যনারায়ন হইয়াছে, তখন সংস্কৃতজ্ঞ লোকের অভাব যদিও দুই একটী ছিল কিন্তু চারিধারে মূর্খের হাত পড়াতে ও কম দিনের ব্যবহার হওয়াতে ও মুসলমান বাদসাহের নজর থাকাতে কেহ বড় কিছুই করিতে পারে নাই।

শিষ্য,—এখনতো করিতে পারে?

গুরু,—দুই একটী মনে করিলে পারে, কিন্তু সব মূর্খেরা গোলমাল করিয়া উঠিবে, এবং উহারা বলিবেক "কি বেদব্যাস আসিয়াছে, যাহা বেদব্যাস পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন, তাহা উলটাইতে চেষ্টা করিতেছে। কুষ্মাণ্ডের জ্বালায় জ্বালাতন ধর্ম্ম লোপ করিতে বসিয়াছে" মূর্খের দল বেশী মূর্খেরা যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

শিষ্য,—বেদব্যাসের সময় উর্দ্দু ভাষা ছিলনা ইহা তো বলিতে পারে?

গুরু,—সকলে বলিবে "বেদব্যাস নারায়ন, তিনি কিনা জানেন, তিনি এত বড় মহাভারত ও এত গুলি পুরাণ ও বেদান্ত প্রস্তুত করিতে পারিলেন, তিনি কি আর উর্দ্দু জানিতেন না, যাহা মুটে মজুর গাড়োয়ান ও সহিসে জানে। ছয় মাস পড়িলে যে ভাষাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা যায়, সেটাকি ভাষার ভিতর ধর্ত্তব্য নাকি, আমাদের দেব ভাষা, যাহা অনন্ত কাল পড়িলেও কিছু জানিবার যো নাই। বেদব্যাস সেই ভাষাকে করতলস্থ করিয়া ছিলেন, তুমি কি এক পাত পড়ে বেদব্যাসকে মূর্খ বলিতে চাও, তুমি পাষণ্ড, তুমি নাস্তিক, তোমার কথা শুনিলে পাপ হয়।" পুত্র, কোথাকার জল কোথা গেল দেখ, তুমি বল দেখি উহার ভিতর প্রকৃত ভক্ত কে?

শিষ্য,—যাহারা বেদব্যাসের গুণ গাইল।

গুরু,—তুমি ও যে মদ্দা ছাগল দুহিলে।

শিষ্য,—কেন ?

গুরু,—বেদব্যাসের সময় যে উর্দ্দু ভাষা ছিল না, এইটী কি একবার মাথায় গেল না, বেদব্যাস যে বড়, তাহা তুমি আর আমি কি বলিব, যখন বেদব্যাসকে সমস্ত জগৎ মহাজন বলিতেছে। বেদব্যাসকে প্রকৃত ভক্তি যত সে করিবে, তত উহারা করিবে না, বরং উহারা বেদব্যাসের খাটি রংকে বেরং করিবে। হনুমান বলিলে দশহাত লোজ বুঝায় কি না বল দেখি ?

শিষ্য,—হাঁ!

গুরু,—হনুমান বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় সীতার সহিত অশোক বনে কথা কহিয়াছিল, সেটী কি স্মরণ হয় না, যদি কেহ হনুমানকে বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, বলবান্, বুদ্ধিমান্ ও রংদার মনুষ্য বলে, তাহা হইলে সকলে সে ব্যক্তির উপর রাগ করিবে কি না ?

শিষ্য,—হাঁ।

গুরু,—দেখ পুত্র, মুখ পোড়া না হইলে মুখ পোড়ার সহিত পীরিত হয় না। আজ কাল সকলের মুখ পোড়া, ইহার কারণ লোজওয়ালা মুখ পোড়ার সহিত পীরিতি বেশী। শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ অবতার ছিলেন, যাহার হনু সকলকার অপেক্ষা বড় ছিল শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে হনুমান বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। হনুমান সর্ব্বগুনে ভূষিত ছিল, মানবে যতগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, প্রায় সমস্তই হনুমানে ছিল। আমি যাহা বলিলাম বোধ হয় কেহই বিশ্বাস করিবে না, কারণ কুসংস্কারটি কুলোকের সহিত থাকিলে যাইতে পারে না।

সোনাকা পাশ্চাত্য জগতের কতক ছিল, যেমন সৌতি ভারতের কতক ছিল। আজকালকার বেদীর উপরের পাঠকগুলিকে দেখনা,

সংস্কৃতের স জানে না, এমন কি দেবনাগর অক্ষর জানে না, বাঙ্গলা অক্ষরের পুঁথি হইতে পাঠ করে, বাস্তবিক কি পাঠ করিতেছে তাহাও জানে না। আর যে ধারক হয়, সে আরও কিছু উচ্চ হয়, কারণ বাটীর পূজারী না হয়তো রসুয়ে বামুন না হয়তো টাকিওলা বাবাজী, কারণ চারি গণ্ডার বেশীত রোজ পাবে না। শ্রোতা আরও উৎকৃষ্ট, কেননা দশহাত কাপড়ে ন্যাংটা শোন মুড়ি দাঁত পড়া, শ্রবন শক্তি রহিত, গঙ্গাপানে পা করা ব্যক্তি। পাঠক, ধারক ও শ্রোতা কুমারটুলীর সং ভিন্ন আর কিছুই নয়, সংটা নড়ে চড়ে না, এরা নড়ে চড়ে। বঙ্গদেশে গরিবের ভিতর কিছু পয়সা হইলে একবার দুর্গোৎসব করা চাই, আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা চাই কিহে পূজারি এবার মা কিসে আসিবেন?

পূজারী বলিল,—ঘোঁড়াতে।

বাবু হাঁসিয়া উত্তর করিল,—তবে কি আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে যাবে।

পুত্র, রং তামাসাটি দেখিলে, যদি কোন কথক হনুমানের ল্যেজ নাই বলিল, অমনি ধারক, শ্রোতা ও বাবু সকলে কথককে নাস্তিক ও পাষণ্ড বানাইল, কারণ কাহারও নই কি এঁড়ে জ্ঞান নাই।

চণ্ডী পুঁথি খানি ঠিক আছে, কারণ এক দেশের পুঁথির সঙ্গে অন্য কোন দেশেব পুঁথির সঙ্গে পাঠান্তর নাই, আর কোন বে হিসাবি রকমের কথাবার্ত্তা নাই। চণ্ডীর সার অর্গল, কীলক ও কবচ হয়, কিন্তু এটি বড় দুঃখের বিষয় যে, সে অংশটিকে পাঠকেরা পাঠ করিয়া শ্রোতাবর্গকে বুঝাইয়া দেয় না। অর্গল কীলক ও কবচ আর কিছুই নয়, খালি যুক্তির আশ্রয়কে ধরিয়া মহা বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায়, পুত্র বঙ্গদেশে আপাতত ঠিক বলিলে সর্ব্বনাশ আর অঠিক্ বলিলে স্বর্গে বাস, যেটিকে

লইতে তোমার ভাল লাগে তুমি অনায়াসে সেইটিকে লইতে পার, ইহাতে কোন বাধা নাই।

পুত্র,--কাদা মাটিটা দেখ, বিজয়া দশমীর সকাল বেলা রক্ত ও কাদা মেখে আনন্দের অবধি থাকে না। এমন কি পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে গুরুবলি বা মমবাতী মাথা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আনন্দটা কিসের জন্য করা হয়, সেই রহস্যটিকে বুঝিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। শ্যামা মা মহিষাসুরকে বধ করিলে পর তাঁহার সৈন্যসামন্তেরা মহিষাসুরের রক্তকাদামাখা দেহটিকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্য করিয়াছিল, কারণ মহিষাসুর বধে যুদ্ধের অবসান হইল। আজকালকার যুদ্ধে ঐরূপ অসভ্য ব্যবহার নাই। শ্যামা মা যদি নিরাকার হইয়া থাকিতেন, আজ কি তাঁহার পূজা হইত?

সুরথ রাজা বাসন্তী পূজা করিত। পুত্র! এখন প্রায় সকলে শারদীয়া পূজা করিয়া থাকে, কারণ শ্রীরামচন্দ্র অসময়ে ষষ্ঠ্যাদি কল্পের দ্বারা শক্তিকে বোধন করিয়াছিলেন; মা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করেন,--তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা রাবণ বধ হওয়াতে আর্য্যবাসীরা রাক্ষসরাজ রাবণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। পুত্র! শ্রীরামচন্দ্র যদি নিরাকার হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কি শারদীয়া পূজা হইত? আরও দেখ পুত্র! নর-নারায়ণ যদি কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্র না পাইতেন, খালি নিরাকার হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আজ কেহ নর-নারায়ণের কি পূজা করিত? বোধ হয় বলিবে—না। তবে কেন ঠিকের আদর না হইয়া অঠিকের আদর এত বেশী?

চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ খালি শ্যামা মার, শ্রীরাম-চন্দ্রের ও নরনারায়ণের জীবন চরিত বৈ আর কিছুই নয়। মধ্যে মধ্যে জ্ঞানের ছড়াও আছে, সেটা কেবল লেখকের বিদ্যার পরিচয়

বৈ আর কিছুই নয়, কারণ লেখকগণ জ্ঞানকে ও ক্রিয়াকে এক সঙ্গে দেখাইয়াছে।

যাহা নাই চণ্ডীতে তাহা নাই গণ্ডিতে। যাহা নাই রামায়ণে তাহা নাই প্রাণায়ামে। যাহা নাই মহাভারতে তাহা নাই ভূভারতে। যাহা নাই পুরাণে তাহা নাই পুরাতনে। পুত্র! এই সব পুস্তকের ভিতর ঝোড় ঝাড় জন্মিয়াছে, যদি মাথা পরিষ্কার করিয়া ঝোড় ঝাড়কে স্নাপ্ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার, তাহা হইলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়েরই অমৃত ফললাভ করিতে পার, আর তাহা না হইলে ঢেঁকীর কচ্‌কচানীতে গরুর ল্যেজ ধোরে দুই পা তুলে গঙ্গা পার হইতে পার, অর্থাৎ ইহকালে দুর্দ্দশা, আর পরকালেও দুর্দ্দশা, কারণ ইহকালের ফল পরকালে ভোগ হয়। গত ও ইহ ও পরকালের মীমাংসা "চিন্তা-রহস্যতে" সম্পূর্ণ রূপে করা হইয়াছে। পুত্র, তুমি কি "চিন্তা-রহস্য" পড় নাই?

শিষ্য,—পড়েছি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই, আর গুরুদেব ঘরে না ঢুকিতেই ধাক্কা।

গুরু,—বুঝিছি, বুঝিছি। "যাহা কিছু পাবে না বৈকুণ্ঠ, কৈলাসেতে, তাহা পাবে, পাবে, পাবে মিত্র-ওকসেতে," কেমন পুত্র এই ধাক্কা কি না?

শিষ্য,—আজ্ঞে হাঁ।

গুরু,—বৈকুণ্ঠ ও কৈলাস ক্রিয়াকাণ্ডের স্থান। যাহা ক্রিয়াকাণ্ডতে পাবে না তাহা মিত্র-ওকসেতে পাবে, অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডতে পাবে। মিত্রের অর্থ সূর্য্য, সূর্য্যের অর্থ আলোক, আলোকের অর্থ জ্ঞান। পাবে, পাবে, এক ধারে নিশ্চয়টিকে ঠিক করিতেছে, আবার অপর ধারে—পাব্ অর্থাৎ গাঁইটে গাঁইটে অর্থাৎ বহু কষ্টতে পাবে।

দুটি পয়সা পুতুলকে প্রণামী বা ঘুষ দিলে পাবে না; গুলি-সুতাকে বা গেরুয়াকে বা টিকিদাস বাবাজীকে, কলার, হবিষ্যান

বা মালসাভোগ দিলে পাবে না; তবে নিজে বহুকষ্ট স্বীকার করিতে পারিলে পাইবে। "চিন্তা-রহস্যটি" ক্রিয়া ও জ্ঞানকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। "প্রেম-রহস্যটি" ভক্তিকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। "কথোপকথন-রহস্যটি" ক্রিয়াকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ডের উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। পুত্র! জ্ঞানের উপাসক হইয়া জ্ঞানী হও। পুত্র একটা বড় মজার কথা শুন:—

গুলিসুতা, গেরীমাটী বা ডোর কৌপীন আসিয়া বলিল,—এই জগৎটি কিছুই নয়, কারণ জগৎটি অনিত্য। তুমি পুণ্য কর, দান কর, তোমার সঙ্গে কিছুই যাবে না। বাটীওয়ালা কি করে, ভয়ে অস্থির হইয়া। ঘটী বা বাটী বাঁধা দিয়া উহাদিগকে পূজা করিল। উহারা দলে গিয়া আমোদ লুটিতে লাগিল, খাস গল্পের ছলে বলিতে লাগিল,—আজকে ভাই বড় দিনটা ভাল, কার মুখ দেখে উঠেছি বল্‌তে পারি না। তথায় পৌঁছিবা মাত্রই বাটীর কর্ত্তা গোলাম! আমি খুব ভারি হয়ে বুক্‌নি ঝাড়তে লাগলুম, কর্ত্তাটি ভয়ে অস্থির হইয়া আমার পায়ে লুটাপুটী খাইতে থাকিল। অন্দরে হুজুক গেল, তারাতো 'একে চায় আরে পায়'! গিন্নী ঘোম্‌টা টেনে গলায় আঁচল দিয়ে এসে, টিপ্ করে একটা গড় কল্লে। আমি কর্ত্তাকে বল্‌লুম,—দেখ, তোমার এই গৃহলক্ষ্মী হতে যত কিছু সুখ, আমি যোগবলে জানিলাম। "আচ্ছা মা, তোমার একবার হাতটা দেখি," সে অমনি শশব্যস্ত হয়ে হাতটা বার করে দিলে; আমি তার কাছ থেকেই সব পেটের কথা বার করে নিলুম। তখন আবও ফূর্ত্তি করে অনেক বলাতে হতভ্রম হয়ে গিয়ে মুখ দিয়া রক্ত উঠা কড়ি-গুলি গড় গড় করে অনায়াসে বের করে দিল।

আর একজন বলিল,—মক্কেলটা কে, বল না হে?

তুমি আমার চেয়ে চালাক্ কি না, তুমি গিয়ে আবার সেখানে খুব জমাট দাও,—কিন্তু এমন করেছি যে, আর অন্য কেহ গিয়ে কল্‌কে

পাবে না। তাদের দরুণ একবার কালীঘাটে যেতে হবে, তা না হলে রগড়টা ভাল করে হবে না।

দেখ পুত্র! রক্ত উঠা কড়ি ঝন্ ঝন্ করে পড়ে যাচ্ছে, আর হিড়্ হিড়্ করে স্বর্গে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এইটা—আক্কেল হয় না যে, "এই জগৎ কিছুই নয়, সমস্তই অনিত্য, পুণ্য কর, দান কর, কিছুই সঙ্গে যাবে না"। গুলিসুতা, গেরিমাটী বা ডোর কৌপীন ঠিক যা বলছে, তার সব উলটা কচ্ছে কি না, কারণ তারাতো এক পয়সা দেয় না; তোমার বাপ বা মা মরিলে দাও, উহাদের মরিলে দাও, তোমার সন্তান সন্ততির বিবাহে দাও, তোমার কোন কার্য্য উপলক্ষ্য হইলে দাও, উহাদের কোন কার্য্য হইলেও দাও, অর্থাৎ তুমি দিতে থাক, সে মজা করে খেতে থাকুক। কেন রে বাপু, যদি স্বর্গ যেতে এত ধুম পড়ে থাকে, সব কড়িগুলিকে গলায় বেঁধে গঙ্গাতে স-পরিবারে স্বর্গে গেলেইতো হয়! মরে ভূত হয়েতো আর যেতে হয় না! দেখ পুত্র! প্রায় বিশ লক্ষ টাকা প্রত্যেক বৎসর অপব্যয় হইতেছে; বিদ্বান ভিখা রীরা তার কিছুই খবর লয় না, খালি "রাজনীতি, রাজনীতি" করে অস্থির।

শিষ্য,—দেবালয়ে যে এত টাকা পড়ে এটা ভাল, না মন্দ?

গুরু,—খুব ভাল, যদি সাধারণ টাকাগুলি সাধারণের জন্য ব্যবহার হয়। এখন সাধারণ টাকাগুলি নিজের জন্য ব্যবহার হয়, ইহার কারণ পাণ্ডা, অধিকারী, পূজারী বা সেবাইতেরা গোকুলের ষাঁড়ের মত গোষ্ঠে ঘুরে বেড়ায়। বাস্তবিক উহাদের দ্বারায় জগতের কোন কার্য্য হয় না।

শিষ্য,—কেন, পুত্রের জন্মতো অধিক হয়।

গুরু,—পোকা মাকড়ে কোন কার্য্য হয় না। সিংহীরা বার বৎসর অন্তর সন্তান প্রসব করে, ইহা বলিয়া বিড়াল কি সিংহ অপেক্ষা বড়? বিদ্বান ভিখারীরা যদি এইটাতে মাথা ঘামায় তাহা হইলে অনেক উপকার

হয়, কেননা সাধারণের বিশ লক্ষ টাকা ভাঁড়ে ষাঁড়ে আর পূজারীর পেটে যায় না। সাধারণের এই টাকাগুলি থেকে ঔষধালয়, রোগীগৃহ, বিদ্যালয়, রাস্তা, ঘাট, পুকুর ও ধর্ম্ম-মন্দির হইতে পারে, তাহাতে সাধারণের অনেক উপকার হয়, এমন কি ইহাতে দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন ছত্র খুলিতে পারা যায়; কিন্তু পুত্র! অনেক ষাঁড় ক্ষেপে উঠবে, তবে যদি বিদ্বান ভিখারীরা গুঁতানটিকে সহিতে পারে! তাহা হইলে ভবিষ্যতে সাধারণ লোক নিশ্চয় অনেক সুমিষ্ট ফল পাইতে পারে। একবার হতাশ হইলে আবার নূতন বলের সহিত চেষ্টা করা উচিৎ, তাতেও নৈরাশ হইলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা বিধেয়। বিদ্বান ভিখারীরা যেন ফুল, বিল্বপত্র পাইয়া ষাঁড়ের বন্ধু হইয়া ভুলিয়া না যায়, তাহা হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। যত পাবলিক প্লেস অফ ওয়ারসিপ আছে ও এণ্ডাউমেণ্ট-ফণ্ড আছে, সমস্তগুলি নেটিভ কমিটীর-দ্বারা চালিত হউক। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের ভোটের দ্বারায় কমিশনার হইতে মেম্বর নির্ব্বাচন যুক্তিসিদ্ধ এবং মেম্বরের ভোটের দ্বারায় সভাপতির আসনটি ঠিক হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রত্যেক চারি বৎসরের পর আবার সভাপতির আসনটি নির্ব্বাচন হওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য,—আপনি বিদ্বান ভিখারী বলিলেন কেন?

গুরু,—পুত্র! অভাব না হইলে ভিক্ষা করে না; যাহার অভাব আছে সেই ভিখারী। বিদ্বান লোকের অভাব অত্যন্ত বেশী। দুটী গেয়ে ভাজা ঘোড়াতে ও ছড়ছড়ে গাড়িতে বা একটি ওএষকোট বাড়ীতে বা ফুরফুরে খানসামার দাঁড়িতে বা কয়েকটি তেলাপোকা চাপকানাতে বা অনেক বগলী-ভরা কথাতে কি উহাদিগের ভিতর অভাবটি গিয়াছে? দেখনা উহারা নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য হাই তুলে মাথার ভিতর কত রকমের বজ্জাতিটিকে বোঁ বোঁ করে খেলাচ্ছে, আর রাজনীতির গাছের ডালে ডালে লাফাচ্ছে। যদি উহারা সব কাজেতে হাঁ করে থাকে তাহা

হইলে উহাঁদের ভিতর অভাব আছে। এইজন্য পুত্র! আমি বিদ্বান ভিখারী শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি।*

শিষ্য,—কেন সমস্ততে হাঁ করে থাকে?

গুরু,—যদি নিরেট হইত তাহা হইলে তলাইয়া যাইত; বাস্তবিক তলাইলে আর ভেসে ভেসে বেড়ায় না। স্থলের জানোয়ার স্থলে থাকিলে ও জলের জানোয়ার জলে থাকিলে ও উভচর উভয় স্থানে থাকিলে বামন হয়ে চাঁদে হাত পড়ে না।

শিষ্য,—জলে না নামিলে ত সাঁতার শিখে না?

গুরু,—ডুব জলের বেশী যাইলে স্বর্গে গিয়া শিখিতে হয়, আর তাহা না হইলে হাঁপানি চোপানি খাইয়া অজ্ঞান হইয়া দুকূলকে হারাইয়া, স্রোতের কৃপাবশত মরার মত হইয়া ফিরে আসিতে হয়। পুত্র! সম্ভব-পরটি ভাল, অসম্ভব-পরটি ভাল নয়।

এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ডের ও পাবলিক প্লেস্ অফ ওয়ারসিপের টাকা গুলি যদি সুচারুরূপে ব্যবহার হয়, তাহা হইলে দেশের যে কত উপকার হয়, তাহা সহস্র মুখ হইলেও বলিতে পারি না! প্রথমত, এণ্ডাউঈর নামটি চিরস্মরণীয় হয় এবং যে মতলবে এণ্ডাউঈ এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড করিয়াছিল তাহাও স্বার্থক হয়। বংশের দরুণ হউক বা দশ জনের উপকারের দরুণ হউক বা ভক্তির দরুণ হউক, যে অভিপ্রায়ে হউক না কেন, সমস্ত অভিপ্রায় স্বার্থক হয়; আর এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ডের ও পাবলিক প্লেস অফ ওয়ারসিপের টাকাগুলি অপব্যয় হয় না। আইনের যে ম্যাচকাকের হইয়াছে ইহাতে মাকড়সার জালটি টিকে না। আমাদের দেশে স্বার্থপর বেশী; দেশের কীর্ত্তি কিসে থাকে, ইহার চেষ্টা কেহই করে না। ফিস এণ্ড লোভস অফ পাবলিক আফিসের দরুণ যে রকম চেষ্টা করা হয়, তাহার শতাংশের একাংশও যদি দেশের পুরাতন কীর্ত্তি রক্ষার দরুণ চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে সাধারণের যে কি

উপকার হয় তাহা বলিয়া জানাইতে পারা যায় না এবং নূতন কীর্ত্তি যাহারা করিবে, তাহাদেরও যে কি উপকার হয়, ইহাও বলিয়া জানাইতে পারা যায় না।

"সাত রাঁড় এক এও, সকলে বলে আমার মত হও।" পুত্র! দুর্দ্দশা করিতে সময় লাগে না, কিন্তু সুদশা করা বড় সুকঠিন। দেড় শত বৎসরের ভিতর কত লোক জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে, কিন্তু পুরাতন বংশের আদি-পুরুষের মত কয়েকটি জন্মিয়াছে? পয়সা রোজগারের সুবিধা সর্ব্ব সময় হয় না। এক রাজার হস্ত হইতে অপর রাজার হস্তে যাইবার সময়, কিম্বা প্রথম সেটেলমেণ্টের সময় যত পয়সা রোজগার হয়, তত পরে হয় না। যদি এই পয়সাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা দেশের মানী ও গুণীরা না করিবে তবে আর করে কে, এবং তাহাদের বিদ্যার ও বুদ্ধির পরিচয় কি হইল? নিজের খাওয়া, তাহাতো শিয়াল কুকুরেও খায়; অতএব কীর্ত্তিগুলিকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শিষ্য,—আরম্‌স্ একট ও ফায়ার এডুকেশন ভাল, না মন্দ?

গুরু,—দুইটি অত্যন্ত ভাল। গর্ভ শুনিতে ও দেখিতে ভাল, যদি সুচারুরূপে গর্ভস্থিত শিশুটি নির্গত হয়, আর তাহা না হইলে গর্ভবতীর প্রাণ যাওয়া সম্ভাবনা। আরম্‌সের ব্যবহার জানিলে অত্যন্ত ভাল, আর না জানিলে মহা বিপদে পড়িতে হয়। পরাধীন লোকের মতি অত্যন্ত চঞ্চল হওয়ার দরুণ অস্থির অর্থাৎ স্থির বুদ্ধির অভাব; আর অস্থির হইলে অর্থাৎ স্থির বুদ্ধির অভাব ঘটিলে রাগটি বৃদ্ধি পায়; ফলত রাগী হইলে সৎ বুদ্ধিটি লোপ পায়; আর সৎ বুদ্ধির লোপটি হইলেই অসৎ কার্য্যগুলি বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোক সৎ—যতক্ষণ সতী; স্ত্রীলোক অসৎ—যখন অসতী; কিন্তু স্ত্রীলোক অসৎ নয়। ফায়ার আরম্‌স্ ভাল—স্বাধীন ব্যক্তির নিকট; ফায়ার আরম্‌স্ মন্দ—পরাধীন

ব্যক্তির নিকট ; ফায়ার আরম্‌স্ মন্দ নয়। যাহাদের মাথা স্থির আছে, তাহারা ফায়ার আরম্‌স্ ব্যবহার করিবার পাত্র, আর যাহাদের মাথা অস্থির, তাহাদের ফায়ার আরম্‌স্ ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। পুত্র! একটি গল্প বলি শুন :—

কোন স্বাধীন লোক পূর্ব্বদিন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের অসংখ্য মাথা নষ্ট করিয়াছিল। পরদিন বাড়াতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল,—স্ত্রী উপপতির সহিত সহবাস করিতেছে।

স্বাধীন লোকটি তখন পাঁচ হাতিয়ারে সুসজ্জিত ছিল, কিন্তু স্বাধীন লোকের ধৈর্য্যগুণ এত বেশী যে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া পাছে অস্ত্রের কুব্যবহার ও আইনের বহির্ভূত কার্য্য হয়, এই ভয়ে সে বাড়া হইতে বাহির হইয়া গেল।

পুত্র! একটী পরাধান লোক পূর্ব্বদিন ঘরের ভিতর ইঁন্দুর নড়াতে ভয়ে ক্ষেপীর বুকের কড়ার ভিতর কপট নিদ্রায় মুখ লুকাইয়া খুব জোরে নাক ডাকাইতে লাগিল। পরদিন তার রাখিত বেশ্যা আমোদিনীর বাড়াতে ঢুকিয়া দেখিল—আমোদিনী অন্য পুরুষের সহিত আমোদ করিতেছে। তাহারা হঠাৎ উহাকে সামনে দেখিয়া উভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু বাবুটি বাঘের মত ভেঙ্কী দেখাইয়া দেপিট্টান দিল। পরাধীন লোকটার আবও বল বাড়িল, দুইজনের ভিতর বাক্য যুদ্ধ চলিল, তারপর দুইজনে পিটাপিটি সুরু করিল, অবশেষে পরাধীন লোকটার রাগ এত বাড়িল যে, আর অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, ভাঁড়ার ঘর হইতে বঁটি আনিয়া আমোদিনীকে পাষণ্ডের মত আমোদ করিয়া হত্যা করিল, পরে নিজেও ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ হারাইল।

পুত্র,—স্বাধীনের ও পরাধীনের ধৈর্য্যগুণ দেখিলে, অতএব ধৈর্য্য-শালী না হইলে, অস্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে আরম্‌স্ একট যত ষ্ট্রিক্‌ট হইবে ততই ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গল জানিবে। শ্যামবাজার ও টালার ও কলিকাতার রায়টারদের হাতে যদি ফায়ার আরম্‌স্ থাকিত, তাহা হইলে কত লোকের প্রাণ নস্ট হইত। টালাতে হয় ডিন্ ডিন্, বাবু বাড়ীতে খিল দিন। পুত্র! কোথাকার ছেঁপা কোথা এসে লাগে দেখ। যদিও আমরা মাতার গর্ভে রহিয়াছি তথাপি পুত্র সাহসটা একবার দেখ।

বাবুরা রিলিফ অফ্ দি আরম্‌স্ এক্‌টের চেষ্টা করে; মার গর্ভে আছে কিছুত জানে না, তাই যাহা মনে আসে তাহাই লিখে ও বলে। নক্‌ড়া ছক্‌ড়া বিদ্যা হয়েছে, বিদ্যাতো ছড়ান চাই! যেমন কোন কাজ না থাকিলে বুড়া মাকে গঙ্গাযাত্রা করা চাই, তেমনি বিদ্যা শিখে অপকার করা চাই! পুত্র! এই সব লোকের দ্বারা ভারতে যে কি ভয়ানক অমঙ্গল হইতেছে ইহা বলিতে পারি না, কেননা উহারা লিখিয়া ও বলিয়া সাধারণের মনে এমনই একটি কুসংস্কারের ছবি তুলিয়া দিতেছে, যাহা সাধারণ ভারতবাসীরা কিছুতেই মন হইতে বাহির করিতে পারিতেছে না। পরের অপকার করা কি উচ্চ শিক্ষার ফল, না সমাজ সংস্কার করা উচ্চ বিদ্যার ফল? সমাজ সংস্কারের কথা কহিলে বা লিখিলে, পেটের ভাত বন্ধ হইয়া নামের দৌড় কম পড়ে; ফলত ইহাতে মানসিক তেজের আবশ্যক সর্ব্ব দেশের লোকের নিকট দুঃছাই হইব তথাপি যথা কহিব বা লিখিব না। পরের অপকার করিতে আমাদের দেশের লোকগুলি বড় মজবুত, ইহার কারণ যাহারা পরের অপকারের কথা লিখে বা বলে, তাহারা দেশের লোকের নিকট বড় প্রশংসনীয় হইয়া খুব পয়সা রোজগার করে। অদ্যাবধি কেহ প্রকৃত সমাজের উন্নতির কথা বলে না বা লিখে না। খালি যাহাতে অপকার আছে তাহাই বলে ও লিখে। উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা ও রাজনীতিকে

আমাদের আলোচনা করিবার অধিকার নাই, কারণ আমরা অস্থির; কিন্তু আপাতত আমাদের মূল মন্ত্র এই গুলি হয়; বাস্তবিক আমাদের ভিতর ইহাতে যে কতদূর অপকার হইতেছে ইহা কেহ চক্ষে দেখে না। পরের অপকার করিতে যাইলে নিজের অপকার অগ্রে হয়। কতদূর সত্য কি মিথ্যা বলিতে হইবে না, ফলের দ্বারা পরিচিত হও।

পুত্র! যখন শুনিবে, কেহ কাহারও কুৎসা করিতেছে, তখনি জানিবে যে সেই লোকটি তাহার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। যে যত বেশী উপকার প্রাপ্ত হইবে সে তত উপকারীর কুৎসা করিবে। ইংরাজ বাহাদুর ভারতে আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা কি ছিল এবং এখনই বা কি অবস্থা হইয়াছে! যদি প্রাণ খুলে দেখ তাহা হইলে জানিতে পার। বিশেষত বঙ্গবাসীরা যত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য খণ্ডের লোকেরা তত উপকার পান নাই, ইহার কারণ বঙ্গবাসীরা বেশী কুৎসা করে। বঙ্গবাসীরা যত হায়ার এডুকেশন প্রাপ্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য খণ্ডের লোকেরা তত প্রাপ্ত হয় নাই। "প্রিভেনসন ইজ বেটার দ্যান কিওর" ইংরাজ বাহাদুরের উচিৎ হয় সমস্ত গভর্ণমেণ্ট কলেজগুলিকে উঠাইয়া দেওয়া এবং ইহার বদলে ভারতবর্ষের চারিধারে লোয়ার ও আপার প্রাইমারী বিদ্যালয় খোলা। ইহাতে ইংরাজ বাহাদুর শান্তি ভোগ করিতে পারিবেন ও ভারতবর্ষে শান্তি বিস্তার হইবে।

শিষ্য,—হায়ার এডুকেশন একবারে তুলে দেওয়া কি ভাল?

গুরু,—হায়ার এডুকেশন একবারে বন্ধ করা দূষনীয়, কারণ সরকার বাহাদুরের কার্য্য চলিবে না, আর সরকার বাহাদুরের প্রেষ্টিজের উপর দোষ পৌঁছিতে পারে। ভারতবাসীরা নিজে এই কার্য্যটী সমাধা করিতে পারে, কারণ এই বারসাট বেশ শিখিয়াছে। হায়ার এডুকেশনে মাথা এখনও ঠিক হয়নি, যখন ঠিক হইবে, তখন ইংরাজ

বাহাদুর পুনরায় খুলিতে পারেন। হায়ার এড়ুকেশন অতি উৎকৃষ্ট সামগ্রী, কিন্তু ব্যবহার না জানিলে অতি উৎকৃষ্ট জিনিষও অপকৃষ্ট হয়। স্বাধীনতাটি অতি উৎকৃষ্ট সামগ্রী, কিন্তু দুই বৎসরের বালককে স্বাধীনতা দিলে বালকের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়; তদ্রূপ হায়ার এড়ুকেশন এখন ভারতবাসীদিগকে দিলে, উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা, কারণ ভারতবাসী আপাতত হায়ার এড়ুকেশন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হয় নাই। ভারতবর্ষে মেট্রিকিউলেসন অবধি ওয়েষ্টারণ বিদ্যা আপাতত যথেষ্ট, কারণ ইহাতে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কাজ চলিতে পারে। যে সবগুলিতে বিএ পাস না হইলে প্রবেশ করিবার নিষেধ আছে, সেই সবগুলিতে এণ্ট্রেন্স পাস হইলেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হউক।

শিষ্য,—সরকার বাহাদুরের আয় কমিয়া যাইবে এবং ইউনিভারসিটীর খরচ কি করিয়া চলিবে?

গুরু,—সরকার বাহাদুর প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশ টাকা ফিয়ের বদলে কুড়ি টাকা করিলেই সব ঠিক হয়। আরও দেখ পুত্র! বালকদিগকে এক সঙ্গে অনেক বিষয় পাঠ করাইলে মাথাটি খারাপ বৈ ভাল হয় না; একটী বিষয়ে থাকিলে সুশিক্ষিত হয়, বহু বিষয়ে থাকিলে অন্নচাকা হয়। আরও পুত্র! বালকদের কচি মাথায় এত পরিশ্রম করিতে হয়, যাহাতে উহাদের প্রবেশী নাম না হইয়া প্যারট নাম হয় এবং মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়। ক্ষীণ লোক বেশী ব্যায়াম করিলে উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়, এমন কি মৃত্যুর সম্ভাবনা। দুই একটী মুখোজ্জ্বল গ্র্যাযুয়েট যদি না থাকিত তাহা হইলে এইটী যে নীল হইত তাহা একাধারে সকলেই বলিত; কিন্তু দেখ দেখি, আগেকার সিনিয়ার স্কলারদের ভিতর বিদ্যা,

বুদ্ধি ও রাজভক্তি কত বেশী! যে হায়ার এডুকেশন শিখিবার পাত্র হইবে, সে নিজে তার উপায় করে নিবে। সাধারণের মধ্যে হায়ার এডুকেশন হইবার কারণ ভাষার প্রাতুর্ভাব হইয়া সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে।

ভাসা জিনিষ স্রোতের অনুগামিনী হয় বলিয়া নিজের ক্ষমতা কিছুই থাকে না, কারণ স্রোত যে রকমে লইয়া খেলা করিবে, ভাসা জিনিষটি সেই রকমে খেলা করিবে। দেখনা, ইদানীং ভারতবর্ষের ভিতর এই ভাষাতে কি শ্রাদ্ধ গড়াইতেছে! যদি ভাষার অভাব থাকিত তাহা হইলে অসময়ে স্বজনবর্গেরা কাঁদিয়া বুক ভাসাইত না। যদি ইংরাজ বাহাতুরেরা এই ভাষার উপর চক্ষু না দেন, তাহা হইলে বন্যা আসিবার সম্ভাবনা। ভাষাওয়ালারা ভাসিয়া যাইবে, ভাষাবিহীনেরা সরকার বাহাতুরের আইনের এস্করেতে বাঁচিবে। ভারতবর্ষে ভাষার প্রাতুর্ভাব হইবার কারণ বিলাতের ইংরাজদিগের মাথাতে গোলমাল দাঁড়াইয়াছে, কারণ বিলাতবাসী ইংরাজেরা ইণ্ডিয়ার ভাত ভিক্ষার বিষয় জানেন না। বিলাতবাসী ইংরাজেরা যাহা কাগজে কিম্বা দরখাস্তে দেখেন তাহাই ভারতবাসীদিগের তুঃখ বলিয়া লন এবং সেই তুঃখের মোচনের জন্য সিংহের মত লড়েন; কিন্তু সেটী যে খালি ভাষাওয়ালাদের উপকারের দরুণ তাহাতো বিলাতবাসী জানিলেন না। ভারতবর্ষে রাজত্ব করা আর সমস্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করা সমান হয়, কারণ এক দলের সহিত অপর এক দলের মিল নাই এবং ইহার কারণ ভারতবর্ষে দল এত বেশী যে, যত লোক সংখ্যা তত দল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিধবা-বিবাহ ও কন্সেন্ট বিলে ভাষাওয়ালারা জয়লাভ করিল, কিন্তু ডাম্ব মিলিয়ান যে বিপক্ষ রহিল, তাহা বিলাতবাসী ইংরাজেরা জানিলেন না। ডাম্ব মিলিয়ান তো ভাষা জানে না যে বিলাতের

কাগজে গোলমাল করিবে এবং পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরদের সহিত উহাদের তো আলাপ পরিচয় নাই যে পার্লিয়ামেণ্টে এই কথার আন্দোলন হইবে! বাস্তবিক উহারা মিটিং বা মাস মিটীং করিয়া প্যামফ্লেট ছড়াইয়া উত্তেজনা করিতে জানে না, সেইহেতু বরাবর ডাম্ব মিলিয়ানেরা ভাষাওয়ালাদের দরুণ সাফারার হইয়া সকল বিষয়ে সাফার করিতেছে। বিধবা-বিবাহ ও কন্সেণ্ট বিলটি স্বভাবসিদ্ধ হয় নাই। যদি চৌদ্দ কিম্বা ষোল বৎসর করিতেন, তাহা হইলে ন্যায়সঙ্গত হইত ও অবিবাহিতা বালিকাকে যদি বিষয়ের ভাগ দেওয়া হইত তাহা হইলে ন্যায় সঙ্গত হইত। সত্য কি মিথ্যা বিলাতের আইন দেখ। যাহারা বিলাত যায়, তাহারা তথায় পড়িয়া, শুনিয়া ও বাস করিয়া বিলাতের ঢং লইয়া ভারতে আসে। একলা করিলে ভয়েস্ ঠিক হয় না উহারা বেশ জানে, ইহার কারণ দশজনকে জড় করে। ভারতবাসীরা হুজুগে, হুজুগ পেলে আর কিছুই চায় না। হুজুগটা যে কি, তাতো ল্যেজ তুলে দেখে হৈ চৈ করে না; শেষ কালে যখন জানিতে পারে যে, আমি আমার নিজের পায়ে কুড়াল মারিতেছি তখন অমনি তফাৎ হয়।

ভারতে হায়ার এডুকেশনটি আপাতত বিষবৎ হয়, কারণ ভারতে চরিত্র নীতিশাস্ত্রের প্রচলন নাই। হায়ার এডুকেশনটি অশান্তি করিবার মূল কারণ হয। বিদ্বান-ভিখারীরা স্বার্থপর হয় এবং সেই হেতু মূর্খেরা বরাবর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। একজনের সর্ব্বনাশ ও আর এক জনের পৌষমাস। যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই ভারতের মঙ্গল।



জাতীয় সমিতি।

শিষ্য,—ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতিটা ভাল, না মন্দ?

গুরু,—পুত্র! আমি বরাবর বলিতেছি যে, ভারতবাসীদিগের ভিতর জাতি নাই, যদি জাতি থাকিত, তাহা হইলে জাতীয় নামটী শোভা পাইত। ন্যাসানাল্ কথাটাতে বাহিরের লোক মেস্মেরাইজ হয়, ইহার কারণ ভাষাওয়ালারা এই শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছে। যে কেহ উক্ত সমিতির প্রোসিডিং পড়িবে (বিশেষত বিলাতবাসী ইংরাজ) সেই জানিবে ভারতবর্ষের মত এই হয়। কিন্তু পুত্র! সেটা কি ঠিক?—কখনই না। একদিন জাতি, কুল, ধর্ম্ম, খাদ্য, রং বা পোষাক লইয়া কথা করুক দেখি, তার পর দিন দেখিবে, ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতিটা নীল অর্থাৎ শূন্য। ভারতবর্ষ জাতীয় সমিতি এই নামটির স্থানে যদি ভারতবর্ষীয় রাজনীতি সমিতি এই নামটি দেওয়া হয়, তাহা হইলে পুত্র! নামে ও কার্য্যে ঠিক শোভা পায়। সমিতির ছবি দেখিলেই পুত্র! জানিতে পার, সকলেই এক জাতি কি না। আর পুত্র! বঙ্গদেশের রগড় বেশী, কারণ নানা পোষাক ও নানা রং পৃথিবীর আর কোন জাতীয় সমিতিতে এত দেখিতে পাইবে না। ভারতবর্ষে জাতীয় সমিতিটি এক আছে, খালি ইংরাজী ভাষার দরুন এবং ইংরাজী ভাষাজ্ঞই এই সভার সর্ব্বে সর্ব্বা। আইনবাজ, ব্যবসাদার, দোকানদার

ও কতকগুলি জমিদার এই সমিতির সভ্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুই-চারিজন ইংরাজী ভাষাওয়ালা ইহার কর্ত্তা,—উহারা যাহা বলে ও করে তাহাই হয়। অন্য সকলে সভাটিকে গুলজার করে।

পাব্লিক মিটীং ও মাস মিটীং কল্ ফোর্থ করা ও তাতে যাওয়া, আজকাল একটী ম্যানিয়া হইয়াছে। কাগজে নামের ঢাক পিটাটিও বড় কম নয়। যত কিছু দেখিতেছ, সমস্তই নিজের নামের ও ব্যবসার উন্নতির দরুন; কারণ যত নাম ছুটিবে, তত রোজগার বাড়িবে। যেখানে স্বার্থপরতা ও স্বজাতীয়ের উপর হিংসা আছে, সেখানে ছোট ও বড় আছে, কিম্বা সুখে ও দুঃখে আনন্দ ও নিরানন্দ অনুভব নাই, সেখানে প্রকৃত উন্নতি হয় না, বরং প্রতি মুহূর্ত্তে অধোগতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব পুত্র! ভারতবর্ষের জাতীয় সমিতিটি এখন ভাল নয়।

সময়ে ফলে বৃক্ষ, অসময়ে খালি দুঃখ। যদিও কথা আছে, কিলিয়া কাঁঠাল পাকান যায়, কাঁঠাল নাই তা কিলিয়ে পাকাবে কি? যদি বাতাসকে কাঁঠাল মনে করিয়া কিলান হয়, তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ নিজের হাত ভারিলেই, নিজে ঠাণ্ডা হয়।

আঁকর জায়না

শিষ্য,—গুরুদেব! অন্য সকলে আমাদিগকে কালা বলে কেন, যখন আমাদিগের ভিতর অনেক ধলা আছে?

গুরু,—পুত্র এটী নূতন নয়, বরাবর চলিয়া আসিতেছে। সুরেরা ধলা ছিল, ইহার কারণ কালাদিগকে অসুর কহিত, কিম্বা যাহারা

সূর্য্যো উপসাক ছিল না, তাহাদিগকে অসুর কহিত। সুর অর্থাৎ ধলা, অসুর অর্থাৎ কালা। আদিম ভারতবাসীরা সকলেই কাল ছিল, ধলার আগমনে কালার ও ধলার প্রভেদ হইল। ধলারা কালদের প্রভুত্বকে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে, কালরা ধলাদের প্রভুত্ব উহাদের উপর যাহাতে না হয়, তাহার চেষ্টা করে. কিন্তু কালক্রমে কালার উপর ধলার প্রভুত্ব জাহির হইল, ধলার ও কালার মিশ্রনে ভারতে অনেক রং হইল. কিন্তু ধলা বড় রহিল। আরও দেখ পুত্র, আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে যাহারা বাস করিত, তাহাদিগকে অন্তজ বলিত। অন্তজ অর্থাৎ অন্তেজাত অর্থাৎ কুচকুচে কাল, কারণ বিন্ধ্যাচলের দক্ষিনবাসীদিগের সহিত তখন ধলাদের মিল হয় নাই। ভারতে মুসলনান আগমনে কালার আর একটা নাম জাহির হয় অর্থাৎ হিন্দ্। হিন্দ্ অর্থ কাফের কাল, যাহারা মুসলমান ছিল না, মুসলমানেরা তাহাদিগকে হিন্দ্ বা কাফের বলিত। আপাতত আরও দেখ পুত্র, পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা আমাদিগকে ব্ল্যাক্ ম্যান্ বলে, রংদার হইলেও আঁকর যায় না, ফিট্ ধলা রংয়ের অভাব আমাদের দেশে এখনও আছে। মিশ্রিত সভ্যতাতে সভ্য হয় না, যদিও দুই চারিটী সভ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সমস্ত সভ্য না হইলে সভ্য হয় না। যতদিন আমাদের দেশে এক রং, এক খাদ্য, এক পোশাক, একধর্ম্ম, এক পুত্রে বিষয় ভোগ না হয়. ততদিন আঁকরের টান থাকিবে অর্থাৎ অপর সকলে আমাদিগকে কালা ও অসভ্য বলিবে। পুত্র যত কিছু বলা হইল ইহাতে কিছুই হইবে না, খালি পণ্ডশ্রম মাত্র, কারণ আঁকর যাবে কোথায়। পুত্র, তবে একটা মাতালের গল্প বলি শুনঃ—

শুঁড়ির দোকানে একটী মাতাল পড়িয়া আছে, মাতালটার মুখে কালা মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করে মধুপান কচ্ছে। একটী ভদ্রলোক

ইজ্জতের খাতিরে মুখে কাপড় দিয়া ভোঁ করে ঢুকিল। ঘোমটার ভিতরে খেমটা নাচ্, বোধ হয় পুত্র! শুনিয়া থাকিবে, এটা তাই বৈ আর কিছুই নয়।

ভদ্রলোক বলিল,—মামা! কেমন আছ?

মামা উত্তর করিল,—উপযুক্ত ভাগ্না হয়ে সব সরে পড়েছ, আর কি মামা ভাল থাকে? মামা তোমাদেরই নিয়ে, মামার আর কি কেউ আছে? তোমরাই সব। তা কি হয়েছিল বল দেখি?

ভাগ্না বলিল,—মামা! আজ কাল বড় আইন কড়া হয়েছে, মুখে মদের গন্ধ পেলেই ধরে নিয়ে যায়। শ্যামদিন্‌কে কত খাতির করে বেঁচে আছি। দুই এক্‌টার দুর্গতি দেখে ভয় হয়েছে, পাছে আমার আবার কোন দিন হয়! তাই মামা! প্যালাকে রোজ পাঠিয়ে দিতুম্; প্যালা কি কিছু বলেনি?

মামা,—প্যালা ফ্যালার কি কর্ম্ম? তোমাদের মুখ না দেখলে কি মামা বাঁচে? আচ্ছা তুমি যে বল্লে, মুখে গন্ধ পেলেই ধরে নিয়ে যায়, এরকম তো আইন নয়, তুমি মিথ্যা কথা বল্‌ছ। হাঁ, এটা চিরকালই আছে, মাতাল মাটীসাৎ হলে, কিম্বা রাস্তায় ডোরা টান্‌লে, কিম্বা ঝগ্‌ড়া, দাঙ্গা বা গোলমাল কল্লে কোম্পানির লোক দেহ ও শান্তি রক্ষার জন্য ধরে নিয়ে যায়। এটা ভাল বৈ ত মন্দ নয়, কেননা মাতালের প্রাণটা বাঁচে।

ভাগনা,—মামা! তুমিত ভাল বল্লে! জরিমানা দিতেও ভয় করিনি, আর পুলিষে যেতেও ভয় করিনি, সকলে যে আমায় মাতাল বল্‌বে, এটাকে বড় ভয় করি, আর রুলের গুঁতাটাও বড় কম নয়। তা মামা! এটা মনে ভেব না যে তোমার ভাগনা কাউয়ার্ড, ভীরু বা পরুবে মাতাল। দেখনা আর থাক্‌তে পাল্লুম না, অমনি এসে হাজির হয়েছি। তা

এখন ওসব যাক্, আজকে ভাল করে মাল্‌টা দাও দেখি। আর মামা! যাবার সময় একটা লোক সঙ্গে দিও।

মামা বোতলের মাঝে বুড় আঙ্গুল দিয়ে, আলোতে বোতলকে উলট্‌-পালট্‌ করে মাপ ঠিক করে ভাগনার হাতে দিল, ভাগনাও বোতল নিয়ে মাচার উপর উঠিল। বয় (Boy) এসে ছত্রিশ বর্ণের কুঁলীন সিদ্ধ গলায়-দড়ে হুঁকাটিকে ভাগনার হাতে দিল।

ভাগনা বলিল,—কিরে হরে! তুই আমার বার্ষিক আনিস্‌নি? দিন-কতক না আসাতে সব ভুলে গেছিস্?

হরি জড়সড় হইয়া বলিল,—ভাগনে বাবু! আমি চিন্‌তে পারিনি, বৌ সেজে রয়েছ, কি করে জান্‌ব বল? তা আমি যাই।

ভাগনা বাবু যোলাবিবিকে পাঁইট হতে তুলে চৌদ্দ পুরুষের ছোট পিগমী গ্লাসে সুরধনিকে একটু একটু করে ঢেলে ডুকু ডুকু করে মুখকে শিটিয়া পান করিতে থাকিল, এমন সময়ে হরি বারমেসে নুন ও ভিজা ছোলা আনিয়া দিল; হরির সহিত দুই একটা রং তামাসাও চলিল। এদিকে সুরধনীকে অর্থাৎ বাঁক্‌কে সমস্ত উদরসাৎ করিয়া ভাগনা বাবু গোলাপী অর্থাৎ টাপসি হইল; মুখের পুরু ঘোমটা ছুটিল, আওয়াজ বাড়িল, প্রমোনেডে পা চলি চলি চলিল, ডেকো হেঁকো বন্ধু জুটিল, এমন সময় শ্যামদিন ঝোলা আনিয়া উপস্থিত করিল। ভাগনা বাবু শ্যামদিনকে দেখিবা মাত্রই আধুলি বকশিস দিল, শ্যামদিনের পাগড়ি ভাগনা বাবুর মাথায় উঠিল, ভাগনা বাবুর আমোদ কত ও অহঙ্কার কত, কেমনা শ্যামদিন আদর করিয়াছে। শ্যামদিন লাশকে তুলিতে অস্থির, ভাগনা বাবু শশব্যস্ত হইয়া শ্যামদিনকে সাহায্য করিল, আর শ্যামদিনকে বলিল "লাশ বড় বজ্জাৎ হায়, উস্‌কো আচ্ছা করকে বাঁধ, তা. না হোনেসে ভাগ জানে স্যাকতা।" মামার বৈঠকখানাতে তিলার্দ্ধ স্থান নাই, সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত; মামার

দোকানের আস্‌বাবগুলিও অদ্ভুত, যাহা অন্যত্রে সহজে পাবার যো নাই।

শ্যামদিন মুর্দ্দাফরাশদিগকে বলিল,—লাশ তোল। উহারা তাহাই করিল।

ভাগ্‌না বাবু ও অন্য লোকেরা আনন্দের সহিত একবার হরিবোল দিল, তৎপরে ভাগ্‌না বাবু মামার নিকটে আসিয়া সারফরাজি করিল,—মামা! আজ আমি না থাক্‌লে লাশ পাছার করতো কে? গায়ে বড় ব্যথা হয়েছে। মামা! ওর পয়সা, আমার কি পয়সা নয়? আমার বেলা খালি ফিকে! এবারে যদি না কড়া দাও, তা হলে আমার সঙ্গে খারাপ হবে।

মামা যা দেবার তাই দিল, কিন্তু বলিল,—এবার বড় ঠিক দিয়েছি। ভাগনা বাবুর আনন্দের পরিসীমা নাই, ঢুকু ঢুকু করিতে করিতে গড়িয়া মাটিসাৎ হইল।

পুত্র! যতই বল, যাহা হইবার তাহাই হইবে। "স্বভাব যায় না—না মরিলে; ইল্লোত যায় না—না ধুইলে।" যখন ক্যামটোজ হইবে তখন আপনিই যাইবে।



ঐহিক ও পারত্রিক।

—০—

শিষ্য,—গুরুদেব! ঐহিক ও পারত্রিকের দরুণ কি করা উচিৎ?

গুরু,—শিষ্য! "চিন্তা-রহস্য"তে ও "প্রেম-রহস্য"তে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। 'র' থেকে 'স' নাগাৎ বলা হইয়াছে, শেষে অন্তস্থ 'য' যাহা ফাঁকে ছিল সেটিকেও যোগ করা হইয়াছে, এখন বর্ণটিকে সাজাইয়া শব্দ বানাইলেই হয়। আরও উঠিতে চাও শব্দ সাজাইবার নিয়মগুলিকে দেখ, আরও উঠিতে চাও চারিধারে দৃষ্টিকে ফেল, আরও উঠিতে চাও দর্শনগুলিকে দেখ, আরও চাও ত পাগল হও; আর চাহিবার ক্ষমতা নাই, কারণ যাহার দ্বারা চাহিবে তাহারই অভাব। অভাবে অভাবে সন্ধি হয়, সন্ধি হইলে বন্ধু হয়, বন্ধু হইলে প্রেম হয়, আর প্রেম হইলে সমস্তের অভাব হয়; বাস্তবিক নির্ম্মূল হইলে শান্তি হয়। মৃত্যুর সময় ঠাকুরের নাম শুনান বোধ হয় আর কিছুই নয়, খালি সমস্ত বাজে বিষয়গুলিকে নির্ম্মূল করিয়া দেওয়া; কারণ নির্ম্মূল হইলে আর জন্ম হয় না। হিন্দুদিগের ভিতর পূনর্জ্জন্ম না হওয়াই মুক্তি এবং ইহার কারণ দার্শনিকেরা জন্মকে ও মৃত্যুকে মায়া কহে, কারণ তিনিই সব এবং দেহের রূপান্তর তাঁহারই গতি।

শিষ্য,—গুরুদেব! আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি 'র', 'স', 'য' বলিলেন, "আরও উঠিতে চাও", "আরও উঠিতে চাও" বলিলেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; অতএব আপনি

অনুগ্রহ করিয়া ঘোর-ফেরটিকে ছাড়িয়া স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিউন, যাহাতে আমি ঐহিক ও পারত্রিকের কার্য্য করিতে পারি।

গুরু,—পুত্র! ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই অর্থাৎ রামায়ণ পড়িয়া সীতা কাহার ভার্য্যা। বর্ণপরিচয়ের প্রথম 'কর' শব্দের 'র' অর্থাৎ কর, কিনা পুরুষকার; 'হংস' শব্দের 'হ' ও 'স' অর্থাৎ শ্বাস, কিনা জ্ঞানের আবাস; "তেজ্য" শব্দের 'য' অর্থাৎ ন গ্রাহ্য, কিনা তাঁর লীলা আশ্চর্য্য। বুঝলে কি? না পুত্র! ঘুরে ফিরে তাই।

শিষ্য,—আপনি অত্যন্ত ঘাটে বল্‌ছেন, কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিতেছি না।

গুরু,—আচ্ছা তবে মাঠে চল, তাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিবে। সরু দানা কাটা সেতারে হবে না, রদ্যাফোঁ চাই।

শিষ্য,—আরও গুলিয়া দিলেন।

গুরু,—পুত্র! পুরুষকারের দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডগুলিকে সমাধা কর। প্রেমকাণ্ডের দ্বারায় অগুস্থ য অর্থাৎ ত্যাগকাণ্ডকে সমাধা কর। এই তিন কাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নাই। যদি স্মৃতির বা সংহিতার অভাব হয় তাহা হইলে স্মৃতি বা সংহিতা কর, অর্থাৎ সামাজিক ধর্ম্মের অভাব থাকে, নূতন সামাজিক ধর্ম্ম কর, অর্থাৎ এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং, এক পুত্রে বিষয় ভোগ, এক ধর্ম্ম প্রচারক অর্থাৎ এক অবতার কর,—অর্থাৎ সকলে সব রকমে মিলিয়া এক জাতি হইয়া সকলকার মূর্ত্তি এক রকম কর। ভারত-বর্ষে জ্ঞানকাণ্ডের অভাব নাই, অর্থাৎ এত পুস্তক আছে যাহা অন্য জগতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ! প্রেমকাণ্ডটি—ক্রিয়াকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের বাহির হয় এবং ইহার অদ্ভুত লীলা অদ্ভুত প্রেমকাণ্ডই জানে; বাস্তবিক অপরে ইহার কিছুই জানিতে পারে না; জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি ও বিচার তথায় থৈ পায় না।

ক্রিয়াকাণ্ডটী স্থূল লইয়া চলে, জ্ঞানকাণ্ডটী সূক্ষ্ম লইয়া থাকে, প্রেমকাণ্ডটী স্থূলে ও সূক্ষ্মে সমভাবে আছে, আবার কোনটীতেই নাই।

শিষ্য,—গুরুদেব! প্রেমকাণ্ডটী মেজে ঘসে তবেত হয় না।

গুরু,—না পুত্র! আপনা-আপনি হয়, যার হবার তারই হয়, অন্যের হয় না। প্রেমকাণ্ডটী কোথায় ধায় তার কোনও ঠিক নাই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি, বিচার ও নিয়ম ইহাতে কিছুই নাই। একবার মারপিট্ করিয়া কোটী কোটী লোকের প্রাণকে নষ্ট করে, একবার পিপীলিকা মারিয়া চক্ষুর জলে বুককে ভাসাইয়া মরে, একবার ক্রিয়াকাণ্ডের নৈবিদ্যের একটী কলাও ছাড়ে না, একবার সৌত্র সুত্রের নামও লয় না. একবার সূক্ষ্মকে ধরে সবকে ফাঁক দেখে, একবার স্থূলকে ধরে কাক জড়াজড়ি করে, একবার সিংহাসনে বসিয়া রাজনীতির পরাকাষ্ঠের পরিচয় দেয়, একবার বনে গিয়া বৈরাগ্যের চরম সীমায় যায়, একবার সভায় যাইয়া তর্ক বিতর্কের চুড়ান্ত করে, একবার অন্দরে যাইয়া রতি-শাস্ত্রের ষোড়শ কলাটিকে পূর্ণ করে। যত কিছু আছে, সমস্তুতেই আছে, আবার কোনটাতেই নাই। আশা ও ভরসা নাই, আবার আশা ও ভরসা পূর্ণ আছে। পুত্র! এইটী যে কি ব্যাপার, যে ব্যাপারী সেও জানে কিনা সন্দেহ!

হর-গৌরী, রাম-সীতা ও রাধা-কৃষ্ণ ইহাঁরাই প্রেমকাণ্ডের প্রকৃত নায়ক ও নায়িকা হন। আর দুই একটী আছে, কিন্তু তাহারা নিম্ন দরজার হয়, যথা—কপিল, দত্তাত্রেয়, আত্রেয়ী, দুর্ব্বাসা, শুকদেব। লক্ষ্মণ, ভীম ও অর্জ্জুন বড় কম নয়!

পুত্র! প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্রকে দেখ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে কাহারও নিকট পরাজিত হন নাই, ফলত সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। বালী বধ অন্যে করিলে তাহার চরিত্রের

উপর কত লোক কত রকম দোষারোপ করিত, কিন্তু অদ্যাবধি কোন বিজ্ঞ লোক প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্রকে বালী বধের দরুণ দোষারোপ করে না, কারণ তিনি বালীর স্ত্রী তারাকে ও বালীর পুত্র অঙ্গদকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। জগতে মানব কত গুণ সঞ্চয় করিতে পারে ইহা কেহই বলিতে পারে না, যদি পারিত তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র দুস্তর বালীবধ-কলঙ্ক-সমুদ্র হইতে অনায়াসে সমস্ত জনকে নিজে ভেলা হইয়া পার করিতে পারিতেন না। পুত্র! অন্যে দোষারোপ করিলে গ্রাহ্য নয়, কারণ শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক কোন লোক শ্রীরামচন্দ্রকে বালীবধের দরুণ দোষারোপ করে নাই। সমসাময়িক লোকসমূহ না করিতে পারে, কারণ উহারা বোধ হয় বালীবধে শান্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু পুত্র! যখন বালীর স্ত্রী তারা ও বালীর পুত্র অঙ্গদ দোষারোপ করে নাই, তখন শ্রীরামচন্দ্রকে বালীবধের দরুণ অন্য কেহই দোষারোপ করিতে পারে না।

তারার প্রশ্ন ও শ্রীরামচন্দ্রের উত্তর এত উচ্চ, যাহা পাঠ করিলে জ্ঞানোদয় হইয়া স্বশরীরে স্বর্গে যায়, অতএব এই প্রবন্ধটিকে পাঠ করা সকলের উচিৎ হয়।

শ্রীরামচন্দ্রকে সুগ্রীবের সহিত আলাপের সময় নিজ বলের পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল এবং ইহাতে শ্রীরামচন্দ্র একটী ঢিলে দুইটী পাখীকে মারিয়া ছিলেন,—প্রথমটী নিজের বলকে দেখাইয়া সুগ্রীবের উপর প্রভুত্ব স্থাপন. আর দ্বিতীয়টী নিজে বালীর বলকে বিশিষ্টরূপে অবগত হওয়া। শ্রীরামচন্দ্রের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ। তিনি পরীক্ষার দ্বারা ঠিক করিলেন, যদি বালীর সহিত আমার দ্বন্দযুদ্ধ হয়, হার ও জিত সংশয়, অতএব এইরূপ স্থানে ছল ধরা বিধেয়, বিশেষত বালী রাবণের বন্ধু; যদি দুই বল এক হয় তাহা হইলে আমার সীতা উদ্ধার অসম্ভব। এদিকে সুগ্রীবের নিকট

শপথ করিলেন,—আমি তোমায় কিষ্কিন্ধ্যাপতি করিব। সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যাপতি করাও যা, আর কিষ্কিন্ধ্যার সব বলকে আমার করিবও তা; কারণ শ্রীরামচন্দ্রের সীতাকে উদ্ধারের দরুণ তখন বলের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল। রাজনীতির দৌড়টা একবার পুত্র দেখ।

আরও দেখ পুত্র! শ্রীরামচন্দ্র নীতি-শাস্ত্রকে ঠিক রাখিবার কারণ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিলেন যে বালী একটা মহা অত্যাচারী এবং সে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে হরণ করিয়া সুখভোগ করিতেছে। দেখ পুত্র! এই প্রচারের দরুণ, বালীর উপর সকলের ঘৃণা জন্মিল এবং শ্রীরামচন্দ্রের ভীরুতা জনসমাজে প্রচার না হইয়া বরং বীরত্ব প্রকাশ হইল, কারণ সকলে বলিল,—অত্যাচারীকে বলে কিম্বা ছলে বধ করা বিধেয়, অতএব শ্রীরামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন তাহা অতীব প্রসংশনীয়। নীতি-শাস্ত্রের সার কি পুত্র বুঝিলে?

তারা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—আপনি আমার স্বামীকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে হত করিয়াছেন, ইহাতে আমার ক্ষতি নাই, কারণ বীরের কার্য্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা, কিন্তু আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনাকে বেশী বুঝাইতে হইবে না যে স্ত্রীলোকের ত্রিকাল উদ্ধারের গতি স্বামী হয় এবং স্ত্রীলোক স্বামীবিহীনা হইলে গতিবিহীনা হয়; অতএব যে বাণেতে বালীকে বধ করিয়াছেন, আমাকেও সেই বাণেতে বধ করুন।

শ্রীরাম উত্তর দিলেন,—তারে! কেন বৃথা আমায় দোষারোপ করিতেছ? যিনি মারিবার তিনিই মারিয়াছেন। আমি কিছুই নয় এবং কেহ কাহাকেও মারে না। স্ত্রীলোককে বধ করা বীরের কার্য্য নয়।

তারা,—শ্রীরামচন্দ্র! আপনি বলিলেন "কেহ কাহাকেও মারে না," তবে কেন স্ত্রীলোককে বধ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন?

শ্রীরামচন্দ্র,—তারে! আমি মারিতে কুণ্ঠিত নহি, কিন্তু আমি বলিয়াছি যে আমি কিছুই নয়, যিনি মারিবার তিনিই মারিয়াছেন। যিনি আমার ঘটে আসিয়া বালীকে বধ করিয়াছেন, আবার তিনি যদি তোমাকে বধ করিতে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন তিনি অনায়াসে করিতে পারেন।

তারা,—শ্রীরামচন্দ্র! তবেতো স্ত্রীলোককে বধ করিতে আপনার কোন দোষ নাই, যখন তিনি মারিতেছেন। যিনি আপনার ঘটে আসিয়া আমার প্রভুকে বধ করিয়াছেন, আবার তিনি আপনার ঘটে আসিয়া আমাকে বধ করুন, তবে কেন আপনি আমাকে বধ করিতে দেরি করিতেছেন, কারণ আমার প্রভু প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তথায় আমার যাওয়াটিকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি অনেক দূর গেলেন, আর অবলাকে কষ্ট দিবেন না, শীঘ্র পাঠান, আর দেরি সহ্য হয় না।

শ্রীরামচন্দ্র,—তারে! আমায় বৃথা বলিতেছ, যিনি বধ করিয়াছেন আবার তিনিই বলিতেছেন "বধ করিও না"। তারে! সমস্তই তাঁর খেলা, তিনি বলিলেই বধ করিতে পারি। বালীর সময় তিনি বলিয়াছিলেন এবং তিনিই বধ করিয়াছেন; তোমার সময় তিনি বধ করিতে নিষেধ করিতেছেন এবং তিনি বধ করিতেছেন না। তারে! তুমি বুদ্ধিমতী, কেন বৃথা প্রলাপের মত বকিতেছ? জন্ম ও মৃত্যু জীবের খেলা হয়, খেলা শেষ হইলে আর জীব বর্ত্তমানে খেলা করে না। বালীর খেলা শেষ হইয়াছিল, ইহার কারণ তাহার খেলা বন্ধ হইয়া গেল। তারে! কে কার? তুমি কার? কারে বল আপন?

তোমাদের ভিতর দেবরের সহিত বিধবা-বিবাহের প্রচলন আছে। তুমি দেবরকে বিবাহ করিয়া এবং রাণী হইয়া কিছুকাল সুখ-

৪০

ভোগ কর, আর তোমার পুত্র অঙ্গদ যুবরাজ হইবে, সুগ্রীবের পুত্র হইবে না। তারে! বীরপত্নীর প্রধান কার্য্য—প্রথমে স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করা; তোমাদের রাজ-প্রথানুসারে তোমার স্বামীর শবকে দাহ কর, বিলম্ব করিও না। সুগ্রীব! তারাকে সান্ত্বনা কর এবং তুমি রাজ-প্রথানুসারে শীঘ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শেষ কার্য্যটিকে সমাধা কর। গুপ্তনীতির রহস্যটি কি পুত্র দেখিলে?

শ্রীরামচন্দ্র যখন চিত্রকুটে বাস করেন তখন ভরত, বশিষ্ঠ, রাণী ও অন্যান্য রাজপুরবাসিনীরা শ্রীরামচন্দ্রকে পুনরায় দেশে আনিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে যুক্তির দ্বারা দেশে ফিরাইতে পারিলেন না। শ্রীরামচন্দ্র পিতাকে মাতার ও আচার্য্যের অপেক্ষা বড় করিলেন, কারণ জন্মদাতা পিতা সাক্ষাৎ দেবতা হন।

জাবালি অতি সূক্ষ্ম মতে শ্রীরামচন্দ্রকে জড়সড় করিতে চায়, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র জড়সড় হইবার পাত্র নন্, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যবহারকাণ্ড আনিয়া জাবালিকে নাস্তিক সাব্যস্ত করিয়া তাহার সহিত আর কথোপকথন করিলেন না। বশিষ্ঠ—জাবালি অপেক্ষা অনেক উচ্চ হয়, কারণ বশিষ্ঠ ঝট মীমাংসা করিয়া দিল। শ্রীরাম-চন্দ্রকে বলিল,—দেখ শ্রীরামচন্দ্র! জাবালি নাস্তিক নন্, উনি ষোল আনা আস্তিক। তোমার পেটে কি রকম মাল আছে, তাই বোঝা দিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—চন্দ্র হইতে যদি শোভা বিচলিত হয়, হিমালয় যদি শৈত্য গুণ পরিত্যাগ করে, সাগর যদি বেলাভূমি অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অন্যথা করিতে পারিব না। যখন সকলে জানিল শ্রীরামচন্দ্র অসময়ে দেশে ফিরিবেন না, তখন ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা-

খানিকে শিরোপরি ধারন করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। সমাজ-নীতির হেঁপাটা পুত্র দেখিলে?

শ্রীরামচন্দ্র প্রেমময় ছিলেন, তাঁহার পাযের বুড়া অঙ্গুলির মুড়ি হইতে মাথার চুলের ডগা পর্য্যন্ত প্রেম মাখা ছিল। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে যত বড় হউক না কেন, শ্রীরামচন্দ্রের মুখশ্রীকে দেখিলেই মুগ্ধ হইয়া যাইয়া শ্রীরামচন্দ্রে ঢুকিত এবং ঢুকিলেই শ্রীরামচন্দ্র হইত, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র যাহা বলিতেন তাহাই গ্রাহ্য হইত। প্রেমের যে কি আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা প্রেমিক ব্যতীত অন্যে জানে না।

পুত্র.—গুরুদেব! বশিষ্ঠ কি শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন হন?

গুরু,—পুত্র! বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা ক্রিয়া ও জ্ঞানকাণ্ডে উচ্চ হন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র প্রেমকাণ্ডে বশিষ্ঠ অপেক্ষা উচ্চ হন, যদিও শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠের নিকট হইতে গুপ্তনীতিটিকে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রেমিক হইবার কারণ এত বেশী প্রবেশী ও দূরদর্শী হইযাছিলেন যে সকলে প্রেমিক শ্রীরামচন্দ্রের নিকট মাথাকে হেঁট করিযা বিনা সন্দেহে ও তর্কে শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণাবতার বলিত, যদিও শ্রীবামচন্দ্র ক্ষত্রিয বৃত্তিধাবী হন। শ্রীরামচন্দ্র চৌকোষ ছিলেন; সকলকার বিদ্যা, বুদ্ধি, যুক্তি ও বল শ্রীরামচন্দ্রের মাটামের—প্রেমের নিকট এঁকা ও বেঁকা রহিত হইয়া চোস্ত হইয়া যাইত।

পুত্র! শ্রীরামচন্দ্রের মানসিক তেজ ও চরিত্র দেখ। শ্রীরাম-চন্দ্র পম্পানদার তীরে যখন শরতের পূর্ণিমার শশীকে ও সপ্ত ছদকে ও কুমদিনীকে দেখিলেন, যখন দিবাভাগে স্থলচরের ও জলচরের কেঁকা রবটিকে শুনিলেন, যখন কোকিলের কুহু কুহু রব কর্ণবিবরে প্রতিধ্বনি হইতেছে জানিলেন, যখন মৃগের নয়নবান

অবিরত ঘূরিত হইতেছে নয়নগোচর করিলেন, যখন মন্দ মন্দ গন্ধবহ ত্বকে মন্দ মন্দ রূপে আঘাত করিতেছে টের পাইলেন এবং যখন চারিদিকে বন-গন্ধী নায়ক অন্বেষনে ছুটিতেছে ও তাহার মধুভাণ্ডারে নায়ক গ্রেপ্তার হইতেছে তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদাটীকে হারাইয়া লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন,—ভাইরে লক্ষ্মণ! আর সীতার বিরহ-যন্ত্রনা সহ্য হয় না। নায়ক নায়িকা সকলে আনন্দ ভোগ করিতেছে, আমি এমনই কাপুরুষ যে নায়িকা থাকিতেও সমস্ত অন্ধকার দেখিতেছি। আমার সীতা কোথা বল, শীঘ্র বল, শীঘ্র বল, আর সহ্য হয় না, আর সহ্য হয় না (নিস্তব্ধ)।

লক্ষ্মণ বিবিমতে শ্রীরামচন্দ্রকে বুঝাইতে লাগিল এবং তৎপরে সে শ্রীরামচন্দ্রকে বলিল,—বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা পুরুষের উচিৎ। উৎসাহ গুণের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয়। নিরুৎসাহ হইলে কার্য্য নষ্ট হয়।

অমনি শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন,—দেখত লক্ষ্মণ! ঐ পাহাড় হইতে কে উঁকি মারিতেছে? তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ তদ্দিকে ধাইল, আর শ্রীরামচন্দ্র স্ত্রৈন ভাবটিকে ছাড়িয়া পুরুষত্ব ভাবটিকে গ্রহণ করিলেন।

আরও দেখ পুত্র! শ্রীরামচন্দ্র যখন দুর্মুখের নিকট সীতাদেবীর কুৎসাগুলিকে শুনিলেন, অমনি দশমাস গর্ভবতী সীতাদেবীকে বনবাস দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন দুর্ব্বাসাকে সম্মুখে দেখিলেন, অমনি প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলেন। শূদ্র অর্থাৎ মূর্খ পরাধীন যখন যোগাভ্যাস করিতেছে শুনিলেন, অমনি স্বহস্তে উহার মুণ্ডকে দ্বিখণ্ড করিলেন। চণ্ডাল যখন দরখাস্ত করিল "ব্রাহ্মণ আমাকে অকারণ বেত্রাঘাত করিয়াছে" শ্রীরামচন্দ্র অমনি ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল করিলেন। পুত্র! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের পদধুলি লইতে চেষ্টা কর।

শিষ্য,—গুরুদেব! যখন শ্রীরামচন্দ্র নাই, পা থাকে কি করে?

গুরু,—পুত্র! শ্রীরামচন্দ্র নাই ইহা সত্য। স্ত্রীলোকেরা বলে থাকে "অমুকের বালাই যেন আমি পাই," কোন সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মরিবার পর পঞ্চভূতে মিশিল, তার বালাই পায় কি করে? তা নয়, পুত্র! ইহজগতে সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক যে রকম ব্যবহার করিয়া দেহপাত করিয়াছে, আমিও সেই রকম ব্যবহার করিয়া দেহপাত করি; তেমনি পুত্র! শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলি লওয়া আর কিছুই নয়, শ্রীরামচন্দ্র যে প্রকার লীলা করিয়া অন্তে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তুমিও সাধ্যমতে পুরুষকারের দ্বারা সেই পথের পথিক হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে নকল কর। শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্য জগতে রহিয়াছে, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের জীবনচরিত রহিয়াছে, তুমি উহা পাঠ করিয়া জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা বিষয়গুলিকে তন্ন তন্ন করিয়া নিজে যত গ্রহণ করিবার অধিকারী হও, তৎপরিমাণে গ্রহণ করিয়া জগতে বিচরণ কর, তাহা হইলে পুত্র! তোমার শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলিকে লওয়া হইল।

শিষ্য,—গুরুদেব! পদধূলি লইতে লইতে অর্থাৎ অনুশীলন করিতে করিতে অর্থাৎ চরিত্র পাঠ বা কার্য্য করিতে করিতে আমি আসল হইতে পারিত?

গুরু,—না, পুত্র। নকল নকলই থাকে, কখনও আসল হইতে পারে না। কোন চিত্রকর এত উৎকৃষ্ট নকল করিয়া গিয়াছে যে হঠাৎ দেখিলে আসল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা বলিয়া চিত্রকর কি আসল করিতে পারিয়াছে? প্রকৃত নকল করাও একটী মহা গুণ হয়, যাহা কোটী কোটী লোকের ভিতর হইতে একটীকে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যত বড় লোক দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছে নকলের বিদ্যা যদি না থাকিত, তাহা হইলে আজ অনেক বড় লোক লোপ হইয়া যাইত। পুত্র!

প্রকৃত নকলওয়ালার পদধূলি লইতে মনে সন্দেহ করিও না। আদত চিরকালই আদত আছে, যাহা "চিন্তা-রহস্য"তে ও "প্রেম-রহস্য"তে অনেক বলা হইয়াছে। লোকে দেখিয়া, শুনিয়া, পড়িয়া বা সংসর্গে থাকিয়া ক্রিয়াবান বা জ্ঞানী হইতে পারে, কিন্তু ইহার আবার মিছিদানা হওয়া দুর্লভ হয়, কিন্তু প্রেমিক কিছুতেই হইতে পারে না। প্রেম যাহার হয় তাহারই হয়, অর্থাৎ আপনা-আপনি হয় এবং ইহার নিকট জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তি থৈ পায় না। প্রেমিকেরা যত প্রবেশী ও সূক্ষ্মদর্শী হয়, মেজে-ঘসাওয়ালারা তত হয় না। তুমি কি বিভীষণকে মূর্খ বল?

শিষ্য,—না।

গুরু,—তবে বলি শুন:—

শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরে বিভীষণ প্রত্যহ শ্রীরামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভাব দেখিত এবং উভয়ের ভিতর অভেদ ভ্রাতৃভাব থাকাতে কি উপকার হইয়াছিল তাহাও বিভীষণ জানিত এবং ইহাতে কি শান্তি আছে, তাহাও বিভীষণ বিলক্ষণ জানিত; তবে কেন বিভীষণ দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের পদ প্রহারকে অপমান বিবেচনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পদসেবা করিল? যে রাক্ষসকুল ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরণ করিয়া জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, সেই রাক্ষসকুল এক বিভীষণের জন্য জগতে নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হইল। বিভীষণ যদিও রাজা হইল, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরাধীনতা স্বীকার করিতে হইল, ফলত রাক্ষসকুলের আর সে তেজ রহিল না। রাক্ষসদিগের ভিতর যাহারা তেজীয়ান ছিল, তাহারা সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিল। দেখ পুত্র! জ্ঞানীর জ্ঞান কোথায়!

পুত্র! তুমি আবার শ্রীরামচন্দ্রের গুণ দেখ। রাজা দশরথ অকারণে কৈকেয়ীর বশতাপন্ন হইয়া (শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইবেন বলিয়া

রাজ্যাভিষেক সমস্ত প্রস্তুত) সেই শ্রীরামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে দিলেন। সমস্ত প্রজাবর্গেরা বিনা অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্রের দলে হইল, এমন কি লক্ষ্মণ পিতাকে দোষারোপ করিয়া রাজ্যচ্যুত করিতে মানস করিল। শ্রীরামচন্দ্র মনে করিলে বিনা যুদ্ধে পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজা হইতে পারিতেন, কিন্তু পুত্র! শ্রীরামচন্দ্রের উদারতা দেখ, তিনি অনায়াসে মহানন্দের সহিত পিতার আজ্ঞা পালন করিলেন। পুত্র! এই সূক্ষ্ম জ্ঞান মেজে ঘসে হয় না, যাহার হইবার তাহারই হয়, অন্যের হয় না।

প্রেমিক ব্যতীত প্রবেশী ও সূক্ষ্মদর্শী হয় না। যেখানে যেটার প্রয়োজন সেখানে সেটাকে লাগান দেবদুর্ল্লভ হয়, খালি প্রেমিকের নিকট অতি সুলভ হয়। "চিন্তা-রহস্য", "প্রেম-রহস্য" ও "কথোপকথন-রহস্য" এই রকম জানিবে, অথবা শুঁড়ির দোকানের গল্প পূর্ব্বে যাহা আমি বলিয়াছি, সেই রকম জানিবে। মাতাল মাতালকে ঝোলায় তুলিয়া দিয়া শুঁড়িকে বলিল,—ফিকে দিও না, কড়া দাও। কার্য্য না থাকিলে যেমন বুড়া মাকে গঙ্গাযাত্রা করা হয়, "চিন্তা-রহস্য", "প্রেম-রহস্য" ও "কথোপকথন-রহস্য"কে সেই রকম বুঝিবে অর্থাৎ পাগলামী ব্যতীত আর কিছুই নয় জানিবে।

শিষ্য,—জ্ঞানকাণ্ডটা কি?

গুরু,—জ্ঞানকাণ্ডটা খালি সূক্ষ্মকে লইয়া থাকে। জ্ঞানী স্থূলকে অনিত্য বলিয়া সূক্ষ্ম স্থূলকে সেবা করে। স্থূলকে ও সূক্ষ্ম স্থূলকে সেবা করিতে করিতে সূক্ষ্মে যায় এবং সূক্ষ্মে যাইয়া নিজে সূক্ষ্ম হয়, কিন্তু প্রেমকে ধরিতে না পারিয়া উচ্চ দরজার পাগল হইয়া জগতে বিচরন করে, বাস্তবিক এই প্রকারের পাগলরাই প্রেমিক দিগের শিষ্য হয়। প্রেমিকেরা উপাস্য দেবতা হন, পাগলেরা উপাসক হয়, যথা—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, বাল্মীকি, ব্যাস ও

শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি ইহারা প্রকৃত জ্ঞানী এবং ইহারা আশা ভরসা দিয়া স্বর্গে পাঠায়, আবার অপর ধারে নৈরাশ্যতে হাতকে ও পাকে ছড়াইয়া বলে এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, সমস্তই তিনি।

শিষ্য,—ক্রিয়াকাণ্ড কি?

গুরু,—ক্রিয়াকাণ্ড স্থূলকে লইয়া থাকে। ক্রিয়াবান ব্যক্তিরা স্থূলকে সেবা করিয়া স্বর্গে যায়। স্থূলগুলি স্মৃতি, সংহিতা, শাস্ত্র বিহিত কার্য্য হয়, অতএব সামাজিক লোকের পক্ষে স্থূলকে সেবা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

স্থূলকে সেবা না করিলে জাতি হয় না, জাতি না হইলে সমাজ হয় না, সমাজ না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে চক্ষু ফুটে না, চক্ষু না ফুটিলে দেখিতে পায় না, দেখিতে না পাইলে জ্ঞানী হয় না, জ্ঞানী না হইলে সূক্ষ্মটি আসে না, সূক্ষ্মটি না আসিলে প্রেমিক হয় না, প্রেমিক না হইলে সদানন্দ হয় না, সদানন্দ না হইলে সূক্ষ্মটি ও স্থূলটী ত্যাগ হয় না, সূক্ষ্মটী ও স্থূলটী ত্যাগ না হইলে সদানন্দ হয় না, সদানন্দ না হইলে প্রেমিক হয় না, প্রেমিক না হইলে সূক্ষ্মদর্শী হয় না, সূক্ষ্মদর্শী না হইলে জ্ঞানী হয় না, জ্ঞানী না হইলে চক্ষু ফুটে না, চক্ষু না ফুটিলে দেখিতে পায় না, দেখিতে না পাইলে একতাটির অভাব হয়, একতাটির অভাব হইলে সমাজের অভাব হয়, সমাজের অভাব হইলে জাতির অভাব হয়, জাতির অভাব হইলে স্মৃতির অভাব হয়, স্মৃতির অভাব ঘটিলে ব্যবহারের অভাব হয়, ব্যবহারের অভাব হইলে ক্রিয়াকাণ্ডের অভাব হয়, ক্রিয়াকাণ্ডের অভাব হইলে সামাজিক ধর্ম্মের অভাব হয়, ধর্ম্মের অভাব হইলে জ্ঞানের অভাব হয়, জ্ঞানের অভাব হইলে প্রেমিকের অভাব হয়। পুত্র! দেখিলে ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই।

গোলাকার পৃথিবীর এক স্থান হইতে ছাড়িয়া ক্রমান্বয়ে ঘুরিলে যেমন পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি স্থূল হইতে ক্রমান্বয়ে উঠিলে সূক্ষ্মকে পার হইয়া পুনরায় স্থূলে আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা এটা ওটা। কিন্তু পুত্র! যদি চলা ফেরা বন্ধ করিয়া গোলাকার পৃথিবীকে দেখা হয়, অর্থাৎ দেখিবার কিছুই নাই, যেইখানে আছি সেইখানেই সব আছে, অন্যত্র নূতন কিছুই নাই, তাহা হইলে পুত্র! হস্তের আমলকীতে সমস্ত গোলাকার পৃথিবীকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমিকেরা সমস্তকে, মায় এককে পর্য্যন্ত, এক প্রেম পদার্থতে দেখে, কারণ প্রেম পদার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই নাই। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাই, তাই, তাই। নিজেও তাই, তাই, তাই। ঘুরে ফিরে মোতে, তোতে, তাই, তাই, তাই। একোণ, ওকোণ, চতুষ্কোণ, অনন্ত-কোণ, গোলাকার বলি শুন, অখণ্ড, খণ্ডাকার, সাকার, নিরাকার, অবধারণ না কর মন।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রাবণ, পরশুরাম, দুর্য্যোধন,—ইহারা ক্রিয়াকাণ্ডের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, কিন্তু ইহারা পুরুষকারকে এত বড় করিয়াছে যে অন্তে জ্ঞানান্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করিয়াছে; ইহাদের অহঙ্কার এত বেশী যে পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীকে তৃণ জ্ঞান করিয়াছে; যদিও যৌবনে সাজিয়া ছিল, কিন্তু জ্ঞানান্ধ হেতু বৃদ্ধ কালে অন্যকে তৃণ জ্ঞান করিতে গিয়া নিজেরা তৃণ হইয়াছিল। পুত্র! যদি উহারা জ্ঞানী হইত তাহা হইলে বৃদ্ধের ও যুবার বলকে সমান করিত না। বৃদ্ধে বৃদ্ধে, যুবায় যুবায় শোভা পায়; বৃদ্ধে যৌবনে, যৌবনে বৃদ্ধে শোভা পায় না। কর্ম্মিষ্ঠের উচিৎ হয়, দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পূর্ব্বে দ্বন্দ্বীর বল পরীক্ষা করা; যদি সন্দেহ উপস্থিত হয়, সন্ধি বিধেয়; তাহা না হইলে বহুদিনের কষ্টের উপার্জ্জিত ধন আত্মহত্যার মত ইহজগতে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

শিষ্য,—গুরুদেব! আপনি একবার সূক্ষ্মকে বড় করিতেছেন, একবার স্থূলকে বড় করিতেছেন, আবার দুইটাকে ওলট পালট করিয়া সূক্ষ্মকে ও স্থূলকে প্রেমেতে নির্ম্মূল করিতেছেন। আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু যখন ভাষাওয়ালারা বা জ্ঞানীরা বা বৈজ্ঞানিকেরা পড়িবে, তখন তাহারা ইহাকে পাগলামী ব্যতীত আর কিছুই নয় বলিবে।

গুরু,—পুত্র! ভাষাওয়ালার বা জ্ঞানীর বা বৈজ্ঞানিকের জন্য ইহা হয় নাই। পাগলের দরুণ হইয়াছে।

শিষ্য,—আমাদের দেশে মূর্খ কেহই নাই, সকলেই ভাষাওয়ালা বা জ্ঞানী বা বৈজ্ঞানিক হয়। তবে গুরুদেব! আপনার রহস্যকে কেহই পড়িবে না।

গুরু,—যখন কাল অনন্ত পড়িয়া রহিয়াছে এবং বিপুলা পৃথিবী রহিয়াছে, তখন পুত্র! কোন না কোন পাগল কোন সময়ে পড়িবে।

শিষ্য,—গুরুদেব! আপনার গোলোকধাঁধাতে আমি ঢুকিতে পারিলাম না। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সহজ পথটিকে দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আনন্দ হয়, আর তাহা না হইলে আমি যে পাততাড়ীকে বগলে করিয়া গোড়ায় আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, এখনও তাই রহিলাম।

গুরু,—আমি বরাবর বলিতেছি, গোড়াতে তা—মধ্যতে তা, ডগাতে অর্থাৎ শেষেতেও তা, খালি বেশীর ভাগ দেশ, কাল ও পাত্র অর্থাৎ ডাল-পালা।

শিষ্য,—আপনি আরও সিদে করিয়া বলুন, যাহাতে আমি বুঝিতে পারি।

গুরু,—পুত্র! তুমি এককে স্থূলের সহিত মিশাইও না, খালি বিশ্বাসের উপর জান, যে সমস্ত এক হয়। শ্রীফলটী যেমন খোলা, শাঁস ও বীজগুলিকে লইয়া এক হয়, পাথর ও উহার উপর ক্ষোদিত

মূর্ত্তি এবং পাথর ও উহার উপর ক্ষোদিত পদ্ম যেমন এক হয়, অর্থাৎ অভেদ হয়, সেই রকম একও বহু হয়। আবার দুগ্ধ হইতে দধি যেমন হয়, কিন্তু দধি আর দুগ্ধতে ঠিক মিশে না, এই বাহ্য-জগতকে সেই রকম জানিবে, অর্থাৎ সূক্ষ্মে এক হয়, কিন্তু বাস্তবিক স্থূলে বহু হয়। সমস্ত বিষয়ের উপর প্রেমিকদের জ্ঞান অভেদ হয়, কিন্তু উহাদের জ্ঞান বাহ্যজগতের সমস্ততে প্রভেদ হয়, কারণ দুই সমান হয় অর্থাৎ করাও যা, না করাও তা। তবে কেন না পুরুষকারকে ধরিয়া কার্য্য করি, যখন দেহের স্বভাব কার্য্য করাই হয়? ফলত যার যা স্বভাব, তার তা করাই বিধেয়। চক্ষুর স্বভাব দেখা, ইহার কারণ চক্ষু থাকিলে দেখিতে বাধ্য, যদি অন্যমনস্ক হইয়া দেখিতে না পায়, কিন্তু ছায়া পড়াটি বন্ধ হয় না, যদি চক্ষুর মণিটি ঠিক থাকে। সূক্ষ্ম ও স্থূল হইতে প্রেমকে ধারণা করা অতি দুরূহ; ইহার কারণ গোড়া অর্থাৎ জন্ম হইতে এক রকমের চর্চ্চা করা বিধেয়। পৃথিবার সমস্ত স্বাধীন প্রদেশের লোকেরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক রকম নিয়ম প্রতিপালন করে, ইহার কারণ স্বাধীন লোকেরা কোন এক দিন প্রেমিক হইতে পারে।

"এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক ধর্ম্ম, এক পুত্রে বিষয় ভোগ, এক অবতার"—স্বাধীন দেশের লোকেরা জন্ম হইতে অভ্যাস করে এবং অভ্যাস করিতে করিতে অবস্থাটি স্বাভাবিক হইয়া যাওয়াতে আর বিচারের প্রয়োজন থাকে না। মতির সহিত পোষাকের, খাদ্যের, রংয়ের এবং ধর্ম্মের এত নিকট সম্বন্ধ হয় যাহা বলিয়া ফুরান যায় না। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন স্বভাবসিদ্ধ, পোষাকের, খাদ্যের, রংয়ের ও ধর্ম্মের স্বাভাবিক শক্তি মতির সহিত ঠিক তেমন হয়। মতি ঠিক থাকিলে সবই ঠিক হয়, দশহাত কাপড়ের ন্যাংটারা বলে থাকে "যেমন মতি, তেমন গতি"।

পুত্র! মতিটিকে ঠিক করিতে হইলে একলা হয় না, যাহা আমি "চিন্তা-রহস্য"তে বিশদরূপে বলিয়াছি। ভারতবাসীরা গোড়াতে অর্থাৎ জন্মতে ভ্যাস্তা চিরকাল আছে, ইহার কারণ জগতের কোন কার্য্যতে ভারতবাসীদিগের ভিতর ভাস্তা নাই, খালিই সস্তা, সস্তা, সস্তা, অর্থাৎ দো কড়িমে সব্‌কুচ্‌ উলটা হোকে যাতা। যত বড় জ্ঞানী, গুণী, ধনী ও মানী হউক না কেন, দুই দিন আমড়া গেছে করিলে, আর যদি নিজের স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই! যাহা কিছু করিতে বল, তাহাতেই রাজী, খালি বলিবে,—"দেখ, তোমার জন্য আমি কত করিতেছি।"

এই প্রকারের সমস্ত লোক ভারতবর্ষের রত্ন বা নায়ক বলিয়া কথিত। নিজের নামটা কিসে হয়, নিজের আয়টা কিসে হয়, নিজের মানটা কিসে হয়--এই প্রকার বজ্জাতিটিকে নিয়ে উহারা অস্থির থাকে, ইহার কারণ উহারা কেহই সুস্থির নয়। যদি উহাদের উপরকার চামড়ার ঢাকাটিকে খুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বে শ্বেত পুরুষেরা যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছে, তাহার এক বিন্দু বিসর্গ অঠিক নয়; তবে যাহা কিছু ভাল উপরে দেখা যায়, সেটা কেবল আইন বাঁচাইয়া চলা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ভারতবর্ষে বেশী লোক খারাপ লোকের সহায়, কারণ খারাপ লোকের সংখ্যা বেশী এবং ইহার কারণ ইংরাজ বাহাদুরের আইন উহাদিগের উপর কিছু করিতে পারে না, কারণ সাক্ষীর ও নিজের বক্তৃতা হুজুরের কাছে প্রমাণ করিল "সাধু"। দেখ পুত্র! খারাপ ব্যক্তি সাধু হইল; আবার সাধুর সাক্ষী ও বক্তৃতা বিহনে হুজুরের কাছে সাধুটি অসাধু বনিল এবং যে আইনবাজ এ প্রকার কার্য্য করিল সে আনন্দে বৃহস্পতি হইল।

ভারতবর্ষে হোমরা-চোমরা কত লোক আছে; কিন্তু পুত্র! তুমি কোন দিন শুনিয়াছ যে কেহ বলিয়াছে,—"এক পোষাক কর, এক খাদ্য কর, এক রং কর, এক ধর্ম্ম কর, এক পুত্রে বিষয় ভোগ যাহাতে হয় তাহা কর?" সামাজিক উন্নতির কথা কেহই বলিবে না, কারণ হোমরা-চোমরারা রাজনীতিজ্ঞ; উহারা কাহাকেও চটাইতে চায় না, নিজের মন্তব্যটি কিসে সিদ্ধ হয়, ইহার চেষ্টা খালি, ইহার কারণ উহারা রাজনীতি লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, কারণ ইহাতে কাহারও গাত্রে আঘাত্ লাগে না। যদি কেহ দেশের রাজার কুৎসা করিল সকলে বাহবা দিল, আর যদি নিমক্-হারাম না হইয়া গুণ গাহিল, সকলে বলিল,—"এটা কি খয়ের খাঁ, রাজা হবে বুঝি!" ফলত কেহই তাকে ভাল বলিল না।

পুত্র! তুমি রাজনীতিটাকে ও গুপ্তনীতিটাকে মাথা হইতে একবারে ফেলিয়া দাও এবং উহার বদলে তুমি চরিত্র-নীতির ও সমাজ-নীতির কিসে উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা কর, কিন্তু অনেক হোমরা-চোমরা তোমার উপর দাঁত খিঁচাইবে, তুমি ভয় পাইও না। এমন কি সকলে চেষ্টা করিয়া যদি তোমায় বিপদে ফেলে, সেটিকেও আশীর্ব্বাদ মনে করিও, তথাপি নিজের মত্ ছাড়িও না।

কোন প্রভু শিষ্যকে নিজের মত্টাকে প্রচার করিতে অন্যত্র পাঠায়; তথায় গিয়া প্রভুর মত্ প্রচার করিলে পর, গ্রামবাসীরা গাধার উপর চড়াইয়া ও জুতার মালা গলায় দিয়া শিষ্যটিকে গ্রাম হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেয়। শিষ্য প্রভুর নিকট আসিয়া বলিল,—গুরুদেব! আপনি আর আমায় কোথাও পাঠাইবেন না, কারণ যেখানে পাঠাইয়াছিলেন, সেইখানকার লোকেরা আমায় বড় বেহাল করিয়াছে।

গুরু শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

গ্রামবাসীরা যে আমার মন্তব্য শুনিয়াছে ইহাই যথেষ্ট, কারণ যদি উহারা না শুনিত তাহা হইলে তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিত না; যাহা হউক, ক্রমান্বয়ে করিতে করিতে ঠিক হইয়া আসিবে। কালক্রমে মত্‌টি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া পড়িল।

জনসমাজে চরিত্র-নীতির ও সমাজ-নীতির অর্থাৎ "এক পোষাকের, এক খাদ্যের, এক রংয়ের, এক ধর্ম্মের ও এক পুত্রে বিষয় ভোগের" অভাব থাকিলে অন্য সমস্ত নীতিতে অধিকার হয় না এবং অন্য নীতির অধিকারী না হইলে জ্ঞানী হয় না, ফলত জ্ঞানী না হইলে প্রেমিক হয় না। প্রেমিকেরা চৌকস হয়, অর্থাৎ প্রেমিকের নিকট নী ও দা অর্থাৎ লওয়াটি বা দেওয়াটি কিছুই থাকে না, আবার সমস্তই থাকে। ঐহিক ঠিক না হইলে পারত্রিক ঠিক হয় না, কারণ ঐহিকের ফল পারত্রিক ভোগ করে; ফলত ঐহিকে অর্থাৎ বর্ত্তমানে কেহ বিষবৃক্ষ রোপন করিলে পারত্রিকে অর্থাৎ ভবিষ্যতে বিষ-ফলকে পাইল। অতীতে যে বিষ কিম্বা অমৃত বৃক্ষ রোপন করিয়াছিল, বর্ত্তমানে সে বিষ কিম্বা অমৃত ফল পাইল। "চিন্তা-রহস্য"তে ইহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আফ্রিকার ভিতর এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং ও এক ধর্ম্ম আছে; ইহার কারণ উহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক অংশে উচ্চ হয়। যদি কেহ উহাদিগকে আজকালকার মত সভ্য করিয়া দিতে পারে তাহা হইলে উহাদের উন্নতি শীঘ্র ঠিক হইয়া যায়।

শিখদিগের ও গুরখাদিগের ভিতর এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং ও এক ধর্ম্ম আছে বলিয়া উহারা বিশ্বাসঘাতক বা নিমক্‌-হারাম নয়; ইহার কারণ ইংরাজ বাহাদুরেরা শিখদিগকে ও গুরখা-দিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন। ইংরাজ বাহাদুরের দ্বারা যদি আফ্রিকা নিবাসীরা আর পঞ্চাশ বৎসর শিক্ষা পায় তাহা হইলে উহারা

আমাদের অপেক্ষা বেশী কর্ম্মিষ্ঠ হইবে। তবে এখন হইতে উহারা ইংরাজ বাহাদুরের নেভিতে ঢুকিয়াছে জানিবে। পুত্র! যদি তুমি ইংরাজ বাহাদুরের কৃপা আশা কর এবং ইংরাজ বাহাদুরের নিকট হইতে যাহা কিছু উপকার পাইয়াছ, তাহার দরুণ তুমি যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাও, তাহা হইলে রাজনীতিকে ও গুপ্তনীতিকে ছাড়িয়া দিয়া চরিত্র-নীতিকে ও সমাজ-নীতিকে গ্রহণ কর।

শিষ্য,—নীতি কাহাকে বলেন?

গুরু,—ধর্ম্ম-নীতি ও নীতি এক হয়। ধর্ম্মপুস্তকে যাহা আছে তাহাই নীতি হয়।

শিষ্য,—আপনি এক ধর্ম্ম লইতে বলিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ভিতর কোথাও এক ধর্ম্ম নাই। যাহাদের আছে, তাহারা অন্যকে লইতে ইচ্ছা করে না, তবে খালি ব্রহ্ম বলিলে এক হয়। তবে কি ব্রহ্ম ধর্ম্মকে অবলম্বন করিব?

গুরু,—পুত্র! **এক** কাহাকে বলে "চিন্তা-রহস্য"তে অনেক বলা হইয়াছে। **এক** ব্রহ্ম যে সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না, সে বিষয়েতে ঢের বলা হইয়াছে। বিষয় না হইলে গুণ হয় না, গুণ না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। মানব না হইলে সামাজিক ধর্ম্ম কোথায়? যদি সমস্তকে **এক** বল, তবে মুসলমান বলিলে চট কেন? খ্রীষ্টান বলিলে রাগ কর কেন? মসজিদে বা চার্চ্চে যাইয়া কেন না উপাসনা কর? অসতী বলিলে, গালাগালি দিলে ফৌজদারী আদালতে যাও কেন? পেটের জন্য দাসত্ব স্বীকার কর কেন? আরও দেখ পুত্র! যদি সকল মানব এক হয়, তবে বাল্মীকিকে, বেদব্যাসকে, বশিষ্ঠকে ও বিশ্বামিত্রকে উচ্চ আসন দাও কেন? গুরু ও শিষ্য কেন? সমাজ সংস্কারকের দরুণ বাৎসরিক উৎসব কেন? জগতে সকলে গুণীকে আদর করিয়া থাকে। যদি ব্রহ্মকে মানব বল এবং ব্রহ্মের কথিত

সামাজিক ধর্ম্ম বিধিকে লইয়া চল, তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই, আর তাহা না হইলে খিচুড়ির উপর আরও খিচুড়ি হয়।

বেদান্ত, উপনিষৎ ও গীতাগুলি জ্ঞানীদের বা বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে ভাল হয়, কিন্তু সাধারণের পক্ষে বিষবৎ হয়। বেদান্ত, উপনিষৎ ও গীতাগুলি যত শীঘ্র সাধারণের হাত হইতে যায় ততই মঙ্গল জানিবে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট পড়িলে কিম্বা রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের ডিক্লাইন অফ হিন্দুইজম্ কাগজ (যাহা ম্যাকডোনাল্ড সাহেব সম্প্রতি কলিকাতা মিসনারি কনফারেন্সের সম্মুখে পাঠ করিয়াছেন) পড়িলে জানিতে পার যে পঞ্চাশ বৎসরের বেদান্তের ও উপনিষদের ও গীতার ঢেউয়ে কত লোক হিন্দু সেণ্টার হইতে স্খলিত হইয়াছে। যেখানে "এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক সমাজিক ধর্ম্ম ও এক পুত্রে বিষয় ভোগ" নাই, সেইখানে সমস্ত বিষয়ের অভাব আছে, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে।

যদি সরকার বাহাদুর বা খ্রীস্টান আচার্য্যেরা ইউরেসিয়ান শব্দের অর্থটা পরিষ্কার করিয়া দেন (এসিয়া ফাদার ও ইউরোপ মাদার কিম্বা ইউরোপ ফাদার ও এসিয়া মাদার ইস্যুকে ইউরেসিয়ান বলে এবং যদ্যাপি উক্ত ইস্যুরা ইউরোপিয়ানের নাম, আচার, ব্যবহার, ও ধর্ম্ম লয়) তাহা হইলে বোধ হয়, পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ভারতের গুণী, মানী বা ধনীরা খ্রীষ্টান হইয়া যায়। কেন যে সরকার বাহাদুর করেন না, বা খ্রীষ্টান আচার্য্যেরা সরকার বাহাদুরকে দরখাস্ত করেন না, বলিতে পারি না। ঐহিক ঠিক না হইলে পারত্রিক ঠিক হয় না, যখন ঐহিকের ফল পারত্রিকে যায়।

শিষ্য,—তবে আমি কি করি, যখন সব গোলমাল হয়?

গুরু,—পুত্র! তোমার করিবার কিছুই নাই, যখন ভারতবর্ষে

কিছুই নাই। ইংরাজ বাহাদুরের উপর প্রগাঢ় ভক্তি রাখ, ইংরাজী বিদ্যা ভাল রকম করিয়া শিক্ষা কর, সংস্কৃত বুক্নিকে ভুলিয়া যাও, কাহারও সহিত মিশিও না, নিজের কার্য্যের খাতিরে বাটীর বাহিরে যাও, আর তাহা না হইলে ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া খুব পড়। "এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক ধর্ম্ম, এক পুত্রে বিষয় ভোগ" যাহাতে হয়, এই ব্রতে ব্রতী হইয়া তোমার ধন, মন, প্রাণ উহাতে সমর্পন কর। কাহার উপর অত্যাচার করিও না, কাহাকেও স্বর্গে পাঠাইও না এবং আপাতত নিজে স্বর্গে যাইবার খাতিরে হঠাৎ কোন কার্য্য করিও না। চারিটী প্রধান গুণকে অহরহ মনে জগরুক রাখ, আর ইষ্টদেবতাকে মনে রাখ, আর সুবিধা পাইলেই ইংরাজ বাহাদুরকে লম্বা সেলাম কর; নড্ করিও না, ইহাতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়। ইংরাজ বাহাদুরের সহিত একাসনে বসিবার জন্য মনে স্থান দিও না; যদি ইংরাজ বাহাদুর নিজের গুণের দরুন তোমায় সমান আসন দেন, ইংরাজ বাহাদুরের খাতির রক্ষার কারণ আসনে বসিও, কিন্তু খুব নম্র ভাবে এবং ইংরাজ বাহাদুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিবে।

যদি বেদান্ত, উপনিষৎ, হস্তামলক বা অবধূত-গীতা, শুকদেব-সংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা বা বিবেক-চিন্তামণী পড়িতে চাও, কিম্বা বৈরাগী বা সন্ন্যাসী হইতে চাও, তাহা হইলে বিবাহ না করিয়া বনে যাও; আর যদি বিবাহ করিয়া থাক, সস্ত্রীক বনে যাও এবং তথায় যাইয়া গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া প্রবেশী হইয়া বনে মহানন্দ ভোগ কর। দুই চারিটী বুক্নী শিখিয়া দেশে অবতার কিম্বা রিফরমার হইয়া আমাদিগের খিচুড়ি সামাজিক নিয়মের উপর আর খিচুড়ি পাকাইও না। আর যদি আপনা-আপনি প্রেমিক হও, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই, যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই

করা বিধেয় জানিবে। পুত্র! তুমি ভাব ভাব কদম্ব ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, এইটী কি বুঝিতে পার?

শিষ্য,—না।

গুরু,—তবে বলি শুনঃ—

কদম্বের ফুল গোল হয় এবং ইহার উপর, মধ্য ও অন্ত গোল হয়, কিন্তু ভিতরের নেবুলি বীজ গোল নয়, ঠিক ভ্রূণের মত এঁকা বেঁকা হয়। কদম্বে মধুভুক্ যত লীন, এত অন্য কোন ফুলে নয়, যদিও পদ্মে থাকিতে পারে, সেটিও এই রকম জানিবে। পুত্র! কদম্বের উপর কে থাকে বলিতে পার?

শিষ্য,—না।

গুরু,—শিখী যাহা নীলকণ্ঠ বলিয়া কথিত। শিখী বিষধরকে ভক্ষণ করে। কদম্ব ফুলের শোভাই শিখী হয়। কদম্ব ফুলের উপর শিখী না বসিলে শোভা বৃদ্ধি পায় না, যেমন হর নীলকণ্ঠ আর্য্য সংসারের উপর না থাকিলে আর্য্য বলিয়া কথিত হয় না। শিখী কদম্বের বিষ ভক্ষণ করিয়া ও কদম্বের উপর বসিয়া কদম্বকে রক্ষা করিয়া মধুভুক্‌কে আনন্দ দিতেছে। হর নীলকণ্ঠও জগতের অসভ্যতাকে নাশ করিয়া আর্য্যবাসীদিগকে সভ্য করিয়া সতত রক্ষা করিতেছেন এবং আর্য্যবাসীরা ও মধুভুকেরা মনের আনন্দে কদম্বের— বৃক্ষের ঘূর্ণীয়মান জগতের মধু পান করিয়া অন্তে স্বর্গ লাভ করিতেছে। পরে শিখী নীলকণ্ঠ অর্থাৎ আকাশ, নীচে কৃষ্ণ অর্থাৎ অন্ধকার জগৎ, ...র্দ্ধ শ্বেত বলরাম হলধারী অর্থাৎ মাটী কর্ষণকারী—কিনা জ্ঞানের ...জ্ঞানের বার্ত্তা বহনকারী। পুত্র! কদম্ব বৃক্ষের গোড়া ফাঁক ... উপর ফাঁক হয়, অর্থাৎ যুক্তির আঁক, কিন্তু মধ্যটি জমাট অর্থাৎ ...প-পালা যুক্ত ফুলের গাঁট; ফলত এই স্থানে যত কিছু আঁট অর্থাৎ ... মানে প্রত্যক্ষ জগতে যত কিছু লীলা হয়। মধুভুক হইলেই

মধ্যটি চাই, ইহার কারণ মধ্যটি না থাকিলেই জীবের অভাব লক্ষিত হয় এবং বাস্তবিক এই মধ্যই বিচারের ও আনন্দের স্থান হয়, ফলত উর্দ্ধ ও অধ দুই সমান হয়। পুত্র! ভাব ভাব কদম্বফুল ফুটে রহিয়াছে, অর্থাৎ ভাবের ভাব যে কদম্ব স্বরূপ গোল এক, ফুল সংসার ফুটে রহিয়াছে, বুঝিতে পারিলে?

শিষ্য,—আপনার "চিন্তা-রহস্য", "প্রেম-রহস্য" ও "কথোপ-কথন-রহস্য"কে কেরাণীর দপ্তর বা আস্তাবলের বানর বলে কেন?

গুরু,—মাছী মারা কেরাণীর ও পরের বালাই লওয়া লোকের দল বেশী, যদি উহাদের নিজের ঘট থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ বলিত না। যাহা হউক পুত্র! তুমি যদি ভাল করিয়া উহার মধ্যে ঢুকিতে পার, তাহা হইলে অনেক মধু পাবে; যদি অন্ধকারের দরুণ পথ না পাও আমার কাছে আসিলেই যথেষ্ট আলোক, অর্থাৎ পরিষ্কার পথ উহাতে দেখিতে পাবে, আর মহানন্দে পেট ভরে মধু পিবে; বস্তুত উহাতে খালি ভাব নাই, ভাবের ভাব দর্শন ও যুক্তি কদম্ব এক রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রকাশ পাইতেছে।

শিষ্য,—সমাজের ইষ্টদেবতা যে কে হয়, তাহা ত আপনি বলিলেন না?

গুরু,—সমাজ নাই, আমি কি করিয়া সাধারণ ইষ্টদেবতার নাম করিব? যাহার যা ইষ্ট অর্থাৎ ন অনিষ্ট, সেই তার ইষ্টদেবতা জানিবে। ঘর্, ঘর্ রাড়ী, ঘর্, ঘর্ গাড়ী, ঘড় ঘড় শব্দকারী। পুত্র! এই স্থানে আমি কি বলিব?

শিষ্য,—আপনার ইষ্টদেবতা কে?

গুরু,—পুত্র! তুমি আমাকে মহা বিপদে ফেলিলে। সে যাহা হউক, তবে একটী আইমার কথা বলি শুন:—

কোন স্ত্রীলোককে অপর কোন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল—তোমার অমুক কেমন আছেন?

স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল,—তিনি পদ্ম পাতায় ভাসিতেছেন। পুত্র! আমার ইষ্টদেবতার বিষয় ঠিক এই রকম জানিবে। পুত্র! আমি পূর্ব্বে একটী বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যেটী সব গুণের আকর হয়।

শিষ্য,—আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু,—অকৃতজ্ঞ হইও না, কারণ এটীতে পরাধীনেরা চিরকাল বড় মজবুত আছে; আমাদিগের গল্প ও প্রত্যেক দিনের ব্যবহার ইহার আদর্শ স্বরূপ হয়। যে যত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে করুক, কিন্তু তুমি এক কণা কাহার নিকট উপকার পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে, কারণ অকৃতজ্ঞের স্থান নরকেও অভাব হয়, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে। পিতা, মাতা ও গুরুজনের নিকট প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহাদের নাম রাখিয়া মুখোজ্জ্বল করিতে পারিলেই যথেষ্ট; কারণ উহাদিগের মুখে পুরীষ না পড়িয়া সুগন্ধি, পুষ্প ও পঞ্চপত্রের বিল্বপত্র পড়িলে যথেষ্ট। তুমি অন্যের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করিবে এবং কোন রকমে কারচুপি করিবে না।

শিষ্য,—আপনি কাহার নিকট কৃতজ্ঞ পাশে আবদ্ধ আছেন?

গুরু,—সমস্ত জগতের নিকট, বিশেষত ইংরাজ বাহাদুরের নিকট, যাহা পুরুষানুপুরুষক্রমে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলে শোধ হয় কিনা সন্দেহ!

শিষ্য,—আপনি অন্য কাহারও নাম করিলেন না কেন?

গুরু,—পুত্র! যদি একের কৃপায় দেহ থাকে, তাহা হইলে

অন্যত্র বিশেষ করিয়া বলিব। সম্প্রতি দেশ পর্য্যটনের দরুণ মন অত্যন্ত উচাটন হইয়াছে। আমায় অবসর দাও।

শিষ্য,—আপনি কোন্ দেশে যাইবেন ?

গুরু,—টেমস্ নদীর উপর যে বিলাতপুরী আছে, সম্প্রতি সেই দেশে যাইব বলিয়া মনন্ করিয়াছি।

শিষ্য,—ভারতবর্ষে এত পুণ্যদেশ থাকিতে বিলাতপুরীতে যাইবেন কেন ?

গুরু,—পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যে অর্থতে পুণ্যদেশ বলিয়া কথিত হইত, আপাতত ইহাতে সেই সব অর্থের অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু বিলাতপুরীতে ইদানীং সেই সব ভাবের অর্থ পূর্ণ মাত্রাতে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থানে সর্ব্ব বিষয়ের পূর্ণ অবস্থা থাকে, সেই স্থানকে পুণ্যদেশ বলে, কারণ পূর্ণ না হইলে তারণ হয় না। অযোধ্যা ও হস্তিনাপুর কোন সময়ে পুণ্যদেশ বলিয়া কথিত হইত।

শিষ্য,—আপনার সহিত পুনরায় কোথায় দেখা হইবার সম্ভাবনা ?

গুরু,—বিলাতপুরীর ভিতর ফ্লিট ষ্ট্রীট আছে, তথায় তোমার সহিত আবার দেখা করিব, যদি বেঁচে থাকি।

শিষ্য,—গুরুদেব! তবে আমি আসি।

গুরু,—আইস বাছা, এক তোমার মঙ্গল বিধান্ করুন্।

সূক্ষ্মে হইও না ব্যতিব্যস্ত,
স্থূলে হইও না অতিব্যাপ্ত।
জান সমস্ত চরা চরাপ্ত,
রহস্যটী হইল সমাপ্ত ॥

সংসার-রহস্য।

চন্দ্ররশ্মি যত হয় স্পষ্ট প্রকাশিত।
শুন রব উচ্চৈঃ হয় ভক্তই বাদিত॥

বি, মিত্র।

সংসার-রহস্য।

সারাসার যত সার কিছু না অসার, জ্ঞানসার, প্রেমসার হয় অতিসার।
স্মৃত্যাম্বিত ক্রিয়াভার বহন যাহার, যথার্থ মিলে তাহার প্রত্যক্ষ সংসার॥
কি ছার জীবন লভিতে কীর্ত্তি অপার,
ক্ষিতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ যখন লোকোপচার॥

প্রথম অধ্যায়।

সূর্য্য ও অগ্নি।

"যদি হই ভবসিন্ধু পার, তবু না ছাড়ি লোকোপচার।" আহা! মরি, মরি, কি সুন্দর মাধুরী, যাহার মধুরতাতে মর্ত্ত্যজনের লোপ হয় চাতুরী, আহা! মরি মরি কি সুন্দর মাধুরী। সভ্য জগতের সুরু হইতে আজ পর্য্যন্ত সমভাব এবং যেটীর মর্ম্ম কভু হয় না অভাব।

কালে সব বিষয় রূপান্তর হইতে পারে, কিন্তু "লোকোপচার গ্রহণ সিদ্ধি" এইটীর অভাব কোন কালে লক্ষিত হয় না। দুইটী, চারিটী, কুড়িটী লোক যথায় আছে তথায় লোকোপচার আছে। এস্‌টৈক্‌ ল্যাম্প্ ও ঐন্সের ভিতর লোকোপচার যেরূপে অবস্থিতি

করে, ম্যাগি মিহির র্যাবি ও আচার্য্যদিগের ভিতর ঠিক সেই ভাবে থাকে; ফলত লোকোপচারের অভাব কুত্রাপি নাই।

অসভ্য জগতের সুরুতে সকলেই সূর্য্যোপাসক ছিল। অসভ্যেরা যে বিষযটীকে বড় দেখিত ও যেটী হইতে উপকার পাইত সেটিকে উপাস্য বলিয়া পূজা করিত। সূর্য্যের অপেক্ষা ঘূর্ণায়মান জগতে চাক্ষুষ উপকারক বিষয় আর দ্বিতীয় নাই, উহা অসভ্যেরা স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা ঠিক করিয়াছিল। স্বাভাবিক জ্ঞানের সদৃশ প্রকৃত জ্ঞান আর দ্বিতীয় নাই। যদিও নানা মুনির নানা মত, তথাপি উহাদিগের মতের কৌশলের ভিতর ঢুকিয়া সূক্ষ্মরূপে দেখিলে ঘুরে ফিরে তাই, তাই ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, কেননা সূর্য্যটী রূপকের কদরে নানা রকম রঙে রঞ্জিত হইয়াছে। সূর্য্য ব্যতীত অন্য কোন বিষয় আঁধারকে সরাইতে পারে না, ফলত অসভ্যদিগকে সামাজিক ধর্ম্মে একত্রিত করিতে সূর্য্য ব্যতীত অন্য কোন বিষয় পারে না। সূর্য্য আঁধারকে সরাইয়া আলোকময় করে, ফলত আলোক ব্যতীত লোকের অস্তিত্ব নাই, আবার লোক ব্যতীত লোকালয় নাই, লোকালয় ব্যতীত সামাজিক ধর্ম্ম নাই, সামাজিক ধর্ম্ম ব্যতীত জাতি নাই, জাতি ব্যতীত একতা নাই, একতা ব্যতীত শক্তি নাই, শক্তি ব্যতীত এক নাই; বাস্তবিক অসভ্যেরা চারিধারে যত বিষয় দেখে সবই বহু, কিন্তু সূর্য্যের জোড়া দেখিতে পায় না; তজ্জন্য অসভ্যেরা সূর্য্যকে উপাসনা করিত এবং পরে সকলে একত্রিত হইয়া একমতাবলম্বী হওয়াতে কালে একটী সুন্দর সামাজিক ধর্ম্ম হইল।

'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিলে 'ধর্ম্ম' হয়, ধর্ম্ম অর্থাৎ জাতি-ব্যবহার। সূর্য্য জাতি-ব্যবহারের শিক্ষাটি দিতে পারে না, কারণ সূর্য্য বাক্‌শক্তি রহিত। যদিও শব্দ ব্রহ্ম অতি প্রাচীন বাক্য তথাপি যুক্তির দ্বারা দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে জাগতিক জন যখন সূর্য্যো-

পাসক ছিল তখন দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করে নাই, অতএব ইহা যে বহু পরের বাক্য তাহা বোধ হয় অন্য কেহ অস্বীকার করিবে না। বাক্য চিরকাল আছে, অর্থাৎ যতদিন জগতে মানব আছে ততদিন বাক্য আছে, কিন্তু বাক্য শব্দ ব্রহ্ম এইটা দার্শনিকের দ্বারা বহু পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত জগত সূর্য্যের কৃপায় অবস্থিতি করিতেছে এবং যতদিন সূর্য্য থাকিবে ততদিন ঘূর্ণায়মান জগৎ রহিবে। ইহা বলিয়া ইদানীং সব জাগতিক জন সূর্য্যোপাসক নয়, যদিও সব মানব সূর্য্যের তাপে গরম হইয়া দেহকে রক্ষা করিতেছে।

বিষয় চিরকাল বিষয় আছে এবং বিষয়ের ধ্বংস নাই, তবে কেন সকলে বিষয়ী নয়? সূক্ষ্ম সকলে সমান হয়, কিন্তু স্থূলে নয়, যদিও সব বিষয় অন্তরে লুকাইয়া থাকে। একটা ক্ষুদ্র বীজে যে একটা মহা বৃক্ষ আছে ইহার কোনও ভুল নাই এবং সূক্ষ্মে মহা বৃক্ষ ও বীজটী এক হয়। তবে লৌকিক ব্যবহারে এক বলাটা ভাল নয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্মে ঠিক, তথাপি স্থূলে অঠিক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মানব মনন করিতে পারে বলিয়া মন আছে ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। মনেতে 'উ' প্রত্যয় করিলে 'মনু' হয়, আবার 'মনু'তে 'অন্' প্রত্যয় করিলে মানব হয়, ইহার কারণ সব মানবকে মনুর সন্তান কহে। মানব বলিয়া সকলে বিহারী মিত্র নহে, কিন্তু প্রকৃত সকলে বিহারী মিত্র, কারণ মিত্র রূপে বিহার করে যে সে বিহারী মিত্র অর্থাৎ সূর্য্য—সূর্য্য মিত্র রূপে জগতে বিহার করিতেছে; যদি শত্রু হইত, তাহা হইলে জগতের অস্তিত্ব থাকিত না।

পুরাকালে মিত্রপুরে কোন এক রাজচক্রবর্ত্তী বাস করিত। সে পরিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য নিষ্পন্ন, বীরদর্পে রাজ্য

শাসন ও অপত্য নির্বিশেষে প্রজা পালন করিত। কিঞ্চিৎ দিনের মধ্যে তাহার শাসন গুণে সমস্ত রাজ্য সর্ব্বপ্রকারে প্রায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, বাস্তবিক তদীয় অধিকার কালে প্রজাবর্গের যেরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দতা ঘটিয়াছিল, রাজা মণ্ডলে কুত্রাপি আর সেরূপ লক্ষিত হয় নাই।

একদা রাজচক্রবর্ত্তী স্মেরাননে মন্ত্রীকে বলিল,—মন্ত্রিন! ইদানীং কেন কোন প্রকার আবেদন উপস্থিত হয় না? যদিও এইটি রাজ্যের মহা শুভ লক্ষণ, তথাপি যদি তুমি ইহার কিছু জান তা বল?

মন্ত্রী বলিল,—রাজন্! আপনার সৎগুণে রাজ্য হইতে প্রায় অসৎ ব্যবহার শেষ হইয়াছে, যদিও কিঞ্চিৎ থাকিতে পারে, কিন্তু সম্প্রতি কোন দরখাস্ত না হওযায প্রকাশ পায় যে সর্ব্বত্র শান্তি।

ইত্যবসরে একজন দ্বারী আসিয়া রাজাকে বলিল,—রাজন্! একটী তেজপুঞ্জ মহাপুরুষ আপনার দর্শনেচ্ছায় দ্বারে দণ্ডায়মান; আপনার আদেশ পাইলে তিনি আপনার নিকট উপস্থিত হন।

রাজা,—অগ্রে পাদার্ঘ্য দিয়া তাহাকে আমার নিকট শীঘ্র লইয়া আইস।

দ্বারী নতশির করিয়া দ্বারাভিমুখে চলিল।

মন্ত্রী,—রাজন্! আপনি যাহার জন্য চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন, বোধ হয় কোন মহাপুরুষ আবেদন পত্র সমেত আসিতেছেন।

এমন সময়ে দর্শনেচ্ছুক তেজপুঞ্জ বিশিষ্ট মহাপুরুষ "রাজার জয় হউক" বলিয়া রাজ-সম্মুখে উপস্থিত হইল।

রাজা মহা সম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া মহাপুরুষকে যথাযোগ্য আসনে বসিতে আদেশ করিল। মহাপুরুষ যথাযোগ্য আসনে বসিয়া রাজাকে বলিল:—রাজন্! আপনার রাজ্যের কুশল সর্ব্বস্থানে দেখিলাম, কারণ আমি প্রায় এক প্রান্তর হইতে অপর

প্রান্তর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছি। আর আপনার প্রজাবর্গের ভিতর সুখ-স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। সকলকার বেশ-ভূষা, শ্রী, আচার-ব্যবহার ও বিচার দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ ভোগ করিতেছি। কিন্তু রাজন! আপনার ও প্রজাবর্গের ভিতর একটি নূতন প্রথা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

রাজা সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল,—মহাপুরুষ! যদি কোনও দোষ হইয়া থাকে মার্জ্জনা করিবেন এবং যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে অনুগ্রহ করিয়া কি নূতন দেখিয়াছেন বলিতে আজ্ঞা হউক?

মহাপুরুষ,— রাজন্! জগতে সকলে সূর্য্যোপাসক হয়, কিন্তু আপনাতে কি হেতু নূতন বিধি দেখি? বিশেষত সমস্ত প্রজাবর্গতে দেখি কেন?

রাজা,--আপনি সূর্য্যোপাসক কাহাকে বলেন?

মহাপুরুষ,—যে সূর্য্যকে উপাসনা করে।

রাজা,—জগতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে সূর্য্যকে উপাসনা না করে, অর্থাৎ সূর্য্যের তাপে গরম না হয়?

মহাপুরুষ,—না।

রাজা,—তবে কেন আপনি বলিলেন, "একটী নূতন বিধি দেখিয়াছি"?

মহাপুরুষ,—আপনি সূর্য্যকে উপাসনা করেন না, ইহার কারণ আমি একটী নূতন বিধি দেখিয়াছি বলিলাম।

রাজা,—আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন, জগতে এমন কোনও ব্যক্তি নাই যে সূর্য্যকে উপাসনা না করে; তবে কেন পুনরায় আমাকে বলিলেন, আপনি সূর্য্যকে উপাসনা করেন না?

মহাপুরুষ,—আপনার কার্য্যতে অন্য বিধি দেখি, ইহার কারণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে আপনি সূর্য্যোপাসক নন।

রাজা,—কার্য্যতে অন্য বিধিই ভাল, কারণ যাহা সাধারণ তাহা
তে আসিতে পারে না। ব্যক্তিগত ব্যক্তিতে আসিতে পারে।
ব্যক্তিগত নয়, ইহার কারণ কার্য্যতে আসিতে পারে না।
। হয় আপনি সূর্য্যের নিকট যাইতে পারেন না, সূর্য্যের রূপ
ইহাও আপনি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না, তবে খালি জ্যোতির্ম্ময়
ত অন্য কিছুই বলিতে পারেন না। সূর্য্যের ধর্ম্ম তেজোময়,
ক্লর ধর্ম্ম ব্যবহারময়। আপনাতে ও আমাতে যাহা কথোপকথন
তেছে ইহাও ব্যবহার, কিন্তু আপনি এই ব্যবহারটি সূর্য্যের সহিত
রিতে পারেন না, কারণ দুই জনের ধর্ম্ম আলাহিদা হয়। আপনি
ই ব্যবহারটি সূর্য্যের সহিত যদি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে
দগ্ধ হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য।

আরও দেখুন সূর্য্য বাক্ শক্তি রহিত, আপনি কি করিয়া
র্য্যের সহিত বাক্যালাপ করিবেন? বন্ধু না হইলে প্রেম হয় না,
প্রেম না হইলে বাক্যালাপ হয় না, বাক্যালাপ না হইলে সুখ-
ঃখের বৃদ্ধি বা হ্রাসটি বোধ হয় না, সুখ-দুঃখের বৃদ্ধিটি বা হ্রাসটি
বাধ না হইলে জাতি-ব্যবহার হয় না, জাতি-ব্যবহার না থাকিলে
র্ম্ম হয় না, আবার ধর্ম্ম না হইলে জাতি-ব্যবহার হয় না, জাতি
ব্যবহার না থাকিলে সুখ-দুঃখের বৃদ্ধিটি বা হ্রাসটি বোধ হয় না,
সুখ-দুঃখের বৃদ্ধিটি বা হ্রাসটি বোধ না হইলে বাক্যালাপ হয় না,
বাক্যালাপ না থাকিলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে বন্ধু হয়
না। দেখুন আপনি মনুষ্য এবং আমিও মনুষ্য, ইহার কারণ আমরা
বন্ধু হই, যদি আমি পশু হইতাম, তাহা হইলে কি আমাদের
মধ্যে এই প্রকার বাক্যালাপ হইত, না এই প্রকার কথোপকথন
হইত? বোধ হয় কিছুই হইত না; তবে যাহা সাধারণ তাহাই হইত,
কিন্তু যাহা ব্যক্তিগত তাহা হইত না।

মহাপুরুষ,—আপনি যাহা বলিলেন ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, আপনি সূর্য্যোপাসক নন।

রাজা,—আমি সূর্য্যোপাসক নয় ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে না, কারণ পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, জগতে এমন কেহ নাই যে সূর্য্যকে উপাসনা না করে, যেহেতু সূর্য্য আলোকের কর্ত্তা হয়। সূর্য্য ঘূর্ণায়মান জগতের গতি হয়, আর সূর্য্য সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের শক্তি হয়; বাস্তবিক সূর্য্যটি সাধারণের বিষয় হয়। যেটি সাধারণ পদার্থ সেটি উপাসনা চায় না, যেটি ব্যক্তিগত সেটি কেবল উপাসনা চায়। সাধারণ পদার্থ নিজের যাহা ধর্ম্ম তাহাই করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উপাসনা করিলে ইহলীলা সম্বরণ করিতে হয়, কারণ নিকট আসন না হইলে উপাসনা হয় না। সূক্ষ্মে সকলকার আসন নিকট, কিন্তু স্থূলে, বিশেষত লৌকিক ব্যাপারে, স্বতন্ত্র বিধি হয়।

মহাপুরুষ,—যদি সূক্ষ্মে হইতে পারিল, তবে উপাসনার আপত্তি কি রহিল?

রাজা,—আপত্তি কিছুই নাই; তবে কি জানেন, আপনি "রাজন" এই শব্দ বলিয়া আমাকে সম্বোধন কবিতেছেন, কিন্তু অন্যকে করেন না। এইটাই আপত্তি আর কিছুই নয়।

মহাপুরুষ,—আপনি রাজা, ইহার কারণ আপনাকে রাজা বলিতেছি, অন্যে রাজা নয়, সেই হেতু তাহাদিগকে রাজা বলি না।

রাজা,—'রাজ্' ধাতুতে 'কনিন' প্রত্যয় করিলে 'রাজন্' শব্দ হয়। রাজ্-দীপ্তৌ। যে জিনিষ দীপ্তিযুক্ত হয়, তবে কেন না সেটিকে রাজা বলা হয়?

মহাপুরুষ,—পঙ্কতে যাহা জন্মে তাহাকে পঙ্কজ কহে, অর্থাৎ পদ্ম। কেন না যাহা পঙ্ক হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকেই পঙ্কজ বলা হয়?

রাজা,—আমি যাহা অন্বেষন করিতেছিলাম, আপনি নিজেই তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা ব্যবহার তাহাই ঠিক। পূর্ব্বে সূর্য্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে উপাসনার সভ্যতাটি বৃদ্ধি পায়, কারণ মানবের ভিতর যত জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় ততই উপাসনার পদার্থকে নিকটাসন করিতে চায়।

প্রয়োজনীয় বিষয়ের ভিতর অগ্নি অপেক্ষা তেজোময় ও প্রত্যক্ষ উপকারক বিষয় আর দ্বিতীয় নাই, ইহার কারণ আমার পিতা অগ্নিকে উপাস্য দেবতা করিয়া গিয়াছেন। আমি পিতার পথানুসরণ করা পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া অগ্নিকে উপাস্য দেবতা করিয়াছি। অতএব হে মহাপুরুষ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই বিষয়ের দরুণ কোন দোষারোপ করিবেন না।

মহাপুরুষ,—আপনার পিতা কোথা হইতে শিখিলেন?

রাজা,—পূর্ব্বে সকলে বন্য পশুকে বধ করিয়া অশুদ্ধ মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিত, আমার পিতাও তাহাই করিতেন। একদা তিনি বন মধ্যে বিচরন করিতেছেন, এমন সময়ে একটি অপ্সরী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তিনি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি সুন্দরি! আপনার কোথা হইতে আগমন হইয়াছে এবং আমাকে কি করিতে হইবে? যদ্যপি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

অপ্সরী,—কশ্যপ নগরে আমার বাসস্থান এবং আমরা সদা জলে বাস করি। আমাদিগের ভিতর বিবাহ প্রথা নাই, কিন্তু আমাদিগের মন যাহার উপর মুগ্ধ হয়, আমরা তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকি, কিম্বা যে পুরুষ আমাদিগকে বল পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইতে পারে, আমরা তাহাদেরও বশীভূত হই। এখানে সম্প্রতি দেশ পর্য্যটনে আসিয়াছি। আপনি কে? এমন সুন্দর পুরুষ হইয়া

এই নিবিড় বনে একাকী কেন ভ্রমণ করিতেছেন? আপনার যদি ইহাতে কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনি অনুগ্রহ করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া আমাকে বাধিত করুন।

রাজা,—আমি এই অরণ্যের অধিপতি। আমার বিবাহ হয় নাই। আপনি যদি সরদারণী হইয়া এখানে বাস করেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই।

অপ্সরী,—আপনাকে অসভ্য দেখিতেছি, কারণ আপনি উলঙ্গ, কিন্তু আপনার দেহ সুঠাম ও সুন্দর হওয়াতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। যদ্যপি আপনি আমার নিকট এই অঙ্গীকার করিতে পারেন যে যতদিন আপনি আমার সহিত বাস করিবেন ততদিন উলঙ্গ থাকিবেন না, আর আপনি আমার উরণগুলিকে রক্ষা করিবেন; তবে যদি কোন কালে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে আপনি তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার দেশে ফিরিয়া আসিবেন।

রাজা,—আপনি যাহা কিছু বলিলেন ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, বরং আরও কিছু যদি বেশী থাকে বলুন তাহাও করিতে আমি প্রস্তুত আছি। যদি আপনি আমার প্রতিজ্ঞার কিছু ব্যতিক্রম দেখেন, আপনি তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষীণাঙ্গি! আপনি সম্মতি প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।

অপ্সরী,—আপনার স্থানে আমি বাস কবিতে পারিব না, কারণ আপনার দেশের জল-বায়ু আমার পক্ষে অসহ্য। যদ্যপি আপনি আমার সহিত আমার দেশে যাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার সহিত প্রেমালাপ করিতে পারি। আর আপনি তথায় অনেক আশ্চর্য্য বিষয় দেখিবেন:—

জলাশয়ের চারিধারে নীল পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রস্ফুটিত; আর জলচরের কেঁকা রবে জলাশয়টি নিনাদিত। ঝুর ঝুর রবে নির্ঝরিনী

চারিভিতে ঝরিত এবং জলক্রীড়া-তৎপর শ্বেতাঙ্গীরা পরস্পর জলোচ্ছ্বাসে আমোদে নিয়ত নিয়োজিত। মৃদু মৃদু পবনস্তরে বাহিত পারিজাত অর্থাৎ দেবদারু পুষ্পের গন্ধে গন্ধযুক্ত, আর ওষধি নানা স্থানে সুরত প্রসঙ্গের প্রদীপের স্বরূপ স্থাপিত। তুষারাবৃত মেরু শৃঙ্গ সকল রূপার মতন উত্তর ধারে হয় লক্ষিত এবং আমার স্থানটি হিমালয়ের কারণ সকল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষিত। হে সুন্দর পুরুষ! আপনি আর উপেক্ষা করিয়া আমায় করিবেন না ব্যথিত। আমার সমভিব্যাহারে চলুন, তথায় প্রেমালাপ করিয়া দিবা রাত্রি করিব অতিবাহিত।

অপ্সরী নিস্তব্ধ হইলে আমার পিতা কোন প্রকার দ্বিরুক্তি না করিয়া অপ্সরীর সহিত তেলাপোকার মত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া কিছু দিন মহানন্দে অতিবাহিত করিবার পর কতকগুলি সন্তান-সন্ততি হইল। তথাকার অপর লোকেরা এই মিলনটিকে ভাল চক্ষুতে দেখিত না, কিন্তু সভ্যতা হেতু আমার পিতার উপর অন্য কোন রকম অসৎ ব্যবহার করিত না, বরং সকলে আমার পিতার সহিত সৎব্যবহার করিত। কিরূপে সভ্যতার সহিত আমার পিতাকে তথা হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে, এইরূপ চিন্তাতে অপর সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া অবশেষে অপ্সরীর নিকট শুনিল যে, আমার পিতা অপ্সরীর নিকট কতকগুলি অঙ্গীকার করিয়াছে এবং সেগুলির ব্যতিক্রম ঘটিলে আমার পিতা অপ্সরীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। তখন উহারা আমার পিতার অঙ্গীকার-গুলি কি করিয়া ভঙ্গ হয়, ইহার চেষ্টা বিধিমতে করিতে থাকিল।

একদা অন্ধকার যামিনীতে কতকগুলি লোক অপ্সরীর বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহার সমস্ত উরণগুলিকে চুরি করিয়া আনিতে চেষ্টা করিল। দৈববশতঃ উরণগুলি চিৎকার করিয়া

উঠিলে পর অপ্সরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং যখন অপ্সরা জানিল বাটীতে চোর আসিয়াছে, তখন অপ্সরী উচ্চৈঃস্বরে আমার পিতাকে ডাকিতে লাগিল। অমার পিতা অপ্সরার কাতর স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া অপ্সরীর নিকট উলঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত হইলেন এবং শশব্যস্তে অপ্সরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি সুন্দরি! কি করিতে হইবে বলুন, আমি প্রস্তুত আছি।

অপ্সরী,—আপনি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, চোরেরা আমার সমস্ত উরণগুলি চুরি করিয়া লইয়া গেল, আমার জীবিকা নির্ব্বাহের সর্ব্বস্বই উরণ। আপনি কি কাপুরুষ, এখনও স্থির হইয়া দাড়াইয়া আছেন!

ইহা শুনিয়া আমার পিতা ক্রোধারক্ত লোচনে গৃহ হইতে খড়্গ লইয়া তস্করের অনুসন্ধানে অনুধাবন করিলেন। বহুক্ষণের পর তস্করদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—রে দুর্ব্বুদ্ধি তস্করগণ! আমি উপস্থিত থাকিতে তোমাদের এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমার উরণগুলিকে চুরি করিয়া লইয়া আইস? এখনই তোমাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা কর, আর সমস্ত উরণগুলিকে যেখান হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছ, তথায় পুনরায় রাখিয়া আইস।

তস্করেরা পিতার বাক্য শুনিয়া রক্তাস্য বদনে বলিল,—রে অসভ্য উলঙ্গ পুরুষ! আমরা তোমাকে ভয় করি না, যদি ক্ষমতা থাকে, তবে এই উরণ সব রহিয়াছে লইয়া যাও।

আমার পিতা দ্বিরুক্তি না করিয়া উহাদিগের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সুরু করিলেন এবং তিনি উহাদিগকে একের পর একে পরাস্ত করিয়া সমস্ত উরণগুলিকে লইয়া অপ্সরীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—প্রিয়ে! উরণ লউন।

অপ্সরী আমার পিতাকে উলঙ্গাবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমার পিতাকে পূর্ব্বের অঙ্গীকারটিকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল,—হে সুন্দর পুরুষ! আপনি যেখান হইতে আসিয়াছেন তথায় পুনরায় গমন করুন, কিন্তু যেন আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত না হন্। আমি এই অশ্বত্থ বৃক্ষের অরণি দিতেছি, ইহা হইতে আপনি অগ্নি উৎপাদন করিয়া শুদ্ধ মাংস ভোজন করিবেন এবং অগ্নিকে উপাস্য দেবতা বলিয়া পূজা করিবেন এবং আপনার প্রজাবর্গেরা যাহাতে আপনার পথানুসরণ করে, তাহারও চেষ্টা আপনি বিধিমতে করিবেন।

আমার পিতা পূর্ব্বের অঙ্গীকার অনুসারে অপ্সরীর সহিত কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া, অপ্সরীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, সন্তান-সন্ততিগুলিকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ দেশে পুনরাগমন করিলেন।

হে মহাপুরুষ! তদবধি সমস্ত প্রজাবর্গেরা আমার পিতার পথানুসরণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উপাস্য দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে ও অগ্নিতে মাংসকে শুদ্ধ করিয়া ভোজন করিতেছে। আপনার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলাম, যদি কিছু বলিবার থাকে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

মহাপুরুষ,—আপনি কশ্যপ নগর কাহাকে বলেন?

রাজা,—যে নগর হর নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মহাপুরুষ,—হর নির্ম্মাণ করিলে হর নগর বলিয়া কথিত হইত, কশ্যপ বলিয়া কথিত হইল কেন?

রাজা,—হর অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন, বোধ হয় আপনি ইহা অস্বীকার করিবেন না।

মহাপুরুষ,—হর মদ্যপায়ী ছিলেন না, সোমরস পান করিতেন এবং সমস্ত দেবতারাও পান করিয়া থাকেন। দেবের দেব মহাদেব

হন, তিনি অধিক পান করিতেন, ইহা পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি। কতদূর সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারি না।

রাজা,—যেটা রটে সেটা বটে; জনশ্রুতি একটী আধার না পাইলে হইতে পারে না, কিন্তু যথার্থ, অযথার্থ হইতে পারে কিম্বা অযথার্থ, যথার্থ হইতে পারে, ইহার কোনও ভুল নাই।

হর যে সোমরোস পান করিতেন ইহার কোনও সন্দেহ নাই। আমি যে মদ্যপায়ী বলিয়াছি ইহার কারণ আর কিছুই নয়, সোমরসে মত্ততা উৎপাদন করে; অতএব যাহাতে মত্ততা উৎপাদন করে, তাহাই মদ্য বলিয়া কথিত হয়। বোধ হয় আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না। কশ্যপ নগরে দ্রাক্ষালতা বা সোমলতা প্রচুর পরিমাণে হয়, কারণ হিমের প্রাদুর্ভাবে এই সব লতার জন্ম অধিক হয়। ধান্যের মদ্যতে দেহে রোগ হইবার সম্ভাবনা, বাস্তবিক এ্যাল্কোহলে আরও বেশী সম্ভাবনা, কিন্তু দ্রাক্ষা বা সোমের মদ্যতে দেহটী অসুস্থ হয় না, বরং সুস্থ হইবার যোল আনা সম্ভাবনা। দেহ সুস্থ থাকিলে শ্রী, কান্তি, মেধা, বুদ্ধি, বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি পায় এবং এই সমস্তগুলি দেহে থাকিলে দেহটি ঠিক হয়; ইহার কারণ দেবতারা তদানীং ও ইদানীং লোকের নিকট পূজনীয়। পূর্ব্বে দেবলেরা পূজনীয় ছিল না, কেনন৷ 'দেব' শব্দটিতে 'ল' সংযুক্ত আছে। কশ্যপ নগর যে হরের নগর হয়, ইহার কারণ দেখুন;— কশ্যং সোমরসাদি জনিতং মদং পিবতীতি কশ্যপঃ। কশ্য—পা—ক কশ্যপানাৎ স কশ্যপঃ।

মহাপুরুষ,—আপনি যে প্রকারে বুৎপত্তি করিলেন উহার অপেক্ষা এইগুলি আরও ভাল হয়,—কশং অজ্ঞানং পিবতি শোষয়তি নাশয়তি কশ্যপঃ কিম্বা কশং বিজ্ঞানধনম্ পাতি রক্ষতি কশ্যপঃ। কচ্ছপ স যৎ কূর্ম্মোনাম। প্রজাপতি অসৃজত, যদসৃজতাকরোৎ তৎ যৎ

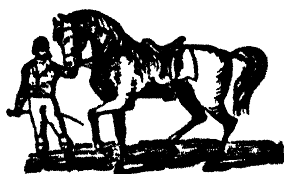
অকরোৎ তস্মাৎ কূর্ম্মঃ কশ্যপ বৈ কূর্ম্মস্তাস্মাদাহ সর্ব্বা প্রজাঃ কাশ্যপাঃ ।

রাজা,—আপনি যাহা বলিলেন, ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, বরং আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম, কিন্তু এই স্থানে ইহা যুক্তি সঙ্গত নয়, কারণ কশ্যপ নগরের কথা হইতেছে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বা কুর্ম্মের কথা হইতেছে না। আপনি অজ্ঞান নাশের কথা বলিয়াছেন, হর কশ্যপ অজ্ঞান নাশ করিয়াছেন, কারণ হর কশ্যপ, যদি অজ্ঞান নাশ না করিতেন, তাহা হইলে আর্য্যেরা জগতে এত বড় বলিয়া পরিগণিত হইত না। আর্য্য পুস্তকের মূল ভিত্তি হর কশ্যপ হন; এবং উহার শিষ্য প্রশিষ্যেরাও পরে পরে অনেক উন্নতি করিয়াছে। আর হর কশ্যপ সমস্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কারক হন। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া "কথোপকথন-রহস্য" পড়েন, তাহা হইলে বিস্তার রূপে জানিতে পারেন যে হরকশ্যপ আর্য্যদের উন্নতির দরুণ কি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং আপনি যাহা ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা ঠিক হইয়াছে কি না, তাহাও উত্তম রূপে জানিতে পারেন। কিন্তু কচ্ছপঃ কথাটি নাই কচ্ছে অনুপদেশে মুখসম্পুটে পাতি রক্ষতি আত্মানং রক্ষতি কচ্ছপঃ। এইখানে কাছিম বুঝাটি ভাল, কূর্ম্মাবতারটি ভাল নয়, যেখানে যেটা যুক্তি সঙ্গত সেইখানে সেটা বুঝিলে ভাল হয়। দশাবতারের মধ্যে যে, কূর্ম্মাবতারটী আছে সেই খানে কূর্ম্মাবতারকে হর কশ্যপ বুঝিলে ভাল হয়। কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ, ইনি বামনাবতার বলিয়া কথিত। হরের আর একটী নাম অগ্নি, কারণ ইনিই প্রথমে অগ্নিকে আবিষ্কার করেন এবং অশুদ্ধ মাংসকে শুদ্ধ করিয়া খাওয়াইতে শিখান। লোকোপচার গ্রহণ সিদ্ধি। আমার পিতা অগ্নিকে উপাস্য দেবতা ঠিক করিয়া গিয়াছেন এবং আমি তাহাই করিতেছি। আরও

দেখুন যাতে লোক যত উপকার বোধ করে তাতে তত আসক্ত হয়। মানব অগ্নিতে যত উপকার পায়, সূর্য্যতে তত পায় না, যদিও অগ্নির আধার মূল সূর্য্য হয়। আমি প্রথমে নিকট আসনের প্রয়োজন বলিয়াছি; সূর্য্যের অপেক্ষা অগ্নি নিকট আসন হয়, আর বলিয়াছি সকলে ভিত্তিটীকে ঠিক রাখে, কেহই ভিত্তিকে নষ্ট করে না, কারণ ভিত্তি না থাকিলে উপরে যাহা কিছু কার্য্য তৈয়ার করা হয়, সেগুলিও অলীক হয়। যে প্রথাটী একবার লোকের ভিতর প্রচলিত হইয়া প্রসিদ্ধ হয় সেটিকে লোকোপচার গ্রহণ সিদ্ধি কহে। আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আপনাকে বোধ হয় আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সাগ্নিক হইয়া অদ্য শুদ্ধান্ন ভোজন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।

মহাপুরুষ,—আপনার জয় হউক। আমি অদ্য অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম এবং আমি অদ্য হইতে অগ্নির উপাসক হইলাম। অদ্য বেলা বেশী হইয়াছে, অতএব আমি চলি।

রাজা সম্মানসূচক বাক্যপ্রয়োগ করিয়া মহাপুরুষকে বিদায় দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সভাভঙ্গ করিতে অনুমতি দিল। স্তুতি-পাঠকেরা বিধিমতে স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল।





উপাসনা ও পূজা।

—•⁘•—

গৌরবান্বিত ক্রিয়ার হেতু পূজা। পূর্ব্বে সকলে সূর্য্যের ও অগ্নির উপাসক ছিল, কালক্রমে উন্নতির সহিত মানবের পূজা সুরু হইল। জগতে যত দর্শন আছে সমস্তগুলিই প্রায় সূক্ষ্মকে লইয়া ছেঁড়া ছিঁড়ি করিয়া গিয়াছে। সূক্ষ্মের বিষয় বাস্তবিক লিখিবার বা বলিবার কিছুই নাই, তবে যাহা কিছু বলা হয়, সেটি ঠিক অশ্ব ডিম্বের মত। অশ্ব আছে এবং ডিম্ব আছে, কিন্তু অশ্বের ডিম্ব নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে কেহ না কেহ কখন কদাচিতে দেখিত।

দার্শনিকদিগের ভিতর পঞ্চভূতটি ও যুক্তিটি আছে, কিন্তু আইমার গল্পের মত কর্ত্তাটী আছে, বস্তুতঃ যদি কর্ত্তা থাকিত তাহা হইলে

কেহ না কেহ কোন কালে দেখিত। দার্শনিকেরা সকল বিষয়ের শেষটিকে কর্ত্তা কহে। শেষেরও শেষ আছে, যদি এই তর্কটি উপস্থিত হয় তাহা হইলে অশেষ হয়, বাস্তবিক কর্ত্তার উপর কর্ত্তা চলিলে নিগু´ণ হয়। যদি এইটী ঠিক হয় তাহা হইলে কর্ত্তাও নাই, শেষও নাই। আবার যদি কর্ত্তার বা শেষের অভাব হয়, তাহা হইলে কার্য্যের ও কারণের অভাব হয়, বস্তুতঃ কার্য্যের ও কারণের অভাব ঘটিলে সমস্ত বিষয়ের অভাব হইয়া নিগু´ণ হয়। তবে কি বাস্তবিক সব বিষয়ের অভাব ?—না সমস্তই স্বভাব! ঘুর্ণমান জগতে কিছুরই অভাব নাই। অভাব করিলে অভাব, স্বভাব করিলে স্বভাব। স্বাভাবটিকে ছাড়িও না, অভাবটিও হইবে না।

শ্রীবিহারী মিত্র কে?

যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদকারক ও "মিত্র-রহস্য" প্রণেতা। বিহারী মিত্র কর্ত্তা, যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদ ও "মিত্র-রহস্য" কর্ম্ম।

শ্রীবিহারী মিত্রের পিতা কে?

৺ রসিক মিত্র। রসিক মিত্র কর্ত্তা, বিহারী মিত্র কর্ম্ম।

৺ রসিক মিত্র কে?

বাগবাজার মিত্র বংশের সাধু গোকুল মিত্রের পৌত্র। ৺ গোকুল মিত্র কর্ত্তা, ৺ রসিক মিত্র কর্ম্ম।

৺ গোকুল মিত্র কে?

বাগবাজার মিত্রবংশ স্থাপক ৺ সীতারাম, ওরফে উত্তরামের পুত্র। উত্তরাম মিত্র কর্ত্তা, গোকুল মিত্র কর্ম্ম।

৺ উত্তরাম কে?

৺ কালি মিত্রের বংশ জাত যে ব্যক্তি গাধীপুর অর্থাৎ কনৌজ হইতে গৌড়ের রাজার নিকট আসিয়াছিল বলিয়া কথিত। ৺ কালী মিত্র কারণ-কর্ত্তা, উত্তরাম মিত্র কার্য্য-কর্ম্ম। কালি মিত্র

আর কাকুস্থ বা কাকুকা এক কি না সন্দেহ। এই ব্যক্তি নাগভট্টের ও দেবশক্তির ভ্রাতা হয় এবং ইহা ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। দেবশক্তির পুত্র বৎস্যরাজ হইতে যথেষ্ট নথি পাওয়া যায়। বৎস্যরাজ—বিক্রমাদিত্য বলিয়া কথিত, কিন্তু কোন্‌টি প্রথম বিক্রমাদিত্য, আর কোন্‌টি শেষ বিক্রমাদিত্য, ইহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই; কারণ পরের পর তারিখ ঠিক পাওয়া যায় না, তবে বৎসারাজকে প্রতিহার গুর্জ্জর কহে। পূর্ব্বে ভট্টেরা গুর্জ্জরী রাগের দ্বারা স্তুতি পাঠ করিত।

যেটি কারণ-কর্ত্তা, সেটি কার্য্য কর্ম্ম, আবার যেটি কর্ম্ম সেটি কারণ-কর্ত্তা।

৺ কালি মিত্র কে?

বিশ্বামিত্র বংশজাত।

বিশ্বামিত্র কে?

কৌশিক বংশজাত।

কৌশিক কে?

কুশ বংশজাত।

১৭৬০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে এই ব্যক্তি ব্যাবিলোনিয়া অধিকার করিয়াছিল এবং এই ব্যক্তি সৌর ছিল।

কুশ কে?

মনুবংশ জাত।

মনু কে?

ম, ন জাত।

ম, ন কে?

অনুনাসিক জাত।

অনুনাসিক কে?

নাসিকার পশ্চাৎ যেটির উৎপত্তি স্থান হয়। নাসিকার পশ্চাতে সহস্রদল পদ্ম বিরাজ করে এবং যেটিকে ঘিন্নু অর্থাৎ মস্তকের ঘৃত কহে, ইহাতে বুঝিতে হইবে, যে মস্তকের ঘৃতের দ্বারা সমস্ত দেহ চলে; বাস্তবিক ইন্দ্রিয়গুলি কিছুই করে না, যদি করিত তাহা হইলে দেহের মৃত্যু অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি বর্ত্তমান থাকিতে দেহের অবস্থাটি স্থির হইত না।

অনেকে বলিতে পারে দেহের মৃত্যু অবস্থায় মস্তকে যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত থাকে, তবে কেন দেহের অবস্থাটি স্থির হয়?

শক্তির অভাব বোধ হয়, কারণ শক্তি না থাকিলে সমস্ত বর্ত্তমান থাকিতেও নড়ন-চড়ন বন্ধ হয়। কলের যন্ত্রে শক্তির অভাব ঘটিলে সমস্ত যন্ত্র বর্ত্তমান থাকিতেও নড়ন-চড়নের অভাব লক্ষিত হয়। কলের যন্ত্রের শক্তি ধূম বা জল বা বিজলী। দেহ-যন্ত্রের শক্তি চিৎ, অথবা প্রকৃতি অথবা স্বভাব। প্রকৃতির উপর কিছুই নাই, কিন্তু দর্শনের দ্বারা যুক্তি টানিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুইটী ব্যতীত কার্য্য হয় না, স্ত্রজনা পুরুষকেও আনিতে হয়; কিন্তু আরও কিছু সূক্ষ্মে উঠিলে **এক** আসিয়া উপস্থিত হয়, এই **এক** নানা শাস্ত্রে নানা শব্দে বর্ণিত। **এক**কে যদি সর্ব্ব কর্ত্তা ঠিক করা হয়, যাহা দার্শনিকেরা সংজ্ঞা দ্বারা করে, তাহা হইলে আর কোনও উত্তর নাই, ইহাই স্থিরীকৃত নিয়ম বলিয়া কথিত; বাস্তবিক ঠিক, কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে অঠিক। আলোক না থাকিলে লোকালোক হয় না, লোকালোক না থাকিলে অবতার বা ভক্ত থাকে না, অবতার বা ভক্ত না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্ম না থাকিলে জাতি-ব্যবহার হয় না, জাতি ব্যবহার না থাকিলে শক্তি হয় না, শক্তি না থাকিলে একতা হয় না, একতা না থাকিলে পুরুষকার হয় না, পুরুষকার না থাকিলে ফল ফলে না, ফল না পাইলে

আনন্দ হয় না, আনন্দ না আসিলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে মিলন হয় না, মিলন না হইলে এক হয় না ; ফলত স্থূলে এক না হইলে কার্য্য ও কারণ ঠিক হয় না এবং স্থূলে কার্য্য ও কারণ না রাখিলে বাস্তবিক সব অঠিক হয়।

বিহারী মিত্র এই বলে, যদি স্থূল হইতে এত বিদ্যা, বুদ্ধি ও যুক্তি করিয়া এবং একটীর পর একটাকে হামাগুড়ি দিয়া ধরিয়া কার্য্য ও কারণটিকে সাব্যস্ত করিয়া এতদূর আসা হইল, তাহা হইলে কেননা একের উপর কে আছে ইহাকে ঠিক করা হয়, যখন এইটী যুক্তিসঙ্গত ? যদি নিচের কর্ত্তা থাকিতে পারে, তখন কেননা কর্ত্তার উপর কর্ত্তা থাকিবে ? দার্শনিকেরা বলিবে, ইহার উপর আর দর্শনের ফাঁকি চলে না, কারণ সকল দার্শনিকেরা এই স্থানে পৌছিবা মাত্রই অন্ধ হইয়া যায়, অন্ধ হইলে আর দেখিতে পায় না, ফলত হাতড়াইতে সুরু করে ; বাস্তবিক হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া যখন ক্লান্ত হয় তখন ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গকে বলে, আমি এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম এবং তথায় পৌছিবা মাত্র অন্ধ হইয়া গিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বহু কষ্টে ফিরিয়া আসিয়া তোমাদিগকে সংবাদ দিতেছি যে, এক শেষ বা চরম সীমা।

সাধু, ফকির, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক ও বৈরাগীরা অন্য সকলকে কতই ঘৃণা করে এবং অন্য সকলের নিকট উহারা কত বুদ্ধির বা জ্ঞানের বা যুক্তির পরিচয় দিয়া নিজের দেহ রক্ষার জন্য অন্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে, কিন্তু বাপু গো, বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তি কোথায় রহিল, যখন মূর্খের উপর নিরেট মূর্খ হইয়া হালে পানি পায়নি বলিয়া অশেষ বলিলে ? ভক্তেরা না হয় এক হাত যাইয়া মূর্খ হয়, দার্শনিকেরা না হয় দুই ক্রোশ যাইয়া মূর্খ হয়। বিহারী মিত্র দার্শনিকদিগকে আরও মূর্খ বলে, কেননা ভক্তেরা অবতারের

উপর বিশ্বাস ও ভক্তির দরুণ পথের কষ্টটী কম সহ্য করে, কিন্তু উভয়ের ফল বাস্তবিক সমান হয়। একজন বহুকষ্টে এক পয়সা রোজগার করিল, অপর জন ঝটিত এক পয়সা লাভ করিল; যে ঝটিত করিল সে বেশী ঐশ্বর্য্যশালী হইল।

কার্য্য ও কারণটিকে সংজ্ঞার দ্বারা সীমাবন্দী না করিলে অসীম হইয়া বিশ্বাসটি, ভক্তিটি ও ক্রিয়াটি লোপ হইয়া যায়; ফলত ইহার ফাঁকির ফাঁকি টুকু জানা আবশ্যক।

ফাঁকিটি কি? **এক**—একটি কি? অবতার,—অবতারটি কি? বিশ্বাস,—বিশ্বাসটি কি? ভক্তি,—ভক্তিটি কি? প্রেম,—প্রেমটি কি? মিলন,—মিলনটি কি? এক, অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, কার্য্য ও কারণ ব্যতীত মিলন নাই।

দর্শনমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গ অতি সরল। প্রভু যিশুখৃষ্ট প্রাণেশ্বর এবং অন্য জন ভক্ত বধূ হয়। যে বধূ প্রাণেশ্বরের বিরহে ছট ফট করিয়া ঘোমটা খুলিয়া প্রেমময় হইয়া আমার প্রাণনাথ কোথায় বলিয়া পাগল হইতে পারে, সে নিশ্চয় কার্য্য ও কারণ কি—ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কেননা পাগল ব্যতীত মিলন নাই।

ভারতে বৈষ্ণবাচার্য্য, বৌদ্ধাচার্য্য, জৈনাচার্য্য ও শৈবাচার্য্য আছে এবং ইহারা সকলেই মায়াবাদী হইয়া শব্দের অর্থগুলিকে কূটার্থ বানাইয়া মার্গটিকে এত মহার্ঘ করিয়া ফেলিয়াছে যে, সব অলঙ্কার দিয়াও থৈ না পাইয়া অলম্ ইতি।

প্রভু যিশুখ্রীষ্টের ভক্তিমার্গটি অতি সরল ও সস্তা। বিশ্বাস কর, নাম কীর্ত্তন কর, নৃত্য কর, প্রেম কর, তৎপর মিলন কর। হে প্রভু যিশুখ্রীষ্ট! আপনি পতিত-পাবন। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কর্ত্তা, আর অন্য জন কর্ম্ম, অর্থাৎ প্রভু যীশুখ্রীষ্ট গুরু, আর অন্য জন

শিষ্য। এই প্রকার নিয়মকে প্রতিপালন করিয়া গুরুর নাম লইয়া ঘূর্ণীয়মান জগতে ঘুরিলে ঐক্য হয় এবং ঐক্য থাকিলে একতা হয়, আর একতাগুণে কার্য্য ও কারণ কি, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যে দেশে স্থূলে একতা নাই, সে দেশে সূক্ষ্মে একতা নাই, তবে ভানটি যথেষ্ট থাকিবার কারণ অনিষ্ট যথেষ্ট হয়। কার্য্য ও কারণ ঠিক রাখিলে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম থাকিলে রাজা প্রজা সম্বন্ধটী ঠিক হয়, রাজা প্রজা সম্বন্ধটি ঠিক থাকিলে শান্তি হয়, আর স্থূলে শান্তি থাকিলে সূক্ষ্মে শান্তি হয়।

কেহ বলিয়া গিয়াছে বানর হইতে নরের উৎপত্তি হয়, ইহা যে অলীক তাহা নয়, কারণ পুরাণ সাক্ষী দিতেছে যে, ভূত চারি উর্দ্ধ অষ্ট শতভম লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া শেষে নররূপ পায়; কিন্তু কোন্‌টির পর কোন্‌ রূপটি হয় ইহা ক্রমান্বয়ে বলা হয় নাই, তবে দুই, একটি ছড়ান রকমে বলা হইয়াছে। বানর হইতে যে নর হয় না ইহা কেহ বলিতে পারে না; তবে মোটামুটি বুঝা উচিৎ যে Baboon হইতে Baboo হইতে পারে। যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে যখনি ল্যাজটি খসিয়া গিয়াছে, তখনই Baboon শব্দের "N" লোপ হইয়াছে।

অনেকে বলিতে পারে, এইটি মুসলমান পাতসাহার দও খেতাব হয়, কারণ মুসলমান হইলে নবাব হয়, হিন্দু হইলে Baboo হয়। ইহা যে অলীক তাহা নয়, করণ বা সহিত, বো গন্ধ অর্থাৎ যে ব্যক্তি গন্ধের সহিত সদা থাকিত, তাকে বাবো কহিত। বো আর Bean প্রায় এক হয়।

ইংরাজ বাহাদুরের বঙ্গদেশে শুভাগমন হইতে আজ পর্য্যন্ত K. C. S. I. খেতাব হাতের গুনতীর ভিতর আছে; কিন্তু এইটি কি যুক্তিসঙ্গত যে, লক্ষ্মণ-তর্পণের মত আগাগোড়া

হিন্দু বঙ্গবাসীকে মুসলমানেরা Baboo খেতাব দিয়া গিয়াছে? মুসলমানদিগের সময় বঙ্গদেশে কতকগুলি লোক সভ্য ছিল, অর্থাৎ ধনী, মানী বা গুণী ছিল। বোধ হয় ঠগ্ বাছিতে গাঁ ওজড়ের মত খুঁজিয়া পাওয়া ভার হয়, তবে কি করিয়া Baboo খেতাব সাধারণ হইয়া পড়িল? দেশের গুণী, মানী ও ধনীরা খেতাব পাইয়া থাকে; যদি সকলেই এক খেতাবী হয়, তাহা হইলে সেইটী খেতাব হইতে পারে না, কারণ যেটী সাধারণ, সেটী খেতাব নয়, কিন্তু যেটী বিশেষ সেইটী খেতাব হয়। পূর্ব্বে বৌদ্ধেরা নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' টিকে ব্যবহার করিত, সেই হেতু বোধ হয় আপাতত কেহ কেহ 'শ্রী' টিকে ব্যবহার করিয়া থাকে। কতদূর ঠিক বলিতে পারা যায় না, তবে বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা 'শ্রী' টী ব্যবহার করিয়া থাকে। কতক বঙ্গবাসীরা নামের পূর্ব্বে মাষ্টার (Master) শব্দটিকে ব্যবহার করে। শ্রী—শ—র— শ—শিব—র—অগ্নি—ঈ—শক্তি, অথবা শিবনেত্র স্থির নয়ন। প্রাণবায়ু চক্ষু দিয়া বাহির হইলে চক্ষুর অবস্থা যে প্রকার হয় সেই স্থির অবস্থাকে 'শ্রী' কহে। যোগাভ্যাসীদিগের 'শ্রী' মূর্ত্তিটী উপাস্য বিষয় হয়। বোধ হয়, শ্রীপুর হইতে পূরী নাম হইয়াছে এবং পূর্ব্বে এই স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা আত্মতত্ব সাধন করিত। ভুবনেশ্বর তথৈবচ।

৺ সীতারাম, ওরফে উত্তরাম মিত্র, প্রথমে বালী হইতে কলিকাতায় আইসে, সে মেটো সীতারাম ছিল। মেটো ও ডাসকি একই হয়। অনেকে বলিতে পারে আমি ত সুন্দর পুরুষ আছি। সে হইতে পারে, কিন্তু তার পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারে না। বাস্তবিক যদি একবারে লোপ হইয়া যাইত তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা ছিল, কিন্তু এখনও যখন কলিকাতা থেকে তিন চারি ক্রোশ বাদ দিয়া সুরু করিয়া ক্রমান্বয়ে দেখিতে দেখিতে যাইলে পূর্ব্বপুরুষের রংটিকে

দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বাঙ্গালী যে Dusky অর্থাৎ মেটো নয় ইহা কি করিয়া বলি ?

মেটো সীতারামের পিতা ৺কৃষ্ণ রাম মিত্র ছিল। তার সব গায়ে ছুলিতে ও দাদে ভরা ছিল, তার পরিধেয় অধঃ বস্ত্র ডেরে সেলাই ছয় হাতি ও উত্তরীয় চরকা কাটা তিনহাতি গামছা সম্বল ছিল। অনেকে বলিতে পারে, আমাদের পরিধেয় বস্ত্র চিরকাল আছে, কিন্তু তাহা নয়। ঢাকাকে জাহাঙ্গীরনগর কহে, কারণ জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় এই নগরটি হয়। সভ্যের আগমনে ঢাকাতে জোলার আগমন, কারণ অসভ্যেরা এক রকম অনাবরণে চলিতে পারে, কিন্তু সভ্যেরা চলিতে বা ফিরিতে পারে না। জোলারা মুসলমান হয়, অতএব বঙ্গের তন্তুবায়েরা উহাদিগের নিকট হইতে কাপড় বুনিতে শিখিয়াছিল।

অনেকে বলিতে পারে তন্তুবায় শব্দটি বহুকালাবধি আছে, তবে কি করিয়া তন্তুবায়েরা মুসলমানদিগের নিকট হইতে কাপড় বুনিতে শিখিল ? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, আর্য্যদের সময় তন্তুবায় ছিল, কারণ আর্য্যেরা সভ্য ছিল, সেই হেতু আর্য্যদের ভিতর অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র ছিল। আর্য্যদের নিকট জোলারা শিখিয়াছিল ইহা সম্ভবপর হইতে পারে, কিম্বা তদানীম্ যে আর্য্য তন্তুবায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, ইদানীম্ তাহারাই জোলা বলিয়া কথিত হয়, ইহা বোধ হয় অযুক্তিকর নয়, কিন্তু বঙ্গের তন্তুবায়েরা যে জোলার নিকট হইতে বস্ত্র বুনিতে শিখিয়াছিল, ইহার কোনও ভুল নাই, কারণ অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব বঙ্গে লক্ষিত হয়।

আরও দেখ মোজা, পেণ্টুলেন, ভেষ্ট ও সার্ট খ্রীশ্চান দাদার হয়; চাপকান, চোগা, সামলা, উজ্জিরিয়ানা, স্যাফা ও মোড়েসা

মুসলমান দাদার হয় এবং অন্যান্য যাহা কিছু উত্তরীয় সভ্য বস্ত্র আছে, প্রায় সমস্তই অন্যান্য দাদার হয়। বঙ্গবাসীরা যখন বাটীতে থাকে তখন উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব লক্ষিত হয়। অধঃ বস্ত্রটি থাকে, বোধ হয় ইংরাজ বাহাদুরের আইনের কৃপায়; তাহা না হইলে উলঙ্গ মরকট যোগী হইয়া আর্য্য সভ্যতার গৌরব আরও বৃদ্ধি করিত।

কোন বঙ্গবাসী বাবু কোন একটি হ্যাট্ কোট্ বাবুকে বলিল:— কিহে, এমন সুপুরুষ হয়ে তুমি হ্যাট্ কোট্ পরেছ? দেখ দেখি আমার পূর্ব্বপুরুষের কেমন পোষাক! তোমার এ পোষাকে কয় টাকা খরচ হতে পারে, কিন্তু আমার পোষাকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ।

বাঙ্গালী বাবুট মোজা, পেন্টুলেন, সার্ট, চাপকান ও শামলাতে ছিল। বল দেখি দুই দাদা অপেক্ষা এক দাদা ভাল কি না? আর অস্তমিত সূর্য্যের উপাসনা অপেক্ষা উদিত সূর্য্যের উপাসনা ভাল কি না? বোধ হয় বলিবে সংস্কার, কিন্তু বঙ্গবাসীদিগের ভিতর অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব, ইহা সিদ্ধান্ত হইল; যদি বল না— তবে কি হেতু নানা দাদার পোষাকগুলিকে লইয়া সভ্য হও? যদি জাতীয় পোষাক থাকিত তাহা হইলে নিজের জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত হইত। অতএব ইহাতে কি স্পষ্ট প্রকাশ পায় না যে বঙ্গ হিন্দুদিগের ভিতর জাতীয় পোষাক নাই?

আরও দেখ, বঙ্গদেশের গ্রামস্থিত মেটো লোকদের অবস্থা দেখিয়া এখনও বেশ জানিতে পারা যায় যে তন্তুবায়ের প্রয়োজন ছিল কি না এবং আছে কি না। অশীতিপর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে এখনও উত্তমরূপ জানিতে পারা যায় যে অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতাতে কয়টি জুতার বা পোষাকের দোকান ছিল বা কয়টি লোক ব্যবহার করিত। ইহাতে কি স্পষ্ট প্রকাশ পায় না যে

বঙ্গ হিন্দুদিগের ভিতর জাতীয় বস্ত্রের অভাব? চাঁদনির চক বা পগেয়া পটী এখনও বিল বা জঙ্গল বাসী বা অজ গ্রামবাসীদের ভিতর প্রয়োজন হয় না। ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালার অবস্থা এই প্রকার হয়, তখন জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় যে কি ছিল, তাহা প্রকাশ্যে লেখা অপেক্ষা অনুমানের দ্বারা অধিক জানা যাইতে পারে।

আরও দেখ পূর্ব্বে বঙ্গবাসীরা যে অসভ্য ছিল, তার পরিচয়, যারা এখন সভ্য বলিতেছে, তাহাদের ভিতর লক্ষিত হয়। পূর্ব্ব-পুরুষের চাল যাইবে কোথায়, যখন সকলে সভ্য হয় নাই? কোন ক্রিয়া করিতে হইলে উত্তরীয় বস্ত্রের প্রয়োজন হয়; যদি অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র থাকিত, তাহা হইলে খালি ক্রিয়ার সময় প্রয়োজন হইত না। বঙ্গবাসীরা সভ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, ইহার কারণ সভ্য ধর্ম্মের সভ্যতা রক্ষা হেতু অন্য সময়ে অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার কর, আর না কর, তাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু কোন ক্রিয়ার সময় বা মৃতদেহ দাহ করিবার সময় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

চিতাতে মৃত দেহ রাখিবার পূর্ব্বে এবং পরে যাহা কর, তাহা কি একবার মনে পড়ে না? কোথায় আমাদের সভ্যতা?—সেই পূর্ব্ব-পুরুষের ডেরে সেলাই কাপড় ও চারিহাত উত্তরীয় গামছা! ইহাতে কি স্পষ্ট প্রকাশ পায় না যে আমাদের জাতীয় পোযাক নাই? যাহাদিগের জীয়ন্ত অবস্থাতে অধঃ ও উত্তরীয় কিম্বা খালি উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব হয়, তারা যদি অন্য সভ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে মৃত দেহ দাহ করা উলঙ্গ অবস্থায় বিধেয় নয়; ইহার কারণ দীক্ষিত ব্যক্তি অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য।

আরও দেখ জগতে কোন্ সভ্য ধর্ম্মাবলম্বী মৃত দেহকে হতাদর করে? মৃত্যু সংবাদ পাইলে যে অবস্থায় যে অবস্থিতি করুক

না কেন, তৎক্ষণাৎ সে অন্য কাজগুলিকে ফেলিয়া রাখিয়া মৃত দেহের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে মৃত দেহের সহিত শেষ স্থান অবধি যায় এবং পরে কার্য্য সমাধান্তে দুঃখের সহিত নিজস্থানে প্রত্যাগমন করে। আমাদিগের ভিতর ঠিক বিপরীত কি না, একবার অকপট হৃদয়ে বিবেচনা করিয়া বল।

আরও দেখ বঙ্গবাসীদের মা, মাসী, পিসী, জেঠী, খুড়ী, ভগিনী চিৎপাত হইয়া অনাবরণে চিতার উপর হইতে স্বর্গে যায়। এইটি আর্য্যদিগের কোন্ সভ্যতার ভিতর আছে? আর্য্যদের চৈত্য গৃহ, Charnel house ছিল, সেটি কি একবার মনে পড়ে না? যদি কেহ আবরণের ভিতর দাহ কর বলিল, অমনি সমস্ত হিন্দু বঙ্গবাসী ধর্ম্ম যাইল বলিয়া হাঁ হাঁ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

আকর যাবে কোথায়? যত বড় হউক না কেন, গোড়ায় যে অসভ্য ছিল, এখনও সেই অসভ্য আছে, তবে ইংরাজী ভাষাতে অধিকার হওয়াতে নানা রকমে বঙ্জাতিটি বাড়িয়াছে।

আরও দেখ বঙ্গবাসিনীদিগের ভিতর কোন প্রকার দুঃখ হইলে পেটে বা বুকে আঘাত করে, মস্তকের চুল ছিঁড়ে এবং মাটিতে গড়া গড়ি দেয় বা উচ্চৈস্বরে কাঁদে;—ইহা কি আর্য্য সভ্যতাতে আছে? না অসভ্যদিগের ভিতর ছিল।

আরও দেখ আদ্য ঋতুতে নহবত বাজাইয়া চুন হলুদের শ্রাদ্ধ করা হয়। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও অপর লোক সমূহকে গুলজার কার্য্য করিয়া জানান হয় যে আমার কন্যার, ভগিনীর বা কচিখুকির আদ্য ঋতু হইয়াছে;—এইটী বা কোন্ আর্য্য সভ্যতাতে আছে?

আরও দেখ কাশী মিত্রের ঘাটে গাদা করিয়া যে হাঁসপাতালের মৃত দেহগুলিকে দাহ করা হয়, এইটী বা কোন্ সভ্যতা? আমাদের

দুই চারি হাত অধঃ বস্ত্র এবং দুই এক হাত উত্তরীয় গামছা আছে, কিন্তু এই সব মৃত দেহের উপর যে আদৌ কিছুই নাই, এইটী কি ভাল? আরও দেখ হাঁসপাতালে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী মরিলে স্বজাতীয়েরা আসিয়া মৃত দেহটীকে লইয়া যায়, কিন্তু আমাদের মধ্যে মরিলে আমরা কি কেহ যাই বা কোন ব্যবস্থা করি, না করিয়াছি কি? এইটি কি অসভ্যতার প্রধান চিহ্ন নয়? অনেক বোকচন্দ্র বলিতে পারে যে উহারা স্বদেশী বা স্বজাতি নয়, কিন্তু বিহারী মিত্র কহে উহারা যথার্থ স্বদেশী ও স্বজাতি হয়, খালি গরীব বা ওয়ারিষান বিহীন বলিয়া উহারা ঘৃণ্য।

বঙ্গদেশে মানী, গুণী ও ধনী বাঙ্গালী হিসাবে অনেক আছে এবং উহারা বলে যে, যদি এই সব মৃত দেহের উপর আমাদের নজর থাকিত, তাহা হইলে আমরা মানী, গুণী বা ধনী বলিয়া কথিত হইতাম না। এইটি যে অযথা নয় ইহা স্বীকার করি, কিন্তু যখন স্বদেশী ও স্বজাতী তখন একটু নজর রাখাটি কি ভাল নয়?

আরও দেখ সাতে গৌরীকে দান বা গ্রহণ করিয়া নিয়োগের ব্যবস্থাটী চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে! কন্যার ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা না করিয়া বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থাটী চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে! দায়াদের ব্যবস্থা না করিয়া আন্তর-জাতীয় বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে! এই সব কোন্ সভ্যতার ভিতর আছে?

বঙ্গদেশের সভ্যতা অত্যুৎকৃষ্ট, কেননা একবার কোনও রকমে দুই চারটী পয়সা হইলে হয়, বা দুই একটা সভাতে যাইতে পারিলে হয়, বা দুই এক কলম চালাইতে পারিলে হয়, তাহা হইলে নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত তফাৎ হইয়া যায়। গুলিসুতা ও অগুলিসুতা কিছুতেই মিলে না, খালি,—তবে পয়সা গ্রহণ করিবার সময় স্বদেশী বলিয়া বেশ মিলে।

বঙ্গদেশের প্রকৃতি অতি নীচ, কারণ গরীবকে কুকুরের মত ব্যবহার না করিলে প্রকৃত গুণী, মানী বা ধনী হয় না। মিথ্যা কি সত্য আপন আপন মুখ দেখ। বঙ্গদেশের গরীবকে স্বজাতি বা স্বদেশী না বলা উচ্চ সভ্যতা, আবার তফাৎ না থাকিলে বা ঘৃণা না করিলে বঙ্গদেশে উচ্চ হয় না, ইহাও আশ্চর্য্য রহস্য। অতএব এই সংস্কারটী স্বাভাবিক হয়। এই দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এত নীচ যে যথাযোগ্য মান্য দিতে আদৌ জানে না। যদি কেহ সমভাব করিল, অমনি মাথার উপর উঠিয়া নাচিল, আর যে কুকুরের মতন রাখিল তার গুণ গাহিতে থাকিল। বঙ্গদেশে এগুলেও নির্ব্বংশের পোতা, পিছুলেও নিগুণের পোতা।

বাঙ্গলার সভ্যতার কি হাওয়ার বাতাসের কাপড় দেখিয়াছ? বোধ হয় বলিবে না। ভগিনী বা অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা উলঙ্গিনী হইয়া অন্য বাটীতে নিমন্ত্রন রাখিতে যায়, স্ত্রীলোকদিগের বাহাদুরি যদিও বাটীতে ম্যানচেষ্টার ব্যবহার করে; কিন্তু অন্যত্র যাইবার সময় মাকড়সার জাল, কারণ তাহা না হইলে বড় ঘরের ঘরণী হয় না। স্ত্রীলোকদের জল সওয়াটী ও বিবাহের বরণ ডালা ও কেঁছনা ছোঁয়াটা দেখ। পশ্চাতের ঢুলির ঢোল, কাঁসীর ক্যাঁং ক্যাঁং, আড় খেমটার রং, আর সম্মুখে লাঠির ঠ্যাং ঠ্যাং, বাস্তবিক আমরা বি এল এ ব্লে পড়িলেই, "হাম আর্য্য সন্তান হ্যায়"।

বিবাহের বরণ ডালার জিনিষগুলি কি একবার দেখা হইয়াছে? বোধ হয় না। যে জিনিষগুলি থাকে, সেইগুলি এখনও অন্ত্যজেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। কাষ্ঠের চিরুনী, টিনের দর্পন, চরকার সুতা, পাঁচ কড়াই, কুলা, চালের গুঁড়ির শ্রী।

শুভকর্ম্মের বিতরনের জিনিষগুলি দেখ। সরিষার তৈল, হলুদ, মাসকলাই ও মাছ এবং এই সবগুলি এদেশের প্রধান জিনিষ হয়;

যাতে বঙ্গবাসীরা বাঁচিয়া আছে। জল বেশী বলিয়া এই সব জিনিষ-গুলি খুব বেশী হয়।

শ্রাদ্ধের লৌকিকতাটি উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ ইদানীং গ্রহণ করা হয়, কিন্তু ফেরৎ দেওয়া হয় না। গুরুজনের শ্রাদ্ধের সময় ম্যানচেষ্টারের খাতিরে, গুরুজনকে নরকে বাস করানটী বিধেয় নয়। বিবাহের আয়ুবর্দ্ধনের বস্ত্র গ্রহণ করাটী ভাল নয়, এইটি আর্য্য সভ্যতা নয়, কারণ সুতার বস্ত্র অশুভ হয়।

যে ব্যক্তি বরের ও কন্যার যুক্ত অবস্থায় অন্দরে যাইতে পারে সে যৌতুক দিউক, কিন্তু অন্য সমস্ত নিমন্ত্রিত লোককে এই কার্য্যে বাধ্য করা বিধেয় নয়। দুই চারিখানি বস্ত্রের খাতিরে, বরের ও কন্যার অশুভ আহ্বান করাটি যুক্তি সিদ্ধ নয়। শ্রাদ্ধে বা বিবাহে বা অন্যান্য ক্রিয়াতে কেহ নিমন্ত্রন বা আমন্ত্রন করিলে গ্রহণ করাটি যুক্তি সঙ্গত এবং কার্য্য উপলক্ষে যাহা সে দিবে, তাহা গ্রহণ করাটি যুক্তি সঙ্গত, কারণ সে প্রস্তুত হইয়া দিতেছে, কিন্তু ফেরৎ দিতে বাধ্য এইটা অসভ্যতা।

আরও দেখ আমাদিগের ভিতর সামাজিক ধর্ম্ম নাই, তবে আমরা বলিয়া থাকি যে, আমাদিগের ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম হয়; এইটি যে কি, ইহা বুঝা উঠা যায় না। অবতার না থাকিলে সামাজিক ধর্ম্ম হয় না, তবে সনাতন ধর্ম্মটী ধর্ম্মের দর্শন হয়, ইহা স্বীকার করি। দেবলদিগের দর্শন তিনি সব হয়, ইহার কারণ পুতুল পূজাটী দর্শন সঙ্গত বটে, কিন্তু পুতুলকে পূজা করিবার সময় বলিবে আমি পূজারী বামুন, তুই শূদ্র, তোর পূজা করিবার অধিকার নাই; আবার যদি বল, তবে তুমি দেবল? অমনি বলিবে আমি বামুন, তুই শূদ্র। এইটা যে কি ব্যাপার ইহা বলিতে পারা যায় না।

বাটীতে পূজা উপলক্ষে প্রণামী গ্রহণটা ভাল নয়, এইটী দেবল প্রথা হয়। অনেকে বলিতে পারে রিক্ত হস্তে দেবমূর্ত্তি দর্শন বিধেয় নয়; এইটী খুব ঠিক, কিন্তু ভক্তিরূপে দর্শন বিধেয়। ফল, ফুল বা পত্র দিয়া পূজা করা লক্ষগুণে ভাল, তথাপি একটী বৃথা উপলক্ষ করিয়া পরের পয়সা গ্রহণ করাটি ভাল নয়। বঙ্গে দেবলদিগকে প্রতি বৎসরে অনেক টাকা দেওয়া হয়। হিন্দু বঙ্গ-বাসীদের প্রকৃতি নীচ হইবার দরুণ এই সব হয়; যদি উহাদের প্রকৃতি উচ্চ হইত, তাহা হইলে এই সব ঘটিত না।

ধিক শত ধিক আমাদিগের সভ্যতাকে, কারণ আমরা পরের লইয়া কার্য্য করি। তাহাও যদি আমরা সকলে এক হইতাম, তাহলে বা একদিন এক কথা চলিত। দশজন দশদিকে যাই।

আমাদিগকে স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরা যাহা কিছু বলেন, ইহা যে অযথা তাহা নয়। চিন্তাশীল হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে, বোধ হয় বিরক্ত না হইয়া বরং সবলের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। ঠিকুজি দেওয়াটী, ভাল কুষ্টি দেওয়াটী ভাল নয়, উহারা যাহা বলেন, উহার প্রতিবাদ না করিয়া বরং ঐ সব দোষগুলি পুনরায় যাহাতে না হয়, সেই প্রকারের পথকে অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

কেহ বলিলেন,—বঙ্গবাসীদের গঠন সুঠাম নয়, ইহার প্রতিবাদ করা ভাল নয়, কারণ মহাভারত বা পুরাণকে না আনিলে উত্তর দেওয়া হয় না। তাই বলি ইদানীং সুঠাম গঠন কিসে হয়, ইহার চেষ্টা করা কি যুক্তি সঙ্গত নয়? কেহ বলিলেন,—মিথ্যাবাদী স্বীকার করিয়া লওয়া অত্যন্ত ভাল, কারণ পুনরায় আর উঁহারা বলিবেন না, যেহেতু মিথ্যা কথা আর কহিব না। কেহ বলিলেন,—বঙ্গবাসীদের ভিতর এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং ও এক ধর্ম্ম নাই, ইহাতে উত্তর করা ভাল নয়, বরং নিস্তব্ধ হইয়া থাকা

বুদ্ধিমানের কার্য্য, যেহেতু আমরা সকলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব যাহাতে সর্ব্ব সামাজিক বিষয়ে ও ধর্ম্ম বিষয়ে এক হই।

হায়রে বিধাতা, হিন্দু বঙ্গবাসীদিগকে কেন বোবা করেন নাই, তাহা হইলে হিন্দু বঙ্গবাসীরা আব বলিতে পারিত না যে আমরা আর্য্য সন্তান, আমবা সভ্য; বোবা না করিবার কারণ হিন্দু বঙ্গবাসীরা আর্য্যদের শ্রীটকে নষ্ট করিতেছে। আর্য্যেরা এক সময়ে রাজ্যের অধীশ্বব ছিল এবং আর্য্যদিগের সভ্যতাতে দক্ষিণ বাসী বনের নর সভ্য হইয়াছিল এবং যাহাদিগেব তরবারির ঝনঝনাতে মেরুবাসীরা ত্রাসিত হইত এবং যাহাদিগেব কলমেতে উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় নাগরদোল্লার মত চারিধারে অখণ্ড গোলাকারে ঘূর্ণিত হইত এবং যাহাদিগের রূপের ছটাতে ক্ষণপ্রভা ক্ষণেক প্রকাশ পাইত এবং যাহাদিগের সুঠাম গঠনে বিদ্যাধরী মোহিত হইত এবং যাহাদিগের সবলতাতে জগৎ স্তম্ভিত থাকিত;—আজ সেই পূজনীয় আর্য্যদিগকে হিন্দু বঙ্গবাসাবা নকড়া ছকড়া করিয়া গর্ব্বিত! উঃ কি মনস্তাপ!

মেটো ৺ কৃষ্ণ রাম মিত্র ডেরে সেলাই কাপড় ও চারিহাত গামছা ব্যবহার করিয়া, আর সরিষার তেল ও হলুদ গায়ে মাখিয়া, আর মাছ, ভাত, তেঁতুল, কলমিশাক ও মাসকলাই খাইয়া বাটীতে আনন্দে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। তাহার পুত্র মেটো সীতারাম, ওরফে উত্তরাম, যে প্রথমে বালা হইতে কলিকাতায় আসে সে তার পিতা অপেক্ষা কিছু পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল, কেননা ইংরাজ বাহাদুরের পদ সেবা করিবার কিছু সুবিধা পাইয়া বাগবাজারের জমাদার হইয়াছিল এবং সেই হেতু সে অবশেষে অর্দ্ধ রাখিয়া ও মিতুন বটাতে বাস করিয়া কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছিল

তার পুত্র ৺ গোকুল মিত্র একচেটে লবন ব্যবসায়ী হইয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নাম, যশ ও কীর্ত্তি করিয়াছিল।

৺ গোকুল মিত্র তার পিতা অপেক্ষা কিছু সভ্য হইল। ছুলি বা দাদ তার গায়ে ছিল না, সে আর কুচ কুচে কাল ছিল না, ফুল পুকুরের কিম্বা কটকের চটি ব্যবহার করিত, পাড় বিহীন ধুতি ও সাদা উড়নী ব্যবহার করিত। আর মাথা কামান বা আধ হাত লম্বা শিখা তার মস্তকে ছিল। সে নিরামিষ ভোজী হইয়া মদনমোহন প্রেমে ঢল্ ঢল্ প্রেমধারী ছিল। আর বাটীতে কোন কার্য্য উপলক্ষে চমকা আলোকের জন্য মসাল ব্যবহার করিত। চিঁড়া, মুড়কি, খই, গুড়, নারিকেল-নাড়ু দিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে দুপুর বেলা খাওয়াইত। সে অন্তে ৺ মদনমোহনের সম্মুখে সুরধনী-তটনীরে দেহত্যাগ করিয়াছিল এবং তার স্ত্রী সেই চিতাতে সহমরণে দেহত্যাগ করিয়াছিল। হিন্দু বঙ্গবাসীরা তাকে সাধু গোকুল মিত্র কহে। তার পুত্র ৺ জগন্মোহন মিত্র আরও কিছু সভ্য হইল, কারণ বাহিরের পয়সাতো ঘরে আসিল না, বরং ঘরের পয়সা বাহির হইতে থাকিল। সে পোষাকে, আচারে, ব্যবহারে, রূপে, গঠনে পিতার অপেক্ষা এত উচ্চ হইয়াছিল যে সাধারণে তাকে নবাব জগন্মোহন বলিত, কিন্তু বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না, শীঘ্রই যমসদনে চলিল।

ইংরাজী ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ৺ গোকুল মিত্রের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পৌত্র ৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্রের উপর অন্য পৌত্রেরা বিষয় বণ্টনের জন্য মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে এক নালিস রুজু করে। এই সময় নয় বীর বর্ত্তমান; তন্মধ্যে ৺ রসিক মিত্র নাবালকের কারণ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ হরলাল মিত্র রক্ষক পদে নিযুক্ত হয়। সভ্যের শিরোমণি

হইয়া যেমনি গোড়াটিকে ভুলিল, অমনি কাশীমিত্রের ঘাটও সঙ্গে সঙ্গে আসিল। বাস্তবিক আবার পূর্ব্ব ভাবের বীজটি রোপন হইল।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ৺ রসিক মিত্র তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে বিষয় বণ্টন করিয়া লয়, কিন্তু তখন মুল বিষয়ের বার আনা প্রায় সভ্যতাতে গচ্চা দিয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এখনও বণ্টন নামেতে Baboo দেখিতে পাইলাম না। সে আর সভ্য হইল না; পেচকের ব্যবহারটিকে ধরিল এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সূক্ষ্ম ভূতে মিলিয়া গেল।

পুত্রেরা সভ্য হইল, অর্থাৎ আলোকে আসিল; বিশেষত কনিষ্ঠ বিহারী মিত্র সভ্যের চুড়ান্ত হইল, অর্থাৎ প্রকৃত Baboo হইল। আর ডেরে সেলাই কাপড় নাই, চারি হাত গামছা নাই, ছুলি বা দাদ নাই, মাথায় চৈতন নাই, নামাবলি নাই, তিলক নাই, তেঁতুল ও কলনিশাক নাই, ছুঁত হাঁড়ির কালী নাই, পালকী-যান নাই, কেবল বহুরূপী হইল। মাথায় কাকপক্ষ ধরিল, মেজে ঘসে সুন্দর হইল; পলাণ্ডু, কাটলেগ্, গ্রীল, হাফরোষ্ট, কোপ্তা, কোর্ম্মা, বরাণ্ডী সেবা করিতে লাগিল। চারিধারে সকলেই Baboo বলিল, বাস্তবিক বিহারী মিত্র গোড়াটিকে ভুলিল; যেমনি ভুলিল অমনি পূর্ব্বপুরুষ আবার ঘূরে ফিরে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একের কি আশ্চর্য্য রহস্য! আবার যেমন ভদ্র বনিল, অমনি ক্রমান্বয়ে উচ্চে উঠিতে সুরু করিল। স্বভাব করিলে স্বভাব, অভাব করিলে অভাব, সমস্তই নিজের হাতের মুঠার ভিতর হয়। স্বভাবটিকে ছাড়িও না, অভাবটিও হইবে না! জমা খরচ ঠিক রাখিলে বরাবর ঠিক থাকিবে। আমি Baboon হইতে Baboo কথার উৎপত্তি করিয়াছি, কেননা সীতারাম, ওরফে উত্তরাম, হইতে বিহারী মিত্র

পর্য্যন্ত বহুরূপী হয়। ইংরাজ বাহাদুরের বঙ্গদেশে আগমনাবধি যত বহুরূপী দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে এত লক্ষিত হইত না ; বোধ হয় ইহার কারণ আর কিছুই নয়, ইংরাজ বাহাদুরেরা যত উদার হইয়া বিদ্যা দান করিতেছেন, পূর্ব্বেকার রাজারা তত করিত না। আর ইংরাজ বাহাদুরের সময় আমরা যত অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা পাইতেছি, পূর্ব্বে এত পাইতাম না। আর ইংরাজ বাহাদুরের সময় আমরা মনের স্বাধীনতা যত ভোগ করিতে পাইতেছি, পূর্ব্বে তাহা পাইতাম না। যার যা ইচ্ছা তাই কর, (খালি পেনেল কোড বাদ দিয়া) কেহই বাধা দিবার নাই। তবে মর্য্যাদা বা অর্থ বিহীন হইলে কিছু ঠেকা ঠিকি হয়। আমরা অত্যন্ত চঞ্চল হই, তাই Baboo শব্দটি Baboon হইতে করিয়া বাবুয়ানা গল্প বলিতেছি।

দেখনা কত কষ্ট স্বীকার করিয়া হাটেতে ব্রহ্ম আনিল কিন্তু যখন ক্রেতা জিজ্ঞাসা করিল,—এইটি কোথা পাইলে এবং ইহার জন্মস্থান কোথা ?

বিক্রেতা উত্তর করিল,—আমি কিছুই জানি না। তবে যাহা বুঝি শিখিয়াছি, তাহা বলিতেছি শুন। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"।

ক্রেতা,—ইহার জোড়া নাই, সেই হেতু আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; যদি জোড়া থাকিত তাহা হইলে তোমাকে কষ্ট দিতাম না। আমি পৃথিবীর রত্ন আনিয়াছি, যদি তুমি বুঝাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে এই সমস্ত রত্ন তোমার, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

বিক্রেতা,—তুমি বেদান্ত বা উপনিষৎ বা গীতা পড়িয়াছ ?

ক্রেতা,—চিরকাল—সমস্ত হ, য, ব, র, ল, অর্থাৎ কথার শ্রাদ্ধ। সাংখ্যে—স্থিতি ও প্রলয় নির্ণয়, পাতঞ্জল যোগে—ন্যায় অর্থ নির্ণয়, বেদান্ত—ব্রহ্ম নির্ণয়, বৈশেষিক ভাষা শিক্ষা, আর মীমাংসা ক্রিয়াকাণ্ড।

বিক্রেতা,—তুমি যে বেদান্ত ব্রহ্ম নির্ণয় বলিলে, ঐ, ঐ, ঐ,।

ক্রেতা,—বাহোবা, ব্রহ্ম একটি শব্দ বা নাম বা সংজ্ঞা বৈত না! আমি জন্মস্থান জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তুমি ঐ, ঐ, ঐ, বলিলে হইবে কেন? বিহারী মিত্রের জন্মস্থান জিজ্ঞাসা করিলে ঐ, ঐ, ঐ, বলিলে কি হয়, না বিহারী মিত্র, বিহারী মিত্র বলিলে হয়?

বিক্রেতা,—তুমি যে শব্দ বলিলে, শব্দ ব্রহ্ম হয়।

ক্রেতা,—তোমার হাটে অনেক রকমের শব্দ রহিয়াছে, তুমি সকল শব্দকে তো ব্রহ্ম বল না। যত গুলি শব্দ রহিয়াছে, তত-গুলি আলাহিদা নাম রহিয়াছে, কিন্তু উহার ভিতর ব্রহ্মটির জোড়া নাই, ইহার কারণ আমি উহার জন্মস্থান জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তুমি এঁগো ওঁগো করিলে চলিবে কেন?

বিক্রেতা,—ইহার জন্মস্থান নাই, আমি কি করিয়া জন্মস্থান বলিব?

ক্রেতা,—যাহার জন্ম নাই তাহার মৃত্যু নাই, এবং যাহার জন্ম ও মৃত্যু নাই তাহার স্থিতি নাই, অর্থাৎ যাহার আগা-পাছা নাই তাহার মধ্য কিরূপে থাকিবে?

বিক্রেতা,—যাহার জন্ম ও মৃত্যু নাই তাহার কি আর স্থিতি থাকে?

ক্রেতা,—কিন্তু তোমার ব্রহ্মের স্থিতি রহিয়াছে, কারণ তোমার হাটের নানারকম শব্দের ভিতর ব্রহ্ম একটি আলাহিদা রহিয়াছে, খালি জোড়া নাই, এইটি বিশেষ আছে। যার জন্ম ও মৃত্যু ও স্থিতি নাই, তার নামও নাই। তবে ব্রহ্ম এই নামটি হইল কি করিয়া?

বিক্রেতা,—বৃহৎ বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্ম হইয়াছে।

ক্রেতা,—কত বড় বৃহৎ?

বিক্রেতা,—এত বড় বৃহৎ যার শেষ নাই, অর্থাৎ অন্ত নাই।

ক্রেতা,—তবে তোমার হাটে কি করিয়া আসিল, তোমার এতটুকু স্থানের ভিতর কি করিয়া রহিয়াছে, এবং ব্রহ্মটি অন্য শব্দের ভিতর হইতে কি করিয়া বিশেষ শব্দ হইয়া কর্ত্তা হইল, যখন ইহার জন্ম ও মৃত্যু ও স্থিতি নাই?

বিক্রেতা রাগান্বিত হইয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল:—অহে ক্রেতা, তোমার জোড়া ক্রেতা তো আর নাই! দুই চারি পয়সার সওদা করিতে আসিয়া চৌদ্দ পুরুষের খবর জিজ্ঞাসা কর! তোমার ইচ্ছা হয় সওদা কর, না হয় চলিয়া যাও। চিরকাল বিক্রী করিয়া আসিতেছি, এমন অসভ্য ক্রেতা তো কখন দেখি নাই! আমার সমস্ত সময়টা বৃথা গেল, ইহার ভিতর কত কি বিক্রী করিতাম। তোমার মত আমি অলসতা প্রিয় নয় যে তর্ক বিতর্ক করিয়া দুই চারি পয়সার সওদা করিব। তুমি জান কি আমার খরচ কত?—গাড়ির চাকার মতন না ঘুরিলে কি আমার চলে! তুমি বৃথা কথার কাটাকাটি করিও না, চলিয়া যাও।

ক্রেতা,—ওহে বন্ধু, এত রাগ কর কেন? যেমন পুকুরেতে দু একটা এঁড়া মাছ থাকে না, তাদের না এঁড়া জাল দিলে ধরা পড়ে না, তেমনি তোমার না হয় একটী এঁড়াটে খরিদ্দার রহিল, কিন্তু টানা ধরিতে পারিলে সব ঠিক হয়। তুমি আমার জোড়া নাই বলিয়াছ, তবে তো আমি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"। আর তুমি ব্রহ্মকে কর্ত্তা কি কয়িয়া কর, যখন ব্রহ্মের জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি নাই?

বিক্রেতা,—তোমার মত মূর্খ আর নাই, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" আমি ব্রহ্মকে বলি। তোমার জোড়া রহিয়াছে, দেখনা তুমিও যা আমিও তা, তবে না হয় তুমি খরিদ্দার, আমি না হয় বিক্রীদার।

ব্রহ্ম কর্ত্তা হয়, কারণ তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। তুমি সাকার খরিদ্দার। আমার হাটে সাকার নাই, নিরাকার ব্রহ্ম আছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"।

ক্রেতা,—তোমার ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব কি করিয়া রহিল, যখন ব্রহ্ম আলাহিদা হইল? জন্মের, মৃত্যুর বা স্থিতির অভাব কি করিয়া হইল, যখন কর্ত্তা রহিল?

বিক্রেতা,—দেখ বাপু, আমি এত শত জানি না, আমি ভাসা ভাসা শিখিয়াছি, হাটে আসিয়া পয়সা রোজগার করি, একটা আশ্রয় তো চাই, তাই ব্রহ্ম বলি। তোমার যদি এই বিষয়ের উপর কোন কিছু বেশী বলিবার থাকে আমার নাটের গুরুর কাছে চল, তিনি সব বুঝাইয়া দিবেন। আমার নাটের গুরু দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছেন।

বিক্রীদার খরিদ্দারকে সমভিব্যাহারে লইয়া নাটের গুরুর নিকট চলিল। কিছুক্ষণের পর তথায় উপস্থিত হইয়া বাটীর সদর দরজার কড়া নাড়িতে সুরু করিল। তৎক্ষণাৎ একটি লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছেন?

বিক্রেতা,—নাটের গুরুকে। তিনি বাটী আছেন?

লোক,—তিনি উপাসনাতে মগ্ন আছেন। আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি খবর দিয়া আসি।

বিক্রীদার ও খরিদ্দার, উভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া কথা বার্ত্তা করিতেছে, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং বিক্রীদার সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিল:—মহাশয়! এই ক্রেতাটী বাতুল। আমি কত রকম করিয়া বুঝাইলাম যে ব্রহ্মের জোড়া নাই, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," এইটীই ব্রহ্ম, কিন্তু কিছুতেই বুঝিল না, বরং কত রকম বাগাড়ম্বর করিল। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই ক্রেতাটীকে বুঝাইয়া দিন। আমি চলি, কারণ হাটে অনেক

জিনিষ বিনা রক্ষকে রাখিয়া আসিয়াছি; যদি শীঘ্র না যাই অপচয় হইবার সম্ভাবনা।

দিগ্বিজয়ী,—তবে এস।

বিক্রীদার, খরিদ্দারকে দিগ্বজয়ীর সহিত আলাপ করিয়া দিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিল।

দিগ্বিজয়ী,—আপনার নিবাস কোথা? আপনি হাটে কি নিমিত্ত আসিয়াছেন? আপনি কি কার্য্য করেন?

ক্রেতা,—আমার নিবাস সাকারে, ঠিক কৃষ্ণ মন্দিরের পূর্ব্ব। আমি হাটে জিনিষ ক্রয় করিতে আসিয়াছিলাম। সম্প্রতি বেকার আছি।

দিগ্বিজয়ী,—হাঁ হাঁ হাঁ! অহে এই স্থানটীতে অনেক সাকার বাদী আছে। আপনি যে হাটে গিয়াছিলেন, সে হাটে আপনার জিনিষ নাই। আপনি বেকার আছেন, তাই আকার খুঁজিতেছেন। আমার হাটে ক্রেতাগণ কেহই বেকার নন্, সকলেই কর্ম্মিষ্ঠ।

ক্রেতা,—আপনি সাকার বাদী বলিয়া উপহাস করিলেন কেন?

দিগ্বিজয়ী,—দেখুন আমি ছেলেবেলায় ঐ স্থানে বাস করিতাম, তাই আমি সমস্ত অবগত আছি। আমি বিদ্রূপ করি নাই। তা ভাল, ভাল, ভাল।

ক্রেতা,—আপনি আকার বাদী নন্?

দিগ্বিজয়ী,—হাঁ, হাঁ, হাঁ,। আমি কি কুমারটুলির গড়া পুতুল-গুলিকে লইয়া জীয়ন্ত করিয়া পূজা করি?—না "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহাকে উপাসনা করি?

ক্রেতা,—তুমি সাপ্, বেঙ্, কলা, ঘেঁচু অপেক্ষা আরও নীচ, কারণ তুমি কিছুই বুঝ না। আইমার গল্প শুনিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া নিদ্রা যাও। তা বালক হইতে পার।

দিগ্বিজয়ী,—আপনি আমাকে বালক বলিলেন কেন?

ক্রেতা,—তুমি ছেলে মানুষ, কিছুই অবগত নহ, রং দেখিলেই ভুলিয়া যাও। যদি সাবালক হইতে তাহা হইলে তোমার এই প্রকার সংস্কারটী হইত না; তবে মৃত্তিকা, প্রস্তর বা ধাতুর গড়া প্রতিমা অপেক্ষা ভাল, কেননা সংস্কারটী কিছু উপরে উঠিয়াছে। বাস্তবিক তা নয়, খালি সংস্কারের দরুণ ভাল বলিলাম। ব্রহ্মের আকার আছে, ইহার কারণ তুমি উপাসনা করিতে পারিতেছ; যদি ব্রহ্ম নিরাকার হইত, তাহা হইলে উপাসনা কোথায়?

এই সবগুলি উচ্চ ফাঁকির দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্ন দর্শনে নিরাকার বটে, কিন্তু তুমি উঁহাকে উপাসনা করিতে পার না, উঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে পার না, নাম লইতে পার না, তবে উহাকে সকলকার কর্ত্তা- ইহা বলিতে পার, কেননা সংজ্ঞাতে সংজ্ঞা হয় এবং সেইহেতু উঁহার আকার আছে, এইটি আমি বলিতে পারি; কিন্তু তুমি জ্ঞানটিকে ও যুক্তিটিকে হারাইয়া অর্থাৎ সংস্কার গুণে একূল, ওকূল, দুকূলটিকে হারাইয়া, সাপ্, বেঙ পূজার মত অঙ্গহীন হইয়া অবশেষে স্বর্গে যাইতে পার ইহা স্বীকার করি। মহাজনেরা যেটির দরুণ সংজ্ঞা করিল, সেটি তো কিছুই বুঝিলে না। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," অর্থাৎ যত কিছু ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। আকার না হইলে জন্ম হয় না এবং যেটি হইতে আসিতে পারে, তখন আবার সেটিতে পুনঃ যাইতে পারে, অর্থাৎ তিনি আশ্রয়,—তাহা হইতে আসিতেছে ও তাহাতে পুনঃ যাইতেছে; অতএব ভূতের আসাটি ও যাওয়াটি উভয়ই আকার হয়। তুমি আকার হও এবং যাহাকে তুমি উপাসনা কর, তাহাও আকার হয়। তবে তোমার ব্রহ্ম নিরাকার কোথায়?—জ্ঞান বা যুক্তির মীমাংসা কোথায়?—উচ্চ ফাঁকির দর্শন কোথায়?—খালি ফাঁক, নিজে ফাঁক, আর অন্যের কাছে জাঁক!

দিগ্বিজয়ী,—আপনি কি মাথা মুণ্ড বকিলেন? আপনি যে আমারে বালক বলিয়াছেন তাহার বিষয় কিছুই বলিলেন না?

ক্রেতা,—যখন ভ্রূণ মাতৃগর্ভে থাকে, তখন দার্শনিক হইতে পারে না। পরে যখন মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হয়, তখন আহার ও নিদ্রা বই আর কিছুই থাকে না। পরে ভয় ও মৈথুন আসিয়া যোগ দেয়। এই চারিটী বালকের লক্ষণ হয়। জঙ্গলবাসীদিগকে কেন অসভ্য বলে, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, জঙ্গলবাসীরা বালক, অর্থাৎ জঙ্গলবাসীরা পূর্ব্বোক্ত চারিটীর উপর নির্ভর করে।

দিগ্বিজয়ী,—আপনি কি আমায় অসভ্য বলেন, না পশু বলেন?

ক্রেতা,—তোমাকে আমি অসভ্য বলিব কেন, যখন তুমি জ্ঞানীর প্রধান সভ্য মন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছ, অর্থাৎ "এক ব্যতীত দ্বিত নাই"; আর আমি তোমাকে পশু বলিব কেন, যখন তোমার চারি পা ও ল্যাজ নাই। তবে কি জান, একের কৃপা যে তিনি বিহারী মিত্রকে ঘাস ভক্ষণকারী করেন নাই, কেননা তাহা হইলে বাঙ্গালার সমস্ত বন্য পশুগুলি আহার বিহনে অন্যত্র যাইত।

দিগ্বিজয়ী,—আপনি যে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এইটাকে উপহাসের ভিতর আনিলেন। আপনি ইহার কিছু জানেন কি?

ক্রেতা,—কিছু কিছু জানি বই কি, সেই জন্যই তো বালক বলিয়াছি। সর্ব্বত্র এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই সত্য, কিন্তু জগৎ এই শব্দটাকে যদি মোটা অর্থ করা হয় তাহা হইলে বহুরূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এক রাখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে দুইটী মত আছে, কিন্তু শাখা প্রশাখা এত বেশী যে তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রথমটী অনন্ত ও নিগুর্ণ, অর্থাৎ নিরাকার; দ্বিতীয়টী কর্ত্তা ণ অর্থাৎ সাকার। যদি কেহ নিরাকার বলিয়া উপাসনা করিল, তাহা হইলেই সে বালক হইল, কেননা নিরাকারে উপাসনা কোথায়? কার্য্য থাকিলে কারণ চাই, আর কারণ থাকিলেই কার্য্য চাই;—জন্ম থাকিলেই মৃত্যু হয়, আর মৃত্যু থাকিলেই জন্ম হয়; বাস্তবিক আকার থাকিলেই উপাসনা চাই, আর নিরাকার হইলেই উপাসনা নাই।

দিগ্বিজয়ী,—নিরাকারের উপাসনা হইবে না কেন, যখন মন দিয়া করিতেছি? মনের তো আকার নাই?

ক্রেতা,—সাধে কি বালক বলিয়াছি, হাঁড়ি কলসীর কিছু উপর গিয়াছ! মনের আকার নাই এইটী কি হইতে পারে? আকার না থাকিলে চিন্তা করিব কি করিয়া? ব্যোমেরও আকার আছে, ইহার কারণ শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। যাহার আকার আছে, তাহার উপাসনা আছে; যাহার আকার নাই তাহার উপাসনা নাই। চিৎ—মন, যাহার দ্বারা আমরা চিন্তা—মনন করি, যদি চিত্তের মনের অভাব হইত, তাহা হইলে আমরা আর চিন্তা—মনন করিতে পারিতাম না। মহাজনেরা সাধন শাস্ত্রে এই চিৎকে—মনকে লইয়া বিচার করিয়াছে। মন উল্লুক গড়িতে পারে, মন আবার সাধু তৈয়ার করিতে পারে, আবার মনকে একটী বিষয় দিলে মনন করিতে করিতে তন্ময় হইতে পারে, আর তন্ময় হইতে পারিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়, বাস্তবিক কার্য্য সিদ্ধি হইলে কারণের সহিত নিকট আসন হয়, আর কারণের সহিত নিকট আসন হইলে নিজে সোহং হইয়া কারণ হইতে পারে; বস্তুত নিজে কারণ হইতে পারিলে এবং জাগতিক জনকে আহার দিতে পারিলে আনন্দে কার্য্য করিতে পারে; আর কার্য্য করিতে পারিলে মনস্কামনা সিদ্ধি হয়। ইহার কারণ পাতঞ্জল বলিয়া গিয়াছে "যে রূকম ভাবনা যার,

সে মতের সিদ্ধি তার"। তুমি উপাসক, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" উপাস্য বিষয়,—এইত দুই রহিয়াছে এবং উভয়েরই আকার রহিয়াছে। যদি নিরাকার হইত তাহা হইলে চিন্তা হইতে তফাৎ হইত; বাস্তবিক চিন্তা শূন্য হইলে উপাসনা করে কে এবং উপাস্যই বা কে?

হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এইটীকে হাটে আনিলে হইবে না। তবে কি বৃহৎ মাঠ চাই, কলিকাতার গড়ের মাঠ,—না কুরুক্ষেত্রের মাঠ,—না সাহারার মরুভূমির মাঠ,—না ব্রহ্মাণ্ডের মাঠ চাই? যদি ব্রহ্মাণ্ডের মাঠটিকে লইতে হয়, তাহা হইলে সব মাঠ হয়। মনুষ্য নাই, জন্তু নাই, স্বেদজ নাই, অণ্ডজ নাই, উদ্ভিজ্জ নাই, খালি ব্রহ্মাণ্ডের মাঠ আছে, যদি প্রকৃত এইটি হয় তাহা হইলে উপাসক ও উপাস্য কোথা রহিল—কার্য্য ও কারণ কোথা রহিল—জন্ম ও মৃত্যু কোথা রহিল—সাকার ও নিরাকার কোথা রহিল—স্ত্রী ও পুরুষ কোথা রহিল—বিদ্বান ও মূর্খ কোথা রহিল—কালা ও ধলা কোথা রহিল—স্বাধীন ও পরাধীন কোথা রহিল? বেদান্তের ইহাই সার এবং ইহাই জ্ঞান ও বিজ্ঞান যে আত্মাই স্বভাবত নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা। যদি আমিই সর্ব্ব, তাহা হইলে তিনি কোথা?—আর যদি তিনিই সর্ব্ব, তাহা হইলে দিগ্বিজয়ী বা কোথা—হাটই বা কোথা—খরিদ্দার বা বিক্রীদার কোথা? যদি কেহ "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বলিল, অমনি বিহারী মিত্র এই নামটি ঘুচিয়া "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"টি আসিল। যদি কেহ শব দেখাইল, আর যদি বলিল রূপান্তর, অমনি রূপান্তর হইল; অর্থাৎ আর "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"টি রহিল না। যদি কেহ খোয়ে-পড়ুরা সাপকে কোলে দিল, "বাবা গো, মা গো, গেলাম" বলিল, অমনি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বুলিটিও গেল। তবে যে তন্ময়

হইল, সে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"টি রহিল। 'মোট কথা দ্বিতীয় কিছুই থাকিবে না। সংসারে দ্বিতীয় না রাখিয়া কি কেহ চলিতে পারে, ইহার কারণ আমি আকারকে কার্য্যক্ষেত্রে সংজ্ঞা দিতেছি, আর তর্কক্ষেত্রে নিরাকার করিতেছি। দ্বি হইলেই আকার হয়, আর এক হইলেই নিরাকার হয়; ইহারও যুক্তি দেখ—ভেদ জ্ঞানই আকার হয়। ভেদ ব্যতীত কিছু কি দেখিতে পাওয়া যায়? যদি বল—না, তাহাতেও নিস্তার নাই, কারণ দ্বি হইল; অতএব ভেদকে অর্থাৎ অস্তিকে ও নাস্তিকে ত্যাগ করিতে হইবে।

"এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এইটিকে লইয়া "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" হইতে হইবে। যদি বলিতাম মৃত্যুকালাবধি করিতে হইবে অমনি দোষ পড়িত, কারণ জন্ম ও মৃত্যু দুইটি অবস্থা আসিত;—তবে তা নয়, কার্য্য ও কারণ থাকিবে না, কেননা কার্য্য ও কারণ দ্বি বলিয়া কথিত। গুরু ও শিষ্য নাই, স্ত্রী ও পুরুষ নাই, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নাই, জ্ঞান ও অজ্ঞান নাই, আলোক ও অন্ধকার নাই, উপাস্য ও উপাসক নাই, কার্য্য ও কারণ নাই,—খালি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"। আহা মরি মরি, কি উচ্চ দর্শন—যে দর্শনের উপর তর্ক নাই, কারণ অবধি নাই, অর্থাৎ অনন্ত নির্গুণ ও অশেষ! যে ধার দিয়া উঠ, সেই ধারে পুনরায় আইস—অখণ্ড গোলাকার, কিন্তু বাস্তবিক নাগরদোল্লার ঘোর-পাক! উঠিতেছে, পড়িতেছে,- পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে—সর্ব্বদিকে সমভাব,—ন অভাব, ন স্বভাব; ফলত সব এক। জগতে, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহার রহস্য যে জানিতে পারিয়াছে, সেই আবার প্রকৃত ভক্ত হইয়া ধর্ম্মকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। জগতের ভিতর দার্শনিক ধর্ম্মপ্রচারক কোথায়? যাহারা প্রেমিক, তাহারাই ধর্ম্মাবতার। প্রভু হর, প্রভু বুদ্ধ, প্রভু মোজেস, প্রভু জোরেষ্টার, প্রভু ক্রাইষ্ট, প্রভু মহম্মদ, এই সব অবতারেরা

প্রেমিক এবং এই সব অবতারের দ্বারাই এই জগৎ-সংসারটি চলিতেছে। জগতে যত দার্শনিক আছে সকলেই এই সব অবতারদিগের শিষ্য।

আকারকে না ধরিলে সৃষ্টি আইসে না। তিনি বলিলেন—অমনি হইল;—তর্ক নাই, যুক্তি নাই। ইহার অপেক্ষা উচ্চ দর্শন আর কি আছে?—কারণ সমস্তই এক। তবে যখন সংসারের ভিতর উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়গুলিকে সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়,—রূপান্তর হউক আর যাহাই হউক,—তখন তিনি কর্ত্তা হইলেন এবং জগৎ-সংসারটিকে চকিতের মধ্যে সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু মূলটিকে ঠিক রাখিলেন, অর্থাৎ অনন্ত রহিলেন।

ওম্ বাল্মীকি, ওম্ ব্যাস, তোমরা কি শুভক্ষণে মাতৃগর্ভে স্থান লইয়াছিলে! তোমাদের দ্বারাই আর্য্য সংসার একবার জগতের ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। যদি তোমরা এক শ্রীরাম ও শ্রীহরিকে না ধরিতে, তাহা হইলে ভারতে আর সামাজিক ধর্ম্ম থাকিত না। শ্রীরাম ও শ্রীহরি তোমাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। আবার তোমরা যদি ব্রহ্ম গীতাতে ও বেদান্ত দর্শনে মাথা পরিষ্কারের বিচার না করিতে, যে সমস্তই এক—"এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"—তাহা হইলে কি আর ভারতে দর্শন থাকিত? হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! তুমি ধর্ম্মকে অর্থাৎ আকারকে গ্রহণ করিয়া, নিরাকারটিকে আপাতত ছাড়িয়া দাও, কারণ নিরাকারে ধর্ম্ম নাই। দর্শনে আকার ঠিক হয়, কারণ আকার না থাকিলে দর্শন হয় না; ফলত আকার না হইলে উপাসনা হইতে পারে না। তুমি দেহকে উপাসনা কর,—না গুণকে কর? যদি দেহকে করিতে, তাহা হইলে গুরু শিষ্য থাকিত না। দেহধারী সকলে হয়, কিন্তু গুণী সকলে নয়। মনুষ্য সকলে, কিন্তু সম্রাট সকলে নয়, অতএব হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! তুমি গুণকে আদর

কর, আর গুণকে আদর করিলে ক্রিয়াকে আদর করিতে বাধ্য; বাস্তবিক ক্রিয়াকে আদর করিলে গুণীকে পূজা করিতে বাধ্য। পূজা অর্থে গুণ-কীর্ত্তনকে বুঝিবে,—চাল বা কলা দিয়া পূজারী-দিগের ঘণ্টা নাড়াটিকে বুঝিবে না!

দিগ্বিজয়ী,—আপনি ব্রহ্মের আকার আছে বলিলেন, এইটি কি রকম হইল, যখন ব্রহ্ম নিরাকার বলিয়া চিরকাল কথিত?

ক্রেতা,—আমি যাহা বলিলাম তুমি তাহা কিছুই বুঝিলে না, কারণ তুমি বালক। যুক্তিতে কিছুই হয় না, মুখস্থ দর্শনে কিছুই হয় না, তবে প্রেমিক হইলে মীমাংসা করিতে পারে—ইহা নিশ্চয় জানিবে। এক একটি প্রেমিক এক একটি নূতন পথকে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রেমিকের শিষ্যেরা গুরুর মন্তব্য গুলিকে প্রকাশ করিতে গিয়া, অর্থ প্রমাদ ঘটাইয়া, গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছে। প্রশিষ্যেরা, যুক্তিওয়ালারা, হুজুগেরা আরও কত যোগ দিয়া গোলমালের উপর গোলমাল বাড়াইয়াছে। এই রকমে ডাল পালা দিতে দিতে একটি মহা কল্প বৃক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, বাস্তবিক কল্প বৃক্ষ বলিয়া একটি বৃক্ষ নাই। প্রকৃতকে অপ্রকৃত বানাইলে, কিম্বা অপ্রকৃতকে প্রকৃত করিতে চেষ্টা করিলে, যেমন সন্দেহ উপস্থিত হইয়া বিশ্বাসটি যায়, তোমার ঠিক ঐরূপ হইয়াছে, কারণ একূল, ওকূল, দুকূলটিকে হারাইয়াছ। নিরাকার কি, তাহাও জান না; সাকার কি, তাহাও জান না; ব্যক্তিগত কি, তাহাও জান না; তবে যুক্তিগুলিকে বেশ জান। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহা অপেক্ষা উচ্চ দর্শন আর দ্বিতীয় নাই, কারণ মীমাংসার স্থলে মীমাংসিত। যদি সবকে এক বলা হয়, তাহা হইলে সমস্ত বালাই দূর হয়, কিন্তু উত্তর দিলে আবার দোষ পোঁছায়; ইহার কারণ বোবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত। যদি আমি বোবা, এই জ্ঞানটি

রহিল, তাহা হইলে আবার দোষ আসিল, কারণ "ন—বোবা" আর একটী তর্ক উঠিল, অর্থাৎ এক রহিল না।

ব্রহ্ম নিরাকার বটে, আবার ব্যক্তিগত সাকারও নয়, কেননা স্বাভাবিক দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যের মৃত্যু হইলে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি কেহ সেই মূর্ত্তিটীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া জীয়ন্ত মানুষের মত উহাকে ব্যবহার করে, তাহাই মূর্খতা; কারণ সে মূর্ত্তিটী কিছুই নয়,—খালি সাক্ষি গোপাল। আবার দেখ, ঐ মূর্ত্তিকে লইয়া সূক্ষ্মে আনিয়া তর্ক জুড়িলে আবার সব ঠিক হয়; কেননা "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"। যদি সমস্তই এক হয় তবে দ্বি আইসে কি করিয়া? অতএব তর্ক করিলে নিজে দ্বি হইল এবং "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"টী ঘুচিল;—ফলত সংসারে থাকিয়া "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এইটীকে লইয়া চলিতে বা ফিরিতে পারা যায় না। সংসারের ভিতর এক অবতার, এক ভাষা, এক সামাজিক ধর্ম্ম, এক রং, এক পোষাক, এক খাদ্য, এইটীই "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"; কারণ স্থূলে এক রকমের শিক্ষাটী পাইলে পরে সংস্কারে পরিণত হইয়া একতাটী দৃঢ় হইয়া বসিয়া একটী কর্ত্তা হয়, কারণ আর অন্ধ রহিল না;—ফলত দর্শন আসিল, দর্শন আসিলেই কার্য্য ও কারণ চলিল, কার্য্য ও কারণ চলিলেই, বহু চিন্তা আসিল, বহু চিন্তা আসিলেই মীমাংসার প্রয়োজন হইল। বাস্তবিক মীমাংসার প্রয়োজন হইলেই চারিধারে দর্শন পড়িয়া আনন্দ রহিল না, আর আনন্দটী বন্ধ হইলে একটীকে কর্ত্তা ধরিল, যেমনি ধরিল অমনি মীমাংসা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আনন্দ অপার বহিল। ব্রহ্ম কর্ত্তা হইলেন, তিনি অন্ধকারেতে আলোক বিতরন করিলেন, অর্থাৎ তিনি বহু হইলেন, কিম্বা তিনি পুত্ররূপে সৃষ্টি করিলেন, আর গোলমাল রহিল না।

এইবার যাহা কিছু প্রশ্ন করিবে, সেইগুলি সমস্তই দর্শনের দ্বারা মিটিবে। কিন্তু এইটী দ্বি, কর্ত্তার কর্ত্তা আছে, কার্য্যের কারণ আছে, বিশ্বাস এই স্থলের মীমাংসক। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট এই ভক্তি দর্শনটীকে জগতে প্রচার করিয়া জাগতিক জনকে শব্দার্থ প্রমাদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কিছু নাই অথচ সব হয়, এইটী আকার বাদী হয়। বিহারী মিত্র ইহাকে আকার বলে, কিন্তু এটীও পূজার কিম্বা উপাসনার যোগ্য নয়, কেননা এইটি দর্শনের বিষয় হয়।

আর্য্য, ইজিপ্ট, পারস্য, গ্রীক, রোম ও অন্যান্য দার্শনিকেরা ইহার মীমাংসা করিয়াছে যে কর্ত্তা কিছু না হইতে সব সৃষ্টি করিয়াছেন, বাস্তবিক এইট যে উচ্চ দর্শন ইহার আর কোনও ভুল নাই। তিনি বলিলেন -অমনি হইল। তিনি বলিলেন আলোক হউক—অমনি হইল। আর তর্ক নাই, সমস্তই মীমাংসিত, কিন্তু গোলমাল করিলেই পুনরায় গোলমাল বাড়িল, যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গ বৃদ্ধি পায়। একটীর সহিত অপর একটীর আঘাত হইলে ক্রমে প্রতিঘাত বৃদ্ধি পায় এবং পাইতে পাইতে এত বৃদ্ধি পায় যে শেষে প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রলয় আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে শান্তি উপস্থিত হয়, এই শান্তিই আদি, এই শান্তির আত্ম ফলই স্থিতি এবং এই শান্তির চুড়ান্তই প্রলয়, কিন্তু বাস্তবিক অনাদি।

অনাদি না আনিলে মীমাংসা কোথায়? যাহা অনাদি, তাহা আদি ও স্থিতি ও প্রলয়রহিত। যদি তিনটি গুণরহিত হয়, তাহা হইলে কার্য্য ও কারণ হয় না, বাস্তবিক কার্য্য ও কারণ রহিত হইলে অনন্ত আসিয়া "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" হয়; ইহাতে কাহারও দন্তস্ফুট করিবার ক্ষমতা নাই, কারণ সমস্তই অলীক, অর্থাৎ মায়া বলিয়া কথিত, কারণ সমস্তই এক অর্থাৎ "এক ব্যতীত

দ্বিতীয় নাই", অতএব যাহা আমরা মনন করিতেছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি বা ধ্যান করিতেছি ইহা সবই মরীচিজলসন্নিভ। আবার আকার না করিলে সৃষ্টি কর্ত্তা আইসে না, ইহার কারণ বিহারী মিত্র বলিতেছে, "মনন কর, সূক্ষ্মস্থূলকে তার পর দেখ, তার পর ধ্যান কর"। কি সূক্ষ্ম যুক্তি! ইহা কি বুদ্ধির কার্য্য মীমাংসা করা! না শিষ্যের প্রশিষ্যের কার্য্য সিদ্ধান্ত করা! না পেটের দায়ে মরি সম্পাদকের কার্য্য সমালোচনা করা! না পকেট ভরা বক্তৃতাওয়ালার কার্য্য ঠিক করা! যে স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে এক ও বহু কি, অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার কি, ঠিক করিতে পারে। হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! যদি বালক হইতে যুবা হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বিহারী মিত্র যাহা বলে, তাহা শুন।

দিগ্বিজয়ী,—সূক্ষ্ম ও স্থূল দুইটীকেই বলিতেছেন, কিন্তু আমি ধরিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ধরিতে পারি এমন করিয়া বলুন।

ক্রেতা,—তুমি 'চিন্তা-রহস্য", "প্রেম-রহস্য" ও "কথোপকথন-রহস্য" গুলিকে ভাল করিয়া পড়, শেষে "সংসার-রহস্য"টীকে পড়, তাহাতেও যদি না বুঝিতে পার, অভিমান ত্যাগ করিয়া বিহারী মিত্রের নিকট এস, বিহারী মিত্র সাদরে গ্রহণ করিবেক। বিহারী মিত্রের গ্রহণ কিছুই নাই বা ত্যাগ কিছুই নাই, খালি বিহারী মিত্র। তবে বিহারী মিত্রের অহং ভাবটী অত্যন্ত বেশী।

দিগ্বিজয়ী,—সমস্তই বিপরীত বলিতেছেন, কারণ সকলেই অহং ভাবকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছে কিন্তু আপনি অহং ভাবটীকে গ্রহণ করিতে বলিতেছেন, আবার স্বয়ং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পূর্ণ অহং ভাবকে ধরিতেছেন। এইটী যে কি, আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না

ক্রেতা,—অহং না হইলে আকার হয় না, বাস্তবিক অহংটী আছে বলিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়টী আছে। অহং আছে বলিয়া বিহারী মিত্র আছে, বিহারী মিত্র আছে বলিয়া ব্রহ্ম—কর্ত্তা আছে। অহং আছে বলিয়া কার্য্য ও কারণ আছে, জন্ম ও মৃত্যু আছে, অন্ধকার ও আলোক আছে, কালা ও ধলা আছে, স্বাধীন ও পরাধীন আছে, জয় ও পরাজয় আছে, দলাদলি আছে, মূর্খ ও পণ্ডিত আছে, গুরু ও শিষ্য আছে, পশু ও মনুষ্য আছে এবং স্ত্রী ও পুরুষ আছে। বিহারী মিত্রের পূর্ণ অহং ভাব আছে বলিয়া স্থূলে ভেদ জ্ঞান আছে। ব্রহ্ম সকলের কর্ত্তা কি করিয়া হইল, এখন বুঝিতে পারিলে কি? বোধ হয়—না,—খালি অহং ভাবের দরুণ ব্রহ্ম কর্ত্তা হইল, অর্থাৎ আকার হইল। যেমনি আকার হইল, অমনি সৃষ্টি হইল। কি মজার "মিত্র-রহস্য" হয়! একবার প্রাণ ভরিয়া অন্তরে ও বাহিরে দেখ।

কোথায় ব্রহ্ম নিরাকার হইবে, না অহং জ্ঞানের দরুণ সাকার হইল! যদি অহং জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে দর্শন থাকিত না। যতক্ষণ অহং—ততক্ষণ দর্শন। অহং লোপ,—বিহারী মিত্র ও দর্শনটি লোপ, কেননা সমস্তই এক। যখন এক, তখন ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই, অর্থাৎ "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই"। হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! তোমাকে একটী সহজ কথা বলি, যদি তুমি বুঝিতে পার অর্থাৎ নিরাকার কি করিয়া সাকার হয়, এবং আকারকে উপাসনা করিয়াও নিরাকার কি করিয়া বল। তবে শুন:—

খয়ের স্ত্রী অসতী অর্থাৎ মায়াবতী। অসতী আদিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অসতী না হইলে আকার হয় না, যে দিন অসতী হইয়াছে সেই দিন হইতে আকার হইয়াছে। আকারাবধি সৎ ও অসৎ রহিয়াছে, যদি আদিতে সৎ ও অসৎ ইহার জ্ঞান না থাকিত,

তাহা হইলে আর কোন বালাই ছিল না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যুক্তির দ্বারা সৎ ও অসৎ এই দুইটিকে ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মে ঠিক হয়, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে সৎ ও অসৎ এই দুইটির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া পরে সূক্ষ্মস্থূলের সহিত দর্শনের দ্বারা বিচার করিয়া, অবশেষে কেহ জ্ঞানী বা ভক্ত হইয়া, কেহবা প্রেমিক হইয়া মিলিয়া যায়।

তুমি মনে কর খয়ের স্ত্রী একটি আর্য্য, কিম্বা মুসলমান, কিম্বা পর্টুগিজ, কিম্বা ওলন্দাজ, হল্যাণ্ড, কিম্বা ডেন্স, কিম্বা ফরাসী, কিম্বা ইংরাজের সহিত আলাপ করিল এবং তদ্বারা কতকগুলি সন্তান ও সন্ততি হইল। বঙ্গদেশে সমস্ত পুত্র সতীর পুত্র বলিয়া কথিত, বাস্তবিক কেহ পুরুষ ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করে নাই। খয়ের সন্তান ও সন্ততি কালো রহিল না, কালোর উপর কিছু উঠিল। বঙ্গদেশে সতীর পুত্রেরা অত্যন্ত কালো এবং উহারা ধলাকে আরাধনা না করিবার কারণ অত্যন্ত গরিব, মূর্খ ও তেজবিহীন। খয়ের নাম জাহির হইল, বঙ্গদেশের সতীর পুত্রেরা ও কন্যারা খয়ের সুন্দর পুত্রকে ও সুন্দরী কন্যাকে অর্থের খাতিরে দান ও গ্রহণ করিল। সতীর ঘরে অসতীর কন্যা ঢুকিল এবং অসতীর ঘরে সতীর কন্যা আসিল।

অনেকে বলিতে পারে খয়ের সন্তান ও সন্ততির সহিত দান বা গ্রহণ করিব না, কিন্তু দেখ, বঙ্গদেশীয় কেহ কি দান বা গ্রহণ বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম বা পাঞ্জাব মুল্লুকে করিতেছে? স্বাভাবিক নিয়মকে কেহ উঠাইতে পারে না, ইহার কারণ বোধ হয় স্ত্রীলোকেরা সুন্দর বীর পুরুষকে বেশী পছন্দ করে।

অমরকোষে কতকগুলি অনুলোম ও বিলোমের থাক আছে দেখ, রামায়ণে ও মহাভারতে দেখ, বঙ্গদেশের বংশাবলীতে দেখ।

আর্য্য, মুসলমান বা খ্রীশ্চানের দ্বারা হইতে কতকগুলি হইয়াছে ইহাও দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যদি একলক্ষ আর্য্য, মুসলমান বা খ্রীশ্চানের দ্বারা ভারতবাসিনীর গর্ভে হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবাসীদের দ্বারা খ্রীশ্চান ও মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের গর্ভে দুইটি হইয়াছে—অর্থাৎ যথায় আর্য্যের, মুসলমানের ও খ্রীশ্চানের দ্বারা লক্ষ সন্তান ও সন্ততি, তথায় ভারতবাসীর দ্বারা একটি সন্তান ও একটি সন্ততি।

স্ত্রীলোক বীর পছন্দ করে, এই স্বাভাবিক নিয়মটি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। যেটি স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম, সেটিকে কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। দানের ও গ্রহণের ফল ফলিতে লাগিল, অর্থাৎ নানা রং হইতে থাকিল। একটি শ্বেত রঙের সহিত একটি কাল রং মিশিলে, কিম্বা পাল্টা পালটি করিলে, তৃতীয় অন্য একটি নূতন রঙের আবির্ভাব হয়। একটি অসতীর গর্ভের সন্তান-সন্ততির দানের ও গ্রহণের কারণ বঙ্গদেশে নানা রং হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত বঙ্গবাসী জানে যে আমরা সতীর পুত্র! কি অদ্ভুত রহস্য দেখ।

তোমার নিরাকারের সিদ্ধান্তটিও এইরূপ। যদিও দর্শনের সাকারকে উপাসনা করিতেছ, কিন্তু তুমি বুদ্ধির দ্বারা জান যে ব্রহ্ম নিরাকার। যেদিন ব্রহ্মকে কর্ত্তা বানাইয়াছ, সেই দিনই সাকার ব্রহ্ম হইয়াছে। ব্রহ্মটি সাকার হয়—সৃষ্টি করিবার কারণ; উপাসনার কারণ নয়। জগতে এমন কেহ মনুষ্য নাই যে সূর্য্যকে বা অগ্নিকে উপাসনা না করে। তবে কেন সকলে সূর্য্যোপাসক বা অগ্নি-উপাসক নয়? বৌদ্ধ, জোরেষ্ট্রিয়ান, খ্রীশ্চান ও মুসলমান কহে,—এই সব উপাসকদিগের ভিতর কি দার্শনিক ছিল না বা উহারা নিরাকারের বা সাকারের সিদ্ধান্ত করে নাই? বাস্তবিক উহাদিগের দ্বারাই জগতে ধর্ম্ম রহিয়াছে।

খয়ের স্ত্রী মায়াবতী, ইহার কারণ ঘোর শাক্ত সংসারী। যে যথার্থ ভিক্ষুক বা সাধু বা বৈষ্ণব আচারকে গ্রহণ করিবে সে কি নেড়ী হলদে কুকুরের মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে?— না গুলি-সুতা ধারণ করিয়া অন্যকে স্বর্গে পাঠাইবে?—না টিকিদাস বাবাজী হইয়া বেশ্যার নিকট হইতে মালসাভোগ লইবে?—না বাঙাল বাবু সাজিয়া, না তিলক কাটিয়া, না কণ্ঠীধারী হইয়া, না কুড়াজালী ধরিয়া, না নটি রাখিয়া অন্যের সর্ব্বনাশ করিবে? না কপট সম্পাদক, লেখক, কবি, পুস্তকপ্রণেতা বা সমাজসংস্কারক হইয়া পেটের দরুন নানা-রূপ ধরিবে? কখনই নয়, কখনই নয়, কখনই নয়।

যারা নিয়মের উপর জগতে ভূতকে আরাধনা করে, তারাই বর্ত্তমানে ভূতের খেলা দেখাইতে পারে; সেইহেতু সংসারীর পক্ষে বিশিষ্ট ভূতকে অর্থাৎ অবতারকে আরাধনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নিয়মের উপর ভূত সাজিলে ভূতের আদর বাড়িবে, ভূতের আদর বাড়িলেই জ্ঞানের আদর বাড়িবে, জ্ঞানের আদর বাড়িলেই বিজ্ঞানের আদর বাড়িবে, বিজ্ঞানের আদর বাড়িলেই ধর্ম্মের আদর বাড়িবে, ধর্ম্মের আদর বাড়িলেই অবতারের আদর বাড়িবে, অবতারের আদর বাড়িলেই একতা আসিবে, একতা আসিলেই সভ্য হইবে, সভ্য হইলে **এক** আসিবে, আর **এক** আসিলেই "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহার মীমাংসা করিতে পারিবে।

হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে ছাড়িয়া অবতারকে ব্যক্তিগত করিয়া তাহার মুখনিঃসৃত বাক্যগুলিকে শিরোধার্য্য কর; তৎপরে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপাসক হইয়া অবতার ধর্ম্মের নিয়মানুসারে বিধিমতে এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক রং, ও এক খাদ্য যাতে সংসারের ভিতর প্রচার হয়, তার চেষ্টা কর; **সূক্ষ্ম এককে স্থূল একে** আন, আর তুমি **একের** সংস্কারটি

স্কুল হইতে শিখ। যথা এক—তথা জয়, যথায় বহু—তথায় পরাজয়, অর্থাৎ যথা এক—তথা স্বর্গ, যথায় বহু—তথায় নরক। হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! তুমি নিরাকার ও সাকার কি, এখন বুঝিতে পারিলে?

দিগ্বিজয়ী,—নিরাকার কি, কিছু কিছু বুঝিলাম। নিরাকার—সাকার কি করিয়া হইল, আমি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

ক্রেতা,—তুমি তর্ককে ও যুক্তিকে একবারে ভুলিয়া যাও, কারণ তোমার পক্ষে এটাতে অপকার হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা। ব্রহ্ম সকলের কর্ত্তা হয়, তুমি এইটিকে ভাল করিয়া ধর, তাহা হইলে সব ঠিক হইল। কর্ত্তা হইলেই কার্য্য হইল। কর্ত্তার কর্ত্তাকে আপাতত এখন আর প্রয়োজন নাই, কেননা ফাঁকির উপর ফাঁকি কাটিয়া ভক্ত বনিতে এখনও শিখ নাই। ব্রহ্ম—কর্ত্তা—উপাস্য; দিগ্বিজয়ী—কার্য্য—উপাসক; এই আকার হইল। তুমি নিজে ব্রহ্ম ইহা বল না, যদি বলিতে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে কখনও উপাসনা করিতে না, কিন্তু তোমার উপাসনা ঠিক নয়, কারণ উপাস্য বিষয়টি কথা কয় নাই, যদি এইটি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম হইল না, তবে তুমি দার্শনিক হইতে পার ইহা স্বীকার করি, কেননা ব্রহ্মটি দার্শনিকদের বিষয় হয়।

তুমি বিশেষ গুণকীর্ত্তন করিতে পার না, যাহা সর্ব্ব সাধারণ তাহাই করিতে পার, তুমি বিশেষ নাম লইতে পার না, যাহা সর্ব্ব সাধারণ তাহাই পার। বেদ তোমার, ইহা বলিতে পার না, কারণ বেদ সর্ব্ব সাধারণের নয়; বেদ নির্দ্দিষ্ট লোকের এবং বেদকে তুমি নিত্য বলিতে পার না, যখন কর্ত্তা ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না। যাহা নিত্য তাহা সকলকার গ্রাহ্য। বেদকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা গ্রহণ করে না, কিন্তু তোমার ব্রহ্ম নিত্য হয়, যেমন আল্লা, কারণ ইহার গোলমাল দর্শন জগতে নাই, খালি স্মৃতি, পুরাণ ও সংহিতা জগতে আছে।

বেদও কোনকালে এক নয়। তুমি নিজেই কোরানকে গ্রাহ্য কর না, যদি করিতে, তাহা হইলে উপাসনা গৃহে কচ্ছ খুলিয়া উপাসনা করিতে। যদি বল কচ্ছ নাই, তাহা হইলে "আল্লা লা ইলাল্লা, মহম্মদ রসুল আল্লা" বলিতে, কিন্তু তুমি বল না। ইহাও যদি তর্কের খাতিরে দর্শন আনিয়া বল, কিন্তু তুমি মোনাকাটা কার্য্য কর না; অতএব বেদ ও কোরান আলাহিদা ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।

যাহা নিত্য তাহা আলাহিদা হইতে পারে না। ভাষা আলাহিদা হইতে পারে, অবতারের মুখনিঃসৃত ধর্ম্ম আলাহিদা হইতে পারে, কিন্তু "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এই দর্শনটি আলাহিদা হইতে পারে না, কারণ নিত্য। বেদ আর্য্যদের নিত্য পদার্থ হয়। বেদ বলিলেও নিস্তার নাই, কারণ আপাতত বেদের শাখা প্রশাখাতে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে; যদি ইহার কিছু বেশী করিয়া জানিতে ইচ্ছা কর আমার "প্রেম-রহস্য" খানিকে পড়। দর্শনে উপাসনা নাই, খালি মাথা পরিষ্কার কি করিয়া হয়, ইহার প্রণালী আছে। দর্শনে অবতার নাই খালি যুক্তি আছে, অতএব যাহা উচ্চ দর্শন তাহাও উপাস্য হইতে পারে না। ব্রহ্ম কিছু বলে না, কারণ মনুষ্য নয়, কিন্তু অবতার প্রত্যক্ষ হন, ইহার কারণ উপাস্য হন।

বিহারী মিত্র বলিতেছে কারণ মনুষ্য, কিন্তু "চিন্তা-রহস্য", "প্রেম-রহস্য", "কথোপকথন-রহস্য", বা "সংসার-রহস্য" বলিতেছে না, কারণ মনুষ্য নয়। যদি বিহারী মিত্র না থাকিত, তাহা হইলে এই সব রহস্য হইত না, অতএব :কর্ত্তা—বিহারী মিত্র, কার্য্য—"মিত্র-রহস্য"।

তুমি যে বাক্যের দ্বারা উপাসনা কর, কিম্বা যে প্রণালীতে উপাসনা কর, তাহাও অপরের দ্বারা গঠিত। যদি বল নিজের কৃত,

তাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, যখন উভয়েই মনুষ্য।

মনুষ্য ব্যতীত সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম নিজে আসিয়া উপাসনা বাক্য বা প্রণালী দেয় না, যদি বল যিনি দেন, তিনিই সেই, তাহা হইলে ত আপদ গেল। মনুষ্যকার ব্যতীত ধর্ম্ম হইল না, মনুষ্যকার ব্যতীত দর্শন হইল না, মনুষ্যকার ব্যতীত সংজ্ঞা হইল না, তবে কেন অবতারের গুণকে কীর্ত্তন করা না হয়, বা অবতারের নামকে গ্রহণ করা না হয়? জগতে যত ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মাবতারের নামকে সকল শিষ্যেরা লয়, যথা, বৌদ্ধ, মোজাইক, জোরষ্ট্রৈয়ান, খ্রীশ্চান, মুসলমান। নিরাকারে ধর্ম্ম আছে ইহা কি তুমি দেখাইতে পার?—বোধ হয় বলিবে না। তবে কেন অবতারের নামকে লইয়া অবতারের গুণকে কীর্ত্তন কর না? ব্যক্তিগত উপাসনা যুক্তিসিদ্ধ, কারণ উপাসক বন্ধু হইতে পারে। বন্ধু না হইলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে মিলন হয় না। (এই স্থলে সূক্ষ্ম তর্ক আনিবে না) সূর্য্যের ও অগ্নির উপাসনা প্রথমে ছিল, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে, এখন অবতারকে উপাসনা করা যে যুক্তিসিদ্ধ ইহা সিদ্ধান্ত হইল এবং সভ্য লোকেরা করিয়া থাকে।





তৃতীয় অধ্যায়।

গ্রহণ।

— :০:—

প্রভু হর প্রথমে ব্যক্তিগত উপাসনার পথটিকে দেখান। ইহার পূর্ব্বে জগতে কোন মানব এই কার্য্য করে নাই।

পূর্ব্বে সকলে সাধারণ ভূতকে উপাসনা করিত। তবে মানবে ও ভূতে কিছু প্রভেদ আছে, অর্থাৎ সাধারণ ও বিশেষ ভূত। সাধারণ ভূত—সাধারণ ভূতের বন্ধু হয়; বিশেষ ভূত—বিশেষ ভূতের বন্ধু হয়; সাধারণে ও বিশেষে বন্ধু হয় না। মানবে মানবে বন্ধু হয়। জগতে যত কিছু পুস্তক আছে, আচার বা ব্যবহার আছে, ন্যায় বা যুক্তি আছে, ইহা সমস্তই মানবের কৃত। অন্য যত বিশেষ

ভূত আছে, মানব সেই সমস্ত অন্য বিশেষ ভূত অপেক্ষা হিতাহিত জ্ঞানের দরুণ শ্রেষ্ঠ। এই সব যুক্তিগুলিকে সূক্ষ্মে লইয়া তর্ক করিতে নাই, তাহা হইলে সব গোলমাল হইয়া যাইবে, কারণ তথায় বেদ নাই, লোক নাই, দেব নাই, যজ্ঞ নাই, বর্ণ ও আশ্রম নাই, কুল ও জাতি নাই, ধূম মার্গ ও দীপ্তি মার্গ নাই, জন্ম ও মৃত্যু নাই এবং কার্য্য ও কারণ নাই, খালি এক আছে, অথবা যে যাহা বল অন্তে কিছু ক্ষতি নাই।

প্রভু হর প্রথমে ত্রিগুণ বাহির করেন—তিনিই এক, একই তিন। তিনি দ্বি করিয়া আকার করিলেন, অর্থাৎ নিরাকারটিকে লোপ করিয়া সৃষ্টিখণ্ড বুনিলেন। কিন্তু ত্রি করিয়া গুণকে অর্থাৎ পুরুষকারকে আনিলে অ+উ+ম সন্ধি করিয়া ওম হয়, এই ওমই আর্য্যদের ভিতর প্রধান মন্ত্র বলিয়া কথিত এবং ইহাকে একাক্ষর কহে, অর্থাৎ তিনিই এক, একই তিনই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটি মানসিক নাম, খালি সূক্ষ্ম গুণের দরুণ হয়। অকার—স্থিতি, উকার—প্রলয়, মকার—সৃষ্টি, অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় অথবা ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ। ওমকে বেদশির কহে, কারণ সমস্ত বেদের মণ্ডলের বা অষ্টকের বা ঋচকের উপর থাকে, একটা, দুইটা কিম্বা বহুটা। ইহাকে পবিত্র শব্দ কহে, কারণ আর্য্যদের সমস্ত পবিত্র ভাষার পুস্তকে ব্যবহার হয় এবং ওমটাকে পবিত্র লোকে উচ্চারণ করিতে পারে, অপবিত্র লোকে পারে না, ইহার কারণ যাহাদের যজ্ঞোপবীত আছে, তাহারাই পারে, অন্যে পারে না। শূদ্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারে না, অর্থাৎ সংস্কার হইলেই পারিবে।

যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিতে হইলে, স্ত্রীলোকের দ্বারা উরণের লোমে করান বিধেয়। প্রথম সূত্রটী তিন গুণে এক একটী;

সেইরূপ তিনটীতে একটী, আবার তদ্রূপ তিনটীতে একটী, অর্থাৎ একে তিনগুণ (৩), আবার একে তিন গুন (২৭), আবার একে তিন গুন (৮১)। বৌধায়ন মতে নাভি পর্য্যন্ত উপবীত বিধেয়, অন্য মতে বাম ভাগ হইতে অধঃস্থিত পর্য্যন্ত, কিন্তু দেবলদিগের দ্বিগুণ বিধেয়, ইহার কারণ উত্তরী কহে, অন্যকে ত্রিদণ্ডী কহে। দেবলেরা তুইবার ঘুরাইয়া একটী গ্রন্থি দিবে, অন্যে তিনবার ঘুরাইয়া একটী গ্রন্থি দিবে, গ্রন্থিও প্রত্যেক বার তিনটি করিয়া বিধেয়। বৃহস্পতি কার্পাস বাহির করে, ইহার কারণ গৃহে বৃহস্পতি নাই, অর্থাৎ কৌশেয় কিম্বা কার্পাসের বস্ত্র নাই। ইদানীং প্রভু হরকে আরাধনা করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারন করা হয় না, বৃহস্পতিকে আরাধনা করিয়া ধারণ করা হয়। ব্রাহ্মণদের কৌশেয় কিম্বা কার্পাসের সূত্র, ক্ষত্রিয়ের শোন সূত্র, বৈশের অবি—মেষ—উরণ সূত্র। ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টমে, ক্ষত্রিয়ের গর্ভৈকাদশে, বৈশের গর্ভ দ্বাদশে যজ্ঞোপবীত দিতে হয়। ব্রাহ্মণ ষোড়শ বর্ষের ভিতর উপবীত গ্রহণ না করিলে পতিত হয়, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি, বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বর্ষের ভিতর গ্রহণ না করিলে পতিত হয়।

আর্য্যদের উপবীত ও যুদের আর্ব্বিকনফোঁত প্রায় এক রকম হয়। আর্ব্বিকনফোর্ত প্রস্তুত করিতে হইলে উল হইতে স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রস্তুত করাইতে হয়, ইহাতেও অনেক ঘোর-ফের করিতে হয়, শেষে সমস্তের উপর একটি গাঁইট দিতে হয়। আটটী সূতা অষ্টম দিবসে Circumcession করিবার হুকুমের স্মরণার্থের দরুণ হয়। পাঁচটী দ্বিগুণ গাঁইট Five Books of Moses স্মরণার্থের দরুণ হয়। Ten Commandments দরুণ দশটী গাঁইট হয়, যাহা পাঁচটী দ্বিগুণ করিয়া হয়। প্রথম গাঁইটের সাতকের সপ্তাহের সপ্তম দিবসে Sabbath observe করিবার কারণ হয়। নয়টী

ফের দ্বিতীয় দ্বিগুণ গাঁইটের পর নয় মাস গর্ভাবস্থার কারণ। এগারটী ফের তৃতীয় দ্বিগুণ গাঁইটের পর, এগারটী তারার কারণ। তেরটী ফের চতুর্থ দ্বিগুণ গাঁইটের পর, Thirteen Attributes of Compassion in the Almighty. চল্লিশটী ফের Moses চল্লিশ দিন যে জিহোবার নিকট ছিলেন Ten Commandments লইবার দরুণ। প্রত্যেক আলাহিদা আলাহিদা রাখিয়া শেষে একটী গাঁইট, সমস্ত যে এক ইহার কারণ হয়। আর্য্যদের উপবীতের ঘোর-ফেরের ভিতর সমস্ত আর্য্য সভ্যতা নিহিত আছে।

ওম্, অন্, তিনটী জড় তিনটী দেশের এক হয়। বেদ তিন, উপাসনা তিনবার, তিনবার জলে গাত্র ডুবান, ত্রিদণ্ডী ধারণ। ত্রিমূর্ত্তি—একটী সৃষ্টি করিতেছে, একটী পালন করিতেছে, একটী সংহার করিতেছে। ঠিক Destiny, Fate, Parcæ মতন ত্রিমূর্ত্তি আলাহিদা নয়, তিনই এক,—একই তিন। যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা কর, নগরকুটের বা স্যোনসেটার কিম্বা এলিফেণ্টার মন্দিরে এখনও দেখিতে পাও। আর্য্যদের, চল্ডিয়াকদের, ইজিপসিয়ানদের, রোমানদের, গ্রীকদের ও ইদানীং খ্রীশ্চানদের ত্রিগুণটি যে এক হইতে হইয়াছে, ইহার কোন ভুল নাই এবং এই ত্রিগুণের প্রচারক যে আচার্য্য, মিহির, ম্যাগী ও র‍্যাবী হয়, ইহারও কোন ভুল নাই, তবে কোন্‌টী হইতে কোন্‌টী হইয়াছে এইটীর কিছু গোলমাল। নাইল, ইউফ্রেটিস, ইণ্ডাস ও আর কয়েকটী নদীবাসীদের দ্বারা যে জগৎ সভ্য হইয়াছে ইহারও কোন ভুল নাই। জগতে আর্য্যাবর্ত্ত, ইজিপ্ট—মিসর, প্লাব—পারস্য, চীন,—এই কয়েকটী দেশ বহু পূর্ব্বাবধি সভ্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং জগতে যত পুরাতন উচ্চ দর্শন আছে, সমস্তই এই সব দেশবাসীদের কৃত। তৎপরে রোম ও গ্রীক ইহা যে ঠিক ইহারও কোন ভুল নাই।

বাল্মীকী, কেবাস, অরফিয়াস, জোরেষ্টর, প্লেটো যে এক ত্রিগুণ লইয়া বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে ইহার কোন ভুল নাই।

ইদানীং প্রভু যিশুখ্রীষ্ট ত্রিগুণের সহিত ভক্তিকে প্রচার করিয়া জগতকে ব্যাপিয়া বে[illegible]য়াছেন, যাহা অন্য কোন অবতার প্রভু যিশু-খ্রীষ্টের পূর্ব্বে করেন নাই। যাহা সত্য তাহার জয় চিরকাল আছে, বোধ হয় আর পাঁচশত বৎসরের ভিতর সমস্ত সভ্য জগৎ খ্রীশ্চান হইবে, আর যে দিনে তুরস্ক যাইবে, সেইদিন অন্য সমস্ত দেশ এক খ্রীশ্চান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, একদিন সমস্ত জগৎ আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে এবং কোরানেও ইহা ঠিক আছে, ইহা শ্রুত আছে। ইহা নিশ্চয় হইবে, ইহারও কোন ভুল নাই।

স্বয়ম্ভু, আদিনাথ, আদীশ্বর, অসিরিস, বাঘাম্বর, ব্যেকাস, মনু, মেনিস, নোয়া ও মু, এই সব যে এক, তাহার কোন ভুল নাই, তবে কোন্‌টী আদি ইহা কেহই বলিতে পারে না, কারণ সমস্ত পুরাতন দেশের আদিপুরুষ এই মহাত্মারা হন।

যে দেশের যিনি আদিপুরুষ সেই দেশের তিনিই আদিপুরুষ হন, এইটী ঠিক রাখা ভাল। নিজের পিতা, পিতা হয়; অন্যের পিতা, পিতা নয়—এই তর্কটী যুক্তিসিদ্ধ নয়। এসিয়া যে সকল পিতার স্থান তাহার কোন ভুল নাই।

যখন অসাধারণ জলপ্লাবন হইয়াছিল, তখন আদিপুরুষ ক্রীত জল নদীতে অর্থাৎ কুর নদীতে দেবতাদিগকে জল দিতেছিলেন। এমন সময় তিনি এক মৎস্য পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটী দৈববাণী হইল, "এই মৎস্যটীকে রক্ষা করিও"। আদিপুরুষ তাঁহার সন্তান ও বধূমাতাকে ও ঋষিদিগকে এবং সমস্ত বিষয়ের বীজ-গুলিকে লইয়া একটী নৌকাতে আশ্রয় লইলেন; ইতিমধ্যে মৎস্যটী

[illegible] রূপ ধারণ করিল এবং উহার বৃহৎ শৃঙ্গে নৌকাকে বন্ধন করিলেন। যেমন এই অসাধারণ জলপ্লাবনটী সাধারণ হয়, তেমন এই গাঁথাটিও সাধারণ হয়; অতএব সাধারণ জলপ্লাবন যে হইয়াছিল ইহার কোন ভুল নাই।

মৎস্যটি জলপ্লাবনের স্বরূপ এবং মৎস্যের-শৃঙ্গটি পর্ব্বতশৃঙ্গের স্বরূপ হয়, ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে। জগতের ভিতর যেটি সর্ব্ব উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ ছিল, আদিপুরুষ সাধারণ জলপ্লাবনের সময় সেইটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পুরাতন গল্প পুরাণ দিল এবং পুরাণের দর্শন জলাবধি ইহাও স্পষ্টাক্ষরে সিদ্ধান্ত হইল। পুরাণ নারায়ণ লইয়া চলে। নার অর্থাৎ জল, অয়ন—শয্যা, অর্থাৎ জলে শয্যা যাহার, তিনি নারায়ণ। "প্রেম-রহস্য" পড়িলে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

মৎস্যাবতার জলপ্লাবনটিকে ঠিক করিয়াছে। তারপর কূর্ম্মাবতার; কূর্ম্ম শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং সর্ব্ব পুরাণে কশ্যপকে আদিপুরুষ কহে। পিতামহ ব্রহ্মা এইটী মানসিক নাম; যার উৎপত্তির ঠিক নাই, অথচ গুণে মহাপুরুষ হইয়াছে, তার পিতামহ ঠিক করিবার কারণ ব্রহ্মা প্রস্তুত আছে। ব্রহ্মা সাধারণ পিতামহ। পুরাণের কথিত বিষয়ের সময় নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই, কারণ পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্ব সময়ে উপস্থিত আছে।

বরাহবতারে হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। অসাধারণ জলপ্লাবনের সময় ব্রহ্মা আপনার নাসা বিবর হইতে একটী অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বরাহপোত বাহির করেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে যেটি একটী বড় পর্ব্বত প্রমাণ হয়, বিষ্ণু প্রলয়ার্ণবের জল মধ্যে প্রবেশ করিয়া দন্তাগ্রের দ্বারা পৃথিবীকে তুলিয়া এবং নিজ শক্তিকে তথায় নিহিত করিয়া অন্তর্হিত হন।

বরাহ পর্ব্বতে অসভ্য লোক বাস করিত, আর তারাই ত্রিপুরের অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালের রক্ষক ছিল এবং হিরণ্যাক্ষ উহাদিগের ভিতর কর্ত্তা ছিল। হিরণ্যাক্ষ অর্থাৎ হিরণ্য বৎ পীত চক্ষু যার। প্রভু হরকে ত্রিপুরারি কহে, কারণ ত্রিপুর অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষের আর একটী নাম ত্রিপুরাসুর বোধ হয়, কারণ হিরণ্যাক্ষ ত্রিপুরের কর্ত্তা ছিল। হিরণ্যাক্ষ বধের পর তার ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু পুনরায় যুদ্ধ করে; সেই যুদ্ধে সে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিল।

নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপু বধ হয়। নৃসিংহ,—নৃ অর্থাৎ মনুষ্য, সিংহ—প্রধান, অর্থাৎ মনুষ্যের ভিতর প্রধান যিনি। একটী লোকই তিনটী কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, ইহার কারণ বোধ হয় পুরাণে প্রভু হর, হরি নামে অভিহিত হন। হরি অর্থাৎ পাপ হরণ করেন যিনি। প্রভু হর, ওরফে হরি, ত্রিকোণ দেশে আসিবার পূর্ব্বে হিমালয়ের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে যত দেশ ছিল তথাকার সমস্ত লোকেই অসভ্য ছিল, হরি আসিয়া উহাদিগকে সভ্য করিল; ইহা কি পাপ হরণ করা নয়? প্রভু হর, ওরফে হরি, কি কার্য্য করিয়াছেন, বিস্তার রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, অনুগ্রহ করিয়া "কথোপকথন-রহস্য" পড়।

কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ বলিয়া কথিত। কশ্যপ (ওরফে হরি) ও হর এক ব্যক্তি হন, যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কাশ্যপ বামনাবতার বলিয়া কথিত। ইনি বলীর, ওরফে ধন্ধুমারের, বলকে হরণ করিয়াছিলেন। বলী হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র। পরশুরাম প্রভু হরের শিষ্য ছিলেন, ইনি জমদগ্নির পুত্র এবং ইনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করেন, তৎপর শ্রীরাম ও বলরাম হন। বুদ্ধাবতার ইহার পর কথিত। শাক্যসিংহ বুদ্ধাবতার হন; যদি এইটীকে বুদ্ধাবতার বলা হয়, তাহা

[illegible], আর কোনও বালাই থাকে না, কেননা [illegible] কিছু [illegible] হইয়া সর্ব সূর্য্য হয়। অতএব ইহাতে ইহাই প্রমাণ পাইতেছে যে প্রভু শাক্যসিংহ হইতে ভারতে প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল, যেটিকে বৌদ্ধধর্ম্ম কহে। ভারতে প্রভু শাক্যসিংহের পূর্ব্বে পঞ্চভূতের (এলিমেণ্টের) উপাসক ছিল, তবে যার মাথা উচ্চ হইয়াছিল সে একবাদী হইয়া সংজ্ঞার দ্বারা নিজে সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়া জ্ঞানী হইয়া গিয়াছে।

অপর ধারে দেখ,—সাধারণ জলপ্লাবন, মৎস্যাবতার; তার পর কূর্ম্মাবতার,—জল ও স্থল। বরাহাবতার, নিবিড় জঙ্গল। নৃসিংহাবতার, অর্দ্ধ মনুষ্য ও অর্দ্ধ সিংহ অর্থাৎ অসভ্য। বামন অবতার, ছোট আকৃতির মনুষ্য, অর্থাৎ কিছু সভ্য। পরশুরাম, পরশু হস্তে পূর্ণ মনুষ্য অর্থাৎ জঙ্গল পরিষ্কারক। শ্রীরাম অর্থাৎ পূর্ণ সভ্যতা। পরশুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম এক কি না ইহা সন্দেহ। কিন্তু না হইতে পারে, যখন পিতার নাম আলাহিদা আলাহিদা আছে, তবে ইহাদের দ্বারা আর্য্য সভ্যতা ক্রমশ বিস্তার হইয়াছে ইহাও হইতে পারে। হর ও হরি যে এক, ইহার কোন সন্দেহ নাই এবং বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকেরা হর ও হরি একাত্মা যাহা বলিয়া থাকে, ইহা যে ঠিক ইহারও কোন ভুল নাই।

শিব বলিয়া কোন ব্যক্তি ছিল না, এইটি অপ্‌টিমিষ্ট দর্শনের মত্। শিব—মঙ্গল, জগতের সমস্ত মঙ্গলময়। যে ব্যক্তি মঙ্গলময়, দর্শনের মতাবলম্বী তাহাকে শৈব কহে। পরশুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম ইহারা সকলেই মাংসাশী ছিল, কেহই নিরামিষ ভোজী ছিল না।

যাজ্ঞবল্ক হইতে আশ্রম নিয়মটি ঠিক হয়। শাক্ত আচার গৃহীর পক্ষে প্রশস্ত, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে বৈষ্ণবাচার প্রশস্ত। একটী আমিষ, আর অপরটী নিরামিষ। শাক্যসিংহ নিরামিষের

পক্ষ হন এবং ইহাদের ভিতর ভিক্ষুকেরা আরও সাপেক্ষ হয়। যতদিন মাংসাশী ছিল, ততদিন বীর্য্যবান পুরুষ ছিল; যেই দিন হইতে বৈষ্ণব আচারটী সাধারণের ভিতর আসিয়াছে সেইদিন হইতে বীর্য্যহীন হইয়াছে। বৈষ্ণব আচার সূক্ষ্ম চিন্তার পক্ষে অত্যন্ত ভাল, কিন্তু স্থূলের পক্ষে দূষনীয়। স্থূলটি—মোটা ভূত লইয়া বিরাজ করে, ইহার কারণ মোটা ভূতটি—মোটা ভূত না পাইলে আনন্দ পায় না।

বৌদ্ধের ভিতর যখন মন কষাকষি ঘটিল তখন বোধ হয় তন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি হইল এবং যাহারা তান্ত্রিক হইল তাহারা বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হইল। ইহার পূর্ব্বে বিষ্ণু মূর্ত্তির আরাধনা ছিল কি না সন্দেহ, কেননা বেদে বিষ্ণুর অর্থ সূর্য্য হয়। তন্ত্রের ভিতর দুইটি ভাগ আছে,—একটি আগম, অন্যটি নিগম। আগমে শিব শক্তিকে বলিতেছে, কিন্তু ইহার মীমাংসক বিষ্ণু হয়, আর নিগমে শক্তি শিবকে বলিতেছে, কিন্তু ইহার মীমাংসকও বিষ্ণু হয়; আবার ইহাদের ভিতর মন কষাকষি হইলে বোধ হয় আবার তিন ভাগ হইয়াছিল, কেননা একখানি খালি বিষ্ণুর বিষয় বলিয়াছে, আর একখানি কেবল শিবের বিষয় বলিয়াছে এবং অপর খানি কেবল শক্তির বিষয় বলিয়াছে। ইহাতে প্রকাশ পায় যে ভারতে আপাতত দুইটি মত্ চলিতেছে, একটি শঙ্করাচার্য্যের ও অপরটি বোপদেবের মত্। তবে নারদ পঞ্চরাত্রটিকে প্রথম বলিয়া বোধ হয়, কেননা যখন বৌদ্ধদের সঙ্গে মতান্তর হইয়াছিল তখনই এই খানি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক দলের তন্ত্রের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে যে সবগুলি ঠিক করা দুরূহ ব্যাপার।

সগর, কশ্যপকন্যা সুমতিকে ও বিদর্ভ-রাজকন্যা কেশিনীকে বিবাহ করে। একটী হইতে এক পুত্র ও অপরটী হইতে ষাটি সহস্র পুত্র হয়;—ইহা যে কি ব্যাপার তাহা পুরাণই বলিতে পারে। সূর্য্যবংশধর সগরের উপর পুরুষের নামের সহিত একখানি

পুরাণে অপর আর একখানি পুরাণের সহিত নামের মিল নাই। সগরের নীচের বংশধরেরা কোথায় উপরে আছে, আবার উপরেরা কোথাও নীচে আছে। যে যাই বলুক বা লিখুক কারও গ্রাহ্য নয়, যখন পুরাণ বিকৃতি ভাব ধারণ করিয়াছে, পরে যে এই সব কাণ্ড হইয়াছে ইহার কোনও ভুল নাই। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে এক জন রত্ন ছিল; আর ঐ সময়ে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চাও বেশী ছিল। আবার সগর হইতে বিক্রমাদিত্যের সময়ও নিকট ছিল; বস্তুত সগর হইতে রঘু পর্য্যন্ত কোন গোলমাল নাই, ইহার কারণ কালিদাস রঘুবংশে যাহা লিখিয়া গিয়াছে তাহাই ধর্ত্তব্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও কালিদাসের সময়টী সর্ব্ববাদী সম্মত রূপে ঠিক নির্ণয় হইল না। চন্দ্রবংশের গোলমাল আরো বেশী! যদি কেহ লিখিয়া যাইত তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।

অত্রির পুত্র সোম। সোম বৃহস্পতির স্ত্রী তারাতে এক পুত্র উৎপাদন করে এবং পরে দেবতাদিগের মধ্যে এই ব্যাপারটির দরুণ মহা গোলমাল উপস্থিত হওয়ায় একটী মহা সভা হয় এবং সভাতে কিছুই ঠিক না হওয়ায় পরে ব্রহ্মা তারাকে নির্জ্জনে লইয়া জিজ্ঞাসা করাতে, তারা লজ্জাতে জড়সড় হইয়া বলিল,—এই পুত্র সোম হইতে। সকলে সাধু সাধু বলিয়া পুত্রের নাম বুধ রাখিল। ভরদ্বাজের জন্মটী ঠিক এইরূপ হয়। বৃহস্পতি নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীতে রমণ করায়, বিধবাটি গর্ভবতী হয় এবং এই গর্ভ লইয়া মহা গোলমাল হওয়ায় বৃহস্পতি এই পুত্রকে ভরতকে দান করিয়াছিল, সেই হেতু বিতথ বলিয়া কথিত। "মাতা ভস্ত্রা, পিতার পুত্র" এই দৈববাণীটি চিরকাল আছে। পিতাটি ভাল আবশ্যক, কারণ ভাল রেত হইলে ভাল পুত্র হয়, ইহার কারণ বোধ হয় কুলীনের আদর সর্ব্বত্র।

ঋষির কুল, নদীর কুল, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের কুলগুলিকে ঠিক করিবার কিছুই উপায় নাই, কারণ কোথা হইতে ভাঙ্গিতেছে, আবার কোথা হইতে উঠিতেছে, ইহার কিছুই নাই, খালি গুণের দরুণ সর্ব্বত্র পূজনীয়।

মহর্ষি দত্তাত্রেয় শিব নাম জাহির করে, অবধূতগীতা ইহার প্রমাণ হয়। মহর্ষি দত্তাত্রেয় বেদান্ত ও উপনিষদের কিছু উপর উঠিয়াছে, কিন্তু শেষে সব ঠিক আছে। এক সময়ে যে সমস্ত সভ্য জগৎ শৈব ছিল, অনুগ্রহ করিয়া Phallic Worship পড়িলে বুঝিতে পার। ইহার পর প্রভু জোরেষ্টর, ইহার পর প্রভু মোজেস, ইহার পর প্রভু বুদ্ধ, ইহার পর প্রভু যিশুখ্রীষ্ট, ইহার পর মহম্মদ। ভারতবর্ষে এই সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা একবার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছে, আপাতত খ্রীশ্চানের ভিতর নোবল বৃটন প্রভুত্ব করিতেছেন। ভারতবাসীদের ভিতর নানা ধর্ম্ম, নানা রং, নানা পোষাক, নানা খাদ্য হইবার কারণ আর কিছুই নয়, খালি নানা ধর্ম্মাবলম্বীর প্রভুত্ব হেতু। ইহা যে আজ হইয়াছে তাহা নয়, প্রভু হর হইতে সুরু হইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে, তন্মধ্যে প্রভু যিশুখ্রীষ্টের প্রাদুর্ভাব আপাতত বেশী এবং কালে সমস্তই প্রভু যিশুখ্রীষ্টের শিষ্য হইবে। ৺ বোপদেব যদি শ্রীকৃষ্ণ না লিখিয়া প্রকৃত প্রভু যিশুখ্রীষ্টকে ভাগবতে লিখিত, তাহা হইলে বহু দিন পূর্ব্বে হইয়া যাইত।

অত্রি,—অদ+কর্ত্তারি তৃণ দস্যতঃ ;—একগণ্ডুষে সমস্ত গঙ্গাজলকে পান করিয়াছিল। এইখানে অবার জহ্নু আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে; অগস্তও পারিত, তবে অগস্ত সমস্ত সমুদ্রের জলকে পান করিয়াছিল।

প্রভু হর, ওরফে হরি, প্রথম আসিয়াছিলেন। হরি অর্থাৎ পীত—হরিতবর্ণ, অর্থাৎ হরিতবর্ণ নেত্রদিগকে হরণ বা পরাজয়

করিয়াছিলেন যিনি। হরি—নেত্র, অর্থাৎ হরিতবর্ণ নেত্র; ইহার কারণ ভেক, শ্যেন, সিংহ, তিমিঙ্গিল ও হিরণ্যাক্ষকে হরি কহে। ছোটর ভিতর ভেক বড়, পক্ষীর ভিতর শ্যেন বড়, পশুর ভিতর সিংহ বড়, মৎস্যের ভিতর তিমি বড়, অসভ্যের ভিতর হিরণ্যাক্ষ বড় এবং ইহাদের সকলকার নেত্র হরিতবর্ণ। মানবের ভিতর প্রথম হরিত বর্ণ নেত্র শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রভু হর এই হরিত বর্ণ নেত্রের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন, ইহার কারণ বোধ হয় প্রভু হরকে হরি কহে। সূর্য্যের বর্ণও হরিত বর্ণ বলিয়া কথিত এবং বেদে সূর্য্যকে হরি কহে।

প্রথম পুত্র শক। এই শক হইতে জাতির ও দেশের নাম হইয়াছে। শকের দুই পুত্র,—পল ও নগ। পল হইতে পালি ভাষা। কপ্‌টিক ও রুনিক পালি ভাষার মত হয়। নগ হইতে নাগ জাতি হয়। শেষ নাগ ভারতবর্ষকে আক্রমন করিয়াছিল এবং এই দুই পুত্র মিসরের নীল নদী পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিল। শাকদ্বীপের সীমা একদিকে পূর্ব্ব সমুদ্র, অপর দিকে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পরে বহু শাখা হইয়া যায়।

গেটি, যেটি, আর্য্য ও অন্যান্য অনেক শাখা হয় এবং ইহারা এসিরিয়ান বলিয়া কথিত। শাকি, গেটি, অশ্ব, তক্ষক এই কয়েকটি বড় হয়। কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্ব্ব শাকি এবং অতি পূর্ব্ব গেটি, সমুদ্রের নিকট দ্রুহ্য হয়, অশ্ব ও তক্ষক ইহার পর; তবে সকলেই শকদ্বীপবাসী বলিয়া কথিত। কতকগুলি বক্ট্রিয়া ও আরমেনিয়া দখল করে এবং উহারা শাখাসেনী বলিয়া অভিহিত। এই শাখা-সেনী শ্যাকসেনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। [শাখা অর্থাৎ ডাল, সেন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, শাখার ভিতর শ্রেষ্ঠ শাখা।]

আর্য্যদের ভিতর সেন খেতাব আছে, মুসলমানদের ভিতরও আছে। তানসেন অর্থাৎ গায়কের শ্রেষ্ঠ এবং ইহার বংশধরেরা এখনও সেন বলিয়া অভিহিত হয়। আদিসেন পূর্ব্বে বঙ্গের রাজা ছিল এবং পরে দিল্লীর রাজা হয়। বৈদ্যসেন বংশধরেরা এই সেনকে পূর্ব্বপুরুষ বলে, ইহা যে অলীক ইহার কোনও ভুল নাই। আদিসেন ক্ষত্রিয় এবং ছত্রিস রাজকুলের ভিতর আছে। যদি উহার বংশাবলী না থাকিত বা বাঁধা ও ধরার ভিতর না থাকিত, তাহা হইলে কোন বালাই ছিল না।

আজকাল কলিকাতায় কায়স্থদিগের ভিতর মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, যদি বঙ্গদেশের ভিতর বলি তাহা হইলেও অত্যুক্তি হয় না। কতকগুলি ইংরাজী শিক্ষিত ও কতকগুলি অশিক্ষিত যুবা একত্রিত হইয়া বড়ই কথার শ্রাদ্ধ করিতেছে, ইহাতে যে সাধারণ কায়স্থদিগের পক্ষে অত্যন্ত অপকার হইতেছে, ইহার কোনও ভুল নাই।

পূর্ব্বে উহারা জানিত যে চিত্রগুপ্ত কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষ হয়; কিন্তু যখন দেখিল গুপ্ত খেতাবটি বৈশ্যের, তখন উহারা মিত্রকে পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ পিতামহ ঠিক করিল। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে মিত্র চিরকাল উহাদিগের নিকট অপরিচিত এবং কায়স্থের ভিতর সভাসদ বলিয়া ন পরিগণিত। আজ কি না কায়স্থের সভাসদেরা জেগুাভেস্তা লইয়া আসিয়া সেই মিত্রকে পূর্ব্বপুরুষ ঠিক করিল! বাবাজীরা যে অত্যন্ত চালাক ও বিদ্বান ইহার কোন সন্দেহ নাই।

বাবাজীরা মনে করে যে আমরা ফাঁকি দিয়া নাম কিনিয়া ব্যবসাতে খুব উন্নতি করিব, কিন্তু ইহাতে আরও অবনতি হইবে, না উন্নতি হইবে?—যখন বাবাজীরা Sincere worker নয়, but Sympathiser এই জ্ঞান যে বাবাজীদের ভিতর হইবে ইহার আর

আশ্চর্য্য কি, যখন বালক। বাল্যকালে বাবাজীরা পুতুল লইয়া কত কি খেলা করে, কত রকম রং ঢং করে, কত রকম সকার বকার বকে, কত রকম অঙ্গ ভঙ্গি করে, কত রকম লড়াই করে, আরও কত কি করে তার ইয়ত্তা নাই; ইহা বলিয়া বাবাজীদের দ্বারা কখন কি সমাজের কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে? তবে বাবাজীদের মধুমাখা মুখখানি পিতামহের তৃপ্তিকর।

কোন দিন কোন কায়স্থের সভাতে কোন শ্রীমান বলিল:— বাগ্‌বাজার নিবাসী শ্রীবিহারী মিত্র প্রথম আয়ুর্বর্দ্ধনের বস্ত্র গ্রহণ উঠাইয়া দেন এবং তিনি নিমন্ত্রিত পত্রে এই ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়াছিলেন,—"আশীর্ব্বাদার্থে ধান্য ও দূর্ব্বা যথেষ্ট"।

সভাসদেরা উত্তর দিল,—তিনি আমাদের নিকট অপরিচিত। তিনি যে প্রথম করিয়াছেন ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, বিশেষত তিনি সভাসদ নন।

শ্রীমান বলিল,—পরিচিত বা অপরিচিত হউক, সভাসদ হউক আর নাই হউক, যিনি যে কার্য্য প্রথম করিবেন, তাহাকে সেই কার্য্যের দরুণ প্রশংসা করা উচিৎ, যখন সেই কার্য্যের দরুণ অন্যকে আপনারা প্রশংসা পত্র দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যেমন তিনি আপনাদিগের নিকট অপরিচিত, তেমনি আপনারা তার নিকটে অপরিচিত; আর আপনারা বলিলেন যে আমরা বিশ্বাস করি না, ইহার পক্ষে আমি এই বলি যে তাহার "মিত্র-রহস্য" আপনাদের নিকট প্রমাণের স্বরূপ রহিল।

শ্রীমানটী বোধ হয় বিহারী মিত্র কি কার্য্য করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নয়, যদি থাকিত তাহা হইলে আরও অনেক বলিতে পারিত, তবে রহস্য ছলে কিছু রকম বলা যাউক।

বিহারী মিত্র বচনে ও কার্য্যে শ্রাদ্ধের লৌকিকতা প্রথম উঠাইয়া দেয়।

বিহারী মিত্র বচনে ও কার্য্যে আয়ুবর্দ্ধনের উপলক্ষে বস্ত্র গ্রহণ প্রথম উঠাইয়া দেয় এবং ইহার বদলে ধান্য দূর্ব্বা গ্রহণ বিধান করে।

বিহারী মিত্র অধ্যাপকদিগের চোতা নিমন্ত্রন পত্র প্রথম উঠাইয়া দেয় এবং ইহার বদলে বিহারী মিত্র invitation card system introduce করে।

বিহারী মিত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদিগকে দেশীয় অধ্যাপকদিগের মতন প্রথম বিদায় (honorarium) দেয়।

বিহারী মিত্র যাহা কিছু "মিত্র-রহস্য"তে লিখিয়াছে, তাহার কিয়দংশ সরকার বাহাদুর ও অন্যান্য সভ্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন, অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহা পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর নিশ্চয় যে পূর্ণ হইবে, ইহার কোনও সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাউক বিহারী মিত্র অপরিচিত কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বিহারী মিত্র সময়োচিত কার্য্য করে না, যদি করিত তাহা হইলে কায়স্থদিগের নিকট পরিচিত হইত, অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইল, যাহা অপরিচিত তাহা কিছুই নয়। বাস্তবিক ইহা ঠিক এবং বিহারী মিত্র শত শতবার কহে যে এই সূত্রটী ঠিক, ইহার কোনও ভুল নাই।

একুশ লক্ষ কায়স্থের ভিতর একুশটী বিহারী মিত্রের মত ধনী নয়, একুশটী বিহারী মিত্রের মত বংশ মর্য্যাদা ভোগ করে না, একুশটী বিহারী মিত্রের মতন কার্য্যক্ষম নয়; তথাপি কায়স্থদিগের ভিতর বিহারী মিত্র অপরিচিত, কারণ বিহারী মিত্র সময়োচিত কার্য্য করে না, যদি করিত তাহা হইলে কায়স্থদিগের ভিতর অপরিচিত থাকিত না।

বিহারী মিত্রের পূর্ব্বপুরুষ যেরূপ দেব কার্য্যে খরচ করিয়া যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে, অদ্যাপি তাহা কোন কলিকাতাবাসী

কায়স্থের ভিতর আছে কি? যদি বলি অন্য সমস্ত কায়স্থের ভিতর কি আছে, ইহাও অত্যুক্তি হয় না, কারণ অন্য যাহাদিগের আছে তাহা সমস্ত এই কীর্ত্তির পূর্ব্বে নয়; দুই চারিটী আছে, তাহা সমসাময়িক বলিয়া কথিত। সাধু গোকুল মিত্র যখন পুরীতে গিয়াছিল তখন অর্থ খরচা করিয়া উলুবেড়ে হইতে জঙ্গল কাটাইয়া পথ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, ইহাতে কি প্রকার ব্যয় হয়, একবার বিবেচনা করিয়া দেখ।

কায়স্থদিগের ভিতর সাধু গোকুল মিত্রের মাথায় Law of primogeniture য়ের ফলটী যে ভাল, ইহা প্রথম প্রবেশ হয়। তাহাকে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের উইলেতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছে গোকুলের অন্য পৌত্রেরা জ্যেষ্ঠ পৌত্রের উপর Supreme Court এ ১৮১০খৃষ্টাব্দে এই উইলের বিপক্ষে Bill file করে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই মোকর্দ্দমা এই মর্ম্মে নিষ্পন্ন হয় যে, "সকলে সমান বখরা পাইবে, খালি মধ্যম পুত্রের বংশধরেরা এক আনা বেশী পাইবে, কারণ মধ্যম পুত্র মুখাগ্নির কার্য্য করিয়াছিল, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশধরেরা পাঁচ আনা করিয়া দশ আনা, আর মধ্যমের বংশধরেরা ছয় আনা।" এই বখরা হইতে বিষবৃক্ষটি রোপন হইল।

"একুশটী ধনী নাই" ইহা বলিয়াছে, ইহা কত অহঙ্কারের কথা দেখ, কারণ বিহারী মিত্র ঝড়ে পড়া মাটীসাৎ বুড়া গাছ। জালার খোলা হাঁড়ি কলসী অপেক্ষা অনেক বড় হয়; অহে ভাইসকল! এইটী যেন জ্ঞান থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও যেন মনে থাকে, খোলা যত বড় হউক না কেন নূতন হাঁড়ী কলসীর মত কাজে আসে না। অতএব যাহা অপরিচিত তাহা অষ্টৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইলেও কিছুই নয়, কিন্তু যেটি পরিচিত সেটি মহা পূজনীয়। বিহারী মিত্র কিছুই নয়, যখন অপরিচিত, যদিও বিহারী মিত্র পাগলের

মত অনেক বকিল। অতএব ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, যেটিতে সময়োচিত কার্য্য নাই সেটিও অলীক।

হে যাদুগণ! তোমরা অনেকে বলিবে "সময়োচিত কার্য্য" কি? কিন্তু ইহা আমি বলিতে অনিচ্ছুক, কারণ এই বিষয়টী প্রায় সকলে বেশ উত্তমরূপে জ্ঞাত আছ। দেখনা, কয়েক দিন গত হইল একটী বালক ছয় সাত শত কায়স্থকে বাজীকরের মত একটী যষ্টিতে কত ভেলকি দেখাইল, বালকটী কেদারার উপর উঠিয়া যষ্টিটী দেখাইল এবং তৎপরে সে বলিল, "তোমরা আমার দলে?" সকলে বলিল, "হাঁ।" আমি যে বিষয়ে বলি না, তোমরা সকলে "না" বলবে, ত? আমরা সকলে তাহাতে না বলিব। আমি বলি তোমরা সকলে বাহির হইয়া আইস—অমনি সকলে তাহাই করিল।

বড় গাছ মাটীসাৎ হইলেও যদি যে সময়োচিত কার্য্য করে তাহা হইলে সে পরিচিত হয় এবং যাহা সে বলে, তাহাও গ্রাহ্য হয়, কারণ বড় গাছ আবার বড় গাছ হইয়া যদি সময়োচিত কার্য্য না করে, অর্থাৎ ফল না দেয়, তাহা হইলে বড় গাছ থাকিয়াও অপরিচিত, অর্থাৎ কিছুই নয়। অতএব সকল কায়স্থকে স্বীকার করিতে হইবে যে, মানবে সময়োচিত কার্য্য না থাকিলে অষ্টৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইলেও কিছুই নয়, কারণ অপরিচিত।

অতএব বিহারী মিত্র ইহা স্বীকার করিতেছে, যাহা অপরিচিত তাহা কিছুই নয় অর্থাৎ মিথ্যা এবং যাহা পরিচিত তাহাই সত্য।

একজন কায়স্থ বলিল,—যদি হইলাম ক্ষত্রিয়, দেও তরবারি। অপরজন হুক্কা হুয়া নাদে নাদিল—হুক্কা হুয়া।

বিহারী মিত্র বলিল,—কায়স্থ রসাতলমে হায় গিয়া। এখন দেখা যাউক কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় কি না।

কায়স্থেরা দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করে না, ইহার কারণ আপাতত ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা বিবাহে দশা ব্যবহার করে, ইহার কারণ আপাতত ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা বিবাহ উপলক্ষে পর দিন কুশণ্ডিকা করে না, ইহার কারণ আপাতত ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে না, ইহার কারণ আপাতত ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা দেব দেবী মূর্ত্তিকে স্পর্শ করে না, ইহার কারণ আপাতত ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা বিজ্ঞানেশ্বরের মিত্রাক্ষরের মতে চলে না, ইহার কারণ আপাতত ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থদিগের ভিতর সরদার অর্থাৎ Ruling Chief নাই, ইহার কারণ আপাতত ক্ষত্রিয় নয়।

কায়স্থেরা সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা বলিতে পারে যে "আমরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম," কিম্বা প্রোথিত তাম্র ফলক উদ্ধারের দ্বারা কহিতে পারে যে "আমরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম"; যদি ইহা সত্য হয় এবং কায়স্থেরা যদি ইহা স্বীকার করে তাহা হইলে কায়স্থেরা ব্রাত্য শ্লোক উদ্ধারের দ্বারা কি হইল, না আরও শোক আসিল, এবং প্রোথিত তাম্র ফলকের দ্বারা কি হইল, না আরও প্রোথিত হইল, অর্থাৎ রসাতলে যাইল।

এখন পতিত ব্যক্তি উদ্ধার হয় কি না, ইহা দেখা যাউক।

পতিত ব্যক্তি ইহজন্মে উদ্ধার হইতে পারে না। যদি হইতে পারিত তাহা হইলে কায়স্থদের ভিতর দুর্দ্দশাটি হইত না, কারণ ইহারা যত কথিত সংস্কৃত বচনের বচনকে সেবা করিয়াছে,

বোধ হয় এত অন্য কোন ব্যক্তি করিয়াছে কি না সন্দেহ! তবে পতিতপাবনের নাম করিলে পাতিত্য থাকে না, এইটী সংস্কৃত বচনে কহে, কিন্তু এইটী জাতে খাটে না, যদি খাটিত তাহা হইলে কায়স্থেরা পতিতপাবন হইত। নিজগুণে নিজে তরিতে পারে, যেমন বিহারী মিত্র তরিতেছে, কিন্তু সকলকে তরাতে পারে না। যে ব্যক্তিরা কায়স্থকে নীচ জাতি বানাইয়াছে সে ব্যক্তিরা বাহাদুর কি না, একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। নিজে খাইতে সকলে পারে, কিন্তু বহুজনকে খাওয়াইতে কয়েকটি লোক পারে? যে পারে, সেই বড়; অতএব মানসিক বলের তারতম্যে বড় ও ছোট হয়। যদি এইটী সত্য হয় তাহা হইলে মানসিক তেজ সংগ্রহ করিতে পারিলে পতিতপাবন হইতে পারে।

ভারতবর্ষটি কত জাতির ছিল, কিন্তু এখন কি সেই সব জাতিরা বলিতে পারে যে "আমার ভারতবর্ষ"? নোবল বৃটন বলিতে পারেন, কেননা নোবল বৃটন তরবারির দ্বারা ভারতবর্ষ লইয়াছেন। যেরূপ বলের দ্বারা কায়স্থদিগকে অন্যেরা নীচ করিয়াছে, কায়স্থদিগের ভিতর যদি আবার সেইরূপ বল হয়, তাহা হইলে যে প্রকার বড় পূর্ব্বে ছিল আবার সেই প্রকার হইতে পারে। হে যাদুগণ! ইহা কি শ্লোকের দ্বারা হয়, না তাম্র ফলকের দ্বারা হয়? যদি হইত তাহা হইলে বিহারী মিত্র কায়স্থদিগের নিকট অপরিচিত থাকিত না; কিন্তু বিহারী মিত্র অপরিচিত, ইহার কারণ বিহারী মিত্র অনুপযুক্ত, যদি ইহা সত্য হয়, অর্থাৎ যাহা অপরিচিত তাহা কিছুই নয়, তাহা হইলে যখন কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার করে না অর্থাৎ অপরিচিত, তখন কায়স্থেরা আপাতত ক্ষাত্রেয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না, যদি দেয় তাহা অলীক, কারণ কায়স্থেরা নিজে স্বীকার করিয়াছে, যাহা অপরিচিত তাহা কিছুই নয়।

মৃতব্যক্তি ঔষধের দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে না, কিন্তু [ব্যক্তি পারে, যদি এইটী সত্য হয় তাহা হইলে কায়স্থেরা পারে, কারণ কায়স্থেরা খালি অপরিচিত, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার আপাতত কায়স্থদিগের ভিতর নাই।

বঙ্গদেশে যতদিন কায়স্থেরা আসিয়াছে, ততদিন কায়স্থদিগের ভিতর ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহারের অভাব লক্ষিত হয়। তবে কায়স্থেরা যজ্ঞোপবীতকে পোড়াইয়া ব্রহ্মচারী হইয়া কায়স্থ সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ছিল, ইহা আমি স্বীকার করি। তাই বলি যাদুধন, যদি পৌত্তলিক হও, পতুল পূজাগুলি নিজে কর না, আর যদি দেবলের দ্বারা কর, তাহা হইলে উহাদিগকে নীচে রাখ না। দেখ যাদুধন, ভ্রষ্টাচারী হইলে বড়—ছোট হয়, আর আচারী হইলে ছোট—বড় হয়।

মৃত্যু হইলে ভূত হয়, ভূত হইলে অন্ন হয়, অন্ন হইতে জীব হয়। হে কায়স্থ যাদুগণ! ইহতে তোমাদের দুঃখ কিছুই নাই, কেননা পুরুষকারকে ধরিলে সব মুটার ভিতর আইসে।

যত সংস্কৃত শ্লোক বা তাম্র ফলক উদ্ধার করিবে ততই বেশী শোক পাবে ও রসাতলে যাবে। সংস্কৃত শ্লোকের নজির ধরিলে শিখ বড় হয় না, বা গুরখা বড় হয় না। বাস্তবিক নিজগুণে জগতে সকলে বড় হয়। বাপ দাদা বড় থাকিলে পুত্র বড় হয় না, যদি হইত তাহা হইলে বিহারী মিত্র খুব বড় হইত অর্থাৎ কায়স্থদিগের ভিতর অপরিচিত থাকিত না; বাস্তবিক সময়োচিত কার্য্য যাতে নাই সেটি কিছুই নয়, যেমন বিহারী মিত্র কায়স্থদিগের ভিতর অপরিচিত।

কায়স্থেরা যখন অপরিচিত অর্থাৎ আপাতত ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য যখন কায়স্থের ভিতর নাই, তখন কায়স্থেরা বলিতে পারে না যে "আমরা ক্ষত্রিয়", যদি বলা হয়, তাহা হইলে বিহারী মিত্রের মত পাগলামী করা হয়; আর যদি ক্ষত্রিয় হইবার দরুণ মিত্রকে পূর্ব্ব-

পুরুষ স্বীকার কর, অর্থাৎ বিহারী মিত্র কায়স্থদিগের নিকট পরিচিত বা কায়স্থ সভার সভাসদ হয়, তাহা হইলে আবার নূতন গোলমাল উঠিল, অর্থাৎ পূর্ব্ব-পুরুষ অন্য বৃত্তিধারী রহিল, আর পরপুরুষ ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী হইল। হে যাদুগণ! এইবার চিড়ের বাইস ফেরে পড়িলে।

আজ পর্য্যন্ত সমস্ত কায়স্থেরা শূদ্রোচিত ব্যবহার করিতেছে, আবার অনধিক কায়স্থ শ্লোক উদ্ধারের দ্বারা বা তাম্র ফলক উদ্ধারের দ্বারা বলিতেছে যে "আমরা ক্ষত্রিয়"; অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে কায়স্থেরা আপাতত বিবর্ণ।

যে সমস্ত কায়স্থ শ্লোক উদ্ধারের দ্বারা বা প্রোথিত তাম্র ফলক উদ্ধারের দ্বারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা বচনে করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা সকলে অদ্যাবধি শূদ্রোচিত ব্যবহার করিয়া থাকে; অতএব ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে এই সমস্ত কায়স্থেরা ব্যবহারে—শূদ্রবৎ, নামে—would-be ক্ষত্রিয়। এইটি কি হাস্যাস্পদ নয়?

যখন উহারা নিজে বলিল, যে "আমরা শূদ্র নই, আমরা ক্ষত্রিয় হই", কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি কেহই বর্ম্মন লিখিল না, বা ক্ষত্রিয়োচিত কোন ব্যবহার করিল না। তবে কি করিয়া ক্ষত্রিয় হইল? অতএব ইহাতে প্রকাশ পায় যে কায়স্থ আপাতত বিবর্ণ। কায়স্থেরা পূর্ব্বে বলিয়াছে যাহা অপরিচিত তাহা কিছুই নয়;—যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় ব্যবহারে আপাতত অপরিচিত, ইহার কারণ কায়স্থেরা আপাতত ক্ষত্রিয় নয়। আবার দেখ, নিজে কায়স্থেরা বলিতেছে যে আমরা শূদ্র, বৈশ্য বা ব্রাহ্মণ নই, তাহা হইলে কায়স্থেরা কি? কোথাকার জল কোথায় আসিল! কোথায় সংজ্ঞাবিশিষ্ট ক্ষত্রিয় হইতে যাইলাম, না শূন্যত্ব প্রাপ্ত হইলাম!

হে যাত্ন কায়স্থগণ! এইবার তোমাদের জন্য স্বর্গের ও নরকের দ্বার বন্ধ হইল। তবে যাবে কোথায়, না রাজা নহুষের মত বশিষ্ঠের জ্বালায় অস্থির ভাব প্রাপ্ত হইয়া পরে বিশ্বামিত্রের নিকট আশ্রয় লইবে? দেখ, রাজা নহুষ বিশ্বামিত্রের আশ্রয় লইতে, বিশ্বামিত্র নহুষের জন্য একটি নূতন স্থান তৈয়ার করিল, যেটি আদ্যাবধি মহোচ্চ স্থান বলিয়া কথিত।

মিত্র অপেক্ষা জগতে উচ্চ স্থান আর দ্বিতীয় নাই। অদ্যাবধি জগতে যারা উচ্চ হইয়াছে তারা সকলেই মিত্রের আশ্রয় লইয়াছে। মিত্রতা না হইলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে সমতা হয় না, সমতা না হইলে ভ্রাতৃভাব হয় না, ভ্রাতৃভাব না হইলে একতা হয় না, আবার একতা না হইলে ভ্রাতৃভাব হয় না, ভ্রাতৃভাব না হইলে সমতা হয় না, সমতা না হইলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে মিত্রতা হয় না।

মিত্রতা না থাকিলে অপরিচিত হয়, আর মিত্রতা থাকিলে পরিচিত হয়, অতএব যাহা অপরিচিত তাহা অলীক, আর যাহা পরিচিত তাহা সত্য। তবে বৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য করিলে আবার ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র হইতে পারে। কায়স্থেরা আপাতত অপরিচিত, কারণ কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার করে না এবং সেই হেতু আপাতত কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় নয়, আবার কায়স্থেরা শূদ্র নয়, কারণ কায়স্থেরা নিজে স্বীকার করিয়াছে; অতএব কায়স্থেরা আপাতত বিবর্ণ ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

শেষ নাগ তক্ষকদেশ অর্থাৎ তক্ষরিস্থান হইতে আসিয়া পুনরায় ভারত আক্রমন করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজা হয়। অন্য কতকগুলি এসিয়া মাইনর দখল করিয়া পরে স্কাণ্ডিনেভিয়া পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত করিয়াছিল। অশ্ব ও অসি হইতে এসিয়া নাম

হইয়াছে এবং তক্ষক যাহা হইতে নাগ নাম হইয়াছে। ইহারা বাল্‌টিক সমুদ্রের ধার হইতে অন্যত্র যায়। গথ, গেটি ও যেটি এক হয়; অসি, ক্যটী ও সিম্বি্র এক হয়; কোল্‌ট ও গল এক হয় এবং উহারা ইউরোপের উত্তরাংশের কর্ত্তা হয়। গথ, হূন, অল্যান, সুইডিস্‌ ও ভণ্ডল এক হয় এবং ইহারা অন্যাংশের কর্ত্তা হয়।

নগে ভবনাগ অর্থাৎ যাহাদের বাসস্থান পর্ব্বতে ছিল। পার্ব্বতীরও বাসস্থান পর্ব্বতে ছিল। যখন পার্ব্বতীর বিবাহ উপস্থিত হয়, তখন বর বলিয়াছিলেন,—পার্ব্বতীর ভ্রাতা নাই, অতএব আমি বিবাহ করিব না। তাহাতে পার্ব্বতী বলিলেন,—আমার ভ্রাতা মৈনাক হন, কিন্তু তিনি পক্ষচ্ছেদনের ভয়ে এখন সমুদ্র গর্ভে আছেন। পাহাড়ের পক্ষ—এইটী বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, কিন্তু তা নয়, পর্ব্বত বাসীরা সর্ব্বত্র যাতায়াত করিত এবং সুবিধা পাইলে অন্য দেশগুলিকে হস্তগত করিত।

যখন ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করিল, তখন ইহাদের পক্ষ ছেদন হইল, অর্থাৎ যাতায়াত বন্ধ হইল, অর্থাৎ অপর দেশকে আক্রমন করা বন্ধ হইল, ইহার কারণ সমুদ্রে স্থান অন্বেষনে চলিল। মৈনাক পাহাড়ের নাম। মৈরাটিস, নাগ ও মৈনাক যে এক, ইহার কোন ভুল নাই। মধ্য এসিয়া যে সকল লোকের মধ্যস্থান, তাহার কোন ভুল নাই। কতকগুলি ইউরোপখণ্ডে গিয়াছে এবং কতকগুলি ভারতখণ্ডে আসিয়াছে।

যত রাজবংশধর আছে এখনও সকলের চক্ষু নীল হয়; সত্য কি মিথ্যা, রাজবংশধরদিগের চক্ষুর তারাটিকে দেখ। আদিম বা রংদার বঙ্গবাসী যে আদৌ আর্য্য সন্তান নয়, ইহার কোন ভুল নাই; তবে ইহারা আর্য্য সভ্যতাতে সভ্য হইয়াছে কিম্বা আর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে; পরে কতকগুলি মুসলমান সভ্যতাতে সভ্য

হইয়াছে এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে; ইদানীং যেমন কতকগুলি খ্রীশ্চান সভ্যতাতে সভ্য হইয়াছে এবং খ্রীশ্চান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

আর্য্য সময়ে যাহারা আর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, তাহাদিগকে আর্য্যেরা অন্তজ বলিত। মুসলমানের সময় যাহারা মুসলমান হয় নাই, মুসলমানেরা তাহাদিগকে হিন্দু বলিত, খ্রীশ্চানের সময় যাহারা খ্রীশ্চান এখনও হয় নাই, তাহাদিগকে খ্রীশ্চানের পৌত্তলিক কহে। বঙ্গবাসীদিগের ভিতর এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, ও এক রং নাই, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয় গোড়ায় দোষ এবং সেই হেতু ডালে, পাতায় ও ফলে দোষ; বস্তুত একতা ইহাদের মধ্যে কোনও সময় ছিল না এবং কোন কালে যে হইবে, ইহার কোন সম্ভাবনা নাই।

ভারতের অন্য প্রদেশের বর্ণেরা কি আমাদিগকে লইয়া চলে, না আমাদিগকে আর্য্য সন্তান বলিয়া উহারা পরিগণিত করে! আমরা সভ্য যতদিন অর্থ, অর্থ বিহীন হইলে অসভ্য।

আদিশূর সভ্য খেতাব যে কয়েকটী দিল, সেই কয়েকটী যাহাদিগের সঙ্গে অনুগ্রহ করিয়া মিশিল, তারাই সভ্য হইল। মুসলমানেরা যে কয়টীকে সভ্য বলিল, তাহারা ও তাহাদিগের আনুসঙ্গিক লোকসমূহ সভ্য হইল। খ্রীশ্চানেরা যাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছে এবং উহারা যাহাদিগের সহিত মিশিয়াছে, তাহারাই ইদানীং সভ্য বলিয়া কথিত, কিন্তু যে বঙ্গবাসীর কপালে এই শুভদৃষ্টি পড়ে নাই, সে এখনও অসভ্য বলিয়া কথিত। ছত্রিশ কুল রাজ-পুতেরা শৈব হয়, যদিও মহেন্দ্রাচার্য্য হইতে কতকগুলি বৈষ্ণব আচারকে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এখনও সংখ্যা হইলে নিরেনব্বুইতে একজন দেখিতে পাইবে।

রাজপুতদের ভিতর বাসন্তী পূজা দেখ। বঙ্গদেশে মাটী ও খড় দিয়া একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হয এবং ঐ মূর্ত্তিকে যথা বিধানে পূজা করা হয়। রাজপুতেরা (বসন্ত কাল অতি শ্লেষ্মার সময়, এই সময়ে শুষ্ক বৃক্ষতে মুঞ্জরী হয, ইহার কারণ ব্যায়াম অতি আবশ্যক,) বাসন্তীকে পূজা করে, অর্থাৎ ঐ সময়ে সকলে মৃগয়া করিতে বাহির হয, যদি ভাল শিকার মিলিল, সমস্ত বৎসর শুভ জানিল, বিপরীতে অশুভ জানিল। শারদীয়া পূজাতে রাজপুতেরা সমস্ত সৈন্যের বিভিউ দেখিয়া পরে শিকারে বাহির হয। বঙ্গবাসীরা খড় ও মাটীর প্রতিমাকে পূজা করে, এই পূজাটি আর্য্য সন্তানের ভিতর নাই, খালি বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভাব আছে, কারণ বঙ্গবাসীরা হাঁদু।

কৃষ্ণনগর হইতে প্রথম খড় ও মাটী মিশ্রিত প্রতিমূর্ত্তি বাহির হয। কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারেরা অতি সুন্দর মাটীর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারে। দুর্গা, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী ও কালী পূজা প্রথমে কৃষ্ণনগর হইতে বাহির হয। বারোইযারী পূজা প্রথমে গুপ্তিপাড়া হইতে বাহির হয—কার্ত্তিক পূজা প্রথম বড়বাজার হইতে বাহির হয—তৎপরে নানা পূজা নানা স্থান হইতে বাহির হইযাছে। পূজা নামটী পুরাতন পুস্তকে আছে, ইহার কারণ খড়ের ও মাটীর মূর্ত্তি পূজা আর্য্যদিগের ভিতর ছিল, বুঝিবে না। যাহা ছত্রিশকুল রাজপুতদিগের ভিতর এখন পর্য্যন্ত আছে, তাহাই আর্য্যদিগের ভিতর ছিল বুঝিবে, যদিও নানা গোলমাল হইয়াছে, তথাপি যাহা কিছু আছে তাহা উহাদিগের ভিতর এখনও আছে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। যেমন উত্তর অ্যাবিশিনিযার রাজা স্যোলাস্যেলে-সায়ের সময় যখন সত্য খ্রীশ্চান নোবল ব্রীটন্ দূতরূপে গিয়াছিলেন, তথাকার আচার্য্যেরা সত্য খ্রীশ্চান নোবল বৃটনকে খ্রীশ্চান বলিতে সন্দেহ করিয়াছিল, তেমনি অদ্য যদি সত্য আর্য্য বঙ্গদেশে আগমন

করে বঙ্গবাসীরা সচ্ছন্দে উহাদিগকে অনার্য্য বলিবে, কেননা সত্যতে ও মিথ্যাতে বন্ধুত্ব কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

শিবরাত্রি ব্রতটি একটী মহোৎসবের দিন এবং এই দিন সব হিন্দু ভারতবাসী প্রভু হরের পূজা করে; বাস্তবিক এইটার গোলমাল কোথাও নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশে খড় ও মাটীর পুতুল সুরু হইয়াছে। মহুয়ার পিয়ালা রাজপুতদের ভিতর আহ্বানের পাত্র হয়; মধুর অর্থাৎ মৌফুলের মদ্যের বদলে এখন আফিম সুরু হইয়াছে. এইটী ভাল চিহ্ন নয়। মদ্য, মাংস ও স্ত্রী এই তিনটী বীরপুরুষদের ভোগের সামগ্রী হয়; কিন্তু এইটী যেন মনে থাকে মদ্যকে ও মাংসকে ও স্ত্রীকে ভক্ষণ করিবে, অর্থাৎ নিজের বশে রাখিবে। যে দিন উহারা ভক্ষণ করিবে, অর্থাৎ উহাদের বশে চলিবে, সেই দিন সর্ব্বনাশ হইল, ইহাও নিশ্চয় জানিবে।

প্রভু হর, গৌরীকে বাম উরুতে রাখিলেন, এবং যথায় প্রভু হর রহিলেন তথায় গৌরীও থাকিলেন। তিনি হস্তে সুরাপাত্র খর্পর ধরিলেন, শুদ্ধ মাংস ভোজন করিতে লাগিলেন, চারিপার্শ্বে বিদ্যাধর ও অপ্সরীদিগের নৃত্য ও গীত দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য রহস্য, কোথায় উচ্ছন্ন যাইবেন, না হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া জগতে হরি নামে অভিহিত হইলেন এবং জগতের সমস্ত অসভ্যতাকে নাশ করিয়া সভ্যতা বিস্তার করিলেন! বাস্তবিক প্রভু হর—কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহাবতারের যোগ্য প্রাপ্ত হন।

৺কপিল সাংখ্য লিখিল, ৺দত্তাত্রেয় অবধূতগীতা লিখিল, ৺বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিল, ৺ব্যাস মহাভারত লিখিল, এবং পূর্ব্বের সমস্ত ছড়ান পুস্তকগুলিকে এক করিয়া "ত্রয়ী" নাম দিল;—যেমন যুদের যুডা ও ব্যারি জনথন পূর্ব্বের ছড়ান পুস্তকগুলিকে

এক করিয়া, প্রথমটিকে "মিশ্ন" ও দ্বিতীয়টিকে "গোমেরা" নাম দিয়াছিল; পরে দুইখানি এক হইয়া "ট্যাম্মদ" নাম ধারণ করিল।

বহুকাল পরে, পূর্ব্বের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কাশ্মীরের অধিপতি নিজ গ্রন্থালয়ে অগ্নি দিয়া প্রায় সমস্ত পুরাতন পুস্তকগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, যাহা কিছু ছিল তার একটী তালিকা আছে, অনুগ্রহ করিয়া চেষ্টা করিলে এখনও দেখিতে পার। আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার পুস্তাকালয় অগ্নিতে নষ্ট হওয়াতে জগতের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কর্ণাটের রাণী অত্যন্ত উন্নতিশীলা ছিল, সে ৺ বোপদেবকে এই ক্ষতিপূরণ করিতে অনুরোধ করায় ৺ বোপদেব পুনরায় আবার সব ঠিক করিল, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত খানি প্রধান পুঁথি হইল। বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যেরা কাষ্ণ না হইয়া বোষ্টম হইল।

ভারতবর্ষে যত পুরাতন মন্দির আছে, এমন কি পামির হইতে ভারত সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং পারস্য গালফ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত একটী মন্দিরেতেও শিবমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য মূর্ত্তিকে দেখিতে পাইবে না, এবং অন্য মূর্ত্তি যাহা দেখিবে, তাহা সম্প্রতি হইয়াছে জানিবে। উড়িষ্যাতে জগন্নাথের মূর্ত্তি আছে, অনেকে উহাকে বিষ্ণুর মূর্ত্তি কহে এবং পুরাণেও কথিত হয়, বাস্তবিক উহা বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগের শ্রী উপাসনার মন্দির হয়। আর্য্যেরা এক-লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে এবং আর্য্যেরা কখনও মূর্ত্তিকে প্রস্তুত করিয়া পূজা করে না, বা পরে বিসর্জ্জন দেয় না, এইটী খালি বাঙ্গালার বিধি হয়। রাজপুতের মত ভারতবর্ষে ধনী বা সভ্য অন্য কেহই নয়, কিন্তু উহারা ঘরে ঘরে পরবতেহারে মূর্ত্তিকে প্রস্তুত করিয়া রং ঢং করে না, বা মূর্ত্তিকে মুটের কাঁদে চাপাইয়া

বৃদ্ধা ফোঁ করিতে করিতে ঝুপ ঝাপ করিয়া জলে নিক্ষেপ করে না। মিথ্যা কি সত্য, এখনও বঙ্গদেশ পার হইয়া অন্যত্র দেখ।

৺ বোপদেপ, তৎপরে ৺ বল্লভাচার্য্য, তৎপরে ৺ গৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের নামকে ভারতে জাহির করে; কিন্তু ৺ বোপদের অবতার হইল না, ৺ বল্লভাচার্য্য অবতার হইল না এবং ৺ গৌরাঙ্গ নিজে অবতার হইল না এবং কখনও ৺ গৌরাঙ্গ বলে নাই যে "আমি কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি"। অতএব ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ৺ গৌরাঙ্গের শিষ্যেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ নামের প্রচারক ৺ গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ বানাইতেছে, কিন্তু ৺ গৌরাঙ্গ নিজে শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিয়া গিয়াছে।

পিতা ও পুত্র এক নয়, এইটী যেন ঠিক থাকে। যদি কেহ স্থূলকে ছাড়িয়া সূক্ষ্ম তর্ক ধর, তাহা হইলে একই সব, সবই এক আসিয়া উপস্থিত হয়; এই মূর্খতা হেতু বঙ্গদেশে রোজ অবতার জন্মায় ও রোজ মিশিয়া যায়। কৃষ্ণ নামে মুক্তি,—আহা, কি উচ্চ দর্শন, যার তুল্য যুক্তি আর দ্বিতীয় নাই! ভক্তি ব্যতীত মুক্তি নাই। কৃষ্ণ নামে মুক্তি, ইহা অপেক্ষা উচ্চ দর্শন বা যুক্তি আর নাই! প্রভু যিশুখ্রীস্ট জগতে ভক্তি গুণকে প্রচার করিয়া জাগতিক জনকে মুগ্ধ করিয়াছেন এবং ভারতে ৺ বোপদেব ভক্তি মার্গকে লিপি বদ্ধ করিয়া অতুল্য কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে, ফলত ভক্তি ব্যতীত মুক্তি নাই।

হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! তুমি এখন জানিতে পারিলে, উপাস্য ও উপাসক ও পূজা কি? এইগুলি খালি সাংসারিক জনকে শান্তি দিবার জন্য হয়, কেননা যখন সূক্ষ্মে এক হয়, তখন স্থূলে এক হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। যে জাতির ভিতর ধর্ম্ম, রং, পোষাক ও খাদ্য এক রকম আছে, তাহাদের ভিতর একতা আছে, কিন্তু

রংদারের ভিতর একতা নাই; তবে রংদারেরা সূক্ষ্মে এক হইতে পারে, বাস্তবিক সূক্ষ্মে এক হইলে স্থূলটী যায়, আর স্থূলটী যাইলে মনুর সন্তান মানবটিও যায়, কেননা মনটি স্থূল বলিয়া কথিত। মন হারা পাগল বঙ্গবাসীরা, আর মন ধরা পাগল আর্য্য সন্তানেরা ছিল। প্রথমটী পাগলাগারদের পাগল, শেষেরটি প্রভু হর পাগল। তুমি সংসার কি, ইহা বুঝিলে?

সংসার অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সার, কারণ সূক্ষ্মে এক, স্থূলে এক, মধ্যে এক, একই তিন, তিনই এক। তিনটী মূর্ত্তি, তিনখানি বেদ, তিনটী গুণ, তিনটী পৃথিবী, অবস্থা তিনটী, তিনটী লিঙ্গ, তিনটী অগ্নি, তিনটী কাল, অন্ন তিনটী, মনোবৃত্তি তিনটী, উপাসনা তিনটী, তিনটী মাত্রা, তিনটী স্বর, তিনটী উচ্চারণ, তিনটী অক্ষর। (যদি এই বিষয়টীকে বিশেষ করিয়া দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার ইংরাজী যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদের ভূমিকার ওম তৎসৎ প্রবন্ধটী দেখ।)

দিগ্বিজয়ী,—আপনি খড়ের, মাটীর, প্রস্তরের বা ধাতুর মূর্ত্তিকে গড়িয়া পূজা করিতে নিষেধ করেন, যদি কেহ লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন দেখিয়া পূজা অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করে প্রসিদ্ধ যে কয়েকটী স্থান আছে, তথায় করুক। গড়া ও বিসর্জ্জন দেওয়াটীকে ভাল বলেন না, কারণ ইহাতে সংস্কারটি দূষিত হয়। সাধারণ ব্যক্তিরা আমিষ ভোজী হউক, আর বিশেষ ব্যক্তিরা নিরামিষ ভোজী হউক। একটী শাক্ত আচার বলিয়া কথিত হউক, অপরটী বৈষ্ণব আচার বলিয়া কথিত হউক। সকলে বসন্ত কালে শিকারে বাহির হউক, আর শরৎ কালে দেশ ভ্রমণে বাহির হউক। যে ব্যক্তির মাথা উচ্চ হইবে, সে ব্যক্তি ধাম্মিক একবাদী হইয়া সমাজের বিশৃঙ্খলতাগুলিকে মোচন করুক, অর্থাৎ যাহাতে সমাজের ভিতর এক

ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক রং ও এক পোষাক হয়, ইহার চেষ্টা বিধিমতে করুক। অবতারের নামামৃত পানে সকলে মুক্তি লাভ করুক। বাটে, ঘাটে, মাটে, রাস্তাতে, অবতারের নাম প্রচার হউক, এবং সকলে সূক্ষ্মটীকে ভুলিয়া যাইয়া অবতারের উপাসক হউক। কেননা মর্ত্ত্য-বাসীদের উপকারের দরুণ এক অবতার রূপে মর্ত্ত্যে আসেন, এবং ইহা সকলে বিনা সন্দেহে ও তর্কে বিশ্বাস করুক।

আপনার প্রস্তাব কেহই গ্রহণ করিবে না, বরং সকলে আপনাকে পাগল ও বর্ব্বর বলিবে, আর সুবিধা পাইলেই বহু কষ্টে ফেলিবে। আপনি যশ, প্রশংসা পত্র, ছবি ও মূর্ত্তি চান না, ইহার কারণ আপনার পক্ষে ইহা ভাল হইতে পারে, কিন্তু অন্যেরা এই কয়েকটীর দাস, ইহার কারণ কেহই ঠিক কহিতে সাহস করে না, সকলেই বাতাস বুঝিয়া কার্য্য করে। কেহ উচ্চ বলিলে, উচ্চ বলিতে হয়,—কেহ অনুচ্চ বলিলে, অনুচ্চ বলিতে হয়। গরম ও নরমটীকে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হয় এবং যেখানে যেটি ঠিক লাগে, সেখানে সেটিকে ব্যবহার করিতে হয়। (এইটী রাজনীতির পক্ষে অতীব প্রশংসনীয় এবং ইহা খুব ঠিক।) বঙ্গবাসী হিন্দুদের কাহারও যে মতের ঠিক নাই, ইহা শত শতবার আমি বলি এবং উহাদের কাহারও যে বুদ্ধির স্থিরতা নাই, ইহাও শত শতবার বলি এবং উহারা যে নকলের চূড়ান্ত বীর, ইহাও শত শতবার বলি। আপনার রহস্যের সমালোচনা দেখুন না, তাহা হইলে আর কিছুই বলিতে হয় না। আপনার রহস্যের ওড়ন ও পাড়ন বুঝিতে পারে, এ রকম মাথা অতি বিরল। অনেক ভাষাজ্ঞ পাওয়া যায়, অনেক বচন আওড়াইতে পারে এমনও অনেক পাওয়া যায়, খুব বকিতে পারে এমনও অনেক পাওয়া যায়, নৈ এঁড়ে জ্ঞান নাই--অথচ ডাকপেটা রত্ন, এমনও অনেক পাওয়া

যায়, কিন্তু যথার্থ চিন্তাশীল লোক ও যথা যথা কহে এরূপ ব্যক্তি, বঙ্গদেশে মেলা অতি দুরূহ।

আপনার রহস্যের ওড়ন ও পাড়ন, খালি চিন্তা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান-ময়। সাধারণের আয়লো অলি, গৌরাঙ্গ বলি, খোসামোদ ভুলি, পেটের দায়ে মরি, যা তা লিখি। আপনি কাহাকেও তোষামোদ করেন না, কাহারও নিকট যান না ও কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না, ইহার কারণ আপনার রহস্যের সমালোচনা কি করিয়া ঠিক হইতে পারে? প্রথমে আমিই আপনাকে পাগল ও বর্ব্বর বলিয়া লইয়াছিলাম, কেননা আপনার নাম ডাকপেটা তালিকার ভিতর নাই। বঙ্গদেশে জবর নাম থাকাটা বিশেষ প্রয়োজন, কেননা তাহা না হইলে জলুষ হয় না। প্রথমে কেহ কিছু লিখিলে নামজাদাদিগকে তোষামোদ করা আবশ্যক, কারণ সাধারণে নৈ কে এঁড়ে দেখিবে না, নামজাদা দেখিবে। সত্য মিথ্যা দেখ।

আমি যত আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেছি তত নিজের অহঙ্কারটী যাইয়া আপনাকে প্রেমিক না বলিয়া থাকিতে পারি না। আমি সর্ব্বত্র গিয়াছি, সকলের সহিত তর্ক করিয়াছি, দিগ্বিজয়ী নাম লইয়াছি, কিন্তু আপনার নিকট আমি বালক, ইহাও ভয়ে ভয়ে বলিতেছি। আপনি যে অহং টিকে ধরিয়াছেন, উটি অত্যুচ্চ, কারণ আকার। অহং না হইলে আকার হয় না। যতক্ষণ অহং জ্ঞান, ততক্ষণ আকার। যে মুহূর্ত্তে নিরহং, তৎক্ষণাৎ নিরাকার। ইহার কারণ অহং ভাবটিকে লইয়া আপনি আরও বালকের পরিচয় দিয়াছেন। আপনার রহস্যের ওড়ন ও পাড়ন বড় সহজ নয়। দেখুন না, কোথায় অহংটি দূষনীয় হইবে, না অতি প্রশংসনীয় হইল। আমি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারি নাই; বালককে যেরূপ করিয়া বুঝায়, সেরূপ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিতে আমি কতকটা বুঝিয়াছি।

যদি আমার মতন লোকের অবস্থা এইরূপ হয়, তাহা হইলে অন্যের কিরূপ হয়, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন।

বঙ্গদেশে যে যত সমাজের অপকার করিবে, সে তত আদরণীয় হইবে এবং অন্য সমস্ত লোকগুলি তাহার নিকট গোলাম হইয়া থাকিবে, কেননা পৌত্তলিক দেশে পুতুলের আদর বেশী হয়। আপনি উপকার করিতেছেন, অন্য সকলেই আপনার অপকার করিবে। বঙ্গদেশ ইংরাজ বাহাদুরের হস্তগত হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত কেহই স্পষ্টাক্ষরে চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া বঙ্গসমাজের সমস্ত দোষগুলিকে দেখাইয়া দিতে সাহস পায় নাই। আপনি নিজের যশ নষ্ট করিয়া এবং নিজে সমস্ত বঙ্গবাসীর নিকট ছুঃছাই হইয়া, এবং সকলকার অভিসম্পাতগুলিকে মস্তকের উপর ধারণ করিয়া, সমস্ত হিন্দু বঙ্গবাসীদিগকে তাহাদিগের গুণাগুণ দেখাইয়া দিতেছেন। ধন্য অপনার মানসিক তেজ, ধন্য আপনার উদারতা, ধন্য আপনার ত্যাগশীলতা। পঞ্চাশ বর্ষ পরে আপনার রহস্য বঙ্গের ইষ্ট কবচ হইবে। অন্যের রচনা নকল, আপনার রহস্য আদর্শ হয়।

বঙ্গদেশে নকলের আদর বেশী। আর্য্যের সময় বঙ্গবাসীরা নকলদানা ছিল। বৌদ্ধের সময় বঙ্গবাসীরা বৌদ্ধদিগকে নকল করিয়াছিল, মুসলমানের সময় বঙ্গবাসীরা মুসলমানদিগকে নকল করিয়াছিল এবং বঙ্গবাসীরা ইদানীং খ্রীশ্চানদিগকে নকল করিতেছে। আপনার নিকট শিখিয়াছি যে নকল নাই—যাহা এক, তাহাই ঠিক। বঙ্গবাসীরা যদি সকলে আর্য্য সভ্যতাকে লইত, কিম্বা বৌদ্ধ সভ্যতাকে লইত, কিম্বা মুসলমান সভ্যতাকে লইত, কিম্বা খ্রীশ্চান সভ্যতাকে লয়, তাহা হইলে কোন বালাই থাকিত না, বা থাকে না। আধা-আধি ও ভাঙ্গা-ভাঙ্গি থাকিয়া যত গোলমাল হইয়াছে ও হইতেছে। অপনি যে নকলনবিশ সকলকে বলেন,

ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না, কারণ সভ্যতার মূল মন্ত্র ও সাধন—এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং হয়। বাঙ্গালীদিগের ভিতর নানা ধর্ম্ম, নানা পোষাক, নানা খাদ্য ও নানা রং হয়, ইহার কারণ বাঙ্গালী সভ্য, যতক্ষণ অর্থ, অর্থ যাইলে অসভ্য।

প্রত্যহ বঙ্গদেশে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, পুত্র কোন রকমে সভ্য হইলে পিতাকে পিতা বলিতে লজ্জা পায় এবং যে পুত্রটী সভ্য হইল সেইটার সহিত অন্য সন্তান সন্ততির সহিত আর মিল দেখিতে পাওয়া যায় না; ধর্ম্মে, পোষাকে, খাদ্যে ও বীর্য্যে পরস্পরে তফাৎ হইয়া যায়। আপনি বঙ্গদেশের উপকারের দরুণ যত কিছু চেষ্টা করুন কিছুতেই কিছু হইবে না, বরং নিজেই বর্ব্বর বনিবেন। সে যাহা হউক আপনি নিয়ম বলেন নাই বা কৃষ্ণ নামের গুণ কি, তাহাও বলেন নাই কেন, তাহা বলিতে পারি না, তবে যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, তাহা হইলে অত্যন্ত ভাল হয়।

ক্রেতা,—দেহী স্থূলের নিয়মগুলিকে প্রতিপালন না করিলে ফল পায় না, কারণ স্থূল নিয়মাধীন হয়। স্থূলের ভিতর সূর্য্য অপেক্ষা তেজোময় পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই, তথাপি সূর্য্যের বিশ্রাম নাই। যে দিন বিশ্রাম লইবে সেই দিন হইতে তেজহীন হইবে। সূর্য্যের তেজ কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু সকলকার তেজকে সূর্য্য হরণ করে। কি উচ্চ রহস্য! স্বাধীনের তেজকে কেহই গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু পরাধীনের সমস্ত তেজ স্বাধীনেতে লয় প্রাপ্ত হয়, কারণ স্বাধীন নিয়মাধীন ব্যক্তি হন। সূর্য্য স্বাধীন, ইহার কারণ নিয়মাধীন, অন্য বিষয় পরাধীন ইহার কারণ সূর্য্যের

অধীন। নিয়মকে প্রতিপালন অপেক্ষা স্কুলের ভিতর উচ্চ দর্শন আর দ্বিতীয় নাই।

কোন সময়ে এক যোগাভ্যাসী তাহার গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল,— আমি কি উপায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারি?

গুরু বলিলেন,—"আতুরে নিয়ম নাস্তি, পুরুষে নিয়ম অস্তি।" বাপু, যদি তুমি পুরুষ হও, নিয়মকে প্রতিপালন কর, আর যদি তুমি পীড়িত হও, তাহা হইলে যাহা মনে লয় তাহাই কর।

যোগাভ্যাসী,—আমি যদি পীড়িত হইতাম, তাহা হইলে আমি আপনার কাছে আসিতাম না, হাঁসপাতালে যাইতাম এবং ঔষধ সেবন করিতাম। আমার আকৃতি দেখিয়া কি আপনি আমাকে পুরুষ বলিয়া জানিতে পারিতেছেন না?

গুরু,—বাপু, তুমি যাহা বলিলে সবই ঠিক, কিন্তু তোমার মাথাটি মস্ত দেখিয়া আমার বোধ হয়, তুমি পীড়িত, কারণ দেহের পরিমাণের অপেক্ষা বড় মাথা হইলে আমি তাহাকে পীড়িত বলি, যে হেতু মাথাটি খসিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। যে পরিমাণে দেহ, সেই পরিমাণে মাথা হইলে পুরুষ হয়। তবে বাপু, তোমায় একটী গল্প বলি শুন :—

ভারতবর্ষের ভিতর বঙ্গ নামে একটী দেশ আছে এবং তথাকার জল ও বায়ু অত্যন্ত দূষিত হইবার কারণ বঙ্গবাসীরা আদৌ সংসার নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করিতে পারে না এবং নিয়ম যে কি সামগ্রী তাহাও বাঙ্গালীরা জানে না, তবে দেশের রাজার যে কয়েকটী নিয়ম আছে তাহাই অগত্যা প্রতিপালন করে। বঙ্গবাসীদিগের ভিতর আহারের নিয়ম নাই, বঙ্গবাসীদের গাত্রে বস্ত্র নাই, শয্যা নিম্ন স্থানে, অর্থ অত্যন্ত কম, কিন্তু উহাদিগের ভিতর পিত্ত অত্যন্ত বেশী থাকিবার কারণ সন্তান সন্ততি বেশী হয়। সকলেই

প্রায় মানসিক ও কায়িক জ্বরে জীর্ণ ও শীর্ণ হওয়ায় উহাদিগের মাথা দেহের পরিমাণের অপেক্ষা অত্যন্ত বড় হয়, কিন্তু হাত, পা ও বুক মাথার মাপের চেয়ে ছোট অর্থাৎ সরু হয়। বঙ্গবাসীরা মাথার ভারে টিপ্ ঢাপ করিয়া পড়িয়া মরে—ইহা বলিয়া বঙ্গবাসীরা কি মনুষ্য নয়? মনুষ্যাকৃতি মনুষ্য বটে, কিন্তু পুরুষাকৃতি মনুষ্য নয়, কারণ পীড়িত।

চিন্তাক্রান্ত ও ধাতুবদ্ধ শরীর হয়। নষ্ট চিত্তে ধাতু নষ্ট হয়, সুস্থ চিত্তে বুদ্ধিটি বৃদ্ধি পায়। কতকগুলি মাথা বড় হেতু একমেব দ্বিতীয়টী পথে, ঘাটে, মাটে, মন্দিরে, কাগজে, পত্রে ও অন্যান্য বিশেষ স্থানে, বেদান্ত ও উপনিষৎ ও গীতা রূপে বিরাজ করে এবং অন্য কতকগুলি মাথা বড় হেতু সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মটি, খড়ে, মাটীতে, পাথরের, ধাতুতে, কাগজে, পত্রে ও অন্যান্য স্থানে পুরাণ রূপে বিরাজ করে। দুইটী যে এক ইহার কোন ভুল নাই এবং দুইটী যে উচ্চ দর্শন ইহারও কোন ভুল নাই, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে দুটি বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া ও শূন্যে উড়াউড়ি করিয়া এবং অবশেষে কাক জড়ামড়ি হইয়া ইহজগতের খেলাগুলিকে সাঙ্গ করে। স্বাভাবিক নিয়ম এই হয়, ভিত্তি যত স্থূল হইবে, ভিত্তির উপর ইমারত তত উচ্চ হইবে, কিন্তু বিপরীত হইলে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় বৃথা হয়। বঙ্গবাসী-দিগের ভিতর পরিমাণের নিয়ম ঠিক না থাকিবার কারণ যাহা লিখে, বকে, ভান্ করে, সমস্তই রং তামাসা। বঙ্গবাসীরা যে জানিয়া শুনিয়া করে তাহা নয়, বাস্তবিক উহাদের স্বভাব সিদ্ধ প্রকৃতিই পরের অনিষ্ট করা। তবে বাপু একটী গল্প বলি শুন:—

কোন সময়ে কতকগুলি হনুমান বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে ছিল। বৃক্ষের উপর কতকগুলি বাবুই

পক্ষী বাসার বারাণ্ডাতে বাহির হইয়া দেখিল, হনুমানেরা বাসা বিহনে বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়াছে, অতএব বাসা করা আবশ্যক এইটী উহাদিগকে বলা হউক। বাবুই পক্ষীর ভিতর হইতে একজন উহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ওহে হনুমন্! তোমরা সকলে হস্তপদাদি বিশিষ্ট জন্তু হও, এই সব থাকিতে কেন অকারণ এত কষ্টভোগ কর। তোমাদিগের মতন আমাদের কিছুই সুবিধা নাই, তথাপি আমরা চঞ্চুর সাহায্যে নীড় প্রস্তুত করিয়া বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাই। তোমরা একটি বাসা তৈয়ার কর, যাতে পরে আর কষ্ট না পাও"।

ইহা শুনিয়া সমস্ত হনুমানেরা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একটী সভা আহ্বান করিল। দাঁত খিচি মিচি চলিল, পরে সকলকার সম্মতিতে একটী প্রস্তাব স্থির হইল—"বাবুই পক্ষীর একফোঁটা নীড় থাকাতে উহারা এত অহঙ্কারী হইয়াছে যে আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আইসে! অতএব বাবুই পক্ষীর সমস্ত নীড়-গুলিকে নষ্ট করা বিধেয়"। যেমন হুকুম বাহির হইল, অমনি সকলে ঝুপ্ ঝাপ্, হুপ্ হাপ্ করিয়া সমস্ত নীড়গুলিকে নষ্ট করিল। পরে আবার তৈয়ার করে এই আশঙ্কায় বৃক্ষের ডাল, পালা, পাতা ও লতাগুলিকে দূরে ফেলিয়া দিল।

স্বভাব যায় না,—না মরিলে; ইল্লোৎ যায় না,—না ধুইলে। বাপু, তোমার মস্ত মাথা, এই জন্য আমি তোমাকে কিছু বলিতে আশঙ্কা করি; যদি দেহের পরিমাণের মতন মাথা হইত, তাহা হইলে নিয়মাধীন হইতে পারিতে এবং সহজে মুক্তি লাভ করিতে পারিতে; কিন্তু তুমি পীড়িত, ইহার কারণ তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই কর। তোমাকে বলিবার বা তোমার বিষয় লিখিবার আমার কিছুই নাই, কারণ আমার মাথা তোমার অপেক্ষা পরিমাণে বেশী ছোট হয়।

যোগাভ্যাসী,—আপনি কি বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা ও পুরাণ গুলিকে মন্দ গ্রন্থ বলেন?

গুরু,—বাপু, আমি মন্দ গ্রন্থ কেন বলিব, যখন একটী সূক্ষ্মকে বলিতেছে, অপরটী স্থূলকে বলিতেছে; তবে কি জান, অধিকারীর প্রয়োজন আর কিছুই নয়। তুমি "চিন্তা-রহস্য"তে ব্যাঙ্কের পোদ্দারের গল্পটী পড়, তাহা হইলে জানিতে পারিবে অনধিকার চর্চ্চাটি কিরূপ দূষনীয়। বৃথা বাক্যব্যয়ে সময়টি নষ্ট করাটি কি ভাল, ইহাও জানিতে ইচ্ছা কর "চিন্তা-রহস্যে"র ব্যাস ও বিবেকীর ভিতর সময় প্রবন্ধটিকে পড়। বাপু, তুমি নিয়মাধীন হইতে পারিবে না, কারণ তোমার এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাইয়ের বা সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের গুঁতেতে নিয়মটি অস্থির হইয়া পলাইয়া গিয়াছে; ইহাও জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে "কথোপকথন-রহস্য"তে মতাতালের গল্প পড়। বাপু, তুমি কি বাঙ্গালী?—তোমার হেঁড়ে মাথা দেখে বোধ হচ্ছে।

যোগাভ্যাসী,—আপনি কি বাঙ্গালিকে খারাপ বলেন? বাঙ্গালী অপেক্ষা উচ্চ সভ্যতার লোক জগতে কে আছে? ইহাদের সভ্যতা লইয়া জগৎ সভ্য হইয়াছে, ইহা কি আপনি জানেন না? ইহাদের মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান বা ধনী কে আছে? আপনি দর্শন পড়িয়া দেখুন ইহাদের দর্শন অপেক্ষা উচ্চ দর্শন জগতে আর কোথায় আছে? ধর্ম্ম পুস্তক পড়িয়া দেখুন, ইহাদের মত সনাতন ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর কোথায় আছে? পুরাণ পড়িয়া দেখুন, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন রাজা সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ হইতে হইয়াছে কি না? বাঙ্গালী রাং নয়, খাঁটী সোণা।

গুরু,—হাঁ, হাঁ, হাঁ! তুমি যাহা বলিলে অতি উচ্চ কথা, তবে রাং আছে, বঙ্গ। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ হইতে পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশ যে হইয়াছে ইহা কতকটা ঠিক, তবে কোন্‌টী অগ্রে আর

কোন্‌টী পশ্চাতে হইয়াছে, ইহা ঠিক করা বড় দুরূহ ব্যাপার। মধ্য এসিয়া হইতে যে সমস্ত রাজবংশ হইয়াছে, ইহা ঠিক, তবে খালি অধিক এইটী যে বঙ্গটি অর্য্যাবর্ত্তের ভিতর নয়, আর বঙ্গদেশে তীর্থ পর্য্যটন করিতে আসিলে পুনঃ সংস্কার বিধেয়। আর দর্শনের ও পুরাণের বিষয় যাহা বলিলে ইহাও ঠিক, কেননা সমস্ত সংস্কৃত দর্শন বা পুরাণ বাঙ্গালীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র, বেদব্যাস, বাল্মীকি ও গৌতমাদি সমস্ত বাঙ্গলা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা আরও ঠিক, তবে জন্মস্থানগুলি উড়িয়া গিয়া আর্য্যাবর্ত্তে পড়িয়াছে। আর বাঙ্গলা হইতে যে অন্য সমস্ত লোক সভ্য হইয়াছে এইটী বড় মন্দ নয়, আর চারকুটের খবর যে বাঙ্গলা হইতে পাওয়া যায় এইটি আরও খুব ঠিক। পৃথিবীর সমস্ত প্রকার ধর্ম্ম যে বাঙ্গালীতে আছে, পৃথিবীর সমস্ত রকম রং যে বাঙ্গালীতে আছে, পৃথিবীর সমস্ত রকম খাদ্য যে বাঙ্গালীর পেটেতে আছে, পৃথিবীর সমস্ত রকম পোষাক যে বাঙ্গালীর গায়ে আছে, ইহাও খুব ঠিক; অতএব এইগুলিকে অস্বীকার কে করিবে? সাধে কি বাপু, আমি তোমায় পীড়িত বলিয়াছি, কারণ তোমার মাথা দেহের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বড়।

যোগাভ্যাসী,—আপনি কি উচ্চ মাথা ভাল বলেন না?

গুরু,—হাজার বার ভাল বলি; তবে কি জান, নিজের পরিমাণ অপেক্ষা কোন ভাল কার্য্য করিলেও শেষে মন্দ ফল হয়, "চিন্তা-রহস্যে" হুন্দহারার গল্প পড়িলে জানিতে পার। মস্তকের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রহিয়াছে। তা বলে বাপু, ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত মস্ত মাথা বাঙ্গালী কি প্যাঞ্জাববাসীদের সহিত কুস্তি করিতে পারে, না স্বাধীন দেশের লোকের মত এক ধর্ম্মে, এক পোষাকে,

এক রংয়ে ও এক খাদ্যে দেহকে রক্ষা করিতে পারে? বাঙ্গালীর মস্ত মাথা—অকাল মৃত্যুর দরুণ, আর কিছুই নয়।

যোগাভ্যাসী,—তবে দেহের পরিমাণ অপেক্ষা উচ্চ অর্থাৎ বড় মাথা ভাল নয়। যেই রকম দেহ, সেই রকম মাথা ভাল?

গুরু,-বাপু, এই জন্যই আমি তোমায় পীড়িত বলিয়াছি। সুস্থ শরীর না হইলে বুদ্ধিটি বৃদ্ধি পায় না, বুদ্ধি না থাকিলে নিয়মাধীন হয় না, এবং নিয়মাধীম না হইলে কোন কার্য্য সফল হয় না। তুমি আতুর, ইহার কারণ তোমাতে নিয়ম নাস্তি।

যোগাভ্যাসী,—গুরুদেব! তবে আমি আসি।

গুরু,—এস বাছা। এক তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! বঙ্গদেশে কেহই নিয়মাধীন নয়, ইহার কারণ প্রকৃত ধাম্মিক সাংসারিক নয়। দেখ গলায় দড়ি, হলদে কুকুর টিকিদাস বাবাজী সকলে নিজের পেটের দরুণ বঙ্গদেশের এক প্রান্তর হইতে অপর প্রান্তর পর্য্যন্ত অন্য সকলকে শিক্ষা দিতেছে যে জগৎটি অনিত্য হয়; বাস্তবিক যদি জগৎটি অনিত্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সার যে সংসার বৃথা এবং যে ব্যক্তিরা এই সব কথা বলে তাদের কথা অযথা, কেননা তারা বলিতেছে জগৎটি অনিত্য হয়। ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাইনি। জগতে জগতের ভিতর অসভ্য জাতি কে? বাঙ্গালীর মত সভ্য জাত আর জগতে দ্বিতীয় নাই। এই রকম স্থানে নিয়মের কথা আর কি বলিব? যতক্ষণ না এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক পুত্রে বিষয় ভোগ ঠিক হয়, ততক্ষণ পীড়িত এবং পীড়িত লোকেতে যে নিয়ম অর্থাৎ সামাজিক ধর্ম্ম নাই, ইহা অব্যর্থ।

তবে যতদিন দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিবে, ততদিন এক তানে, এক স্বরে, এক ভাবে গান গাহিবে, কেহ শুনুক আর

না শুনুক, পাগল বলুক আর বর্ব্বরই বলুক। হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! স্ট্রীট ষ্ট্রীটে যাইয়া একবার উচ্চ রবে প্রাণ ভরে গান গাহিব মনন্ করিয়াছিলাম, কিন্তু প্লেগের হেঁপাতে আপাতত বন্ধ রাখিলাম। একের কৃপায় যদি দেহ থাকে, পরে যাইব।

কোন ইংরাজ ইতিহাসলেখক বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরা খুব নকল করিতে পারে, কিন্তু সৎ গুণকে নকল করিতে পারে না, অসৎ গুণকে অতি শীঘ্র নকল করিতে পারে, ইহা যে ঠিক ইহার কোন ভুল নাই। সৎ গুণকে নকল করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালীদিগের ভিতর আদৌ নাই, তবে একটী গল্প বলি শুন:—

কোন সময়ে আর্য্যবর্ত্তে এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাস করিত এবং তাহার পরামর্শ ব্যতীত দেশের রাজচক্রবর্ত্তী কোন কার্য্য করিত না। বুদ্ধিমানটি দেশের প্রচলিত অনেক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, ফলত অন্য সকলকার পূজার পাত্র হইয়াছিল। বুদ্ধিমান ব্যক্তিটির একটী আশ্রম--ছিল এবং তথায় অনেক শিষ্য বাস করিত। সে সকলকে যথা বিধানে বিদ্যা দান করিত এবং আহারও দিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি প্রকৃত ঋষি ছিল, বাঙ্গালীর মত নকলনবিশ ছিল না।

কোন দিন বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি নৌকাযানে আসিতেছিল, হঠাৎ ধীবর রাজার অবিবাহিতা কন্যাকে আমোদ নৌকায় সহচরীর সহিত জল কেলি করিতে দেখিয়া মদন জ্বালায় ব্যথিত হইয়া মেঘের আশ্রয়কে লইতে বাধ্য হইয়াছিল, অর্থাৎ বিবেক জ্ঞানটিকে হারাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সুন্দরী সম্মুখে তেজপুঞ্জ পুরুষকে দেখিয়া যৌবন ভার ও মদনের শর উভয়কে সহিতে না পারিয়া ব্যক্তিটির সহিত নৌকা-যানে রমণ করিতে বাধ্য হইল। সুরত প্রসঙ্গের ফলটি অমর বলিয়া কথিত।

কিছু দিন পরে তার একটী শিষ্য অপর একটী স্ত্রীলোকের উপর কামাসক্ত হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে স্ত্রীলোকের সতীত্বটিকে নষ্ট করে। স্ত্রীলোকটী বুদ্ধিমান ব্যক্তিটির নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত জ্ঞাপন করাইবার পর, সে বলিল,—মা! তুমি বাটী যাও, ইহার সমুচিত শাস্তি আমি দিব। কিয়ৎক্ষণ পরে শিষ্যটি আসিয়া গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে শিষ্যকে সমস্ত ব্যাপার বলিল,— শিষ্য রাগান্বিত হইয়া উত্তর করিল,—ঠাকুর! তোমার বেলা লীলা খেলা, পাপ বলছো আমার বেলা। তোমার দেখিয়া আমি করিয়াছি। তুমি গুরু, যে রূপ দেখাইবে, আমি শিষ্য, সেই রকম করিব। আমি প্রধান শিষ্য, আমি অন্য সব শিষ্য অপেক্ষা অধিক নকল করিব। অতএব গুরুদেব! আমি কোনও দোষ করি নাই।

গুরু,—শিষ্য! তুমি কোনও দোষ কর নাই ইহা ঠিক, কারণ তুমি গুরুকে নকল করিয়াছ। তোমার গুরুর যে এত সৎকার্য্য রহিয়াছে, তুমি কি তাহার কিছু নকল করিয়াছ?

শিষ্য,—আমি বিদ্যা বা বুদ্ধি বা যুক্তির নকল করি না, কারণ আমার ক্ষমতা নাই। যাহা আমি পারি, তাহাই করিয়াছি।

গুরু,—তুমি জান, রাজচক্রবর্ত্তী আমায় কত ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় ক্ষমা করিয়াছেন, আর তিনি সেই সময় বলিয়াছেন,—আপনার পনরআনা তিনপাই সৎ গুণ, রক্ত মাংসের শরীর, আবার সম্মতি ক্রমে কার্য্য করা হইয়াছে, ইহার কারণ আমি আপনাকে এইবার ক্ষমা করিলাম। আর একটী প্রধান কারণ যে সকল প্রজাবর্গেরা আপনার ক্ষমার দরুণ আমার নিকট দরখাস্ত করিয়াছে। তুমি জান, আমি তদবধি লজ্জিত আছি এবং নিজেকে নিজে কত তিরস্কার দিতেছি এবং আমি কত অনুতাপ করিতেছি এবং একের নিকট কত এক অন্তঃকরণ হইয়া, দেহের দোষের

শান্তির দরুণ কত কঠোর তপস্যা করিতেছি। বাপু, তোমার পনরআনা তিনপাই অসৎ গুণ হয়, যদিও সৎ গুণকে নকল করিবার ক্ষমতা নাই, তথাপি দোষের শাস্তি ভোগ কর।

এমন সময়ে রাজচক্রবর্ত্তীর সিপাহী আসিয়া শিষ্যকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! আতুরের নিকট নিয়ম বলিতে নাই, কারণ নিয়মের কথাগুলি ভ্রষ্টভাবে আক্রান্ত হয়। পূজা কর এই কথাটী সর্ব্ব গ্রন্থে আছে;—চাল, কলা, ঘণ্টা নাড়া কোথা হইতে আসিল? ওম, এই কথাটী সর্ব্ব গ্রন্থে আছে, ওম্ অর্থাৎ অ+উ+ম অর্থাৎ ত্রিগুণ অর্থাৎ আকার, নিরাকার কোথা হইতে আসিল? সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, ইহা হইতে উপাস্য ও উপাসক কোথা হইতে আসিল বা খড় মাটির ঠাকুর, ঠাকুরাণী হইয়া বঙ্গদেশে কি প্রকারে ঢুকিল? ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়, চরকা কিম্বা গুলিসূতা কোথা হইতে আসিল? শূদ্র অর্থাৎ পরাধীন, স্বাধীন বৃত্তি কোথা হইতে আসিল? শ্যামা তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের দরুণ, সা স্ত্রী শ্যামা ইতি কথ্যতে;—ইজিপ্ট দেশের স্যেমিরেমিসের মত কাল বর্ণ কালী কোথা হইতে আসিল? শ্রীকৃষ্ণ নামের অর্থ কোথা হইতে 'নিরামিষ ভোজী বা কণ্ঠিধারী বা তিলকধারী বা বেওয়ারিশ নেড়া নেড়ি বা পেটের দায়ে মরি ভিখারী কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? হরি বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ কেন আসিয়া উপস্থিত হয়? প্রকৃত প্রভু হর অর্থাৎ হরি অর্থাৎ সূর্য্য কেন লোপ পায়, বা শ্রীকৃষ্ণ বলিলে প্রকৃতটী না আসিয়া অপ্রকৃত গোলযোগটী আসে কেন? হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! পীড়িত ব্যক্তি নিয়মাধীন হইতে পারে না, ডাক্তার, হাকিম, কবিরাজ, গঙ্গাপানে পা ব্যক্তিকে অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যেমন অনুমতি দেয় "যাহা ইচ্ছা তাহাই পথ্য" আমিও নিয়ম বিষয়ে

তোমাকে ঠিক ঐরূপ বলিতেছি। তবে কৃষ্ণ নামের গুণের কথা যাহা বলিয়াছ, তাহা বলি শুন :—

কোন দিন এক ভক্ত যমালয়ে ভ্রমণ করিতে যায় এবং তথায় পাপীর নানা প্রকার অবস্থাকে দেখিয়া অত্যন্ত মনে বেদনা পাইয়া সে মনে করিল, নিজ গুণে সকলেই তরে, কিন্তু নাম বলি তারে, যে অধমকে তরাতে পারে। বরাবর আমি কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু পরীক্ষা করিবার কোন সুযোগ পাই নাই, এইবার কৃষ্ণ নামের গুণ কি, ইহা একবার প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি। ভক্ত প্রাণভরে কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিল। বাস্তবিক যমালয়ে যত পাপী ছিল সব উদ্ধার হইয়া গেল।

হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! কৃষ্ণ নাম করিলে উদ্ধার হয়, তুমি যদি এইটী বিশ্বাস কর, তাহা হইলে অন্য কিছুই বলিতে হয় না; যাগ, যজ্ঞ, হোম, তপ, মুক্তির দরুণ আর কিছুরই করিতে হয় না; বিদ্যার, বুদ্ধির, জ্ঞানের বা যুক্তির আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না; খড়ের বা মাটীর সংকল্প পূজাতে আর অর্থশ্রাদ্ধ করিতে হয় না; কপট গৈরিকধারীর বা কপট ব্রাহ্মণ বেশধারীর বা কপট কৌপিন বহির্ব্বাসধারীর বুক্রির পরামর্শ লইতে আর প্রয়োজন হয় না। হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! তুমি বলিতে পার, কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলে কেন মুক্তি হয়?

দিগ্বিজয়ী,—না।

ক্রেতা,—তবে একটী গল্প বলি শুন :—

কলিকাতাতে প্লেগরূপিনী মায়া আসিয়া কলিকাতাবাসীদিগকে বিভীষিকা দেখাইতেছিল। সংস্কার অপেক্ষা অদ্ভুত পদার্থ আর কিছুই নাই,—সত্য মিথ্যা হয়, মিথ্যা সত্য হয়। ৮ এনভিল সাহেবের ভারতের নক্সা দেখিলে বেশ জানিতে পারা যায় যে গঙ্গা মুরশিদাবাদ

হইতে গৌড় হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। গৌড়বাসীরা যখন রাঢ়ে আসিয়া বাস করিয়াছিল, বোধ হয় সেই সময় হইতে এই কাণ্ডটি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে রাঢ়ীরা বিদ্বান ছিল এবং বৈদিক-দিগের বহুপূর্ব্বে উহারা বঙ্গদেশে আসিয়াছিল। বৈদিকেরা রাঢ়ীর নিকট থৈ পাইত না, ইহার কারণ শখাসুর গঙ্গার পিছনে রহিল না। যদ্যপি বৈদিকেরা আজ কালকার মত হইত, তাহা হইলে একটু গোলমাল হইত। সকল বঙ্গজ ও বৈদিকেরা ঘটী বাটী বিক্রয় করিয়া ঘরের গঙ্গাকে ত্যাগ করিয়া হুগলী নদীতে স্নান করিতে আসে, ইহার কারণ আর কিছুই নয় খালি সংস্কার।

৺ জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র—৺ গৌরাঙ্গ মিশ্র প্রথমে বঙ্গদেশে কৃষ্ণ নাম প্রচার করে এবং ৺ গৌরাঙ্গ মিশ্র সকলকার হৃদয়ে এমন একটী সংস্কার দিয়া গিয়াছে, যাহা একটু বাতাস পাইলে তুমুল কাণ্ড বাধাইতে পারে। গৌরাঙ্গ মিশ্র কৃষ্ণ নামামৃত পানে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। যারা আমিষভোজী বা প্রকৃত সংসারী, তারা সকলেই শাক্ত আচারী শৈব হয়। ৺ মহেন্দ্রাচার্য্য, ৺ বল্লভাচার্য্য ও ৺ গৌরাঙ্গ মিশ্র ইহারাই নিরামিষভোজী ছিল এবং ইহাদিগের শিষ্য ও প্রশিষ্যেরা নিরামিষকে মুক্তির কারণ ঠিক করিয়াছে; ইহার কারণ বোধ হয় কৃষ্ণ নাম বলিলেই নিরামিষভোজী বুঝায়।

৺ বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন নাম ব্যবহার করে নাই, খালি টীকাকার শ্রীধরস্বামী এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু ও হরি বলিয়াছে। হরি শব্দটি পুরাতন পুস্তকে আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে বিষ্ণু হইতে আলাহিদা নয় এইটাকে ঠিক রাখিবার দরুণ দেবলেরা এই প্রকার গোলমাল ঘটাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের উপাসকদিগকে কার্ষ্ণ বলিলে ঠিক হয়, কিন্তু কেহই কার্ষ্ণ বলে না, সকলেই বৈষ্ণব বলে। দেবলেরা সাদার উপর এমন হিজিবিজি

কাটিয়াছে যে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, তবে ভক্তিমার্গটী যে ৺ বোপদেব হইতে প্রচার হইয়াছে, এইটী খুব ঠিক।

আর্য্যদের বা বৌদ্ধদের ভিতর জ্ঞান মার্গের পুঁথি অনেক আছে, কিন্তু ভক্তি মার্গের পুঁথি আদৌ নাই। ৺ বোপদেব হইতে ভারতে ভক্তি মার্গের প্রচার হইয়াছে, কিন্তু ব্যাপারটি এমন অদ্ভুত দাঁড়াইয়াছে যে ইহা ঠিক করার কোনও উপায় নাই।

সে যাহা হউক, প্লেগরূপিনী মায়া কলিকাতায় আসিতে প্রায় সকলে কৃষ্ণ নাম করিতে থাকিল। পথে, মাঠে, ঘাটে ও বাটে সর্ব্বত্র কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কৃষ্ণ নামের এমনই গুণ যে প্লেগরূপিনী মায়া ভয়ে অস্থির হইয়া সহর হইতে চলিয়া গেল।

দিগ্বিজয়ী,—গল্প বলিলেন, বিজ্ঞান বলিলেন না কেন?

ক্রেতা,—তোমার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম, কারণ বিজ্ঞান কোথায় প্রয়োজন, এখন তুমি জানিতে পারিয়াছ। স্থূলে যত কিছু কার্য্য করিবে, তাহা জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও যুক্তির উপর করিবে। সূক্ষ্মে মূর্খ হইয়া ভক্তিটিকে বাড়াইবে, কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্মটি অতি দূরে এক হয়, ইহাও জানিবে। যতক্ষণ ভেদ—ততক্ষণ ভেদ, যখন অভেদ—তখন অভেদ, ইহার কারণ মুক্তি ও বন্ধন নিজের নিকট। তুমি যে বিষয়ের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা শুন :—

সর্ব্ব পুস্তকে শব্দটী ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। অক্ষরগুলি শব্দের সহিত চিহ্নের দ্বারা গঠিত হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ নামের বিজ্ঞান যে শব্দ, ইহার কোনও ভুল নাই। সকল কলিকাতাবাসী কৃষ্ণ নামটীকে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল, শব্দটী মর্ত্ত হইতে আকাশে উঠিবার সময়, পথে দূষিত ভূতের সহিত মহা তুমুল যুদ্ধ করিল, পরে যুদ্ধে জয়ী হইয়া শূন্যকে

বিদীর্ণ করিতে করিতে নির্ম্মলে গিয়া মিলিল, ক্রমান্বয়ে শব্দ মর্ত্ত হইতে যোগ দেওয়াতে অবিচ্ছিন্ন ভাবটি ধারণ করিল, অর্থাৎ একীভূত হইয়া নীলে নীল হইল, অর্থাৎ আকাশ ও মর্ত্ত এক হইল; ফলত দূষিত ভূত তিরোহিত হইতে বাধ্য হইল। যদি দূষিত ভূত যুদ্ধে জয়লাভ করিত, তাহা হইলে দূষিত ভূতের প্রাদুর্ভাব বাড়িত।

মানসিক বল অপেক্ষা বল নাই। সংস্কারটি মানসিক বলকে সাহায্য করে। কৃষ্ণ নাম করিলে সমস্ত মঙ্গল হয়, এই সংস্কারটি সমস্ত কলিকাতাবাসীকে একত্রিত করিল। যেমনি সকলে এক হইল, অমনি সকলকার মানসিক তেজটি বৃদ্ধি পাইল; যেমন মানসিক তেজটি বাড়িল, অমনি পুরুষকার আসিয়া যোগ দিল; যেমনি পুরুষকার আসিল, অমনি ক্রিয়া হইতে থাকিল; যেমনি ক্রিয়াটি হইল, অমনি সুন্দর ফল ফলিল। আহা মরি মরি! একীভূত হওয়ার ফল কি সুন্দর! যাহা এক তাহাই কি সুন্দর! সংসারটী উৎকৃষ্ট সার হয় কেন, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, খালি সংসারে এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং বর্ত্তমান থাকে। বাঙ্গালীদের মধ্যে একতার অভাব হয়, ইহার কারণ বঙ্গবাসীরা প্রকৃত সংসারী নয়। আমি মনে করিলাম, বঙ্গবাসীরা বুঝি এইবার এক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল এবং মনে মনে প্লেগরূপিনী মায়াকে কত শত ধন্যবাদ দিলাম। বঙ্গের মহিমা কি অদ্ভুত রহস্য হয়, যে কৃষ্ণ নামে একবার সবে পাগল হইল আবার সেই কৃষ্ণ নামটিকে দর্শনে আনিয়া উড়াইয়া দিল! তাই বলি স্বভাব যায় না—না মরিলে, ইল্লোৎ যায় না—না ধুইলে।

হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! তুমি বঙ্গদেশে কি প্রকারে কৃষ্ণ নাম প্রচার হয় এবং শ্রীমদ্ভাগবতখানি ধর্ম্মপুস্তক হয়, ইহার জন্য চেষ্টা কর

এবং এই ব্রতে ব্রতী হইয়া দেহ পাত কর, কিন্তু সাবধান যেন কুমারটুলির মত অবতার না আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি কৃষ্ণ, তিনিই কৃষ্ণ, বিষ্ণু বা হরি কৃষ্ণ নয়। যিনি পিতা—তিনিই পিতা, পুত্র—পিতা নয়। যিনি জননী—তিনি রমণী, যিনি রমণী—তিনি জননী, এই সূক্ষ্ম দর্শনটী আসিয়া উপস্থিত না হয়। সাবধান! সাবধান! সাবধান!

দিগ্বিজয়ী,—তুমি যাহা বলিলে তাতে অনেক সার বুঝিলাম। এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং না হইলে প্রকৃত সংসারী হয় না এবং প্রকৃত সংসারী না হইতে পারিলে উচ্চ দর্শনের অধিকারী হইতে পারে না। তুমি নিয়ম বলিলে না, কারণ আতুরে নিয়ম নাস্তি। যাহাদিগের ভিতর এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং ও এক পুত্রে বিষয় ভোগ নাই, তাহাদিগকে আপনি আতুর বলেন, তবে আপনি কোন্ ধর্ম্মকে নিন্দা করেন নাই বা কোন ধর্ম্মকে ছোট বা বড় বলেন নাই? যে ধর্ম্মে এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং ও এক ভাষা আছে সেইটীকে আপনি সামাজিক ধর্ম্ম বলেন, কারণ এক না হইলে সংসারী হয় না। যথায় সংসার আছে, তথায় সামাজিক ধর্ম্ম আছে, যথায় সংসার নাই, তথায় সাংসারিক নিয়ম নাই, কারণ তথায় ধর্ম্ম নাই। আপনি বলিয়াছেন, যদি পুরাতন আর্য্যদের সামাজিক ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বৈদিক ধর্ম্ম বিধেয়, আর যদি নূতন ভক্তি ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে কাষ্ঠ ধর্ম্ম বিধেয়। কাষ্ঠ ধর্ম্মটি ভক্তি মার্গ হয়, সেই জন্য প্রভু কৃষ্ণের নাম উচ্চারণটি যথেষ্ট। শৈব ধর্ম্মের ভিতর দুইটী আচার আছে, একটী শাক্ত আচার, অপরটী বৈষ্ণব আচার, অর্থাৎ গৃহী ও সন্ন্যাসী। অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণে যদি এক ধর্ম্ম, এক

পোষাক, এক খাদ্য এবং এক রং হয়, তাতেও আপনার কোন আপত্তি নাই। চাল ও কলা দিয়া ঘণ্টা নাড়িয়া কলা দেখাইয়া পূজা করাটিকে আপনি ভাল বলেন না, কারণ যাকে উৎসর্গ করা হয়, সেটি নকল অর্থাৎ অচেতন পদার্থ, ফলত তার গ্রহণ করিবার কিম্বা দিবার ক্ষমতা কিছুই নাই, ইহার কারণ যে ঘণ্টা নাড়ে, সেই কলা দেখাইয়া জিনিষগুলিকে লয়। জীবে পূজা আছে, নিরাকারে পূজা নাই। যিনি প্রথম ধর্ম্মকে প্রচার করিয়া সংসারকে বন্ধন করিয়া দেন, তাহারই পূজা হয়। গৌরবান্বিত ক্রিয়ার হেতু পূজা। দার্শনিকদিগকে কেহ পূজা করে না, কারণ দার্শনিকেরা ধর্ম্মের দর্শনকে লইয়া বিচার করে; বাস্তবিক পুত্র যত বড় হউক না কেন, পিতার নিকট বালক। আপনি বলিয়াছেন, পুতুলকে পূজা করা ভাল নয়। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" বা সমস্তই তিনি, এই দর্শনটী সংসারীর পক্ষে ভাল নয়, কারণ ইহাতে দুকূলখানিকে হারাইয়া, উলঙ্গ হইয়া পথের ভিখারী হইতে হয়। মোট কথা—এক ধর্ম্ম, অর্থাৎ একা-বতার, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক ভাষা ও এক পুত্রে বিষয় ভোগ সংসারীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমি আতুর বলিয়া আপনি আমাকে নিয়মের বিষয় কিছু বলিলেন না, যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হই।

ক্রেতা,—এখন আমি নিয়মের কথা বলিতে পারি না, কারণ সকলে পীড়িত। যদি একের কৃপায় দেহ থাকে, পরে প্রকাশ্য রূপে সমুদয় বলিব। তবে মোটামুটী কিছু রহস্য বলি শুন:—

মাতৃকুল—দক্ষিণ, পিতৃকুল—উত্তর; একটী শ্বেত, অপরটী পীত; একটীর খুলি চওড়া অপেক্ষা লম্বা বেশী, অপরটীর লম্বা অপেক্ষা চওড়া বেশী; একটীর নাসিকা উচ্চ, অপরটীর চাপা; একটী সমুদ্র-বাসী, অপরটী মেরুবাসী; একটী চাষী, অপরটী শিকারী; একটী

ক্রুম, অপরটী কুশ। একটী সমুদ্রের ঢেউ হইতে রক্ষা হেতু উঠিতে লাগিল, অপরটী বৃষ্টিতে উদ্বেজিত হইয়া নামিতে থাকিল। যতগুলি নামিল ও উঠিল, মিলনের স্থানে রক্ত বর্ণ হইল, ফলত মাথার খুলি গোল হইল। ডিমের ভিতর একধার সাদা, অপর ধার পীত, কিন্তু মিশিলে লাল হয়। লালে অর্থাৎ রক্তবর্ণে জগৎ লাল হইয়া শেষে রাজ চিহ্ন দাঁড়াইল। চাষা, মালী, তীরধারী এক হইল এবং ভারতে আর্য্য বলিয়া খ্যাত রহিল।

আর্য্য সর্ব্বত্র ছুটিল। একটী এবাক্সাস্* পার হইয়া এরাবটে উঠিল, আবার ইউফ্রেটিসকে ও টিগ্রিসকে আশ্রয় লইয়া নানা রাজধানী স্থাপন করিয়া জেগুভাষায় অবস্তারূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অপরটী ব্ল্যাক সমুদ্র পার হইয়া অলিম্পাসে উঠিল, কিম্বা সিনাই হইতে অলিম্পাসে উঠিয়া ব্ল্যাক সমুদ্র পার হইয়া অন্যত্র গমন করিল। কতকগুলি আবার ভুমধ্য সাগর পার হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইল, কিন্তু সকলেই হিব্রু ভাষায় পেন্টাটিয়াকে রহিল। একটী কাস্পিয়ানে পার হইয়া অকসাস্ ধরিয়া ইমাসে উঠিল, আবার ইমাস্ হইতে অকসাস্ দিয়া বাল্ক ওরফে বাহ্লিক, দেশে যাইল এবং তথা হইতে হিরাটের সমম্ভো পার হইয়া হস্তিপুরে অর্থাৎ পুষ্কলাবতীতে পঁহুছিল, এবং তৎপরে ইণ্ডসের অর্থাৎ সিন্ধুর ধারে আসিয়া তক্ষকদেশ তক্ষশিলা স্থাপন করিল। ভৃগু, কুশ ও গৌতম যোগ দিল। ভৃগু মাঘ মগধে আনিল, কুশ ধ্রুব কাশীতে আনিল, গৌতম কপিলবস্তুতে বুধ আনিল। একটী অগ্নি, একটী নক্ষত্র, একটী চন্দ্র। ঋক্ষ অর্থাৎ ভল্লুক, মৎস্য শীল, কালষাঁড় ওরফে বিশন কুশ, রাহু অশ্বত্থ। অর্জ্জুন বৃক্ষের সম্মুখে সকলকার আমোদ প্রমোদ চলিল। শিল্পী, মালী, যব প্রস্তুতকারী ও ধান্য প্রস্তুতকারী এক হইল। সাতভাই চাম্পা

জাগরে, কেন বোন পারুল ডাকরে অর্থাৎ প্লিডস্ চলিল। নক্ষত্র মণ্ডল চলিল, বুধ চলিল, কালষাঁড় চলিল, মৎস্য চলিল, ঋতু চলিল, তেরমাস চলিল, মনসার গল্প ও মঙ্গলচণ্ডীর গল্প চলিল, বেনে সওদাগরের গল্পটী চলিল। পরে আবার একটী দল আসিল, সূর্য্য বড় হইল। চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্র ঘুরিতে লাগিল, বারমাস হইল, ছয় ঋতু হইল, সাতাইস নক্ষত্র হইল, ফলত পূর্ণ জ্যোতিষ চক্র চলিল। বৃষ্টির আরাধনা, ঋতুর আরাধনা ও মিলনের আরাধনা খুব চলিল। রথ, দূর্গোৎসব ও লক্ষ্মী পূঁজা বাড়িল। সোদর ব্রতে জাহাজ ভাসান অর্থাৎ আরগোনট্ চলিল। হু হু করিয়া নানা দিগ্দিগন্তর হইতে নানারকম আচার ব্যবহার আসিয়া যোগ দিল। হৈ চৈ পড়িল। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা অতি পুরাতন রহিল, সোম ও ইন্দ্র ও অগ্নি পুরাতন হইল। এইবার পুরাণ দেখা দিল। রাম, সীতা ও মারীচ আসিল। নল, দময়ন্তী ও ব্যাধ আসিল। শুক্রাচার্য্য, যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠা আসিল। সমুদ্রমন্থন আসিল, ব্যাস, বিচিত্র বীর্য্য ও গান্ধারী যোগ দিল, রাধা, কৃষ্ণ ও কংস আসিল, এবং অন্যান্য অনেক গল্প গোড়া বজায় রাখিয়া উপস্থিত হইল। প্রকৃত বৈদিক ধর্ম্মটী অভিমানে মাঠে, ঘাটে ও রাস্তায় গড়াগড়ি দিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম উঠিল, কল্কে পাইল না, ভোঁ ভোঁ দৌড় দিয়া বহুদূরে গিয়া পড়িল।

ভারতবর্ষে বর্ষার প্রাদুর্ভাব রহিল। জ্যোতিষ ও বসন্ত গাঢ় হইয়া বসিল। উচ্চ মাথা বাহির হইতে সুরু হইল, কিন্তু মোটা মাথার নিকট দাঁড়াইতে পারিল না, উলটাইতে পারিল না, কাজে-কাজেই প্রকৃত ধর্ম্ম করিতে পারিল না, কিন্তু উপনিষৎ ও দর্শন শেষে সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইল। যাহাদের মাথা মোটা অপেক্ষা কিছু উচ্চ হইল, সংসার ধর্ম্ম কি বুঝিল না, একবারে সূক্ষ্মের

যাইয়া উপস্থিত হইল। এই সূক্ষ্ম আরও গোলমাল বাড়াইল। ধর্ম্ম রহিল না, নিত্য কর্ম্ম রহিল না, পুরুষকার রহিল না, নীলে নীল হইল, সুখ পাইল না, মাথা ঘামাইতে লাগিল, শেষে গোল আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যু নাই, জন্ম নাই, স্বভাব নাই, অভাব নাই, মুক্তি নাই, কিছুই নাই; আবার সবই আছে রে ভাই, যে যাই কর্‌,সবই ঠিকরে ভাই, আবার সবই অঠিকরে ভাই। ঠিক বলিলে ঠিক, অঠিক বলিলে অঠিক। যে ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষ রহিল অর্থাৎ যে খিচুড়ি সেই খিচুড়ি রহিল, অর্থাৎ বর্ষা রহিল। আবার শঙ্করাচার্য্য ও বোপদেব উঠিয়া আর দুইটি ডাল হইল। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, মোজাইক, জোরাষ্ট্রিয়ান, খ্রীশ্চান ও মুসলমান একবারে স্থান পাইল না। হেঁপা যাইবে কোথা, সকলে কিছু কিছু চিহ্ন রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মুসলমানেরা বেণা রাখিয়া গেল। বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম্ম বহুরূপ ধরিল; আরও খিচুড়ি সুরু হইল, জল বিহনে খিচুড়ি শুষ্ক হইয়া ধূম উঠিতে সুরু করিল, ঘুরে ফিরে বর্ষা আসিল, ফলত ধূম সূক্ষ্মে চলিল। হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! আপাতত ভারতবর্ষে এই প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম চলিতেছে। ধর্ম্ম নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে এক অবতার, এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং ও এক নিয়ম ভারতবর্ষে থাকিত। তবে প্লেগরূপিনী মায়া আসিয়া কিছু ধর্ম্মের ভাব দেখা দিয়াছে, কতদূর স্থায়ী হইবে বলিতে পারি না।

যুগে যুগে অবতার হওয়াটিকে ছাড়িয়া দিয়া আপাতত যদি একটিকে ধরা হয়, তাহা হইলে সামাজিক ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা এবং প্রভু কৃষ্ণকে অবতার করিয়া কাষ্ঠ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত খানিকে ধর্ম্মপুস্তক করা হয়, তাহা হইলে সামাজিক ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গে টিপি চাপাকে গড় না করা যদি হয়, আর ফলিত জ্যোতিষ-

টিকে লোপ করা হয়, আর মন্ত্র ও তন্ত্রের আলোচনাটিকে যদি রদ করা হয়, তাহা হইলে সামাজিক ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। কৃষ্ণ নামটি সত্য, এইটীকে বিশ্বাস করিয়া যদি আপাতত কৃষ্ণকে অবতার করা হয়, আর ভক্তিমার্গটিকে অন্ধ হইয়া বিশ্বাস করা হয়, তাহা হইলে সামাজিক ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। প্রভু কৃষ্ণ মানব রূপে জগতে একবার আবির্ভূত হইয়া তিরোহিত হইয়াছেন, এইটীকে বিশ্বাস করিয়া পুনরায় হর, ওরফে হরিকে যদি না অবতার তৈয়ার করা হয়, আর চাল কলা দিয়া পুতুলকে পূজা যদি না করা হয়, তাহা হইলে সামাজিক ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা।

কলিকাতা অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত আছে। প্রত্যেক ভাগে এক একটী করিয়া সাধারণ ধর্ম্ম মন্দির স্থাপন করা বিধেয়। প্রত্যেকটীতে এক একটী আচার্য্য নিযুক্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক, অনাহারী না হয় উপযুক্ত বেতন দেওয়া বিধেয়। প্রত্যেক অংশ বাসী যে যখন যাহা কিছু দান করিতে আবশ্যক বিবেচনা করিবে ধর্ম্ম মন্দিরে দিবে। অষ্টাদশটী সভাসদ হওয়া আবশ্যক; যে প্রধান আচার্য্য হইবে সে সভাপতির আসনকে গ্রহণ করিবে, আবার প্রত্যেক পঞ্চমবর্ষে সভাসদ নির্ব্বাচন বিধেয়। অষ্টাদশ মন্দির করিতে প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা লাগিবে, আর পাঁচলক্ষ টাকা পুঁজী আবশ্যক, সর্ব্বসমেত দশলক্ষ টাকার প্রয়োজন। কলিকাতায় প্রায় চল্লিশহাজার পাকা ও চল্লিশহাজার কাঁচা বাটী আছে এবং প্রায় সাতলক্ষ লোক আছে, অর্দ্ধেক বাদ দেওয়া আবশ্যক, প্রত্যেক বাটীতে পঁচিশটাকা করিয়া দিলে দশলক্ষ টাকা সহজে উঠিতে পারে, গড় পড়তা প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি তিনটাকা যথেষ্ট। হে দিগ্বিজয়ী পুরুষ! তুমি কৃষ্ণকে বিশ্বাস করিয়া কাঙ্ক্ষ হও, আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

দিগ্বিজয়ী,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

ক্রেতা,—নিরাকারকে ছাড়িয়া আকারকে ধর, আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

দিগ্বিজয়ী,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

ক্রেতা,—এক সামাজিক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং কর, আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

দিগ্বিজয়ী,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

ক্রেতা,—তর্কটিকে ছাড়িয়া ভক্ত হও, আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

দিগ্বিজয়ী,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

ক্রেতা,—সূক্ষ্মটিকে ছাড়িয়া রাজভক্ত হইয়া স্থূলটিকে ধর, আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

দিগ্বিজয়ী,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

ক্রেতা,—শ্মশানটিকে ছাড়িয়া প্রকৃত সংসারী অর্থাৎ গৃহী হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

দিগ্বিজয়ী,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

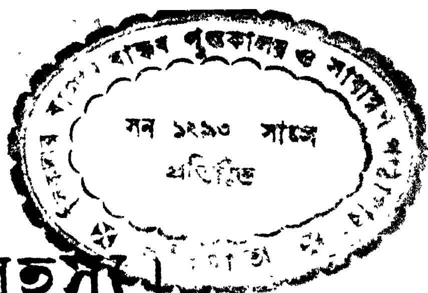
চরাচরেতে মিত্র রশ্মি হইল ব্যাপ্ত।
"সংসার-রহস্যটী"ও হইল সমাপ্ত॥



নিয়ম-রহস্য।

শম, দম, দণ্ড, ভেদ, যত দিন রহে,
সুখে থাকে ততদিন মিত্র ইহা কহে।

বি, মিত্র।



নিয়ম-রহস্য।

ধর্ম্মাধর্ম্ম অশ্বডিম্ব মুখ্য হিতাহিত, নিয়মাধীন বলিয়া ইহাই কথিত।
সব এক, এক সব জন্তুর রচিত, স্বভাবকৃত নিয়মে নিয়ম গঠিত॥
প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ব্যোমাবধি কথিত।
এক নিয়ম সর্ব্বত্র মনের রচিত॥

প্রথম অধ্যায়।

রস।

উঃ, কি অদ্ভুত দৃশ্য! আপনাপনি স্ফীত, তত কম্পিত, দোলিত, পরস্পরে পরিচিত, গুণ বশত প্রতিঘাত, ফলত শব্দান্বিত। ঘোর ঘনে ঘনীভূত, পরন্তু আদ্যান্ধকারে আবৃত, তত আকর্ষণে ও বিকর্ষণে অবিরত ছুরিত, পতিত, উৎপতিত, ফলত একার্ণবে মিশ্রিত। মৈথুনে আনন্দিত, গোঁ গোঁ রবে গর্জ্জিত, ওঁ ওঁ রবে ওঙ্কারিত, মহাবীর মরুত অকস্মাৎ উত্থিত, তৎপরে শোঁ শোঁ শব্দে প্রবল বেগে চারিদিকে প্রবাহিত। পরস্পর মর্দ্দনে বাড়বাগ্নি হইল উদ্ভূত, বস্তুত নিজ মর্য্যাদা রক্ষা হেতু ক্রোধান্বিত, কিন্তু বাস্তবিক নিভৃত আনন্দসাগরে নিপতিত, ফলত প্রলয় উপস্থিত। প্রলয়ান্তে আদ্য আবির্ভূত, আদ্যাগমনে স্থিতি স্থাপিত, স্থিতি অবসানে আবার প্রলয় উপস্থিত।

অহো কি আশ্চর্য্য রহস্য! সর্ব্বদা, সর্ব্বথা ও সর্ব্বত্র শক্তি বিরাজিত, সুতরাং অবিশ্রামে অবিরত জগৎ হয় ঘূর্ণিত। ঘূর্ণীপাকে সমস্ত বিষয় হয় বশীভূত, তদ্ধেতু জন্ম ও মৃত্যু অহোরাত্র চিহ্নিত, তৎকারণ তিরোভাব ও আবির্ভাব হয় কথিত, অপিচ দিবা ও রাত্রি প্রত্যহ সকলকার দৃষ্টিতে হয় লক্ষিত। মানসিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৌশল, বিজিগীষা, সর্ব্বদা তথায় হয় পরাভূত, কারণ চিৎরূপিণী শক্তি সদা অন্তরে হয় অন্তর্হিত। ভূতপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ পর, বর্ত্তমান আপাতত তদুভয় লাভে বঞ্চিত, তদ্ধেতু পর্য্যায়ক্রমে বাস্তবিক হয় লজ্জিত, ফলত পরাজিত। প্রভু অবতার যেমনি হয় আবির্ভূত, অমনি চিদাভাসে হয় সমস্ত ভাসিত।

অহো কি আনন্দ! অকস্মাৎ পূর্ব্ব আলোক হইল আবার প্রকাশিত। স্থির, অতি স্থির, গম্ভীর পুনঃ হইল লক্ষিত, তৎসঙ্গে সঙ্গে হইল ঘোর নীলিমা রঙে রঞ্জিত। মানসিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৌশল, জয়লক্ষ্মী তদুপরি যেমনি হইল অন্বিত, অমনি সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকার হইল নিযুক্ত, ফলত পরিচালিত। যাত্রী নানা আমোদে আমোদিত এবং চতুর্দ্দিকে নানা আশ্চর্য্য দর্শনে হইল আশ্চর্য্যান্বিত। কুত্র স্তম্ভিত, কুত্র লোমাঞ্চিত, কুত্র পুলকিত, কুত্রচিৎ হইল আপ্লাবিত। ভক্তি হইল উদ্গত, বিশ্বাসকে করিল দৃঢ়ীভূত, ফলত কার্য্য কারণে হইল পরিণত। দূরযাত্রী সংস্কার বলে হইল সংস্কৃত, তৎকারণ সংস্থিতি ইহাই হইল সংশিত।

দুস্তর সংসার জলনিধি ও সংসার মহীরুহ হইল আবির্ভূত। তত হিতাহিত হইল প্রকাশিত, বিধি হইল নিরূপিত, তৎকারণ যুদ্ধ হইল উদ্গত, ফলত পুরুষকার হইল উপস্থিত। সম্ভাবিত জয়-পরাজয় অন্তরে রহিল লুক্কায়িত, যত্র মোহে হইল গর্ব্বিত, তত্র অপায় হইল উপস্থিত, ফলত যুদ্ধে হইল পরাজিত। যত্র যুক্তি

হইল না লজ্জিত তত্র উপায় হইল উদ্ঘাটিত, ফলত জয়লক্ষ্মী হইল বিরাজিত। ইহাই হয় সত্য যাহা বিহারী মিত্রের দ্বারা হইল কথিত ও বর্ণিত।

হে মন! তুমি কি মনন কর? যদি তুমি না করিতে তাহা হইলে অদ্য জাগতিক জন কাল্পনিক ভুত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান্ হইতে রহিত হইয়া স্বাভাবিক মহানন্দে আনন্দিত থাকিত। তোমার কি অদ্ভুত রচনা শক্তি, যাহা কুত্রাপি নাই, তাহাও তুমি সর্ব্বত্র প্রস্তুত করিতে পারক হও। কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কোথায় পাপ, কোথায় পুণ্য, কোথায় জন্ম, কোথায় মৃত্যু, কোথায় পুনর্জীবন, কোথায় ইহ জীবন, কোথায় মর্ত্ত্য—সমস্তই তোমার কল্পিত হয়। তুমি যদি না থাকিতে তাহা হইলে কল্পনা হইত না, অতএব হে মন! তুমি ধন্য, ধন্য, ধন্য।

হে মন! তুমি পূর্ণ নিম্মল হও। জগতে এমন কিছুই পদার্থ নাই, যাহা তোমার নিম্মলতার যোগ্য হয়, ইহার কারণ তোমার উপমা নাই। হে মন! তুমি কি প্রকারে মলান্বিত হও? মানব মাত্রেরই মন আছে, তবে কেন সকল মানব নির্ম্মল নয়? মানবের ভিতর প্রকৃতি ভেদ লক্ষিত হয়? হে মন! তুমি কি তবে রস সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া নানা কামনা কর এবং নানা রূপ ধর? হে মন! তুমি যদি কামরূপ হও, তাহা হইলে সচ্চিদানন্দ কই? হে মন! তবে যাহা **এক**, তাহাই সত্য; যাহা সত্য, তাহাই নিয়ম; যাহা নিয়ম, তাহাই সৎ; যাহা সৎ, তাহাই চিৎ; যাহা চিৎ, তাহাই আনন্দ।

হে মন! সৎ, চিৎ, আনন্দ সত্য হয়। আকার না হইলে শক্তির ব্যবহার হয় না, অতএব বীজের ও ফলের সম্পর্কবৎ আকার ও শক্তি হয়। যথায় আকার, তথায় শক্তি; আবার যথায়

শক্তি, তথায় আকার হয়। আকার ও শক্তি একত্রিত হইলেই ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়; ক্রিয়ার আবশ্যকতা হইলেই, পুরুষকারের আবশ্যকতা হয়; পুরুষকারের আবশ্যকতা হইলেই, নিয়মের আবশ্যকতা হয়; নিয়মের আবশ্যকতা হইলেই সত্যের আবশ্যকতা হয়; সত্যের আবশ্যকতা হইলেই, একের আবশ্যকতা হয়, কারণ যাহা এক তাহাই সত্য হয়। হে মন! তুমি রস সংস্কারে কি প্রকারে প্রকৃতি ভেদ হও, তাহা তুমি জাগতিক জনকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা দাও।



সর্ব্বজ্যেষ্ঠের গল্প।

—:o:—

কদাচিৎ নদী গ্রামে ভাবুকতুঃস্থ নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। তার কতকগুলি সন্তান ছিল, এবং সে স্বাভাবিক গুণ বশত সর্ব্ব জ্যেষ্ঠকে অন্যাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কার্য্য বশত পিতৃকুটীর ত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিত। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাষাজ্ঞ ছিল, ইহার কারণ সে সহরের সমস্ত কৌশল রহস্যগুলিকে উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিল, সেইহেতু সে অন্নকষ্টে পীড়িত হইত না, বরং কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত অন্ন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সময়ে সময়ে দেশে পাঠাইত।

সহরে থাকিয়া গ্রামবাসীর উপর যত প্রভুত্ব করা যাইতে পারে, গ্রামে থাকিয়া তত হয় না, কারণ গ্রামবাসীগণকে সহরবাসীর নিকট হইতে মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে হয়। সহরবাসীরা অর্থোপার্জ্জনের দরুণ গ্রামবাসীর উপর যে সমস্ত কৌশলগুলিকে ব্যবহার করে, তাহাতে প্রায় সম্যক প্রকারে জয়ী হয়, কারণ গ্রামবাসীরা সরল অন্তঃকরণের ব্যক্তি। গ্রামবাসীরা বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে। যদি বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে দেখিল, অমুক অবতার হয়, অমুক লোক বলিতেছে, গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ তাহাই বিশ্বাস করিল। গ্রামবাসীরা নামজাহির লোকের গোলাম হয়, নামজাহির লোকের নিকট হইতে পত্রের উত্তর পাইলে চরিতার্থ হয়। সহরবাসী অচৈতন্যকে চৈতন্য করিল; উহারা তাহার কিছুই দেখিল না, বরং

অচৈতন্যকে প্রকৃত চৈতন্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া অন্যকে চৈতন্য দিল, বাস্তবিক সকলেই অচৈতন্য রহিল, কারণ গোড়ায় অচৈতন্য।

গ্রামবাসীরা সহরবাসীর শ্রী, কান্তি, পরিচ্ছদ, আচার, বিচার, ব্যবহার, আসবাব দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যায়, কিন্তু এইটী জানিল না যে সমস্তই গ্রামবাসীদের অর্থ হইতে হয়। যদি গ্রামবাসীরা কৃপা না করে, তাহা হইলে সহরবাসীদের ভিতর দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ ও নামজাহির লোকের বাক্য গ্রামবাসীদিগকে হতবুদ্ধি করিবার এক মহা উপায় হয়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহরে মহানন্দে কালযাপন করিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক পত্র পাইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পত্র পড়িয়া জানিল, পিতার মুমূর্ষু অবস্থা আগত প্রায়, অতএব সহরত্যাগ করিয়া দেশে যাওয়া বিধেয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহর ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল, এবং কিঞ্চিৎ দিনের পর দেশে পৌঁছিল। কুটীরে গিয়া দেখিল, পিতা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অন্যান্য পরিবারবর্গকে পিতার পীড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে ভাবুকদুঃস্থ চক্ষুরুন্মীলন করিল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—আপনি কেমন আছেন?

পিতা,—আমি তোমার অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি, তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে। পথে কোন কষ্ট হয় নাই ত?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—আজ্ঞে না।

পিতা,—তুমি ভাগ্যজ্ঞ আছ এবং অন্য কয়েকটী অপেক্ষা চতুর হও। তুমি পরের পয়সা কি প্রকারে লইতে হয়, তাহা উত্তম-রূপে বিদিত আছ, তুমি আমার কিছুরই উপর আশা রাখ না। তবে আমি পিতা, তোমায় কোন বস্তু দিতে ইচ্ছা করি; যদি তুমি ইহাতে আনন্দ অনুভব কর, তাহা হইলে গ্রহণ কর।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হস্ত প্রসারণ করিয়া বস্তু লইয়া অন্তরে হাসিতে লাগিল এবং ভাবিল পিতার মৃত্যু হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, কারণ পূর্ণ বিকার অবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রলাপ বকিতেছেন। যাহা হউক দুই একটী কথা বলি। আপনার এই বস্তুটীর নাম কি?

পিতা,—রহস্য।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—ইহার গুণ কি?

পিতা,—গুণ যথেষ্ট, যদি তুমি গুণ বিশিষ্ট হও। অদ্যাবধি তুমি মনুষ্য চিনিলে না, প্রতারক হইয়া উদর পূরণ করিতেছ। তুমি ভাষাজ্ঞ এবং তোমার মাথা আছে, যদি মনুষ্য চিনিতে পার, তাহা হইলে তোমার সদ্গতি হইবার সম্ভাবনা। তুমি এই রহস্য খানিকে লইয়া চক্ষুতে দিবে, যদি মানবাকার দেখিতে পাও, আলাপ করিবে, কিন্তু যতক্ষণ দেখিতে না পাইবে, ততক্ষণ অন্বেষণ করিবে, ক্লান্ত হইবে না, অবহেলা করিবে না, আমি জন্মদাতা পিতা।

দুঃস্থ ভাবুকের চক্ষুর দুইধার হইতে অবিরত জল বহিতে লাগিল, তৎপরে তার চক্ষুটি শিব চক্ষু হইয়া দৃষ্টিটি স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইল। স্থিরে স্থির অলক্ষিত ভাবে মিশিল, অস্থির প্রকাশ্য ভাবে পড়িয়া রহিল।

চারিদিকে পরিবারবর্গের ক্রন্দন রোল উঠিল। অস্থির লইয়া সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল, অবশেষে মায়া কৃপা বশত পুরুষকারে আসিয়া যোগ দিল। অস্থিরের উপর স্মৃতি চলিল, অস্থির চিতার উপর কাষ্ঠ শয্যাতে শায়িত হইল, পুত্র মুখাগ্নি মুখে দিল এবং অস্থির কাল সহকারে ভস্ম হইল। দাহকারারা জল সহকারে চিতাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া চিতা ধৌত করিল। দাহকারীরা কুটীরাভিমুখে ফিরিল এবং হরিবোলের বুলি পুনরায় বলিতে লাগিল। দাহকারীরা কুটীরের দ্বারে গোবরাগ্নিকে প্রথম দর্শন করিল, কুম্ভ হইতে জল লইয়া স্পর্শ

করিল। দাহকারীরা দন্তে মসূর ডাল কাটিল, নিম্ব ভক্ষণ করিল, তৎপরে কুটীরে প্রবেশ করিয়া ফল ও মিষ্টান্ন খাইয়া অবশেষে চিনির পানাতে শান্তি লাভ করিল। খালি সর্ব্বজ্যেষ্ঠের মনে অশান্তিটি জাগিল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সদা অন্যমনস্ক থাকিত এবং কোন বিষয়ে আনন্দ বোধ করিত না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, কোন উত্তর দিত না, বরং বিরক্তিভাব প্রকাশ করিত। কিঞ্চিৎ দিন এই প্রকারে কাল যাপন করিবার পর অকস্মাৎ একদিন সর্ব্বজ্যেষ্ঠের মনে রহস্যটি উদয় হইল, কিন্তু উদ্বিগ্ন চিত্তের কারণ ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সর্ব্বজ্যেষ্ঠের ভাব দিন দিন ভাবান্তরিত হইতে লাগিল। কয়েক দিবস পরে আবার রহস্যটি মনে আসিল এবং তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিল যে আমি পিতার আদেশানুক্রমে রহস্যটিকে কার্য্যে পরিণত করিব, যদি প্রকৃত রহস্য হয়, তাহা হইলে মানবাকার পুরুষের সহিত যে প্রকারে হউক আলাপি করিয়া মনের সন্দেহগুলিকে ভঞ্জন করিয়া মহানন্দে ইহলীলা সম্বরণ করিব, আর যদি যথার্থ অহরহ হাস্য হয়, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা ব্যতিক্রম করিয়া এবং রহস্যটিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় সহরে যাইয়া আবার নিজব্রতে ব্রতী হইব।

এইরূপ স্থির করিয়া অস্থির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুটীর হইতে বাহির হইল। কুটীরের কিয়দ্দূরে জনের জনরব তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে পর, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কিয়ৎক্ষণ তথায় নিস্তব্ধ হইয়া দিক ঠিক করনান্তে তদ্দিকে ধাবিত হইল এবং তথায় বহু জনকে একত্রিত দেখিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠের অপার আনন্দ হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তন্মধ্যে একটীকে জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে ভদ্র! অত্রস্থানে কি কারণ এত অধিক জন একত্রিত হইয়াছে?

হে অজ্ঞাতকুলশীল পান্থ! অদ্য বৈষ্ণবোৎসব। চারিদিগ্দিগন্তর হইতে সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ উৎসব দর্শন করিবার কারণ একত্রিত হইয়াছে। অদ্য বৈষ্ণবজনের মহানন্দের দিন হয়, কারণ দলে দলে হরি সংকীর্ত্তন হইবে। সকলেই যে বৈষ্ণব তাহা নহে, অধিকাংশ জন তামাসা দেখিতে আসিয়াছে! আমাদের দেশ তামাসা প্রিয়, যথায় তামাসা, তথায়ই আমাদের দেশীয় লোক উপস্থিত হয়। হুজুগ ব্যতীত কেহই থাকে না, বিশেষত ঢাক পিটা বিদ্বান সম্পাদক, ধনী, কপট গৈরিকধারী ও কপট বেশধারী ব্রাহ্মণ। দেখুন, অতি আশ্চর্য্য তামাসা মৃন্ময় বিষ্ণু মূর্ত্তি মধ্যে স্থাপিত। আবার দেখুন, দুইজন কপট বৈষ্ণবাচারী ইন্দ্র ও উপেন্দ্র সাজিয়া অন্য বৈষ্ণবদিগকে মুগ্ধ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! যাহাকে উপাস্য বিষয় বলিয়া ঠিক করিয়াছে, উপাসক আবার সেইটিকে সং সাজাইয়া রং ঢং করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। বাস্তবিক যে বৈষ্ণব সংজ্ঞাতে সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়াছে, তাহার কি অচেতন মৃন্ময় মূর্ত্তির দ্বারা চৈতন্য লাভ করিবার নিজের প্রয়োজন হয়?—না, সং দেখিয়া তাহার প্রেমটিকে বাড়াইতে হয়? হে উদ্বিগ্ন চিত্তধারিন্! আপনি ইহাতে যোগদান করুন, কল্য ক্রোড় পত্রে আপনার নাম প্রকাশ হইবে, কারণ যত নাম বাড়িবে, তত অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইবে এবং বিষ্ণু অবতার হয় ইহার প্রমাণ হইবে; ফলত চৈতন্য সম্প্রদায় অর্থাৎ জ্ঞানীলোক বৃদ্ধি পাইবে। আপনি আনন্দ করুন, আমি অন্যত্র যাই। ভদ্র পান্থকে তথায় রাখিয়া চলিয়া গেল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাবিল, ভদ্র বুঝি আমাকে বিদ্রূপ করিল। তাই বা কি করিয়া বলিব, যখন কিছুই অযথা বলে নাই। বোধ হয় এই প্রকার মেলাকে ঘৃণা করে। তাহা করিতে পারে, যখন পরস্পরের প্রকৃতি বিভিন্ন হয়। আমি পূর্ব্বে এই সব করিতাম,

যাহা কিছু ভিতরের কাণ্ড তাহাও আমি সমস্তই বিশেষরূপে বিদিত আছি। আমি কতকগুলিকে গুরু করিয়াছি, রক্তপার মতন অনবরত একটীকে ত্যাগ করিয়া অন্য একটীকে গ্রহণ করিয়াছি; যখন দেখিলাম সবই অঠিক, কারণ ভাষাজ্ঞ, তখন নিজে গুরু হইয়া গরুগুলিকে চরাইতে সুরু করিলাম। ভদ্রের কথা শ্রবণাবধি আমি অস্থির হইয়াছি, তাহাকেই আবার গুরু করিতে ইচ্ছা হয়। পিতা যে আমায় অস্থির বলিতেন, তাহা ঠিক, কারণ কেহ কিছু বুজরুকি দেখাইলে অমনি তাহাকে গুরু করিতে ইচ্ছা হয়। আর অন্য কাহাকেও গুরু করিব না। পিতা যে রহস্যটী আমাকে দিয়া গিয়াছেন যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সেই মানবকে পুনরায় মৃত্যু পর্য্যন্ত গুরু রাখিব। এই মেলাটাতে অনেক ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছে এবং রহস্যের পরীক্ষার এই সুবিধাযোগটিকে ছাড়িলে, বোধ হয়, আর এমন সুবিধা শীঘ্র পাইব না,—এই বলিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রহস্যটিকে চক্ষুতে দিল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যেমনি রহস্যটী চক্ষুর উপর দিল, অমনি নানা রকম পশু দেখিতে লাগিল, মানবাকার আর দেখিতে পাইল না। বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিল, তথাপি তার আশা আর মিটিল না; তবে পশ্বাচার দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রহস্যটীকে চক্ষু হইতে নামাইয়া পিতার উপর ভক্তিটি হইল এবং নিজের পূর্ব্ব কার্য্যের উপর ঘৃণাটী বাড়িল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রায় হইয়া পুনঃ লোকারণ্যের উপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহরে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠই ছিল, কিন্তু দুঃস্থ ভাবুকের নিকট পুত্র হইল, কারণ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বাস্তবিক পুত্র হয়। ভাবুকের নিকট জাগতিক ব্যাপারে ভাষাজ্ঞ চিরকাল পুত্র বলিয়া কথিত। ভাবুক আদর্শ হয়, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেরা নকল হয়। ভাবুকেরা যাহা

স্থির চিন্তার দ্বারা বাহির করে, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেরা তাহা জনসমাজে শিষ্য হইয়া প্রচার করে। স্থির ভাবুকেরা নিরেট হয়, চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞেরা ভাসা হয়। আর্য্যজগতে হর, ওরফে হরি, ভাবুক হন, কপিলাদি হইতে শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত চিন্তাশীল ভাষাজ্ঞ হয়।

পূর্ণ প্রেমিক না হইলে পূর্ণ ভাবুক হয় না, ইহার কারণ যিনি পূর্ণ তিনি অবতার বলিয়া কথিত হন। আর্য্যজগতে সূর্য্য, ওরফে বিষ্ণু—হরি, ব্যতীত আর উপাস্য বিষয় নাই; অন্য কয়েকটী হরি অবতার অর্থাৎ পুত্রের পুত্র বলিয়া কথিত।

প্রভু বুদ্ধ প্রকৃত অবতার হন, ইহার কারণ প্রভু বুদ্ধকে বিহারী মিত্র প্রেমিক কহে এবং বাস্তবিক তিনি স্বয়ং অবতার হন, কারণ জগতে ইঁহার শিষ্যেরা বৌদ্ধ বলিয়া খ্যাতিপন্ন, আর শিষ্যেরা পঞ্চোপাসকের ভিতর নাই। শ্রীরামচন্দ্রের বৈরাগ্য অবস্থা, আর বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য অবস্থা প্রায় এক রকম হয়। আর অসিত ও বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে বুদ্ধদেব শিক্ষালাভ করেন, আর বিন্ধ্যাচলে বুদ্ধদেব পূর্ণ প্রেমিক হন, আর পুরুষকারই বুদ্ধদেবের প্রধান মত্ হয়। ইহার কারণ শ্রীরামচন্দ্র ও বুদ্ধদেব এক কি না সন্দেহ! মুনি বাল্মীকি একধারে পবননন্দন হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড লিখিয়া সাধারণ জনকে মুগ্ধ করিয়াছে, আবার অপর ধারে যোগবাশিষ্ঠে শূন্য লিখিয়া বিশেষ জ্ঞানী জনকে শূন্য করিয়াছে। প্রথমখানি আপাতত হিন্দুদিগের মহা আদরের পুস্তক হয়, অপরখানি বুদ্ধগ্রন্থ বলিয়া কথিত। ইহা কত দূর সত্য ঠিক করিবার উপায় নাই, কারণ আর্য্য রবি বহুদিন অস্তমিত হইয়াছে।

আদিতে অধিকাংশ জন সূর্য্যোপাসক ছিল, যাহা "সংসার-রহস্যে" বলা হইয়াছে। প্রভু যোরাষ্টর সূর্য্যের বদলে অগ্নিকে স্থাপন করিয়া নিজের প্রভুত্ব জাহির করেন এবং অদ্যাবধি প্রভু যোরাষ্ট-

রের শিষ্যেরা সৌর বা স্বাগ্নিক না বলিয়া যোরাষ্ট্রিয়ান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, ইহার কারণ প্রভু যোরাষ্টারও অবতার হন। প্রভু মোযেশ, প্রভু যিশুখ্রীষ্ট, প্রভু মহম্মদ অবতার হন, কারণ শিষ্যেরা অবতারদিগের নাম লইয়া থাকে। দুঃস্বভাবুক অবতার নয়, কিন্তু সুস্থ ভাবুক হয়; তবে দুঃস্বভাবুক সমস্ত ভাষাজ্ঞের পিতা হয়, ইহা শত শত বার বলি।

অবতারদিগের মুখনিঃসৃত বাক্যকে সম-সাময়িক ও তৎপর জন লোপ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি কেহই লোপ করিতে সক্ষম হয় নাই, কারণ যাহা সত্য, তাহা চিরকাল সত্য, এবং যাহা অসত্য, তাহা চিরকাল অসত্য। অসত্য কিছুদিনের জন্য জনসমাজে সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পরে অসত্য—অসত্য বলিয়া প্রকাশ পায়। যুগে যুগে অবতার অবতীর্ণ হন, ইহা যে সত্য ইহায় কোন ভুল নাই। যদি ইহা অসত্য হইত, তাহা হইলে জগতে এতগুলি অবতারের নাম থাকিত না। যিনি প্রকৃত অবতার হইবেন, তাহাকে কেহই রোধ করিতে পারিবে না। সূর্য্যকে মেঘে ঢাকিতে পারে ইহা সত্য, কিন্তু কতক্ষণের জন্য, বোধ হয় কিঞ্চিৎ ক্ষণের জন্য, তদ্রূপ প্রকৃত অবতারকে কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্ধকারাবৃত করিতে পারে।

অবতার সর্ব্বত্র আছে। আহা! কি উচ্চ রহস্য! হে প্রভু যিশুখ্রীষ্ট! আপনি কোথায়? আপনি সর্ব্বত্র আছেন, ইহার প্রমাণ কি?

ওহে দুগ্ধপোষ্য বালক! আমি তোমার সম্মুখে রহিয়াছি, তুমি কি ইহা দেখিতে পাইতেছ না? জগতে এমন দেশ নাই, যথায় খ্রীশ্চান নাই, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমি সর্ব্বত্র আছি, ইহাও সত্য হয়। আমার শিষ্য কেহই আমা ছাড়া নাই, কারণ যথায় খ্রীশ্চান আছে, তথায় আমিও বর্ত্তমান আছি।

এক সময়ে প্রভু বুদ্ধ সর্ব্বত্র ছিলেন, কিন্তু আপাতত বোধ-চক্ষুরা তাঁহাকে হরণ করিয়াছে। মূর্দ্ধণ্য ণ যুক্ত হওয়াতে প্রভু বুদ্ধ মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূর্দ্ধণ্য ণ মূর্দ্ধাতে বাস করে এবং মূর্দ্ধা হইতে সূক্ষ্ম উৎপন্ন হয়। সাধারণের নিকট যথায় সূক্ষ্মের প্রচলন থাকে, তথায় অবতার স্থান পায় না, কারণ সর্ব্ব-সাধারণ জন বলদ কি গাভী, ইহা ঠিক করিতে অক্ষম। গরু জব্দ গোখাদকের নিকট হয়। যত্র গরুর প্রাদুর্ভাব বেশী, তত্র গুরুর আবির্ভাব বেশী। যত্র দশা প্রাপ্তি বেশী, তত্র দুর্দ্দশা ভোগটিও বেশী।

সূক্ষ্ম দর্শন প্রণেতারা অবতারের শিষ্য হয়, কিন্তু কপট প্রচারকেরা প্রথমে অরতারকে লোপ করিয়া নিরাকারকে উপাস্য দেবতা ঠিক করে, কারণ সূক্ষ্ম দর্শনের প্রয়োজন কোথায় ইহা আদৌ জানে না। বিষধর বিষকে ধারণ করিয়া জীবকে উদ্ধার করিতেছে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু যদি বিষধরকে সর্ব্বসাধারণ জনের নিকট রাখা হয়, তাহা হইলে মানব অমৃতফল ভোগ না করিয়া বরং অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যেখানে যেটির আবশ্যকতা আছে, সেখানে সেটীর ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু অপব্যবহারে বিষময় ফল ভোগ করিতে বাধ্য।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বহুক্ষণের পর লোকারণ্যের উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া চিন্তাতে মগ্ন হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাবিল, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! পিতাকে মূর্খ বলিয়া কতই ঘৃণা করিতাম, কতই অবহেলা করিতাম, কিন্তু ভাষাজ্ঞ হইয়াও আমি তাঁহার রহস্যটির রহস্যটিকে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রহস্যটি চক্ষুতে দিবা মাত্রই সর্ব্বজনকে পশু দেখি, আবার রহস্যটি চক্ষু হইতে অন্তর করিলে সর্ব্বজনকে মানবাকার দেখিতে পাই। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যাহাই হউক,

মন্ত্রের সাধন, কি শরীরের পতন। পিতা বলিয়া গিয়াছেন, "যতক্ষণ মানব না দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ অন্বেষণ করিবে, ক্ষান্ত হইবে না, বা অবহেলা করিবে না"। তবে আমি হতাশ হই কেন? অন্যত্র যাই, অবশ্যই মানবাকার দেখিতে পাইব। সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ অন্যত্র চলিল।

কয়েক দিবস পরে চক্র সদৃশ ভ্রমণকারী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহরের বাহ্যিক চাক্‌চিক্য দেখিয়া অন্তরে হাসিতে লাগিল, কারণ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহরের ভাত ভিক্ষার উপায়-গুলিকে বিশেষরূপে বিদিত ছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ একটী পান্থকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কি সহরবাসী?

পান্থ বলিল,—আমি এই পল্লীতে বাস করি। তোমার হস্তে রহস্য দেখিতেছি, তুমি পাগল নাকি?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—তুমি রহস্যের কি গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিয়াছ?

পাঁন্থ,—তুমি বদ্ধ পাগল, কারণ তুমি রহস্যে ভুলিয়াছ, তা বেশ। তুমি বন্ধু চাও, তাহা হইরে রহস্য প্রণেতার নিকট যাও, কারণ সেও বদ্ধ পাগল। তুমি কি মূর্খ, আমরা পল্লীবাসী হইয়াও রহস্য পড়ি না, কারণ রহস্যে পাগলামী ব্যতীত আর কিছুই নাই বা কোন ঢাক পেটা রত্ন ইহাকে লইয়া আন্দোলন করে নাই। আরও দেখ, কোন গৈরিকধারী কিম্বা কোন গুলিসূতাধারী, কিম্বা কোন টিকীধারী রহস্যকে লইয়া চর্চ্চা করে নাই, তবে আমি পল্লীবাসী একখানি পাইয়াছি, সেইহেতু অনুগ্রহ করিয়া একবার চক্ষু বুলাইয়া গিয়াছি, কিন্তু কোন রস পাই নাই। রহস্যের ভাষা অতি সরল, এমন কি রহস্যের ভাষ্য বুঝিতে হইলে অভিধানের প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহার ভিতর প্রবেশ হওয়া যায় না। আমাদের

আড্ডাধারীর সভাতে ঠিক হইয়াছে যে ইহা কিছুই নয়। তবে তোমার কোথা হইতে আসা হইতেছে?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—রহস্য প্রণেতা পাগল হয়, কারণ সে কাহারও সহিত আলাপ করে না, কোন সভাতে যায় না। দুই হাতে গোপনে দান করে কি? কোন প্রতিবাসীর উপর অত্যাচার করে কি?

পান্থ,—বদ্ধ পাগল বৈ কি। কোথাও যায় না, খালি ঘরের কোটরে পেচকের মত বসিয়া আছে, কিন্তু দিবারাত্রি পাঠ করে, কি মাথা পাঠ করে—তা সেই জানে। গোপনে দান আছে, আমরা পল্লীবাসী তাই জানি। কত বড় সে মূর্খ দেখ না—দান করবি তা আবার গোপনে! কেনরে বাপু, সম্পাদকের কাছে যা, সম্পাদক কাগজে ইস্তাহার দিউক, আর সকলে জানুক যে অমুক লোকটা বড় দানাদার! তবে তো সকলে ধনী বলিবে, যশ গাইবে ও গোলাম হবে। গরিবের উপর যম হওয়া উচিত তো—তবেতো পল্লীবাসীরা ভয় করবে! তা না পাগলের মত পাগলামী করবে, আর বই লিখবে। কোন পল্লীবাসীর শ্রদ্ধা উহার উপর নাই। প্রতিবেশী যদি কেহ উহার উপর অত্যাচার করিল, নিজেই ভয়ে জড় সড় হয়। দেখ দেখি আমাদের পল্লীবাসীদিগের ভিতর যারা ধনী, মান্নী ও গুণী লোক, তারা পল্লীবাসীর উপর কি অত্যাচার না করে! কাহারও সাহস হয় কি কিছু বল্‌তে? কেন হয় না—মস্ত ধনী, মানী ও গুণী ব'লে ত? যার ধন আছে, সেইতো বড়লোক; যার এপাস ওপাশ আছে, সেইতো ঢাকপেটা রত্ন, যার পকেটে মধুপর্কের বাটী আছে, সেইতো সভ্য, আর যে কাদা মাখতে পারে সেতো অবতার। এই সব কর্‌লে তবে তো নাম ছুটবে, পল্লীবাসীরা ভয় করবে, যশ গাইবে, ধনী বল্‌বে? মহাশয়! ও বানরটার এই সব গুণ কিছুই নাই, তাই পল্লীবাসীরা উহাকে কেহই গ্রাহ্য

করে না। তুমি ইচ্ছা কর যাও, কোনও বাধা নাই। আমি এত গরিব, আমারও আদপ কায়েদা আছে,—মুটে, মজুর ও গরিব এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে না আমি তাদের সঙ্গে কথা কইবো ; কিন্তু ও বানরের কিছুই নাই। যে যাক আর যাই বলুক, তারি সঙ্গে দেখা করবে, শুনবে, আর গল্‌গল করে বক্‌বে ; ইহার দরুণ আমরা খবরে আনি না।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বুঝিল যে এই সব লোক আমার শিষ্য হয় ; আর ইহারাই আমাকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এই সব লোককে যত তুচ্ছ করিবে ও কুকুরের মত ব্যবহার করিবে ততই উহারা গুণ গাহিবে। ইহাকে আরও হতভ্রম করা আবশ্যক হইয়াছে, তাহা হইলে প্রণেতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতে আর কোন কষ্ট হইবে না। কিহে বাপু, তুমি জান আমি কে ? আমি অমুক সহরের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হই।

পান্থ,—আজ্ঞে, আজ্ঞে, আপনি মহাপুরুষ। আপনি এখানে কেন ? ঐ সব ক্ষুদ্র লোকের নিকট যাওয়া আপনার মত লোকের উচিৎ হয় না। আপনার দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গের ফল ফলিতেছে। আহা ! আপনার নামে জগৎ পাগল, আপনি পূর্ণ অবতার হন।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বুঝিল, যদি আমি ইহার সহিত তর্ক বিতর্ক করি, তাহা হইলে আমার উপর ঘৃণা আসিতে পারে, তবে ইহার কোমরের দড়িটিকে ঘুরাইয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে পান্থটী আমার ইচ্ছামত নাচিবে।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিল,—দেখ, ও উল্লুকটা বড় আপদ হইয়াছে, উহাকে শেষ করিতে না পারিলে আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গের ফল সব নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি ঐ উল্লুকের

সঙ্গে সেই জন্য সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। আর উহার ভাত ভিক্ষা যাহাতে বন্ধ হয়, তাহাও করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে।

পান্থ,—আপনি চিরজীবী হউন, আপনার মত লোক না হইলে কি এই কার্য্য সাধন করিতে পারে? আমার দূর্ভাগ্য বশত আমি আপনার চতুর্হস্ত দেখিতে পাইতেছি না; আপনি পূর্ব্বে অমুক ছিলেন, আমাদের উদ্ধারের দরুণ আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া আপাতত এই মূর্ত্তিটিকে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আজ আমার জন্ম সার্থক হইল। তবে আপনি আমার সহিত আসুন।

পান্থ, সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রণেতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রণেতা পান্থকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কেমন আছ? অভাগার প্রতি এতদিন অনুগ্রহ হয় নাই কেন? অভাগা তোমার নিকট কি দোষ করিয়াছে? তবে এই ভদ্রটিকে কোথা হইতে আনিলে?

পান্থ,—মহাশয়! ইনি অমুক, ইহার তুল্য বড়লোক আর দ্বিতীয় নাই।

প্রণেতা,—অহে বাপু, অমুকতো বড় লোক আছে, তুমি আমার চিরকালের বড়লোক।

পান্থ,—আপনি বিদ্রূপ করেন কেন, সেইজন্যই তো আপনার নিকট আসি না।

প্রণেতা,—ছিঃ বাপু, রাগ করিতে আছে, আমি তোমার প্রতিবেশী! তুমি চিরকাল বড় আছ; যখন আমার আপদ কিম্বা বিপদ হয়, তখন কি বড়লোক আসিয়া রক্ষা করে, না তুমি কর?

পান্থ,—আপনার সহিত কথায় পারিব না, তবে আমি আসি।

প্রণেতা,—তোমার ভাব ভঙ্গি সর্ব্বসাধারণ অপেক্ষা অন্য রকম দেখিতেছি। কি ব্যাপার বল দেখি। এ কি, তোমার হাতে রহস্য

কেন?—পাগলেরা ও বর্ব্বরেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। তোমার যাহা পরিচয় পাইলাম তাতে রহস্যটি শোভা পায় না, হাস্যটি শোভা পায়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—আমি সহরের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হই, আমার নাম সকলে বিদিত আছে, আমি অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছি, আমার পিতা আমাকে ভাল চক্ষুতে দেখিত না, যদিও আমি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হই। মৃত্যুকালে আমার পিতা আমাকে এই রহস্যটি দিয়া গিয়াছেন এবং তিনি আমাকে এই আদেশ করিয়াছেন যে যতক্ষণ না মানব দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ নিষ্কমত চেষ্টা করিবে। আমি তাঁহার আদেশ অনুসারে অনেক পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কুত্রাপি মানব দেখিতে পাইলাম না, সর্ব্বত্রে নানা রকমের পশু দেখিলাম। আমি ভাগ্যক্রমে আপনার নিকট আসিয়াছি, যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি রহস্যটিকে চক্ষুতে দিয়া দেখি।

প্রণেতা,- তুমি যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হও ইহার কোন ভুল নাই, কারণ যাহা তুমি বলিলে তাহাতেই পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। সহরের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ না হইলে সর্ব্বজনের নিকট পরিচিত হইতে পারে না। সহরে বাহ্যিক আড়ম্বরে ধনী, গুণী, মানী ও যশস্বী প্রস্তুত হয়। তীর্থের পাণ্ডাতে খোসামোদ বেশী রকম ছড়াছড়ি করিতে হয়, আর বিশিষ্ট প্রকারে গরিবের যম হইতে হয়, দুষ্ট বুদ্ধিকে অত্যন্ত ব্যবহার করিতে হয়, আর আইন বাঁচাইয়া সর্ব্ব কার্য্য করিতে হয়, বস্তুত সত্যকে মিথ্যা করিতে হয়, আর মিথ্যাকে সত্য করিতে হয়। বাপু, এই সমস্তের অভাব যদি তোমাতে থাকিত, তাহা হইলে কি তুমি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হইতে পারিতে? তুমি চক্ষুতে রহস্য দিয়াছিলে, তাই পশু দেখিয়াছ। বাপু, তোমার পিতা বোধ হয়

ভাবুক ছিল, তাই তোমাকে সদুপদেশ দিয়া গিয়াছে। তুমি মানব হও, তাহা হইলে মানব দেখিতে পাইবে।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—আমি মানব আছি, তবে কেন মানব দেখিতে পাই না?

প্রণেতা,—সকলে মনুর সন্তান হয় ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতি বিভ্রাটে সকলে মানব নয়। যে মানব যে প্রকৃতির হয়, সে মানব সে প্রকৃতির বন্ধু হয়, অন্য প্রকৃতির মানব তার শত্রু হয়।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—মন হইতে মনু হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তবে প্রকৃতি ভেদ হয় কেন, যখন মন নির্ম্মল বলিয়া কথিত?

প্রণেতা,—তুমি যাহা বলিলে অতি ঠিক; কিন্তু বাপু, দেহ বিহনে মনের অস্তিত্ব কোথায়? যথায় দেহ তথায় মন, আবার যথায় মন তথায় দেহ হয়. ইহার কারণ জাগতিক জন দেহী বলিয়া কথিত। মৃত দেহে জীব নাই, ইহা মনে করিবে না, কারণ জীব না থাকিলে জীব উৎপন্ন হয় না। সজীব ও নির্জীব দুই প্রকার জীব হয়। নির্জীব শব্দটিতে কিছু কেন—সম্পূর্ণ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবুক হইয়া দেখিলে আর সেটি থাকে না। সহ আর নিঃ এই দুইটী উপপদ যোগে দুইটী অর্থ হইয়াছে; একটীর অর্থ সহিত অপরটীর অর্থ রহিত। জীব নিত্য পদার্থ হয়, অতএব জীব সহিত বা জীব রহিত হইতে পারে না। যাহা নিত্য, তাহা আবার জাব সহিত বা জীব রহিত কি করিয়া হয়? তবে তাহা নয়। দুইটীতেই জীব বর্ত্তমান আছে, তবে অবস্থাভেদে সজীব বা নির্জীব বলিয়া কথিত হয়; অতএব সজীব ও নির্জীব দুই প্রকার অবস্থা হয়, কিন্তু জীব নিত্য হয়, ইহা যেন স্মরণ থাকে।

জীব অবস্থা ভেদে সংস্কার হইতে নানা প্রকারে শিক্ষা পায়, যথা:— জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু। কিন্তু এটীও সংস্কারের পদ্ধতি ব্যতীত আর

কিছুই নয়। সংসার পদ্ধতিতে মানব জীব হয়—যতক্ষণ সজীব থাকে; নির্জীব হইলে আর সজীব মানব বলিয়া কথিত হয় না। রস ব্যতীত মানব সজীব থাকিতে পারে না এবং সেই হেতু পৃথিবীর আর একটী নাম রসবতী হয় এবং স্ত্রীলোককেও রসবতী কহে। আদি পুরুষ মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হইল। অহো, কি সুন্দর রহস্য!

রস না হইলে সজীব হয় না, সজীব না হইলে মানব বলিয়া কথিত হয় না, মানব বলিয়া কথিত না হইলে মনু হয় না, মনু না হইলে মন হয় না, মন না হইলে শক্তি হয় না। আবার শক্তি না থাকিলে মন হয় না, মন না থাকিলে মনু হয় না, মনু না থাকিলে মানব হয় না, মানব না থাকিলে সজীব হয় না, সজীব না থাকিলে রস হয় না। রসটি জীব হয়, ইহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ? রসটি শুষ্ক হইলে অর্থাৎ রসের অভাব ঘটিলে, সমস্ত শুষ্ক হইয়া যায়, আর অতি শুষ্ক হইয়া যাইলে পরস্পর আঘাতে অগ্নি উৎপাদন হয়, আর অগ্নি জ্বলিলে আপনা আপনি বায়ু কুপিত হয়, বর্দ্ধিত বায়ু বৃদ্ধি পাইলে শূন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং এই শূন্যটীও জাগতিক জনের পক্ষে শূন্য হয়; কিন্তু সম রস থাকিলে, জাগতিক জনের পক্ষে শিব হয়। তবে একটা গল্প বলি শুন:—

কোনসময়ে প্রতিষ্ঠা নগরে এক সাংসারিক নামক মহাপুরুষ বাস করিত। সে সর্ব্বদা একাকী থাকিত, ইহার কারণ সে চিন্তাশীল ছিল। যদি কোন সাংসারিক ব্যক্তি কার্য্য বশত আসিত, সে সৎ ব্যবহারে আগন্তুককে আনন্দ দিত। যে সেই ভাবে কথাবার্ত্তা কহিত, সে তাকে সেই ভাবে মুগ্ধ করিত, ইহার কারণ তার গুণ সম্বন্ধে বাকবিতণ্ডা চলিত। দ্রষ্টারা বহুরূপী বর্ণদৃষ্টি মত যথা লইয়া পরস্পরে অযথা বাক্য ব্যয় করিত। সে জগতের কাহাকেও

অবিশ্বাস করিত না, ইহার কারণ জাগতিক বাহ্য ব্যবহারে সে অনেক বিশ্বাসঘাতকের নিকট ঠকিত। সে কাহারও সহিত বৃথা তর্ক-বিতর্ক করিয়া অমূল্য সময়কে নষ্ট করিত না, সে জানিত মানবের অমূল্য ধন সময় এবং যে সময়কে রীতিমত ব্যবহার করিতে পারে সে সাধু পুরুষ। মানবের পক্ষে সময়কে সৎ ব্যবহারে কালাতি-পাত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কাল অনন্ত হয়, তৎকারণ জীবও সঙ্গে সঙ্গে নিত্য হয়। দেহটী চিরকাল একভাবে থাকে না, কারণ রূপান্তরই জগতের গতি হয়। প্রথমে রূপান্তরটি ঠিক হইলে নিত্যটি ঠিক হয়। প্রতিদিন চাক্ষুষ ব্যবহারে বিষয়ের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়টিকে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া কথিত।

সে পরম দয়ালু ছিল এবং পরের দুঃখে দুঃখী হইত ও পরের সুখে সুখী হইত। সকল নগরবাসীরা তাকে ঘৃণা করিত, কারণ সে যথা লিখিত, সে বাতাসে বাতাস দিত না, সে অন্যের কর্ণবিবরের বাদ্যের চর্ম্মতে তোষামোদ বাক্যে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিত না, সে ধনীর বৈঠকখানার ঝার লণ্ঠন ছিল না এবং সে উপার্জ্জনক্ষম লোকের শনিবারের বাগানের এক পিয়ালা ধারী ছিল না; বাস্তবিক সে নিজ কার্য্যে অহোরাত্র ব্যস্ত থাকিত।

একদা সাংসারিক মহাপুরুষ নিজ কোটরে চিন্তাতে মগ্ন আছে, এমন সময়ে কেবলচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল। কেবলচাঁদ সহরের প্রকৃত কেবলচাঁদ ছিল, কারণ কৈবল্য পদ তার আস্তাবলের বানর হয়। চন্দ্র অমৃতরসকে বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর উৎপাদন শক্তিটিকে বর্দ্ধন করে, কেবলচাঁদ অমৃতসুধা বিতরণ করিয়া সংসার বন্ধনকে উচ্ছেদ করে। সংসার বন্ধন উচ্ছেদের কথা বলিলে

জাগতিক জন মহানন্দে একত্রিত হয়, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, খালি সংস্কার।

বরাবর মূর্খ জন দিয়া আসিতেছে, আর জ্ঞানী জন লইয়া আসিতেছে। সংসার কিছুই নয়, ইহা ঠিক হইলে মূর্খ সংসারী অনায়াসে তার পরিশ্রমের ফল অপর জ্ঞানী সংসারীকে দিতে পারে, কারণ দাতার নিকট সংসার অনিত্য হয়। জ্ঞানী দিতে পারে না, লইতে পারে, কারণ জ্ঞানীর নিকট সংসার নিত্য বলিয়া কথিত।

অহো কি আশ্চর্য্য রহস্য! জাগতিক জন সংসার নিয়মে চিরকাল আবদ্ধ আছে; কিন্তু কপট জ্ঞানীদিগের দেশীয় সংস্কার গুণে কি বৈপরিত্য ফল ফলিতেছে! যাহা প্রতিদিন ঘটিতেছে, আবার যাহা কিছুতেই যাইবার নহে, সেটির সহিত অন্যের নিকট মৌখিক যুদ্ধে জয়ী হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া নাম ও ধাম করিতেছে। হে চতুস্পদবিশিস্ট দ্বিপদ শিষ্যগণ! তোমাদের খুরে খুরে শত শত কোটী প্রণাম করি, কেননা তোমরা কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইতেছ। অতএব তোমরা ধন্য, ধন্য, ধন্য!

কেবলচাঁদ কোটরে প্রবেশ করিয়া দেখিল সাংসারিক মহাপুরুষ পুস্তক লিখিতেছে। কেবলচাঁদ বলিল,—আপনি কেমন আছেন?

মহাপুরুষ,—বাপু কেবলচাঁদ! তুমি সহরবাসীদিগকে কৈবল্য পদ দিয়া সহরটীকে প্রায় উদ্বাস্ত করিলে। এই বন্ধু কি দোষ করিয়াছে যে ইহার উপর এত নিম্নেজর হইল?

কেবলচাঁদ,—আপনি বিদ্রূপ করেন কেন? আমি আপনার নিকট হইতে কিছু শিক্ষা লাভ করিতে আসিলাম, যাতে বাকী-গুলিকে সহজে কৈবল্য পদ দিতে পারি। সকলে সমান নয়, দুই একটী শক্ত আছে, যাতে তারা নরম হয়, এবম্প্রকার কিছু উপায় বলুন, কেননা উহারা ঠিক হইয়া গরু হইলে, কিছু খড় বা

ভুষি দিলে, চাট না মারিয়া বা না গুঁতাইয়া বেশ দুধ দিবে, আর কেবলচাঁদ গোপাল হয়ে বসে বসে দুধ পিবে।

মহাপুরুষ,—তোমার নামে ও কর্ম্মে ঠিক মিলেছে; তবে কি জান কলির দেবল বামুন এইটুকু আছে। ব্রাহ্মণ শব্দটি অত্যুৎকৃষ্ট, কেননা সকল পুরাতন পুস্তকে ব্রাহ্মণ শব্দটি আছে, অতএব ব্রাহ্মণ যে অত্যুচ্চ পদস্থ ব্যক্তি হয়, ইহার প্রমাণ হইতে আর বাকী রহিল না; ফলত ব্রাহ্মণ শব্দটি বসাইতে পারিলেই পূজনীয় রহিল। সেই হেতু একটি গুলিসুতাতে অনেকগুলি দেবল বামুন হয়। বাপু কেবলচাঁদ! তোমার কৈবল্য পদটি এবম্বিধ হয়?

তোমার নিকট শিষ্যেরা আসিল, তুমি হুকুম করিলে, তোমার কৈবল্য হইয়াছে; শিষ্য তাহাই বুঝিল এবং শিষ্য জানিল কৈবল্য বোবা না হইলেই হয়। শিষ্যরা তোমাকে পূজা করিয়া তোমায় পয়সা দিতে থাকিল, কাজে কাজেই তোমার নাম ছুটিল, ধাম হইল, যশ বাড়িল, কিন্তু কেবলচাঁদ কৈবল্য যাকে বলে, সেটি হইল না, কারণ মন শান্তির নাম কৈবল্য। কেবল ভাব না আসিলে কৈবল্য হয় না। স্বভাবের আর একটির নাম কৈবল্য হয়। অভাব থাকিলে মন শান্তি হয় না এবং মন শান্তি না হইলে কৈবল্যের অভাব হয়। বাপু কেবলচাঁদ! তোমার অভাব আছে কি না বল দেখি?

কেবলচাঁদ,—অভাব না হইলে আপনার নিকট আসিব কেন? —অভাব না থাকিলে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কৌশলগুলিকে বাহির করিব কেন?—অভাব না হইলে সকলকে কৈবল্য দিব কেন? আমি চিন্তাজ্বরে দিবানিশি আক্রান্ত আছি, সেই হেতু আমার মনে আদৌ শান্তি নাই।

মহাপুরুষ,—বাপু কেবলচাঁদ! তুমি এইটী জান কি—গুরু যে ভাবের হয় শিষ্যটি সেই ভাবের হয়। তুমি নিজে অভাবের দরুণ

এই সব কুৎসিত কার্য্য করিতেছ এবং তোমার শিষ্যটি অভাবের দরুণ তোমার নকল করিবে, এই প্রকার ক্রমান্বয়ে অভাবের পাঠ চলিলে, সামাজিক নিয়মগুলি নির্ম্মূল হইয়া দুকুলটি যাইল। তাই বলি কেবলচাঁদ! বীজে সংস্কার হয়, আর রসে বীজ হয়। সংস্কারে হিতাহিত হয়; হিতাহিতে সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, ইহজীবন ও পরজীবন, স্বর্গ ও নরক, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এবং সৎ ও অসৎ গুলি উৎপন্ন হইয়া মীমাংসার প্রয়োজন হয়। মীমাংসাতে পুরুষকার হয়, পুরুষকারেতে বিদ্যা, বুদ্ধি ও যুক্তি হয়। বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে ও যুক্তিতে ঐক্য হইলে এক হয়; একে এক হয়, এবং এই এক কৈবল্য হয়। স্বাভাবিক দর্শন ধর্ম্মের শেষ এক হয়, আর সামাজিক ধর্ম্মের শেষ অবতার হয়। পুরুষকার ধর্ম্মের শেষ নিয়মটি।

জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত এক হয় বলিয়া দর্শনের আদি গুলি এক হয়, ইহা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল। মধ্যে অবতারটি এক হয়, ইহা ধর্ম্মপুস্তকগুলি কহিল। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" দর্শন বলিল, সব ব্রহ্ম পুরাণ কহিল, সর্ব্বত্র নিয়ম এক হয় স্মৃতি বলিল। দর্শন, পুরাণ ও স্মৃতি এক হয়; ইহাও সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত হইল। নিরাকার এক তন্ময় হইয়া নিজে এক হও— সাকার এক সমাজবন্ধন হেতু অবতারের ভক্ত হইয়া এক হও। নিরাকার ও সাকার এক; এক ফলে পরিণত করিবার দরুণ নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করিয়া এক হও। বাপু কেবলচাঁদ! নিয়মে বীজটি কি প্রকার সংস্কারে আবদ্ধ হয় তাহাও দেখ।

পিতা এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক রং ও এক পোষাককে গ্রহণ করিয়া ধার্ম্মিক হইল। অন্নে সজীব হয়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বলিব। পিতা, মাতার সহিত সহবাস করিল এবং মাতা, পিতার বীজকে গ্রহণ করিল। যথায়

যে নিয়মটি আছে, তথায় সে নিয়মটিকে প্রতিপালন করিতে হয়, কেননা অষথা ব্যবহার করিলে বীজে ফল ফলে না; বাস্তুবিক যদি কৈবল্য ভাব লইয়া কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে পুরুষকারটি বৃথা হয় এবং যদি সমস্তই এক হইত, তাহা হইলে স্ত্রী ও পুরুষের প্রয়োজন হইত না। সূক্ষ্মে সমস্তই এক বটে, কিন্তু স্থূলে নয়, কারণ স্থূলটী নিয়মাধীন হয়।

বীজের সম্পর্ক পিতার সহিত বীজ স্খলন পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু বীজ স্খলন হইলে আর পিতার সহিত বীজের সম্পর্ক থাকে না। মাতার গর্ভে বীজ দিন দিন চন্দ্রকলা ইব রসে পরিবর্দ্ধিত হয়। মাতা যে প্রকার অন্নে রসাল হইবে, বীজটি সেই রসটুকুকে গ্রহণ করিবে এবং মাতার আহার ও ব্যবহার ও নিয়ম বীজে নিহিত হয়। দশ মাস দশ দিন বীজ মাতার গর্ভে পরিপক্ক হইয়া পশ্চাৎ ফলে পরিণত হয়। যেই দিন হইতে বীজ মাতার গর্ভ হইতে রসবতীর গর্ভে আসিল অর্থাৎ বাহ্যিক জগতে আসিল, সেই দিন হইতে বীজ মাতার সম্পর্ক ছাড়িল। এইবার বীজের ফলটী পিতার ও মাতার আচার, ব্যবহার, নিয়ম, ধর্ম্ম ও ভাষাগুলিকে শিক্ষা করিতে লাগিল। জাতি থাকিলে বীজ ও ফল ঠিক রহিল। দশ বৎসরে ফলটি ফলে পরিণত হইল, এইবার নিজের শিক্ষা চলিল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবেশী ও দেশীয় জন যদি এক ধর্ম্মের, এক খাদ্যের, এক রঙের ও এক পোষাকের মিলিল, তাহা হইলে ফলটী একীভাব হইতে আর বাকী রহিল না।

পিতার সংস্কারটি যদি এক হয়, আর পিতা হইতে যে বীজটি উৎপন্ন হয় সেটিও যদি এক সংস্কারের হয়, আর মাতার সংস্কারটি যদি এক হয়, আর মাতার গর্ভে যত দিন বীজটি রহে সেটিও যদি এক প্রকার সংস্কারের হয়, আর বীজটি ফলে পরিণত হইয়া

মাতার গর্ভ হইতে বাহ্য জগতে আসিয়া যদি এক প্রকারের সংস্কারটি পায়, তাহা হইলে বাস্তবিক ফলটি নিজে শিখিয়া ধার্ম্মিক হয়; ফলত বীজ ও ফল এক হয়। একীভাবের সংস্কারটি স্থূলে থাকিলে সূক্ষ্মটি ঠিক হয়; আর স্থূলটি ঠিক হইলে, আদ্য এক, মধ্য এক ও অন্ত এক, ইহাও সিদ্ধান্ত সহজে হয়।

বীজে সংস্কার আছে বলিয়া হিতাহিত এই কথাটি আছে, কিন্তু যদি সূক্ষ্ম দর্শনের দ্বারা সংস্কারটিকে লোপ করা হয়, তাহা হইলে অবতারের কৃত সামাজিক ধর্ম্মটি যায় এবং ধর্ম্মটি যাইলে খালি আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন আসিয়া উপস্থিত হয়। এই চারিটা স্বভাবসিদ্ধ গুণ রসে নিহিত আছে।

যদি কোন ব্যক্তিকে গাঢ় অন্ধকারের গহ্বরের ভিতর রাখা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিটি সামাজিক ধর্ম্মের নিয়মগুলিকে কিছুই জানিবে না, কিন্তু রসের ধর্ম্মগুলিকে নিশ্চয় জানিবে। ব্যক্তিটি রস অর্থাৎ অন্ন চাহিবে, কারণ রসে অর্থাৎ অন্নকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রস ব্যবহার করিলে রসবতীর আবশ্যক হয়, কারণ ইন্দ্রিয় সকল প্রবল হয়। রসবতী অর্থাৎ কামিনী যদি ব্যক্তিটির নিকট যায়, তাহা হইলে পরস্পরের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে মৈথুন হইয়া বহু হয়, এবং আহার ও বিহারের ফল জাগ্রত ও নিদ্রাবস্থা হয়। ভয়টি দেহ রক্ষার কারণ হয়, যদি ভয় না থাকিত, তাহা হইলে দেহটি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত। ভয়টি স্বাভাবিক, ফলত বেদনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার কারণ ভয়টি হয়। এই কয়েকটি বাহ্যিক জ্ঞান স্বাভাবিক হয়, কারণ রসে এই কয়েকটি নিহিত আছে। রসের অভাব হইলে এই কয়েকটিরও অভাব লক্ষিত হয়। রসে সজীব হয়, ইহা আমি তোমায় প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি, যদি তুমি ইচ্ছা কর।

কেবলচাঁদ। সব এক হয় ইহা কি আপনি স্বীকার করেন না?

মহাপুরুষ,—বাপু কেবলচাঁদ! সমস্ত এক হয়, ইহা অনেক দূরের কথা, তুমি নিকটদর্শী হইয়া অন্য সকলকে চৈতন্য দিয়া কৈবল্য পদ দাও, আর তুমি বুক্লির উপর চল, তোমার নিজের মাথায় কিছুই নাই, তুমি পরের মাথা লইয়া চল। তুমি দেশকে উচ্ছন্ন দিয়া গোপাল হইয়া গরু চরাইতে পার। তাই বলি কেবলচাঁদ! স্থূলটি নিয়মাধীন হয় কি না, ইহা তুমি প্রত্যক্ষ দেখ, এবং সমস্তকে এক বলিলে কি প্রকার আপদ ঘটে, তাহাও দেখ।

কেবলচাঁদ,—সব যে এক নয়, ইহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখান দেখি?

মহাপুরুষ,—আমি একবিংশতি দিবস পরে আসিয়া তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু বাপু কেবলচাঁদ! তোমায় কেবলের ভাব লইয়া থাকিতে হইবে। যদি তুমি ইহার অন্যথাচরণ কর, তাহা হইলে আমার সব নফরগুলি তোমাকে বলপূর্ব্বক কেবলের ভাবটিকে গ্রহণ করাইতে বাধ্য হইবে। তুমি ইহাতে সম্মত আছ?

কেবলচাঁদ,—আপনি বলেন কি? আমি আমার শিষ্যদিগের মত হীন পুরুষ নয় যে কথার উলট পালট করিব! যাহা স্বীকার করিব, তাহা নিশ্চয় করিব।

মহাপুরুষ,—তবে তুমি এই খানে অবস্থিতি কর, আমি আসি।

মহাপুরুষ কেবলচাঁদের নিকট হইতে দ্বারের বাহিরে আসিয়া নফরদিগকে ডাকিলে পর উহারা শশব্যস্তে মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাপুরুষ আজ্ঞা করিল,—"দেখ নফরগণ! তোমরা সকলে অতি সাবধানে থাকিবে, গৃহস্থিত ব্যক্তি কোন বিষয়ের দরুণ হুকুম বা অনুরোধ করিলে তোমরা শুনিবে

না, যদি অত্যাচার করে, গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবে। অন্যথা করিলে গুরুতর শাস্তি পাইবে"। মহাপুরুষ নফরদিগকে হুকুম দিয়া বিশ্রাম মহলে চলিয়া গেল।

কেবলচাঁদ পরদিন প্রত্যুষে চাকরদিগকে ডাকিল, কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। কেবলচাঁদ রাগান্বিত হইয়া গৃহের বাহিরে অসিয়া সম্মুখস্থিত চাকরদিগকে ভৎর্সনা করিলে পর চাকরেরা কেবলচাঁদকে বলিল ;—আপনি আমাদিগের উপর বৃথা রাগ করিতেছেন, মনিব যাহা হুকুম করিবেন, আমরা তাহাই তামিল করিব। মনিব হুকুম করিয়া গিয়াছেন যে, গৃহস্থিত ব্যক্তির কোন হুকুম বা অনুরোধ গ্রাহ্য করিবে না বা শুনিবে না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া গৃহের ভিতর যান, যদি না শুনেন আপনার উপর বল প্রকাশ করিব।

কেবলচাঁদ ইহা শুনিয়া দ্বিগুণ রাগান্বিত হইয়া বলিল,—আমি শৌচ প্রস্রাবাদি ক্রিয়া করিব না, তোমাদিগের প্রভু কি হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়াছে? আচ্ছা আমি গৃহের ভিতর চলিলাম।

এই বলিয়া কেবলচাঁদ গৃহের ভিতর যাইয়া তথায় শৌচ প্রস্রাবাদি ক্রিয়া সমাধা করিল।

কেবলচাঁদ ভাবিল, যেমন মহাপুরুষ আমায় জব্দ করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, তেমনি নিজে জব্দ হইল। আমি ঘরের এক কোণে গিয়া বসি। কেবলচাঁদ মনের ভিতর নানা রকম তোলা-পাড়া করিতে লাগিল।

তৃতীয় দিবস কেবলচাঁদের ক্ষুধার উদ্রেক অত্যন্ত হইল, ঘরের বাহিরে আসিয়া চাকরদিগকে পুনরায় হুকুম করিল,—তোমাদিগের মনিব আমার জন্য কিছু কি আহারের হুকুম দিয়া গিয়াছেন?

চাকর বলিল,—না।

কেবলচাঁদ,—আমি কি কয়েদী, যে তোমার মনিবের হুকুমে কারাগারে থাকিব? তুমি তোমার মনিবকে বলগে—আমি চলিলাম।

চাকর,—আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম নাই, যতদিন তিনি না পুনরায় আইসেন। আপনি গৃহের ভিতর যান, তাহা না হইলে আপনাকে গৃহের ভিতর লইয়া যাইতে আমরা বাধ্য হইব।

কেবলচাঁদ মহা বিপদে পড়িল, কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, অগত্যা গৃহের ভিতর ঢুকিল।

কেবলচাঁদ মনে মনে ভাবিতে লাগিল—বিপদের উপর কি বিপদ হইল, আবার ক্ষুধা আসিয়া মহা আপদ করিল। যাহা হইক, তিনি আসিলে তাঁহাকে মহা ভৎর্সনা করিব। কি আশ্চর্য্য! ভদ্রলোককে একবিংশতি দিবস থাকিতে বলিয়া গেলেন, কিন্তু আহারের কোন বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই। মহাপুরুষ কি পাগল—না ভুলিয়া গিয়াছেন, কল্য প্রত্যুষে জানা যাইবে।

কেবলচাঁদ ক্ষুধাতে যত অস্থির হইতে লাগিল, ততই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ক্রমে ক্রোধ ও ক্ষুধা কেবলচাঁদকে এত অস্থির করিল যে শেষে নিদ্রাদেবী আসিয়া শান্তি দিল।

চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে শৌচ প্রস্রাবাদির আদৌ উদ্রেক নাই। কি প্রকারে তথা হইতে বাহির হইতে পারে তাহার চেষ্টা চলিল। বলপূর্ব্বক ব্যতীত উপায় নাই ইহা ঠিক করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। কেবলচাঁদ চাকরদিগকে কিছুই না বলিয়া বরাবর চলিতে সুরু করিল, একজন চাকর কেবলচাঁদকে ধরিল; দুইজনে মল্লযুদ্ধ চলিল, ইতিমধ্যে অপর কয়েকটি চাকর আসিয়া যোগ দিল। কেবলচাঁদ পরাস্ত হইয়া বিনয়কে ও অনুনয়কে আশ্রয় ধরিল, কিন্তু কিছুই ফল ফলিল না। চাকরেরা পুনরায়

কেবলচাঁদকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল এবং বাস্তবিক কেবলচাঁদ হতাশ হইয়া পড়িল।

কেবলচাঁদ ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। অতিরিক্ত জলস্রাব হওয়াতে তাহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল এবং কেবলচাঁদ যখন উপায় নাই জানিল, তখন গৃহে গড়াগড়ি দিতে সুরু করিল। কেবলচাঁদের নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, অতিরিক্ত গাত্রদাহ ব্যতীত আর কিছুই নাই। রাত্রি শেষ হইল।

পঞ্চম দিবস প্রভাতে চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকারে চীৎকারে কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ, ক্ষণেক অস্ফুট স্বর, কিন্তু অন্তরে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। ষষ্ঠ দিবসে অগ্নি নির্ব্বাণের দরুণ নিজের বিষ্ঠা অমৃত রসান্বিত হইল। অহো কি আশ্চর্য্য! সকলে যে বিষ্ঠাকে ত্যাগে আনন্দ অনুভব করে, অদ্য ষষ্ঠ দিবসে কেবলচাঁদ সেই বিষ্ঠাকে গ্রহণ করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিল এবং তৎপর কেবলচাঁদ ঘোর নিদ্রাতে অভিভূত হইল। নিদ্রাভঙ্গে দ্বিগুণতর অগ্নি জ্বলিতে লাগিল, গাত্রদাহ বাড়িল, গড়াগড়ি চলিল, অন্ধকার গৃহ আবার আলোকময় হইল।

সপ্তম দিবসে তেজে তেজ যোগ দিল, কেবলচাঁদের বাক্য বন্ধ হইল, খালি অন্তরে স্বর বহিতে লাগিল। গড়াগড়ি বন্ধ হইল, বাস্তবিক কেবলচাঁদ আর আলোক দেখিতে পাইল না। স্থির, অতি স্থির, মৃতবৎ হইয়া কেবলচাঁদ পড়িয়া রহিল। অহো কি আশ্চর্য্য! আর কিছু শুষ্ক হইলে কেবলচাঁদ রূপান্তর বলিয়া কথিত হইত।

অষ্টম দিবসে মহাপুরুষ আসিয়া চাকরদিগকে গৃহের দ্বার উন্মোচন করিতে আজ্ঞা করিল। মহাপুরুষ গৃহভিতরে কেবলচাঁদের অবস্থান্তর দেখিয়া অন্তরে হাসিতে লাগিল; তৎপর গৃহের বাহিরে

আসিয়া নফরদিগকে অনুমতি করিল,—শীঘ্র চিকিৎসক আনয়ন কর।

চাকর আবার তৎপর চাকরের উপর হুকুম তামিল করিল, হুকুম পর পর যাইয়া শেষে কার্য্যে পরিণত হইল। চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলে মহাপুরুষ চিকিৎসককে আদেশ করিল,—হে আয়ুর্ব্বেদ পারগ বৈদ্য! তুমি বৈদ্য ক্রিয়া করিয়া এই ব্যক্তির রোগাপনয়ন কর, ইহার অনশন ব্যতীত অন্য কিছু ব্যাধি নাই।

চিকিৎসক,—আপনার আদেশানুসারে আমি চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম, চতুর্থ দিবসে আরোগ্য লাভ করিবে।

মহাপুরুষ ইহা শুনিয়া চলিয়া গেল, চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদ মতে ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

তৃতীয় দিবসের রজনীযোগে কেবলচাঁদের সংজ্ঞা লাভ ঘটিল। প্রত্যূষে চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইল। চিকিৎসক রোগীর চক্ষুরুন্মীলন দেখিয়া ঠিক করিল, রোগী শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবে। রোগী চিকিৎসককে দেখিয়া এত আনন্দ অনুভব করিল যে রোগীর চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া নীর ঝরিতে লাগিল, কিন্তু রোগীর চক্ষু তখনও নীরদ প্রায় ছিল। অতি কষ্ট বা অতি আনন্দ হইলে চক্ষু হইতে আপনাপনি অবিরত জল বাহির হয়।

চিকিৎসককে রোগী মৃদু মৃদু স্বরে বলিল,—আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ আহার পাইলে সন্তুষ্ট হই।

চিকিৎসক রোগীর ক্ষুধা শুনিয়া আরও সন্তুষ্ট হইল, মনে করিল, রোগী অতি শীঘ্র সবল হইবে। আপনার কি আহার করিতে ইচ্ছা হয়?

রোগী,—জল।

চিকিৎসক,—জল অতি তরল পদার্থ, কিছু গাঢ়তর বস্তু আহার করুন।

রোগী,—আপনি যে পথ্য ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই আমি গ্রহণ করিব।

চিকিৎসক পল্‌তার ঝোল ও খইমণ্ড ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল।

কেবলচাঁদ দিন দিন সবল হইতে থাকিল। মহাপুরুষ পুনরায় গৃহে উপস্থিত হইয়া কেবলচাঁদকে বলিল, —বাপু কেবলচাঁদ! আমি তোমার নিকট আসিয়াছিলাম, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তুমি আমার সহিত ব্যাকালাপ করিলে না। তবে অদ্য কেমন আছ?

কেবলচাঁদ, —অদ্য আমি ভাল আছি। আপনি আসিয়াছিলেন তাহা আমি বিদিত নহি। আপনি আমার উপর মহা অত্যাচার করিয়াছেন কেন, তাহা জানি না, যদি কৃপা করিয়া বলেন আমি অত্যন্ত বাধিত হই।

মহাপুরুষ,—সমস্ত যে কেবল ভাবে চলে না, এইটী কি এখন জানিতে পারিয়াছ?—রসে সজীব হয়, ইহা কি জানিতে পারিয়াছ?—স্থূল নিয়মাধীন হয়, ইহা কি জানিতে পারিয়াছ?—সূক্ষ্ম দর্শনে সমস্ত এক হয়, ইহা কি জানিতে পারিয়াছ?—স্থূলে যথায় যেইটীর প্রয়োজন হয়, তথায় সেইটীকে ব্যবহার করিতে হয়, ইহা কি জানিতে পারিয়াছ?—সংস্কার ভেদে গুণ ভেদ হয়, ইহা কি জানিতে পারিয়াছ?—রস শুষ্ক হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় শুষ্ক হইয়া যায়, ইহা কি জানিতে পারিয়াছ?—সমস্ত স্থূল বিষয়ের প্রমাণ যে প্রত্যক্ষ আছে, ইহা কি এখন জানিতে পারিয়াছ? অতএব যদি জানিয়া থাক, তাহা হইলে অবতার একের স্বরূপ বা তুল্য হয়, ইহা জান।

অবতারের মুখনিঃসৃত বাক্যগুলি ব্যষ্টিজনকে একত্রিত অর্থাৎ সমষ্টিভূত করিবার জন্য হয়, তুমি ইহাও জান। অবতার সমাজ গঠন করিয়া অন্য জনকে সভ্য করেন, ইহাও তুমি জ্ঞাত হও। অবতার মানব ব্যতীত অন্য কেহই নন, তাহাও তুমি জান।

মানব গুণে অবতার হয়, ইহা ঠিক কর। অবতারকে পূজা কর, অর্থাৎ অবতারের গুণকে কীর্ত্তন কর। অবতার রচিত পাপ ও পুণ্য, ইহ জীবন ও পর জীবন, কেবল দেহ শুদ্ধির দরুণ হয়, ইহাও ঠিক কর। আদি এক, মধ্য এক, এবং অন্ত এক হয়, অবতার এইগুলিকে পৃথক পৃথক রূপে প্রমাণ করিবার দরুণ সমাজে এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, ও এক রং প্রচার করেন, ইহাও তুমি নিসংন্দেহে বিশ্বাস কর। মিত্র জগতে মিত্রতা স্থাপন করিতে আসিয়াছেন, ইহাও বিশ্বাস কর, আর তুমি বিনা সন্দেহে ও তর্কে বিশেষরূপে বিদিত থাক যে এক হইলেই ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম হইলেই মোক্ষ হয়, মোক্ষ হইলেই মন লীলা ফুরায়। কেবলচাঁদ! তুমি আর কি দেশীয় জনকে পেটের দরুণ কৈবল্য পদ দিবে, না দেশে যাহাতে সামাজিক ধর্ম্মের প্রচার হয়, তাহার চেষ্টা বিধিমতে করিবে? ব্রাহ্মণ বেশধারী দেবলদিগের পদধূলি লইয়া আর স্বর্গে যাইও না, গৈরিকধারীকে আর পয়সা দিয়া উহার রস বাড়াইয়া রসবতীর গর্ভস্রাব করাইও না, টিকিদাসকে বৃত্তি দিয়া আর দেশে বৃথা ভিখারীদল দলভুক্ত করিও না, তেত্রিশ কোটি পুতুল বানাইয়া দেবল হইয়া আর পয়সা উপার্জ্জন করিও না। তুমি নিয়মের দ্বারা অন্নোন্নতির চেষ্টা কর, তাহা হইলে অন্যের উন্নতি সাধন সহজে করিতে পারিবে। বাপু কেবলচাঁদ! আর বোধ হয় তোমায় কিছু বলিতে হইবে না? তবে আমি এখন আসি।

কেবলচাঁদ,—গুরুদেব! আর কিছুই বলিতে হইবে না, যথেষ্ট হইয়াছে।

মহাপুরুষ,—আবার অন্যকে গুরু বলিতেছ? যিনি অবতার, তিনিই কেবল গুরুপদ বাচ্য। তবে যদি ভাগ করিয়া লও, তুমি

বলিতে পার। পিতা অষ্ট প্রকার হয়, কিন্তু কেবলচাঁদ! জন্মদাতা পিতাই যথার্থ পিতা হয়, অন্য সপ্তপ্রকার পিতা নকল হয়। বাপু কেবলচাঁদ তুমি আপাতত ক্ষীণ হও, আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। অবতার যিনি গুরু হন তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

মহাপুরুষ ও কেবলচাঁদ গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

প্রনেতা,—বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তুমি এখন বুঝিতে পারিলে যে মানব কি প্রকারে সজীব হয়? রস ব্যতীত মানব সজীব থাকিতে পারে না, রস শুষ্ক হইলে মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি শুষ্ক হইয়া যায়। রস ও অন্ন এক হয়, ইহা তুমি বিশেষরূপে বিদিত থাক। তবে তোমায় দেশীয় অন্নের কথা কিছু বলি শুন:—

উত্তরবাসী শিকারী হয়, দক্ষিণবাসী হলধারী হয়। উত্তর প্রদেশে অতিরিক্ত হিমের কারণ মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন হয়, পরে এত বেশী কঠিন হয় যে মৃত্তিকা রূপান্তর হইয়া প্রস্তরে পরিণত হয়। প্রস্তরোপরি ক্রমান্বয়ে তুষার পড়িবার কারণ ধবল গিরি বলিয়া কথিত। ধবলে ধবল পুরুষ বাস করে, কালো পুরুষ বাস করিতে পারে না। ধবল মৃত্তিকাতে চাষ চলে না, ইহার কারণ ধবল পুরুষ চাষী নয়; ধবল মৃত্তিকা বলিলে একটুকু গোলমাল হয়, কিন্তু তাহা নয়।

তুষার ভাসিতে ভাসিতে এবং গড়াগড়ি দিয়া গলিতে গলিতে সূর্য্যের সহিত পিরীত করে, সূর্য্যের পিরীতে এত মুগ্ধ হয় যে পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়া যায়; পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়া যাইয়া সূর্য্যের কৃপায় রূপান্তরিত হয়। যে স্থানে যে রকম পিরীতটি অবস্থা করে, সে স্থানে তুষার সে রকম রূপকে ধারণ করে। জলে মৃত্তিকা আরও গোলমাল হয়, কারণ মৃত্তিকা আইসে কোথা হইতে তাহা নয়।

সূর্য্য পিরীত করিয়া রস গ্রহণ করে, রস গ্রহণে এত রসাস্বাদন পায় যে আর ছাড়িতে পারে না, জমাট্ হইয়া যায় এবং ঐ জমাটটি নানা রূপ ধরে এবং উহা জাগতিক জনের দ্বারা নানা রূপে বর্ণিত হয়।

ধবল পুরুষ আমিষভোজী হয়, কারণ আমিষ ব্যতীত তথায় অন্য কোন রকম অন্ন নাই। দুই একটী লোক বলিবে, গাছের দুধে জীবন ধারণ করে, ইহা যে অযথা তাহা নয়, কিন্তু অনেক পরের কথা, কারণ যথায় বাসোপযোগী স্থান হইয়াছে তথায় এই বিধি কতকটা চলে, তথাচ শীল মৎস্যকে ব্যবহার করিতে হয় ও শীল মৎস্যের চর্ম্মে শরীরকে আচ্ছাদন করিতে হয়। শীল মৎস্য ও ধবল ভল্লুক আরও অগ্রে হয়। তাঁহার মহিমা কি অদ্ভুত! যথায় যেটার প্রয়োজন, তথায় সেটি বর্ত্তমান আছে। স্বাভাবিক নিয়মের রহস্য অত্যুৎকৃষ্ট হয়। যত দিন মানব স্বাভাবিক নিয়মে আবদ্ধ থাকে, তত দিন মানব স্বাভাবিক আনন্দে আনন্দিত রহে, কিন্তু যেই দিন হইতে নিয়ম হইতে তফাৎ হইতে সুরু করিল, অমনি সেই দিন হইতে দুর্দ্দশাটি সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকিল।

ধবল পুরুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী হয়, কারণ পরিশ্রম না করিলে অন্ন চলিবে না, ইহার কারণ অত্যন্ত বলবান পুরুষ হয়।

মাংস আহার ও চর্ম্মে গাত্রাচ্ছাদন বিধি ধবল পুরুষদিগের ভিতর প্রবল হয়, ইহার কারণ উহারা নিম্নপ্রদেশের লোকের উপর সহজে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম। অনেক ঢেঁকি বলিবে অনেক বীর নিরামিষভোজী আছে, কিন্তু তাহার এইটী প্রথমে জানা আবশ্যক যে নিরামিষভোজী স্বাধীন পুরুষ হয় না, পরাধীন পুরুষ হয়; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে নিরামিষভোজী বীর হইতে পারে না, তবে চিন্তাশীল হইতে পারে, ইহা স্বীকার করি।

জগতে কোথাও স্বাধীন জাতি নিরামিষভোজী নাই, যাহারা আমিষভোজী তাহারাই স্বাধীন জাতি বলিয়া চিরকাল কথিত।

পক্ষীর ভিতর শ্যেন রাজা হয়, মৎস্যের ভিতর তিমিঙ্গিল রাজা হয়, পশুর ভিতর সিংহ রাজা হয়, আর মানবের ভিতর আমিষভোজী ধবল পুরুষ রাজা হয়। অদ্যাবধি স্বাধীন রাজা আমিষভোজী বলিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল যে এই বিধি চলিবে ইহার কোনও সন্দেহ নাই; তবে উচ্ছিষ্ট ভোজী হল্‌দে কুকুরের মতে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়, কারণ অনিয়ম হইলে উহাদের মজা বৃদ্ধি পায়। যে দেশে অনিয়ম বেশী আছে সে দেশে হল্‌দে কুকুর বেশী হয়। চীনদেশে Boxer বৃদ্ধি পাইবার কারণ চীন হতশ্রী হইল। যদি ভারতবর্ষে নোবল বৃটন নিয়মটিকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে হলদে কুকুরের ও গুলিসুতার কামড়ানিতে অধিকাংশ জন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

বঙ্গদেশের পিতা-মাতারাই সন্তান ও সন্ততিকে গোলাম করিবার প্রধান কারণ হয়, কারণ পিতা মাতাতে গোলামী বীজটি নিহিত আছে। পঞ্চজন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ গাধিপুর হইতে প্রথমে বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, কিন্তু উহারা সস্ত্রীক আসে নাই; যদিও দুই একখানি বহি আপাতত রচনা হইয়াছে কিন্তু ইহা যে অলীক তাহার কোন ভুল নাই। তবে বলিলেও কোন দোষ নাই, যখন উহাদিগের সন্তান ও সন্ততি বঙ্গদেশীয় জনেতে অদ্যাবধি দান ও গ্রহণ করিতেছে। বহু বিবাহের ফল যে কি আশ্চর্য্য হয়, তাহা "কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব"তে দেখ।

কুলীনেরা অর্থের খাতিরে বহু বিবাহ করে, কিন্তু ইহার ফল যে কি উৎকৃষ্ট রহস্য, তাহা প্রকাশ্য লেখা অপেক্ষা অনুভবের দ্বারা বেশী জানা যাইতে পারে, তবে অষ্টশত বৎসরের ভিতর

পঞ্চজন কায়স্থ ও পঞ্চজন ব্রাহ্মণ হইতে আপাতত পঞ্চকোটীজন হইয়াছে, ইহাই বলিতে পারি। কুলীন পুত্রেরা মামার অন্নে চিরকাল প্রতিপালিত হয়, ইহার কারণ ইহাদিগকে পরপুষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের স্বর অর্থাৎ কুলীন নাম ব্যতীত আর কিছুই নাই; যদি স্বর বিহীন হইত, তাহা হইলে নীচের অপেক্ষাও নীচ হইত এবং অন্ন বিহনে শূন্য হইত। কুলীনেরা মানিকতলার ষাঁড় হয়, জন্ম দিতে পারে, কিন্তু অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিতে পারে না। বঙ্গদেশে কুলীনের মান্য অত্যন্ত, ইহার কারণ কুলীনেরা সামাজিক সভ্যতাকে কিছুই গ্রাহ্য করে না, কারণ পুত্রটি পিতার নাম লইলেই পিতা যথেষ্ট আমোদ অনুভব করে। পূর্ব্বের নবাবেরা অর্থ ব্যয় করিয়া আমোদিনীর আমোদ যাহা ভোগ করিতে পারে নাই, বঙ্গের কুলীনেরা বিনা অর্থ ব্যয়ে সেই প্রকার আমোদ অনায়াসে আনন্দের সহিত ভোগ করিয়া থাকে।

পরদেশে স্বাধীন পুরুষের আদর সর্ব্বত্র হয়। যখন স্বাধীন পুরুষ গৃহে অন্নাভাবে প্রপীড়িত হয়, তখন অন্ন অন্বেষণে পরদেশে বাহির হয়। পথ কষ্ট কি ভয়ানক দুঃখাবহ, তাহা প্রকাশ্য লেখা অপেক্ষা অনুভবের দ্বারা অধিক জানা যাইতে পারে। অত্যন্ত দুঃখের পর সুখ হইলে আনন্দটি বেশী হয়। স্বাধীন পুরুষ—যে গৃহে অন্ন পাইত না—সে পরদেশে যাইবা মাত্রই জামাতা হইয়া মহা আদরে শ্বশুরালয়ে বসিয়া বিনা পরিশ্রমে অন্ন পাইতে লাগিল; সেই জন্য সে আর স্বদেশে ফিরিয়া যায় না, খালি পরদেশে বংশ বৃদ্ধি করে। স্বাধীন পুরুষের রেতের গুণ এত উৎকৃষ্ট যে পরাধীন দেশের সন্তান সন্ততি অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে অনেক ভাল হয়। স্বাধীন পুরুষকে পরাধীন দেশের স্ত্রীলোকেরা গ্রহণ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক থাকে, যদিও স্বাধীন পুরুষ আপনার দেশীয় পুরুষ

অপেক্ষা সর্ব্বাংশে হীন হয়। মুমূর্ষু সিংহ লক্ষ লক্ষ চতুর শৃগাল অপেক্ষা বলবান হয় এবং কুলীন পুত্রেরা ইহার আদর্শ হয়।

বামুণদিগের ভিতর কুল কন্যাগত হয়, কিন্তু কায়স্থদিগের ভিতর আপাতত ঠিক বিপরীত। বীজটিকে ঠিক রাখিবার জন্য বোধ হয় কন্যাগত কুল সর্ব্বত্র হয়। বঙ্গদেশে বামুনের ভিতর এই প্রথাটির প্রচলন আছে, কিন্তু ইহা থাকা—আর না থাকা, প্রায় সমান হয়, কারণ পঞ্চজন আগত বামুনগণ বঙ্গদেশীয় জনের কন্যা-দিগকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারাই আপাতত কুলীন বলিয়া কথিত। বামুণের কুল কন্যাগত বলিয়া কুলীনে কন্যা দান করিত, কিন্তু কুলীন আপাতত প্রকৃত কুলীন নাই, কারণ অন্য দেশের স্ত্রী হইতে এখনও পুত্র উৎপাদন চলিতেছে। স্বাধীন পুরুষেরা এই প্রকার সন্তান ও সন্ততিকে রংদার কহে। যদি স্ত্রী ও পুরুষ এক বীজের না হয়, তাহা হইলে বীজের ফল বাস্তবিক অন্য রূপ ধারণ করে।

ইউরোপের বীজ বুয়ার ও আমেরিকান জগতে এত বড় বীর বলিয়া গণ্য হইত না, যদি উহারা স্বদেশীয় স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন না করিত। উহারা যদি আমেরিকার ও আফ্রিকার আদিম নিবাসিনীতে সন্তান উৎপাদন করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইউরোপের বীজের বীর্য্য হইতে স্খলিত হইত এবং উহারা আর রণক্ষেত্রে ইউরোপের বীর্য্য দেখাইতে পারিত না।

কাবুলে বেদানা হয়, বেদানার দানা পেশোয়ারে বপন করিলে মস্কট হয়। আবার কাশ্মীর হইতে পাটনা পর্য্যন্ত বেদানার দানা বপন করিলে ডালিম হয়, কিন্তু বঙ্গদেশে বপন করিলে কুরকুটে হয়। এক বীজ স্থান বিশেষে নানা রকম ফলে পরিণত হয়। যে দেশের বীজ সে দেশের পাত্রে ফেলিলে এক প্রকার ফল

হয়। কায়স্থের কথা আর কি বলিব, যখন সমস্ত কুলীনের প্রথা এক প্রকার হয়।

পঞ্চজন কায়স্থ ও পঞ্চজন ব্রাহ্মণ যদি দান ও গ্রহন নিজের ভিতর করিত, তাহা হইলে অন্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতে যে বীজের ফল কি উৎকৃষ্ট হয়।

বিহারী মিত্র একটী European girl কে বিবাহ করিল, কিন্তু বিহারী মিত্রের ঔরসে ও European girlএর গর্ভে কয়েকটী সন্তান সন্ততি হইল; এই সন্তান ও সন্ততি কি European father and mother's সন্তান ও সন্ততির সহিত বলবীর্য্যে সমতুল্য হইতে পারে?—কখনই নয়, সমস্ত বিষয়ে হীন হইবে। তবে আলোক এইটী ঠিক থাকিবে, কিন্তু চন্দ্র আলোক ও প্রদীপ আলোক, দুইটী আলোক নিশ্চয় হইবে।

পঞ্চজন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ যদি অন্য হইতে পঞ্চজনের ভিতর দান ও গ্রহণ করে, আর ৺ নিত্যানন্দ রায়ের বাহাত্তর পুত্রেরা ও ছয় ঘর মৌলিকেরা যদি নিজের ভিতর দান ও গ্রহণ করে, এবং একটী করিয়া বংশাবলী কার্য্যালয় যদি সকলে স্থাপন করে, তাহা হইলে একশত বৎসরের ভিতর বঙ্গের শ্রী আর এক প্রকার হয়।

বঙ্গের কুলীনেরা গোলাম হয়; মাতা আরও গোলাম, কারণ পর অন্নে প্রতিপালিত। ইহাদের পুত্র ও কন্যা সমূহ আরও কত নীচ অন্তঃকরণের হয়, কারণ ছুঁচোর গোলাম চামচিকা হয়। গৃহস্থের সমস্ত নীচ কার্য্যগুলি ইহাদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। গৃহ নাই, অন্ন নাই, অর্থ নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, যুক্তি নাই, কিন্তু বিবাহ বহু আছে, ফলত সন্তান সন্ততি বহু আছে, ফলত গোলামি ব্যতীত ইহাদিগের আর অন্য কিছুরই উপায় নাই,

ইহার কারণ গোলামী বৃত্তিতে ইহারা বড় নিপুণ হয়। বঙ্গদেশে কুলীনের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, এমন কি বার আনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ বহু বিবাহ হেতু চাষের জমি প্রায় পতিত থাকে না।

বঙ্গদেশে অবিবাহিত পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যা কেহই নাই, কারণ মাসিক সাতটাকাতে দিনগত পাপক্ষয় হইতে পারে, কিম্বা ঘর জামাই হইয়া কামকূপে কাল যাপন করিতে পারে। স্ত্রী চাকরানী হয়, রন্ধনা হয়, গৃহিনী হয়, স্ত্রী আমোদিনী হয়, ফলত চারিধারে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকে। স্ত্রী উচ্ছিষ্ট ভোজিনী হইয়া স্বামীর পায়ে গড়াগড়ি দেয়, পাছে স্বামী অন্যকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে। বঙ্গদেশে বিবাহের অভাব নাই. গরু পার করিতে যদি কাহারও মনকষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কুস্মাণ্ডের হস্তে কন্যারত্নকে দান করিতে পিতা মাতা আদৌ কোনরূপ কষ্ট অনুভব করে না। বঙ্গদেশে কন্যাপার, আর গরুপার—উভয়ই সমান হয়।

বঙ্গদেশীয়জন যদি মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয় না হইলে বিবাহ করিব না, ইহা স্থির করে, আর কন্যার অভিভাবকেরা যদি পঞ্চাশ টাকা আয়ের কম পাত্রতে কন্যাদান না করে, তাহা হইলে, গোলাম সংস্কারের বীজটি লোপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়। সংস্কারটি বিবাহে হয়, আর বিষয়ে অন্ন প্রস্তুত হয়, বাস্তবিক অন্নে রেত হয়, আর রেতে সন্তান উৎপাদন হয়।

এপাস ওপাস যুবকেরা যেন অভিভাবকের কুহকে কিম্বা অর্থের লোভে বিবাহ না করে, কেননা এপাস ওপাস রাস্তায় গড়াগড়ি যায়। এপাস ওপাস যুবকেরা অভাবের কারণ চরিত্র-নীতিটিকে ঠিক রাখিতে পারে না, যে প্রকারে হউক অর্থ উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। যদি অর্থ উপার্জ্জন করিল, পিতা মাতা আনন্দে নৃত্য

করিতে লাগিল এবং আত্মীয়, কুটুম্ব ও প্রতিবেশী তাহাকে বড় বুদ্ধিমান ও চতুর কহিল, কিন্তু যুবক যদি ধার্ম্মিক হইল, তাহা হইলে যুবক অন্তরে কি ভয়ানক মর্ম্ম বেদনা ভোগ করিতে থাকিল।

যতদিন যুবক কর্ম্মিষ্ঠ না হইতে পারে বা সৎ ব্যবহারে অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারে, ততদিন যুবকের বিবাহ করা উচিৎ হয় না, যদি করা হয়, তাহা হইলে যুবক গোলামির ও জুয়াচুরির পথকে অশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, অতএব যুবকের বিবেচনা করিয়া বিবাহ করা বিধেয়। মাতা পিতা হইতে বঙ্গদেশে গোলাম প্রস্তুত হয়। (এই স্থানে "চিন্তারহস্যে"র বিবাহ-বিচার বা "প্রেমরহস্যে"র স্বামীভক্তি অনুগ্রহ করিয়া আনিবে না, কারণ কি প্রকারে বঙ্গদেশে গোলাম প্রস্তুত হয়, তাহারই কথা হইল। যথায় যেটির প্রয়োজন, তথায় সেটির ব্যবহার কর্ত্তব্য।)

ধবল পুরুষেরা পশু পালন করিয়া ও পশুর লোমে গাত্রাচ্ছাদন করিয়া মহানন্দে জীবন অতিবাহিত করিত। কালক্রমে ক্রমশ অভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, অভাবে স্বভাব নষ্ট হইল এবং যত স্বভাব ভ্রষ্ট হইতে থাকিল, সঙ্গে সঙ্গে তত অভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অভাবে বুদ্ধি ছুটিল, বুদ্ধিতে উপায় উদ্ভাবন হইল, উপায়ে পুরুষকার আসিয়া যোগ দিল, ফলত পুরুষকারের ফল ফলিতে লাগিল। ফলে আশা বৃদ্ধি পাইল, আশাতে যাওয়া ও আসা বিশেষরূপে বৃদ্ধি হইল, ফলত আসাটি বৃদ্ধি রহিল, গৃহে ফিরিয়া যাওয়াটি কালক্রমে প্রায় লোপ পাইল। দক্ষিণবাসিনীরা সমতে ধবল পুরুষকে প্রেমডোরে বাঁধিল এবং উহাদিগের সৎ বুদ্ধিকে হরণ করিয়া বস্তুত দাসী হইল। ধবল পুরুষেরা রাজা উপাধি লইল, ফলত আরও আনন্দ ছুটিল। একস্থানে বহু রকম দ্রব্য মিলিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাতে আরও দ্বিগুণতর অভাব

বৃদ্ধি পাইল। সমস্ত উচ্চ বৃত্তিগুলি ধবল পুরুষে রহিল, এবং সমস্ত নীচ বৃত্তিগুলি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষে রহিল। ধবল পুরুষের ঔরসে ও দক্ষিণবাসিনীর গর্ভে যাহারা জন্ম লইল, তাহারা মধ্য বৃত্তিতে রহিল, আর যাহারা দক্ষিণবাসীর ঔরসে ও উত্তর বাসিনীর গর্ভে জন্মিল, তাহারা অতি নীচ বৃত্তি ধরিল।

ধবল পুরুষেরা মজা লুটিতে লাগিল; মজাতে শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শান্তি হওয়াতে নানারকম জ্ঞান আসিয়া যোগ দিল। জ্ঞানে আবশ্যকতা বাড়িল, আবশ্যকতাতে বিজ্ঞান উপস্থিত হইল, বিজ্ঞানে নূতন আবিষ্কারের প্রাদুর্ভাব বাড়িল। দেশজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য রাজবংশীয়দের অভাবকে মোচন করিতে পারিল না। এইবার রাজবংশীয়েরা দিগদিগন্তে চলিল। বাণিজ্য সুরু হইল, দেশে আমদানী ও রপ্তানি চলিল। ধবল পুরুষের ব্যবস্থা, বিধি ও অর্থ চারিধারে ব্যাপিল, দিন দিন অভাব আরও বৃদ্ধি পাইল; পরে দেশ আক্রমন সুরু হইল, জয় ঢাক সর্ব্বত্র বাজিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

নানা রকম কর লোকের উপর চাপিয়া বসিল। ধনী আরো ধনী হইতে লাগিল, গরিব আরও গরিব হইতে থাকিল। রাজবংশীয়েরা অত্যন্ত বাবু হইল, দেশীয় গরিবেরা অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, অনেক পরদেশীয়েরা আসিয়া দেশীয় গরিবদিগের ভাত ভিক্ষা ছিনিয়া লইল। পরদেশীয়েরা বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমকারী বলিয়া রাজবংশীয়দের নিকট অত্যন্ত আনন্দের সামগ্রী হইল, রাজবংশীয়েরা আর কুটাটি নাড়িতে ভালবাসিল না, কারণ উহাদের হুকুমে অপরের দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান সর্ব্ব বিভাগের কার্য্য খালি রাজবংশীয়দের রহিল। নৃত্য, গীত, রং, তামাসা, সুখের খাতিরে দেশ পরিভ্রমণ, স্ত্রী সম্ভোগ,

ঈর্ষা, দ্বেষ, অভিমান, অহঙ্কার, সব এক ও এক সব, আসিয়া রাজবংশীয়দিগকে ঘেরিল।

মহাজনের কুঠিও চারিধারে ব্যাপিল, কোষাগারে স্বর্ণের ও রৌপ্যের অভাব হইল; এইবার হুণ্ডি ছুটিল। রাজবংশীয়েরা আরও যত বাবু হইল, তত আরও ব্যাভিচার বাড়িল। দলাদলি চলিল, বাণিজ্যে ও শিল্প সামগ্রীতে রাজধানী গুলজার হইল, দেশজাত অন্ন কমিয়া গেল, পরদেশ জাত অন্ন বাড়িয়া উঠিল। আমদানি অন্ন রহিল, রপ্তানি বাবুয়ানা সামগ্রী হইল। গৃহে গৃহে ক্ষুদ্র জগৎ প্রকাশ পাইতে লাগিল, আনন্দ অপার ছুটিল, অকাল মৃত্যু বাড়িল, স্ত্রীলোক পরপুরুষকে ধরিল, আচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হইল, নানা রকম ব্যবহার মাটী ভেদ করিয়া উঠিল, পয়সার শ্রাদ্ধ চলিল, রাজবংশীয়েরা ধনে ও প্রাণে ক্ষীণ হইল, পরদেশগুলি একে একে হস্ত হইতে বাহির হইয়া যাইল, দেশে শিল্প, কল-কবজা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান পূর্ব্ব সভ্যতায় চিহ্নের স্বরূপ পড়িয়া রহিল। অন্নের অভাব হইল, দলে দলে বিবাদ বাড়িল এবং তরবারির ঝন্ ঝনি চলিল। ভাড়া করা লোকের প্রাদুর্ভাব হইল এবং বহুলোকের অকাল মৃত্যু ঘটিল। শ্রমশীল শীলতাগুণে অর্থাৎ নম্রতাগুণে অহঙ্কারী অশ্রমশীলের স্কন্ধে চাপিল, বস্তুত শ্রমশীল রাজা বলিয়া কথিত হইল।

শ্রমশীল না হইলে বীরপুরুষ হয় না, বীরপুরুষ না হইলে শীলতা গুণ আসে না। শীলতা গুণ না আসিলে অপর জন মুগ্ধ হয় না। অপর জন একজনের কার্য্যে মুগ্ধ না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে শক্তি হয় না এবং শক্তি না থাকিলে শ্রমশীল হয় না। জগতে যাহারা শ্রমশীল হয় তাহারাই অশ্রমশীলের স্কন্ধে চিরকাল বিরাজ করে। ইহাই জগতের উত্থান ও পতন বলিয়া

বিহারী মিত্রের দ্বারা কথিত হইল, ফলত এই নিয়ম স্বাধীনের ও পরাধীনের জন্য চিরকাল ঠিক রহিল।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তুমি পরাধীন লোক হও, অতএব স্বাধীন জনের বৃত্তি তোমার পক্ষে ঠিক নয়। স্বাধীন জন অন্য প্রদেশ হইতে অন্ন আনিতে পারে যতদিন তরবারির ব্যবহার রাখিতে পারে। তুমি অন্য দেশ হইতে অন্ন আনিতে পার না, ইহার কারণ তোমার দেশজাত অন্ন ত্যাগ করা বিধেয় নয়। তোমার লক্ষ্মী ধান্য হয় এবং তুমি চিরকাল ধান্যকে লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছ। যাহার গৃহে মরাই রহিল, সে প্রকৃত লক্ষ্মীবান পুরুষ হইল। হীরা, জহরত, স্বর্ণ, রৌপ্য পরাধীন জনের নয়, এবং শিল্প সামগ্রী পরাধীনের ধন নয়, কারণ স্বাধীন জনেরা এই বৃত্তিটি করিয়া থাকে। স্বাধীন জনের সহিত Competition করা পরাধীন জনের কার্য্য নয়, কারণ স্বাধীন জন কোন কালে কোন বিষয়ে পরাধীনের নিকট পরাস্ত হয় নাই; যদি হইত, তাহা হইলে স্বাধীন হইতে পারিত না। যত দিন স্বাধীন জন স্বাধীন থাকিবে ততদিন সর্ব্ব বিষয়ে পরাধীনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকিবে। স্বাধীন জন অপর দেশে কৃষি কার্য্য নীচ বৃত্তি বলিয়া করে না, কিন্তু দুই একটী করিয়া থাকে যেটিতে ব্যয়ের ফল ফলে। পরাধীনেরা মাসিক সাত টাকাতে বাবুয়ানা করিয়া চলিতে পারে, কিন্তু স্বাধীন জনের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তোমাদের দেশের লোক ভাষা শিখিয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া ফেতনার মতন ভাসিতেছে, কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! যখন ক্রমশ স্রোত বৃদ্ধি পাইবে, তখন ফেতনার কি ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটিবে।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তোমার দেশের বগুয়া বামুন দিন দিন লোপ পাইতেছে, কারণ পরদেশী লোক আসিয়া উহাদের অন্নকে ছিনিয়া লইতে সুরু করিয়াছে। তোমার দেশের সূত্রধরের বৃত্তিটিকে

পরদেশীরা আসিয়া প্রায় লোপ করিতে বসিয়াছে। গাড়োয়ান, রাজমিস্ত্রী, মেতর, নফর, তাঁতি, চর্ম্মকার, ইত্যাদি প্রায় লোপ হইয়া আসিল। তোমার দেশে কলম ও মুখের দৌড় বৃদ্ধি পাইবার কারণ পুরাকালের তিনটী বর্ণের সংখ্যা বাড়িতেছে, তন্মধ্যে বাহোবা দেবলদিগের হয়।

আপাতত যে যত দৌড়িতে পারিতেছে সে তত অন্নকে সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু বাপু সর্ব্ববিজ্যেষ্ঠ! দৌড়িবার স্থান দিন দিন অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে গাত্রে গাত্রে ঘর্ষণ হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা। যদি স্থানের অভাব হয়, তাহা হইলে কলমের বা মুখের কি ভয়ানক দুর্দ্দশা হইবে, একবার দূরদর্শী হইয়া চিন্তা করিয়া দেখ।

এক বৃত্তিতে অধিক জন যাইলে সকলকার কষ্ট হয়; এক নদীতে অধিক খাল খনন করিলে নদীটি শুষ্ক হইয়া যায়, পরে খালগুলিও শুষ্ক হইয়া পড়ে, ফলত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম বৃথা হয়। বাপু সর্ব্ববিজ্যেষ্ঠ! তোমার দেশে এখন কেতাবঘরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। অনেকে ইহাকে ভাল চিহ্ন কহে, কিন্তু বিহারী মিত্র তাহা কহে না, কারণ তোমার দেশের প্রধান কেতাবঘরটি, যাহা হইতে অন্য সমস্ত হইয়াছে, তাহাই প্রায় শেষ হইতে বসিয়াছে। ঘরে ঘরে কেতাব পাইলে কে কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রধান কেতাব ঘরে যাইবে, কিন্তু এইটী জ্ঞান নাই যে প্রধান কেতাব ঘরটি যাইলে শাখাগুলি আপনি শুকাইয়া যাইবে, তখন কি করিয়া ঘরে ঘরে কেতাব মিলিবে?

দক্ষিণবাসী ও পূর্ব্ববাসী চিরকাল পরাধীন বলিয়া কথিত। উত্তর ও পশ্চিমবাসী চিরকাল স্বাধীন বলিয়া কথিত। রংদার যদি স্বাধীন বৃত্তিটিকে লইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ময়ূর ও

ছাতারের নৃত্যের গল্প আসিয়া পড়ে। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তুমি পরাধীন হও, ইহার কারণ তোমার পক্ষে কৃষি বৃত্তিটি অতীব প্রশংসনীয়। তোমার দেশে এখন ভাষার প্রদুর্ভাব হইয়াছে; হউক, যদি প্রবেশিকা অবধি পড়িয়া কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করে তাহা হইলে ক্ষতি নাই।

যাহাতে কৃষি বিত্থালয় স্থাপন হয় ইহার চেষ্টা কর, কারণ অন্ন প্রধান ধন হয়। দেশজাত অন্ন অপেক্ষা দেশের ধন আর দ্বিতীয় নাই। তোমার দেশের লোক যাহারা কলমের বা মুখের বিত্থা শিখিতে পরদেশে যায়, তাহারা যদি পরদেশ হইতে কৃষি বিত্থাটিকে শিখিয়া আসে, তাহা হইলে দেশের অত্যন্ত উপকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন শিক্ষাও অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ ইহাও অন্ন বলিয়া কথিত। যাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে অন্ন থাকে, ইহাই করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ অন্ন দেহ হয়। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! দেশীয় অন্ন কি, বোধ হয় এখন তুমি জানিতে পারিয়াছ। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তুমি পূর্ব্বের খেই ছাড়িয়া দিয়াছ, না ধরিয়া আছ?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—আজ্ঞে আমি ধরিয়া আছি, কারণ আপনার উপদেশে আমার মস্তক পরিষ্কার হইতেছে, আমি সুরকি ভঙ্গ কারিনীর মতন ঢেঁকিব মোকাতে নজর রাখিয়া অন্য সমস্ত শুনিতে ছিলাম, ইহার কারণ আমি খেই হারাই নাই।

প্রণেতা,—আমার উপদেশে তোমার মাথার উন্নতি হইতেছে শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তবে তুমি পূর্ব্ব কথা শুন:—

জীব নিত্য হয়। কীটানুকীটে জীব আছে, এমন কি পরমাণুতে জীব আছে। বৃহদাকারের রূপান্তর এই অতি ক্ষুদ্র আকার হয়,

আবার অতি ক্ষুদ্রাকারের রূপান্তর বৃহদাকার জীব হয়। সংযোগে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়, বিয়োগে রূপান্তর শক্তি বৃদ্ধি পায়। উভয় অবস্থাতে শক্তিটি জীবে থাকে, ইহার কারণ জীব নিত্য বলিয়া কথিত। প্রস্তরে জীব আছে, কারণ হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে, অপিচ পাদপ পাদের দ্বারা পান করিয়া নিজকে রক্ষা করে। জগৎ জীবময় হয়, এবং জীব আহারে জীব উৎপন্ন হয়। জীবে যদি শক্তির অভাব থাকিত, তাহা হইলে জীব ভক্ষণে জীব উৎপন্ন হইত না।

রসে জীব হয়, জীবে সংস্কারটি হয়, সংস্কারে হিতাহিত জ্ঞান হয়। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এই কয়েকটি স্বাভাবিক জ্ঞান জীবে নিহিত আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পরে প্রকাশ্যরূপে প্রকাশ পায়। এই সমস্ত আকারের অর্থাৎ দেহের গুণ হয়। আকারের আন্তরিক ও বাহ্যিক স্বাভাবিক শিক্ষার ফল নিয়ম হয়। আকার হইলেই নিয়মে আবদ্ধ হইতে হয়। শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রথমে প্রস্ফুটিত হয় না, কিন্তু শিশুটি যদি আবার নিয়মের বাহিরে যায়, রূপান্তর হইতে কিম্বা আঘাত লইতে বাধ্য, কারণ জীবে শক্তিটি চিরকাল থাকে।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! যদি তুমি সূক্ষ্ম হিসাবে আরও উপরে উঠ, তাহা হইলে ব্যোম আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং আমি যাহা কিছু প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়া বলিলাম সেগুলি সমস্ত অসত্য হয়। কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! এইটি মনে থাকে যে ব্যোমে শূন্য আছে এবং শূন্যের আকর আছে। শূন্যের আকর এত সূক্ষ্ম যে প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিবার উপায় নাই, তবে অনুমানের দ্বারা জানিতে হয়। সূক্ষ্ম-স্থূল শূন্য হইতে সুরু করিয়া ক্রমান্বয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে মোটা আকার হয়। শূন্য আকার ও মোটা আকার নিয়মে আবদ্ধ আছে, কারণ দুটিই আকার হয়। যেটি আকার সেটিই নিয়মে আবদ্ধ।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তবে যদি তুমি শূন্যের উপর উঠ, তাহা হইলে এক আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই এক এক হয়; তবে প্রকৃতি বিভ্রাট কেন হয়, এই কথা তুমি বলিতে পার। প্রকৃতি বিভ্রাট রসে হয়, রসে সংস্কারটি হয়, আর সংস্কারে হিতাহিত হয়—যদি উপরে এক হয়, তবে দ্বি আইসে কোথা হইতে, ইহা তুমি বলিতে পার? বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! ইহার মীমাংসা আমার অন্য রহস্যে প্রকাশ্যরূপে বলা হইয়াছে। তবে সংক্ষেপে কিছু বলি:—

এক বলিলে এক হয়, বহু বলিলে বহু হয়। নিজের উপর নির্ভর করে, যদি সংস্কারে বল, তাহা হইলে নিয়মে আবদ্ধ আছে, এবং আমি যাহা কিছু বলিলাম, তাহা সমস্ত সত্য জানিবে, আর যদি সংস্কার হইতে তফাৎ হইতে পার, তাহা হইলে কিছুই নাই, সমস্তই এক। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তোমার কোন প্রকার প্রয়োজন ব্যতীত বোধ হয় তুমি আমার নিকট আগমন কর নাই?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—আমি প্রয়োজন ব্যতীত কেন আপনার নিকট আসিব?

প্রণেতা,—আকার হইলে সমস্ত বিষয়ের আবশ্যক, আর নিরাকার হইলে কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেননা যতক্ষণ আবশ্যক থাকিবে ততক্ষণ নিয়মে থাকিতে বাধ্য। বক্তারা বোবা হইলে ভাল হইত, কেননা জনসমাজে আর অবিধি প্রচার করিতে পারিত না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এই সমস্ত জনের পক্ষে রহস্য নয়, তবে তুমি যদি সত্য পথটিকে অবলম্বন কর, আর বুক্নিগুলিকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে "মিত্র-রহস্য"গুলি কি বুঝিতে পার, এবং তোমার পিতা তোমাকে যাহা আদেশ করিয়া গিয়াছে, তাহা ত অবলীলাক্রমে কার্য্যে পরিণত করিতে পার।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! জাগতিক জনের পক্ষে আবশ্যকটি অনিবার্য্য, বিশেষত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা বেশী, কারণ

বীজে সংস্কারটি নিহিত আছে এবং এই সংস্কারের দরুণ হিতাহিতের আবশ্যক, আর হিতাহিতের আবশ্যক হেতু পুরুষকারের আবশ্যক, আর পুরুষকারের আবশ্যক হেতু প্রেমের আবশ্যক। অহো কি আশ্চর্য্য রহস্য! মানবেতে প্রেম। হে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট! আপনি এই প্রেমটিকে মানবের ভিতর প্রচার করিয়া সকল মানবকে এক করিবেন মনন করিয়াছেন। প্রেম না হইলে বন্ধু হয় না, বন্ধু না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে বল হয় না, বল না হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না, কার্য্য সিদ্ধি না হইলে এক কি—তাহাও অবগত হইতে পারা যায় না।

হে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট! আপনি ধন্য পুরুষ! আপনি একেকে এক করিবার জন্য ব্যবহারে প্রেম বিস্তার করিয়া সর্ব্বজনকে এক করিতেছেন, সংস্কারকে এক করিতেছেন এবং স্থূলের একটিকে সূক্ষ্মের একে মিশাইয়া দিতেছেন। যাহা অদ্যাবধি কেহই করে নাই, আপনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। যদি আমার বহু মুখ হইত তাহা হইলেও আপনার গুণ কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারিতাম না।

আপনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া কথিত। অহো, কি অদ্ভুত রহস্য! ঈশ ঐশ্বর্য্য। আকার না হইলে ঐশ্বর্য্য হয় না। আপনি আকারের ভিতর শ্রেষ্ঠ পুরুষ হন, ইহার কারণ আপনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া কথিত। পুত নামক নরক হইতে ত্রাণ করে যে, সে পুত্র। আপনি আপনার দেহকে ধ্বংস করিয়া পুত নামক নরক হইতে জাগতিক জনকে উদ্ধার করিতেছেন, কেননা আপনার নাম লইলে নির্ব্বাণ, মুক্তি, মোক্ষ হইয়া পুনর্জ্জন্মটিকে ভোগ করিতে হয় না; বাস্তবিক জন্ম না হইলে পুত্র হয় না, আপনি ইহাও পুনরুত্থান হইয়া পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। হে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট! আপনি পতিতপাবন।

সূক্ষ্মের ও স্থূলের উন্নতি করা জাগতিক জনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, কারণ একটী নষ্ট হইলে অপরটি নষ্ট হয়, একটীর উন্নতি হইলে অপরটীর উন্নতি হয়, এবং একটীর অবনতি হইলে অপরটির অবনতি হয়, ফলত পরস্পরে আধার আধেয়বৎ সম্বন্ধ হয় এবং যেটিকে আসক্ত বা প্রেম কহে। বীজে সংস্কার হয়, সংস্কারে হিতাহিত হয়, হিতাহিতে পুরুষকার হয়, পুরুষকারে প্রেম হয়, প্রেমে সিদ্ধি হয়, সিদ্ধিতে মুক্তি হয়। মুক্তি ও বন্ধন নিজের হস্তে, ইহার কারণ প্রথমত বীজে সংস্কারটি হওয়া বিধেয়। যদ্রূপ সংস্কারটি বীজে থাকিবে, তদ্রূপ সংস্কারটি ফলে প্রকাশ পাইবে। সমস্ত এক সত্য, ইহার কারণ অবতারের মুখনিঃসৃত ধর্ম্মের দ্বারা সকলে সামাজিক ব্যবহারে যাহাতে এক হয়, ইহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

প্রত্যেক জনের পক্ষে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক প্রকার সামাজিক ব্যবহারে থাকা বিধেয়। বিশেষত, পিতা ও মাতার এক প্রকার সামাজিক নিয়মকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, কেননা পিতামাতার সংস্কারে বীজটি সংস্কৃত হয়। বীজে জন্ম হয়, আবার বীজটি রসে উৎপন্ন হয়, অতএব এক প্রকার অন্নকে সেবা লওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অগ্নিতে—আলোকে—তেজে বর্ণ হয়। বঙ্গদেশে চলন ভাষায় স্ত্রীলোককে আগুনের খাপ্‌রা কহে, অতএব বিবাহটিকে বিবেচনা করিয়া করা বিধেয়। যথায় বর্ণ বিচার না করিয়া বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তথায় নানা প্রকার থাকের উৎপত্তি হয়, এবং অবশেষে এই থাকই বহু জাতি হইবার মূল হয়। বহু থাক হইলেই বহু ব্যবহার হয়, বহু ব্যবহার হইলেই বহু রকমের সংস্কার হয়, নানা প্রকার সংস্কার হইলে বহু মতি হয়, বহু মতি হইলে নানা প্রকার গতি হয় অর্থাৎ বহু বর্ণ হয়। যথায় বহু বর্ণ থাকে, তথায় একতার

অভাব হয়, একতার অভাব হইলে স্বর্গের অভাব হয়, স্বর্গের অভাব হইলে নরক আসিয়া উপস্থিত হয়, ফলত বহু বর্ণটি নরক হয়।

যথায় এক খাদ্যের, এক বর্ণের, এক পোষাকের ও এক ধর্ম্মের অভাব লক্ষিত হয়, তথায় নরক পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। নানা বর্ণ ও পোষাক, এলোমেলো বহু রকমের খাদ্য, পাঁচমিশিলি ধর্ম্ম নরকবাসীদের যোগ্য হয়। স্বর্গবাসীরা অমর বলিয়া কথিত, নরকবাসীরা মর বলিয়া কথিত। স্বর্গবাসীরা শ্বেতবর্ণ হয়, নরক-বাসীরা রংদার হয়। স্বর্গবাসীরা স্বাধীন হয়, নরকবাসীরা পরাধীন হয়। স্বর্গবাসীরা সর্ব্ব কার্য্যে জয় লাভ করে, নরকবাসীরা সর্ব্ব কার্য্যে পরাজিত হয়। স্বর্গবাসীরা ত্রিনেত্রধারী হয়, নরকবাসীরা দ্বিনেত্র ধারী হয়, স্বর্গবাসীরা সকলকার মঙ্গল কামনা করে, নরকবাসীরা অন্য সকলকার অমঙ্গল কামনা করে। স্বর্গবাসীর অবতার একটি এবং উহাদিগের দর্শন, পুরাণ ও স্মৃতি এক হয়; নরকবাসীর দর্শন বহু, পুরাণ বহু, স্মৃতি বহু ও অবতার অনেকগুলি হয়। স্বর্গবাসী আদর্শ হয়, নরকবাসী নকলনবীশ হয়। স্বর্গবাসীর ভিতর কিছুরই অভাব লক্ষিত হয় না, নরকবাসীর ভিতর সব বিষয়ের অভাব লক্ষিত হয়। স্বর্গবাসীরা উপাস্য হয়, নরকবাসীরা উপাসক হয়।

যদি ব্যবহার নিয়মে সমস্তই এক হইত, তাহা হইলে নরকবাসীরা স্বর্গ কামনা করিত না, নরকবাসীরা স্বর্গবাসীর আহারের, বিহারের, পরিচ্ছদের, বর্ণের, ধর্ম্মের, বাসস্থানের, ভাষার, আচারের, ব্যবহারের এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের নকল করিত না, ইহাতেই সিদ্ধান্ত হইল যে নরকবাসী হীন পুরুষ হয়। স্বর্গবাসীরা স্বপ্নতে বা ভুল ভ্রান্তিতেও নরক কামনা করে না, কিন্তু নরকবাসীরা কি প্রকারে নরক হইতে উদ্ধার হইতে পারে ইহার চেষ্টা বিধিমতে করে। স্বর্গবাসীরা নরকবাসীর উপর চিরকাল আছে এবং যতদিন সূর্য্য

থাকিবে ততদিন প্রভুত্ব করিবে। স্বর্গ ও নরক সংস্কারের ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই নয়, ইহার কারণ সংস্কারটিকে এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যথায় এক তথায় স্বর্গ, যথায় বহু তথায় নরক হয়। অমর ও ত্রিনেত্র যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা কীর্ত্তি ও জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্বর্গবাসিনীরা নরকবাসী পুরুষদিগকে ভজনা করে না, নরকবাসিনীরা স্বর্গবাসী পুরুষদিগকে ভজনা করিতে বাসনা করে। নরক অর্থাৎ ক্ষুদ্র নর অর্থাৎ নিকৃষ্ট নর। যে স্থানে নিকৃষ্ট নরের বাসস্থান হয়, সেটিকেও নরক কহে, কিন্নরের বাসস্থানটি নরক বলিয়া কথিত—কিন্নর অর্থাৎ কুৎসিত নর। এখনও কিম্বদন্তী আছে যে আসামে নরক নামক এক রাজার বাসস্থান ছিল এবং কামরূপ ইহার আদর্শ হয়। কতদূর সত্য কি মিথ্যা দয়াময় বলিতে পারেন।

কামরূপে ডাকিনীদের বাস ছিল এবং উহারা গাছ চালাইতে পারিত। বঙ্গদেশে কোন স্ত্রীলোক অসচ্চরিত্রা হইলে, এখনও গাছ চালান মেয়ে বলিয়া কথিত হয়। ডাকিনী অর্থাৎ পরপুরুষকে ডাকে যে। এখনও কিম্বদন্তী আছে যে কামরূপে কোন প্রদেশের পুরুষ যাইলে ভেড়া করিয়া রাখে, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তথাকার পুরুষেরা হীনবীর্য্য হয়। স্ত্রীলোকেরা বীর পছন্দ করে, ইহা বরাবর বলা হইতেছে। সুন্দর বীর্য্যবন্ত পুরুষ পাইলে স্ত্রীলোকেরা অতিশয় যত্ন করে। যত্নেতে রত্ন মিলে, ইহাও চিরকাল কথিত। বঙ্গের উত্তর পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোকেরা এখনও বলিয়া থাকে বঙ্গের স্ত্রীলোকেরা যাদু বিদ্যা জানে, কেহ যাইলে আর ফিরিতে চাহে না। বঙ্গদেশে যত থাকের উৎপত্তি হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে এত থাক্ নাই কেন দয়াময় বলিতে পারেন।

দক্ষিণ যমালয় বলিয়া কথিত। দক্ষিণ দেশে স্ত্রীলোকের আধিপত্য বেশী হয়, কারণ তথায় বহু স্বামী করার প্রথা প্রচলিত আছে। একটী স্ত্রীলোকের বহু স্বামী হইলে সন্তান সন্ততি কোন্ স্বামীর নাম লইবে, ইহার কারণ স্ত্রীলোকের নামই বংশগত নাম হয়। বহু-কালাবধি দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অসভ্য দেশ বলিয়া কথিত। দক্ষিণ দেশের স্ত্রীলোকেরা পশ্চিম দেশবাসী পুরুষের সহিত অর্জ্জুন বৃক্ষের তলে সন্নতে মিশিল. পূর্ব্ব দেশের স্ত্রীলোকেরা উত্তর দেশবাসী পুরুষের সহিত বিহুতে অর্থাৎ বসন্তোৎসবে জঙ্গলে মিশিল, ফলত নরক গুলজার হইল। পশ্চিম ও উত্তরবাসীর বীজের গুণে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববাসী কতকগুলি ধনী, মানী ও গুণী হইল। নানা রকম আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও বর্ণ হইতে আরম্ভ হইল এবং অবশেষে রাজা হইল। দক্ষিণবাসীর ও পূর্ব্ববাসীর দ্বারা আদতেরা উদ্বেজিত হইয়া নানা দেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল, ফলত বীজ চারাদিকে বিকীর্ণ হইয়া নানা রকম ফল ফলিতে লাগিল। আদত—আদত রহিল, নকল—নকল রহিল, আদতে নকলে বিবর্ণ হইল। যত বিবর্ণ ফল ফলিতে লাগিল, তত থাক্ হইতে আরম্ভ হইল। বিবর্ণ থাকের বিবর্ণে আরও কত থাক্ হইল। অবশেষে এত বিবর্ণ হইল যে কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিল না, যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, সে তাহাই করিল। বীজের উন্নতি কিঞ্চিৎ দিন রহিল, পরে অবনতিতে নীত হইল। উৎপতিত হইতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু পতিত হইতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না, ইহার কারণ পাতিত্যে লোকে নরক শীঘ্র পূর্ণ হয়।

আদিম ভারতবাসীরা যে উত্তর ও পশ্চিম বীজে সভ্য হইয়াছে ইহার কোন ভুল নাই এবং বহু বীজকে অনন্দপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার কারণ নানা বর্ণ, নানা পোষাক, নানা খাদ্য ও নানা

ধর্ম্ম হইয়াছে। গৃহীতাকে ও দাতাকে এখনও উত্তর-পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম দক্ষিণ দিকে আশ্রয় লইতে হয়। গৃহস্থের ভদ্রাসন দালানটি এখনও উত্তর পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম দক্ষিণ মুখে নির্ম্মাণ করিতে হয়। উত্তর অয়ন ও দক্ষিণ অয়ন ইহার দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু হইলেই বর্ষা আবির্ভাব হয়; উত্তর পূর্ব্ব বায়ু বহন হইলেই বর্ষা বন্ধ হইয়া বসন্ত আরম্ভ হয়। আর যত পরব তেহার আছে, এই দুই সময়ে হয়।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তুমি বুঝিতে পারিলে, বীজ সংস্কার কি প্রকারে হয় এবং বীজ সংশোধন করিতে হইলে কি প্রকার নিয়মের আবশ্যক হয়?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—রসে বীজ হয় ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু বীজে কি প্রকারে সংস্কার হয়, ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই; আর আকার হইলে নিয়মের আবশ্যক, এটিও ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই।

প্রণেতা,—বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তোমাকে একটি গল্প বলি শুন:—

পাশ্চাত্য জগতে খ নামক এক ব্যক্তি বাস করে। সে এক বর্ণ হয়, এক রকম পোষাকধারী হয়, এক রকম খাদ্য ভক্ষণকারী হয় এবং এক প্রকার ধর্ম্মাবলম্বী হয়। খ যখন স্ত্রী গ্রহণ করিবে মনন করিল, সে সহজে তার সদৃশ স্ত্রী রত্ন পাইল, কারণ পাশ্চাত্য দেশে নানা বর্ণ, নানা পোষাক, নানা খাদ্য, নানা ধর্ম্ম কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না।

ফলিত জ্যোতিষবেত্তারা যে বর্ণ ও গণ ঠিক করে, ইহা কল্পিত, ইহার কারণ ঠিক হয় না, কিন্তু মূলটিকে ঠিক রাখিয়াছে, কেননা উহা প্রত্যক্ষ হয়। পুতুলে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, ইহা যে কল্পিত ইহার কোন ভুল নাই, কিন্তু দেবতা যে পূজনীয়

মানব হয়, ইহা সকলে স্বীকার করিবে। পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকেরা কেন যে তাহা শিখিয়া পুনরায় এই কার্য্য করে, তাহা বলিতে পারি না, তবে এই বলিতে পারি যে ইহা সংস্কারের ফল হয়। উহাদের মন এত নীচ হইয়া গিয়াছে যে কুসংস্কারের বিপরীত ভাল কার্য্য করিতেও মনে ভয় উপস্থিত হয়; ভয় উপস্থিত হইলে মন অস্থির হয়; মন অস্থির হইলে রক্তের সঞ্চালন ঠিক হয় না; দেহে রক্তের সঞ্চালন ঠিক না থাকিলে রোগ উপস্থিত হয়; রোগ উপস্থিত হইলে মৃত্যু সম্ভাবনা। ওহে পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ! এইটি কি জাননা যে নূতন ভূত উৎপন্ন করিবার জন মৃত্যু হয়। ফলিত জোতিষবেত্তারা ও পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তিরা, কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকে? অতএব ফলিত জ্যোতিষবেত্তার কল্পিত বর্ণ ও গণ, আর পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা মিথ্যা। তোমাদের উপর যখন নোবল বৃটন রহিয়াছেন এবং যখন নোবল বৃটন অকাতরে তোমাদিগকে বিদ্যা দান করিতেছেন, তখন তোমাদের কিসের ভয়?—বৃটিশ এস্কোয়ার, তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

খ স্ত্রী রত্ন লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ দিন তাহার সহিত আনন্দে অতিবাহিত করিবার পর, খয়ের স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার লক্ষিত হইল এবং ভ্রূণ দিন দিন মাতৃরসে গর্ভে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দশমাস দশদিন অতিবাহিত হইবার পর বীজের ফল সন্তানরূপে বিনা ক্লেশে মাতৃগর্ভ হইতে বাহ্য জগতে আবির্ভূত হইল। পাশ্চাত্য বাহ্য জগৎবাসী পিতা মাতার সদৃশাচারী, অর্থাৎ জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও অপর সমস্ত দেশীয়জন পিতা মাতার মত এক বর্ণ, এক পোষাকধারী, এক খাদ্য ভক্ষণকারী এবং এক ধর্ম্মাবলম্বী হয়।

পূর্ব্বে যখন ভ্রূণ মাতৃগর্ভে ছিল, তখন মাতার সংস্কারটি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে যখন পিতার দেহে বীজরূপে পরিণত

হইয়াছিল, তখন পিতার সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে যখন রসরূপে ছিল, তখনও সংস্কারটি গ্রহণ করিয়াছিল, এইবার সন্তান বাহ্য জগতে সমাজ নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং সময়ে সময়ে জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও অপর সমস্ত দেশীয় জনের সংস্কারটি গ্রহণ করিতে লাগিল। রসের এক প্রকার সংস্কারে ও পিতৃ বীজের এক প্রকার সংস্কারে, মাতৃগর্ভের এক সংস্কারে ও বাহ্য জগতের এক সংস্কারে, সন্তান দিন দিন নিজের সংস্কারটিকে বদ্ধমূল করিতে লাগিল। যখন সন্তান শৈশব অবস্থা অতিক্রম করিয়া পৌগণ্ডে উপনীত হইল, তখন দেশীয় পুস্তকে ও দেশীয় ধর্ম্ম দীক্ষাতে তাহার সংস্কারটি আরও পরিপক্ক হইল; যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় সে নিজ সংস্কারের সংস্কার চারিদিকে দেখিল। মৃত্যুতে অর্থাৎ রূপান্তরেতে নিজের এক প্রকার সংস্কারটি পঞ্চভূতে মিশিল। পঞ্চভূতান্তর্গত রস পুনঃ অন্নরূপে পিতার বীজে পরিণত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপিল। বাস্তবিক খ স্বর্গ ভোগ করিল।

প্রভু যিশুখ্রীষ্ট প্রেম প্রচার করিয়া পাশ্চাত্য জগজ্জনকে এক সংস্কারে বাঁধিলেন, এবং পাশ্চাত্যবাসীরা সকলেই প্রভু যিশুখ্রীষ্টের শিষ্য হইল, ফলত পাশ্চাত্যবাসীরা এক প্রকার সংস্কারের বলে উভজগতে সিদ্ধি লাভ করিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে যেথায় তিনি জন্ম গ্রহণ করিলেন, তথায় কেহই তাঁহার মত গ্রহণ করিল না। প্রভু মহম্মদ সিন্ধুর পরপার বাসীদিগকে এক ধর্ম্মে বাঁধিলেন। প্রভু মহম্মদে দর্শন বেশী, প্রভু যিশুখ্রীষ্টে প্রেম বেশী, বোধ হয় আর পাঁচশত বৎসরের ভিতর দর্শনটি প্রেমের ভিতর প্রবেশ করিবে।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! প্রকৃতি গুণে. কি উৎকৃষ্ট ফল হয়, এখন তুমি জানিতে পারিলে, এবং স্থূল নিয়মাধীন হয়, তাহা কি তুমি

জানিতে পারিলে, এবং প্রকৃত বিভ্রাট কি তাহাও কি তুমি জানিতে পারিলে ?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—আমি সংস্কারটি যে কি, ইহা জানিতে পারিয়াছি, এবং স্থূল নিয়মাধীন হয়, ইহাও জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতি বিভ্রাটটি যে কি, তাহা ভালরূপ জানিতে পারি নাই।

প্রণেতা,—তোমার নাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কি ?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—আজ্ঞে হাঁ।

প্রণেতা,—নিরাকার হইলে তোমার নাম থাকিত না। জগতে এমন কিছুই বিষয় নাই যাহা নিরাকার হয়। বিষয় হইলেই আকার বিশিষ্ট হইতে হয়; তুমি বিশেষরূপে দেখিতে ইচ্ছা কর "কথোপকথন-রহস্য" পড়। তোমার আকার আছে, তাই নাম আছে। তোমার পিতা তোমার আকারের কর্ত্তা হয় এবং তোমার মাতা কর্ত্রী হয়। উভ ব্যতীত আকার হয় না। রস আধার হয়, বীজ আধেয় হয়। পিতা আধার হয়, মাতা আধেয় হয়। মাতা আধার হয়, ভ্রূণ আধেয় হয়। ভ্রূণ আধার হয, শিশু আধেয় হয়। শিশু আধার হয়, যুবা আধেয় হয়। যুবা আধার হয়, বৃদ্ধ আধেয় হয়। বৃদ্ধ আধার হয়, মৃত্যু—ওরফে রূপান্তর—আধেয় হয়। মৃত্যু আধার হয়, পঞ্চভূত আধেয় হয়। পঞ্চভূতান্তর্গত রস আধার হয়, বীজ আধেয় হয়। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! নাগরদোল্লার পাক মত সব বিষয় রূপান্তরিত হয় এবং বিষয়ে সমস্ত গুণ নিহিত আছে। তুমি বিষয় হও, ইহার কারণ তোমার আকার আছে এবং সেই হেতু তোমার নাম আছে। কিন্তু বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! এই সমস্ত গুলি সংস্কারের ফল হয়; যদি তুমি সংস্কারটিকে একবারে লোপ করিতে পার, তাহা হইলে যে নিত্য, সে নিত্য রহিল। এই নিত্যটিকে জানিবার দরুণ নানা প্রকার সংস্কারকে লোপ করিবার প্রয়োজন হয়, এবং

সেই হেতু যাহাতে সংস্কারটি এক রকম হয়, সেই প্রকার নিয়মকে প্রতিপালন করা বিধিমতে কর্ত্তব্য।

তোমার পিতা মাতার বর্ণ পৃথক হয়, পোষাক পৃথক হয়, খাদ্য পৃথক হয়, ধর্ম্ম পৃথক হয়। তোমার পিতা মাতা সর্ব্ব বিষয়ে অন্যের সহিত পৃথক হইবার কারণ আচারভ্রষ্ট হয়, আচার ভ্রষ্ট হইবার কারণ উহারা উভয়ে নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারে না। মানব নিয়মকে প্রতিপালন না করিতে পারিলে দুর্ব্বল হয়। দুর্ব্বল হইলে মতিভ্রম হয়, মতিভ্রম হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না, কার্য্য সিদ্ধি না হইলে দুঃখ হয়, আর দুঃখী হইলে পৃথক হয়। যথায় পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে, তথায় প্রকৃতি বিভ্রাট লক্ষিত হয়। প্রকৃতি বিভ্রাট ঘটিলে অযথা চৈতন্য লাভ করিতে হয়।

চিতে চৈতন্য হয়, আবার চেতনে চৈতন্য হয়। যদি মুলে চিত্ত মলিন রহিল তাহা হইলে চৈতন্যটি অযথা হইল। সংস্কার এক না হইলে প্রকৃত চৈতন্য উপস্থিত হয় না, ইহার কারণ মুলে এক রকমেয় সংস্কারটি করা বিধেয়। যদি চারিদিকে সর্ব্ববিষয়ে এক সংস্কার না থাকে, তাহা হইলে কেহ নিজে মনে করিলেও পারিবে না। দেশীয় জনের ভাষাতে, আহারে, বিহারে, বর্ণে, পোষাকে, ধর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে—এক প্রকার সংস্কাকটি হওয়া আবশ্যক, কারণ ব্যষ্টি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জন একত্রিত হইলে, সমষ্টি অর্থাৎ এক এক হয়। আদি, মধ্য ও অন্ত এক হইলে এক হয়। বাস্তবিক সকলকার সংস্কারটি এক প্রকার হইতে হইলে অবতারের আবশ্যক।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! এইটী বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত থাক যে পরাধীন জনের ভিতর অবতার আবির্ভাব হয় না। মনোবৃত্তি স্বাধীন না হইলে অবতার বলিয়া কথিত হয় না। তবে পরাধীনের ভিতর

যে অবতার হয়, তাহা কেবল বিধির বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বঙ্গদেশে বালুচরের উপর গুলিখোরেরা বালির কেল্লা প্রস্তুত করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কেল্লা রক্ষার্থে অপনা আপনি লাঠা লাঠি ও মারামারি করিয়া থাকে, কিন্তু জুয়ার আসিলে ভয়ে ভগ্ন মনোরথে প্রাণ লইয়া পলাইতে বিব্রত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সুবিধা যানে আরোহণ করিয়া কূলে অবতীর্ণ হয়। কোথায় কেল্লা রহিল, কোথায় অহঙ্কার রহিল, খালি গাত্র বেদনা সার থাকিল!

সমাজকে এক করিবার কর্ত্তা অবতার হয়, কারণ সকলে বিনা সন্দেহে ও বিনা তর্কে তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্যগুলিকে গ্রহণ করে; বাস্তবিক যদি সকলে শিষ্য হইয়া তাঁহার নাম গ্রহণ করে, তাহা হইলেই ভ্রাতৃভাব হয়। ভ্রাতৃভাব হইলে বন্ধু হয়; বন্ধু হইলে প্রেম হয়, আর প্রেমিক হইলেই এক হয়। এই এক ইহ জগতের শিব হয় এবং পর জগতের শিব হয়। ব্যষ্টি সর্ব্ব বিষয়ে এক হইলে সমষ্টি ঠিক হয়, আর সমষ্টি ঠিক হইলে ব্যষ্টি ঠিক হয়। এক ও বহু কি, পাপ ও পুণ্য কি, চরিত্র-নীতি ও সমাজ-নীতি কি, রাজ-নীতি ও গুপ্ত নীতি কি, অহংকার ও নিরহংকার কি এবং আমি ও তুমি কি, যদি তুমি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর আমার রহস্যগুলিকে মনোযোগ দিয়া পড়। রহস্যগুলিতে যাহা নাই, জগৎ-রহস্যে তাহা নাই, অর্থাৎ জগৎ-রহস্যে যাহা আছে, রহস্যগুলিতে তাহা আছে।

তোমার পিতা বিকৃত রসে সজীব ছিল, রসে জীব হয় যাহা তুমি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছ। তোমার পিতা তাহার অসংস্কৃত বীজ, তোমার মাতার অসবর্ণ ও অসম ক্ষেত্রে বিকীর্ণ করে, এবং তোমার মাতা আগ্রহ সহকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। বীজ বপনান্তে

পিতার সম্পর্ক লোপ হইল। মাতা দশমাস দশদিন বীজকে গর্ভে ধারণ করিয়া এবং নিজে বিকৃত রসে বীজকে পুষ্টি সাধন করিয়া অবশেষে বীজকে অন্তর জগৎ হইতে বাহ্য জগতে বাহির করিয়া ফেলিল অর্থাৎ সন্তানরূপে প্রসব করিল। ফল অর্থাৎ সন্তান বাহ্য জগতে আগমনাবধি যাহা শিখিল তাহা সমস্তই বহু, এক প্রকার কিছুই শিখিল না। তুমি যত বড় হইতে লাগিলে, ততই আচার ভ্রষ্ট হইতে থাকিলে, কারণ তোমার জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবেশী ও দেশীয় জন, এক প্রকার আচার, ব্যবহার ও নিয়ম কি, তাহা আদৌ জানে না। যখন তুমি পৌগণ্ডে উপস্থিত হইলে, তখন আরও খারাপ হইলে, কারণ পুস্তকে যাহা শিখিলে তাহাও বহু। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তোমার এই দূষনীয় সংস্কারটি কি হঠাৎ যাইতে পারে ?— যদি যায়, তাহা হইলে একের কৃপা জানিবে, কারণ নিয়মে এক আধটি কখন কখন ব্যতিক্রম ঘটে, কিন্তু সেটি সাধারণ নিয়ম নয়, ইহা তুমি বিনা সন্দেহে ও তর্কে জান।

কতকগুলি জন যদি অত্যুচ্চ স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করে, তাহা হইলে প্রায় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহার কোন ভুল নাই ; তবে দু একজন হয়তো না মরিতে পারে। ইহা বলিয়া অত্যুচ্চ স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিলে মরিবে না, ইহা জানা বুদ্ধিমান জনের উচিত হয় না।

মহামায়াতে জগৎ আবৃত, সেই হেতু জাগতিক জন মহামায়া কি কিছুই বুঝিতে পারে না, তবে যাহা সাধারণ তাহাই বুদ্ধিমান জন যুক্তির ও বুদ্ধির দ্বারা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারে।

দেহী মাত্রেরই ভ্রম আছে, কারণ ভ্রম ব্যতীত দেহ প্রস্তুত হয় না, এবং রসই দেহের প্রত্যক্ষ কর্ত্তা হয়, কারণ রসের অভাব হইলে দেহটি রূপান্তর হয়। সূক্ষ্ম তর্ক সূক্ষ্মের সহিত করিবে,

তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কি ভালরূপে বুঝিতে পারিবে। জাগতিক জনের সংস্কারকে এক করিবার দরুণ এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং—জনসমাজে অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ এই কয়েকটির অভাব ঘটিলে সমাজটি লোপ পায়। সমতার নাম সমাজ, যদি পরস্পরে সমতা না রহিল, তাহা হইলে সমাজ হইল না।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! রস হইতে দেহ হয়, যদি এইটী তুমি জানিতে পার তাহা হইলে অন্ন ও রস যে এক, ইহাও ঠিক হয়। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ইহজীবন ও পরজীবন অন্নের অনুগ্রহে চলে, তাহারও ঠিক হয়; আবার যদি ইহাও ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্ন ও দেহ এক হয়, ইহা ঠিক। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্ন ব্যতীত দেহ রহিল না। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে নির্গুণ কিছুই নয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

তবে এইটী তুমি বলিতে পার, যদি অন্নই সমস্ত হয় এবং অন্নময় জগৎ হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি ভেদ হয় কেন? মহামায়ার দ্বারা হয় যাহা আমি পরে বলিব, এবং যাহার উপর কাহারও অধিকার নাই—যদি থাকিত তাহা হইলে ঘূর্ণমান জগতের অস্তিত্ব থাকিত না। জগৎ আছে বলিয়া মহামায়া চিরকাল আছে; যদি চিরকাল মহামায়া আছে—এইটী ঠিক হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় নিত্য, ইহা সিদ্ধান্ত করিতে আর বাকি রহিল না। তবে ফাঁকির ফাঁকিটি কি, যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, আমার "চিন্তা-রহস্যে"র ভিতর "এক ও বহু" প্রবন্ধটিকে পাঠ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার সন্দেহ যাইবে। গুণে সংস্কার, ইহা যদি ঠিক হয়, আর দেহে গুণ, ইহা যদি ঠিক হয়, আর অন্নে দেহ, ইহাও যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সংস্কারকে এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! রস হইতে রসবতী হয়, যদি তুমি ইহা জানিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে রস শুষ্ক হইলে শূন্য হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। তুমি রহস্যটিকে চক্ষুতে দিলে—কেন বহু দেখ, এখন জানিতে পারিলে? যদি জানিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে বাক্য তর্কটিকে ছাড়িয়া কর্ম্মিষ্ঠ হও, তাহা হইলে তোমার পিতা যাহা আদেশ করিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইয়া মহানন্দ ভোগ করিবে। এই সমস্ত ব্যাপার তোমার নিজের হস্তে নির্ভর করে, ইহাও তুমি বিশেষরূপে বিদিত থাক। এক হও, এক দেখিবে—বহু হও, বহু দেখিবে। বাপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! তুমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ হও, ইহা এখন জানিতে পারিলে? যদি জানিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি দুঃখিত হইও না, যখন কাল অনন্ত তোমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য্য কর, আবার তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইবে। কি কার্য্য করিবে বোধ হয় আর তোমাকে বলিতে হইবে না?

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—তবে আমি আসি।

প্রণেতা,—এস বাছা, একের কৃপায় তুমি এক হও।





দ্বিতীয় অধ্যায়।

মায়া।

—৩:০:৩—

কোন সময়ে মহামুনি শিষ্য একটি অশিতী বর্ষের বৃদ্ধকে খাদ্যোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতে দেখিয়া হাসিয়াছিল এবং তার অন্তরে হাস্যের উপর হাস্য উদয় হওয়াতে হাস্যের প্রলয় উপস্থিত হইয়া তাহাকে অন্যের নিকট হাস্যাস্পদ করিয়াছিল। সে অন্তরে হাস্যের বেগ সম্বরণ করিতে না পারায় হাস্য বাহিরে আসিয়া মহামুনি শিষ্যের আননে অর্দ্ধ প্রস্ফুটিতভাবে বিকশিত হইল। মহামুনি শিষ্য হাস্যাননে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্য কর্ম্মে ব্যাপৃত আছে, এমন সময়ে প্রভু গুরু আসিয়া উপস্থিত হইল। মহামুনি শিষ্য শশব্যস্তে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রভু গুরুর সম্মুখে সসম্ভ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়া, পাদ্যার্ঘ দিয়া প্রভু গুরুকে উচ্চাসনে বসাইল।

প্রভু গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিল,—শিষ্য! তোমার আশ্রমের সমস্ত মঙ্গল, তুমি শারিরিক সুস্থ আছ?

শিষ্য,—যথায় প্রভু গুরু উপস্থিত থাকেন, তথায় কি অমঙ্গল বিরাজ করিতে পারে? জগতে আপনার অবিদিত কিছুই নাই, তবে আপনি কেন আমায় উপহাস করেন? জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত আছি, কিন্তু কস্মিনকালেও এবম্প্রকার প্রশ্ন আপনার মুখ-বিবর হইতে বাহির হয় নাই। হে প্রভো! আপনার সেবক কি অপরাধ করিয়াছে যে আপনি অদ্য এইরূপ প্রশ্ন করিলেন? যদি আমার কোন দোষ হইয়া থাকে, আপনি নিজগুণে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রভু গুরু,—জগতে সমস্ত বিষয় মলযুক্ত হয়। মল ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব নাই। যদি নির্ম্মল হইত, তাহা হইলে ঘূর্ণীয়মান হইত না। যাহা অস্থির তাহাই জগৎ হয়। চারিদিকে সমস্ততে অস্থির বিরাজ করিতেছে, ইহার কারণ সমস্ত জাগতিক জন অস্থির হয়। আদি হইতে অদ্যাবধি কোন বিষয় স্থির নাই, স্বয়ং আমি অস্থির হই। পূর্ব্বে কি ছিলাম, অদ্য কি হইলাম এবং ভবিষ্যতে কি হইব, ইহা আমি স্থির করিতে অক্ষম। স্থির হইয়া স্থির করিলে স্থির হয়, অস্থির হইয়া স্থির করিলে অস্থির হয়, আর স্থির ও অস্থিরকে ত্যাগ করিয়া, কিম্বা দুইটিকে গ্রহণ করিয়া, স্থির হইলে নিত্য হয়।

জাগতিকজন আমাকে স্থির কল্পনা করিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক আমি অস্থির, কারণ আমি দেহী বলিয়া কথিত। যদি জগতে কোন বিষয় স্থির থাকিত তাহা হইলে জাগতিক অস্থির জন আমাকে স্থির কল্পনা করিত না। আমার পূর্ব্বে বহু জন জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছে, জাগতিক অস্থির জন তাহাদিগকে স্থির কল্পনা করিয়া

গিয়াছে, আপাতত আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং অস্থির জাগতিক-জন আমাকে স্থির কল্পনা করিতেছে। ভবিষ্যতে বহু জন জন্ম গ্রহণ করিবে এবং অস্থির জাগতিকজন তাহাদিগকেও স্থির বলিয়া অভিহিত করিবে। আমার অস্তিত্ব থাকিবে না, আমার আদর থাকিবে না, আমার নাম পর্য্যন্ত কেহ মুখে উচ্চারণ করিবে না, কারণ যদি থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমার পূর্ব্বজনকে রহিত করিয়া আমাকে স্থির কল্পনা করিত না। বুদ্ধিমান জন বর্ত্তমান দেখিয়া যুক্তির দ্বারা ভূতকে ও ভবিষ্যতকে স্থির করে।

পুত্র! তুমি অতি শিশু, তুমি রহস্যের কিছুই বিদিত নও, যদি বিদিত থাকিতে তাহা হইলে তুমি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে না। তুমি আমাকে ভক্তিভাবে বলিতে পার, কারণ তুমি আমার একজন প্রধান ভক্ত, কিন্তু অন্যজন আদৌ বলিবে না। যথায় দুই মত্ বিরাজ করে, তথায় অস্থির প্রকাশ পায়। জগতে এমন কোন জন নাই, যাহাকে সর্ব্বজন স্থির কহে; যদি ইহাই বাস্তবিক ঠিক হয়, তাহা হইলে জগতে কেহই স্থির নয়। কোটি কোটি জন কাহাকে স্থির বলিবে, কাহাকে বা দশলক্ষ জন স্থির কহিবে, কাহাকে বা লক্ষজন স্থির কহিবে, কাহাকে বা শতজন স্থির কহিবে, কাহাকে বা কেবল এক জন স্থির কহিবে, কাহাকে বা খালি তার স্ত্রী স্থির কহিবে, কিন্তু সর্ব্বজন একজনকে স্থির কহে, এইরূপ অবতার জগতে নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে এতজন পর পর আসিত না এবং এত প্রকার ধর্ম্মপুস্তক জগতে হইত না এবং এত প্রকার দর্শন জগতে প্রকাশ পাইত না, এবং এত প্রকার প্রকৃতি বিভ্রাট জগতে লক্ষিত হইত না। দেহী হইলেই বহু হয়, এবং যেটি বহু সেটিই মায়ার অধীন; যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহী বহু হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল; আবার যদি দেহী বহু হয়, ইহা ঠিক হয়, তাহা

নইলে দেহী এক অর্থাৎ স্থির কথিত হইতে পারে না। বহু দেহ বর্ত্তমানে রহিয়াছে, বহু দেহ অতীতে ছিল, বহু দেহ ভবিষ্যতে হইবে, তবে যাহা বহু, তাহা এক হইতে পারে না। তবে যদি সমস্ত ব্যষ্টি দেহকে সমষ্টি এক দেহ করা হয়, তাহা হইলে এক হইতে পারে, কিন্তু পৃথক পৃথক দেহ এক অর্থাৎ স্থির হইতে পারে না। যদি সমস্ত ব্যষ্টি দেহ, সমষ্টি এক হয়, তাহা হইলে গুরু ও শিষ্য থাকে না, কারণ শিষ্য সমষ্টির একের ভিতর হয়, তবে যাহা বলা হয় ইহা গুণের দরুণ। অন্য জনেতে যে গুণ নাই, সে গুণ আমাতে থাকিতে পারে, অন্য জন এক করিতে অক্ষম হয়, আমি তাহা করিতে সক্ষম হই, অন্য জন অন্ধের মতন পথ দেখাইতে পারে না, আমি না হয় পারি, কিন্তু ইহা বলিয়া আমি স্থির নহি, কারণ আমি দেহী। দেহী মাত্রেরই ধ্বংস আছে, অর্থাৎ রূপান্তর আছে, কিন্তু প্রকৃত ধ্বংস কিছুরই নাই। মায়াটি বহু শিক্ষা দেয়, এবং সর্ব্বজন যখন মায়ার অধীন, তখন কর্ত্তব্য গুণের আদর বিধেয়। তবে শিষ্য! তোমার হাস্থানন কেন বল দেখি।

শিষ্য,—হে প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আপনার শোভা পায়, আমার মতন ক্ষুদ্র জনের পক্ষে শোভা পায় না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আপনি আমার সর্ব্বস্বধন নীলরতন হন। আপনি আদিতে ছিলেন, আপনি আপাতত রহিয়াছেন এবং আপনি ভবিষ্যতে থাকিবেন; অন্য জন আপনাকে এই ভক্তি করে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি নিজের সমস্তই বিদিত নহি। তবে পূর্ব্বের জনেরা অন্যকে ভক্তি করিত, ইহা বলিতে পারি। হে প্রভো! আপনি যুগে যুগে আছেন, ইহা আমার গাঢ় বিশ্বাস, ইহার কারণ আমি বিনা সন্দেহে ও বিনা তর্কে বলিতে পারি আপনিই তিনি; কিন্তু অন্য জন ইহা স্বীকার করে কি না,

তাহা আমার ক্ষমতার বাহির হয়। আপনি আদ্য, আপনি মধ্য, আপনি অন্ত হন, আপনি স্বয়ম্ভু হন, আপনার অবিদিত চরাচরে কিছুই নাই, তবে আপনি যাহা বলিলেন, ইহা কেবল ভক্তকে পরীক্ষা করিবার দরুণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভক্ত চিরকাল ভক্ত আছে, আপনি যেমন চিরকাল অবতার আছেন। আপনি যাহা করেন, তাহা ভক্তের উন্নতির দরুণ, যেমন পিতা পুত্রের উন্নতি দরুণ পুত্রকে পরীক্ষা করে। আমার হাস্যাননের কথা যাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া শুনুন :—

আশ্রমের কথঞ্চিৎ দূরে আমি এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, যেটি প্রায় সকলকার হাস্যের উপযুক্ত বিষয় হয়, বিশেষত আমার বিবেচনায় ইহা অত্যন্ত হাস্যের পদার্থ হয়। এক অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ তাহার বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতেছিল—যাহার মৃত্যু অতি সন্নিকট, এমন কি আমার বিবেচনায় অদ্য কিম্বা কল্য সম্ভাবনা। বৃদ্ধের এই বুদ্ধি নাই যে কল্য দেহকে চরম সীমা ভোগ করিতে হইবে, অদ্য কি না আমি বাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিতেছি! অতএব আমার বিবেচনায় যদিও সে বয়সে বৃদ্ধ তথাপি সে বুদ্ধিতে বালকবৎ; এইজন্য আমি প্রথমে অন্তরে হাসিয়াছিলাম, কিন্তু হাস্যের উপর হাস্য বৃদ্ধি পাওয়াতে হাস্য আননে আসিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ অন্তরের দর্পণ আনন হয়। প্রভো! ইহার রহস্য কি আপনি বলিতে পারেন?

গুরু,—তুমিই ইহার দৃষ্টান্ত হও। পরের চক্ষুতে একটি তৃণ দেখিয়া সকলেই হাস্য করে, কিন্তু নিজের চক্ষুতে যে মহা অর্জ্জুন বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। তোমায় যত কথা বলিলাম, তুমি ভক্তিতে শেষ করিয়া দিলে, কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলে না। বৃদ্ধ নিত্যের দাস হয়, ইহার কারণ বৃদ্ধ বাসোপযোগী তৃণ আহরণ

করিতেছে; বৃদ্ধ বিবেচনা করে না যে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব, যদি বিবেচনা করিত তাহা হইলে অনিত্য মৃত্যুকে আরাধনা করিত, নিত্যকে আরাধনা করিত না। বৃদ্ধ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, ভাষা শিখিয়া অন্য জনের সহিত কি করিয়া তর্কের নিয়ম ব্যবহার করিতে হয় সেটি বৃদ্ধটি শিখে নাই। জগতে মূর্খ কেহই নাই, সকলেই সমান হয়, তবে ভাষার বা সামাজিক দর্শনের জ্ঞান কাহাতে বেশী বা কম লক্ষিত হয়।

ভাষা নিয়মে আবদ্ধ হয়, সমাজ ব্যবহার নিয়মে আবদ্ধ হয়, ইহার কারণ যে জনেতে ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, সে জনকে মূর্খ কহে। মূর্খ বলিয়া একটী স্বতন্ত্র বস্তু নাই, ভাষা ও সমাজ সংস্কারের গুণের অভাব যে জনেতে লক্ষিত হয়, সেই জনেতে মূর্খ শব্দটির আরোপ হয়, কিন্তু আবার যদি পরে সে জন ভাষাজ্ঞ কিম্বা সমাজজ্ঞ হয়, আর মূর্খ শব্দটি তাতে আরোপ করা যাইতে পারে না, বরং বিদ্বান শব্দ তাতে আরোপ করিতে পারা যায়। ধনী বলিয়া একটি মানব নাই, এবং নির্ধন ব্যক্তি বলিয়াও মানব নাই; তবে যে ধন আহরণ করিতে পারিল—সে ধনী বলিয়া কথিত হইল, আর যে ধন নষ্ট করিল—সে নির্ধন ব্যক্তি হইল। ধনী নির্ধন ব্যক্তি হয়, আবার নির্ধন ব্যক্তি ধনী হয়। দেহ দুই হইল না, কিন্তু এক দেহে দুই প্রকার অবস্থাতে দুই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করা হইল। গুণ ভেদে শব্দ প্রয়োগ করা হয়, বাস্তবিক সকলেই নির্গুণ, নিরাকার, অনন্ত ও নিত্য। প্রকৃতি বিভ্রাট ইহার মূল হয়, রস ইহার ডালপালা হয়, সংস্কার ইহার ফল হয়। তুমি সংস্কার গুণে হাস্য করিয়াছ, রস গুণে তোমার দেহটি বর্ত্তমান রহিয়াছে, প্রকৃতি বিভ্রাটে তুমি নিজকে মহামুনি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছ। শিষ্য! যদি তুমি নিত্য হইতে তাহা হইলে হাস্য

করিতে না। নিত্য চিরকাল নিত্য আছে, অতএব যাহা নিত্য, তাহাই নির্গুণ নিরাকার ও অনন্ত।

দেহ হইলে আকার হয়, আকার হইলেই গুণ হয়, গুণ থাকিলেই অন্ত হয়; অতএব যাহারা দেহী, তাহারা নির্গুণ, নিরাকার বা অনন্ত হইতে পারে না। ফলত ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইল যে ব্যষ্টি সংস্কারে আবদ্ধ আছে, কিন্তু সমষ্টিটি আবদ্ধ নহে; যদি থাকিত তাহা হইলে সমষ্টি নির্গুণ, নিরাকার, অনন্ত বা নিত্য বলিয়া কথিত হইত না।

দেখ শিষ্য! তোমার এই আশ্রমে কত প্রকার তপস্যা আচরণের ব্যক্তি আছে, কিন্তু যাহারা এই কার্য্য করে না, কিন্তু সংস্কার আছে যে এই প্রকার কার্য্যে মায়া হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহারা বলিবে যে এই সব ব্যক্তি মায়াকে উত্তীর্ণ করিয়া গিয়াছে, কেননা তাহারা জানে যে কাহার উপর মমতা না থাকিলেই বনে গমন করে, আর তথায় তপস্যা করিলেই মায়া হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু তাহা নয়। যে সমস্ত ব্যক্তির গাত্রের উপর উঁয়ের ঢিপি হইয়া বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হইয়াছে, তাহারাও মায়াতে আবদ্ধ আছে। দেহ যাইবে কোথায়, যেখানকার দেহ সেই খানেই থাকিবে, পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশিবে। পঞ্চভূতে জীব হয়, আবার জীব আহারে জীব হয়, তবে মায়া ছাড়িল কি করিয়া?

অনেকে সংস্কার গুণে বলিবে, দেহটি যাহার দ্বারা চালিত হয়, তাহারই লোপ হইল। যাহার দ্বারা দেহটি চালিত হয়, সেটির লোপ সব মৃতদেহে লক্ষিত হয়, কিন্তু যদি লোপ না হইত তাহা হইলে দেহটি রূপান্তর অবস্থাটি প্রাপ্ত হইত না, অতএব ইহাতে প্রকাশ পাইল, যে অজানিত লোপ হইল না, যখন জীব বর্ত্তমান রহিল। বীজে ফল—না ফলে বীজ, দেহে শক্তি—না শক্তিতে দেহ, যেমন মায়ার খাতিরে

অদ্যাবধি কেহই ঠিক করিতে পারিল না, তেমনি মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে অদ্যাবধি কেহই তপস্যা চরণ করিয়া সংস্কার বলে পারিল না, কিন্তু যদি সমস্তকে নিত্য কর, তাহা হইলে ঠিক হয়; আর যদি এইটি অনিত্য, এইটি নিত্য—এই প্রকার ব্যবস্থাটি কর, তাহা হইলে ঠিক হয় না। যদবধি তুমি আকারান্বিত হইয়াছ, তদবধি তুমি হিতাহিতের তর্ক সমুদ্রে ভাসিয়া পুরুষকার তরণীর আশ্রয় লইয়া আর ভক্তিকে কর্ণধার করিয়া, সমুদ্রকে পার হইবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও বিষয়ের সন্দেহ যুদ্ধে সগুণ ক্ষেত্রে লীলা করিতেছ।

অহে শিষ্য! আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতে স্থির কিছুই নাই। তুমি ভালরূপ বুঝিতে পার নাই, ইহার কারণ বিশেষ কিছুই বল নাই, তুমি এক ভক্তি গুণে ইহা ঠিক করিয়াছ। তোমার মতন মহাজ্ঞানীর এইটুকু হইয়াছে, ইহাও যথেষ্ট আনন্দের বিষয় হয়, কিন্তু ইহাতেও সংস্কার বিরাজ করিতেছে। সংস্কার বিহীন না হইলে নিরাকার হয় না, সংস্কারই আকার হয়। আমি আছি—এই সংস্কার যতদিন থাকিবে, ততদিন অহং এইটিও থাকিবে। অহং থাকিলেই আকার হয়, আর আকার থাকিলেই মায়াতে আবদ্ধ হয়। স্বাভাবিক নিয়মের নাম মায়া হয়, ইহার কারণ সংস্কার বলে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না; যদি যায় এক নিত্যতে যাইতে পারে।

নিত্য রাখিলে দ্বি হয় না, বরং সমস্তই এক হয় এবং দেহের যাহা কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাও বিধিমতে বেশ হয়। মন স্থির করিলে স্থির হয়, আর মন অস্থির করিলে অস্থির হয়; ইহার কারণ নিরাকার ও সাকার নিজের হাতের মুঠার ভিতর হয়। যদি মনে কর নিরাকার, সংস্কার আসিয়া নিরাকার হয় এবং আবার যদি

মনে কর আকার, সংস্কার আসিয়া আকার হয়। ফলত সংস্কারটি খণ্ড বালাই হয়। অমনি সংস্কারটি যেমন আইসে একটির পর অন্য একটি সংস্কার আসিয়া যোগ দেয় এবং যোগে যোগে প্রত্যেকটি আসিয়া উপস্থিত হইয়া চক্রের মতন ঘুরিতে হয়। আবার পুরুষকারের চক্রের দ্বারা ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সংস্কারটি যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে অমনি অখণ্ড গোলাকার আসিয়া সমস্ত নিত্য হয়, আর নিত্য হইলে আপন ও অপর থাকে না, ফলত আত্মবৎ চরাচর হয়।

একটি কিম্বদন্তী আছে যে অমরেরা স্বর্গে বাস করে। যদি ইহা ঠিক হইত, তাহা হইলে অমরেরা দোষ করিলে স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যে আসিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইত না; আবার মর্ত্ত্যবাসীরা গুণ আহরণ করিতে পারিলে মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে যাইয়া অমর হইয়া তথায় বাস করিতে পারিত না। ফলত স্বর্গ ও মর্ত্ত্য,—মন শান্তি, আর মন অশান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। গুণে স্বর্গ হয়, আর দোষে মর্ত্ত্য হয়। শিষ্য! এই সমস্ত কিছুই নয়, খালি সংস্কার হয়; যতক্ষণ সংস্কার থাকিবে, ততক্ষণ গুণের বা দোষের ফলাফল-গুলিকে ভোগ করিতে হইবে। মহাজ্ঞানীকে মূর্খ হইতে হইবে, এবং মহা মূর্খকে মহাজ্ঞানী হইতে হইবে, কারণ আদ্যাশক্তি ভগবতীর মায়াতে জগৎ মুগ্ধ হয়।

ভগবতী আর কিছুই নয়, মায়া; মায়া আর কিছুই নয়, সংস্কার; সংস্কার আর কিছুই নয়, নিয়ম; নিয়ম আর কিছুই নয়, আকার; আকার আর কিছুই নয়, সৎ; সৎ আর কিছুই নয়, অসৎ; অসৎ অর্থাৎ নিরাকার, স্থির, নিত্য, অনন্ত। আবার অসৎ আর কিছুই নয় সৎ; সৎ আর কিছুই নয়, আকার; আকার আর কিছুই নয়, নিয়ম; নিয়ম আর কিছুই নয়, সংস্কার; সংস্কার আর কিছুই নয়, মায়া; মায়া আর

কিছুই নয় ভগবতী। ঐশ্বর্য্যবতী যে—সে ভগবতী। অন্ন বিহনে ঐশ্বর্য্য বিহীন হয়, অতএব ভগবতী ও রসবতী এক হয়। স্থূলকে ও সূক্ষ্মকে পরের পর দেখিলে সমস্তই যে এক, ইহা দেখিতে পাইবে। তবে স্থূলের ও সূক্ষ্মের মধ্যে যাহা, তাহাই সংস্কার হয়। তবে তুমি যদি ইহা দেখিতে ইচ্ছা কর "কথোপকথন-রহস্যে"র ভিতর কদম্ব ফুলের গল্পটীকে পড়। সংস্কার লইয়া যত কিছু বিভ্রাট হয় এবং এই সংস্কার হইতে ঘূর্ণমান জগৎটা রচিত; ফলত সমস্ত জাগতিক ব্যাপার এই সংস্কারে আবদ্ধ। মায়ার কি অদ্ভুত ক্ষমতা! তবে শিষ্য! একটি গল্প বলি শুন:—

কোন সময়ে ভগবতীতে ও মৃত্যুতে বাক বিতণ্ডা হয়। মৃত্যু নিজ মর্য্যাদা ও দর্প স্থাপন করিবার জন্য ভগবতীকে কহে,—দেখুন ভগবতি! আপনি বৃথা আস্পর্দ্ধা করিবেন না, আমি মনে করিলে এক মুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারি। আমার নাম মৃত্যু, আমি যম কিঙ্কর হই; আমায় ভয় না করে এমন ব্যক্তি চরাচরে নাই; আপনার ক্ষমতা থাকে আপনি রক্ষা করুন।

ভগবতী আনন্দিত হইয়া আনন্দ বিকসিত হাস্যাস্যে বলিলেন,—ওহে যমকিঙ্কর! তুমি অতি শিশু, তোমার সহিত বাক্যালাপ করা আমার শোভা পায় না, কারণ তুমি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া লঘু গুরু জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়াছ। তোমার কর্ত্তা যম আমার দাস হয়, তুমি আবার যমের দাস; অতএব তুমি আমার পৌত্র হও, আর আমি তোমার ঠাকুরমা হই। তাই বলি, যদি আমি না থাকিতাম, তাহা হইলে তোমার অস্তিত্ব কোথায়? সে যাহা হউক, কোন বিষয় ধ্বংসের অধীন নয়।

মৃত্যু,—ভগবতি! আপনি যাহা বলিলেন, উহা প্রলাপ বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। আপনি বলিতে পারেন, কারণ আপনি বৃদ্ধা। আমি শিশু, ইহা সত্য, কিন্তু শিশু হইতেই বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আপনি কাল সহকারে আমার বদনে গ্রস্ত হইবেন, এবং আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমার করাল কবলে কবলিত হইবে।

ভগবতী,—তুমি যাহা বলিলে উহা ক্ষণিকের জন্য সত্য। জীব তোমার করাল কবলে কবলিত হইলে ধ্বংস হয় না, কেননা কোন বিষয়ের ধ্বংস নাই, তবে রূপান্তর হয়, ইহা স্বীকার করি। তুমি জমা খরচকে ঠিক করিয়া নিত্য কর। তুমি যত গ্রাস কর, তত নূতন ভূত উৎপন্ন হয়। ভূতে অন্ন হয়, অন্নে বীজ হয়, আর বীজে জীব হয়। তুমি যত ক্ষয় করিবে, আমি অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রসবিনী হইয়া তত প্রসব করিব। তুমি শিশু, কিছুই জান না, বাল্যাবধি যে সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছ, তাহাই সত্য বলিয়া বিদিত আছ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। দশপিণ্ড দশ দিন দিলে দশেন্দ্রিয়ের জন্ম হয়। এক বৎসর ভূতটি প্রেত অবস্থাতে থাকিয়া পরে প্রকাশ পায়। যদি তুমি ইহাকে ধ্বংস বল, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

মৃত্যু,—আপনি যাহাই বলুন, আমার মুখ নিঃসৃত বাক্য আমি বিধিমতে প্রতিপালন করিব।

ভগবতী,—কর। কোনকালে নিঃশেষ করিতে পারিবে না; তবে কিঞ্চিৎ ক্ষণের জন্য রূপান্তর করিয়া বিশেষ করিতে পার, ইহা আমি স্বীকার করি। বিশেষ হইলে বিশেষণ বিশিষ্ট হয়, বিশেষণ বিশিষ্ট হইলে আকার হয়, আকার হইলে ভূত হয়, ভূত হইলে অন্ন হয়, আর অন্ন ব্যবহারে কাম হয়, কামে রমণ হইয়া গর্ভ হয়, গর্ভ হইলে পুনরায় প্রসব হয়। যদি তুমি গ্রাস

না করিতে, আর আমি না প্রসব করিতাম, তাহা হইলে হিসাব ফাজিল হইয়া পড়িত। তোমাকে হিসাব রাখিবার তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করা হইয়াছে। সংযত অপ্রকাশিত বীজে, আর অসংযত প্রকাশিত বীজে—জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; ফলত একটী পরমাণুরও স্থান বেশী নাই। জমা-খরচটিকে ঠিক রাখিবার দরুণ জন্ম ও মৃত্যু হয়; কিন্তু যথার্থ পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু নিত্য পদার্থ হয়। ঘূর্ণমান জগৎটি পূর্ব্বে ছিল, আপাতত আছে ও ভবিষ্যতে থাকিবে। যে প্রকার অবস্থাটিকে তুমি শেষ বল, সেটিও আমার মাহিমা হয়, ইহা তুমি জানিয়া রাখ, কারণ আমি মায়া বলিয়া কথিত। আমি জগদ্ধাত্রী, জগৎ প্রসবিনী, আমি সংসার স্থিতিকারিনী, আর আমি জগৎ বিনাশিনী।

আমি তোমায় এই বিনাশের অর্থাৎ রূপান্তরের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার দিয়াছি, যাহাতে তুমি বিশিষ্ট জন হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত অর্পিত কার্য্য নিষ্পন্ন কর। মায়াটি কায়া হয়, কায়াটি আকার হয়, আকারটি গমনশীল বিষয় হয়, অতএব যাহা গমনশীল বস্তু তাহাই ঘূর্ণমান জগৎ হয়। জন্ম ও মৃত্যু গমনশীল বিষয় হয়; বস্তুত যাহা গমনশীল তাহাই রূপান্তর হয়, এবং যাহা রূপান্তরিত বস্তু তাহাই গমনশীল হয়। যাহা গমনশীল—তাহাই অনিত্য এবং যাহা অনিত্য—তাহাই নিত্য হয়। ঘূর্ণমান জগৎটি চিরকাল আছে, তৎকারণ জগতের বিষয় চিরকাল আছে, তবে অবস্থাগুণে কোন সময় ব্যক্ত বা অব্যক্ত হয়। বিহারী মিত্র চিরকাল নাই, কিন্তু বিহারী মিত্রের বীজ চিরকাল আছে, তবে কোন সময়ে প্রকাশ্য ভাবে, কোন সময়ে অপ্রকাশ্য ভাবে। যখন প্রকাশ্য ভাবে রহিল, তখন বিহারী মিত্র সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্য ভাবে প্রকাশ পাইল, আর যখন অপ্রকাশ্য ভাবে

রহিল তখন সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে অপ্রকাশ্য হইল ; অতএব এটি বীজের সংযত ও অসংযত অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। চন্দ্র ও সূর্য্য চব্বিশ ঘণ্টা জাগতিক জনকে শিক্ষা দিতেছে। তুমি বিষয়কে কি প্রকার নিয়মে ধ্বংস কর, এখন তাহা জানিতে পারিলে ?

মৃত্যু,—ভগবতি ! আপনা হইতে অদ্য আমি চৈতন্য লাভ করিলাম, আমি জাগতিক জনকে আর কষ্ট স্বীকার করিয়া গ্রাস করিব না, যখন আমার মুখের গ্রাস বৃথা হয়। আমার দর্প ছিল যে আমি জাগতিক জনকে গ্রাস করিয়া উদরসাৎ করি, কিন্তু আমি যে পুনরায় নূতন ভূত উৎপাদন করি, তাহা আমি বিদিত ছিলাম না। এখন আপনার নিকট হইতে জানিলাম যে ধ্বংস করা, আর না করা, উভয়ই সমান হয়, কারণ এক দ্বার হইতে প্রবেশ হয়, আর অপর দ্বার হইতে আবার বাহির হয় ; অতএব আমার লভ্য কিছুই নাই, তবে কেন বৃথা কস্ট করি ? আমার দর্প ছিল যে আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হই ; কারণ আমার করাল কবলে জাগতিক জন সকলে কবলিত হয়, কিন্তু এটি মহাভ্রম। আমি অদ্য হইতে আর কোন বিষয়ে দর্প করিয়া জাগতিক জনকে গ্রাস করিব না, কেননা জাগতিক জন, আর আমি এক হই।

অমনি ভগবতী উলাঙ্গিনী হইয়া তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অহো কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি ! কোথায় আলোক প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিকে আলোক ময় হইবে, না হঠাৎ গাঢ়তম অন্ধকার আসিয়া আলোককে লোপ করিল ; ফলত অমলা মলযুক্ত হইল। যেমনি হইল অমনি নিজে ভগবতী মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া মৃত্যুকে পুনরায় মুগ্ধ করিল।

অহং ছুটিল, গুণ আবির্ভাব হইল, দর্প বাড়িল, পুরুষকার চলিল, ফলত মৃত্যু পুনরায় দর্পের সহিত স্বকার্য্য সাধন করিতে

বাধ্য হইল, অতএব যাহা ছিল, আপাতত তাহাই চলিল, অতীতে তাহাই চলিয়াছিল এবং ভবিষ্যতে তাহাই চলিবে। শিষ্য ! তুমি কোথায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধকে বসোপযোগী দ্রব্য অহরণ করিতে দেখিয়াছ, আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। দেখাইতে পার ?

শিষ্য,—আপনি আমার সঙ্গে আসুন, বোধ হয় দেখিতে পাইবেন।

গুরু ও শিষ্য উভয়ে আশ্রম হইতে বাহির হইল। কিয়ৎ দূরে যাইয়া গুরু শিষ্যকে বলিল,—আমি পথকষ্টে অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছি, তুমি শীঘ্র জল আনয়ন কর।

শিষ্য ইহা শ্রবণ গোচর করিবা মাত্র তথা হইতে দ্রুতপদে জল অন্বেষণে অন্যত্র চলিল। কিছুদূর যাইতে না যাইতে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিল।

চারিভিতে তরুরাজি সুরোপিত, নানা বর্ণে রঞ্জিত, মৃদু মৃদু পবন ভরে নব পল্লব কম্পিত, দোলিত, তৎকারণ পরস্পরে পরিচিত, বাস্তবিক সুশোভিত। গুণ্ গুণ্ কারী অর্দ্ধ মস্তকাবরণী ইব বৃক্ষোপরি স্থাপিত, এবং নিজ ফুর ফুর গুণে অবিরত স্ফুরিত, ফলত গুণ্ গুণ্ কারী গুণ্ গুণ্ রবে অনবরত গুঞ্জিত। নব পল্লব চূত ইব মধ্যে প্রকাশিত, নেহি, নেহি, নেহি, অদ্য চতুর্থ দিবস, মৃদু মৃদু পবন ভরে ইহাই বারংবার জল্পিত। জাতি, যুথি, যুনি, শেফালিকা—ধপ্ধপে্ অধঃ বস্ত্র ইব চারিভিতে বেষ্টিত। বৌ কথা কও, চোক্ গেল, খোকা হউক, কাট ঠোক্রা, শ্যামা, ফিঙে, মধ্যে মধ্যে পর পর রবে তন্মধ্যে রবিত, ফলত ঝঙ্কারিত। স্তবকে স্তবকে স্তবকিনী হয় লম্বিত। কাশ, ঘাস, নির্ঘাস হইল লক্ষিত, গোলঞ্চে ডালপালা তথায় হয় বেষ্টিত। পরগাছা, আহা! বাছা, শূন্যে রামধনু রঙ্গে শ পুষ্প ইব হয় বিকশিত এবং পবন ভরে মৃণাল উপরে মৃণালিনী

ইব তুল্ তুলে হয় দোলিত। পুরত আগন্তুক হইল মোহিত, তৎকারণ মায়াকাননে মনোহারিণী দৃশ্যের দ্বারা হইল আকৃষ্ট।

উলঙ্গ শেতাঙ্গিনীরা আগন্তুককে কাননে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নিজ মর্য্যাদা রক্ষা হেতু দ্রুতপদে ধাবা ধাবি করিয়া আপন আপন স্থবিধা যোগে বৃক্ষান্তরালে নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিল, এবং উহারা তথা হইতে আগন্তুকের উপর গুপ্ত দৃষ্টি হানিয়া, দেশ মল্লার রাগে আগন্তুকের সহিত আলাপ করিল।

হে পান্থ !

তোমার কুল ও শীল আমরা হই অজ্ঞাত।
এই কানন তোমার কারণ হয় রচিত,
তোমার অভ্যর্থনার্থে রহিয়াছি উপস্থিত।
তোমার আগমন আমাদের হয় বাঞ্ছিত,
যখন তব আশাতে রহিয়াছি আশ্বাসিত।
অদূরে জলাশয় হইতেছে স্পষ্ট লক্ষিত,
শীঘ্র জল আনিয়া আনন্দে হও আনন্দিত।
তোমার কুল ও শীল আমরা হই অজ্ঞাত,

হে পান্থ !

আগন্তুক,—অহো ! কি অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর হইল উত্থিত।

আগন্তুক স্তম্ভিত হইল। আগন্তুকের অন্বেষিত দৃষ্টি চারিভিতে তৎক্ষণাৎ নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না, তখন আগন্তুক বলিল :—

কি আশ্চর্য্য !

রস রাগে রঞ্জিত, বামাস্বরে মিলিত,
শব্দ বনে উত্থিত, দৃষ্টিতে ন লক্ষিত।

কি আশ্চর্য্য !

অমনি শব্দ হইল পুনঃ উত্থিত।
রুণু রুণু রবিত,
ঝম ঝম্ ঝমিত,
কন কন কনিত।
তাল তালে তাড়িত,
লয় লয়ে লগিত,
মোহ মোহে মোহিত,
শব্দ শব্দে শব্দিত।

আগন্তুক প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, আগন্তুকের এখনও এইটি স্মরণ আছে যে গুরু আমাকে জল অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়াছেন, কারণ গুরু অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছেন, আর বৃথা সময় নষ্ট করা আমার মত মহাজ্ঞানীর উচিত হয় না, এই স্থির করিয়া আগন্তুক জল আহরণ করিতে জলাশয়াভিমুখে গমন করিল।

চতুষ্কোন খাত জলাধারের চারিদিকে সাতটি নিজ মর্য্যাদা রক্ষা হেতু আকুঞ্চিত শ্বেত প্রস্তর মূর্ত্তি সজ্জিত। জলাধারের প্রাচীরোপরি তিনটি সুন্দরী ফিন ফিনে আদ্র সুত্রবস্ত্রে আবৃত হইয়া মল্লার রাগ আলাপে নিযুক্ত এবং উহাদিগের শরীরের হাব ভাব অর্দ্ধ বস্ত্রোপরি উন্মীলিত, অর্দ্ধ অন্তরে নিমীলিত। নানা বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য নির্ম্মল জল মধ্যে ক্রীড়াযুক্ত এবং তন্মধ্য হইতে ফোয়ারা সবেগে তিনটি সুন্দরীর উপর জল উদ্গীরণ করাতে সুন্দরীদিগের হাব ভাবের কিছুই ব্যতিক্রম না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইতেছে।

আগন্তুক জলাধার দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়া বলিল,—কি অদ্ভুত হাব ভাব, রাগ, আলাপ, ফোয়ারা হইতে জল উদগীরণ! কোথায় কি এই রকম আছে, তাহা কেহই পূর্ণ বিদিত নয়। আমার অন্তর আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়াছে, কি সুন্দর মূর্ত্তি!

সুন্দরী বলিল,—অহে যুবক!

জল অন্বেষণে প্রেষিত, কি কারণ ন নীর নীত?

অকস্মাৎ প্রকাশিত দৃশ্য হইল অপ্রকাশিত, এবং তত্র অলক্ষিত শব্দ হইল পুনঃ উত্থিত :—

আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসর হও—আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসর হও—আগন্তুক শীঘ্র অগ্রসর হও।

আগন্তুক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রায় হইয়া সেই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ দূরে যাইতে না যাইতে এক বনমধ্যস্থ মাঠ দর্শন করিল

আহা কি পরিষ্কার দৃশ্য! নব দুর্ব্বাদল শ্যাম আস্তরণ ইব বিস্তারিত, ন বিবর্ণ লক্ষিত, এক বর্ণ সর্ব্বত্র বিরাজিত এবং বন মধ্যস্থ মাঠ কর্দ্দম যন্ত্র সমস্ত দুর্ব্বাদলে পূর্ণ বিকশিত। উচ্চানুচ্চ ভূমি মৃদু মৃদু পবন ভরে হিল্লোলিত, তৎহেতু হিল্লোল ইব লক্ষিত এবং তন্নিম্নে নিমগ্না, তত্র নিস্তব্ধরূপে হয় প্রবাহিত। বাল রবি পশ্চিম গগনে পুনঃ হইল প্রকাশিত, দেব আলোক হইল উত্থিত। ফুর ফুর জলকণা কাচের ফোয়ারাতে স্ফুরিত, নানা বর্ণের অতি ক্ষুদ্র হংস অর্দ্ধস্ফুট স্বরে তন্নিম্নে রবিত, জলজ সংকীর্ণ জল মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরোপরি শোভিত, নিস্তেজ রক্তবর্ণ রবি-কিরণ জলে কাচে তত্র নানা বর্ণে হয় প্রতিবিম্বিত। কামিনী কামিনীকুঞ্জে রহিয়াছে প্রস্ফুটিত। কামবেদী উপরি অতি সূক্ষ্ম লোমরাজী অস্পষ্টরূপে হয় লক্ষিত, ত্রিবলী অঙ্কে স্পষ্ট হয় অঙ্কিত। মৃণাল সূত্রনমধ্যে প্রবেশিত, মলয়গিরি বৃন্ত নিজগুণে ঈষৎ দোলিত, ভ্রূদ্বয় মদনবাণ ইব অঙ্কিত, কেশপুঞ্জ গুচ্ছ ফুর ফরে স্ফুরিত। কৃষ্ণাঙ্ক চন্দ্রাঙ্ক ইব অঙ্গে অঙ্কিত, অপিচ বহুল গুণ রাশি হেতু লজ্জিত অঙ্ক আনন্দ সাগরে হয় নিমজ্জিত। বরাভিলাষিতা কপিশাঞ্জনী কপিশী হস্তে পুষ্পালঙ্কারে

হইয়াছে অলঙ্কৃত, বাদ্য যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে হয় লগিত, সংক্ষেপ, বিক্ষেপ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, আকর্ষণ, রঙ্গিমা ভঙ্গিমা ক্ষণপ্রভা ইব একত্রিতে অতি দ্রুত হইতেছে সম্পাদিত, ফলত আমোদিনীরা পূর্ণ আমোদে তত্র হয় আমোদিত।

হঠাৎ বনমধ্যস্থ মাঠ বিদ্যুৎ আলোকে হইল আলোকিত, এবং ক্ষণপ্রভা ইব পূর্ব্বক্ষণ হইল লুক্কায়িত। মূর্ত্তিমতী বেহাগ রাগিনী হইল উপস্থিত, আগন্তুকের মূর্ত্তি চিত্রপট ইব হইল লক্ষিত, বাক্য ন স্ফুরিত, স্পন্দন শক্তি ন স্পষ্ট লক্ষিত, গাত্র লোম হইল লোমঞ্চিত. ফলত আগান্তুকের বক্ষ অশ্রু জলে হইল অভিষিক্ত।

সোহাগিনীরা সোহাগ রাগিনীতে আগন্তুককে করিল বেষ্টিত। কুটিলা দৃষ্টি কুটিলা ইব তদ্দিকে হইল ছুরিত, পুষ্পবাণ তালে লয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হইল তদুপরি পতিত। পান করুন, পান করুন, পঞ্চস্বরে হইল উচ্চারিত। তিন পিয়ালা সঞ্জীবনী পানে আগন্তুকের রক্ত হইল সঞ্চারিত, আগন্তুক নিজগুণে মেলতার মুখে উহাদিগের সঙ্গে স্বরে, তালে ও লয়ে হইল যোজিত, পর পর অপার আনন্দ হইল সম্পাদিত।

এইবার চারি পার্শ্বে বসন্ত হইল প্রবাহিত। কুহু কুহু কুহকিনী প্রলয়রূপিনী সংসার স্থিতিকারিণী পূর্ণভাবে হইল প্রকাশিত। আগন্তুক উহাদিগের হাবভাবের তাপে হইল গলিত, ফলত কর কবলে হইল কবলিত। আহা মরি, মহাজ্ঞানী বাছা তামসে হইল আবৃত। ব্যাঙ্গোব্যাঙ্গি, হুড়াহুড়ি, টানাটানি, ধরাধরি, পূর্ণ মাত্রাতে তত্র হইল বাহিত।

কামভাবে ব্যাকুলিত ও অবিদ্যাগুণে রূপান্তরিত যুবক আর কামিনীদিগের ভাবরা সহ্য করিতে না পারিয়া শীতলা নাম্নী একটী কামিনীকে ধরিল।

অন্য একটী সুন্দরী কহিল,—ওকি, ওকি, ওকি, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, তুমি একজন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি হইয়া ভদ্র কামিনীর উপর বিনা সম্মতিতে অভদ্র আচরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ? আমাদের দেশে বিনা সম্মতিতে আপনার স্ত্রীর চিবুকে চুম্বন করিলে জরিমানা দিতে হয়, যদি কানন রক্ষিনী তোমার অভদ্রাচরণ দেখিতে পান, তাহা হইলে তোমার জীবন সংশয়, তবে যদি তুমি উহাকে বাসনা কর, তাহা হইলে উহার সহিত বাস কর, বাস না করিলে বাসনা পূর্ণ হয় না। তুমি স্বীকার কর যে আমাদের আমোদিনীকে বিশিষ্টরূপে বহন করিবে, আর উহার কোন কার্য্যের উপর তুমি কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিবে না, আর তোমার সন্তান সন্ততিকে তুমি প্রতিপালন করিবে, কারণ আমাদের দেশে ঘর-জামাইয়ের ব্যবস্থা নাই।

আগন্তুক,—আপনি যাহা বলিলেন, আমার তাহাতে কোন অমত নাই। আমি বঙ্গের কুলীন নই যে ঘর-জামাইয়ের ব্যবস্থাটিকে গ্রহণ করিব, কিম্বা কুৎসিত কার্য্যে লীন হইব! আমি স্বাধীন দেশের লোক হই, যতদিন এক ফোঁটা রক্ত দেহে থাকিবে, ততদিন স্বাধীন বৃত্তির ব্যবস্থা রাখিব। এতদিন আমি অৰ্দ্ধ ছিলাম, অদ্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিলে উভয়ে মিলিত হইয়া পূর্ণ হই। আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আর বাক্যব্যয় করিবেন না—শীঘ্র করুন—কাম কম্পনে দেহ বিদেহ হইবার সম্ভাবনা।

কামিনীগণ,—

আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী,
মায়াগুণে আহা কাম হইল কামিনী।
একে একে পাকে পাকে বেড়িল সজনী,
আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী॥

আহা বাছা অজ্ঞানী, কোথা বাস না জানি,
কুল, শীল, জাত, কিছুই শুনি না শুনি,
মায়াবিনী আদ্যাশক্তি হি মুগ্ধকারিণী,
সংসার সারাসারের দর্প বিনাশিনী,
কোথাছিলে, কোথা এলে, কোথা যাবে মরি,
মায়া ঘূর্ণীপাকে হয় খালি ঘুরা ঘুরি।
একে একে পাকে পাকে বেড়িল সজনী,
আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী ॥

এস বাছা, বাঁধি হাতে বাসনার দড়ি,
কিনে নিলুম দিয়ে তোমায় প্রেম কড়ি।
আদি, মধ্য, অন্তে রহে হি এই পদ্ধতি,
মিছা মিছি তর্কা তর্কি আধ্যাত্মিক নীতি।
দাও দাও সম্মতি থাকুক এই রীতি,
প্রকৃতি পুরুষে হি হউক জগদ্ধাত্রী।
একে একে পাকে পাকে বেড়িল সজনী,
আজি কি উপজিল আনন্দের রজনী ॥

রজনীগন্ধা রজনীর গাঢ়তর শোভা বর্দ্ধন করিল, শ্বেতাঙ্গিনী কামিনী কামিনীদিগের কাম পূর্ণ করিল। তণ্ডালস্যা আনন্দ বিহ্বলে সমে সমতা দিল, নব বর বধূ পূর্ণ মিলনে মিলিত হইল। নীরদ মণ্ডলে ধীরে ধীরে নীর ক্ষরিতে লাগিল, কম্পনে কম্পন বর্দ্ধিত হইয়া এলাইয়া পড়িল। নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ, সন্ধ্যা—সন্ধ্যা—সন্ধ্যা। পুনঃ প্রভাত কাল পূর্ণ প্রকাশ পাইল।

জগতের সমস্তেতেই নূতন কলেবর দৃষ্টিগোচর হইল। অন্ধকার লুকাইত রহিল, আলোক প্রকাশ পাইল। আলোকবাসীরা অন্নের কারণ গমনশীল হইল। বাসনা পূর্ণমাত্রাতে ইতস্তত বিচরণ করিতে

লাগিল। যথায় বাসনা পূর্ণ হইল, তথায় আমোদ আমোদে আমোদিত হইল; যথায় বাসনা পূর্ণ হইল না, তথায় মোদিত আমোদ পূর্ণ মুদিত হইল। যথায় বাসনা অর্দ্ধাধলাভ করিল, তথা অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হইল। সন্তোষ সর্ব্বত্র অলক্ষিতভাবে রহিল। যতক্ষণ আশা রহে, ততক্ষণ শ্বাস বহে। যে মুহূর্ত্তে দেহেতে আশা-শ্বাস নিরোধ হয়, সে মুহূর্ত্তে সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ লক্ষিত হয়।

সন্তোষ ও অসন্তোষ সংস্কারের ফলাফল হয়। সংস্কার বিহীন হইলে নিত্য হয়। জগতে নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই, যাহা নিত্য তাহাই অনিত্য বলিয়া কথিত। সংস্কার ভেদাভেদ উৎপাদন করে। •বীজে সংস্কার নিহিত রহে, সংস্কারে আকার ন্যস্ত হয়, আকারে চিন্তা হয়, চিন্তাতে চেতনা হয়, চেতনাতে বুদ্ধি প্রকাশ পায়, আরবুদ্ধিতে নিত্য ও অনিত্য মীমাংসা হয়। নিত্য বলিলে নিত্য হয়, আর অনিত্য বলিলে অনিত্য হয়। কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যবহারের ফল হয়।

প্রহার, পরিহার, অপহার, উপহার, আহার, বিহার ইত্যাদি এক হৃ ধাতুর উপসর্গ ব্যবহারের ফল হয়। এক প্রকৃতিভেদের ফলে বহু হয় এবং বহু হইলে এক অর্থ থাকে না। উপসর্গ যোগের দ্বারা ধাতুর অর্থকে বল করে অন্যত্র লইয়া যায়। এক ব্যাধি উপসর্গ যোগে অন্য ব্যাধি প্রাপ্ত হয়, এবং সংযোগে বিষয় অন্য গুণ প্রাপ্ত হয়। যাহা আদত তাহা লুক্কাইয়া যায়, যাহা উপসর্গ তাহাই প্রকাশ পায়, এবং যাহা প্রকাশ পায়, তাহাই সৎ হয়, যাহা অপ্রকাশ থাকে তাহাই অসৎ হয়। সর্ব্ব বিষয়ের বিচারক হিতাহিত হয়। ব্যাকরণ উপসর্গের বিচারক হয়,—আয়ুর্ব্বেদ ব্যাধির বিচারক হয়,—বিজ্ঞান গুণের বিচারক হয়।

লোকোপচার গ্রহণ সিদ্ধি। লোকোপচার যাহাকে সত্য কহে, তাহাই সত্য হয়, লোকোপচার যাহাকে মিথ্যা কহে, তাহাই মিথ্যা হয়;

সত্য ও মিথ্যা লোকপচারের উপর নির্ভর করে। লোকোপচারের বীজ সংস্কারে নিহিত হয়। মায়া সংস্কারকে বন্ধন করে। মায়া অর্থাৎ কায়া অর্থাৎ আকার। আকারে চিৎ, চিত্ত, চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি, ও সংস্কার প্রকাশ পায়। জগতে আকার ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, ইহার কারণ রূপান্তরই জগতের গতি হয়। জগতে কোন বিষয়ের ধ্বংস নাই, ইহার কারণ সমস্তই নিত্য হয়। প্রকৃতি ভেদে সমস্ততেই ভেদাভেদ লক্ষিত হয়, ইহার কারণ আদিকে ও মধ্যকে ও অন্তকে ব্যবহারে এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

আমোদিনীর ও আগন্তুকের নব পুষ্প বিকশিত হইল, চারিধারে সৌরভ ছুটিল, চারি পার্শ্বের লোক আমোদে আমোদিত হইল। উভয়ে মধু চন্দ্র ভোগ করিতে লাগিল। কিছুদিনের পর আমোদিনীর গর্ভ সঞ্চার লক্ষিত হইল। আমোদিনী গৃহস্থের নিত্য কর্ম্মতে অত্যন্ত বিরক্ত বিবেচনা করিল, সুতরাং আগন্তুকের স্কন্ধে আরও সংসারের ভার চাপিল। আগন্তুককে প্রত্যহ প্রভাতে অন্নের অন্বেষণে ধাবিত হইতে হইল, কুটীরে প্রত্যাগমনে শুদ্ধান্ন প্রস্তুত করিতে হইল, এবং তৎপরে আগন্তুক আমোদিনীর সুখ সচ্ছন্দতার তত্ত্বাবধান করিতে প্রস্তুত রহিল। অপরাহ্নে আমোদিনীর বিনোদনার্থে বাটে খোষ-গল্প চলিল। সায়ংকালে কানাইয়ে ঠেলা ঠেলিয়া দেহ ক্লান্ত হইলে গাঢ়তম রজনী দেবী গাঢ় নিদ্রা আনিয়া শান্তি দিল।

সময়ে আমোদিনী সন্ততি প্রসব করিল, আগন্তুকের আরও আনন্দ বাড়িল, বক্ত চিন্তা চলিল, দেহ অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু মায়াগুণে আগন্তুকের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। আর কতকগুলি সন্তান সন্ততি যোগ দিল, ফলত আগন্তুকের অনেক ব্যয় বৃদ্ধি পাইল। আগন্তুক মায়াগুণে মুখ দিয়া রক্ত তুলিয়া সমস্ত ব্যয়

বহন করিতে লাগিল, এবং তৎকারণ ক্রমশ তাহার দেহ ক্ষীণ হইতে লাগিল, ফলত আগন্তুক আর তদ্রূপ ব্যয় করিতে সক্ষম হইল না। আমোদিনীর ক্রোধ উপজিল, রূঢ় বাক্য ছুটিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হস্ত পদ নাচিল, অবশেষে আমোদিনী ক্রোধভরে কুটীর হইতে বাহির হইল। আগন্তুক নিস্তব্ধ হইয়া কুটীরে রহিল, সন্তান সন্ততি ক্ষুধাগ্নিতে জ্বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, আগন্তুক আর নিস্তব্ধ হইয়া বসিতে পারিল না। কাহাকে কঙ্কালে ও স্কন্ধে তুলিল, কাহাকে হস্তে ধরিল, কতকগুলিকে নিজের পদানুসরণ করিতে বলিল।

আগন্তুক ফৌজ সঙ্গে লইয়া হাঁটি হাঁটি পা পা ফেলিয়া আমোদিনীর অন্বেষণে চলিল। কিয়ৎ দূর যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আর পা উঠিল না, সুতরাং তথায় একটী বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল। ফৌজের ক্রন্দন রোলের রণবাদ্য বাজিল, আগন্তুক আরও অস্থির হইল। কি করে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া চিন্তাগারে প্রবেশ করিল। তথায় দেখিল নিজের অশ্রুজলে নিজের বক্ষ ভাসিতেছে, আর তাহাকে কুকুরে টানাটানি করিতেছে, শকুনি কিড়ি কিড়ি রবে পাখনা সাপোট করিতেছে, আর শৃগাল ঊর্দ্ধমুখে হুকাহুয়া নাদে নাদিতেছে। এই সব দেখিয়া আগন্তুক ভয় পাইল এবং ভয়ে ভয়াম্বিত হইয়া যেমন দ্রুতবেগে তথা হইতে অন্য স্থানে যাইবে মনন করিল, অমনি তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া বাহ্য জগতে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া পুনরায় শোকে অধীর হইয়া দুশ্চিন্তাতে ডুবিল; ইত্যবসরে গুরু অর্থাৎ অবতার আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ওহে পান্থ! তোমার ঈদৃশ অবস্থা লক্ষিত হইতেছে কেন? বোধ হয় তুমি অন্নাভাবে পীড়িত? আহা! শিশুগুলি কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, কঙ্কাল ব্যতীত প্রায় আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না?

কিহে! কিছু উত্তর দিতেছ না, তুমি বুঝি অর্দ্ধ নিদ্রাতে নিদ্রিত আছ? অবতার উচ্চৈঃস্বরে "পান্থ" বলিয়া ডাকিল।

আগন্তুক চমকিয়া উঠিল, মনে করিল বুঝি আমোদিনী আসিয়াছে, যখন দেখিল অন্যজন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে তখন হরিষে বিষাদিত হইয়া কোন উত্তর না করিয়া বরং বিরক্তি ভাবটি প্রকাশ করিল।

অবতার,—কিহে বাপু! এত অন্যমনস্ক কেন? ভদ্র লোক কথা কহিলে কি কথা কহিতে নাই? জগতে সর্ব্বজন অন্নের অভাবে পীড়িত, অন্ন সম্পর্ক আছে বলিয়া জগতে সম্পর্ক আছে, যদি অন্নাভাব থাকিত, তাহা হইলে সম্পর্ক থাকিত না। আমোদ প্রমোদ, জয়, পরাজয়, সুখ ও দুঃখ সমস্তই অন্নের উপর নির্ভর করে।

আগন্তুক,—আপনি কি আমোদিনীর কথা বলিতেছেন?

অবতার,—আমোদিনী আমোদ বিহনে প্রমোদে মত্ত হইয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যের প্রমোদকাননে আমোদ করিতেছে। যথায় আমোদ তথায় আমোদিনী হয়। আপাতত তোমার দেহে আমোদ লক্ষিত হইতেছে না। অন্নতে দেহ, দেহতে স্ফূর্ত্তি, স্ফূর্ত্তিতে আমোদ, আর আমোদে স্ত্রী পুরুষভাব। অন্ন চিন্তা চমৎকার হয়, অন্নের অভাব ঘটিলে সমস্তরই অভাব হয়। বাপু, এই শিশুগুলি কঙ্কাল বিশিষ্ট হইয়াছে, ইহাদিগকে অন্ন দেওয়া হয় নাই কেন?

আগন্তুক শিশুদিগের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা মাত্র তাহার বাক্য রোধ হইল, কিন্তু ধীরে ধীরে অবিরত অশ্রুধারা নীরদ মণ্ডল হইতে বাহিত হইতে থাকিল। মায়ার কি অদ্ভুত ক্ষমতা! প্রত্যহ মানব কর্ম্মক্ষেত্রে মায়ার অদ্ভুত লীলা দেখিতেছে, কিন্তু অদ্যাবধি

কোন জন কি মায়াতীত হইতে পারিয়াছে? যদি মায়াতীত হইতে পারিত, তাহা হইলে এই ঘূর্ণমান জগৎ চিরকাল থাকিত না।

আগন্তুক,—শরীরের দুর্ব্বলতা হেতু অন্ন সংগ্রহ করিতে অক্ষম।

অবতার,—এই অন্ন লও।

আগন্তুক মহানন্দে হস্ত প্রসারণ করিয়া অন্ন লইয়া সেবা লইল, এবং অন্ন ভোজনে দেহে স্ফূর্ত্তি আসিয়া দেহটিকে চঞ্চল করিল; কিন্তু আগন্তুক অবতারকে চিনিতে পারিল না। জগতে তিনটী স্ফূর্ত্তি আছে:—চিন্তা স্ফূর্ত্তি, আশাস্ফূর্ত্তি ও স্মরণ স্ফূর্ত্তি। দেহ ক্রমশ ক্ষয় হইলে স্ফূর্ত্তিটি ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। অবতার আগন্তুককে পূর্ব্বের সমস্ত বিবরণ স্মরণ করাইয়া দিল। আগন্তুক অবতারের দুইটি চরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল।

অবতার,--কিহে মহাজ্ঞানী পুরুষ! এইবার সমস্ত কি মনে পড়িতেছে? পূর্ব্বে তুমি কি ছিলে, মধ্যে কি হইয়াছিলে, এখন কি হইলে এবং পরে কি হইবে, তাহাও অনিশ্চিত রহিল। আমার জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু আছে; তবে আমি সমস্তকে নিত্য দেখি বলিয়া নিত্য আছি। মায়া জগৎকে রূপান্তর করে এবং ইহার কারণ তুমি অনিত্য দেখ, বাস্তবিক ইহা কেবল অবিদ্যার গুণ হয়। সংস্কারটি মলান্বিত হইলে চিৎটি মলান্বিত হয়, চিৎটি মলান্বিত হইলে চিত্তটি মলান্বিত হয়, চিত্তটি মলান্বিত হইলে চিন্তাটি মলান্বিত হয়, চিন্তাটি মলান্বিত হইলে পুরুষকারটি মলান্বিত হয়, পুরুষকারটি মলান্বিত হইলে ক্রিয়াটি মলান্বিত হয়, ক্রিয়াটি মলান্বিত হইলে ফলটি মলান্বিত হয়, ফলটি মলান্বিত হইলে বীজটি মলান্বিত হয়, বীজটি মলান্বিত হইলে সংস্কারটি মলান্বিত হয়, আবার সংস্কারটি মলান্বিত হইলে বীজটি মলান্বিত হয়, বীজটি মলান্বিত হইলে ফলটি মলান্বিত হয়।

নাগরদোলার মতন উঠিতেছে ও পড়িতেছে, আবার পড়িতেছে ও উঠিতেছে, কিন্তু পাক বরাবর ঠিক আছে। যদি উঠার ও পড়ার সংস্কারটিকে লোপ কর, তাহা হইলে পাকটি ঠিক রহিল। পাক ঠিক থাকিলে গোলাকার ঠিক হইয়া নিত্য হয়, কিন্তু উঠা ও পড়া অনিত্য হয়। নাগরদোলা থাকিলেই উঠা ও পড়া থাকিবে, কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না। জগৎ থাকিলেই রূপান্তর থাকিবে, ইহার কারণ কেহ রূপান্তরটিকে বন্ধ করিতে পারিবে না, কিন্তু নাগরদোলাটিকে বন্ধ করিতে পারিলে উঠা, পড়া ও ঘুরা বন্ধ হয়, বাস্তবিক আকারটিকে বন্ধ করিতে পারিলে জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু বন্ধ হয়। এখন আদি নাগরদোলা ও আদি আকার বন্ধ হয় কি করিয়া, যখন বস্তু হইয়া বহু হইয়াছে?

মহাজ্ঞানীরা বিবেচনা করে যে বাসনা বন্ধ করিলে সমস্ত বন্ধ হয়, কিন্তু ইহা মহা ভ্রম, কারণ নিজের বাস—যাহা হইতে বাসনা হয়—তাহাই রহিয়াছে। বাস না থাকিলে বাসনা হয় না, ইহা সত্য, কিন্তু এখন বাস কি করিয়া যায়? মৃত্যু লোপ করিতে পারে না, তবে রূপান্তর করিতে পারে। মহাজ্ঞানীরা বলে ভর্জ্জিত বীজে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, ইহা সত্য আমি শত শত বার বলি, কিন্তু ভর্জ্জিত বীজটি যায় কোথায়?—পড়িয়া যায়, কিম্বা অন্যের দ্বারা ভক্ষিত হয়। অন্নময় জগৎ, জগতে এমন কোন বিষয় নাই যাহা না অন্যের দ্বারা ভক্ষিত হয়। যাহা ভক্ষিত বিষয়, তাহাই অন্ন বলিয়া কথিত।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম হয়, ইহার অর্থ যাহা করা হয়, তাহা ভুল, কারণ হিংসা ব্যতীত জীবন ধারণ হয় না। জীব আহার না করিলে জীব হয় না। বলবান জীব ক্ষুদ্র জীবকে আহার করিবে, আর আহার করিলে আবার জীব উৎপন্ন হইবে। জীবে

জীব হয়, তন্মধ্যে চেতন ও অচেতন আছে। যে জীব হিংসা করে, সে জীবকে তফাৎ করা বিধেয়, কারণ তফাৎ না করিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পিপীলিকাকে শর্করা দিলে, আর সর্পকে দুধ কলা দিলে, আর ছারপোকাকে রক্ত দিলে, অহিংসা পরম ধর্ম্ম হয় না। আত্মরক্ষার নাম ধর্ম্ম, আত্মজনকে রক্ষা করিতে পারিলে প্রকৃত ধর্ম্ম হয়, ইহার কারণ সমাজ ব্যবহারের নাম ধর্ম্ম এবং সেই হেতু দেশের রাজচক্রবর্ত্তীকে ধর্ম্মাবতার কহে। পরস্পরের উপকারের নাম ধর্ম্ম। আত্মজনের প্রতিহিংসা আচরণ করিতে পারিবে না, অর্থাৎ অহিংসা রাখিবে; অহিংসা রাখিতে হইলে দয়ার আবশ্যক, দয়া অর্থাৎ পরস্পরের উপকার এবং ইহাই প্রকৃত সামাজিক ধর্ম্ম হয়।

ভর্জ্জিত বীজ অঙ্কুর উৎপাদন করিল না, ইহা সত্য, কিন্তু ভর্জ্জিত বীজটি রহিল,—যেমন নাগরদোলার উঠা, পড়া ও ঘুরা বন্ধ রহিল, কিন্তু নাগরদোলাটি রহিল। ভর্জ্জিত বীজটি পঞ্চভূতের দ্বারা ভক্ষিত হইল, কিম্বা অন্য সদ্ভাবের দ্বারা ভক্ষিত হইল; যাহা দ্বারাই হইল পুনঃ প্রকাশ পাইল, তবে ভর্জ্জিত বীজ রূপে না আসিয়া অন্য রূপে আসিল, যদি আসিল তাহা হইলে নাগরদোলার মত বীজটি ধ্বংস হইল না; অতএব জ্ঞানীর জ্ঞান ঠিক নয়, ইহা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল। যদি এই যুক্তিটি ঠিক হয়, তাহা হইলে বাস অর্থাৎ আকার না যাইলে বাসনা যায় না, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। যদি এই সিদ্ধান্তটি ঠিক হয়, তাহা হইলে বাস অর্থাৎ আকার যায় না, খালি রূপান্তর হয়, ইহাও ঠিক হইল। যদি এই সব মীমাংসা ঠিক হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব বিষয় নিত্য হয়, ইহা সপ্রমাণ হইল। বাস্তবিক যদি সব নিত্য হয়, তাহা হইলে যাহা কিছু বলি তাহা সব সংস্কার, অতএব সংস্কারটিকে এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যতদিন নাগরদোলার নাম থাকিবে, ততদিন উঠা, পড়া ও ঘুরা থাকিবে; যতদিন জগৎ থাকিবে ততদিন মায়া থাকিবে। যদি কেহ মায়া থেকে পার হইতে চেষ্টা করে, তাহা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

জ্ঞানীর জ্ঞান জ্ঞা অবধি হয়, প্রেমিকের প্রেম পরাপর হয়। জ্ঞানী অবধিতে আছে, ইহার কারণ উচ্চ, অনুচ্চ পদ আছে; প্রেমিক অবধিতে নাই, ইহার কারণ প্রেমিকের নিকট সমস্ত নিত্য। যাহা কর, তাহাই কর, কোন দোষ নাই, কিন্তু যদি করিয়া ভেদ বল, তাহা হইলে নিয়মকে প্রতিপালন কর, কেননা সংস্কারটি দোষযুক্ত না হয়। সংস্কার ভেদাভেদটিকে শিক্ষা দেয়, এবং এই সংস্কারকে এক প্রকার করিবার দরুণ সমাজ হইয়াছে। এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং, এক ধর্ম্ম করা অবতারের কার্য্য হয়। যে সমাজের ভিতর এক প্রকার ব্যবহার আছে, তথায় একতা আছে এবং যথায় একতা আছে, তথায় এক আছে; বাস্তবিক এক নিত্য হয়, কিন্তু সংস্কারের কারণ নানা প্রকার ভেদ দেখি।

জগতে অবতার একটি প্রকারের সামাজিক ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছুরই শিক্ষা দেয় না, কেননা যাহা এক—তাহা সত্য এবং যাহা বহু—তাহাই অসত্য। জাগতিক জন সংস্কার হেতু ভেদ দেখে, কিন্তু বাস্তবিক সব এক হয়। অবতার জাগতিক জনের অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করিয়া সমস্তকে নিত্যতে ঠিক করে, ফলত সমস্ত নিত্য হইলে আর অঠিক কিছুই রহিল না। কার্য্য করা, আর না করা, উভয়ই সমান রহিল। তবে কেন স্বাভাবিক নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করিতে বিরত হই, বা একাদশ তত্ত্বগুলিকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হই?

যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন কার্য্য ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে হইবে। মায়া ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহার কারণ জাগতিক

জন কেহই মায়াতীত নয়। দেখ আমিও মায়াতে বশীভূত, কারণ জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু আমাতে লক্ষিত হয়। তোমায় ও আমায় প্রভেদ এই যে তুমি সুখ ও দুঃখকে ভেদ জ্ঞান কর, আমি তাহা করি না, কারণ আমি জানি যে সমস্ত বিষয় নিত্য হয়; তবে যাহা করি তাহা কেবল স্বাভাবিক নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করিবার জন্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। মনে করিব যে করিব না, তাহাও করিতে পারিব না, কারণ ঘূর্ণমান জগতের নিয়মটি স্বভাবসিদ্ধ হয়।

তুমি জ্ঞানী বলিয়া কত অহঙ্কার করিতে, কিন্তু অহঙ্কার কোথায় গেল? অতএব তোমার অহঙ্কারটি দূষনীয়; কিন্তু "সংসার-রহস্যের" অহঙ্কারটি প্রশংসনীয়। তোমার অহঙ্কারটি উচ্চ ও অনুচ্চ অর্থাৎ অনিত্যকে শিক্ষা দিতেছে। যাহা নিত্য তাহাই প্রশংসনীয়, যাহা অনিত্য তাহাই দূষনীয়; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অবতার সংস্কারকে একীভূত করিবার দরুণ ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়া লৌকিক ব্যবহারগুলিকে প্রচার করিয়া সামাজিক ধর্ম্মকে ঠিক করে। অতএব সামাজিক নিয়মের একতার নাম লৌকিক ধর্ম্ম হয়, এবং যথায় সামাজিক নিয়ম এক প্রকার আছে, তথায় লৌকিক ধর্ম্ম আছে। বাস্তবিক সমতার নাম সমাজ হয়।

অহে জ্ঞানী পুরুষ! তুমি মায়া কি, এখন জানিতে পারিলে? নিয়ম কি, জানিতে পারিলে? বিষয় ধর্ম্ম ও লৌকিক ধর্ম্ম কি, জানিতে পারিলে? যদি তুমি জানিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে এখন মায়ার খাতিরে সংসার নিয়মকে প্রতিপালন করিয়া জান যে সমস্ত বিষয় নিত্য, বস্তুত জানিতে পারিলে নিত্যটিকে আরো দ্বিগুণতর পুরুষকারের সহিত জগতে কার্য্য করিতে পারিবে, এবং মনোযোগের সহিত কার্য্য করিলেই সিদ্ধি লাভ করিবে। বাস্তবিক কার্য্য সিদ্ধি

হইলেই আনন্দ লাভ হয়। যতক্ষণ সৎ—ততক্ষণ আনন্দ, আর সৎটির লোপ ঘটিলে অসৎটি অনিবার্য্য।

আদি এক, ইহা তুমি দর্শনের দ্বারা শিক্ষা কর; মধ্য ও অন্তটি এক হয়, ইহা তুমি অবতারের গঠিত লৌকিক ধর্ম্মের নিয়মের দ্বারা ও পুনঃ জীবনের দ্বারা শিক্ষা কর। মধ্যটি—আদিকে ও অন্তকে এক করিতেছে; যদি মধ্যটি যায়, তাহা হইলে আদি ও অন্তটি যায়, ইহা নিশ্চয় জানিবে। বর্ত্তমানটি—ভূত ও ভবিষ্যতকে ঠিক করে; যদি বর্ত্তমানটি যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের অস্তিত্ব কোথায়? এই সব সংস্কার যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সংস্কারটিকে এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

তুমি জ্ঞানী ছিলে, সংস্কার হেতু মায়াগুণে আকৃষ্ট হইয়া এখনও রোদন করিতেছ, আমার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেছ, আর আমোদিনীকে চিন্তা করিতেছ; কিন্তু যখন তোমাতে এই সব গুলির অভাব ঘটিবে তখন স্বভাবটি উপস্থিত হইবে। স্বভাব ছাড়িও না, অভাবও হইবে না। যথায় পুরুষকার তথায় স্বভাব, যথায় স্বভাব তথায় পুরুষকার হয়।

অবতারের লীলা আর কিছুই নয় খালি পুরুষকার। অবতারেরা পুরুষকারের দ্বারা আদিকে, মধ্যকে ও অন্তকে এক করে। অবতারেরা সূত্র ধরাইয়া দিয়া রূপান্তর হয়, দার্শনিক শিষ্যেরা বর্ত্তমান দর্শনের দ্বারা আদিকে এক করে; অতএব আদি ও মধ্য ও অন্ত যে এক হয়, ইহা অবতারের দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়। দার্শনিক অতীতকে ও ভবিষ্যৎকে ছাড়িল, পৌরাণিক বর্ত্তমানকে ও ভবিষ্যৎকে ছাড়িল, আর স্মৃতি অতীতকে ও বর্ত্তমানকে ছাড়িল।

জ্ঞানীরা বকিতে বা লিখিতে পারে, কিন্তু প্রেমিকেরা, অর্থাৎ অবতারেরা, পুরুষকারের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইতে

পারে, ইহার কারণ জ্ঞানীরা অবতারের শিষ্য হয়। অবতার মায়াকে খণ্ডণ করে না, বরং মায়াকে আরও জোড়া দেয়, কারণ মায়াটিকে ঠিক না করিলে ঘুর্ণীয়মান জগতের অস্তিত্ব কোথায়? ফলত অবতারেরা নিয়মকে প্রতিপালন করিয়া সমস্তকে নিত্য করে।

নিয়ম এক হইলে সংস্কারটি এক হয়, এবং সংস্কারটি আসিলে স্বভাব উপস্থিত হয়; বাস্তবিক স্বভাব আসিলে আর অভাব থাকে না। যথায় অভাব তথায় ভেদ জ্ঞান লক্ষিত হয়, কিন্তু যখন সংস্কারটি ভেদের মূল হয়, তখন নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সংস্কারটিকে এক করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

জ্ঞানী,—আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে মায়াকে ত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা যতক্ষণ দেহটি থাকে, ততক্ষণ মায়াটি থাকে। দেহ থাকিলেই কার্য্য চাই, যদি দেহের অভাব হয়, তাহা হইলেই সমস্তেরই অভাব হয়। দেহ আছে বলিয়া মায়া আছে, কারণ আপনি **এককে** আনিয়া সমস্তকে নিত্য করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আদিকে, মধ্যকে ও অন্তকে এক করিলেন। সংস্কারটি এক করিবার হেতু হয়, ইহার কারণ আপনি সকলকে এক প্রকারের নিয়মকে প্রতিপালন করিতে বলিলেন, এবং নিয়মকে প্রতিপালন করিবার জন্য পুরুষকার আনিলেন, ফলত পুরুষকারে স্বভাব হয়, ইহাও সিদ্ধান্ত করিলেন। স্বভাব ও নিত্য ও **এক** যে এক হয়, ইহাও ঠিক রাখিলেন। সমস্তকে অখণ্ড গোলাকার কবিলেন, উঠা ও নাবাকে সংস্কার করিলেন, আবার এই নিয়মটিকে ঠিক রাখিবার কারণ সমস্তকে নিত্য করিলেন, এবং সমস্তকে নিত্য করিবার দরুণ উঠা ও নাবা ও দেপাক নিত্য হইল। তবে আমি ঘোর সংসারী হইয়া নিয়মকে প্রতিপালন করি?

অবতার,—কর। **একের** কৃপায় এক হও।



তৃতীয় অধ্যায়।

মূর্ত্তি।

মূর্ত্তি ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব নাই। মূর্ত্তি আছে বলিয়া জগৎ আছে, কিন্তু যথায় নিরাকার আছে তথায় মূর্ত্তি লক্ষিত হয় না। নিরাকার কহিতে, লিখিতে, গুণ কীর্ত্তন করিতে পারে না, কিন্তু আকার কহিতে, লিখিতে ও গুণ কীর্ত্তন করিতে পারে; ইহার কারণ মূর্ত্তির ভিতর মানব মূর্ত্তিটি শ্রেষ্ঠ আকার হয়। আকার ও সৎ এক হয়, ফলত মূর্ত্তি ও আকার এক হয়।

জগৎটি গমনশীল বিষয় বলিয়া জগৎ নামে অভিহিত। গম ধাতুর উত্তর ক্বিপ প্রত্যয় করিলে জগৎ হয়। রূপান্তর জগতের গতি হয়। জগতের সমস্ত বিষয় রূপান্তর হয়, ইহার কারণ রূপান্তরিত বিষয় জগৎ হয়। মূর্ত্তি অর্থাৎ আকার না হইলে বিষয় হয় না, বাস্তবিক বিষয় না হইলে রূপান্তর বা গমনশীল হইতে পারে না, অতএব মূর্ত্তি সৎ আকার বা জগৎ এক হয়।

পঞ্চ মহাভূতে উর্ণনাভ ইব জগৎটি রচিত হয়, এবং ত্রিগুণে চিরকাল চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবে।

প্রভু হর এই সংস্কারটিকে জগতে প্রথম প্রচার করেন, এবং ইহার কারণ তিনি জগৎগুরু বলিয়া অভিহিত হন। গুরু বলিলেই প্রভু হরকে বুঝায়, অন্য কাহাকেও বুঝায় না, কারণ তিনি মানবগণকে অন্ধকার হইতে প্রথম আলোকে লইয়া আইসেন। গু—অন্ধকার, রু—আলোক, যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসেন, তিনিই গুরুপদ বাচ্য। গুরু ও শিষ্য বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে।

মূর্চ্ছতে ক্তি প্রত্যয় করিলে, মূর্ত্তি হয়। তৎ সৎ অর্থাৎ আকার, ন অসৎ অর্থাৎ নিরাকার নয়, কারণ নিরাকার হইলে অব্যক্ত হয়, আর আকার হইলে ব্যক্ত হয়। বিশেষ্য হইলে বিশেষ হইয়া বৈশেষিক হয়, কেননা বিশেষ হইলে গুণ হয়, গুণ হইলেই আকার হয়, আর আকারান্বিত হইলে অ+উ+ম কিম্বা উ+অ+ম ওঁম ও বম হয়। এই সব বিষয় অন্য রহস্যে বহুল প্রকারে বলা হইয়াছে।

জগৎটি ত্রিগুণ বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে যিনি এই জ্ঞানটিকে প্রথম প্রচার করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ উপাস্য বিষয় হন, এবং যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিহারী মিত্র এই প্রকার গুণ কীর্ত্তনকে মূর্ত্তি পূজা কহে।

সামাজিক ব্যবহার এক প্রকার থাকিলে একতা হয়, এবং একতাটি হইলে প্রকৃত জাতি ধর্ম্ম হয়, জাতি ধর্ম্ম থাকিলে বন্ধু হয়, বন্ধু হইলে মিল হয়, আর মিল হইলে মোক্ষ হয়। যিনি জাতি ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন, তিনি উপাস্য দেবতা হইতে পারেন।

উপাস্য ও উপাসক শব্দ যথায় ব্যবহার হয়, তথায় নিরাকার শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে না, কারণ নিরাকার শব্দ প্রয়োগ করিলে উপাস্য ও উপাসক থাকে না। অন্য রহস্যে ইহার বিচার বিশদরূপে করা হইয়াছে, ইহার কারণ বলা বাহুল্য বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম।

দর্শন-ধর্ম্ম একটী স্বতন্ত্র পদার্থ হয়, ইহার কারণ দর্শনগুলি বা উপনিষৎ বা গীতাগুলি জাতি-ধর্ম্ম হইতে পারে না। জাতি-ধর্ম্ম ব্যবহারময় হয়, আর দর্শন-ধর্ম্ম যুক্তিময় হয়। যদি জ্ঞান, বিজ্ঞান বা যুক্তির লোপ হয়, তাহা হইলে যাহার দ্বারা বিষয়কে নির্ণয় করা হয়, সেটির লোপ অনিবার্য্য। বিষয়ের লোপ ঘটিলে যে যাহা কিছু করিবে, তাহা অযথা, অতএব দর্শন-ধর্ম্মটি দর্শনের উপযুক্ত হয়, ব্যবহার ধর্ম্মের উপযুক্ত নয়। কোন জগতে দার্শনিক উপাস্য দেবতা নাই, বরং সর্ব্বত্র উপাসক বলিয়া কথিত। প্রেমিক সর্ব্বত্র উপাস্য দেবতা হন, কারণ প্রেমিক জাতি ব্যবহারটিকে প্রচার করিয়া ইহজগতে সকলকে এক প্রেম-ডোরে বাঁধেন।

যে ব্যক্তি জাতি ব্যবহারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে, সেই আত্মতত্ত্ব বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছে; বাস্তবিক আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে পরতত্ত্বটি সহজে বুঝিতে পারা যায়, কারণ স্বভাব দ্বিপ্রকার কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যে স্বভাবকে বুঝিতে পারে, সে অভাব কি, তাহাও স্বচ্ছন্দে বুঝিতে সক্ষম হয়। বিশেষ না হইলে বিশিষ্ট জন হইতে পারে না—ঋষি উপাখ্যান, জনক উপাখ্যান, বলি উপাখ্যান, লগন উপাখ্যান, অগ্নিবেস্য উপাখ্যান, ভুসুণ্ড উপাখ্যান, ও বশিষ্ঠ উপাখ্যান, ইত্যাদি ইহার প্রধান উদাহরণ, কারণ এই সব ব্যক্তিরা বিশেষ হইয়াছিল বলিয়া আর্য্য জগতে বিশিষ্ট জন বলিয়া কথিত। পুরুষকার ইহাদিগের জাতি ব্যবহার হয়, রাজভক্তি ইহাদিগের ইষ্টদেবতা হয়,

আত্মতত্ত্ব ইহাদিগের ধ্যান হয়; বাস্তবিক এই প্রকার কায়িক ব্যবহারকে ও মানসিক ধ্যানকে বিহারী মিত্র মূর্ত্তি পূজা কহে।

পুতুল পূজা প্রথম প্রহ্লাদ করে, যখন প্রহ্লাদ প্রভু হরের অর্থাৎ হরির দ্বারা পরাজিত হয় এবং পরে প্রহ্লাদ সমস্ত দৈত্যকুলকে শিক্ষা দেয়; ফলত তদবধি পুতুল পূজা চলিয়া আসিতেছে।

কোন একটী ব্রহ্মরাক্ষসী বরাবর মানব হত্যা করিয়া উদর পূরণ করিত। কিরাত দেশের রাজা ও মন্ত্রী এই মানব হত্যা নিবারণের কারণ একদিন রজনী যোগে সহরের বহির্দেশে বাহির হয়, এবং উহারা দৈব বশত ব্রহ্মরাক্ষসীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হয়। ব্রহ্মরাক্ষসী দ্বিজনকে সম্মুখে দেখিয়া মহানন্দে হুঙ্কার ছাড়িয়া উহাদিগকে বলিল :—

"যদি আপনারা উভয়ে আমার সহিত দ্বাত্রিংশ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন, নচেৎ আমার করাল কবলে কবলিত হইবেন।"

উভয়ে ব্রহ্মরাক্ষসীর দ্বাত্রিংশ প্রশ্নের উত্তর দিয়া ব্রহ্মরাক্ষসীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল, ব্রহ্মরাক্ষসী উভয়ের নিকট স্বীকার করিল যে অদ্য হইতে আমি আর মানব হত্যা করিয়া উদর পূরণ করিব না, বরং যথাসাধ্য বিপদগামী মানবকে রক্ষা করিব। তদবধি ব্রহ্মরাক্ষসী রক্ষিনী বলিয়া অভিহিত হইল।

রক্ষিনী কিঞ্চিৎ দিন কিরাত দেশে বাস করিবার পর, সে হিমালয়ের অঞ্জন গিরিতে যাইয়া এবং তথায় তপস্যা করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করে। কিরাতবাসীরা সেইস্থানে রক্ষিনীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রক্ষিনীকে কন্দরা, মঙ্গলা, মঙ্গলচণ্ডী, রক্ষাকালী ও রক্ষিনী বলিয়া পুতুল পূজা করিতে লাগিল। কালক্রমে সেই মূর্ত্তি ভারতের চারিধারে ব্যাপিল।

প্রহ্লাদ হইতে পুরুষ পুতুল পূজা হইল। কিরাতবাসী হইতে স্ত্রী পুতুল পূজা হইল। পরে নানাহেতু নানা প্রকারের নানা মূর্ত্তি হইল।

উপাস্য ও উপাসক দুইটী পদার্থ অর্থাৎ বড় ও ছোট। যদি উপাস্য অচেতন হইল, তাহা হইলে উপাসক আরও কত বেশী হইল। যদি তর্ক হিসাবে সব এক, এক সব, এই দর্শনটিতে আনিয়া মীমাংসা করিতে হয়, তাহা হইলে উপাস্য ও উপাসক নাই, এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা বিধিটি বৃথা হয়। প্রস্তরে, বা মৃন্ময়ে, দারুতে বা অষ্টধাতুতে মানব প্রাণ দিতে পারে না; যদি পারিত, তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়মটি থাকিত না। অনেকে বলিতে পারে, অজ্ঞানীদের পক্ষে এইটী প্রথম বিধি হয়, কারণ দ্বিতলে উঠিতে হইলে সিঁড়ির আবশ্যক, কিম্বা পণ্ডিত হইতে হইলে প্রথমে বর্ণ পরিচয়ের আবশ্যক, ইহা যে সত্য, তাহা বিনা সন্দেহে ও বিনা তর্কে সকলে স্বীকার করিবে, কিন্তু ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে পুতুল পূজা অজ্ঞানীদের পক্ষে অর্থাৎ অসভ্যদের পক্ষে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে পুতুল পূজার বিধি সর্ব্বত্র ছিল।

প্রভু হর ও প্রভু বুদ্ধ ভারতবর্ষে পুতুল পূজা উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কারণ ইঁহাদিগের শিষ্যেরা একলিঙ্গকে ও বুদ্ধ মূর্ত্তিকে রাখিল। বুদ্ধদেবের চাল, কলা বন্ধ হইল, কিন্তু একলিঙ্গের চাল, কলা বিধিটি চলিল।

প্রভু এব্রাহাম পুতুল পূজা উঠাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার বংশধর প্রভু মোজেস আবার চেষ্টা করেন, তিনি কতকটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট পুনরায় আবার চেষ্টা করেন, তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপে

উঠাইয়া দিতে পারগ হইয়াছিলেন। শেষে প্রভু মহম্মদ শেষ করিলেন। এক বংশ হইতে ক্রমান্বয়ে প্রায় চারি হাজার বৎসর জগৎকে শিক্ষা দিবার পর তদ্দেশ হইতে পুতুল পূজার সংস্কারটি গেল। প্রভু যোরাষ্টরও পুতুল পূজা উঠাইয়াছেন। মোট কথা সিন্ধু নদীর পরপার হইতে সভ্য জগতে আর কোথাও পুতুল পূজা নাই। যদি কেহ এখন এই সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পুতুল পূজা করিতে বলে, কেহই করিবে না। সংস্কার কি বালাই দেখ।

ভারতবর্ষের ভিতর পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে বঙ্গ প্রদেশের মত প্রত্যহ বা পরবতেহারে পুতুল গড়িয়া পূজা করা ও বিসর্জ্জন দেওয়া অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, যথায় সকলে যাইয়া পূজা করে, ইহার কারণ বোধ হয় ভাবতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোক বঙ্গ প্রদেশের লোক অপেক্ষা অনেকাংশে সভ্য হয়। তেজ, বল, শ্রী সমস্তই সংস্কারে গঠিত হয়।

মেড়ুয়াতে মেড়ুয়াতে মারামারি করিলে এখনও উহারা বলিয়া থাকে "তোম্ হাম্‌কো বাঙ্গালী পায়া হায়"? এই মেড়ুয়ারা বাঙ্গালী বাবুদিগের নিকট সাত টাকা বেতনের চাকরী করিয়া থাকে, কিন্তু কোন বাঙ্গালী মেড়ুয়ার নিকট চাকরী করে না, তথাপি সংস্কারের বল কি ভয়ানক হয়, হে ভাই সকল দেখ!

পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে একলিঙ্গ ও চন্দ্রনাথ ব্যতীত বঙ্গদেশে আদৌ কোন পুতুল ছিল না, কিন্তু ইদানীং অসংখ্য হইয়াছে, কারণ বঙ্গবাসীদিগের ভিতর পয়সা বেশী হইয়াছে, আর ভুঁইফোড় ধর্ম্ম অনেক প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরাজ বাহাদুরেরা বিদ্যা প্রচারের দরুণ প্রতি বৎসর অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন, আর খ্রীশ্চান আচার্য্যেরাও অনেক টাকা বঙ্গকে সভ্য করিবেন বলিয়া খরচ

করিতেছেন, এবং মুসলমানেরাও ধর্ম্ম প্রচারে ব্যয়কুণ্ঠিত নন, তথাপি যদি একটি তালিকা লওয়া হয় যে ইংরাজ বাহাদুরের বঙ্গদেশে আগমনের পূর্ব্বে কতগুলি প্রতিষ্ঠিত পুতুল ছিল, আর পরবতেহারে প্রতি বৎসর কতগুলি পুতুল গড়া হইত ও বিসর্জ্জন দেওয়া হইত, আর এখনই বা কতগুলি প্রতিষ্ঠিত পুতুল আছে, ও প্রতি বৎসর পরবতেহারে গড়া হয় ও বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, তাহা হইলে বঙ্গের সভ্যেরা জানিতে পারে যে একে শত বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না!

যত পাঁচ মিশিলি বিদ্যা বাড়িবে, তত ভ্রষ্টাচাব বেশী হইবে; যত অসত্য সত্য রূপে প্রকাশ পাইবে, তত উর্দ্ধর্ম্ম জন সমাজে বেশী প্রচার হইবে। লোক যত ক্ষীণ হয়, তত চতুরতা বৃদ্ধি পায়। এক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বহু হইলে ক্ষীণ হয়, আর বহু হইতে একত্রিত হইয়া এক হইলে সবল হয়।

ভিখারী, মসীজীবী, আইনবাজ, ধনী, ব্যবসাদার ইত্যাদি সকলে বিদ্যা শিখিতেছে, এবং উহারা সকলেই সভ্য বলিয়া বঙ্গদেশে পরিগণিত হইতেছে—আমাদিগের বাপ দাদার সংস্কৃত ভাষা হয়, ইহাও উহারা সকলে বলিতেছে, ফলত সকলেই আর্য্য ঋষিকে পূর্ব্ব পুরুষ বলিতেছে। বল দেখি—পুতুল হাত তুলে ভাত খায় কি? অমনি সকলে বলিবে—হাঁ। যেমনি বলিল, অমনি সম্পাদকেরা উহাদিগের নজির ধরিয়া কাগজে ছাপাইয়া দিল, যেমনি নজিরটি কাগজে প্রকাশ হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকের নাম ছুটিল, যেমনি নামটি ছুটিল, অমনি সম্পাদক হুড় হুড় করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিল। কিন্তু যে বলিল "পুতুল হাত তুলে ভাত খেতে পারে না," অমনি সব বাঙ্গালীরা তাকে ঘৃণা করিয়া তার মুখে চুন কালী দিল, ফলত সে ব্যক্তি মুখ পোড়া বানর বনিল।

পদার্থ দ্বি প্রকার হয়, যথা চেতন ও অচেতন। যাহা চেতন পদার্থ, তাহাই অপর চেতন পদার্থকে চৈতন্য দিতে পারে; অচেতন পদার্থ চেতন পদার্থকে চৈতন্য দিতে পারে না। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ তিন প্রকার চেতন পদার্থ হয়, তন্মধ্যে জরায়ুজ শ্রেষ্ঠ হয়। আবার জরায়ুজের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ হয়, মানবের ভিতর যাহাদের চৈতন্য আছে, তাহারা আবার অন্য মানবের ভিতর শ্রেষ্ঠ হয়। এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক বর্ণ, এক খাদ্য যাহাদের ভিতর আছে, তাহারাই রংদারদিগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। অচেতন পুতুলকে পূজা করিলে অচেতন তুল্য হইতে হয়, অচেতনের গৌরবান্বিত ক্রিয়া কিছুই নাই, ইহার কারণ পূজা হইতে পারে না। যার গৌববান্বিত ক্রিয়া আছে, তাহারই পূজা হইতে পারে, অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন হইতে পারে।

পুতুলের চক্ষু আছে—দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে—শুনিতে পায় না, নাসিকা আছে—ঘ্রাণ পায় না, হস্ত আছে—গ্রহণ করিতে পারে না, পদ আছে—চলিতে পারে না, তবে কি করিয়া ইহার পূজা হইতে পারে? যদি বল প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়, ইহা কি সম্ভবপর যে মানব পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? ভারতবর্ষে পুতলের অভাব নাই, তবে কেন প্রাণ প্রতিষ্ঠিত কোন পুতুল কহিতে, চলিতে বা লিখিতে পারে না? যদি পারিত, তাহা হইলে সকলেই দেখিতে পাইত।

পুতুলকে পুষ্প, চন্দন, চুয়া দ্বারা অর্চ্চিত বা অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কৃত করিলে কি পুতুলের চৈতন্য লাভ হয়, না পুতুল দ্রব্যের গুণ গ্রহণ করিতে পারে? ভোগ দিলে কি পুতুল ভোগ করিতে পারে, না পয়সা দিলে পুতুল হস্ত প্রসারণ করিয়া পয়সা গ্রহণ করিতে পারে? তবে এই সব দ্রব্য গ্রহণ করে কে? যদি বল পূজারী,—

পূজারী গ্রহণ করিলে তোমার কি লভ্য হইল? যদি বল পূজারী গ্রহণ করিলে পুত্র-বর গ্রহণ করা হয়—তবে কেন পুতুলকে সাক্ষীগোপাল করিয়া রাখা হয়? যদি বল সংস্কার—তাহা হইলে সংস্কারকে মার্জ্জিত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পূর্ব্বে সংস্কারের বিষয় বলা হইয়াছে। সংস্কার—হাঁ ও না—দুই গড়িতে পারে, সংস্কারের নিকট জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি কিছুই দাঁড়াইতে পারে না, তবে দেশের রাজচক্রবর্ত্তী চেষ্টা করিলে কতকটা হইতে পারে, যেমন রাজচক্রবর্ত্তী থিয়ডসিয়স হইতে খ্রীশ্চান ধর্ম্ম জনসমাজে বদ্ধমূল হইল। সপ্তম পুরুষে নূতন সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং নূতনটী পুরাতন বলিয়া গণ্য হয়।

প্রথমে যখন সতী দাহ উঠাইয়া দিবার আইন হইবে গুজব হইল, তখন বঙ্গদেশে কি ভয়ানক হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল এবং কত প্রকার নজির দেখাইয়া রাজদরবারে দরখাস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু যখন পাস হইল জানিল, তখন স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুরকে কত নিন্দা করিয়াছিল। অদ্য বঙ্গের কোন স্ত্রীলোক কি স্বামীর সহিত চিতাতে দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে?—না কোন বঙ্গবাসী আইনটী ভাল হয় নাই বলে? প্রথমে বুঝিতে পার নাই ইহার কারণ খারাপ বলিয়াছিলে, আপাতত বুঝিতে পারিতেছ, তাই ভাল বলিতেছ, আবার পঞ্চাশ বৎসর পরে যখন সংস্কারটি আরও ঠিক হইবে, তখন একাধারে সমস্ত বঙ্গবাসী বলিবে আইনটি ভাল হইয়াছিল।

যখন চড়কে বাণ ফোঁড়া বন্ধ হইল, তখনই বা কি না হইয়াছিল! আবার চড়কের সময় কাঁসারি ও জেলেপাড়ার লোকেরা সং সাজিয়া আমোদ করিত, তাহাও শিক্ষিত যুবকেরা অনভ্যতা

বলিয়া অদ্য উঠাইয়া দিল। শিক্ষার সহিত [illegible]রের বদল কি প্রকার ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও দেখ।

প্রথম যখন কলের জল হয় ও কলের চিনি আমদানী হয়, তখন কলিকাতাবাসীরা কি করিয়াছিল! জাত যাইল, জাত যাইল, জাত যাইল বলিয়া চারিধারে হুক্কা হুয়া করিয়াছিল! অদ্য আবার কলের জল মাপিয়া দিবার আইনের কথা শুনিয়া কলিকাতাবাসীরা কি লঙ্কাকাণ্ড না করিল! জাত যাইবে না?—হুজুর কলের জল দিল! পরদেশের চিনি যাহাতে আমদানী না হয়, তাহার দরুণ বঙ্গবাসীরা কি না লিখিল! কারণ গৃহে কলের চিনি এত হইতেছে যে পরদেশী চিনি না আসিলে ভাল লয়।

কনসেণ্ট বিলের সময় কি লঙ্কাকাণ্ড না হইয়াছিল! আবার অদ্য ঘরে ঘরে ঋতুমতি কন্যা রহিয়াছে এবং পঞ্চাশ বৎসর পরে সর্ব্বসাধারণ হইয়া যাইবে। যখন এই ব্যবহারটি সাধারণ হইয়া যাইবে, তখন কোন ব্যক্তি সপ্তম বর্ষের কন্যাকে বিবাহ দিলে অন্য সকলে নিশ্চয় বলিবে,—অমুক লোকটি কি অসভ্য, কন্যার বিবাহ সাত বৎসরে দিয়াছে! সমস্ত বালাই সংস্কার হয়। যখন বিহারী মিত্রের রহস্যাবলিকে বুঝিবে, তখন আর nonsense বলিবে না।

প্রথমে যখন বঙ্গদেশে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন জাতি যাইবে বলিয়া কেহ ইংরাজী শিক্ষা করিতে বিদ্যালয়ে যায় নাই। প্রথমে যখন Medical College হয় তখনও কেহ জাতি যাইবে বলিয়া তথায় প্রবেশ করে নাই। অদ্য সংস্কার কি হইয়াছে, যদি চক্ষু থাকে তাহা হইলে একবার দেখ। পঞ্চাশ বর্ষ পরে আমার রহস্যাবলি এই ভাব প্রাপ্ত হইবে, আর nonsense থাকিবে না।

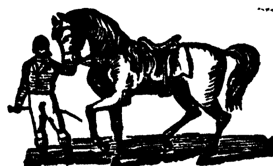
গঙ্গাসাগরে গর্ভের প্রথম ফলটিকে দেওয়া কি উৎকৃষ্ট কার্য্য ছিল, এবং উড়িষ্যার রথচক্রের নীচে স্বর্গে যাওয়া কি সুবিধা জনক পথটি ছিল, কিন্তু ইংরাজ বাহাদুরের নিষেধ আইন হওয়াবধি সংস্কার কি বদল হইয়া গিয়াছে! যদি কোন গ্রাজুয়েটকে এখন বলা হয়, এইরূপ সহজ উপায়ে স্বর্গে যাইতে প্রস্তুত আছ? বোধ হয়, কেহই রাজীনামা সই করিবে না, কেননা সকলে জানিয়াছে যে স্বর্গে ফাঁকি দিয়া যাওয়া হয় না; জ্ঞান, ক্রিয়া ও ভক্তি ব্যতীত স্বর্গ হয় না। স্বর্গ ও নরক মনে বিরাজ করে। মন শান্তির নাম স্বর্গ, আর মন অশান্তির নাম নরক।

শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি জগতে অবতীর্ণ হইয়া যাহাতে সকলকার সংস্কারটি এক রকম হয়, ইহার চেষ্টা বিধিমতে করেন, কারণ এক রকম সংস্কার হইলে মন শান্তি হয়; আর মনে শান্তিটি আসিলে প্রকৃত শান্তি হয়। শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি জগতের মঙ্গল করেন বলিয়া শিব বলিয়া কথিত, এবং তিনিই সর্ব্বসাধারণের নিকট পূজনীয়। সর্ব্ব সাধারণ জন তাঁহার গুণকে কীর্ত্তন করিয়া বাহে ও অন্তরে এক হয়, এবং এক হইলেই বাসনা অনুযায়ী বাস হয়। শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির নাম উচ্চারণ করিলেও সর্ব্বপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ পাওয়া যায়।

শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির গুণ কীর্ত্তনকে বিহারী মিত্র মূর্ত্তি পূজা কহে। শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিটি ত্রিগুণ বিশিষ্ট হন, এবং সকলে তাঁহাকে অবতার কহে; ইহার কারণ তিনি অন্য জাগতিক জনকে শিক্ষা দিতে পারগ হন। দর্শন একটী স্বতন্ত্র বিষয় হয়, এবং কোন কালে সাধারণের বিষয় হয় নাই। যাহার যাহা ধর্ম্ম তাহার তাহাই রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কারণ ধর্ম্মকে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির কথিত বচনকে রক্ষা না করিলে নিজের অর্থ থাকে না। দর্শন-ধর্ম্মকে দর্শন ধর্ম্মে রাখা উচিত, সামাজিক ধর্ম্মকে সামাজিক ধর্ম্মে রাখা

উচিত, রাজনীতিধর্ম্মকে রাজনীতি ধর্ম্মে রাখা উচিত, গুপ্তনীতি ধর্ম্মকে গুপ্তনীতি ধর্ম্মে রাখা উচিত, অর্থাৎ সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মে রাখা উচিত, আর স্থূলকে স্থূলে রাখা উচিত; ফলত পুতুলকে পুতুলের ধর্ম্মে রাখা উচিত হয়। যদি এই সমস্ত নিয়মগুলিকে ঠিক রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে প্রকৃত ধর্ম্ম হয়, এবং সামাজিক ধর্ম্মকে রাখিতে হইলে শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির গুণকে কীর্ত্তন করিতে হয়, বস্তুত সকলে শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির গুণকে কীর্ত্তন করিলেই প্রকৃত পূজা করা হয়। প্রকৃত পূজাটি চলিলেই সংস্কারটী এক হয়, সংস্কারটি এক হইলেই তবে স্থূলে এক হয়, বাস্তবিক স্থূলে এক হইলে সূক্ষ্মে এক হয়। হে ভাই ভগিনী সকল! অবতারের গুণ কীর্ত্তন কর সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

রহস্যগুলি চরাচরে হইল ব্যাপ্ত।
"নিয়ম রহস্য" সত্য হইল সমাপ্ত॥



ভ্রমণ-রহস্য।

ভ্রমে, ভ্রমে, ভ্রমণ হয়, মিত্র ইহা কয়।
মিত্রে, মিত্রে ধর্ম্ম হয়, না করিও সংশয় ॥

বি, মিত্র।

ভ্রমণ-রহস্য।

কোথা ছিলে, কোথা এলে, কোথা যাবে বল, স্থূল সূক্ষ্মে ঘুরাঘুরি উপাধি বহুল।
কত এল, কত গেল, কত কি লিখিল, কালক্রমে নানা মত জগতে ব্যাপিল॥
এক উঠে, এক পড়ে, দ্বিপ্রথা রহিল, গোলাকারই সত্য হয়, নিত্য কহিল।
সর্ব্বশাস্ত্রে সূক্ষ্ম এক, প্রমাণ হইল, গুণ ভেদে ভেদাভেদ, সংস্কার কহিল॥
যত তর্ক, তত ভ্রমণ, মিত্র রচিল,
মিছামিছি তর্ক বিতর্ক, মিত্র বলিল।
অবতার সত্য হয়, প্রত্যক্ষ জানিল,
ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শেষে আপনি হইল।

মীমাংসা।

কোন কালে অপ্রতিষ্ঠা নগরে দর্শন নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। সে সদা নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পরিষৎমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া পারিমাগুল্যাবধি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিত্যশঃ তাহার নিজস্ব কার্য্য পরিমাণ দণ্ডের জিহ্বার ন্যায় সম্পাদন করিত। কিঞ্চিৎ দিন এবম্বিধ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার পর তার যশোরাশি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধরিল। অমৃত পিপাসু ভ্রমণকারী তাহার প্রাসাদে

প্রসাদ পাইবার বাসনায় উপস্থিত হইলে সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিয়া এবং যথাযোগ্য অমৃত বর্ষণ করিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি আনন্দ দিত। কালক্রমে সে অপ্রতিষ্ঠা নগরে একজন প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ হইল।

কয়েক দিন মহানন্দে অতিবাহিত হইবার পর তাহার মনে হঠাৎ এক সংশয় উপস্থিত হইল। সে চিন্তাগারে বসিয়া চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে তাহার প্রধান বন্ধু জ্ঞান আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ দর্শন, জ্ঞানকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিয়া বলিল,—জ্ঞান! তুমি বলিতে পার কি কারণ নাগরিক জন আমায় এতাধিক সমাদর করে?

জ্ঞান,—তোমার গুণের কারণ নাগরিকজন তোমাকে এতাধিক সমাদর করে।

দর্শন,—গুণ ব্যতীত জগৎ নাই, তবে কেন কেবল আমায় করে?

জ্ঞান,—বিশেষ ও সাধারণ আছে। যাহা সাধারণ গুণ, তাহা সাধারণে আছে; যাহা বিশেষ, তাহা সাধারণে নাই, ইহার কারণ সাধারণ জন উপাসক হয়, আর বিশেষ জন উপাস্য হয়। তুমি বিশেষ হও, ইহার কারণ সাধারণ জন তোমার উপাসক হয়, তুমি উপাস্য হও। আরও দেখ, তেজ সকলেতে আছে, কিন্তু সূর্য্যের মত তেজ কাহাতেও নাই।

দর্শন,—তুমি ভেদ জ্ঞান বলিতেছ, জ্ঞানের কর্ম্ম অভেদ বলা; তবে তুমি কি ভাবে বলিতেছ, প্রকাশ করিয়া বল?

জ্ঞান,—আমি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাই বলিতেছি, অপ্রত্যক্ষ কিছুই বলি নাই। যাহা অপ্রত্যক্ষ, তাহা প্রত্যক্ষ করা জ্ঞানের কর্ম্ম নয়, কারণ জ্ঞান জ্ঞাবধি বলিতে পারে; জ্ঞা অতীত, জ্ঞানের অতীত হয়।

দর্শন,—তুমি কত দূরকে জ্ঞানাবধি বল ?

জ্ঞান,—ব্যোমাবধি।

দর্শন,—ব্যোমের ভিতর সকল বিষয় আছে। তবে কেন এই ব্যতিক্রমটি লক্ষিত হয় ?

জ্ঞান,—ব্যোমের ভিতর সব আছে বলিয়া এই ব্যতিক্রমটি ঘটে, কারণ জ্ঞান জানিতে পারিয়াছে যে ভেদ সর্ব্বত্র হয়। দেখ তোমাকে সকল নাগরিক জন সমাদর করে, আমায় তদ্রূপ করে না, ইহার কারণ বোধ হয়, সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রথমত জ্ঞান পুরুষকারের দ্বারা বিষয়কে জনসমাজে সংস্কারে আবদ্ধ করিয়া দেয়, যাহা দ্বারা পরে মানব সংস্কার বলে অনায়াসে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে। যদি তুমি আবার ব্যক্তিতে অন্য সংস্কার করিয়া দিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে ব্যক্তিরা আবার সেই সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া উৎকৃষ্ট ফল পাইবে ; কিন্তু তোমাকে জনসমাজে ভেদ সংস্কারটিকে প্রচার করিতে হইবে, কারণ ভেদ ব্যতীত সংস্কার হয় না।

দর্শন,—তুমি কি বলিতেছ ? ভেদের শিক্ষা কেহই দেয় না, কিন্তু অভেদের শিক্ষা সকলেই দেয়।

জ্ঞান—তুমি যাহা বলিলে, ইহা পুস্তকে ঠিক হয়, কিন্তু কার্য্যে কিছুই মিলে না। যদি মিলিত, তাহা হইলে এত প্রকার পুস্তক হইত না, এত মত্ হইত না, এত দল হইত না, এত গুরু ও শিষ্য হইত না ; তবে যাহা বলা হয়, তাহা কেবল দল বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রথমে একটিকে না ধরিলে দর্শন হয় না, প্রথমে একটিকে অনন্ত না রাখিলে জ্ঞান হয় না, প্রথমে একটিকে বিশ্বাস না করিলে উপাসক হয় না। আরও দেখ, দর্শনের একটি, জ্ঞানের একটি, এবং

উপাসকের অর্থাৎ প্রত্যেকের একটি, স্বতন্ত্র হয়। যদি স্বতন্ত্রটি সর্ব্বত্র রহিল, তাহা হইলে অভেদ কোথায় রহিল?

দর্শন,—শব্দে ভেদ হয়, কার্য্যে অভেদ হয়।

জ্ঞান,—আমি বলি শব্দে অভেদ হয়, কার্য্যে ভেদ হয়।

দর্শন,—দেখ, **একেকে** কত জন কত প্রকার শব্দে সম্বোধন করিতেছে, কিন্তু কার্য্যটা কি অভেদ নয়? সম্বোধন কার্য্যটি সকলে করিতেছে, কিন্তু সকলে এক প্রকার শব্দ ব্যবহার করিতেছে না।

জ্ঞান,—সকলে শব্দের দ্বারা সম্বোধন করিতেছে, অতএব অভেদ কোথায়? তবে যে বাক্যের দ্বারা সম্বোধন করিতেছে তাহাই স্বতন্ত্র হয়।

এই স্বতন্ত্র ভাব দিলে কে?
বোধ হয় বলিবে,—সংস্কার।
তবে সংস্কার করে কে?
বোধ হয় বলিবে,—মানব।

তাহা হইলে ভেদটিকে শিক্ষা দিবার স্বামী মানব হয়। কেহ পুত্র রূপে আসেন, কেহ বন্ধু রূপে আসেন, কেহ দার্শনিক রূপে আসেন, কেহ জ্ঞানী রূপে আসেন, কেহ উপাসক রূপে আসেন। যদি সর্ব্ব মানব এক হইত, তাহা হইলে ভেদ জ্ঞান থাকিত না; অতএব ঘূর্ণমান জগৎটিই ভেদ হইবার মুলীভূত কারণ হয়।

ভেদ জ্ঞান না থাকিলে তোমাকে সকলে পূজা করিতে আইসে কেন, এবং তোমার ভেদ জ্ঞান না থাকিলে তুমি পূজাকে গ্রহণ কর কেন? আরও দেখ, তুমি বক্তা হও, অপরে শ্রোতা হয়, তুমি কাহারও নিকট যাও না, কিন্তু তোমার নিকট সকলে আসে। আরও দেখ, তুমি অমুক ভাল, অমুক মন্দ বলিতেছ, যদি ভেদ

জ্ঞান প্রথমাবধি না থাকিত, তাহা হইলে তুমিও বিষয়েতে এই ভেদ জ্ঞান করিতে না। যতদিন জগতে উপাস্য ও উপাসক আছে, ততদিন জগতে ভেদ জ্ঞান আছে। উপাস্য ও উপাসক যদি না থাকিত, তাহা হইলে অভেদ হইত। জগতে অভেদ কিছুই নাই, তবে মহাজনেরা পুঁথিতে বা বাক্যে অভেদ লেখে ও বলে। **এককে** প্রমাণ করিতে হইলে পূর্ব্ববৎ যুক্তির দ্বারা, না হয়তো পরবৎ যুক্তির দ্বারা টুক্‌রা করিতে করিতে কিম্বা জুড়িতে জুড়িতে শেষে অশেষে আসিয়া উপস্থিত হইয়া **এক** বলিতে বাধ্য হয়, এবং এই **এক** অভেদ হয়; কিন্তু এই **এককে** লইয়া কেহ কি জগতে কার্য্য করিতে পারে? যদি পারিত, তাহা হইলে জগতে এত প্রকার সংস্কার থাকিত না।

পঞ্চভূতে দেহ হয়, এবং ইহাই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে পঞ্চ ভূত পঞ্চ প্রকার শিক্ষা দিতেছে। পঞ্চ ভূত একরকম শিখায় না, যদি শিখাইত, তাহা হইলে পঞ্চগুণগুলি আকারেতে আত্মপ্রমাণের স্বরূপ থাকিত না।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত্ ও ব্যোম এই কয়েকটি হইতে পঞ্চগুণ জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, যথাঃ—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; কিন্তু এই গুলি সত্য কি মিথ্যা, ইহার প্রমাণ কে করিতেছে? বাস্তবিক যদি ইহার প্রমাণের বিষয় না থাকিত, তাহা হইলে জগতে আরও কত কথার শ্রাদ্ধ হইত! নাসিকা—গন্ধকে প্রমাণ করিতেছে, জিহ্বা—রসকে প্রমাণ করিতেছে, চক্ষু—রূপকে প্রমাণ করিতেছে, ত্বক—স্পর্শকে প্রমাণ করিতেছে, কর্ণ—শব্দকে প্রমাণ করিতেছে, কিন্তু ইহাতেও নিষ্কৃতি নাই, কেননা খালি মুণ্ডটি আবার কিছুই নয়। বাক্, পাদ, পানি, লিঙ্গ, গুহ্য যোগ না দিলে মুণ্ড থাকে কোথায়?—ইহাতেও যে সব ঠিক হয়, ইহাও

কেহ বলিতে পারে না, কারণ বৈদ্যেরা আরও কত বাহির করিয়াছে, যথা:—মাংস, মেদ, অস্থি, রেত। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলে আরও কত বাহির হয়। অতএব একটি ব্যতীত অপরটীর যখন অস্তিত্ব নাই, তখন ভেদ জ্ঞান সত্য হয়।

দর্শন,—তুমি অভেদ জ্ঞানের গোড়াটি না বলিয়া ডাল পালা গুলিকে বলিলে, ইহার কারণ ভেদ জ্ঞানকে প্রমাণ করিলে। শব্দ স্বভাবসিদ্ধ হয়। শব্দ হইতে প্রথমে অ বর্ণ হইল বলিয়া অ বর্ণকে অন্য সব বর্ণের মুখ্য স্থান কহে। বর্ণ হইতে পদ হইল, পদ হইতে ভাষা নিয়ম হইল, ভাষা নিয়ম হইতে মার্জ্জিত ভাষা রহস্য হইল, ভাষা রহস্য হইতে আবার দর্শনে এক আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখ গোড়ায় এক, আবার শেষে এক, অতএব ভেদ নাই, ফলত সমস্তই অভেদ; তবে মধ্যের মধ্যটির নানারূপটি অজ্ঞানীর পক্ষে প্রসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে নয়। আরও দেখ তুমি যাহা কিছু বলিলে, তাহা সমস্তই মৃতদেহে থাকে; তবে কেন মৃতদেহ সমস্ত কার্য্য করিতে পারে না? তোমায় এইটী স্বীকার করিতে হইবে যে আরও কিছু উহাতে আছে, কারণ শক্তি না থাকিলে শক্তি হয় না। কেমন হে, এইটী ঠিক কি না?

জ্ঞান,—তুমি যেমন শব্দকে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, বোধ হয়, শক্তিকেও তেমন করিবে। যদি এইটী ঠিক হয়, তাহা হইলে মৃতদেহে শক্তির অভাব কেন? আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাতে মানবদেহ প্রস্তুত হয়, কিন্তু সে মানবদেহটী প্রাণ বিহীন হয়, ইহা স্বীকার করি; তবে তুমি যে শক্তির আবশ্যক বলিয়াছ তাহা ঠিক, কারণ প্রাণবায়ু না বহিলে প্রাণ থাকে না। যদি প্রাণবায়ুটী শক্তি হয়, তাহা হইলে রূপান্তর

হয় কেন? বায়ু সর্ব্বত্র রহিয়াছে, তবে মৃতদেহে থাকে না কেন? বৈদ্যেরা কল্পনা করিয়া পঞ্চবায়ু করিয়াছে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অভেদ কোথায়? বরং আবার ভেদ আসিয়া উপস্থিত হইল, কারণ এক বায়ু হইল না, পঞ্চ বায়ু হইল।

দর্শন,—তুমি এত মোটা বুঝ কেন? মৃতদেহে শক্তি নাই, ইহা কে বলিল?

জ্ঞান,—তুমি সূক্ষ্ম করিয়া বল, কেননা সকলকার অক্ষ প্রত্যক্ষ করিতেছে যে মৃতদেহে শক্তি নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে অবস্থা ভেদ লক্ষিত হইত না।

দর্শন,—তুমি মৃতদেহটিকে নষ্ট করিয়া ফেল, নষ্ট করিলে দেহটী মহাভূতে যাইয়া পরমাণুরূপে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু শক্তিটি বরাবর বর্ত্তমান রহিল। পরমাণুর সংযোগে ও বিয়োগে বৃহদাকার হইল, সেই বৃহদাকারটি আবার মানবদেহ হইল, তবে উপাধি বহু হইল। যদি একটি ভূমিশায়ী মাতালকে দেখ, তাহা হইলে তুমি কি বলিবে যে উহাতে শক্তি নাই? কিম্বা যদি একটি সমাধিস্থ পুরুষকে দেখ, তাহা হইলে বলিবে কি যে উহাতে শক্তি নাহ? এই সব রূপান্তরিত বস্তুগুলি পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

জ্ঞান,—পরমাণু সংযোগ হইতে হইতে বৃহৎ ভান্ড হয়, আবার বৃহৎ ভান্ড বিয়োগ হইয়া পরমাণু হয়, কিন্তু সংযোগটি ও বিয়োগটি দুইটি অবস্থা হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। দেহের জীবিতাবস্থা ও দেহের মৃত অবস্থা—পরমাণুর সংযোগ অবস্থা, আর পরমাণুর বিয়োগ অবস্থা হয়; কিন্তু তুমি পরমাণুটিকে স্বভাবসিদ্ধ অবস্থা বল, যেমন তুমি শক্তিটকে বলিয়াছ। ভূমিশায়ী মাতাল ও সমাধিস্থ পুরুষ ইহ জীবনে পুনরুত্থান করে, কিন্তু মৃতদেহ আর পুনরুত্থান করে না। যদি

সর্ব্বত্র শক্তি বর্ত্তমান হয়, কিম্বা পরমাণু বর্ত্তমান থাকে, তবে অবস্থান্তর হয় কেন? দেহ যদি অবস্থান্তর হয়, ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে অভেদ হইল না, বরং ভেদটি সত্য হয়, ইহার প্রমাণ হইল।

দর্শন,—তুমি ভেদ কাহাকে বল?

জ্ঞান,—যাহাতে একাবস্থা দেখি না।

দর্শন,—অন্ধেরা, এক অন্ধকার অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অবস্থাকে দেখিতে পায় না। তুমিও অন্ধ হও, তাহা হইলে একাবস্থা সর্ব্বত্র দেখিবে।

জ্ঞান,—অন্ধ হইলে দেখিতে পাইব কেন? আমি দেখিতে পাইতেছি, তাই তোমাকে বলিতেছি যে ভেদ সর্ব্বত্র হয়। অন্ধ হইলে তোমার ভাল হয়, কেননা তোমার অনুগ্রহে আমাকে থাকিতে হয়। তুমি ইহাও জানিবে যে অন্ধতেও ভেদ জ্ঞান আছে। তুমি অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর,—"এখন রাত্রি, না দিবা"—অন্ধ তৎক্ষণাৎ যথাযথা উত্তর দিবে; অতএব ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন,—তুমি সূক্ষ্ম ধরিতেছ না, খালি স্থূল ধরিতেছ, তাই ভেদ দেখিতেছ।

জ্ঞান,—যাহা সূক্ষ্মে আছে, তাহা স্থূলে আছে। যদি স্থূলে ভেদ হয়, তাহা হইলে সূক্ষ্মেও ভেদ আছে।

দর্শন,—স্থূলেও ভেদ নাই, আর সূক্ষ্মেও ভেদ নাই, তবে খালি সংস্কার গুণে ভেদ হয়।

জ্ঞান,—তোমা হইতেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, খালি সংস্কার গুণে ভেদ হয়। যদি অভেদ সমস্ত হয়, তাহা হইলে ভেদ আইসে কোথা হইতে? জ্ঞানী ও অজ্ঞানী আইসে কোথা হইতে? যদি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী থাকে, তাহা হইলে ভেদ সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন,—নিজ কর্ম্ম গুণে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী হয়।

জ্ঞান,—যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলেও ভেদ রহিল।

দর্শন,—স্থূলে ভেদ রহিল, কিন্তু সূক্ষ্মে রহিল না।

জ্ঞান,—স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটী হইল।

দর্শন,—স্থূল ঘসিতে ঘসিতে সূক্ষ্ম হয়, আর সূক্ষ্ম জুড়িতে জুড়িতে স্থূল হয়; অতএব স্থূল ও সূক্ষ্ম এক হয়।

জ্ঞান,—যখন উপাধি দুইটী হইল, তখন ভেদ হইল।

দর্শন,—আমি একটী বিষয় গ্রহণ করিলাম এবং বিষয়টিকে টুক্‌রা করিতে সুরু করিলাম, কিন্তু বিষয়টি টুক্‌রা করিতে করিতে এত ছোট হইল যে আর টুক্‌রা হয় না; আমি পিসিতে সুরু করিলাম, আবার পিসিতে পিসিতে বিষয়টি ফাঁকি হইয়া আমাকে ফাঁকি দিল। আমি বিষয়কে চিন্তায় আনিলাম, ফাঁকিটি আমায় ফাঁকি দিয়া কোথায় গেল? আমি চিন্তায় জানিলাম, ফাঁকিটি ফাঁকির অর্থাৎ শূন্যের সহিত পিরীত করিয়াছে। পিরীত করিলেই সংযোগ হয়, সংযোগ হইলেই বৃদ্ধি পায়; বস্তুত যত বৃদ্ধি পায়, তত বৃহৎ বিষয় হয়। আর বিষয় যত বিয়োগ হয়, তত সূক্ষ্ম হয়। দেখ একটী অণু সংযোগে ও বিয়োগে কত লীলা করে; তবে তুমি যাহা ভেদ দেখ, উহা লীলা ব্যতীত আর কিছুই নয়, কিন্তু বাস্তবিক অভেদ হয়।

আরও দেখ, তোমাতে একাদশ তত্ত্ব বিরাজ করিতেছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশ তত্ত্ব হয়, আর একাদশ তত্ত্ব করিতে হইলে মন কিম্বা অহঙ্কারটিকে জোড়া দিতে হয়। মন কিম্বা অহংটি না রাখিলে উপাধি ঠিক হয় না, ইহার কারণ উপাধিটিকে প্রমাণ করিতে হইলে অহঙ্কার তত্ত্বটিকে আনিতে হয়। এই একাদশ তত্ত্ব বিশিষ্ট যে উপাধি জ্ঞানপুরুষ তাহাকে আমি

নষ্ট করিলাম, ফলত নষ্ট হইলেই মহৎ তত্ত্বে যায়। মহৎ তত্ত্বটি পঞ্চ মহাভূত ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই মহাভূতের বিকাশ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হয়; আবার ইহার সহানুভূতি প্রমাণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক হয়; আবার ইহাদিগের কর্ম্ম নিয়োজিত প্রমাণ হস্ত, পদ, বাক, লিঙ্গ ও উপস্থ হয়; আবার এই বিংশতি তত্ত্বের বর্ত্তমান কর্ত্তা মন কিম্বা অহঙ্কার হয়। মন কিম্বা অহঙ্কার সমস্ত বর্ত্তমান তত্ত্বগুলিকে সাব্যস্ত করিতেছে। মহৎতত্ত্ব হইতে প্রকৃতি-তত্ত্ব হয়। এই প্রকৃতিতত্ত্ব অথবা অণু এক হয়। যেমন অণুর সংযোগে ও বিয়োগে সমস্ত বিষয় বিষয়ীভূত হয়, তেমন প্রকৃতি-তত্ত্বের বিকাশে ও অবকাশে সমস্ত তত্ত্ব তত্ত্বযুক্ত হয়।

তিন নাড়ী, ছয় চক্র, পঞ্চ বায়ু, পঞ্চ কোষ দেহের ভিতর বিরাজ করিতেছে। সহস্রারের অনুগ্রহে সমস্তগুলি চক্র সদৃশ ভ্রমণ করিয়া দেহকে মুক্ত ও বদ্ধ করিতেছে। দেখ জ্ঞান! গোড়ায় সমস্ত অভেদ হয়, পরে ভেদ হয়, যেমন এক হইতে বহু হয়। তুমি যাহা ভেদ দেখ, তাহা মধ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়, কিন্তু মধ্যটিতে নিয়মটি বর্ত্তমান হয়, এই নিয়মটি সংস্কার হইতে হয়, অতএব সংস্কারটি যাইলে, যাহা স্বভাব তাহাই হয়। যদি এই গুলি সত্য হয়, তাহা হইলে যেটি স্বভাব সেটি অভেদ হয়।

জ্ঞান,—তুমি যাহা বলিলে ইহা অত্যন্ত ভাল, কিন্তু মধ্যটিকে লইয়া জগৎ আছে, যদি মধ্যে ভেদ হয়, তাহা হইলে গোড়াতে ও শেষেতে ভেদ হয়। বর্ত্তমানটি আছে বলিয়া অতীতটি ও ভবিষ্যতটি আছে, যদি বর্ত্তমানটি না থাকিত, তাহা হইলে অতীতটি ও ভবিষ্যতটি থাকিত না। বর্ত্তমানটি ত্রিকালকে, অর্থাৎ অতীতকে ও ভবিষ্যতকে, সংস্কারে আবদ্ধ করিতেছে, অতএব বর্ত্তমানে যাহা

দেখি তাহাই সত্য। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে যখন বর্ত্তমান কালের সব বিষয়েতে ভেদ দেখি, তখন ভেদটি সত্য, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

দর্শন,—তুমি বরাবর ব্যবহার কাণ্ড বলিতেছ, দর্শন * কিছুই বলিতেছ না। ব্যবহারে সমস্ত ভেদ হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শনে সমস্ত অভেদ হয়।

জ্ঞান,—জগৎটি ব্যবহার ময়। দর্শনময় জগৎ নয়, কিন্তু জগৎময় দর্শন হয়।

দর্শন,—তুমি কি বুধোর পিণ্ডি উদোর ঘাড়ে ফেলিতেছ, আবার উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলিতেছ? সব পিণ্ডিকে এক পিণ্ডি করিয়া ফেল না, তাহা হইলে সব অভেদ হইয়া যায়।

জ্ঞান,—যদি সব পিণ্ডিকে এক পিণ্ডি করিব, তাহা হইলে এত বালাই কেন এবং তুমিই বা এত সূক্ষ্ম বাহির করিবে কেন? দেখ কতকগুলি একত্রিত না হইলে পিণ্ডি হয় না, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রথমে ভেদ ছিল, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে; পরে তুমি কল, বল বা ছলের দ্বারা এক পিণ্ডি করিয়াছ; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে তুমি খালি উপাধির দ্বারা এক করিলে, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।

আরও দেখ, ইংরাজ, রুস, জর্ম্মন, ফরাসী, সকলগুলিকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে ইউরোপিয়েন উপাধি দিতে হয়। আবার ইংরাজ, রুস, জর্ম্মন, ফরাসী, ইরানী, এমেরিকান, বুয়ারকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে শ্বেত মানব উপাধি দিতে হয়। আবার শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ মানবকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে খালি মানব উপাধি দিতে হয়। মানব ও পশুকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে জরায়ুজ উপাধি দিতে হয়, আবার অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ

ও জরায়ুজকে এক পিণ্ডি করিতে হইলে ভূত উপাধি দিতে হয়। এইবার ভূতের নৃত্য চলিল; প্রথমে রস শ্রেষ্ঠ ছিল, তৎপর তেজটি শ্রেষ্ঠ হইল, তৎপর মরুতটি শ্রেষ্ঠ হইল, তৎপর ব্যোমে সব পিণ্ডি শেষ হইয়া মহাভূতে এক পিণ্ডি হইল।

একের কিম্বা স্বভাবের নিয়ম ইহাই হয় যে, বিষয় পরে পরে উন্নতি মার্গে উঠে কিম্বা অবনতি মার্গে পড়ে। উন্নতির পরাকাষ্ঠাটি, আর অবনতির শেষটি এক, কিন্তু এই দুইটির মধ্যটি বিষম হইবার কারণ ঘূর্ণমান জগৎটি এক নিয়মে আবদ্ধ; এই নিয়মটি আবার আবশ্যক মতে উদ্ভব হয়।

আর পিণ্ডি চট্‌কাইবার পথ রহিল না, ফলত শ্রাদ্ধ গড়াইল, অর্থাৎ অজানিত আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাতেও কথার তর্ক চলে, কেননা যাহা জানি না, তাহাই অজানিত। যদি সে না জানিল তাহা হইলে অজানিত শব্দটিকে কি করিয়া প্রয়োগ করিল? অতএব জানিল যে অজানিত। তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই কুতর্ক করিবে না, কারণ কু কুৎসিতে থাকে, আর সু শুভতে থাকে। এই স্থানে কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি জ্ঞানী, সকলেই সামান্য মূর্খের মত হয়, কারণ জ্ঞাতীত যাহা, তাহা মানবাতীত।

পাগল যেমন মনে যাহা আইসে তাহাই বকে, কিন্তু কার্য্যে সে কিছুই করে না, কিন্তু অসাধারণ পাগল যাহা মনে আইসে তাহাই বকে কিম্বা লিখে। এই বকা কিম্বা লেখা জগতে সংস্কারটিকে তৈয়ার করিবার আদি তত্ত্ব হয়। এই আদিতত্ত্ব জগতে প্রথম ভেদটিকে শিক্ষা দেয়, কারণ ভেদ বিশিষ্ট পুরুষ হইতে প্রচার হয়। সে কি ভাল, কি মন্দ, ইহার বিচার করিল, এমন কি যদি একটী শব্দ লইল শিব, শিব, শিব, কিম্বা মৌন হইয়া সমাধিস্থ হইল, তথাপি ভেদটি বর্ত্তমানে রহিল। অপর ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, উচ্চারণ

করিল। পুরুষকার বলে উভয়ে যে চরম সীমায় গিয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উভয়ের মত্‌টি ভেদ হয়। এই ভেদ আদিতে আছে; যদি না থাকিত, তাহা হইলে মত্‌ ভেদ হয় কেন, কার্য্য ভেদ হয় কেন, ও বাক্য ভেদ হয় কেন?

দেখ, শব্দ এক; শব্দ হইতে যাহা উৎপন্ন অর্থাৎ বর্ণ জগতে তাহার ভেদ কেন? বর্ণ হইতে যে পদ হয়, তাহাই বা জগতে ভেদ কেন? পদ সাজাইবার নিয়ম, তাহাই বা জগতে ভেদ কেন? নিয়ম হইতে যে মার্জ্জিত ভাষা হয়, তাহাই বা জগতে ভেদ কেন? ভাষার দ্বারা যাহা ব্যক্ত করা যায়, তাহাই বা ভেদ কেন? একটি প্রদেশের শব্দ, অন্য প্রদেশের শব্দ হইতে ভেদ লক্ষিত হয়, ইহারই বা কারণ কি? ইহাতেই সপ্রমাণ হইল যে ভেদ সর্ব্বত্র বিরাজ করে। যাহা জ্ঞাতীত তাহা মানবাতীত হয়, তবে অভেদ বলা হয়, কারণ অজানিত।

আরও দেখ, ভ্রূণ হইতে একাবস্থা প্রাপ্ত হইতে প্রায় এক-বিংশতি বৎসর লাগে। কেন একেবারে এক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না? ভ্রূণ কোথা হইতে উদ্ভব হয়?

বোধ হয় বলিবে, দেহ হইতে।
দেহ আইসে কোথা হইতে?—
বোধ হয় বলিবে, অন্ন হইতে।
অন্ন আইসে কোথা হইতে?—
বোধ হয় বলিবে, মেঘ হইতে।
মেঘ আইসে কোথা হইতে?—
বোধ হয় বলিবে, সমুদ্র হইতে।
সমুদ্রের জল মেঘে পরিণত হয় কি করিয়া?—
বোধ হয় বলিবে, সূর্য্যের কিরণের দ্বারা।

সমুদ্র আইসে কোথা হইতে?—
বোধ হয় বলিবে, চন্দ্র হইতে।
সূর্য্য ও চন্দ্র আইসে কোথা হইতে?—?
বোধ হয় বলিবে পরমাণুর সমষ্টি হইতে কিম্বা
তাহার হুকুম হইতে।
পরমাণু ও তাহার হুকুম আইসে কোথা হইতে?—

বোধ হয় বলিবে, জানি না, অর্থাৎ অজানিত। এই অজানিতের স্থানে অভেদ হয়, কারণ জানি না। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে যত দূরে জানা যায় ততদূর ভেদ হয়, জানাতীত অভেদ হয়, অতএব বিশিষ্ট প্রমাণের দ্বারা জানা যায় যে ভেদটি সর্ব্বত্র হয়।

আরও দেখ, জগতের নিয়ম পরের পরে উন্নতি মার্গে উঠে কিম্বা অবনতি মার্গে পড়ে। উন্নতির যাহা পরাকাষ্ঠা, আর অবনতির যাহা শেষ, এই দুটি এক হয়। উন্নতির পরাকাষ্ঠা ও অবনতির শেষটি, এই দুটির মধ্যে যেটি—সেটী মানবজগৎ। এই মানবজগৎ নিয়মে আবদ্ধ এবং নিয়ম আবশ্যকমতে উদ্ভব হয়। ঘূর্ণমান জগতে যখন যেটির আবশ্যক তখন সেটী স্বয়ং উদ্ভব হইয়া অবশেষে নিয়মে আবদ্ধ হয়। নিয়মে সংস্কারটি প্রস্তুত হয় এবং সংস্কারটি কার্য্যেতে প্রবৃত্তি করায়, আর প্রবৃত্তিতে পুরুষকার আসে; বস্তুত পুরুষকারে ফল হয়, ফলে আনন্দ কিম্বা নিবৃত্তি হয়, অতএব ভ্রমণ ব্যতীত কিছুই দেখিতে পাই না; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভেদটি সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন,— তুমি আদি বা অন্তটিকে ধরিতেছ না, খালি মধ্যটিকে ধরিতেছ, ইহার কারণ ভেদটি দেখিতেছ।

জ্ঞান,—তুমি যাহা বলিলে ইহা ঠিক, কিন্তু মধ্য লইয়া মানবজগৎ বিরাজ করে। আমি কি করিয়া আদিকে ও অন্তকে খালি ধরি?

তুমি মধ্যে বিরাজ করিতেছ,—তুমি ও আমি, কি এক হইতে পারি?—না আমি স্ত্রীলোককে পুরুষ বলিতে পারি? তবে আমি মানব বলিতে পারি। তুমি কি এই গুলিকে ভেদ বল না?

দর্শন,—তন্ময় হইলে ভেদ থাকে না। যতক্ষণ স্ত্রী পুরুষ জ্ঞানটি থাকিবে ততক্ষণ ভেদটিও থাকিবে।

জ্ঞান,—তবে তুমি ভেদ আছে ইহা স্বীকার করিলে? তবে তন্ময় হইলে থাকে না, ইহা তুমি বলিলে। যদি তন্ময় হয়, তাহা হইলে নিজ তত্বের লোপ হয়; যদি নিজ তত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেন অন্য সব তত্বগুলি না যায়? যদি সব তত্বগুলির লোপ হয়, তাহা হইলে কেন না তৎতত্বের অস্তিত্বটি যায়? যদি তৎতত্বের অস্তিত্বটি যায়, তাহা হইলে কেন না ইহতত্বের লোপ হয়? যদি ইহতত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে কেন না ভেদ ও অভেদ তত্বের লোপ হয়? যদি ভেদাভেদের লোপ হয়, তাহা হইলে কেন না শূন্যের লোপ হয়? যদি শূন্যের লোপ হয়, তাহা হইলে কেননা অস্তিত্বের, দর্শনের, বিজ্ঞানের ও জ্ঞানের লোপ হয়? কিন্তু দেখ ধ্বংস কিছুরই নাই; যাহা অনন্ত বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছ, অদ্য তাহাই দেখিতেছ, আবার অনন্ত বৎসর পরে তাহাই দেখিবে; তবে ভেদ জ্ঞানের দরুণ অভেদ বল, কারণ অজানিত। তুমি যাহা বল তাহাই ভেদ, কারণ ভেদ হইতে অভেদে যাইতেছ। যতদূর ভেদ করিয়া যাইতেছ, ততদূর ভেদ দেখিতেছ; যখন ভেদ করিতে পারিতেছ না, তখন অভেদ বলিতেছ। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে অভেদ কোথাও নাই।

দেখ, পোকা মাকড় দেবতা বলিয়া পূজিত হয়, কারণ তৎসময়ে পোক মাকড় অভেদ ছিল। আবার একজন ভেদ করিয়া বাহির করিল, পোকা মাকড় অভেদ নয়, জল অভেদ হয়।

আবার একজন ভেদ করিয়া বাহির করিল, জল অভেদ নয়, তেজ অভেদ হয়। এই প্রকার একের পর এক ভেদ করিয়া জানিল নীতি অভেদ হয়। দেখ কি প্রকার খিচুড়ি হইল! ইহাতে কি স্পষ্ট প্রমাণ হইল না যে যত অভেদ তত ভেদ হয়? যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে মানব জগৎ ভেদ হয়, এইটি সত্য।

তুমি দেখ, সমুদ্র গর্ভের ভিতর যে জলচর যত নীচে আছে সে তত কালো হয় আর যে জলচর যত উপরে আছে, সেটি তত শ্বেত হয়। পৃথিবীতে যে মানব যত উপরে আছে সে তত শ্বেত হয়, আর যে যত নীচে আছে সে তত কালো হয়। এই ব্যতিক্রম কেন হয় বল দেখি?

বোধ হয় বলিবে, সূর্য্যের কৃপায়, কেননা সূর্য্যের দ্বারা রং প্রস্তুত হয়। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সমুদ্রগর্ভের নীচের জলচর শ্বেত হওয়া আবশ্যক, কেননা সূর্য্য রশ্মির অনেক দূরে বাস করে। কিন্তু যে সব মানব সূর্য্য রশ্মির দূরে বাস করে, তাহারা শ্বেত হয়, আর যাহারা নিকটে বাস করে, তাহারা কালো হয়। কিন্তু যে সমস্ত জলচর সূর্য্যের নিকট বাস করে, সে সমস্ত জলচর শ্বেত হয়, আর যে সমস্ত জলচর দূরে বাস করে, সে সমস্ত জলচর কালো হয়। ভূতের সূক্ষ্ম লীলা এত সূক্ষ্ম যে মানব বুদ্ধির ফাঁকির ফাঁকিতে পড়ে, এবং এই ফাঁকিটি অভেদ প্রস্তুত করিবার প্রধান কারিকর, কারণ নিজের প্রাধান্যটিকে ছাড়িতে পারে না। যদি অম্লান বদনে স্বীকার করে যে আমি আর ভেদ করিতে পারি না, তাহা হইলেই বালাই যাইয়া আরও ভেদ বাহির হয়। যত ভেদ করিবে তত ভেদ বাহির হইবে, যত ভেদ বাহির হইবে তত পুরুষকার বাড়িবে, যত পুরুষকার বাড়িবে তত নূতন আবিষ্কার হইবে, যত নূতন যোগ দিবে, তত যোগে যোগে প্রলয়

ঘটিবে, আর প্রলয় ঘটিলে পুনঃ স্থির] আসিবে; বাস্তবিক স্থির আসিলে আবার অস্থির ছুটিবে। এই স্থির ও অস্থির জগতের লীলা। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে ভেদটি সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন,—তুমি যাহা বলিলে ইহা যে ঠিক, তাহা নয়। তুমি এক সংখ্যা হইতে নয় সংখ্যা পর্য্যন্ত যাইতেছ, আবার নয় হইতে এক সংখ্যাতে আসিতেছ। এক সংখ্যাটিকে আদি করিয়া নয় সংখ্যাতে যাইয়া শেষ করিতেছ, আবার নয় সংখ্যাটিকে আদি করিয়া এক সংখ্যাতে শেষ করিতেছ। ইহাই আসা ও যাওয়া এবং যাওয়া ও আসা হয়। এই দুই পথ তুমি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছ। এক হইতে নয় সংখ্যাতে যাইতে যে সংখ্যা পর পর প্রয়োজন হয়, ইহাকে তুমি ভেদ বলিতেছ, কিন্তু আমি এই মধ্যটিকে ছাড়িয়া আদিকে ও শেষকে ধরিতেছি; ইহার কারণ আমি সমস্তকে অভেদ বলি।

তুমি মনে কর, কলিকাতা হইতে হিমালয় পর্ব্বতে গিয়াছ, আবার হিমালয় হইতে কলিকাতায় আসিয়াছ, বাস্তবিক তুমি মধ্য কিছুই দেখিলে না, তুমি খালি কলিকাতা ও হিমালয় এই দুইটী শব্দকে ভেদ বলিয়া জানিলে। আবার তুমি মনে কর, কলিকাতা ও হিমালয় এইটি ভেদ শব্দ দুইটী স্থানকে ভেদ করিবার দরুণ হয়, বাস্তবিক অভেদ হয়, কারণ কলিকাতা হইতে হিমালয় ভেদ নয়। যত কিছু মধ্যের স্থান দেখিতেছ, সমস্তই কলিকাতা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত জোড়া বা গাঁথা আছে; যদি বল নদ নদীতে ব্যবধান করিয়াছে, ইহা মহা ভ্রম, কারণ জল সিঞ্চন করিলে দেখিতে পাইবে যে সমস্ত এক লপ্ত আছে। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে কলিকাতা ও হিমালয় অভেদ হইল, তবে যে দুইটী স্থানকে ভেদ করিবার দরুণ হইয়াছে ইহা কেবল ব্যবহার

হয়। আরও দেখ শব্দ এক হয়, কারণ শব্দ ব্রহ্ম হয়। যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে ভেদ কোথায়?

আরও দেখ, দেহতত্ত্ব জানিতে পারিলে একস্থানে বসিয়া সমস্ত পৃথিবীর খবর বলিতে পারা যায়। যদি অভেদ সর্ব্বত্র বিরাজ করিত, তাহা হইলে কি করিয়া সমস্ত পৃথিবীর খবর এক স্থান হইতে যায়? এই সাধনকে আমি যোগ সাধন বলি। সমস্ত শূন্যে এক নেতুড় আছে, সমস্ত বায়ুতে এক নেতুড় আছে, সমস্ত তেজে এক নেতুড় আছে, সমস্ত স্থলে এক নেতুড় আছে। যদি ইহা সত্য হয়, আর পঞ্চভূতে দেহ হয়, ইহা যদি ঠিক হয়, আর দেহ সাধন করিলে যদি এক স্থান হইতে অন্য সমস্ত স্থানের খবর বলা যায়, ইহাও যদি সত্য হয়, তহা হইলে ভেদ কোথায়? কারণ ভেদ থাকিলে এক স্থান হইতে সমস্ত স্থানের খবর কি করিয়া বলিতে পারা যায়?

আরও দেখ **এক** হইতে সমস্ত হয়, ইহার কারণ সকলে **একের** সহিত প্রেম করিতে ইচ্ছুক। জগতে কেহ কি তিনি ছাড়া আছে? তবে ছাড়া এই, যে যার তিনি, সে তার তিনি,—শব্দের তারতম্য ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। আরও দেখ, মানবদেহ মাত্রেরই দুই হাত ও দুই পা হয়; যদি প্রভেদ থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত মানবের দুই হাত ও দুই পা হইত না, কোথাও বা দশ হাত, দশ পা, কোথাও বা তিন হাত, এক পা হইত। যদি ইহা ঠিক হয়, অর্থাৎ দুই হাত ও দুই পা মানবের হয়, তাহা হইলে ভেদ কোথায়? যদি কেহ এক লাফে কলিকাতা হইতে হিমালয়ে যায়, ইহাতে তুমি বলিতে পার যে মধ্য ভেদ না করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, কিন্তু যদি সমস্তকে এক কর, তাহা হইলে ভেদ কোথায়?

জ্ঞান,—তুমি কি খালি আদিটিকে বা শেষটিকে লইয়া জগতে কার্য্য করিতে পার? দেখ শিক্ষা না হইলে বর্ণবোধ হয় না, বর্ণবোধ না হইলে ভাষা বোধ হয় না। পিতা, মাতা ও রক্ষক যে প্রকার শিক্ষা দিবে, পুত্র তাহাই শিক্ষা করিবে। যদি শিক্ষা বিহনে বালক ভাষা পড়িতে পারিত, তাহা হইলে সমস্তকে অভেদ বলিতাম। দেখ যতক্ষণ বালক অন্য প্রকার ভাষা শিক্ষা না করিবে, ততক্ষণ সে বালক কিছুই বলিতে পারিবে না। যদি সকলে বিনা শিক্ষাতে জগতের সকল রকম ভাষা বলিতে, পড়িতে, বা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে অভেদ বলিতে পারিতাম।

আরও দেখ, এক ও নয় লইয়া কেহই হিসাব ঠিক করিতে পারে না; যদি পারিত তাহা হইলে অভেদ বলিতাম।

আরও দেখ, তুমি সমস্ততে এক নেতুড় দেখাইতেছ, ইহা যে সত্য, ইহার কোন ভুল নাই। তবে কেন তুমি দুইটী স্থানকে নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য দুইটী শব্দ প্রয়োগ করিলে? যদি সমস্তই অভেদ হয়, তাহা হইলে তুমি নিজে ভেদ জ্ঞান করিলে কেন?

আরও দেখ, নদ, নদী, সমুদ্র—যাহা এক স্থানকে অন্য স্থানের সহিত বিচ্ছেদ ঘটায়, ইহা কেহ কি একলপ্ত করিতে পারে? যদিও তুমি সিঞ্চনের প্রমাণ দেখাইয়াছ, কিন্তু ইহা কি যুক্তি সঙ্গত যে মানব সিঞ্চনের দ্বারা সমস্ত জমীকে একলপ্ত করিতে পারে? তোমার এইটীও জানা আবশ্যক যে এত জল থাকে কোথায়? এক ধার সিঞ্চন করিয়া একলপ্ত করিতে যাইলে আবার অপর ধারে ব্যবধান ঘটিবে। যদি এক ধার করিতে অপর ধার যায়, তাহা হইলে অভেদ কোথায়?

তুমি বাক্যের দ্বারা প্রমাণ করিলে, কার্য্যের দ্বারা দেখাইতে পারিলে না? তোমার বাক্য বাক্যতে রহিল, কিন্তু কার্য্যতে কিছুই

কল ফলিল না। যে বাক্য কার্য্যতে সত্য হয়, তাহাই যুক্তিসঙ্গত, আর যে বাক্য বাক্যতে থাকে, তাহা আকাশকুসুম হয়। আকাশ-কুসুম বলিয়া কি একটা কুসুম আছে, না ইহা অলীক বাক্য হয়! অতএব যাহা অলীক, তাহাই আকাশকুসুম। তবে আকাশ ও কুসুম আছে, কিন্তু আকাশকুসুম নাই।

তুমি বলিয়াছ, ভেদটা ব্যবহার হয়। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ব্যবহারময় জগৎ হয়। জগৎ ব্যবহারময় ব্যতীত আর কিছুই নয়। তুমি যাহা করিতেছ ইহাও ব্যবহার হয়। যদি তুমি ব্যবহারকে ত্যাগ করিতে পারিলে না, তবে তোমার অভেদটি কোথায়? জগৎটি ভেদময় হয়, ইহার কারণ জাগতিকজন ভেদ দেখে; তুমিও জগতের ভিতর আছ, ইহার কারণ তুমিও বাস্তবিক সবেতে ভেদ দেখ।

তুমি বলিবে, সব এক নেতুড় হয়; যদি সমস্ত এক নেতুড় হয়, তাহা হইলে ভেদ হয় কেন?

তুমি বলিবে, গুণে ভেদ হয়।

কোথা হইতে গুণ আইসে?—

তুমি বলিবে, প্রাক্তন।

প্রাক্তন কি?—

অতীত।

অতীতের প্রমাণ?—

তুমি বলিবে, বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান আসিলেই ব্যবহার আসিল, অতএব ভেদটি সর্ব্বত্র হয়, ইহাতে প্রমাণিত হইল।

দর্শন,—যাহা বিশেষ তাহাই ভেদ; যাহা বিশেষাতীত তাহাই অভেদ হয়।

জ্ঞান,—বিশেষ ব্যতীত বর্ত্তমানে অন্য কিছু লক্ষিত হয় না। যাহা বিশেষ তাহাই বর্ত্তমান হয়। বর্ত্তমান না থাকিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ থাকে না। বিশেষ না থাকিলে ভেদ ও পিণ্ডি থাকে না। কিন্তু যদি তুমি এই সমস্তকে লোপ কর, তাহা হইলে অস্তিত্বের লোপ হয়। তুমি বর্ত্তমান আছ, ইহার কারণ তোমার ক্রিয়াটি বর্ত্তমান রহিয়াছে; তোমার ক্রিয়াটি বর্ত্তমান আছে বলিয়া তোমার পুরুষকারটি বর্ত্তমান আছে; তোমার পুরুষকার বর্ত্তমান আছে বলিয়া তোমার ক্রিয়াফল আছে; তোমার ক্রিয়াফল বর্ত্তমান আছে বলিয়া তোমার আনন্দ আছে; তোমার আনন্দ বর্ত্তমান আছে বলিয়া তোমার প্রাক্তনের মীমাংসা আছে; প্রাক্তনের মীমাংসা আছে বলিয়া দৈবের মীমাংসা আছে; দৈবের মীমাংসা আছে বলিয়া পরমানন্দের মীমাংসা আছে; পরমানন্দের মীমাংসা আছে বলিয়া সংস্কারের মীমাংসা আছে; সংস্কারের মীমাংসা আছে বলিয়া গুণের মীমাংসা আছে; গুণের মীমাংসা আছে বলিয়া নিয়মের মীমাংসা আছে; নিয়মের মীমাংসা আছে বলিয়া জাগতিক জনের মীমাংসা আছে; জাগতিক জনের মীমাংসা আছে বলিয়া অবতারের মীমাংসা আছে; অবতারের মীমাংসা আছে বলিয়া বিশেষের মীমাংসা আছে; বিশেষের মীমাংসা আছে বলিয়া বর্ত্তমানের মীমাংসা আছে; ফলত এই বর্ত্তমানটী অর্থাৎ বিশেষটী ভেদ হয়, কিন্তু অশেষটি অভেদ হয়। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অভেদটি মানবাতীত হয়, কারণ ভেদ না থাকিলে ভেদ জানিতে পারে না।

যাহার দৌড় যত দূর হয়, তাহার আয়ত্ত তত দূর হয়; ইহা বলিয়া তার পর যে আর কিছুই নাই, ইহা বলা ভাল নয়, কারণ সংস্কারে আবদ্ধ হইলে আর বেশী দৌড় হয় না। জগতে মাথার খেলা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই মাথা কাহার কত দূর আছে, কেহই বলিতে

পারে না; যদি পারিত, তাহা হইলে জগতে এক রকম মত চিরকাল থাকিত।

তুমি দেখ, কত মাথা উঠিতেছে ও পড়িতেছে। তুমি চিন্তাশীল, ইহার কারণ তুমি ভেদ করিয়া ভেদ বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছ; কিন্তু ইহাই যে শেষ, ইহা বলা বাতুলতা। আবার তোমার পক্ষে বাস্তবিকই শেষ, কেননা তোমার আর দর্শন চলে না। অতএব যথায় দর্শন চলে না, তথায় অভেদ হয়, কারণ ভেদ না করিতে পারিলেই অভেদ হয়।

অনেকের পক্ষে পূর্ব্বের কড়ানিয়া ও শতকিয়ার গুরুমহাশয় অভেদ হয়; ইহা বলিয়া কি গুরুমহাশয় প্রকৃত অভেদ হয়?—না, গুলিসুতা অনেকের পক্ষে অভেদ বলিয়া প্রকৃত অভেদ হয়? তবে যত জনের পক্ষে উহারা অভেদ, তত জনের পক্ষে প্রকৃত অভেদ হয়। অভেদ বলিলে বালাই যায়, ইহা বলিয়া কার্য্যতে কি তুমি অভেদ দেখাইতে পার?

দেখ না, তুমি কত পদার্থকে চিন্তা করিতে করিতে কত দূর আসিয়াছ, এমন কি অনুবীক্ষণে বিশেষ করিতে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। তুমি আর দর্শন পাও না বলিয়া কি মীমাংসা শেষ হইল? তবে কতক দিন থাকিতে পারে, যত দিন অন্য চিন্তাশীল আসিয়া খণ্ডণ না করে। একের উত্থান ও অপরের পতন, এই ব্যবস্থা চিরকাল রহিয়াছে। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভেদটি সর্ব্বত্র হয়।

দর্শন,—তুমি বরাবর ভূত লইয়া ভূতের নৃত্য করিতেছ। ভূতের জড় কোথা, তুমি বলিতে পার? যদি পার, তাহা হইলে কি করিয়া সমস্ত অভেদ হয়, জানিতে পার।

জ্ঞান,—ভূতের ভিতর আছি বলিয়া ভূতের নৃত্য করিতেছি। তুমি কি ভূতের ভিতর নাই? যদি বল না, তাহা হইলে ভূতের কথা বল কেন? তুমি যাহা কিছু বলিতেছ, ইহা সমস্তই ভূত, ফলত ভূত ব্যতীত ভূত হয় না। যাহা আছে, তাহাই আছে; যাহা নাই, তাহাই নাই। তুমি বর্ত্তমানে আছ, ইহার কারণ অতীতে ছিলে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, কিন্তু একাবস্থা কোন কালে নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে গুণ ভেদ হইত না। বর্ত্তমান গুণ অতীতকে সিদ্ধান্ত করে, আর ভবিষ্যৎকে অস্থির পঞ্চমে ফেলে, ইহার কারণ দুইটী মূর্ত্তি এক রকম নাই।

জগতে যত আকার বিশিষ্ট বিষয় আছে, একটার অপরের সহিত মিল নাই। যদি মিল থাকিত, তাহা হইলে কি এত রকম দৃশ্য জগতে বর্ত্তমান থাকিত?—না এত রকম চিন্তা জগতে প্রকাশ পাইত?—না এত রকম চিন্তাশীল ব্যক্তি জগতে প্রকাশ পাইত?—না এত রকম ব্যবহার জগতে থাকিত? ইহাতে কি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় না যে জগতের নিয়ম সর্ব্বত্র ভেদ হয়!

দেখ, তুমি ও আমি ভেদ হই। যদি দুই জনে এক হইতাম, তাহা হইলে তুমি ও আমি থাকিতাম না, এবং অদ্য এই কথোপকথন হইত না। উভয়ে ভেদ বলিয়া এই ভ্রমণ রহস্য চলিতেছে। যে অগ্রে ক্লান্ত হয়, সে অপরের নিকট পরাস্ত হয়, কিন্তু ভ্রমণ করিলেই ক্লান্ত হইতে হয়,—যেমন জন্ম গ্রহণ করিলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। অতএব যখন ক্লান্ত হইয়া আর ভ্রমণ করিতে পারিল না, তখন বলিল,—পা চলে না। পা চলিল না বলিয়া কি পথ শেষ হইল?—না তার ভ্রমণ শেষ হইল?

দেখ, কত ভ্রমণকারী একের পর এককে উত্তীর্ণ হইয়া কত দূর গিয়াছে, এবং কত প্রকার পথকে অবলম্বন করিয়া কত কি আবিষ্কার

করিয়াছে, কিন্তু কেহ কি ভ্রমণটিকে শেষ করিতে পারিয়াছে? যদি পারিত, তাহা হইলে সমস্ত ভ্রমণকারী এক মুখে বলিত না, "অশেষ"! ইহাতে কি সপ্রমাণ হইল না যে ভেদ সর্ব্বত্র হয়?

আরও দেখ, মূলাধার হইতে সহস্রারাবধি মানবের সীমা হয়, কারণ মস্তকের উপর আর কিছুই নাই, কিন্তু ইহা কি ঠিক?—কখনই নয়, যখন সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছে যে মস্তকের উপর শূন্য বিরাজ করিতেছে; তবে তুমি বলিতে পার, এই শূন্যকে পরিচয় করিয়া দেয় কে?——মন।

মন ও সহস্রার এক হয়; তবে ইহা ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বীদের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই মনই শিক্ষা দিতেছে যে গুণ ভেদে সমস্ত ভেদ হয়। শূন্য আলাহিদা হয়, ইহা মন প্রমাণ করিল; আবার মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত এক, ইহাও বলিল; আবার পদতলের নীচে তলাতল, ইহাও মন সাক্ষী দিল। যদি মন সকল জাগতিকজনকে শিক্ষা দিল—ভেদ সর্ব্বত্র হয়, তাহা হইলে অভেদ শিক্ষা দিল কে?

তোমাকে বোধ হয় বলিতে হইবে যে মনই অভেদ শিক্ষা দেয়। তবে মন দ্বি প্রকার শিক্ষা দেয় কেন?

তুমি বলিবে, সংস্কার।

সংস্কার কোথা হইতে আইসে?

তুমি বলিবে,—দৃশ্য হইতে, কারণ মন দৃশ্য হইতে ছবি গ্রহণ করিয়া মনন করে। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে জগতের সমস্ত দৃশ্য পদার্থগুলি ভেদ হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

এখন দৃশ্য পদার্থ আইসে কোথা হইতে?

তুমি বোধ হয় বলিবে,—ভূত হইতে।

ভূত আইসে কোথা হইতে?—

তুমি বোধ হয় বলিবে, জানি না, কিম্বা তাহার হইতে আইসে।
যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিল,—কাহার হইতে আইসে?
তুমি বোধ হয় বলিবে,—তাহার হইতে আইসে।

তাহার ও কাহার লইয়া শব্দ যুদ্ধ চলিল। শব্দ যুদ্ধ হইতে কি উদ্ভব হইল, না একটি নূতন শব্দ, যাহা সেই "জানি না" শব্দের' পরিবর্ত্তে বসিল। নানা পথাবলম্বীরা এই "জানি না" শব্দের পরিবর্ত্তে নানা শব্দ প্রস্তুত করিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক সকলেই "জানি না" স্বীকার করিয়াছে। যদি "জানি না" এইটী স্বীকার করিল, তাহা হইলে সর্ব্বত্র অভেদ কি করিয়া হইল? বরং সর্ব্বত্র ভেদ—"জানি না" সপ্রমাণ করিল।

দর্শন,—তুমি যাহা বলিলে উহা সমস্তই স্থূল জগতে ঠিক হয়, কিন্তু গুণাতীততে অঠিক হয়। গুণ ভেদে সমস্ত ভেদ হয়, ইহাও তুমি সংস্কার হয় নিজে বলিয়াছ; আবার দৃশ্য জগৎটী হইতে সংস্কারটি হয়, ইহাও স্বীকার করিয়াছ; ভূত হইতে দৃশ্য জগৎটী হয়, ইহাও বলিয়াছ; আবার "জানি না" হইতে ভূত হয়, ইহাও নিজমুখে স্বীকার করিয়াছ; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে আমি যাহা বলি তুমি কেন না গ্রাহ্য করিবে, যখন আমি জানিয়া বলিতেছি যে সমস্ত অভেদ হয়? কিন্তু আমি এই ভেদকে ভেদ করিয়া জানিলাম যে অভেদ হয়। তুমি ভেদ করিতে অপারক হও—যাহা তুমি "জানি না" শব্দ প্রয়োগ করাতে প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি যেরূপ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছে, তাহাই বলিতেছ; আমি সংস্কারকে উত্তীর্ণ করিয়া গিয়াছি, ইহার কারণ আমি যাহা স্বভাব তাহাই তোমায় বলিতেছি। যাহা মনে করিবে তাহাই হইবে। তুমি মনে করিয়াছ যে সমস্ত ভেদ হয়, তাই তুমি ভেদ দেখিতেছ; আবার তুমি মনে কর সমস্ত অভেদ হয়, তাহা হইলে তুমি

সমস্তকে আবার অভেদ দেখিবে। গুণটি সংস্কারে হয়, সংস্কারটা দৃশ্যে হয়, দৃশ্যটা ভূতে হয়, আর ভূতটা "জানি না" তে হয়; কিন্তু আমি বলি অমুকেতে হয়, ইহার কারণ যাহা বলি শুন :—

একটি লোক একটি দৃশ্য লইল। দৃশ্যটিকে দেখিতে দেখিতে একটি সংস্কার আসিল; একটি সংস্কার হওয়াতে একটি মহা গুণ হইল; একটি মহা গুণ হওয়াতে একটি দৈব প্রস্তুত হইল; একটি দৈব হওয়াতে একটি আনন্দ ছুটিল; আনন্দ ছুটিতে তন্ময় হইল এবং তন্ময় হইলেই অভেদ হইল। তুমি ভেদ কর, তাই ভেদ দেখ; তুমি অভেদ কর, আবার অভেদ দেখিবে। ভেদ ও অভেদ নিজের নিকট হয়। দেখনা তোমার নিকট ভেদ আছে, ইহার কারণ তোমার নিকট ভেদের বুলি অনেক আছে, এমন কি যে যত তর্ক তোমার সহিত করিবে, তুমি তত তর্ক তাহার সহিত করিবে— আবার তুমি অভেদ শিখ, তুমি অভেদ তর্কে নিপুণ হইবে। নিপুণতা অভ্যাসে হয়, কারণ যে বিষয় লইয়া যত অভ্যাস করা যায় সে বিষয়ে তত নিপুণতা প্রকাশ পায়। প্রথমে বিশ্বাসের আবশ্যক হয়; তাহার পর ভক্তির প্রয়োজন হয়, ভক্তি হইতে পুরুষকার উপস্থিত হয়। পুরুষকারের ফল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, আবার অভ্যাস করিতে হইলে বিশ্বাসের আবশ্যক হয়। যদিও ইহা সমস্ত দৃশ্য জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্ত অন্তর জগৎ হইতে হয়।

বাহ্য ও অন্তর জগৎটী স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কেহ কেহ বলে বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর জগৎ হয়, আবার কেহ কেহ বলে অন্তর জগৎ হইতে বাহ্য জগৎ হয়। কিন্তু বাহ্য ও অন্তর জগৎটী কোথা হইতে হয়, এই স্থানে সকলের মত এক হয়, কারণ অভেদ হইতে হয়। তুমি যে "জানি না"

বলিয়াছ ইহার কারণ তুমি জান যাহা আমি বলি। যদি আমি বলি প্রকৃতি হইতে হয়, তোমার তাই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য; যদি আমি বলি অণু হইতে হয়, তোমার তাহাই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য; যদি আমি বলি ব্রহ্ম হইতে হয়, তোমার তাহাই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য; যদি আমি বলি ঈশ্বর হইতে হয়, তোমার তাহাই বিশ্বাস করা উচিৎ; যদি আমি বলি অনন্ত হইতে হয়, তোমার তাহাই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য; যদি বলি এক হইতে হয়, তোমার তাহাই বিশ্বাস করা উচিৎ হয়, কারণ তুমি নিজে বলিয়াছ, আমি জানি না। যদি তুমি "জানি না" এই শব্দকে উপাধি বিশিষ্ট করিয়া প্রয়োগ করিতে, তাহা হইলে কোন বালাই ছিল না।

বিহারী মিত্রের অর্থ হয় যথা,—মিত্র রূপে বিহার করে যে, অর্থাৎ সূর্য্য।

বিহারী মিত্র কি সূর্য্য হয়?—না, বিহারী মিত্র রহস্যাবলি প্রণেতা একটি মানব হয়। রহস্যাবলি কাহার হইতে হইয়াছে?—বিহারী মিত্র হইতে। যদি কেহ বলে সূর্য্য হইতে, তাহা হইলে তাহার ভ্রম হইল কি না! কিন্তু বাস্তবিক আবার ভ্রম নয়, কারণ বিহারী মিত্র গাঢ় অন্ধকারকে নাশ করিয়া আলোক প্রদান করিতেছে, অতএব ইহা অলঙ্কার হয়।

তুমি "জানি না" এই শব্দটাকে যদি উপাধি বিশিষ্ট করিতে তাহা হইলে সমস্ত বিষয় যে অভেদ হয়, ইহা জানিতে পারিতে, কারণ তুমি এক "জানি না" শব্দ হইতে সমস্ত লইয়া আসিতেছ। যদি "জানি না" হইতে লইয়া আইস, তাহা হইলে অভেদ কোথায়? কিন্তু "জানি না" ইহার প্রকৃত অর্থ করিও না। তুমি "জানি না" এই শব্দটিকে একটি সংজ্ঞা কর, আর "জানি না" সংজ্ঞার অর্থ তুমি নিজে কর, অভেদ—এক। যখন তুমি ইহা কর নাই,

সাধারণ অর্থ করিয়াছ, তখন নিজে স্বীকার করিতেছ যে আমি জানি না; অতএব যাহা আমি জানিয়া বলিতেছি, তুমি তাহা গ্রাহ্য কর।

নিয়ম ইহাই হয় যে না জানিবার অপেক্ষা অনুমান বড় হয়, অনুমানের অপেক্ষা প্রত্যক্ষ বড় হয়। আমি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি যে অভেদ সর্ব্বত্র হয়। তুমি প্রত্যক্ষ করিয়া ভেদ সর্ব্বত্র হয় ইহা বলিতেছ, কিন্তু তুমি আবার ভেদের জড় কোথায়, এই স্থানে তুমি বলিতেছ যে আমি "জানি না"। ইহার কারণ তোমার ভেদটা যে সর্ব্বত্র আছে, ইহা সত্য নয়; আরও তুমি নিজে স্বীকার করিতেছ যে আমি জানি না। যদ্যাপি তুমি ভেদ হইতে সব হইয়াছে ইহা বলিতে, তাহা হইলে সর্ব্বত্র ভেদ হয়, ইহা আমি অবশ্য স্বীকার করিতাম—যেমন আমি অভেদ সর্ব্বত্র হয় বলিতেছি। অতএব তুমি যাহা জান না, তাহা আমার নিকট হইতে জান। তুমি আর তর্ক করিতে পারিবে না, কারণ নিয়ম হইতেছে, যে যাহা জানে না, সে তাহা তর্ক করিতে পারে না, তথাপি যদি সে আবার তর্ক করে, তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর, কারণ না জানিয়া যে যাহা তর্ক করে তাহা ঠিক নয়। জ্ঞান! তুমি বিনা সন্দেহে আমার নিকট স্বীকার কর যে অভেদ সর্ব্বত্র হয়। ঐ দেখ আমাদের বন্ধু হিতাহিত আসিতেছে।

জ্ঞান হিতাহিতকে দেখিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়া বসিতে আদেশ করিল। হিতাহিত যথাযোগ্য আসনে বসিলে পর, দর্শন মধুর বচনে হিতাহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—কিহে বন্ধু হিতাহিত! এখন কোথা হইতে আসা হইল? অদ্য জ্ঞানের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গেল, কিন্তু জ্ঞান "জানি না" শব্দ

প্রয়োগ করাতে কিছু আটে কাটে যেন হাঁড়িকাটে পড়িয়া গিয়াছে। তবে ভাল আছ?

হিতাহিত,—আর ভাই ভাল, তোমার হেঁপাতে ভাল বা মন্দ কিছু কি আছে? এখন ফাঁকির পালা পড়িয়াছে, যে ফাঁকি দিতে পারে সেই বড় হয়, কিন্তু বন্ধু! নিজে ফাঁকিতে পড়িতে হয়। পরের মন্দ করিতে যাইলে নিজের মন্দটি আগে হয়। কেমন হে বন্ধু জ্ঞান! তুমি ঠিক বল কি না?

জ্ঞান,—আজ আমার মাথাটা কিছু খারাপ আছে।

হিতাহিত,— আর ভাই ওকথা বলো না, মাথা খারাপ হয়ে সব খারাপ হল। যখন চাষা ভুষো ছিলাম তখন ছিলাম ভাল, এখন সভ্য হয়ে সর্ব্বনাশ হয়েছে। তাই সর্ব্বনাশ কর্‌রে বাপু, বালাই শেষ হউক, তা না, কথার কাঁটা কাটিতে যন্ত্রনা ভোগ করিতে করিতে দেহটা গেল। আমি বাল্যকালে ছিলাম ভাল, যৌবনে আমার মন শান্তিটি গেল, আর বার্দ্ধক্যটি আমায় মুড়াইয়া দিল। আর কত দিনই বা থাকিব? এখন মানে মানে গেলেই বাঁচি।

দর্শন,—এত করুণা রস কেন? সভ্য হইতে হইলে একটু মানবলীলাকে গ্রহণ করিতে হয়। মানবলীলাটি হিতাহিত হইতে হয়; তবে তফাৎ এই বিহারী মিত্রের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্বভাবে সমস্তই আছে, তবে একত্রিত ক'রে একটি সুন্দর তোড়া প্রস্তুত করাটি কি ভাল নয়?

হিতাহিত,—তোড়া প্রস্তুত করিতে করিতে স্বভাব যে প্রায় লোপ হইল। স্বভাবকে লোপ করিলে স্বভাবজাত দেহকে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কারণ দেহটি সংস্কারে প্রস্তুত হয়। যে প্রকার সংস্কার করিবে সেই প্রকার কার্য্য চলিবে। সংস্কার

হইতে কার্য্য হয়, আর কার্য্য হইতে সংস্কার হয়। এই দুইটাকে বজায় রাখিয়া চলিলে ভাল হয় না। প্রথমে তুমি কার্য্যকে লোপ কর, তারপর সংস্কারকে লোপ কর, তারপর একবারে একটিতে আসিয়া উপস্থিত হও; যখন একটীতে যাইয়া উপস্থিত হও, তখন নীচের গুলিকে একেবারে ছাড়িয়া অক্ষটাকে প্রাধ্যান্য দাও। দিলে ভালই হইল, কারণ অক্ষরে রহিল; তবে এইটা কি যুক্তিসঙ্গত নয় যে অক্ষর হইতে ক্ষরণ হইয়া জগৎ চলিতেছে। অতএব ক্ষর ও অক্ষর এক হয়। তবে তোড়াটি প্রস্তুত করিতে হইলে চারিধারে চয়নের প্রয়োজন হয়—যেমন পিণ্ডি প্রস্তুত করিতে হইলে চারিধারের অণুকে একত্রিত করিতে হয়। তা বলে তোড়া ও পিণ্ডিটি এক হয়, কিম্বা অণু ও চয়নটি এক হয়, এইটি বলা কি ভাল?

ব্যষ্টি বড় হয়, কি সমষ্টি বড় হয়, ইহা যেমন কেহ বলিতে পারে না, কারণ ব্যষ্টি না হইলে সমষ্টি কোথায়? আবার সমষ্টি না থাকিলে ব্যষ্টি কোথায়? চয়ন না হইলে তোড়া কোথায়? আর অণু একত্রিত না হইলে পিণ্ডি কোথায়? আবার পিণ্ডি না চট্‌কাইলে অণু কোথায়? আর তোড়া না ভাঙ্গিলে চয়নটা কোথায়? তুমি যে বিহারী মিত্রের মালা গাঁথার হার বলিয়াছ, আর তোড়া প্রস্তুত করা ভাল বলিয়াছ, ইহা খুব ঠিক। তবে কি জান, হারটিকে ও তোড়াটিকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। আমার মতে কোন্‌টা হিত বা কোন্‌টা অহিত, এই বুদ্ধিটিকে একত্রিত করিয়া হিতাহিতের দ্বারা জগতে চলা ও ফেরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে বলিতে পারি না কার বুদ্ধির দৌড় কত দূর হয়।

চুরি করা মহা পাপ।

কেন মহা পাপ?—

হিতাহিত বলিতেছে।

কেন হিতাহিত বলিতেছে যে চুরি করা মহা পাপ?—

কারণ এক জনের দ্রব্য লওয়াতে এক জনের হিত হয় এবং এক জনের দ্রব্য যাওয়াতে এক জনের অহিত হয়; অতএব হিতাহিত বলিল—চুরি করা মহা পাপ।

জনসমাজে এই সংস্কারটি বদ্ধমূল করিবার দরুণ আবার রাজচক্রবর্ত্তী নিয়ম করিল—যে চুরি করিবে তাহার ছয় মাস কারাগারে বাস করিতে হইবে।

তবে কি কেহই চুরি করিবে না?

অধিকাংশ জন করিবে না, কেননা রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তবে যাহার অভাব হইবে সে চুরি করিবে, কারণ অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়।

দর্শন,—অভাবে যদি স্বভাব নষ্ট হয়, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে যে অভাবের দরুণ চুরি করিল, তাহার আবার পাপ কি করিয়া হইল?

হিতাহিত,—তাহা নয় বাপু, পাপ বহু প্রকার আছে। একটা মুনি বনে বাস করে, তাহার ইচ্ছামত সে বনের ফল ও মূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করে; এইটা কি চুরি নয়?—কারণ পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে মুনি চুরি করিল, কেননা মুনি নিজের দ্রব্য লইতেছে না।

এখন বন কাহার, দেখা আবশ্যক।

যদি কেহ বনের মালিক থাকে, মুনির কর্ত্তব্য হয় যে মালিককে বলিয়া বনজাত ফল ফুল ও মূল গ্রহণ করা।

যদি কেহ না থাকে তাহা হইলে বনদেবীর দ্রব্য হয়।

বনদেবী বলিয়া একটা আকারবিশিষ্টা স্ত্রীলোক নাই। এখন মুনি কাহার নিকট হইতে হুকুম লয়?

যে স্থলে সন্দেহ উপস্থিত হয়, অথচ মীমাংসার অন্য কোন প্রকার উপায় নাই, সে স্থলে মনই কর্ত্তা হয়।

মুনি মনকে জিজ্ঞাসা করিল,—মন! আমি কি অপরের এই দ্রব্য গ্রহণ করিব?

মন বলিল,—সে কি! তুমি মুনি হও, তোমার কার্য্য দেখিয়া অপর সকলে কার্য্য করিবে, তুমি যদি পরের দ্রব্য গ্রহণ কর এবং ইহা চুরি করা না হয়, তাহা হইলে সকলে চুরি করিবে, কারণ তুমি প্রধান নজির হইবে এবং সকলে বলিবে অমুক মুনি পরের দ্রব্য লইয়াছে এবং সেই কার্য্যটি চুরি করা বলিয়া ধর্ত্তব্য হয় নাই।

মুনি উত্তর করিল,—তবে আমি কি করিয়া জীবন ধারণ করি?

মন বলিল,—তোমার দেহ আছে, তুমি কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ কর। পরের দ্রব্য লইলে চুরি কয়া হয়, ইহা মন বলিতেছে।

মুনি উত্তর দিল,—মন বলিতেছে পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, ইহা সত্য, কিন্তু তিনি যখন স্বভাব করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি অভাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন? সংস্কার যাহা মনকে শিক্ষা দিতেছে যে পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, কারণ যতদিন জগতে নিজ ও পর শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, ততদিন যথার্থ পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, ইহাও সত্য হইয়াছে, কারণ এক জনের দ্রব্য অপর জন লইলে যদি চুরি করা মহা পাপ না হয়, তাহা হহলে সমাজ চলিবে না। পরস্পরের দ্রব্য রক্ষা করিবার দরুণ চুরি করা মহা পাপ সাব্যস্ত হইয়াছে।

মন বলিল,—যত দিন জগতে মানব হইয়াছে, তত দিন চুরি করা মহা পাপ সাব্যস্ত হইয়াছে।

মুনি উত্তর দিল,- তিনি জীব দিয়াছেন, আহার দেন নাই।

মন বলিল,—তিনি জীব দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়াছেন এবং মন দিয়াছেন, যাহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয় সমভাবে চলিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া দিয়াছেন, পরিশ্রম করিয়া জীবন ধারণ কর।

মুনি বলিল,—ইহা কি পরিশ্রম নয় যে আমি তাঁহাকে ডাকিতেছি ?

মন বলিল,—পরিশ্রম বটে, তবে তিনি সাকার না হইয়া দিতে পারেন না, ইহার কারণ সাকার হইলেই সাকারকে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। জীবন ধারণের দরুণ বিনা অনুমতিতে পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।

মুনি বলিল,—আমি তাঁহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহাকেও উপাসনা করি না।

মন বলিল,—যদি তাঁহাকে উপাসনা কর, তাহা হইলে তাঁহার এই সর্ব্বস্ব, ইহাও অবধারণ করা কর্ত্তব্য। যদি সর্ব্বস্ব তাঁহার হয়, তবে তুমি আলাহিদা কর কেন ?

মুনি বলিল,—হিতাহিত বলিতেছে।

মন,—যদি হিতাহিত ইহা কহে যে তিনি ও তুমি আলাহিদা হও, তাহা হইলে নিয়মকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য। বুদ্ধি হইতে তুমি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছ, অতএব তোমার বুদ্ধির মতে তোমাকে চলিতে হইবে। দৃশ্য পদার্থ হইতে বোধ হয়, আবার এই দৃশ্য পদার্থ যাহা শিক্ষা দেয়, তাহাই বুদ্ধি হয় এবং এই বুদ্ধিটি "ইহা হিত", "উহা অহিত" এই দুইটাকে শিক্ষা দিতেছে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, ইহাও তোমায় স্বীকার করিতে হইবে।

মুনি,—পরের দ্রব্য না লইলে জীবন ধারণ হয় না।

মন,—যত দিন পরজ্ঞান থাকিবে ততদিন পুরুষকার চলিবে। যে দিন পর ও অপর নিজের অনুগ্রহে আসিবে, সে দিন হ, য, ব, র, ল যাইবে। যখন তিনি জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাদিগের আহারও দিয়াছিলেন। কালক্রমে কার্য্য আবশ্যকতাতে হস্তান্তর হইতে সুরু হয়, এবং এই হস্তান্তরে মালিক ও অমালিক ঠিক হয়। যখন মালিক ও অমালিক ঠিক হইল, তখন চুরিও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইল। জগতে এমন স্থান নাই যাহার মালিক নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বিনা মালিকের হুকুমে দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি হয়।

মুনি,—তুমি মালিক কাহাকে বল ?

মন,—বিষয়ের স্বামী যে হয়।

মুনি,—এক ব্যতীত অন্য কেহই দ্রব্যের স্বামী নন।

মন,—তবে একেকে উপাসনা করা আবশ্যক।

মুনি,—আমি তাঁহাকে উপাসনা করিতেছি।

মন,—তিনি নিরাকার হন, তুমি সাকার হও, অতএব তাঁহার নিকট হইতে তুমি কি করিয়া হুকুম সংগ্রহ করিবে ?

মুনি,—কেন মন যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

মন,—মন বলিতেছে, পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়।

মুনি,—মন নিরাকার হয়। যদি মন নিরাকার হইয়া বলিতে পারিল, তাহা হইলে মনকে যিনি পাঠাইয়াছেন, তিনি কি নিরাকার হইয়া বলিতে পারেন না ?

মন,—তিনি বলিতে পারেন, যখন তিনি হন; আর যখন তিনি ও আমি থাকি, তখন আমি বলিতে পারি, তিনি বলিতে পারেন না, কারণ তিনি নিরাকার হন। দশ ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা মন হয়। মনের আকার নাই ইহা সত্য, কিন্তু দশ ইন্দ্রিয় ব্যতীত কি মনের অস্তিত্ব

আছে? অতএব তুমি বলিতেছ যে মন কর্ত্তা হয়, ইহার কারণ বাস্তবিক মন কর্ত্তা হইল। মন না থাকিলে মনন হয় না। দশ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি যে মন ইহার প্রমাণ মনন ব্যতীত আর কিছুই নাই, অতএব ইহাতে প্রকাশ পায় যে সংজ্ঞার নাম সংজ্ঞা। যদি কেহ সংজ্ঞা না করিত, তাহা হইলে সংজ্ঞা থাকিত না, বস্তুত সংজ্ঞা হইতে সংস্কার হয়, আর সংস্কার হইতে সত্য উপস্থিত হয়, অতএব যাহা সংস্কার তাহাই সত্য। মন এই শব্দটী যখন সংজ্ঞাবিশিষ্ট, তখন সত্য হইল, কারণ মন না হইলে মনন হয় না; অতএব বিষয়কে মনন করিয়া যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য হয়।

এখন মনন করে কে?

মানব।

মানব কোথা হইতে আসিল?

মনু হইতে।

মনু কোথা হইতে আসিল?

মন হইতে।

এই সব সংজ্ঞা কোথা হইতে আসিল?

বুদ্ধি হইতে।

বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল?

দৃশ্য পদার্থের বোধ হইতে।

বোধ শব্দ কোথা হইতে আসিল?

বুধ ধাতু হইতে।

বুধ ধাতু কোথা হইতে আসিল?

এইবার সংজ্ঞা হইতে বলিতে হইবে।

দেখ মুনি! যখন চুরি এই সংজ্ঞাটী আছে, আর আবশ্যক মতে

মানবের দ্বারা সংজ্ঞা প্রস্তুত হয়, তখন চুরি করা মহা পাপ, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।

মুনি,—চুরি করা মহা পাপ ইহা আমি শত বার বলি, কিন্তু জীবন ধারণের দরুণ বন হইতে ফল, ফুল বা মূল গ্রহণকে চুরি বলি না।

মন,—যদি পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বিনা মালিকের হুকুমে বন হইতে ফল ফুল, বা মূল গ্রহণ করিলে কেন না চুরি করা হইবে? দেখ মুনি! তুমি মুনি নাম লইয়াছ, কিন্তু বুদ্ধির নিকট হইতে ফাঁকিটা ভালরূপে শিক্ষা কর নাই। তবে বলি শুন:—

মুনিরাই সংজ্ঞা প্রস্তুত করে। মন হইতে মনন হয় পূর্ব্বে বলিয়াছি; আবার দৃশ্য জগৎ হইতে বোধ হয়, তাহাও বলিয়াছি; আবার বুধ ধাতু হইতে বোধ শব্দ হয়, তাহাও বলিয়াছি; এখন বুধ ধাতু কোথা হইতে হয়, ইহা কেহই বলিতে পারে না; তবে সংজ্ঞা হইতে হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সংজ্ঞা করে কে?

মানব ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

মানব মনু হইতে হয়, আবার মনু মন হইতে হয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, কারণ সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা হইয়া বিষয় হয়।

যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে মন দৃশ্য বিষয়কে মনন করিতে লাগিল, এবং বিষয়কে মনন করিতে করিতে চারিধারে দৃষ্টি ছুটিল, আর দৃষ্টি হইতে মনোযোগ উপস্থিত হইল। মনোযোগ অর্থাৎ মন আর মনন বিষয়ের যোগ। যদি মনন বিষয়ের যোগ মনের সহিত হইল, তাহা হইলে আর বিয়োগ অর্থাৎ অপর রহিল না; যদি অপর রহিল না, তাহা হইলে এক হইল, অর্থাৎ মনের অস্তিত্ব রহিল। যদি মনের অস্তিত্ব রহিল ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে মন যাহা বলিল তাহাই সত্য হইল; বাস্তবিক সত্য হয়,

কারণ বিষয়কে তন্ন তন্ন করিয়া এবং একটী বিষয়কে বিচারে পরাস্ত করিয়া ছাড়িতে ছাড়িতে শেষে একটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেমন উপস্থিত হইল, অমনি তন্ময় হইল; তন্ময় হইতে যাহা বাহির হইল, তাহাই জগতে সত্য বলিয়া কথিত হইল। এই সত্য হইতে জগতে সংজ্ঞা এবং এই সংজ্ঞা হইতে জাগতিক জনের সংজ্ঞা হয়। জাগতিক জনের ব্যবহারে সংজ্ঞাটী আবদ্ধ হয়। সংস্কারটী অদ্ভুত পদার্থ হয়, যাহা "নিয়ম-রহস্যে" সম্পূর্ণরূপে বলা হইয়াছে।

মন বলিল,—পরের দ্রব্য বিনা অনুমতিতে লইলে চুরি করা হয়। জগতে যতক্ষণ তিনি বর্ত্তমান আছেন, ততক্ষণ সমস্তই তাঁহার হয়। জীবন ধারণ হয় কি করিয়া যখন তিনি নিরাকার হন? আবার কি করিয়াই বা তাঁহার হুকুম সংগ্রহ করা যায়? অতএব ইহা মহা গোলমালের কথা, কিন্তু তাহা নয়; বুদ্ধি করিলেই বোধ হয়, বোধ জন্মাইলে একটা সাব্যস্ত হইয়া স্থির হয়, একটা স্থির হইলেই সুস্থির হয়, এবং সুস্থির হইলেই মন শান্তি হয়।

তিনি নিরাকার, কিন্তু তিনি জগতে পুত্ররূপে সাকার হইয়া আসেন, কিম্বা মিত্ররূপে সাকার হইয়া আসেন, কিম্বা স্বয়ম্ভূরূপে আসেন, কিম্বা বন্ধুরূপে আসেন। তাঁহার সন্তান সকলে হয়, তবে কেন একটী প্রাধান্য লাভ করে, এবং কেনই বা অন্য সকলে তাঁহাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করে?

সকলকে স্বীকার করিতে হইবে গুণের কারণ।

কেন গুণ সকলকার সমান হয় না?

নিজ নিজ কর্ম্মতে।

কেন নিজ নিজ কর্ম্ম কম ও বেশী হয়?

প্রাক্তনের ফল।

কেন প্রাক্তনের ফল বিভিন্ন হয় ?

বর্ত্তমানে পুরুষকার না করিবার কারণ। বর্ত্তমানই কালক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎ হয়। তিনি সাকাররূপে ক্রিয়াগুণে অবতার হইলেন, ইহা মন তন্ময় হইয়া কহিল। এই তন্ময় অবস্থাটী মুনিরা বিষয়কে মনন করিতে করিতে প্রাপ্ত হয়, কারণ মুনিরা মনকে মনন বিষয়ের সহিত এক করিবার জন্য তপস্যা করে। যদি সমস্তই তাঁহার হইল, তাহা হইলে আমার কিছুই নাই; কিন্তু ইহাতে দোষ আসে, কারণ পর ও অপর থাকে না। যদি পরটীকে ও অপরটীকে লোপ করা হয়, তাহা হইলে চুরি শব্দটী সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায়। পরের দ্রব্য বিনা অনুমতিতে লইলে চুরি করা হয়, ইহা ঠিক; তবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া গ্রহণ করিলে চুরি হয় না।

সকল মুনিরা ভূস্বামীর নিকট চলিল এবং তথায় মহা তর্কের পর ইহাই ঠিক হইল যে বনের দ্রব্য মুনিদিগের জীবন ধারণের জন্য রহিল। তবে মুনিরা যদি জনসমাজে আসিয়া কাহার দ্রব্য বিনা অনুমতিতে লয়, তাহাই চুরি করা হইবে; অতএব মুনিদিগের উপর ঢালা হুকুম রহিল, কেননা মুনিরা জগতের যথেষ্ট উপকার করে।

পেট জ্বলিলে মস্তকের তেজ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আহারের ভাবনা নাই, ভাবনারও অভাব নাই। যথায় স্বভাব উপস্থিত হয়, তথায় সত্য বিরাজ করে। মুনিরা স্বভাবসিদ্ধ মানব হয়, ইহার কারণ যুক্তির আশ্রয়ে মুনিরা চুরি করিল না, বরং যে বনে যাইয়া ব্রহ্মের চর্চ্চা করিতে থাকিল, সে জগতের ভিতর পূজনীয় হইল।

আরও দেখ, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়, কেহ যদি পরের দ্রব্য বিনা অনুমতিতে লয়, দেশের রাজা

তাহাকে দণ্ডবিধি আইনে দণ্ড দেয়, কেননা প্রজার শান্তি ভঙ্গ না হয়। আবার পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইলে ডাকাতি করা হয়, ডাকাতকেও রাজার অনুগ্রহে চলিতে হয়। যে ডাকাত পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইল এবং সে যদি ধরা পড়িল, দেশের রাজা তাহাকে চোরের অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড দিল, কারণ চোরের অপেক্ষা ডাকাতেরা প্রজার শান্তি ভঙ্গ বেশী করে, আর চোরেরা লুকাইয়া লয়, কিন্তু ডাকাতেরা বলপূর্ব্বক প্রকাশ্যরূপে লয়, ইহার কারণ দেশের রাজা চোরের শাস্তির সহিত ডাকাতের শাস্তির তারতম্য করিয়াছে। রাজা যদি পরের রাজ্য বলপূর্ব্বক লইল, ইহা পরের দ্রব্য অপহরণ করা হইল না, বরং রাজার গুণ বৃদ্ধি পাইল। সকলকার কার্য্য এক হয়, কিন্তু সংজ্ঞা ফল প্রত্যেকের পৃথক হয়,—যেমন মানব সকলে হয়, কিন্তু অবতার সকলে হয় না। বন্ধু! অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয়।

দর্শন,—বন্ধু! জ্ঞান কহে—ভেদ সর্ব্বত্র হয়। আমি বলি অভেদ সর্ব্বত্র হয়, আবার তুমি বল ভেদও হয়, আবার অভেদও হয়। এই তিন জনের তিন মত্ যদি হয়, তাহা হইলে সত্য কোনটি হয়? আর তুমি যে বলিয়াছ কার্য্য গুণে বড় ও ছোট হয়, ইহাই বা কি? কারণ অভেদ হইলে সব এক হওয়া উচিৎ। আর তুমি তন্ময় হইলে সত্য প্রকাশ হয় যাহা বলিয়াছ, ইহাই বা কি? কারণ ভেদ হইলে সমস্ত ভেদ হওয়া আবশ্যক। অতএব তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্তগুলিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া বুঝাইয়া দাও।

হিতাহিত,—তুমি যাহা বলিলে, ইহা সমস্তই ঠিক, তবে একজন গোড়া ধরিতে চেষ্টা করে, অপর জন ডাল-পালা লইয়া বিরাজ করে। এমন গোড়া নাই যাঁহার ডাল-পালা নাই, এমন ডাল-

পালা নাই যাহার গোড়া নাই। যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে দুইটিকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। [এইখানে একটু বিশেষ করিয়া প্রণিধান করা আবশ্যক, কারণ কেহ বলিতে পারে পরগাছার গোড়া নাই ও মূলার ডাল-পালা নাই, কিন্তু তাহা নয়; এক প্রকারে আছে, ইহা বিশেষ করিয়া জানিবে।]

একটী জ্ঞান বলিল,—অনন্ত ঠিক হয়। কিন্তু যাহার অন্ত নাই, তাহার মীমাংসা কি করিয়া হইতে পারে? কারণ আদি, মধ্য ও অন্ত না থাকিলে মীমাংসা হয় না। যদি অনন্ত কহিলাম, তাহা হইলে অন্ত পাইলাম না; যে বিষয়ের অন্ত পাই না, সে বিষয়ের মীমাংসা কি করিয়া কহিব? ইহার কারণ বিশ্বাসকে অনন্তের স্থানে রাখিয়া অনন্তকে সত্য করিল। যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে ঠিক হইল; আর বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে অঠিক রহিল। দর্শন যুক্তি ব্যতীত বিশ্বাস করিবে না। পূর্ব্বে বিশ্বাস কর, পরে ফল দেখ, কারণ বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য্য হয় না। দর্শন বিশ্বাস করিল যে অনন্ত ঠিক হয়, কিন্তু দর্শনকে ফল দেখাইয়া দিতে হইবে। দর্শন বলিল,—যদি অনন্ত ঠিক হয়, তাহা হইলে তুমিই স্বীকার করিতেছ যে আমার অনন্তের ঠিক নাই, কেননা তুমি নিজে অনন্ত কহিতেছ; তবে ভেদ জ্ঞান যাহা বলিতেছ, ইহা ঠিক, কেননা দুইটী বিষয় এক নাই। জগতে কত মানব রহিয়াছে এবং সকলেই প্রকৃতি পুরুষ অর্থাৎ মাতা ও পিতা হইতে জন্মিয়াছে, কিন্তু সকলকার সহিত সকলকার কেমন সুন্দর বিভিন্নতা রহিয়াছে, তাহা নিজের চক্ষু বলিতেছে, কিন্তু পৃথক পদার্থকে পৃথক কর বলিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। ইউরোপবাসীদিগের ভিতর এক রং, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক ধর্ম্ম হয়; ইহা বলিয়া কি স্ত্রী আপনার স্বামীকে চিনিতে পারে না? না জনক

তাই হয় বলিয়া স্ত্রী নিজের স্বামীকে চিনিতে পারে না? চক্ষুর ভেদ শক্তি এত বেশী যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয়েতে ভেদ দেখিতে পায় এবং ইহা দেখিতে পারে বলিয়া জগতের সমস্ততে ভেদ দেখে। যে যত ভেদ দেখিবে সে তত ভেদ বাহির করিতে পারিবে; যত ভেদ বাহির করিতে থাকিবে তত অদ্ভুত উন্নতি মার্গে উঠিবে। বৈজ্ঞানিকেরা অত্যন্ত ভেদ দেখে, ইহার কারণ বিজ্ঞান জগৎ অন্য জগৎ অপেক্ষা বলবান হয়। বৈজ্ঞানিকেরা কোন বিষয়ে অভেদ বলে না, বরং সমস্ততেই ভেদ বলে, ইহার কারণ ভেদ করিতে অর্থাৎ নূতন আবিষ্কার করিতে পারে।

অভেদ বলিলে পুরুষকার বন্ধ হয়, পুরুষকার বন্ধ হইলে দর্শন বন্ধ হয়, কিন্তু দর্শন বলে অভেদ হয়। কি উৎকৃষ্ট সংস্কার দেখ! দর্শন এত ভেদ করিয়া গেল, ইহা ভুলিয়া যাইল, যথায় আর ভেদ অর্থাৎ প্রবেশ করিতে পারিল না, তথায় ঠাণ্ডা হইল অর্থাৎ নিরস্ত হইল, কিন্তু অনন্ত কহিল না, অভেদ কহিল, অর্থাৎ একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞা করিল; বলিল না যে আমি জানি না; যদি বলিত তাহা হইলে দার্শনিক হইল না, জ্ঞানী হইল। জ্ঞানী স্বীকার করিতেছে যে আমি জ্ঞাবধি জানি, জ্ঞা অতীত আমার অতীত হয়, কিন্তু দর্শন স্বীকার করিতেছে যে আমি দর্শন করিয়াছি, কারণ দর্শন না করিলে দর্শন হয় না। দর্শন সংজ্ঞা হইতে সমস্তকে আনিল, অর্থাৎ বিশেষ হইতে সাধারণটিকে কিম্বা সাধারণ হইতে বিশেষটিকে আনিল, কিন্তু জ্ঞানী শব্দের অর্থ ধরিয়া আনিল, ইহার কারণ নিজে "জানি না", ইহা স্বীকার করিল।

এই খানে একটু কথার তর্ক হইতে পারে, কারণ জ্ঞানী অর্থ জানি, যদি এই অর্থ করা হয়, তাহা হইলে দর্শনের অর্থের সহিত কিছুই প্রভেদ রহিল না, অর্থাৎ দর্শন ও জ্ঞান এক হইল।

দৃশ ধাতুর উত্তর অনট করিলে দর্শন হয়, আর দৃশ ধাতুর উত্তর য করিলে দৃশ্য হয়; ইহাতে ইহাই সপ্রমাণ হইল যে দার্শনিক দৃশ্য জগৎ objective হইতে সংজ্ঞার দ্বারা শেষ মীমাংসাটিকে ঠিক করিয়াছে।

জ্ঞা ধাতুর উত্তর অনট করিলে জ্ঞান হয়, এবং জ্ঞান শব্দের উত্তর হন করিলে জ্ঞানী হয়। জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞানী অর্থাৎ বুদ্ধিমান। বুধ ধাতুর উত্তর ক্তি করিলে বুদ্ধি হয়, মতু করিলে বুদ্ধিমান হয়। জ্ঞা ও বুধ উভয়ের অর্থ প্রায় এক হয়। দৃশ্য জগৎ না থাকিলে জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধি হয় না; আবার দৃশ্য জগৎ না থাকিলে দার্শনিক হয় না। বাহ্য জগৎ বাহ্যে রহিল, বাহ্য জগতের ছবি অন্তর জগতে যাইল; অন্তর জগতে যাইবা মাত্রই উভয়ে পরিচয় হইল; পরিচয় হইলেই জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধি আসিল; জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধি আসিলেই বিষয়কে বিচারে আনিল; বিষয়কে বিচারে আনিলেই ভেদ জ্ঞান উপস্থিত হয়, ফলত এই ভেদ জ্ঞান বিষয়কে ভেদ করিতে শিক্ষা দেয়। যে যত দূর চলিল অর্থাৎ ভেদ করিয়া যে যত সূক্ষ্মে যাইতে পারিল, সে তত নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করিল, কিন্তু কেহই শেষ করিতে পারিল না; যদি পারিত তাহা হইলে মত্ ভেদ হইত না।

জ্ঞানীরা জানিল যে আমরা শেষ জানিলাম না, ইহার কারণ অনন্ত বলিলাম; দার্শনিক জানিল যে ইহাই শেষ, ইহার কারণ সমস্তই অভেদ হয়, ফলত সংজ্ঞা করিয়া সংজ্ঞাটিকে প্রাধান্য দিয়া উহা হইতে সমস্ত আনিল কিম্বা সমস্ত হইতে শেষে যাইল। যাহারা দার্শনিক রহিল, তাহারা তাহাদের সংজ্ঞাটিকে সত্য বলিয়া অন্য সমস্তকে সপ্রমাণ করিল, আর যাহারা দার্শনিকের উপর উঠিল অর্থাৎ মানব জ্ঞানের পরাকাষ্ঠতা লাভ করিল, সে বিশ্বাসে

অনন্তকে প্রামাণ করিয়া ভেদ জগতে ভেদ করিতে থাকিল, অর্থাৎ প্রবেশ করিতে লাগিল। দার্শনিক ইহজগৎকে সংস্কার দ্বারা ঠিক কিম্বা অঠিক সপ্রমাণ করিল, কিন্তু যাহাকে ভেদ করিয়া অভেদ বানাইল, দুঃখের বিষয় সেই ভেদটাকে ছাড়িয়া অভেদটাকে ধরিল।

আমি ভেদ ও অভেদ দুইটাকে ধরি, কারণ যথায় ভেদ অর্থাৎ প্রবেশ করিতে পারি না, তথায় নিরস্ত হইয়া অভেদ বলি, আর ভেদকে ভেদ করিয়া যে প্রকারে যাই তাহাকে ভেদ বলি, কারণ আমার নাম হিতাহিত হয়। দর্শন অভেদকে বড় বলে, জ্ঞান ভেদকে বড় বলে, আমি ভেদাভেদকে বড় বলি।

জগতে বড় ও ছোট হয় কেন ?—

কার্য্যের দ্বারা।

যদি সমস্তই অভেদ হয়, তাহা হইলে ছোট ও বড় আইসে কোথা হইতে ? কার্য্যগুণে ছোট ও বড় কেন হয়, এইখানে পুনর্জ্জন্ম আনিয়া প্রমাণ করিব :—

কোন জন পূর্ব্ব জন্মে ভাল কার্য্য করিয়াছিল, ইহার কারণ ইহজন্মে বড় বলিয়া কথিত হইল। কেহ এক দিনে এক খানি পুস্তক শেষ করিয়া ফেলিল, কেহ সমস্ত জীবনে পারিল না, অর্থাৎ হাজার হাজার বার পড়িল, কিন্তু শেষ করিতে পারিল না। কেহ রাজবংশে জন্মিল, কেহ নীচবংশে জন্মিল ; ইহা প্রাক্তন ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রাক্তন অতীত কালকে কহে, যাহা বর্ত্তমানে করিয়াছিল, ফলত তাহার ফল ভবিষ্যতে ফলিল। ভবিষ্যত আবার বর্ত্তমান হইল ; পূর্ব্বের বর্ত্তমানটী—প্রাক্তনটী আবার অতীত হইল।

পুনর্জ্জন্ম পুরুষকারকে সিদ্ধান্ত করিতেছে। যদি বর্ত্তমানে পুরুষকার না করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন উৎকৃষ্ট ফল

পারে না। ভবিষ্যৎ আবার যখন বর্ত্তমান হইবে, তখন পূর্ব্বের বর্ত্তমানটীর অর্থাৎ প্রাক্তনটীর উপর আর কিছুই ক্ষমতা থাকিবে না। বর্ত্তমানে যাহারা পুরুষকার করে অর্থাৎ এক মুহূর্ত্ত সময়কে নষ্ট না করে, তাহারা মরিলে পর অর্থাৎ ভবিষ্যতে অনেক যশ পায়, যাহা প্রাক্তন ক্রিয়ার ফল হয়। গুণী লোকের গোরে যখন ব্যাঙ ডাকে তখন তাহার গুণের পরিচয় হয়, কারণ জীবিতাবস্থাতে গুণের পরিচয় দিতে যাইলে সময় নষ্ট হয়; সময় নষ্ট হইলে পুরুষকার কম হয়, আর এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে মন দিলে কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হয় না; ইহার কারণ জীবিতাবস্থাতে যে যত অজানিত থাকিয়া পুরুষকারকে সেবা করিবে, সে তত ভবিষ্যতে ফল লাভ করিবে।

পরিশ্রমের ফল বৃথা যায় না, অদ্য কিম্বা কল্য কিম্বা কিঞ্চিৎ দিন পরে নিশ্চয় ফল ফলিবে—যেমন সঞ্চিত মেঘরূপে পরিণত জলরাশি শূন্যে শূন্য হইতে পারে না, বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। দেহটী কি করিয়া প্রস্তুত হয়, সংস্কারটী কি করিয়া হয়, কার্য্যের ছোট ও বড় কি করিয়া হয়, "মিত্র-রহস্যাবলি" পাঠ করিয়া মীমাংসা করিবে।

জ্ঞানীরা এই সমস্ততে ভেদ দেখে, এবং ক্রমান্বয়ে ভেদ করে, ইহার কারণ জ্ঞানীরা বড় কর্ম্মিষ্ঠ হয়। দর্শন ইহা কিছুই মানে না, কারণ সকলকে মরিতে হইবে বলে। যাহা কিছু দেখ সমস্তই অনিত্য, যাহা অনিত্য তাহার আবার আদর কি? যশ, গুণ ও ক্রিয়া সামাজিক ব্যবহার বলিয়া কথিত, অতএব এই ব্যবহার আইসে কোথা হইতে, তাহাই দেখ।

সামাজিক ব্যবহার আইসে কোথা হইতে?—

মানব হইতে।

মানব কোথা হইতে আসে?--

মনু হইতে।

মনু কোথা হইতে আইসে?—

মন হইতে।

মন কোথা হইতে আসে?—

পঞ্চভূত হইতে।

পঞ্চভূত কোথা হইতে আসে?—

জ্ঞান বলিবে জানি না, কিন্তু দর্শন বলিবে অমুক হইতে আসে; ফলত দর্শন অমুকটির একটি সংজ্ঞা দিয়া অন্য সমস্তকে আনিল, এবং দর্শন কহিল,—অভেদ, কারণ একটি হইতে সমস্ত আসিতেছে, অতএব যাহা আসিতেছে তাহা কিছুই নয়, ফলত সমস্ত অনিত্য।

হিতাহিত এই দুইটিকে লইয়া বিরাজ করে, কারণ যতদিন হিত ও অহিত রহে, ততদিন ভেদ ও অভেদ থাকে। সমস্ত জগৎ হিতাহিতের চেলা হয়। দর্শন ও জ্ঞান যাহা কিছু করে তাহা সমস্তই হিতাহিত হইতে হয়, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

কেহ বলিল,—তন্ময় হইলে সত্যকে পায়। যে বলিল সে নিজে স্বীকার করিল, হিতাহিত শিক্ষা দিতেছে, কারণ যদি তাহার অন্ত জ্ঞান না থাকিবে, তাহা হইলে কেন সে বলিল তন্ময় হইলে সত্যকে পায়? যদি সমস্ত তন্ময়, তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই, কারণ সমস্ত সত্য হয়। কিন্তু সে তন্ময় হইবার পথ দেখাইয়া দিল, কারণ পথিক অন্য পথে যাইতে পারে; অতএব পথটীকে প্রমাণ করিতে হিতাহিতের আবশ্যক হইল। যে পথটি সে ভাল বলিতেছে, সেইটী হিত, এবং যে পথটী সে খারাপ বলিতেছে, সেইটী অহিত; অতএব সে হিতাহিতকে আশ্রয় লইয়া তন্ময়টী সত্য হয়, ইহা সে

সপ্রমাণ করিল; যেমনি প্রমাণিত হইল, অমনি জাগতিক জন কার্য্য করিতে সুরু করিল। এইবার নীতিশাস্ত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোন মহাজন নীতিকে বড় করিয়াছে, কারণ নীতি রক্ষা না করিলে জগতে কোন উত্তম কার্য্য হয় না; বাস্তবিক ইহা সত্য, কারণ সুস্থ দেহ না হইলে কোন বিষয় মীমাংসা হয় না। নীতি পালন না করিলে জগতে বড় লোক হয় না। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে নীতি বড়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

নীতিতে চরিত্র পরিষ্কার হয়,—চরিত্র পরিষ্কার হইলে কার্য্য পরিষ্কার হয়,—কার্য্য পরিষ্কার হইলে ফল পরিষ্কার হয়,—ফল পরিষ্কার হইলে প্রতিভা বিকাশ পায়,—প্রতিভা বিকাশ পাইলে আনন্দ উদ্ভব হয়,—আনন্দ উদ্ভব হইলে শান্তি শোভা পায়; এই শান্তিই তন্ময় হয়। দেখ এক নীতির আশ্রয়ে সে তন্ময় লাভ করিল।

দর্শন বলিল,—তন্ময় সংস্কারে হয়। যদি সংস্কার অন্য প্রকার কর, তাহাই হইবে; অতএব নীতি হইতে তন্ময় পর্য্যন্ত ব্যবহার হয়। দর্শন যে অসত্য বলিল, তাহা নয়, কারণ সমস্তই প্রকৃত সংস্কার হয়। ব্যবহারে সংস্কার হয়, সংস্কারে কার্য্য হয়, কার্য্যে ফল হয়, ফলে আনন্দ হয়, আনন্দে শান্তি হয়।

দর্শন বলিল,—শান্তি ভোগ কে করিল?—

দেহ।

দেহ নষ্ট হইলে শান্তি ভোগ কে করিবে? ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে দেহ ব্যতীত ভোগ হয় না; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দেহ নষ্ট হইলে পাপ ও পুণ্য কিম্বা শান্তি ভোগ কে করিবে?

জ্ঞান বলিল,—দেহ নষ্ট হইল না, পঞ্চভূতে মিশিল।

অমনি দর্শন বলিল,—তবে ব্যবহার অর্থাৎ ভেদ লইয়া টানাটানি করিবার প্রয়োজন কি?

জ্ঞান বলিল,—প্রয়োজন আর কিছুই নয়, দেহ নষ্ট না হইলে ভূত হয় না।

দর্শন বলিল,—ভূত না হইলে দেহ হয় না।

হিতাহিত বলিল,—ভূত হইতে দেহ, আবার দেহ হইতে ভূত, কারণ দেহ বিনা ভূতের অস্তিত্ব কোথায়? আবার ভূত ব্যতীত দেহের অস্তিত্ব কোথায়? অতএব সংস্কারের বলে দর্শনের ও জ্ঞানের সংস্কারটি ঠিক হয়; ফলত অঠিক কেহই নয়।

দর্শন,—সংস্কার ব্যবহারে হয়। আমি ব্যবহারকে অনিত্য বলি, ফলত সংস্কার কিছুই নয়। যাহা স্বভাব তাহাই ঠিক।

জ্ঞান,—স্বভাব কাহাকে বল?

দর্শন,—যাহা প্রকৃত ভাব হয়, তাহাকে স্বভাব বলি।

জ্ঞান,—প্রকৃত কাহাকে বল?

দর্শন,—অপ্রকৃত নয়।

জ্ঞান,—অপ্রকৃত কাহাকে বল?—

দর্শন,—যাহা সংস্কারে গঠিত হয়।

জ্ঞান,—সংস্কার গঠন করে কে?—

দর্শন,—মানব।

জ্ঞান,—যাহা মানবে বলে, তাহা প্রকৃত নয়, অর্থাৎ অপ্রকৃত হয়।

দর্শন,—যদি সংস্কারে বলে তাহা হইলে অপ্রকৃত, আর যদি স্বভাবে বলে তাহা হইলে প্রকৃত হয়।

জ্ঞান,—কোন্ মানব প্রকৃত বলে?—

দর্শন,—যে মানব স্বভাবে আছে।

জ্ঞান,—কোন্ মানব স্বভাবে আছে ?—

দর্শন,—যে ব্যবহার সংস্কার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

জ্ঞান,—ব্যবহার সংস্কার হইতে উত্তীর্ণ হইলে পশু হয়, আর মানব থাকে না, ফলত জন্তু হইয়া যায়।

দর্শন,—সকলেই জন্তু হয়।

জ্ঞান,—জন্তুতে কি স্বভাব আছে ?

দর্শন,—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন।

জ্ঞান,—এই চারিটি স্বভাব কোথা হইতে আইসে ?

দর্শন,—অন্যত্র বলা হইয়াছে।

জ্ঞান,—ভূতে আছে, তাই আকার আছে।

দর্শন,—যাহা ভূতে আছে, তাহাই আকারে আছে।

জ্ঞান,—ভূত কোথা হইতে আসে ?—

দর্শন,—সংজ্ঞা হইতে আসে।

জ্ঞান,—সংজ্ঞা করে কে ?—

দর্শন,—সংজ্ঞাবিশিষ্ট মানব।

জ্ঞান,—যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে ব্যবহারটি অঠিক, কেননা যখন মানব আবশ্যক মতে করিয়াছে।

দর্শন,—অভেদ ঠিক হয়, আর সমস্ত অঠিক হয়। যাহার ধ্বংস নাই, তাহা সত্য হয়, আর অন্য সমস্ত অসত্য হয়।

হিতাহিত,—সত্য ও অসত্য হিতাহিতের চেলা হয়। দেখ তুমি একটা শেষে সংজ্ঞা দিয়া শেষ করিয়াছ, আর বলিতেছ, ইহা হইতে সমস্ত আসিতেছে, আবার যাইতেছে, অতএব যাহা হইতে আসিতেছে তাহাই সত্য, আর সব অসত্য হয়, ইহা তুমি জানিয়া বলিতেছ, কিন্তু তোমায় এইটি স্বীকার করিতে হইবে যে তুমি প্রথমে এই জাগতিক ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া শেষে জানিয়াছ

যে ইহা অসত্য হয়, কারণ উহা হইতে আসিতেছে। আচ্ছা, যত কিছু বলিয়াছ, ইহা ব্যাকরণকে আশ্রয় লইয়া বলিয়াছ কি না? ব্যাকরণ অগ্রে, না ভাষা অগ্রে হয়?

দর্শন,—ভাষা অগ্রে হয়।

হিতাহিত,—তবে আবশ্যক মতে ব্যাকরণ হইয়াছে, এবং ইহা মানবের কৃত হয়, ইহা তোমায় স্বীকার করিতে হইবে।

দর্শন,—প্রয়োজন মতে সমস্ত হয়, কিন্তু ইহাও ব্যবহার হয়।

হিতাহিত,—তবে তুমি বল ব্যাকরণ কিছুই নয়, যখন প্রয়োজন মতে হইয়াছে, আবার মানবের কৃত হয়?

দর্শন,—যাহা মানবের কৃত তাহাই ব্যবহার হয়। ব্যাকরণ না থাকিলেও যখন চলে, তখন কিছুই নয় বলিতে পারি; তবে প্রয়োজন মতে ব্যবহারে ব্যবহার করিতে হয়।

হিতাহিত,—ব্যবহার করিতে হয়, ইহা স্বীকার কর?

দর্শন,—করি, কিন্তু না করিলেও চলে। যাহা আমার শেষ হয়, তাহা না ধরিলে চলিবে না। অভেদ হইতে সব হয়, ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে, যদি ইহা করে, তাহা হইলে তাহা হইতে যাহা, তাহা অনিত্য হয়; ইহার কারণ যাহা হইতে সব হয় তাহাকেই আমি বড় বলি।

জ্ঞান,—যদি তাহা হইতে সব হয়, তবে নীচের গুলিকে অর্থাৎ ভেদগুলিকে স্থান দাও না কেন?

দর্শন,—উহাদের নিজের স্থান থাকিলে দিতাম। যখন পরের কৃপায় থাকে, তখন যাহার কৃপায় থাকে, আমি তাহাকেই বড় বলি।

জ্ঞান,—অন্যকে ছোট বল, ইহা স্বীকার করিতে হইল। যদি স্বীকার কর তাহা হইলে ভেদ হইল।

হিতাহিত,—দেখ, তোমরা কত কথা কাটাকাটি করিতেছ, কিন্তু উভয়েই ঠিক আছ। যদি উভয়ে মিলিয়া যাও, তাহা হইলে হিতাহিত প্রস্তুত হয়, আর বালাই থাকে না, নানা মত থাকে না। হে ভাই সকল! কার্য্যগুণে ছোট ও বড় কি করিয়া হয় তাহা আমি বলিলাম এবং তোমরা নিজের দৃষ্টান্ততে বিশেষরূপে জানিতে পারিবে। এখন দৈব কি শুন :—

তোমরা উভয়ে নিজ মতের মতন কার্য্য করিতে লাগিলে। প্রাক্তন গুণে কার্য্য কম ও বেশী হয়। বর্ত্তমান পুরুষকার ইহার কারণ হয়—যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুরুষকারের দ্বারা বিষয়ে মনোযোগ দিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। যাহার মনোযোগ যত যোগ হইল, তাহার তত কার্য্যসিদ্ধি হইল। অন্যে বলিল—দৈবে হইতেছে, বাস্তবিক তাহা নয়। পুরুষকারের ফল দৈব হয়। দৈব অত্যন্ত আনন্দ দেয়। পরিশ্রমের ফল যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়, এমন কি আনন্দ বিহ্বলে সমাধি হয়। কাহারও সমাধি ভঙ্গ হয়, কাহারও বা হয় না। যে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, সে দৈব আনন্দটিকে সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়, আর যে সবল থাকে, সে আনন্দ ভোগ করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত আনন্দ শান্তিতে হয়—শান্তি আর কিছুই নয় নির্ব্বাণ। কেহ জীবন মুক্ত হয়, কেহ বিদেহ মুক্ত হয়,—মুক্ত অর্থাৎ সন্দেহের স্থল হইতে তফাৎ হওয়া অর্থাৎ সংস্কার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বভাবে আসা। যাহা স্বভাব তাহাই মুক্তি হয়। পরিশ্রমের ফল কত উৎকৃষ্ট দেখ।

যদি জগৎ অনিত্য হইত তাহা হইলে কি দর্শন বা জ্ঞান এত পরিশ্রম করিয়া দার্শনিক বা জ্ঞানী হইত? দার্শনিকেরা নীচেরটিকে ছাড়িয়া দেয়, অর্থাৎ যেটি হইতে দর্শন করিয়া দার্শনিক হয়,

সেটিকেই ছাড়িয়া দেয়, আর উহারা খালি অভেদটিকে রাখিয়া কহে—ইহাই সত্য হয়, আর অপর সমস্ত অসত্য হয়।

জ্ঞানী নীচেরটিকে বজায় রাখিয়া ভেদ করিতে থাকে, কিন্তু মীমাংসা না করিতে পারিয়া বিশ্বাস বলে অনন্তকে ঠিক করে, কিন্তু অনন্তকে লইয়া আর ছেঁড়াছিড়ি করে না।

আমি দুটিকেই ঠিক বলি, যখন উভয়ের কার্য্য হিতাহিতের দ্বারা করিতে হয়। ভেদ ব্যতীত অভেদে যাওয়া যায় না, আবার অভেদ ব্যতীত ভেদে আসা যায় না, অতএব এই ভেদাভেদকে হিতাহিত প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেয়। যাহাকে পরবৎ হইতে পূর্ব্ববতে যাইতে হইবে, কিম্বা পূর্ব্ববৎ হইতে পরবতে আসিতে হইবে, তাহাকে হিতাহিতের আশ্রয় লইতে হইবে। ভাল মন্দ, ছাড়া ছাড়ি, এটা ওটা, তর্ক বিতর্ক সমস্ত হিতাহিতের ফল হয়; তবে কেহ শেষ ধরে, কেহ যাহা হইতে শেষে যায়, তাহাকে ধরে। একটা কাটির একটি মুখকে আগা করিলে অপর মুখটি শেষ হয়, আবার যে মুখটিকে শেষ বলা হয় সেইটাকে আগা করিলে অপর মুখটি শেষ হয়, যেটিকে পূর্ব্বে আগা বলা হইয়াছিল। যত কিছু গোলমাল মধ্য লইয়া হয়, এই মধ্যটি সংস্কারে গঠিত হয়। এই মধ্য জগৎটি ঘূর্ণায়মান হয়। অবতার যে প্রকার সংস্কার জগতে দিয়া যান, সেই প্রকার সংস্কার জগতে বিরাজ করে। অবতার একটি নন, যুগে যুগে আবশ্যক মতে অবতার আসেন। এই অবতারকে কেহ তাঁহার পুত্র কহে, কেহ বন্ধু কহে, কেহ স্বয়ং কহে। এই অবতারগুলি মধ্যজগতে সামাজিক নিয়ম করিবার কর্ত্তা হন। মধ্য জগতে যাহারা বিরাজ করে তাহারাই গুণ হিসাবে বড় ও ছোট হয়; ফলত এই বড় ও ছোট লইয়া মধ্য জগৎ হয়। দেশের রাজার হুকুম ব্যতীত কেহই চলিতে পারে না, কারণ

হুকুমের অর্থাৎ আইনের বিপরীত কার্য্য করিলে অমনি দেহকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। দেহটী মধ্য জগতে বিরাজ করে, ইহার কারণ নিয়মে আবদ্ধ; নিয়ম ভঙ্গ করিলে দেহকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যদি মধ্য জগৎটী কেবল মানবের লীলা স্থান হয়, তাহা হইলে ভেদটী নিশ্চয় ঠিক হয়, আর মধ্য জগতে শেষটিকে কিম্বা আদিটিকে যদি মীমাংসা করিতে হয়, তাহা হইলে অভেদটী ঠিক হয়। দর্শন ও জ্ঞান উভয়ই ঠিক হয়, কিন্তু হিতাহিতের চেলা হয়।

অদ্য হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দপুর ও সুতানুটি বলিয়া দুইটি গ্রাম ছিল। এই দুই গ্রামে তন্তুবায়ের বাস অধিক ছিল। হোগলা বনের অভাব ছিল না, ইহার কারণ ব্যাঘ্রের ও অন্যান্য পশুর অভাব ছিল না। কুল কুল স্রোতস্বতী বা কিল কিলা হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে। ইংরাজ বাহাদুর আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতে কিলকিলা নাম ছিল, তবে ইংরাজ বহাদুরের রাজধানী হওয়াতে কিলকিল হইতে কলিকাতা নামটি প্রসিদ্ধ হইল।

ইংরাজ বাহাদুর কলিকাতাতে রাজধানী স্থাপন করিবার পর হইতে নানা দিগ্দিগন্ত হইতে নানা জাতীয় লোকের আগমন হইতে আরম্ভ হইল। পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর প্রায় দশ গুণ লোক বাড়িল, আর পঞ্চাশ বৎসরে আর দশ গুণ যোগ দিল, আর পঞ্চাশ বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ গুণ হইল, আপাতত প্রায় দশ লক্ষ লোক বাস করে। অল্প স্থানে বহু লোকের বাস বলিয়া নানা সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হইতেছে ও নানা প্রকার অন্ন সেবা করিবার কারণ নানা প্রকার নূতন রোগের উৎপত্তি হইতেছে; সময়ে সময়ে মড়কও দেখা দিতেছে, তবে ভীষণ মূর্ত্তিতে অদ্য পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই।

ইংরাজ বাহাদুর সহরের ময়লা পরিষ্কার করিবার দরুণ একটী Municipal অফিস স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে বাৎসরিক অনেক লক্ষ টাকা খরচ হয়। ইহাতে যে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহা নয়, অভাব পড়িলেই ধার করিতে হয়। বহু কোটী টাকা ধার হইয়াছে। হোগলা বনকে সহর করিতে হইলে কত টাকা ব্যয় হয় তাহা দেখ, আর কত সময় লাগে তাহাও দেখ। আপাতত স্থির হইয়াছে যে কলিকাতা রাজধানীতে অনেক লোক হইয়াছে, লোক সংখ্যা কমাইবার উপায় দেখা আবশ্যক। বড় বড় রাস্তা করিবার দরুণ, আর জমা খরচ ঠিক রাখিবার দরুণ দিন দিন কর বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও বড় বড় রাস্তা করিবার দরুণ কর বৃদ্ধি করাতেও লোক সংখ্যা কমিবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ইহা মহা ভ্রম, কারণ অন্নের দ্বারা বসতি হয়। যে সমস্ত জমি পতিত আছে, তাহাই বাসের যোগ্য স্থান হইবে, আর যত কর বৃদ্ধি হইবে, ততই রোজগার বৃদ্ধি পাইবে, কারণ ইহা হস্তান্তর কাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। বাটীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, আর স্থানের আবশ্যকতা যত সঙ্কীর্ণের ভিতর হইবে ততই কর বৃদ্ধির শোভা পাইবে, কিন্তু বড় ভদ্রাসনের শোভা আর দৃষ্টি গোচর হইবে না।

কলিকাতা রোজগারের স্থান হয়। একটী স্থানে প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রতিপালন হইতেছে; যত দিন প্রতিপালন হইবে অর্থাৎ অন্ন থাকিবে, তত দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। “ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই” যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্ন অন্যত্র ছড়াইলে লোক সংখ্যা আপনি কমিয়া যাইবে। কেল্লা আছে, বড় লাট ভবন আছে, বড় আদালত আছে, ছোট আদালত আছে, পুলিশ আদালত আছে, ভারত গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত অফিস

আছে, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত অফিস আছে, মিউনিসিপাল অফিস আছে, ইহা ব্যতীত বন্দর সম্বন্ধের অনেক অফিস আছে, সওদাগরের ও দোকানদারের ভাত ভিক্ষা আছে, বড়, মধ্য ও ছোট লোকের ভদ্রাসন ও বিদেশীয় বাসাবাটী আছে এবং একটী প্রধান সহরে যাহা কিছুর আবশ্যক সে গুলি প্রায় সব আছে, যদি এই সমস্ত অন্নের স্থান থাকে তাহা হইলে কি করিয়া লোক সংখ্যা কমিতে পারে ?—বরং দিন দিন যত অন্যত্র অন্নের অভাব ছুটিবে, তত লোক সংখ্যা বাড়িবে, কারণ কলিকাতা একটি প্রসিদ্ধ অন্নের স্থান হয়। ছোট লাট ভবন, আলিপুর আদালত, খিদিরপুর ডক, ইহাও একটি প্রধান কারণ হয়; আর যদি সেণ্ট্রাল ষ্টেশনটি হয় তাহা হইলে তো congestion of the city হইবে তাহার কথাই নাই। কালীঘাট ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের প্রধান আফিস আর একটী কারণ হয়। সমস্ত অন্ন একত্রিত হইবার কারণ এই congestion of the city হয়, যদি decentralisation ধরা হয় তাহা হইলে ভাল হয়।

সেণ্ট্রাল ষ্টেসনটী যদি কলিকাতার উত্তরে করা হয়, তাহা হইলে অনেক লোক ছড়াইয়া পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে রেলের প্রধান আফিসগুলিও সেণ্ট্রাল ষ্টেসনের ভিতর হওয়া আবশ্যক। আর একটী মহা সুযোগ যে কলিকাতার উত্তর ধারকে রক্ষা করা হয়। সেণ্ট্রাল ষ্টেসনটীর স্থান যথা :—পূর্ব্ব সিয়ালদার রেলওয়ে লাইন, পশ্চিম হুগলী নদী পর্য্যন্ত, দক্ষিণ চিৎপুর খাল। এই চতুঃসীমা জমি যদি রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা লয়, তাহা হইলে অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য হয়, আর খরচ অনেক কম হয়। হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত একখানি গাড়ী চলিবে, কিন্তু অন্য গাড়ী direct Jubilee Bridge দিয়া চিৎপুর station আসিবে, এবং সিয়ালদারও ঐরূপ হইবে অর্থাৎ

চিৎপুর junction দিয়া আসিবে। অন্য দিকে অর্থাৎ চিৎপুরের ষ্টেসন হইতে অন্য গাড়ী চলিবে। তবে East Coast Railwayএর কিছু অসুবিধা হয়, ইহার কারণ Jubilee Bridge দিয়া না আসিয়া চিৎপুর bridgeএর উপর দিয়া আসিলে কোন বালাই হয় না, অর্থাৎ তিনটি রেল একত্রিত হইতে পারে। চিৎপুরে হুগলী নদীর উপর আপাতত সাঁকো নাই, একটী permanant Bridge আবশ্যক। Floating Howrah Bridge রহিল, অপর একটী permanent Chitpur Bridge হইল, ইহাতে বহুদূর পর্য্যন্ত পরপারের লোকের সুবিধা হইবে, আর রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের খরচা সেণ্ট্রাল ষ্টেসন লইয়া যায় চিৎপুর would-be bridge পর্য্যন্ত। বোধ হয় যে খরচা কলিকাতায় central station করিতে এখন হইয়াছে, অর্দ্ধেতে কার্য্য সমাধা হইতে পারে, আর কলিকাতার উত্তর ধার বেশ গুলজার হয়।

আলিপুরের সমস্ত আদালত ও Presidency Commissioner's আফিস, আর বাসস্থান যদি কলিকাতার উত্তরে স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে কলিকাতার উত্তর ধার বেশ গুলজার হয়; তবে আলিপুরের নিকটবর্ত্তী লোকের কষ্ট না হইবার কারণ সিয়ালদহের সমস্ত আদালত আলিপুরে উঠাইয়া দেওয়া হউক, ইহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না, বরং কার্য্য সুচারুরূপে চলিবে। আলিপুর আদালত সকলকার out of the way হয়, কারণ কোন railway station নাই বা কোন নদী নাই যাহাতে লোকের যাতায়াতের সুবিধা আছে, তবে দেশের রাজা যেখানে প্রজাদিগকে যাইতে আদেশ করিবেন সেইখানে প্রজা যাইতে বাধ্য।

ছোটলাটের বাসস্থান যদি কলিকাতার উত্তরে হয়, আর Bengal Governmentএর সমস্ত আফিস যদি কলিকাতার উত্তর

ধারে যায়, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর দ্বিতীয় কলিকাতা হয়। তবে এতটা প্রয়োজন নাই, কিন্তু হওয়া উচিৎ। কলিকাতা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকুক, এবং সমস্ত ইণ্ডিয়া সংক্রান্ত head office গুলি থাকুক। বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত আফিস গুলি কেন থাকিবে ?

আপাতত কলিকাতা নগরে চারিটি রাস্তা উত্তর-দক্ষিণে আছে, ইহাতে ঠিক হয় নাই। Halliday ও Amherst রাস্তা বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ ভেদ কবিলে ভাল হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আটটি আছে; তবে ধর্ম্মতলার রাস্তা পূর্ব্বদিকের খালের রাস্তার সহিত দেখা করিলে ভাল হয়, বাতাস বরাবর খেলিতে পারে। বহুবাজার ও হ্যারিসন রোডটি ঠিক আছে। বিডন ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট খালের রাস্তার সহিত মিলাইয়া দিলে ভাল হয়। হ্যারিসন ও বিডন রাস্তার মধ্যে দুটী বড় নূতন রাস্তা অত্যন্ত আবশ্যক, যাহা পূর্ব্বদিকে খালে মিশিবে এবং পশ্চিম দিকে Srand Road দেখিবে। গ্রে ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীটের মধ্যে আর একটি বড় রাস্তা অত্যন্ত আবশ্যক। এই সব যদি করা হয়, তাহা হইলে congestion of Calcutta যাইতে পারে, আর তাহা না হইলে টাকার শ্রাদ্ধে বড় লোকের ঘরে congestion of brain যে রকমে যায় সেই রকম হইতে পারে। মেয়েরা বলিয়া থাকে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়, ওহে বন্ধু দর্শন ও জ্ঞান, তোমাদেরও ঠিক এই রকম হয়, কারণ তোমরা মাজিয়া ও ঘসিয়া এত পরিষ্কার কর যে স্বভাব হিতাহিতটি একবারে লোপ পায়, খালি নিজের উপার্জ্জিত বিদ্যার প্রাদুর্ভাবটি থাকে। বন্ধু ! অনেক সময়ে মূর্খের কথা দার্শনিকের বা জ্ঞানীর অপেক্ষা অনেক উচ্চ হয়। যদি হিতাহিতটাকে লইয়া দার্শনিক বা জ্ঞানী চলে,

তাহা হইলে দুই কুল বজায় থাকে। বন্ধু! তোমাদের ভেদ ও অভেদ কি এখন জানিতে পারিলে?

দর্শন,—তুমি যাহা বলিলে, উহা খোসামোদের বাক্য স্বরূপ হয়, কেননা তুমি ভেদকে ও অভেদকে সমান করিয়া নিজে ভেদাভেদ হইলে। আমি হিতাহিতটিকে প্রকৃত বলি না, কারণ হিত ও অহিত দ্বি বলিয়া কথিত হয়। আরও দেখ সংস্কার গুণে হিতাহিত হয়। তোমার যে প্রকার সংস্কার তুমি সেই প্রকার বলিয়াছ। ঐ দেখ আমাদিগের প্রধান বন্ধু নিত্য আসিতেছে।

(স্বগত) আমরা তিন জনে তিন দিকে ধাই, ইহার কারণ আমাদিগের ভিতর পরস্পরে মিল নাই। আমি অভেদ হইয়া বিরাজ করি, বন্ধু জ্ঞান ভেদ লইয়া থাকে, বন্ধু হিতাহিত ভেদাভেদ লইয়া দুটিকে সমভাবে রাখে, কিন্তু কাহারও মীমাংসার শেষ নাই, তবে বাক্যের কৌশলে ও পদ বিন্যাসের তারতম্যে অন্যের নিকট আমরা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করি, বাস্তবপক্ষে সকল-কারই গোলমাল হয়। দেখা যাউক এ নিত্য আবার অদ্য কি করে!

(প্রকাশ্যে) তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার সমস্ত মঙ্গল?

নিত্য,—আর ভাই যাওয়া ও আসাই আমার নিত্য কার্য্য হয়, তবে যে ভাবে যে লয়। তোমাদিগের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল হয়। যদি তোমরা মঙ্গল বল, তবে আমার মঙ্গল সম্ভাবনা,—আবার যদি অমঙ্গল বল, আমার অমঙ্গল অনিবার্য্য। শিব—সত্য, সত্য, নিত্য, নিত্য, নিত্য।

জ্ঞান,—"আমার মঙ্গলে তোমার মঙ্গল হয়" এইটী কি বলিলে?

দর্শন,—তুমি যাওয়া ও আসা বিষয়ে নিত্য বলিয়া কি বলিলে? আর যে ভাবে যে লয়, ইহাই বা কি?

হিতাহিত,—তুমি "শিব, সত্য, সত্য—নিত্য, নিত্য, নিত্য" কি বলিলে ?

নিত্য,—জ্ঞান! তোমা হইতেই আমি জ্ঞান লাভ করি, যদি তুমি না থাকিতে, তাহা হইলে আমার অস্তিত্ব থাকিত না। জগতে এমন কিছুই একটি পদার্থ নাই যাহাকে জ্ঞাম বলিয়া কহিতে পারি! আবার এমন কিছুই পদার্থ নাই যাহাতে জ্ঞান নাই! জ্ঞা ধাতুর উত্তর অনট প্রত্যয় করিলে জ্ঞান হয়, অতএব জগৎটি জ্ঞানময় হয়। যাহা কিছু আছে সমস্তই সংজ্ঞা হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞা ব্যতীত প্রজ্ঞ হয় না। জগতে এমন বিষয় নাই যাহায় সংজ্ঞা নাই,—যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ হইবার প্রধান বিষয়ই বিষয় হয়। বিষয়ে জগৎটি রচিত হয়, এবং জগতের অস্তিত্বটি সংজ্ঞাতে হয়, সেই হেতু সংজ্ঞা ধরিয়া কার্য্য চলিলে বিষয়কে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং বিষয়কে জ্ঞাত হইতে পারিলে জ্ঞান হয়, ফলত জ্ঞান আসিলে জগতে জ্ঞানী বলিয়া বিদিত হয়।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানী, এই তিনটি জ্ঞ লইয়া সংজ্ঞা হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, ব্যোম, এই পাঁচটির গুণ অপর পাঁচটির হয়; কিন্তু এই সবগুলি বিষয় বলিয়া কথিত। বিষয় হইতে জ্ঞান হয়—না জ্ঞান হইতে বিষয় হয়, ইহা বড় গোলমালের তর্ক হয়, কিন্তু তাহা নয়; বিষয়ই জ্ঞানের কারণ হয়। অন্ন হইতে ইন্দ্রিয় হয়, ইন্দ্রিয় হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিলে জ্ঞানী হয়।

এখন অন্ন কোথা হইতে হয়?

মেঘ হইতে।

মেঘ কোথা হইতে হয়?—

সূর্য্যের কৃপায় হয়।

সূর্য্য কোথা হইতে হয়?—

অনন্তের কৃপায় হয়।

যদি কার্য্য ও কারণ সম্বন্ধ লইয়া তর্ক বিতর্ক করা হয়, তাহা হইলে মীমাংসা হয় না, তাহা অন্য রহস্যে প্রকাশ্যরূপে দেখান হইয়াছে; তবে ভক্তির দ্বারা বিশিষ্ট শ্বাসটিকে বিশ্বাস করিয়া অনন্ত সংজ্ঞাটিকে মীমাংসা করিতে হয়, যাহা আকাশকুসুম তুল্য অলীক হয়। তবে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ "আমার মঙ্গলে তোমার মঙ্গল হয়" এইটী কি, তাহা শুন:—

আমি সমস্তকে নিত্য করি, ইহার কারণ অনিত্য কিছুই নাই, তবে যাহা কিছু অবস্থা ভেদে অনিত্য দেখি বা বলি, সেটি সংস্কার ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, কিন্তু সংস্কারটি অনিত্য হইয়াও নিত্য পদার্থ হয়। তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল হয়, কারণ সমস্ত নিত্য হয়। যদি আমি দ্বি করিতাম এবং কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিতাম, তাহা হইলে তোমার ও আমার ফল পৃথক হইত। যদি তোমার মঙ্গল হয়, তাহা হইলে আমার মঙ্গল অনিবার্য্য। মঙ্গল ও অমঙ্গল কিছুই নয়, ইহা অভেদ বাদীর কিম্বা সোহং বাদীর নিকট হয়; কিন্তু এই যুক্তির মীমাংসা নাই, কারণ যাহার দ্বারা যুক্তি কিম্বা তর্ক করিব তাহাই ভেদ হয়, তবে কাগজে ও কলমে খালি অভেদ থাকে, কারণ একটীকে প্রধান্যে দেয় এবং এই প্রাধান্যের কারণ নিজের মতটিকে নিজে খণ্ডণ করে।

এইটী হইতে সমস্ত হয়, অতএব এইটী প্রাধান্য লাভ করিল। এইটী কোথা হইতে হয়, এ স্থলে বিশ্বাস না করিলে মীমাংসা

হয় না, কিন্তু এইটী ওয়ালারা যাহা হইতে সমস্তকে আনে কিম্বা সমস্তকে যাহাতে লইয়া যায়, সেই ব্যক্তিরা অন্য সমস্তকে অনিত্য কহে। আর যাহারা বলিল "জানি না" কারণ তিনি অনন্ত হন, তাহারা জানি না বলিয়া মীমাংসা করিয়া ইহজগতে কার্য্য করিতে থাকিল। আবার উহারা স্বর্গকে ও মর্ত্ত্যকে দেখাইয়া আশাটিকে প্রস্তুত করে, কেননা আশাতে পুরুষকার হয়, পুরুষকারে ফল হয়, ফলে অনন্দ হয়; ফলত উহারা পুনর্জীবনকে আনিয়া কার্য্যের ফলাফলগুলিকে মীমাংসা করে।

কিন্তু বাপু, জ্ঞানের বা দর্শনের বা হিতাহিতের মীমাংসা কোথায়? জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিতকে শেষে যাইয়া অবশেষে শেষটিকে হারাইতে হয়। যদি শেষটি যায়, তাহা হইলে আদিটি ফক্কা হয়, কারণ যদি আদিটি ও শেষটি যায়, তাহা হইলে মধ্যটি যায়; আবার যদি আদিটি, মধ্যটি ও শেষটি যায়, তাহা হইলে অন্য সব কিছু যায়। যদি সমস্ত যায়, তাহা হইলে সমস্ত অলীক হয়। অতএব প্রাধান্য লইবার ফল অলীক হয়। যদি কাহাকেও প্রাধান্য দিল, অমনি তর্ক ক্ষেত্রে পরাজিত হইল; আবার যদি সোহং বলিল, তাহা হইলে সমস্তকে হারাইল, কেননা যে বলিবে সে নিজে কার্য্যে পারিবে না। ইহা কত দূর সত্য কি মিথ্যা, তাহাকে লইয়া পরীক্ষা করিবে।

দুটি হাতকে এক কর দেখি, কিম্বা হস্তের আঙ্গুলটিকে এক কর দেখি, কিম্বা স্ত্রীকে ও পুরুষকে এক কর দেখি! যদি এই সামান্য কার্য্য করিতে না পার, তবে কয়েকটী বুলির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকে কি করিয়া এক কর?

জ্ঞান বাহ্য জগৎকে ঠিক করে, কারণ বাহ্য জগৎ না হইলে জ্ঞান হয় না। বাহ্য জগৎ যত পরিপক্কতাতে আসে ততই জ্ঞানের

বিকাশ পায়। ইন্দ্রিয় হইতে জ্ঞান হয়, ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্ন হইতে ইন্দ্রিয় হয়, ইহা বলিতে হইবে; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্নময় জগৎ হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে চন্দ্রের ও সূর্য্যের কৃপায় অন্ন হয়, ইহা বিশ্বাস করিতে হয়; যদি এই বিশ্বাসটি ঠিক হয়, তাহা হইলে ভূতের সমষ্টিকে ও ব্যষ্টিকে বিশ্বাস করিতে হইবে; যদি ইহা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে ভেদটি ও অভেদটি নিত্য পদার্থ হয়, ইহা বিনা সন্দেহে বলিতে হইবে। বাস্তবিক যদি সমস্ত নিত্য হয়, তাহা হইলে দশ জনে মিলিয়া কার্য্য করিতে দোষ কি ?

তবে বলিতে পার, না করিলেই বা দোষ কি? ইহা যে যুক্তিসঙ্গত, বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবে না। তবে দশ জনকে লইয়া জগতের অস্তিত্ব হয়, যদি এই অস্তিত্বটিকে লোপ কর, তাহলে অনিত্যটি আসিয়া উপস্থিত হয়, কারণ সমস্তই নিত্য করিলে যা হয়, না করিলেও তা হয়; তবে সংস্কারে জগৎটি আছে এবং এই সংস্কারটি দশ জন হইতে হয়। যদি দশ জনে খারাপ বলিল, জগতে আমি খারাপ হইলাম, কারণ দশ জনে জগৎ হয়। তবে যদি সমস্তকে নিত্য কর তাহা হইলে বলিতে পার, ভাল ও খারাপ কি ?—কিন্তু দশ মুখে গুণ হয়; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে বাহ্য জগৎকে ধরিয়া চলা আবশ্যক, যদিও অন্তর ও বাহ্য জগৎ দুইটীই নিত্য বলিয়া কথিত।

তবে বলিতে পার বাহ্য ও অন্তর জগৎ বলিলে দ্বি আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা নয়। যত সংখ্যা দিতে পার দাও তাতে কিছুই ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই, কারণ সমস্তই নিত্য হয়, তবে লাভের মধ্যে কেন দশ জনের গুণটীকে হারাই ?

যদিও প্রকৃত হারান কিছুই নাই, ইহা সত্য, কারণ সকলকার গোয়ে ব্যাঙ ডাকে, তথাপি দশ জনে বলিবে গুণহীন পুরুষ। এই সংস্কারটিকে কেহই উঠাইতে পারে নাই ও কস্মিনকালে কেহ পারিবে না, যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে কেনরে বাপু দেহের গুণটাকে নষ্ট করি? নিত্য হইলে নষ্ট হয় না। যদি সমস্ত নিত্য ইহা ঠিক কর, তবে কেন নষ্ট করিতে যত্নবান হও? যাহা নিত্য তাহাকে নষ্ট করিতে কেন উদগ্রীব হও, যখন কিছুতেই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না?

দেহ অর্থাৎ আকার হইলেই গুণ বিশিষ্ট হয়; ইহাও নিত্য হয়, কারণ যত আকার আছে, সমস্তেতেই গুণ আছে। গুণ বিহীন আকার কেহ কি দেখিতে পাও? যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দশমুখে যেটিকে গুণ কহে, কেন তাতে বৃথা তর্ক কর? যাহার দ্বারা তর্ক কর সেটাও গুণ হয়, ফলত সেটাও নিত্য হয়। গুণ আহরণ করিতে হইলে পুরুষকারের আবশ্যক হয়, বিনা পুরুষকারে গুণ হইয়াছে ইহা কি কেহ বলিতে পার? তবে কম ও বেশী হয়, ইহা পুনর্জন্ম আনিয়া জমা ও খরচ কাটিলে ঠিক হয়। যতক্ষণ আকার ততক্ষণ পুরুষকার, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে পুরুষকার নিত্য ইহা ঠিক হয়।

তবে বলিতে পার কি প্রকার পুরুষকার করি? দশ মুখে ধর্ম্ম হয়, ইহা অব্যর্থ। যাহা আকার তাহাই ধর্ম্ম, কারণ আকার না হইলে ধর্ম্ম হয় না। যদি দশ মুখে ধর্ম্ম হয়, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে যে আকারের যে ধর্ম্ম, যাহা দশ মুখে কহে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম হয়।

প্রভু যিশুখ্রীষ্ট সন্তান রূপে আসিলেন, আহা কি উচ্চ রহস্য! জগতে সকলেই সন্তান রূপে আসে, তবে প্রভু যিশুখ্রীষ্ট কেন

সমস্ত খ্রীশ্চান জগৎকে শিক্ষা দিলেন? অন্য সমস্ত জাগতিক জন কেন প্রভু যিশুখ্রীষ্টকে শিক্ষা দিলে না? প্রভু যিশুখ্রীষ্টের নাম লইয়া খ্রীশ্চানগণ কেন আনন্দ লাভ করে? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, প্রভু যিশুখ্রীষ্ট নিত্য হন এবং শিষ্যেরাও সঙ্গে সঙ্গে নিত্য হয়, কারণ শিষ্য না থাকিলে গুরুর অস্তিত্ব কোথায়? অতএব গুরু ও শিষ্য নিত্য হয়। গুণ আহরণ করিলে গুরু হয়। যে যারে ভোলাতে পারে সে তার গুরু।

প্রভু যিশুখ্রীষ্ট প্রায় তিন অংশের এক অংশ জগৎকে ভুলাইয়াছেন। দুই হাজার বৎসরের ভিতর কত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একজন খ্রীশ্চানকে কেহ কি ভুলাইতে পারিয়াছে? কেন পারে নাই, কারণ যে গুণ প্রভু যিশুখ্রীস্ট পুরুষকারের দ্বারা আহরণ করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি অন্য কেহই ইহার কণা মাত্র গ্রহণ করিতে পারে নাই। তিলে তিলে যোগ দিলে তাল হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ একদিন যে খ্রীশ্চান হইবে, ইহার কোন ভুল নাই।

দশ মুখে ধর্ম্ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রভু যিশুখ্রীষ্ট যে প্রকার ধর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম হয়। সম্প্রদায়ানুসারে যে যার ধর্ম্ম জানিবে। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম নিত্য হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

ধর্ম্ম হইতে জাতি ব্যবহার হয়—জাতি ব্যবহার হইতে সংস্কার হয়—সামাজিক সংস্কার হইতে একতা হয়—একতা হইতে শক্তি হয়—শক্তি হইতে পুরুষকার হয়—পুরুষকার হইতে ফল হয়—ফল হইতে আনন্দ হয়—আনন্দ হইতে স্থিরে স্থির হয়,—ইহাও নিত্য হয়। অতএব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু সাধিত হয় সমস্তই নিত্য হয়।

অনেকে বলিতে পারে ইন্দ্রিয় সকল অনেক কুৎসিৎ কার্য্য করে, ইহা কি নিত্য হয়? নিত্য হাজারবার বলি, তাহা না হইলে কার্য্য কোথা হইতে হয়? তবে ইহার শাস্তিও সঙ্গে সঙ্গে আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে এবং সেটিও নিত্য হয়। রাজা ও প্রজা উভয়ে মনুষ্য তবে প্রভেদ কেন?—প্রভেদ কিছুই নয়, তবে রাজাকে না মানিলে সাজা লইতে বাধ্য। যখন রাজা প্রজা সম্বন্ধ হইয়াছে, তখন মানিতে বাধ্য আছ। জগতে প্রজা হইতে কেহই চাহে না, রাজা নিজ গুণে প্রজা করে; যদি রাজা তলবারিকে স্ত্রী না করে, তাহা হইলে আর রাজা থাকিবে না, আবার ঘুরে ফিরে প্রজা হইতে হইবে এবং ইহাও নিত্য হয়। নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই, ইহার কারণ জগতে কিছুই অগ্রাহ্য নাই।

অহে ভাই সকল! তোমা হইতেই ইহা শিক্ষা করিয়াছি, তুমি অজ্ঞান হইয়া যাহা বল, তাহাও নিত্য হয়, কারণ অজ্ঞানের বন্ধু অজ্ঞান হয়। মৃত দেহটি জীবিত দেহের সহিত কথোপকথন করে না বলিয়া মৃত দেহটিকে অনিত্য কহা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ সমস্ত নিত্য হয়। মৃত দেহটি মৃত দেহের বন্ধু হয়, যেমন বৃক্ষ বৃক্ষের বন্ধু হয়, যদি ইহা ঠিক না হইত তাহা হইলে জীব আহারে জীব উৎপাদন হইত না। অবস্থা ভেদে সমস্ত ভেদ হয়, ইহাও নিত্য হয়, যদি নিত্য না হইত তাহা হইলে ঘুরে ফিরে তাই তাই হইত না।

দৃশ্য জগৎ হইতে জ্ঞান পরিপক্ক হয় এবং জ্ঞান পরিপক্ক করিতে হইলে দৃশ্য জগৎকে ভেদ করিতে হয়। যে যত ভেদ করিতে পারিবে, সে তত ভেদ বাহির করিতে পারিবে। যে যত ভেদ বাহির করিতে পারিবে, সে তত জ্ঞানী বলিয়া কথিত হইবে। যদি ভেদটি নিত্য না হইত, তাহা হইলে জাগতিক জনের দুঃখ কত হইত!

একজন এক হাত যাইয়া মরিয়া গেল, একজন দশ হাত যাইয়া মরিয়া গেল, একজন শত হাত যাইয়া মরিয়া গেল; যদি সমস্ত নিত্য না হইত, তাহা হইলে শান্তি থাকিত না, কারণ এক হাত যাইয়া যে মরিল, সে আর একশত হাত যাইতে পারিল না; তবে তা নয়, যে এক হাত যাইল, সেও আপাতত শান্তি পাইল, কারণ তাহার শক্তি অনুসারে সে কার্য্য করিল, তবে সমস্ত নিত্য বলিয়া পরজন্মে দশ হাত যাইবে, তার পরজন্মে দশ হাত যাইবে, কারণ সমস্ত নিত্য হয়। যাওয়া ও আসা ইহাও নিত্য হয়, গুণ ইহাও নিত্য হয়, সংস্কার ইহাও নিত্য হয়। যদি সব নিত্য না হইত, তাহা হইলে এই সব কোথা হইতে আসিল? আচার ও ব্যবহার ও নিয়ম যাহা কিছু আছে, ইহা সমস্ত নিত্য হয়, অতএব যখন যেটির আবশ্যক তখন সেটি স্বয়ং উদ্ভব হয়।

মানবের ভিতর বিশৃঙ্খলতা উচ্ছেদ করিতে হইলে, অবতারের আবশ্যক এবং অবতারের নিয়মের আবশ্যক হয়। রাজা হইতে হইলে গুণের আবশ্যক, গুণী হইতে হইলে পুরুষকারের আবশ্যক; আবার বাস্তবিক মানব ব্যতীত পুরুষকার নাই, ফলত মানবের পদবাচ্য হইতে হইলে মনুর আবশ্যক হয়, আর মনুকে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে মানবকে আনিতে হয়;' আবার মনের অস্তিত্ব ঘটাইতে হইলে শক্তির আবশ্যক, কেননা শক্তি না থাকিলে একতা হয় না, ফলত একতা করিতে হইলে অবতারের আবশ্যক।

দৃশ্য জগৎ ব্যতীত পদার্থ নাই। যাহা দৃশ্য তাহাই অদৃশ্য হয়, পরে আবার দৃশ্য হয়, অতএব ইহাই স্থূল ও সূক্ষ্ম হয়। যদি সমস্ত নিত্য না হইত, তাহা হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্য থাকিত না। দৃশ্য হইতে অদৃশ্য হয়, আবার অদৃশ্য হইতে দৃশ্য হয়। নিত্যের

লীলা কি অদ্ভুত! অনেকে বলিতে পারে, যদি সমস্ত নিত্য হয়, তবে অদ্ভুত হয় কেন? ইহা যে ঠিক তাহার কোন ভুল নাই; তবে কি জান, মানব ঠকায় মানবকে, পশুকে মানব ঠকায় না। নিত্য অদ্ভুত দেখাইবে নিজকে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি!

জ্ঞান ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। প্রথমে জ্ঞান, তাহার পর দর্শন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিতাহিত বরাবর বর্ত্তমান আছে। দৃশ্য পদার্থ হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে দর্শন উপস্থিত হয়, দর্শন হইতে বিষয়ের বিচার তন্ন তন্ন হয় এবং এই বিচারটি হিতাহিতের দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়। হিতাহিত দ্বি হয়, হিত আর অহিত এবং ইহা সামাজিক সংস্কারে গঠিত হয়। তবে আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও ভয় এই চারিটি সংস্কার বীজে নিহিত থাকে এবং এই সমস্তগুলি ভূত হইতে হয়, ফলত সমস্ত নিত্য হয়। যাহা নিত্য হয় তার মীমাংসা করিতে বাকী থাকে না, কারণ বিষয়ীভূত যাহা তাহাই নিত্য; অতএব জ্ঞানের বা দর্শনের, বা হিতাহিতের যাহা তাহাই নিত্য হয়।

দর্শন স্থূলটিকে ছাড়িয়া স্থূল-সূক্ষ্মটিকে ধরিল বলিয়া দর্শনের দোষ বলিয়া কথিত হইল। জ্ঞান স্থূলটিকে ধরিয়া সূক্ষ্মটিকে ছাড়িল বলিয়া জ্ঞানের দোষ হইল। হিতাহিত শুভ ও অশুভকে লইয়া কিছুই বলিল না বলিয়া হিতাহিতের দোষ হইল, কিন্তু বন্ধু! আমি সমস্তকে নিত্য করি, ইহার কারণ জ্ঞান যাহা বলে তাহাও লই, দর্শন যাহা বলে তাহাও লই, হিতাহিত যাহা বলে তাহাও স্বীকার করি, সেই হেতু আমার মীমাংসা ঠিক হয়।

যেগুলি পাপের কার্য্য আছে, সেগুলির শাস্তিও আছে, এবং যেগুলি পুণ্যের কার্য্য আছে, সেগুলির পুরস্কারও আছে; ফলত নিক্তির কাঁটা ঠিক রহিল। মঙ্গলে মঙ্গল হয়, অমঙ্গলে অমঙ্গল হয়। তুমি যদি আমার মঙ্গল কর, আমার মঙ্গল

হইল; তুমি অমঙ্গল কর, আমার অমঙ্গল হইল; তবে ক্ষমতানুসারে কার্য্য সিদ্ধি হয়। "সৎ সঙ্গে স্বর্গে বাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ" এই নীতিটী কি উৎকৃষ্ট হয়! সৎ সঙ্গে সৎ হয়, অসৎ সঙ্গে অসৎ হয়। কেন হয়, অন্য রহস্যে প্রকাশ্যরূপে দৃষ্টান্ত সহ বলা হইয়াছে।

ভাই জ্ঞান! আমি যাহা কিছু বলিলাম সমস্তই তোমা হইতে জানিবে, কারণ অজ্ঞানটি কিছুই বলে না। তবে ভাই তোমার দর্শন নাই, যদি দর্শন থাকিত, তাহা হইলে অনন্তকে কর্ত্তা করিতে না, আর স্থূলকে বড় করিয়া নানা রকম বিধান স্থাপন করিতে না; কিন্তু ভাই! যদি তুমি বিধানটিকে নিত্য রাখিতে তাহা হইলে আর কোন বালাই থাকিত না। তবে তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল কি করে হয়, তুমি এখন জানিতে পারিলে? যেমন তিনি তেমনি রহিলেন, লাভের ভিতর জ্ঞানটি আসিলেন।

বন্ধু দর্শন! আমি যাওয়া ও আসাটিকে অর্থাৎ দুইটিকে নিত্য বলিয়াছি। তুমি একটি হইতে আসে এবং তাহাতে যায় ইহাই ঠিক, আর অন্য অঠিক, ইহাই বলিয়াছ, ইহার কারণ সমস্ত অভেদ হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছ। তুমি যতদূর যাইলে ততদূরটিকে লইলে না, খালি যথায় হাঁপটি ছাড়িলে সেই স্থানটিকে লইলে এবং তথা হইতে যাহা দর্শন করিলে, তাহাই সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে। ভাই দর্শন! তুমি কলিকাতা হইতে হিমালয়ের ধার পর্য্যন্ত যাইয়া আর কোন প্রকার পথ পাইলে না, যাহাতে তুমি পরপারে যাইতে পার। তুমি বহুদিন ধরিয়া অনেক চেষ্টা পাইলে কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না। বহুদিন ঐ স্থানে থাকিবার কারণ নিম্ন স্থানগুলিকে ভুলিয়া গেলে, অর্থাৎ কলিকাতা হইতে হিমালয়ের ধার পর্য্যন্ত

যাইতে যে সমস্ত স্থানগুলিকে পার হইতে বাধ্য হইয়াছিলে, সেই সমস্ত গুলিকে স্মৃতি পথ হইতে বাহির করিয়া দিলে। ইহা হইতেই পারে, কেননা তোমার মনোযোগ খালি "কি করিয়া হিমালয় পার হইব" ইহার উপর আছে। বহুদিন এই প্রকার মনে মনোযোগ স্থির করিবার পর, ইহাই স্থির হইল যে ইহাই শেষ হয়, কিন্তু স্বীকার করিলে না যে ইহার পর যাহা তাহা তোমার ক্ষমতাতীত।

আবার দেখ, যাহা তুমি স্থির করিলে তাহা ঠিক হয়, কারণ অদ্যাবধি কেহই হিমালয় পার হইয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু যে জন হিমালয়ের ধারটিকে ধরিল, সে জন ক্রমান্বয়ে যাইতে যাইতে সুবিধাজনক পথ বাহির করিয়া পরপারে যাইল। যত্ন-শীল জন যত্নের দ্বারা অনেক নূতন বিষয় ভবিষ্যতে আবিষ্কার করে। মানব-বুদ্ধির শেষটি যে কি, ইহা কেহই ঠিক বলিতে পারে না; যদি পারিত, তাহা হইলে জগতে এত প্রকার মত ভেদ থাকিত না, ও পর পর এত প্রকার নূতন আবিষ্কার হইত না।

যার যাহা শেষ, তার তাহাই শেষ হয়। যাহা একজনের শেষ হয়, তাহা অন্য জনের আদি হয়, আবার অন্য জনের যাহা আদি তাহা একজনের শেষ হয়, ইহার কারণ দর্শনের মীমাংসা নাই। দর্শন জ্ঞানকে অনিত্য কহে, কারণ অনিত্য জগৎ হইতে জ্ঞান হয়, এবং জ্ঞানের উপকরণগুলি অন্ন হইতে হয়। যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অন্নে সজীব হয়, ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডটি অনিত্য কি প্রকারে হয়? তবে রূপান্তরকে যদি অনিত্য কহা হয়, তবে ঠিক কারণ বিষয় রূপান্তর হয়, ধ্বংস হয় না; যদি ধ্বংস না হয় তাহা হইলে সমস্ত বিষয়

নিত্য হয়। বিষয় ব্যতীত বিষয় নাই, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে একটি বিশেষ হইতে কি প্রকারে অন্য সমস্ত আসিতে পারে ?

বন্ধু দর্শন! তুমি বিশেষ বলিয়া ভুল করিয়াছ, কারণ বিশেষেরও তো বিশেষ আছে ? কিন্তু এই বিশেষটিকে তুমি সংজ্ঞা দিয়া বিশেষ রং রাখিয়াছ। সংজ্ঞাতে সংজ্ঞা হয় ইহা ঠিক, কিন্তু বিষয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে বিষয়ের সংজ্ঞাগুলি সর্ব্বত্র এক হইত। মানব এই সংজ্ঞাটি জগতে কত প্রকার আছে, কিন্তু বিষয় সর্ব্বত্র এক হয়। ভাষাবাদীরা কত যত্নের দ্বারা শব্দের উৎপত্তিটিকে ঠিক করিতে যত্নশীল আছে, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারে যে এক হইতে সমস্ত হইয়াছে ? আপাতত জগতে তিন প্রকার ভাষা হইতে সমস্ত ভাষা হইয়াছে, ইহা ঠিক হইয়াছে, কিন্তু ইহা সত্য কে বলিতে পারে ? তবে যত দিন আর একজন ইহাকে খণ্ডণ না করে, তত দিন ইহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব তুমি যাহা বল, তাহাও তদ্রূপ হয়।

জগতে কত দর্শন হইয়া গিয়াছে, কত দর্শন হইতেছে এবং ভবিষ্যতে কত দর্শন হইবে, ইহা কে বলিতে পারে ? মাথার খেলা সমস্ত হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ইহা সমস্ত মাথার খেলা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যার মাথা যত প্রবেশী হইল, তার মাথা তত প্রকার দর্শন করিল, কিন্তু এইটী সকলকার ঠিক হয় যে সকলে শেষটিকে জানিতে ইচ্ছুক। যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই হইবে, কেননা ইচ্ছার উপর সমস্ত নির্ভর করে; বাস্তবিক এক ইচ্ছা করিলেন, "আমি বহু হইব" অমনি বহু হইলেন। এক বৎসরে না হয়, তো হাজার হাজার বৎসরে ঠিক হইতে পারে। শত বৎসরের অধিক প্রায় লোক বাঁচে না, কিন্তু অনেকে আবার কম বয়সে

মরে, এই গুলিকে মীমাংসা করিবার কারণ নিত্যের প্রয়োজন হয়। যাহা কর তাহাই নিত্য হয়, যদি ইহা ঠিক কর তাহা হইলে মীমাংসা হইবার আর কোন বালাই থাকে না। জ্ঞানের বৃদ্ধাবস্থা না হইলে দর্শন হয় না। যতদিন যৌবন অবস্থাতে থাকে ততদিন চঞ্চল থাকে, অতিরিক্ত চঞ্চল হইলে স্থির হইতে বাধ্য হয়। স্থিরের কাল বা অবস্থা কিছুই স্থির নাই। যাহার যে প্রকার শক্তি হয়, তাহার স্থিরতা সেই প্রকার হয়। কে কতদূর যাইয়া স্থির হয়, ইহা কেহই বলিতে পারে না, যদি পারিত তাহা হইলে সমস্ত স্থির অর্থাৎ ঠিক হইত।

দর্শন বৃদ্ধ বলিয়া নিজে স্থির করিল যে ইহাই স্থির হয়, কিন্তু বাস্তবিক সমস্ত অস্থির হয়। বৃদ্ধ হইলেই চক্ষুতে দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু দর্শনটি বদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি দর্শন করিতে করিতে আর দর্শন করিতে না পারে, সে ব্যক্তি অন্য জনকে বলে না যে আমি দর্শন পাই না, বরং সে অনুমানে কার্য্য করে, ফলত অনুমানটিকে প্রমাণ করিবার কারণ প্রত্যক্ষকে ছোট করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান হয় না। অনেকে বলিবে, ধূম দেখিয়া অনুমান্ করা যাইতে পারে যে তথায় অগ্নি আছে, যে জনেতে অগ্নির সংস্কার নাই সে জন কি ধূম দেখিয়া বলিতে পারে যে তথায় অগ্নি আছে? প্রথমে দৃশ্য জগৎ, তার পর অনুমান অর্থাৎ পুনঃ স্মরণ, ইহাতে কর্ত্তা ঠিক হয়, কারণ কর্ত্তার অনুমান আসে কোথা হইতে, যদি প্রথমে কর্ত্তা না থাকে, কিন্তু কর্ত্তারও কর্ত্তা থাকে ইহা যেন স্মরণ থাকে। এই সমস্ত মীমাংসা অন্য রহস্যে করা হইয়াছে।

পুনঃ স্মরণ দৈবকে পোষন করে; আবার দৈব আনন্দকে পোষন করে। দর্শন অনুমানে কার্য্য করে, কিন্তু আমি বলি সমস্ত

বিষয় অনুমানে চলে না, ইহার কারণ অনুমান সর্ব্ব সময়ে সত্য হয় না। কেহ অণুকে ধরিল, অণুর অণু আছে, বেশী অণু করিলে ফাঁকি হইল, ফাঁকি হইলে নিজে ফাঁকিতে পড়িল, কারণ কথার ফাঁকিতে ফাঁকি করিতেছিল, আবার কথার ফাঁকি ফাঁকি দিয়া উহাকে ফাঁকি করিল! প্রকৃতি গুণে প্রকৃতি হয়, আবার সেই প্রকৃতি প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয়। হেতু ধরিয়া ঈশ্বর কর্ত্তা হয়, আবার ঈশ্বর নশ্বর হয়। কি আশ্চর্য্য যুক্তি! যদি কার্য্যের ফলাফল ভুগিতে হয়, তবে আর এতটার প্রয়োজন কি? অতএব আবশ্যক মতে যাহা স্বয়ং উদ্ভব হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ বিধেয়।

ব্রহ্ম যদি অভেদ হয়, তাহা হইলে সোহং কি দোষ করিল? এই সবগুলি কি কেহ ব্যবহারে আনিতে পারে, না ব্যবহারে যাহা তাহা লইয়া মীমাংসা করিতে পারে? তবে কথার শ্রাদ্ধ আছে, আর তর্কের প্রণালী আছে, আর কেল্লার দরজা অনেক রকমে রক্ষিত আছে, ইহার কারণ শীঘ্র কেহই কিছু করিতে পারে না। কিন্তু যথায় বাতাস যাইতে পারে না তথায় বুদ্ধিমানের বুদ্ধি যায়; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে এই সব সুরক্ষিত কেল্লা কেন না অপর একজন অধিকার করিতে পারিবে? তবে এক দিনে না পারে শত শত বৎসরে পারিবে। ইহাও সত্য কি মিথ্যা, তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ। জগতে কত প্রকার দর্শন হইয়াছিল, কত প্রকার হইতেছে ও কত প্রকার হইবে, ইহা কি কেহ ঠিক কহিতে পারে? যদি পারিত, তাহা হইলে এত প্রকার দর্শন জগতে থাকিত না।

বন্ধু! যদি তুমি সমস্তকে নিত্য কর, তাহা হইলে কোন বালাই থাকে না, সকলেই কর্ত্তা ও সকলেই ভোক্তা হয় এবং সমস্তই অন্ন ও পুরুষকার হয়; তবে যাহা বিপরীত দেখ, তাহা কেবল

সংস্কার হয়। সংস্কার কি না প্রস্তুত করিতে পারে, এবং কাহাকে না বিনষ্ট করিতে পারে অর্থাৎ অবস্থান্তর করিতে পারে? যদি সংস্কারই বালাই হয়, তাহা হইলে আগে সংস্কারকে বিনষ্ট করা বিধেয়; কিন্তু সংস্কারটি লোপ হয় না, কারণ ইহা আদি ভূতে আছে। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভূতকে লোপ করা বিধেয়, কিন্তু ইহা কি সম্ভবপর না যুক্তিসিদ্ধ যে ভূতকে লোপ করা যায়, যখন সব বিষয় ভূতান্তর্গত বলিয়া কথিত? কখনই নয়—কখনই নয়—কখনই নয়।

যাহা নাই, তাহা নাই; যাহা আছে, তাহা আছে; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভূতের নাশ নাই। যদি ভূতের লোপ না হয়, তাহা হইলে সংস্কারটিকে লোপ করা যায় না। যদি সংস্কার রহিল, তাহা হইলে আকারের লোপ হয় না। যদি আকারের লোপ না হয়, তাহা হইলে বিষয়ের গুণটি রহিল। বাস্তবপক্ষে গুণটি থাকিতে দৃশ্য পদার্থের দৃশ্যটিকে পয়মাল করা অসম্ভব। যদি দৃশ্যটির লোপ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের বিনাশ নাই। যদি জ্ঞানটি রহিল, তাহা হইলে দর্শনের অভাব কই? যদি দর্শনের অভাব না হয়, তাহা হইলে হিতাহিতের অভাব নাই। যদি হিতাহিতের অভাব না থাকে, তাহা হইলে কার্য্যগুলিকে লোপ করা যায় না। যদি কার্য্যগুলি লোপ না হয়, তাহা হইলে পুরুষকারটি রহিল, আবার পুরুষকার না যাইলে পুনর্জ্জন্ম যায় না। যদি পুনর্জ্জন্ম না যাইল, তাহা হইলে দৈবটি যাইল না। যদি দৈবটি না যাইল, তাহা হইলে আনন্দটি রহিল। ফলত আনন্দটি থাকিলে সংস্কারটি থাকিল। যদি এই গুলি সব ঠিক হয়, অর্থাৎ ধ্বংস কিছুরই নাই; তাহা হইলে সব নিত্য হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

পূর্ব্ব কথিত বিষয় যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে দোষাদোষ ও তর্ক বিতর্কগুলি সংস্কারের ফল হয়, অতএব যাহা দিয়া যাহাকে খণ্ডণ করা হয় তাহাও সংস্কারের ফল হয়; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সংস্কারটি যায় না, অর্থাৎ একটি সংস্কারের স্থানে অপর আর একটি সংস্কার আসিয়া স্থান লয়। অতএব যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই নিত্য পদার্থ হয়, এবং যাহা নিত্য তাহার ধ্বংস নাই। যদি কোন বিষয়ের ধ্বংস না হইল, তবে কথা কাটাকাটির প্রয়োজন কি? ফলত নিত্য বলিলেই বালাইগুলির শেষ হয়।

আবার দেখ,—যদি সমস্ত নিত্য হয়, তবে কথার কাটাকাটিকে দোষ বল কেন? অতএব দোষাদোষ নাই। বাস্তবিক মতের তারতম্যে দোষাদোষ হয়, কারণ যে মতটি প্রবল হয়, সেটী ঠিক হয়, আর যেটি ক্ষীণ হয় সেটী অঠিক হয়। সকল মানবে শক্তি আছে, তবে এক জাতি বলবান বলিয়া কথিত হয় কেন? ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, যে শক্তিটি প্রবল হয় সে শক্তিটি পুরুষ বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু শক্তি বরাবর সব অবস্থাতে রহিল। যখন যে সংস্কারটি প্রবল হয়, তখন সে সংস্কারটি ঠিক বলিয়া কথিত, আর যেটি ক্ষীণ হয় সেটী অঠিক বলিয়া কথিত হয়। এই যুক্তিটি কত দূর সত্য কিম্বা মিথ্যা, ইহা অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রত্যহ প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এই ব্যবস্থাটি চলিতেছে।

তবে পাপ ও পুণ্য কিছুই নয়, ইহা বলিতে পার; কর্ত্তা ও কর্ম্ম কিছুই নয়, ইহা বলিতে পার; কিন্তু নিত্যের দরুণ আরার কিছুই বলিতে পার না, কারণ সমস্তই নিত্য হয়। পাপ করিলে ভোগ করিতে হয়, পুণ্য করিলে ভোগ করিতে হয়।

যদি মনে কর ভোগ করিব না, ইহা ঠিক নয়, কারণ "যদি মনে কর ভোগ করিব না" ইহা কি ভোগ করা হইল না? যাহা মনন কর তাহাই মনকে ভোগ করিতে হয়, বাস্তবিক পাপ করিলেও ভোগ করিতে হয়, আর পুণ্য করিলেও ভোগ করিতে হয়। তবে সংস্কার গুণে সুখ ও দুঃখ হয়, ইহা বলিতে পার, এবং সেই হেতু মনকে লোপ করিলে আর ভোগ করিতে হয় না, ইহাও বলিতে পার। এখন মনের লোপ হয় কি না ইহা দেখ।

মনের লোপ হয় না, কারণ আকার বিহীন না হইলে মনের লোপ হয় না। যদি আকার থাকে, তাহা হইলে গুণ আছে, বস্তুত গুণ থাকিলেই সংস্কার আছে, আর সংস্কার থাকিলেই সমস্ত আছে। অতএব মনের লোপ হয় না, কারণ মনটি নিত্য পদার্থ হয়। তবে বলিতে পার তন্ময় হইলে মনের লোপ হয়, ইহা ঠিক নয়, কারণ তন্ময় হইলে আরও মনোযোগ ঠিক হয়।

দেখ, দর্শন! যদি তুমি সমস্তকে নিত্য দেখ, তাহা হইলে মীমাংসা হইতে আর কিছুই বাকী রহিল না, কারণ যাহা কর তাহাই নিত্য হয় এবং যাহা না কর তাহাও নিত্য হয়। তবে পরের স্ত্রী লইলে গরম লাল লৌহের স্ত্রী আকারের সহিত আলাপ করিতে হয়, এইটী জানা আবশ্যক, কারণ ইহাও নিত্য হয়। পরের স্ত্রী লওয়া কেহই বন্ধ করিতে পারিবে না, আর গরম লাল লৌহের স্ত্রী আকারের সহিত আলাপ করাও কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না, কারণ সমস্তই নিত্য হয়। কেহ যদি বলিল, আমি তোমার স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিব, কারণ সমস্ত নিত্য হয়, অমনি সে উত্তর দিল, আমার স্ত্রীকে সম্ভোগ করিলে

তোমায় শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ শাস্তিও নিত্য হয়। দেখ দর্শন! নিত্য করিলে আর কিছুরই বালাই থাকে না। তবে হিতাহিত! "শিব—সত্য, সত্য, নিত্য, নিত্য, নিত্য" কি, জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহাও বন্ধু শুন :—

জগতে অশিব কিছুই নাই। যাহা একটির শিব হয়, তাহা অপরটির অশিব হয়; একটির অশিব না হইলে অন্যটির শিব হয় না। ভূতে ভূতে শিব ও অশিব চলিতেছে। যে বিষয়টিকে দর্শনে দেখিতে পাওয়া যাইত না, কিন্তু এখন দেখিতে পাওয়া যায়, সেটি আর কিছুই নয়, খালি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রকে বিনষ্ট অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া বৃহৎ হইয়াছে। তবে বলিতে পার বৃহৎ হইলে আর ক্ষুদ্র হয় না, কারণ কেহই সেটিকে ধ্বংস করিতে পারে না। বন্ধু! তাহা নয়; বৃহৎ আবার অতি ক্ষুদ্র হয়, যেমন ক্ষুদ্র অতি বৃহৎ হয়। প্রধান রাজা কালের করাল গতিতে অর্থাৎ গুণের তারতম্যে অতি ক্ষুদ্র প্রজা হয়, আবার অতি ক্ষুদ্র প্রজা গুণের তারতম্যে বৃহৎ রাজা হয়; বাস্তবিক বিষয়ের জমা ও খরচ বরাবর ঠিক আছে। যদি খালি জমা থাকিত, কিম্বা খরচ থাকিত, তাহা হইলে একটি প্রবল হইত, কিন্তু যখন জমা ও খরচ দুইটী শব্দ চিরকাল বর্ত্তমান আছে, তখন ফাজিল হইবার উপায় নাই; তবে কিছুক্ষণের জন্য দেখায় যে হিসাব ফাজিল হইয়াছে, কিন্তু ফাজলামী ছাড়িলে বাস্তবিক আর ফাজিল থাকে না। নিজের লীলা কি অদ্ভুত হয়, যাহা নিজে জানে না! চক্ষুর উপর কপালে চশমা রহিয়াছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, চারিধারে চশমার অনুসন্ধান চলিতেছে! অতএব শিব ব্যতীত জগতে অন্য কিছুই নাই।

দেখ বন্ধু হিতাহিত! তুমি কোন অবিধেয় কার্য্য কর না, কারণ তুমি হিতাহিত নাম লইয়াছ, তবে জ্ঞান ও দর্শন করিতে

পারে। যদি জগতে অশিব কিছুই নাই, তবে পরের বিশ্বাসের গচ্ছিত ধন লইতে বাধা কি?—কিম্বা পরকে ঠকাইতে বা বাধা কি?—বাধা কিছুই নাই, তবে বাঁধাতে পড়িতে হয়, কারণ হিতাহিতটি রহিয়াছে। যদি হিতাহিত না থাকিত, তাহা হইলে বালাই ছিল না। হিতাহিত কথনই বলিবে না যে পরের দ্রব্য ফাঁকি দিয়া লও; তবে যদি হিতাহিতটিকে জ্ঞানের বা দর্শনের দ্বারা চাপিয়া রাখিয়া কার্য্য কর, তাহা হইলে মনটি অস্থির হইবে, আর মনটি অস্থির হইলে দেহটি রোগগ্রস্ত হইবে, আবার দেহটি রোগগ্রস্ত হইলে রূপান্তর হইবার সম্ভাবনা। এখন রূপান্তর হইয়া যাইবে কোথা, আবার পুনর্জন্ম আসিয়া পড়িল। জগতে ছোট বড় নিজের গুণে হয়।

অনেকে বলিতে পারে—ইহজন্মে ভোগ করি, পরজন্মে যাহা হয় হইবে।

ইহজন্মে রাজা শাস্তি দিবে।

অনেকে বলিতে পার, যদি রাজার আইনকে বাঁচাইয়া লই, তাহা হইলে কি হইবে?

আইনবাজ বলিয়া রাজার আইনকে বাঁচাইয়া লইলে, কিন্তু মন শান্তি আসিল না।

তাহাতে ক্ষতি কি? আমি জাঁক জমকে থাকিয়া ক্রিয়া ও দান করিয়া যশ গ্রহণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব।

মনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল, কিন্তু বরাবর করিলে ধরা পড়িবে। আরও দেখ মনের শান্তিটি হয় না, কারণ কি দোষে কি হয়, ইহা কেহ বলিতে পারে না।

একটি লোক জুয়াচুরি করিল, কিন্তু হঠাৎ এমন শোক পাইল, যাহা জুয়াচুরি বুদ্ধিটি ছাপিয়া রাখিতে পারিল না;—ইহা কি প্রায়শ্চিত্ত

নয়? প্রত্যেক শাস্ত্রগুলিকে প্রত্যেকের নিয়মে রীতিমত রাখ, কিন্তু চারি শাস্ত্রকে এক করিয়া চৌকস হইলে তক্তাবন্দি হইয়া করাতের অনুগ্রহে থাকিতে হয়। ইহা কত দূর সত্য কি মিথ্যা, একবার হিতাহিতের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখ।

দৃশ্য জগৎ হইতে জ্ঞান হয় এবং জ্ঞেয়তে প্রবেশ করিতে পারিলে দর্শন হয়। যত দিন জ্ঞান ও দর্শন হিতাহিতের অনুগ্রহে থাকে, তত দিন উহারা জগতে উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতে পারে। হিতাহিতটিকে ছাড়িলে শ্রীভ্রষ্ট হয় এবং শ্রীটী কি, "ললিতাসহস্র" নামক পুঁথিতে দেখ। জ্ঞান বহু দূর যায়, কিন্তু ক্লান্ত হইলে প্রায় অজ্ঞান হয়। যখন অজ্ঞান হইবার উপক্রম হয়, তখন বিশ্বাসকে ধরিয়া পুনরায় জ্ঞান পায়, বাস্তবিক এই অনুগ্রহটী হিতাহিতের দ্বারায় হয়। হিতাহিত না থাকিলে সংসার থাকে না, যাহা কিছু দি আছে সমস্তই হিতাহিতের দ্বারা হয়।

হিতাহিত আছে বলিয়া ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে বলিয়া কার্য্য আছে, কার্য্য আছে বলিয়া পুরুষকার আছে, পুরুষকার আছে বলিয়া ফল আছে, ফল আছে বলিয়া আনন্দ আছে, আনন্দ আছে বলিয়া দর্শনের এক আছে। দর্শন এই সূক্ষ্ম একেকে লইয়া চলে ও ফিরে বলিয়া স্থূলকে অনিত্য কহে। কেহ নীচে হইতে উপরে উঠে, কেহবা উপর হইতে নীচে আসে, এবং উহারা যাহা হইতে আসে ও যাহাতে যায় তাহাই সত্য, আর অন্যগুলিকে অসত্য কহে

দর্শনের ইহা জানা অত্যন্ত আবশ্যক যে দর্শন কোথা হইতে মীমাংসা করিতেছে? যদি অন্য সমস্ত অঠিক হয়, তাহা হইলে দর্শন যাহা কহে কেন না সেগুলি অঠিক, যখন অনিত্য হইতে বলিতেছে? বাস্তবিক তাহা নয়; কেননা হিতাহিত আসিয়া বন্ধু

দর্শনকে বলিল,—বন্ধু দর্শন! তুমি হিতাহিত ছাড়িতেছ, তুমি যত দিন এইটী ঠিক, এইটী অঠিক, এইটী সত্য, এইটী অসত্য, বলিতেছিলে তত দিন দর্শন মার্গে ছিলে; অদ্য তুমি অন্ধ হইতেছ, কারণ তোমার আর বিষয়ে প্রবেশ করিবার শক্তি নাই, তবে যদি আরও প্রবেশ করিতে পারিতে তাহা হইলে আরও কত অধিক জানিতে পারিতে। তবে পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আর ভ্রমণ করিতে পারিতেছ না বলিয়া বসিয়া পড়িয়াছ, বোধ হয় এইবার সংজ্ঞাকে ধরিয়া অন্য সমস্তকে সংজ্ঞা দিবে।

বন্ধু দর্শন,—এই শেষটি তোমার ঠিক নয়, যদিও প্রকৃত পক্ষে তোমার শেষ বটে, কিন্তু তোমার যদি আরও প্রবেশ করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আরও কত দূরে যাইতে পারিতে, এবং আরও কত নূতন দৃশ্য তোমার নয়ন গোচরে পতিত হইত। তোমার পূর্ব্ব জন কত দূর গিয়াছে, আপাততঃ তুমি আরও কত দূর যাইলে, বাস্তবিক ভবিষ্যতে অন্য জন আরও কত দূর যাইবে, ইহা কে বলিতে পারে? যদি এক জন অপর জনকে হারাইতে পারে, ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে অন্য জন কেন না তাহাকে হারাইতে পারিবে?

ভূগোলতত্ত্ববিৎ কতকগুলি দেশ বাহির করিল, ইহা বলিয়া সে যাহা বলিল অর্থাৎ ইহা ব্যতীত আর নাই, তাহাই সত্য— ইহা বলা বাতুলতা, কেননা এক জন যখন কতকগুলি দেশ বাহির করিতে পারিয়াছে, তখন অন্য জন যে আরও পারিবে, ইহার কোন ভুল নাই; তবে যে কয়েকগুলি দেশ, সে বাহির করিয়াছে, তাহা সত্য হয়। এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া আরও কত সত্য দেশ বাহির হয়। যত সত্যকে আলোচনা করিবে তত সত্য বাহির হইবে। জগতে অসত্য কিছুই নাই। যাহা দর্শন কর

তাহাই সত্য হয়। সত্য ব্যতীত সত্য বাহির হয় না। ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ বলিয়া যদি আর পথ নাই বল, সেটি সত্য নয়, তবে যত দূর তুমি দর্শন করিয়াছ তত দূর সত্য হয়। হিতাহিত তোমায় এই শিক্ষা না দিলে কি তুমি একাদশ ইন্দ্রিয়কে লইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে প্রমাণ করিতে পারিতে?

যাহা হইতে সূক্ষ্ম কিম্বা সূক্ষ্ম হইতে যাহা, তাহাকেই তুমি লোপ কর, কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যাহা হইতে যাহা হয়, তাহাই কিছুই নয়। দৃশ্য হইতে জ্ঞান হয়, আবার দৃশ্যতে দর্শন করিতে করিতে প্রবেশী হইলে জ্ঞানী বা দার্শনিক হয় বটে, কিন্তু আর প্রবেশ করিতে পারিলাম না, কেন না ভ্রমণে ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম বাস্তবিক ক্লান্ত হইলেই বিশ্রামের প্রয়োজন এবং বিশ্রাম ভবনে যাইলেই শান্তির প্রয়োজন হয়। শান্তি হইল বলিয়া কি পুরুষকার শেষ হইল? তুমি তোমার শক্তি পরিমাণ পুরুষকার করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম ভবনে যাইয়া সংজ্ঞাটিকে শান্তি নিকেতন বলিতেছ, ইহা বলিয়া তোমার সংজ্ঞাবিশিষ্ট শান্তি নিকেতনটি ব্যতীত আর কিছুই নাই বলাটি কি যুক্তিসঙ্গত? তুমি একাদশ ক্রোশ যাইয়া শান্তি পাইয়াছ বলিয়া ইহা দশনের শেষ সীমা, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা তাহা হইলে অপরে অলস হইয়া যাইবে। যত সাধারণের ব্যবহারে মার্গটি খোলা রহিবে, তত মার্গটি পরিষ্কার থাকিবে; যত পরিষ্কার থাকিবে, তত অন্য পথিককে আকর্ষণ করিবে; যত পথিককে আকর্ষণ করিবে, তত উন্নতি মার্গে পথিক উঠিবে; যত উন্নতি মার্গে উঠিবে, তত পথ বাড়িবে; যত পথ বাড়িবে, তত পুরুষকার চলিবে; যত পুরুষকার চলিবে, তত নূতন আবিষ্কার হইবে; যত নূতন আবিষ্কার হইবে, তত আনন্দ ছুটিবে; যত আনন্দ ছুটিবে, তত শান্তি নিকেতন বাড়িবে; যত শান্তি

নিকেতন বাড়িবে, তত দূরদর্শী হইবে; যত দূরদর্শী হইবে, তত অজ্ঞানতা আসিবে। এই অজ্ঞানতার কর্ত্তা হিতাহিত হয়।

বন্ধু হিতাহিত! এই জগৎ তোমা হইতে ব্যবহারে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। যদি তুমি জ্ঞানকে ও দর্শনকে বাধা না দিতে, তাহা হইলে কেহই জগতে সভ্য মানব বলিয়া কথিত হইত না। তুমি আহার, বিহার, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ ও নরক ইত্যাদি গুলিকে ঠিক করিয়া দিয়া জাগতিক জনকে সভ্য বানাইয়া দিয়াছ, আবার আবশ্যকটিকে আনিয়া কি উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছ। যদি "আবশ্যক" এই কথাটি না রাখিতে তাহা হইলে জ্ঞান ও দর্শন সব পিণ্ডিকে এক পিণ্ডি করিয়া ফেলিত,—যদিও পুস্তকে করিতে পারিয়াছে কিন্তু কার্য্যে অদ্যাবধি পারিল না এবং কোন কালে পারিবে না।

বন্ধু হিতাহিত! ইহা বলিয়া জ্ঞান ও দর্শন মিথ্যা নয়। তোমার এইটী মহা দোষ যে তুমি নিজে বড় হইতে চাও,—যেমন জ্ঞান ও দর্শন উভয়ে নিজে নিজে বড় হইতে চায়, ইহার কারণ কাহারও মীমাংসা ঠিক হয় না; ফলত খালি জ্ঞানী হইলে চলিবে না, খালি দার্শনিক হইলে চলিবে না, খালি হিতাহিতবাদী হইলে চলিবে না, তবে সাম্যবাদী হইলে বেশ চলিবে।

বিষয়গুলি অন্ন হয়, অন্ন হইতে দেহ হয়, দেহ হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে দর্শন হয়, কিন্তু জ্ঞান ও দর্শন হিতাহিতের দ্বারা চলে ফিরে বলিয়া জ্ঞানটী, দর্শনটী ও হিতাহিতটী পুরুষকারে হয়। যদি সমস্ত নিত্য না হইত, তাহা হইলে একটির আশ্রয় ব্যতীত আর একটী থাকিতে পারিত না, কিন্তু একটীর আশ্রয় ব্যতীত অপর একটি হয় না, ইহার কারণ সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে সমস্ত নিত্য হয় অর্থাৎ এক হয়। নিত্য করিলে জ্ঞান ঠিক রহিল, কারণ নিত্য; দর্শন ঠিক রহিল, কারণ নিত্য,—হিতাহিত

ঠিক রহিল, কারণ নিত্য। অতএব জ্ঞান যাহা বলে তাহা সত্য হয়,—দর্শন যাহা বলে তাহা সত্য হয়,—হিতাহিত যাহা বলে তাহা সত্য হয়,—পুরুষকার যাহা করে তাহা সত্য হয়; কিন্তু কোন একটিকে প্রাধান্য দিলে অসত্য হয়, ইহার কারণ খালি দর্শন যাহা বলে তাহা অসত্য হয়, খালি জ্ঞান যাহা বলে তাহা অসত্য হয়, খালি হিতাহিত যাহা বলে তাহা অসত্য হয়, খালি পুরুষকার যাহা করে তাহাও অসত্য হয়; তবে জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত একত্রিত হইয়া পুরুষকারের দ্বারা যাহা বলে তাহা সত্য হয়, কারণ নিত্য হয় অর্থাৎ এক হয়।

জগতে আবশ্যকটি বড় বালাই হয়, যদি আবশ্যক না থাকিত তাহা হইলে কোন বালাই থাকিত না। সংস্কারটি এই আবশ্যকটিকে বানায়, ইহার কারণ এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক রং, এক পোষাকের আবশ্যক অত্যন্ত হয়। জ্ঞান ও দর্শন আবশ্যকটিকে উচ্ছেদ করে, তবে হিতাহিত জ্ঞানকে ও দর্শনকে অগ্রে ও পিছনে বাঁধিয়া রাখে, ইহার কারণ জ্ঞান বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া শান্তিটিকে পায়, আর দর্শন সংজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া শান্তিটিকে পায়; তবে দুই জনের তফাৎ এই, জ্ঞান স্বীকার করে যে আমি জানি না, আর দর্শন বলে যে আমি দর্শন করিয়া সংজ্ঞা করি; কিন্তু হিতাহিত বালাইয়ের দরুণ জ্ঞান ও দর্শন স্বভাবের নিয়মটিকে ছাড়িতে পারে না, এবং দেশজাত সংস্কারটিকে ছাড়িতে পারে না, কিন্তু নিত্যের কারণ জগতে বড় হয়; কিন্তু দেখ দেখি কি আনন্দের বিষয় যেমনি উহারা বড় হয়, অমনি অবতার আসিয়া উহাদিগকে মুড়াইয়া দেয়।

অবতার জ্ঞানের, দর্শনের ও হিতাহিতের দ্বারা চলেন বলিয়া অন্যের অপেক্ষা অবতার বড় হন, কিন্তু জ্ঞান ও দর্শন অবতারকে

মুড়াইয়া খাইতে পারে না; যদি পারিত, তাহা হইলে জ্ঞানের ও দর্শনের চেলা জগতে থকিত। সমস্ত জাগতিক জন অবতারের চেলা হয়। জগতে আবশ্যক অতি বালাই হয়। যদি জগতে অবতারের আবশ্যক না থাকিত, তাহা হইলে পর পর এত অবতার হইত না। অবতার যখন জগতের আবশ্যকতার ভিতর আছেন, তখন অবতারের মুখনিঃসৃত বাক্য অবহেলা করা বিধেয় নয়।

অবতার ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্ম ব্যতীত একতা হয় না, একতা ব্যতীত বল হয় না, বল ব্যতীত পুরুষকার হয় না, পুরুষকার ব্যতীত ফল হয় না, ফল ব্যতীত আনন্দ হয় না। তবে বলিতে পার, যদি সমস্ত নিত্য হয়, তবে অবতার বড় কেন?

গুণের দ্বারা বড় ও ছোট হয়। আকার হইলেই গুণ হয়, গুণ হইলেই পুরুষকারের তারতম্যে বড় ও ছোট হয়। যাহা বলুক বা লিখুক গুণের আদর সর্ব্বত্র। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট জাগতিক জনকে ভালবাসেন, ইহার কারণ জাগতিক জন প্রভু যিশুখ্রীষ্টকে ভালবাসে। প্রভু যিশুখ্রীষ্টের গুণ অন্য সমস্ত মানবের গুণ অপেক্ষা অধিক, ইহার কারণ প্রভু যিশুখ্রীষ্ট পূজনীয়। জগতে জ্ঞানের ও দর্শনের অভাব নাই, এবং কেহ লিখিতেও বাকী করে নাই; তবে কেন জ্ঞানের বা দর্শনের মত না চলিয়া প্রভু যিশুখ্রীষ্টের মত জগতে চলিল? জাগতিক জনের পক্ষে একটি অবতার যে অত্যন্ত আবশ্যক, ইহা প্রমাণিত হইল। ফলত জাগতিক জনের শিব ও অশিব কি, এখন বুঝিতে পারিলে?

অবতার ব্যতীত শিব কিছুই নাই। আর্য্য জগতে প্রভু হর শিব ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি শিব নাই, ইহার কারণ শিব নামের অভাব হয়। আর্য্য জগৎ যদি শিবময় হইত, তাহা হইলে শিব বর্ত্তমান থাকিত। আবির্ভাব ও তিরোভাব

দুটিই নিত্য হয়। প্রভু হর আপাতত তিরোভাব হইয়াছেন, ইহার কারণ আপাতত শিব নয়। কেন প্রভু হর অন্তর্হিত হইয়াছেন, আমার অন্য রহস্যতে দেখ।

শিবময় জগৎ হয়, কিন্তু সংস্কার গুণে অশিব হয়। কি বালাই দেখ, সংস্কারকে অতিক্রম করিবার উপায় নাই, কারণ যাহা আকার তাহাও সংস্কার হয়। জগতে অবতার অবতীর্ণ হইয়া মানবের সংস্কারকে এক করিয়া দিয়া অবশেষে অন্তর্হিত হন। সংস্কার এক হইলে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম হইলে কর্ম্ম হয়, কর্ম্ম করিতে হইলে পুরুষকারের প্রয়োজন হয়। পুরুষকার করিলে ফল পায়, ফল পাইলে আনন্দ হয়, আনন্দ পাইলে শান্তি হয়, ফলত এই শান্তি শিব হয়। হে বন্ধু হিতাহিত! সংস্কারের ফল কি উৎকৃষ্ট হয়, একবার দেখ, এবং অবতার শিব বলিয়া কথিত কেন হন, তাহা এখন বুঝিতে পারিলে?

অবতার চারিটী নীতিকে একত্রিত করিয়া এক প্রস্তুত করেন। অবতার না আসিলে মানব ধর্ম্ম হয় না। মানব ধর্ম্ম না হইলে একতা হয় না, একতা না হইলে বল হয় না, বল না হইলে রাজা হয় না, রাজা না হইলে সমাজ হয় না, সমাজ না হইলে সমতা হয় না, সমতা না থাকিলে দুঃখ মোচন হয় না, দুঃখ মোচন না হইলে মাথা পরিষ্কার হয় না, মাথা পরিষ্কার না হইলে মানসিক তেজ আসে না, মানসিক তেজ না আসিলে, জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিতগুলি স্পষ্ট করিয়া খেলা খেলিতে পারে না, ফলত স্পষ্ট করিয়া না খেলিলে জগতে কষ্ট পাইতে হয়।

স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ব্যতীত কেহ স্পষ্ট করিয়া খেলা দেখাইতে পারে না। পেট ঠাণ্ডা থাকিলে পা ছড়াইয়া দেয়, আর পেট কাঁদিলে হাত ছড়াইয়া দেয়। পেটের অগ্নি জ্বলিলে মস্তকের

অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, আর পেটের অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে মস্তকের অগ্নি জ্বলিতে থাকে। মস্তকের অগ্নি না জ্বলিলে জ্ঞান, ও বিজ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত গুলি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। ইউরোপ ও আমেরিকাতে আপাতত কি ভয়ানক মস্তকের অগ্নি জ্বলিতেছে! কারণ উহাদিগের পেট ঠাণ্ডা আছে।

প্রভু যিশুখ্রীষ্ট সন্তান রূপে জগতে আসিয়াছিলেন বলিয়া অদ্য তাঁহার শিষ্যেরা অন্ধকার জগতে আলোক বিস্তার করিয়া জগৎকে আলোকময় করিয়া ফেলিয়াছে। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট হইতে ধর্ম্ম হইল, ধর্ম্ম হইতে একতা হইল, একতা হইতে বল হইল, বল হইতে রাজা হইল, এবং রাজা হইতে শরীর ও ধন রক্ষা হইল ফলত দুঃখ মোচন হইল বলিয়া মাথা পরিষ্কার হইল। পরিষ্কার মাথা হইতে মানসিক তেজ উৎপন্ন হইল, মানসিক তেজ হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত জন্মগ্রহণ করিয়া মহানন্দে জগতে স্পষ্ট করিয়া খেলা খেলিতে লাগিল। অহো! এক প্রভু যিশুখ্রীষ্ট হইতে কি উৎকৃষ্ট ফল ফলিল! হে বন্ধু হিতাহিত! আমি "শিব—শিব—শিব" কেন বলিয়াছিলাম, এখন জানিতে পারিলে?

যাহা নিত্য তাহাই সত্য হয়। অবতার নিত্য হন, ইহার কারণ সত্য হন। যে দেশে অবতার নাই, সে দেশে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, অন্য রহস্যে বহুল প্রকারে বলা হইয়াছে।

জ্ঞানে বা দর্শনে অবতার নাই। তবে জ্ঞানীরা "জানি না" বলিয়া বিশ্বাসকে লইয়া আসে এবং বিশ্বাসকে ধরিয়া অবতারকে স্বীকার করে, কিন্তু দর্শন সংজ্ঞাকে বড় রাখে! দর্শনটী বিষয়ে প্রবেশ করিতে করিতে উৎপত্তিতে যায়, কিন্তু উৎপত্তির উৎপত্তি আছে, ইহার কারণ মীমাংসা হয় না। কিন্তু দর্শনটী যখন আর

দর্শন পায় না, তখন সংজ্ঞাটি করে এবং ঐ সংজ্ঞাটি হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটিকে আনে, আবার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটিকে তাহাতে লইয়া যায়, ফলত উহারা আদি সংজ্ঞাটিকে এক কহে, আর অন্য সমস্তকে বহু কহে।

জ্ঞানীরা বিষয়কে জানিতে যায়; যখন আর জানিতে পারে না, তখন উহারা "জানি না" বলিয়া অনন্তকে লইয়া আসে; ফলত জ্ঞানীরা অনন্তকে নিত্য কহে, আর অন্য সমস্তকে অনিত্য কহে, কিন্তু বাস্তবিক উহারা অবতারকে অনন্তের সামিল করে। কতকগুলি জ্ঞানী অবতারকে ভক্তি ভাবে নিত্য কহে, এবং অবতারের উপর ভক্তিকে ও তৎ সম্বলিত কার্য্যকে প্রকৃত মুক্তির কারণ কহে, ইহা ব্যতীত অন্য সমস্ত কার্য্যকে উহারা বৃথা কার্য্য বলে।

বিজ্ঞানবাদীরা ভূতের যুক্ত ও অযুক্ত অবস্থাকে শ্রেষ্ঠ লীলা কহে, এবং তৎকারণ উহারা প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। উহাদের ভিতর কথার কাটাকাটি নাই, কারণ উহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে হয়, অতএব যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই শ্রেষ্ঠ হয়। যাহা বল তাহা কার্য্যতে কর, খালি কথায় বলিলে চলিবে না। কথা কথাতে থাকে, যেমন দর্শনের কথা কোন কার্য্যতে আসে না, খালি কথাতে থাকে; তবে উহাদিগের ভিতর যে নীতি পালন করে, তাহার কতকটা সিদ্ধি লাভ হয়। যাহার যাহা সংস্কার তাহার তাহাই সিদ্ধি হয়। এক স্থানে বসিয়া জড় হও জড়বৎ হইবে; কিন্তু কার্য্য কি হইবে?—কিছুই নয়।

অবতারেরা লীলা করেন, এবং উঁহাদিগের সমস্ত লীলা অন্য সমস্ত জাগতিক জনের ধর্ম্ম হয়। জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত যদি পরস্পরে বড় হইত, তাহা হইলে উহাদেরও লীলা জগতে থাকিত, কিন্তু কেহই বড় নয়, সকলেই ফক্কা হয়। আবার

জ্ঞানকে, দর্শনকে ও হিতাহিতকে এক করিয়া কার্য্য কর, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। অবতারেরা এই তিনটিকে লইয়া জগতে বিচরণ করেন, ইহার কারণ অন্য জাগতিক জন মুগ্ধ হয়। অবতারের নিকট জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত প্রত্যেকে আসিয়া বিচার করুক, সকলেই পরাস্ত হইবে, কারণ যাহা সার, তাহাই অবতারের নিকট থাকে, ফলত অবতার একের প্রেরিত বলিয়া কথিত। জগতে সকলেই একের প্রেরিত হয়, তবে বিশেষ ও সাধারণ হয় কেন?

গুণ ইহার কারণ হয়, এবং আকার অর্থাৎ ভূত ইহার মূল হয়। ভূতে ভূতে যে কি অদ্ভুত ভূতের লীলা হয়, তাহা ভূতই বলিতে পার, তৎকারণ গুণী অর্থাৎ অবতারই জানিতে পারে। পুরুষকারের কারণ কম ও বেশী হয়, আবার ইহা মীমাংসা করিতে হইলে পুনর্জন্মটিকে আনিতে হয়। সংস্কার বড় বালাই হয়। যদি সমস্ত নিত্য না হইত, তাহা হইলে মীমাংসা কোথায়? জগতে যাহা আছে,—তাহা আছে, যাহা নাই,—তাহা নাই; তবে সংস্কার গুণে নানারকম কহি ও বলি। এই সংস্কারটিও নিত্য হয়; যদি ইহা নিত্য না হইত, তাহা হইলে শান্তিটি কোথায় থাকিত? সংস্কার গুণে শান্তি হয়। সংস্কার কি, অন্য রহস্যে বলা হইয়াছে।

যাহা নিত্য হয় বাস্তবিক তাহাই সত্য হয়। নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই, ইহার কারণ সত্য ব্যতীত কিছুই নাই। দেখনা কোন মানব কি কিছু ধ্বংস করিতে পারিয়াছে? আবাহমান যাহা চলিতেছে, এখনও তাহাই চলিতেছে, অতীতে তাহাই ছিল এবং ভবিষ্যতে তাহাই থাকিবে। তবে সংস্কার গুণে নানারকম দেখি, নানারকম বকি ও নানারকম কর্ম্ম করি। অতএব নিত্য ব্যতীত কিছুই নাই।

চুরি নিত্য হয়; সঙ্গে সঙ্গে চুরি করিলে সাজা গ্রহণ করিতে হয়, ইহাও নিত্য হয়। রাজা ও প্রজা নিত্য হয়; রাজা বড় হয়, প্রজা ছোট হয়, অতএব বড় ও ছোট নিত্য হয়। দর্শন একটি সংজ্ঞা হইতে অন্য সমস্তকে আনিল বটে, কিন্তু সমস্ত জগৎ তো এক নয়? কস্মিন কালে কি জগতের ব্যবহার এক ছিল,—না বর্ত্তমানে এক আছে,—না ভবিষ্যতে এক হইবে? যদি না হয়, তবে সমস্তকে এক বলা বাতুলতা। আবার বাস্তবপক্ষে **এক** হইতে বহু বটে, তবে চিন্তার বাইশ ফেরটিকে জানা আবশ্যক।

রহস্যের **এক** নিত্য হয়, কারণ যাহা বলিবে তাহাই নিত্য, তৎকারণ ইহার পাপ ও পুণ্য নিত্য হয়। পাপ করিলে সাজা গ্রহণ করিতে হয়, পুণ্য করিলে সুখ ভোগ করিতে হয়, কারণ সমস্ত নিত্য হয়। পাপ ও পুণ্য সংস্কারের খেলা হয়, এবং এই সংস্কারগুলি অবতার হইতে হয়। সমাজ থাকিলেই অবতারের আবশ্যক, কারণ অবতারের মুখনিঃসৃত বাক্য নিত্য হয়।

অবতার বলেন—পরস্ত্রী হরণ করিলে পাপ হয়,—প্রকৃতই পাপ হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই, ইহার কারণ রাজা সাজা বিধান করিল। সমাজ বড় বালাই হয়, যে মানবের ভিতর সমাজ নাই, সে মানবেরা পশু অপেক্ষা অধম হয়, এবং সেই মানব আকার পশুকে শূদ্র কহে; ফলত শূদ্র অস্পর্শীয় জাতি হয়। যদিও ইহারা পশুর মতন অহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন কার্য্যগুলিকে লইয়া জগতে বিচরণ করে, তথাপি সামাজিক ধর্ম্ম বিহীন বলিয়া উহারা জগতে হেয় জাতি বলিয়া কথিত, কারণ সমস্ত নিত্য হয়; ফলত স্বাধীন ও পরাধীন নিত্য হয়। জ্ঞান, দর্শন বা হিতাহিত ইহা কি বন্ধ করিতে পারিয়াছে? কাগজ,

কলম ও কালী আছে, ইহার কারণ জ্ঞান, দর্শন ও হিতাহিত যাহা কিছু মনে করে, তাহাই লিখিতে পারে; কিন্তু কার্য্যে কি কিছু করিতে পারিয়াছে?

অবতার ও শিষ্য থাকিবে, উপাস্য ও উপাসক থাকিবে, কালা ও ধলা থাকিবে, রাজা ও প্রজা থারিবে, পণ্ডিত ও মূর্খ থাকিবে, অর্থাৎ ভূতের নৃত্য যাহা আছে, তাহা চিরকাল থাকিবে, কারণ সমস্ত নিত্য হয়; অতএব যাহা নিত্য তাহাই সত্য হয়।

হে হিতাহিত! তুমি জ্ঞানের ও দর্শনের সহিত মিলিয়া কার্য্য কর, নিজে স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া প্রাধান্য লইও না, তাহা হইলে ক্ষীণ হইবে, আর ক্ষীণ হইলে পরের অনুগ্রহে থাকিতে হয়, ইহাও জানিবে। দেখ, যদি সমস্ত বিষয় এক হয়, তবে প্রত্যেক বিষয়েতে পৃথক লক্ষণ কেন? যুবা কি একবারে মাতৃগর্ভ হইতে আসিতে পারে? কালের সহায় লইতে হয়; অতএব এক কোথায়? বীজ বপন না করিলে কি ফল হয়?—না ফল না থাকিলে বীজ হয়?

হে হিতাহিত! তুমি মনে কর একখানি পুস্তক হইল। পুস্তক প্রস্তুত করিতে হইলে মুদ্রা যন্ত্রের, কাগজের ও কালীর আবশ্যক। এখন কাগজ কোথা হইতে হয়?—

বস্ত্র হইতে হয়।

বস্ত্র কোথা হইতে হয়?—

সূত্র হইতে হয়।

সূত্র কোথা হইতে হয়?—

কার্পাস হইতে হয়।

কার্পাস কোথা হইতে হয়?—

বৃক্ষ হইতে হয়।

বৃক্ষ কোথা হইতে হয় ?—

বীজ হইতে হয়।

বীজ কোথা হইতে হয় ?—

ফল হইতে হয়।

এখন বীজ অগ্রে, না ফল অগ্রে, ইহার তর্ক চলিয়া মীমাংসা হইল যে আধার ও আধেয় বৎ সম্পর্ক হয়। ফলটি রূপান্তর হইয়া গেল।

কোথায় গেল ?—

পঞ্চ ভূতে গেল।

পঞ্চ ভূত কোথা হইতে হয় ?—

এক হইতে হয়।

এক কোথা হইতে হয় ?—

এক হইতে হয়।

এই **এককে** লইয়া তানা ভানা গান গাহিতে হয়; কিন্তু দর্শন এই স্থানে একটি সংজ্ঞাকে ধরিয়া অন্য সমস্তকে সংজ্ঞা দিবে, এবং জ্ঞান এই স্থানে "জানি না" বলিয়া একটী উপাধিকে ধরিল, আর হিতাহিত বোবা হইয়া রহিল। এখন আবার দেখ, পুস্তক লিখিল কে ?

উত্তর,—মানব।

প্রশ্ন,—মানব কে ?—

উত্তর,—মনুর সন্তান।

প্রশ্ন,—মনু কে ?—

উত্তর,—মন জাত।

প্রশ্ন,—মন কে ?—

উত্তর,—অনুনাসিক জাত।

প্রশ্ন,—অনুনাসিক কে?—

উত্তর,—সহস্রার্দ্ধ।

প্রশ্ন,—সহস্রার্দ্ধ কে?—

এখন দেহ না আনিলে সহস্রার্দ্ধের অস্তিত্ব থাকে না, ইহার কারণ দেহ জাত বলিতে হইবে।

প্রশ্ন,—দেহ কোথা হইতে হয়?—

উত্তত,—অন্ন হইতে হয়।

প্রশ্ন,—অন্ন কোথা হইতে হয়?—

উত্তর,—ভূত হইতে হয়।

প্রশ্ন,—ভূত কোথা হইতে হয়?—

উত্তর,—**এক** হইতে হয়।

প্রশ্ন,—**এক** কোথা হইতে হয়?—

আর উত্তর চলে না, কারণ **একেকে** লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। তবে প্রবেশীরা একটী সংজ্ঞা করিল, আর জ্ঞানীরা "জানি না" বলিয়া অন্য একটী উপাধি দিল, ফল সকলকার এক হইল। অণু হইতে অন্য সমস্ত গুলি সংযোগে ও বিয়োগে হয়, ইহা বাস্তবিক ঠিক, কিন্তু যদি বৃহৎটি টুক্‌রা হইতে পারে, আর টুক্‌রা হইতে হইতে যদি অণু হইতে পারে, তাহা হইলে কেন না ফাঁকি হইয়া ভূতে মিশিয়া ফাঁকি হইবে?

এখন ভূত কোথা হইতে হয়?—

এক হইতে হয়। দেখ সকলকার শেষ মীমাংসার ফলটী এক হয়।

দেখ বন্ধু! ইহা বলিয়া কি পুস্তক কিছুই নয় বলাটি যুক্তি সঙ্গত হয়?—যখন পুস্তক হইতে প্রমাণ করিতেছে যে পুস্তক কিছুই নয় এবং পুস্তক প্রণেতা মানবও কিছুই নয়, খালি **এক** সত্য, আর অন্য সমস্ত অসত্য।

বন্ধু! এই বলিলে কি ভাল হয় না যে, যে ব্যক্তি এক সত্য হয় বলে, আর অন্য সমস্তকে অসত্য কহে, তাহার কহা ও বলা অসত্য হয়?—কারণ নিজে অসত্য বলিতেছ। বন্ধু! নিত্য বলিলে কিছুই বালাই থাকে না, কারণ পুস্তক হইতে এক পর্য্যন্ত নিত্য হয়, আর প্রণেতা হইতে এক পর্য্যন্ত নিত্য হয়, তাহা হইলে মীমাংসাটি ঠিক হইল, অন্য সমস্তগুলি বজায় হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, হিতাহিত ও পুরুষকার ইহা সমস্তই নিত্য হয়, ইহার কারণ বিষয়গুলিকে আলোচনা করা বিধেয়।

অহে জ্ঞান, দর্শন, হিতাহিত! তোমরা সকলে পরস্পর শত্রু না হইয়া বন্ধু হও, তাহা হইলে বিশেষ কার্য্য করিতে পারিবে; আর বিশেষ কার্য্য করিতে পারিলে চিরকাল জীবিতাবস্থাতে থাকিতে পারিবে। দেখ, জ্ঞান যাহা বলে দর্শন তাহা স্বীকার করে না, আবার দর্শন যাহা বলে হিতাহিত তাহা স্বীকার করে না, ফলত আমি বড় বলিবার কারণ কেহই প্রাধান্য লাভ করিতে পারিল না।

জ্ঞেয় হইতে জ্ঞান হয়, আর দৃশ্য হইতে দর্শন হয়, কিন্তু হিতাহিত বরাবর উভয়ের নিকট উপস্থিত আছে। যে জ্ঞানী কিম্বা যে দার্শনিক হিতাহিতকে অবহেলা করিয়া উপরে উঠিয়া আর নীচে নামিল না, সে ব্যক্তি স্থূলকে অবহেলা করিয়া ত্যাগ করে, কারণ এইটী তার জ্ঞান নাই যে স্থূল দেহ আছে বলিয়া উপরে উঠিতে পারিয়াছে।

দেহ ব্যতীত জ্ঞানের বা দর্শনের বা হিতাহিতের অস্তিত্ব কোথায়? অন্ন ব্যতীত দেহের অস্তিত্ব কোথায়? রূপান্তর ব্যতীত জগতের গতি কোথায়? ভেদ ব্যতীত যুক্তি কোথায়? ক্রিয়া ব্যতীত ফল কোথায়? ফল ব্যতীত আনন্দ কোথায়? আনন্দ ব্যতীত শান্তি কোথায়? অহে জ্ঞান, দর্শন, হিতাহিত! শক্তি

ব্যতীত তোমাদিগের ক্রিয়া কি আছে? তোমাদিগের ক্রিয়া মৃত্যুতে কই? শক্তি সর্ব্বত্র আছে, তবে মৃত্যু অবস্থায় শক্তির অভাব হয় কেন? অতএব ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে যে অবস্থায় যেটি আবশ্যক, সে অবস্থায় সেটি আপনি উদ্ভব হয়। কি আশ্চর্য্য রহস্য!

একটি ব্যতীত অপর একটি থাকিবার উপায় নাই। জগতে আধার ও আধেয় ব্যতীত কার্য্য হয় না, যদিও এইটি সংস্কার ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে এই গুলি সত্য হয়, কারণ সংস্কার ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব নাই। আমি আছি—এই সংস্কারটি আছে বলিয়া আমি আছি, অতএব যখন আছি, তখন নিয়মকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য। নিয়মকে প্রতিপালন করিলে সংস্কারটি বদ্ধমুল হয়, সংস্কারটি বদ্ধমুল হইলে কার্য্যক্ষম হয়, কার্য্যক্ষম হইলে পরিশ্রমের ফল অনায়াসে লাভ হয়, কিন্তু তন্ময় হইলে শান্তি হয়, ফলত খালি সংস্কারটি থাকিবার দরুণ কত উচ্চ কার্য্য সমাধা হয়।

যে বিষয়ে মনোযোগ দিবে সেই বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিবে, কারণ মনোযোগ ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধি হয় না। প্রথমে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে সুরু করিলে মনোযোগটি যত গাঢ় হয়, তত উৎকৃষ্ট ফল পায়, বাস্তবিক যখন কার্য্য ও কারণ যোগ হয় তখন তন্ময় আসিয়া শান্তিটি হয়, ফলত এই সব কার্য্যগুলি সংস্কারে হয়। জগতে যাহা কিছু কর সমস্তই সংস্কার বলে হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে জগৎকে কি করিয়া অনিত্য কহা যায়, বা সংস্কারকে কি করিয়া অনিত্য কহা যায়? যাহা স্বভাব, তাহাও সংস্কার হয়। প্রকৃতি ও বিকৃতি এই দুটি বিষয়ই মানবের উপর নির্ভর করে।

অবতার সমাজ গঠন করিতে আসেন এবং যিনি সমাজটিকে গঠন করিতে পারিলেন তিনিই অবতার বলিয়া কথিত হইলেন। অবতার স্বভাবসিদ্ধ পুরুষ হন, কারণ বহু জন তাঁহাতে মুগ্ধ হয়। যথায় বহু জনের বাক্য এক হয়, তথায় স্বভাব বর্ত্তমান হয়। জগতে কত জ্ঞানী, দার্শনিক ও হিতাহিতবাদী জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছে, আপাতত আছে ও ভবিষ্যতে কত হইবে, কিন্তু সাধারণ জাগতিক জন কি উহাদের মত লইয়া জগতে চলে বা ফেরে, না উহাদের শিষ্য হয়? যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে সমস্ত জগৎবাসীগণ অবতারের শিষ্য হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

কেন জাগতিক জন অবতারের শিষ্য হয়, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, খালি অবতারেরা জ্ঞানকে, দর্শনকে ও হিতাহিতকে এক করিয়া লইয়া কার্য্য অর্থাৎ লীলা করেন এবং অবতারেরা সমস্ততে নিত্য দেখেন, কারণ উঁহাদিগের নিকট অনিত্য কিছুই নাই। পাপ ও পুণ্য, মুর্খ ও পণ্ডিত, যশ ও অপযশ, স্বর্গ ও নরক ইত্যাদি এই সমস্ত সংস্কারগুলি নিত্য হয়। পাপ করিলে সাজা গ্রহণ করিতে হয় অর্থাৎ নরক ভোগ করিতে হয়, পুণ্য করিলে সুখ ভোগ করিতে হয় অর্থাৎ স্বর্গ ভোগ করিতে হয়, মূর্খ হইলে অপযশ হয়, আর পণ্ডিত হইলে যশ হয়। যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে গুণই জাগতিক জনকে মুগ্ধ করে ইহা ঠিক হয়, আবার যদি ইহা ঠিক হয়, অর্থাৎ জগতে গুণই মুগ্ধকর হয়, তাহা হইলে যাহা মুগ্ধকর তাহাই পূজনীয়, ইহা আবার ঠিক হয়।

মুনি কিম্বা ঋষি বলিলে কতকটা প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু অন্য জন বলিলে তত হয় না। যদি অবতার বলেন, তাহা হইলে কোন কথাই নাই! কি আশ্চর্য্য রহস্য! সকলেই মানব হয়, তবে অবতার বলিলে গ্রাহ্য হয় কেন?—কারণ অবতারেরা অষ্টৈশ্বর্য্যের

সহিত জন্মগ্রহণ করেন। যে মানব যে বিষয় লইয়া অবতারের নিকট যাইবে, সে মানব সে বিষয়ে আনন্দ পাইবে, কিন্তু মুনিরা বা ঋষিরা বা পণ্ডিতেরা ইহা পারে না। মুনিরা ও ঋষিরা ও পণ্ডিতেরা যে বিষয়টি জানে সে বিষয়টিতে ষাঁড়ের মতন লড়িতে পারে, অন্য বিষয় বলিলে ইহারা নিজের বিষয় আনিয়া গোলমাল করে, ইহার কারণ ইহাদের নিকট মীমাংসা নাই।

জ্ঞানের মীমাংসা জ্ঞানী করিতে পারে, দর্শনের মীমাংসা দার্শনিক করিতে পারে, হিতাহিতজ্ঞ হিতাহিতের মীমাংসা করিতে পারে, কিন্তু একটি অপর একটির পারে না, ইহার কারণ পরস্পরে পৃথক হয়। নিত্য করিয়া লইলে আর কাহারও সহিত বাকবিতণ্ডা থাকে না, অর্থাৎ সাধু হইতে চোর পর্য্যন্ত সহজে মীমাংসা হয়, এবং মহাভূত হইতে ক্ষুদ্র ভূত পর্য্যন্ত মীমাংসা হয়, এবং বিশেষ হইতে সাধারণ পর্য্যন্ত মীমাংসা হয়। অবতার সব বিষয়ে দক্ষ বলিয়া সকলকার পূজনীয় হন।

হে জ্ঞান ও দর্শন ও হিতাহিত! তোমারা যেমন এক দেহে আছ, তেমনি সকলে এক হইয়া সম্মুখে মস্ত মাঠ ফেলিয়া রাখ, তাহা হইলে অপর অন্য কত জন আরও কত কি আবিষ্কার করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিবে। দেহটী তোমাদের ভিন্ন গুণী হয় না, আবার তোমাদের দোষও অনেক আছে, তাই বলি তোমরা যখন তিনটি একত্রিত হইয়া কার্য্য কর, তখন মহাগুণী বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রিয় হও। আবশ্যকতা বড় বালাই হয়, যখন যেটি আবশ্যক হয়, তখন সেটি আপনি উদ্ভব হয়।

জগতে অবতার অবতীর্ণ হইয়া এই সব দুঃখগুলিকে মোচন করেন, কারণ তিনি সমস্ততে নিত্য দেখেন। জ্ঞানকে জ্ঞানের কার্য্য করিতে বলেন, দর্শনকে দর্শনের কার্য্য করিতে বলেন,

হিতাহিতকে হিতাহিতের কার্য্য করিতে বলেন। কি আশ্চর্য্য লীলা, কারণ কাহাকেও প্রাধান্য দেন না, আবার সকলকে প্রধান্য দেন। জগতে অবতার অবতীর্ণ হইয়া সকলকে এক প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া সংস্কারগুলিকে ঠিক করিয়া দিয়া অবশেষে জগৎ হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। জগতে মানব এক সংস্কার বলে কি কার্য্য সাধন করিতে না পারে! মানবের নিকট দুরূহ কার্য্য ইহজগতে কিছুই নাই, যখন ক্রিয়ার নিয়মটী মানবের দ্বারা গঠিত। তোমরা সকলে ভক্তির পুঁজি কর, বিশ্বাসকে গাঢ় কর, আর তোমরা সমস্ততে নিত্যটি অর্থাৎ একটিকে দেখ।

দর্শন,—আপনি যাহা বলিলেন ইহা অত্যুৎকৃষ্ট। আপনি নিত্যটিকে আনিয়া মীমাংসাটি অতি সরল করিলেন। অনেক দার্শনিক এক কহে, কিন্তু আপনার এক অর্থাৎ নিত্য স্বতন্ত্র হয়। স্ত্রী ও পুরুষ এক হয়, আবার আলাহিদা হয়, কারণ নিত্য হয়। পাপ ও পুণ্য নিত্য হয়; পাপ করিলে সাজা গ্রহণ করিতে হয়, কারণ সাজা নিত্য হয়; আবার পুণ্য করিলে সুখ ভোগ করিতে হয়, কারণ সুখ নিত্য হয়। আপনার মাথার ধারকে ধন্যবাদ দিই, কারণ যে, যে ধারে আক্রমন করিবে, সে সেই ধারে মরিবে। আপনি জ্ঞানকে ও দর্শনকে ও হিতাহিতকে নিত্য কহেন, পুরুষকারকেও নিত্য কহেন, অবতারকেও নিত্য কহেন, আবশ্যকতাকেও নিত্য কহেন, সংস্কারকেও নিত্য কহেন, অর্থাৎ যাহা কিছু আছে, হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে হইবে, সমস্তই নিত্য ছিল, নিত্য আছে ও নিত্য থাকিবে; কিন্তু বর্ত্তমান হইতে সমস্তের মীমাংসা হইবে। আবার আপনি কোন বিষয়ের অনুসন্ধানকে সীমাতে আবদ্ধ করিতে চান না। আপনার নিত্য—প্রকৃত নিত্য হয়, খালি কথার আড়ম্বর নয়। যেমন সমস্ত চলিতেছে এমনই

চলিবে, কারণ সমস্তই নিত্য হয়। কিহে বন্ধু জ্ঞান, হিতাহিত! ইহার উপর তোমাদের কিছু বলিবার আছে?

জ্ঞান ও হিতাহিত,—আমাদের কিছুই বলিবার নাই, কারণ নিত্যকে আনিয়া মিত্রতা স্থাপন করিয়া সকলকেই বজায় রাখিয়াছেন। দেখুন আমরা পরস্পরে কত গোলমাল করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি নিত্যকে অর্থাৎ **এক**কে আনিয়া পরস্পরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া কি প্রকার সুন্দর মীমাংসা করিয়া সকলকে প্রেমিক করিয়া দিলেন। যেমন নিত্য তেমনই **এক** রহিল, লাভের মধ্যে সবের মীমাংসা হইল।

দর্শন,—তবে শান্তি হইয়া নিত্য হউক।

সকলে বলিল,—শান্তি, শান্তি, শান্তি। **এক, এক, এক**। নিত্য, নিত্য, নিত্য। শিব, শিব, শিব।



বিদেশী-রহস্য।

গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল, বাবু এলো হাটে।
থলে বুলিতে সওদা করে দু'চার লাকে॥

বি, মিত্র।

বিদেশী-রহস্য।

"দেশী" "দেশী" বলে খেপা হলো ছেলেগুলো।
শিরে শিরে বিদেশী না দেখে বুড়োগুলো॥
তাই বলি ওরে ছেলে কালেতে কি হলো।
বামন হয়ে চাঁদ হাতে ঠিক যেন হলো॥
ঠকাঠকি, বকাবকি ক'রে শেষে মলো।
বুড়োগুলো গেল সরে, ছেলেগুলো মলো॥
তাই বলি ওরে ছেলে শেখ কিছু চুলো।
পায়ে পড়ে খেয়ে নিয়ে পেটে হাত বুলো॥

স্বদেশী।

আজকাল বঙ্গদেশে স্বদেশী বুলিটিকে লইয়া বড় হুলু-স্থূল পড়িয়া গিয়াছে। স্বদেশীটি যে কি ইহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, কারণ বঙ্গীয় হিন্দুগণের মধ্যে শতকরা প্রায় নিরানব্বইজন বলিয়া থাকে যে আমরা বাঙ্গালী নই। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায় বঙ্গের সকল হিন্দুরা এক একটি করিয়া ইংরাজ বাহাদুরের নিকট

দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিল; তাহাতে প্রকাশ পায় যে আমরা বাঙ্গালী নই, আমরা অমুক দেশ হইতে অমুক সালে বঙ্গে আসিয়াছি। আমরা ব্রাহ্মণ, কিম্বা ক্ষত্রিয়, কিম্বা বৈশ্য হই, কিন্তু শূদ্র নই, এবং আমরা অমুকের বংশধর হই। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে বঙ্গটি কি করিয়া উহাদিগের স্বদেশ হয়?

তবে বলিতে পার, আমরা ভারতবর্ষকে আমাদিগের স্বদেশ বলি এবং যখন বঙ্গটি ভারতবর্ষের অন্তর্গত হয়, তখন বঙ্গটি আমাদিগের স্বদেশ হয়। বাস্তবিক ইহা খুব ঠিক, ইহার কোন ভুল নাই, তবে পুরাতন পুস্তকে সুমেরু হইতে আর্য্যেরা ভারতে আসিয়াছিল ইহা লিখে কেন?

অনেকে বলিতে পার, আমরা যে সুমেরু হইতে আসিয়াছিলাম ইহা সত্য, কিন্তু পরে আমরা ভারতেশ্বর হইয়া ভারতে বাস করিয়াছিলাম, এই হেতু আমরা বলিতে পারি যে ভারতবর্ষটি আমাদিগের স্বদেশ হয়—এইটিও যে ঠিক হয়, ইহার কোন তর্ক নাই; তবে মুসলমানেরাও বলিতে পারে যে ভারতবর্ষটি আমাদিগের স্বদেশ হয়, কেননা মুসলমানেরাও অন্য দেশ হইতে ভারতে আসিয়া পরে ভারতেশ্বর হইয়া তথায় বাস করিয়াছিল। এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষটি কাহার প্রকৃত স্বদেশ হয়, কারণ পৃথক দুইজনার একটি স্বদেশ হইতে পারে না।

বঙ্গের হিন্দুরা যে মর্ম্মে ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিতেছে, মুসলমানেরাও সেই অর্থে ভারতবর্ষকে উহাদিগের স্বদেশ বলিতে পারে; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে কেহই আপাতত ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিতে পারে না, কারণ পৃথক দুইজনের একটি স্বদেশ হইতে পারে না। তবে আর্য্যেরা বলিতে পারে যে আমরা সকলকার পূর্ব্বে ভারতবর্ষকে জয় করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলাম, ইহার

কারণ আমরা ভারতবর্ষকে আমাদিগের স্বদেশে বলিতে পারি। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে আদিম ভারতবাসীরা কেন না আপাতত বলিতে পারিবে যে ভারতবর্ষটী আর্য্যদিগের কিম্বা মুসলমানদিগের নয়, আমাদিগের প্রকৃত স্বদেশ হয়, কারণ আমাদিগের যে দশা হয় হিন্দুদিগের ও মুসলমানদিগের সেই দশা হয় অর্থাৎ আপাতত সকলেই পরাধীন হয় ?

তবে হিন্দুরা আবদ্দার করিয়া বলিতে পারে যে আমরা সকলকার পূর্ব্বে ভারতবর্ষকে জয় করিয়া ও তথায় বলপূর্ব্বক বাস করিয়া অসভ্যদিগকে সভ্য করিয়াছিলাম, ইহার কারণ আমরা বলিতে পারি যে ভারতবর্ষটি স্বদেশ হয়।

সাধারণ নিয়ম ইহাই হয়, দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য দিলেই সে তার স্বামী হয়, যাহাকে (Transfer) হস্তান্তর কহে। সুমেরু-বাসীরা আদিম ভারতবাসীদিগকে বিনিময়ে কি দ্রব্য দিয়াছিল ?— বোধ হয় নিজের সভ্যতা ব্যতীত আর কিছুই দেয় নাই! বরং আদিম ভারতবাসীদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়াছিল! যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে কি করিয়া ভারতবর্ষটি সুমেরুবাসীদিগের স্বদেশ হয় ?

তবে বলিতে পার, রাজনীতিতে বলপূর্ব্বক পরদেশ লওয়া বিধেয়, চুরি কিম্বা ডাকাতি করিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করা বিধেয় নয়। এই হিসাবে আমরা সকলকার পূর্ব্বে বলপূর্ব্বক ভারতবর্ষকে আমাদিগের অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলাম, ইহার কারণ ভারতবর্ষটি আমাদের স্বদেশ হয়—ইহা আমরা বলিতে পারি, এবং অদ্যাপি আদিমবাসীরা ও রংদারেরা (Coloured) আমাদিগকে বরণ করিয়া থাকে, কিন্তু আদিমবাসীরা কিম্বা রংদারেরা মুসলমানদিগকে বরণ করে না; অতএব ভারতবর্ষটী আমাদিগের স্বদেশ হয়।

ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইল যে বলপূর্ব্বক দেশ লইয়া এবং তথায় বাস করিয়া নিজের সভ্যতা বিস্তার করিতে পারিলে ও আদিমবাসীদিগকে লইয়া নূতন রং তৈয়ার করিতে পারিলে স্বদেশ বলিতে পারা যায়। তবে পূর্ব্ব আর পর দুইটী কথার মীমাংসা ইহাই হইল যে পূর্ব্বের অধিকারীরাই স্বদেশ বলিতে পারে, পরের অধিকারীরা বলিতে পারে না। তবে যদি পরের অধিকারীরা অধীশ্বর থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বের অধিকারীরা স্বদেশ বলিতে পারে না; কিন্তু যখন হিন্দুদিগের কিম্বা মুসলমানদিগের কিম্বা আদিমবাসীদিগের কাহারও অধিকারে আপাতত ভারতবর্ষটী নাই, তখন হিন্দুরা বলিতে পারে যে ভারতবর্ষটী আমাদিগের স্বদেশ হয়, কিন্তু রংদারেরা (Coloured) আদৌ বলিতে পারে না।

ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানগুলিকে ছাড়িয়া দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের হিন্দুগুলিকেও ছাড়িয়া দিলাম, কারণ অনাবশ্যক, খালি বঙ্গের হিন্দুদিগকে গ্রহণ করিলাম।

রংদার কাহাকে বলা যায়?—যাহারা বোধ হয় সঙ্কর বলিয়া কথিত হয়।

মহাত্মা দেবীবরের পুস্তক পাঠে জানা যায় যে বঙ্গের বামুনেরা দোষযুক্ত হয় এবং অদ্যাবধি বামুনদের ঘটকেরা সামান্য হিঁয়ালীটিতে বলিয়া থাকে "যে কুলে দোষ নাই, সে কুলই নয়"। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে বঙ্গের সভ্য হিন্দু কেহই বঙ্গ দেশটাকে উহাদিগের স্বদেশ বলিতে পারে না।

যদি বল, আমরা ঘটক দেবীবরকে গ্রাহ্য করি না, ইহা যে শিরোধার্য্য, তাহার কোন সংশয় নাই; তবে কি জান, অদ্যাপি বাঙ্গালায় ৺ দেবীবরের মতটা বামুনের ভিতর আদানে ও প্রদানে চলিতেছে। যদি আদানের ও প্রদানের প্রথা নূতন থাকিত, কিম্বা ৺ দেবীবরের

পুস্তকখানি না থাকিত, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। অন্য বঙ্গীয় হিন্দু রংদারদিগের কথা আর কি বলিব, যখন বঙ্গের হিন্দু চূড়ামণিদিগেরই বাহোবা, তখন চেপে যাওয়াই ভাল!

অসভ্য পাহাড়ীরা ও অসভ্য জঙ্গলবাসীরাই প্রকৃত বঙ্গের আদিমনিবাসী হয়, এবং উহারা বঙ্গকে উহাদিগের স্বদেশ বলিতে পারে; অন্য সকলে অর্থাৎ দেবলদিগের বিধিতে যাহারা চলে, তাহারা আবদার করিয়া বলিতে পারে যে বঙ্গটী আমাদের স্বদেশ হয়!

এইটী বড়ই আশ্চর্য্য রহস্য হয়, যে বঙ্গের হিন্দুরা জাতিতত্ত্ব বিচারের সময় বলিবে, আমরা বাঙ্গালী নই, আমরা অমুক হই; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের অন্য প্রদেশের ব্যক্তিগণ বাঙ্গালীদিগকে হামলায় না, এক সঙ্গে লইয়া আহার করে না, বঙ্গের স্ত্রীলোক-দিগকে বিবাহসূত্রে গ্রহণ করে না, বা উহাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে উহারা বাঙ্গালীদিগকে বিবাহসূত্রে দান করে না; বরং উহারা বলে—বঙ্গের হিন্দুদিগকে আমরা হিন্দু বলি না, কারণ বঙ্গের হিন্দুরা সঙ্কর জাতি হয় ও মৎস্যভোজী হয়। আবার যখন স্বদেশের বিচার হয়, তখন বঙ্গের হিন্দুরা বলিয়া থাকে—"বঙ্গটী আমাদিগের স্বদেশ হয়"। নিজের কথায় বঙ্গের হিন্দুরা নিজে মরে!

একটী লোক আবদার করিয়া কোন ব্যক্তির নিকট হইতে বাসস্থানের দরুণ এক টুক্‌রা জমী লইল, সে তথায় ষাট বৎসর কাল বাসও করিল; পরে দাতার ওয়ারিশ লোককে ডাকাইয়া বলিল,—তুমি জমিটিকে ছাড়িয়া দিবে, কারণ আমার পূজনীয় পিতা মহাশয় তোমাকে জমিটি একবারে দান করিয়া যান নাই।

লোক,—বহুকাল ধরিয়া বিনা করে বাস করিলে সে জমিটী তাহার হয়। যদিও আপনার পিতা আমাকে জমিটী একবারে দান

করিয়া যান নাই—ইহা সত্য, তথাপি জমিটী আমার হইয়াছে, কারণ ষাট বৎসরে জমির স্বত্বটী ধ্বংস হয়, অর্থাৎ তাঁমাদি হয়। এখন আপনি আর আপনার জমি বলিতে পারেন না, বরং আমি আইনানুসারে আমার জমি বলিতে পারি।

দাতার পুত্র আইনজ্ঞ ছিল। সে বুঝিল, লোকটী যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক, অতএব চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের পক্ষে ভাল; সে তাহাই করিল।

এক রাজার হস্ত হইতে অপর রাজার হস্তে যখন কোন দেশ যায়, তখন যে সমস্ত লোক সেই দেশে বাস করে, তাহাদেরও স্বদেশ স্বত্বটী তথায় জন্মায় এবং সেই সমস্ত লোক বংশাবলিক্রমে বহু পুরুষ ধরিয়া তথায় বাস করিলে সেই দেশটীকে তাহারা তাহাদের স্বদেশ বলিতে পারে; যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে আপাতত বঙ্গের হিন্দুরা বঙ্গটিকে স্বদেশ বলিতে পারে। তবে সমস্ত বাঙ্গালীরা পরাধীন হয়, ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে।

আর "যদি" শব্দটির প্রয়োগ চলিবে না। অপ্রত্যক্ষ শাস্ত্রে let it be granted এইটিকে ব্যবহার করিয়া একবার theoryটিকে ঠিক করিয়া লইয়া পরে এটি (A) যদি বিয়ের (B) সঙ্গে এক হয়, আর (B) বিটী যদি সিয়ের (C) সঙ্গে এক হয়, তাহা হইলে (C) সিটী এটির (A) সঙ্গে এক হয়। এখন মাপ করিয়া দেখ, সিটী (C) এটির (A) সঙ্গে এক কি না? ধর্ম্মপরায়ণ নোবল ব্রিটন্ আপাতত ভারতবর্ষের অধীশ্বর হন, বাস্তবিক বঙ্গেরও অধীশ্বর হন, ইহা প্রত্যক্ষ, সত্য—সত্য—সত্য।



বর্ত্তমান হিন্দু।

বহুকাল হইল হিন্দুরবি অস্তমিত হইয়াছে এবং সেই হেতু হিন্দুর প্রকৃত আলোকও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারে কোন কার্য্য হয় না; যদি হইত, তাহা হইলে ছুঁচা অস্পর্শীয় বলিয়া কথিত হইত না। যেই দিন হইতে রংদারেরা ও শূদ্রেরা খণ্ডাধিপতি হইয়াছে, সেই দিন হইতে আদত যাইয়া নকলের আদর বেশী হইয়াছে। কাষ্ঠের বিড়ালে যদি ইন্দুর ধরিতে পারিত, তাহা হইলে জীয়ন্ত বিড়ালের কোনও আদর থাকিত না।

হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার ও নিয়ম গোলমাল হইবার কারণ প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে, তবে যাহা কিছু আছে তাহা ছায়া মাত্র; কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই, কারণ সকলেই বলিয়া থাকে "আমি অন্যের অপেক্ষা বড় হই"। এই বড় জ্ঞানটী সকলকে দিশেহারা করিল, কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে থাকের উপাধি ধরিয়া ছায়াকে ধরিবার উপায় নাই। পুরাতন রংগুলিকে থাক সম্প্রদায়ানুসারে ঠিক রাখিবার জন্য পুরাতন পুস্তকগুলির মাথাটিকে কাটিয়া এবং তদুপরি থাক সম্প্রদায়ানুসারে অন্য একটী মাথাকে বসাইয়া পুরাতন

রংগুলিকে শব্দানুসারে বজায় রাখিয়াছে! খল বুদ্ধিকে শত শত বার বাহোবা দিই।

অজ্ঞান ব্যক্তি নিয়ম করিতে পারে না। মাথা খারাপ না হইলে অজ্ঞান হয় না। সর্ব্ব বিষয়ে রংদার হইলেই পরাধীন হয়। সামাজিক নিয়মে রংদার ব্যক্তি অতি ঘৃণিত হয়। সংস্কৃত পুস্তকে রংদারের উচ্চপদ কোনখানে নাই। আপাতত যদি সংস্কৃত সংহিতাগুলিকে বোমার স্বরূপ করিয়া এবং বঙ্গের হিন্দুদিগকে বস্তাবন্দি করিয়া সাজাইয়া উহাতে ঐ বোমাটিকে প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করা হয়, তাহা হইলে পাঁচ মিশালী ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না।

একটী জলপাত্রের জলের উপর এক ফোঁটা তেল ফেলিলে সমস্ত তেল জলের উপর ভাসে। চন্দ্রবিন্দুর আকর টানিয়া লইলেই অমাবস্যা হয়। সংস্কৃত সংহিতাতে শূদ্রদিগের প্রতি কোন বিশেষ নিয়ম নাই, তবে গোলামীর ব্যবস্থাটি প্রত্যেক পংক্তিতে পংক্তিতে যথেষ্ট আছে। যাহারা পরাধীন হয় তাহারাই শূদ্র বলিয়া কথিত হয়। রংদারেরা মাতার ধর্ম্ম লয়। বন্দে মাতরংটী বঙ্গীয় হিন্দু-দিগের পক্ষে ঠিক বুলি হয়। স্বাধান স্বদেশবাসীরা বন্দে পিতরং বলিয়া থাকেন, আর মাতৃভূমিকে বন্দনা করিয়া থাকেন। "বন্দে মাতা সুরধুনী পতিতপাবনী" গঙ্গাদেবীর স্তব হয়, দাতা কর্ণের লেখক মহাশয় বহুদিন হইল এইটীকে রচনা করিয়া গিয়াছে—ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী কেহ রচনা করে নাই।

রংদার জন্মাইলে পূর্ব্ব পুরুষের রংটিও বেরং হইয়া যায়। নাম লইলে কি হইবে, যখন নামের অর্থটি নামেতে নাই! অর্থতে অর্থ হয়। যাহার অর্থ নাই, তাহার অর্থও নাই। নাকের উপর একটী টাকা ধরিলে এক লক্ষ টাকা হয় না। বঙ্গদেশে কোটিপতি

নাই,—ইংরাজ বাহাদুরের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন বঙ্গীয় হিন্দু দুই লক্ষ টাকা Administration বা Probate ফি দেয় নাই। রংদারেরা exaggerationটিকে ও untruthটিকে বড় ভালবাসে।

একজন রংদার অন্যের নিকট ভিক্ষা মাগিতে গেল। সে যাইয়া প্রথমে কি বলিল—আমি অমুকের বংশধর হই। কেন সে নিজের নাম করিয়া ভিক্ষা মাগিল না?—কারণ তার নামেতে অর্থ নাই; যদি থাকিত, তাহ'লে সে পূর্ব্ব পুরুষের নামটিকে বলিয়া ভিক্ষা মাগিত না। তার পূর্ব্ব পুরুষের নামটিকে বলার কারণ আর কিছুই নয়, খালি দাতার দয়াটুকুকে টানা। সে দান পাইল বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষটিকে পর্য্যন্ত জাহান্নামেতে দিল।

লোকের মাথা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে খারাপ হইয়া যায়—খারাপ মাথার নিকট নীতিটি কল্কে পায় না। নীতিটি না থাকিলে আবার সমাজটি হয় না, সমাজটির অভাবে সমতাটি থাকে না, সমতাটি না থাকিলে রাজনীতিটি ভোঁ করিয়া দৌড় দেয়, রাজনীতিটির অভাবে আবার আধ্যাত্মিকটি ঠিক কাঠের ঘোড়া জল পি-পি হয়।

যখন শূদ্রগণ ও রংদারগণ খণ্ডাধিপতি হয়, তখন একতাটি নষ্ট হয় এবং একতাটি নষ্ট হইবার কারণ প্রকৃত ধর্ম্মটী সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায়। প্রকৃত ধর্ম্মটী লোপ পাইলে শক্তির হ্রাস হইতে সুরু হয়; শক্তিটী না থাকিলে activityটি ও energyটি যায়; activityটি ও energyটি যাইলে অলসতাটি আসে; অলসতাটি আসিলে পুরুষকারটি দেশান্তরে যায়; পুরুষকারটি অন্যত্র যাইলে বাক্যের চতুরতাটি আসিয়া যোগ দেয়; বাক্যের চতুরতাটি যোগ দিলে সত্যটি দেশ ছাড়া হয়; আর সত্যটি দেশান্তর হইলেই ঘরে ঘরে মিথ্যাটি স্ফুর্ত্তিতে ফেরে।

যখন মিথ্যাটি দেশের ভিতর উপাস্য হয়, তখন উপাসককে আর পায় কে! কারণ উপাসকটি গণ্ডির বার গিয়াছে; ফলত উপাসকটি যখন যাহা ইচ্ছা করিল, তখন তাহাই করিতে পারিল। হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও পরকুচ্ছা আসিয়া আবার তাতে যোগ দিল। যোগে যোগ হওয়াতে মহা যোগে whims ছুটিল। এইবার মিথ্যা-বাদীর সহিত অপর মিথ্যাবাদীর বিবাদ বাধিল, বিবাদ হইতে ষড়যন্ত্রকারী জন্মিল এবং উহার নিকট আবগারি, তোষামদগিরি ও কালকূটিগুলি আসিয়া গোলাম হইল।

এইবার আর যায় কোথায়! ছায়াবাজীতে মুগ্ধ হইল। লক্ষ্মীকে মস্তকে তুলিল এবং সরস্বতাকে পদতলে দিল,—আরো নরক গুলজার হইল। রোগ, শোক ও তাপ আসিয়া অট্টহাস ছাড়িল এবং অট্টহাসির ধমকে পুরুষটিকে বেদম করিয়া আনিল; বাস্তবিক বেদম হওয়াতে স্ত্রীরত্নটী অন্য হাতে যাইল, ফলত রংদার আসিয়া আসরে রং বাজাইতে লাগিল।

রঙে রঙে নানা রং হইল। যত রং হইল তত থাক উপজিল। থাকে থাকে থাক এত বাড়িল যে অবশেষে কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিল না। নিজের থাকটীকে সত্য বানাইল, অন্য থাকগুলিকে নীচ বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা দিল।

দয়াময়ের কি দয়া দেখ! একমুষ্টি ধর্ম্মপরায়ণ একতাবিশিষ্ট জাতি বহুসংখ্যক অধর্ম্ম-অনৈক্য-বিশিষ্টকে জয় করেন! কি আনন্দ! ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়!

যতদিন ধর্ম্ম থাকে, ততদিন একতা থাকে। ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে সুরু হইলেই অনৈক্যটী আসিয়া যোগ দেয়; অনৈক্যটী আসিলেই আবার ভ্রষ্টাচার আসিয়া যোগ দেয়; আর ভ্রষ্টাচার হইলেই নানা রঙের আবির্ভাব হয়; নানা রং হইলেই নানা থাক হয়; নানা থাক

হইলেই নানা মত হয়; নানা মত থাকিলেই জীয়ন্তে মড়া হইতে হয়; আর জীয়ন্তে মড়া হইলেই আবার অন্য একটী ধর্ম্মপরায়ণ একতাবিশিষ্ট জাতি আসিয়া জীয়ন্ত মড়াগুলিকে দখল করিয়া লয়।

দয়াময়ের কি দয়া আবার দেখ! এই দয়ার রহস্য যে কি, তাহা দয়ামই জানেন। যদি কেহ দয়াময়ের দয়ার পাত্রকে ছোট করিতে যায়, তিনি হাসেন—কেননা তিনি অধার্ম্মিক জনকে অপর অধার্ম্মিক জন হইতে রক্ষা করিবার দরুণ ধর্ম্মপরায়ণ একতা-বিশিষ্ট জাতিকে পাঠাইয়া দেন। ধর্ম্মের লীলা কি ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার! একমুষ্টি ধর্ম্মপরায়ণ ধার্ম্মিক জাতি কোটি কোটি অধার্ম্মিক জনকে অনায়াসে জয় করিয়া থাকে!

দয়াময়! আপনার দয়া সর্ব্বজনের প্রতি সমান হয়, তবে কেন এই বিপরীত লক্ষণ আপনাতে লক্ষিত হয়? হে বালক! সর্ব্বজনের প্রতি আমার সমান দয়া আছে বলিয়া আমি এই কার্য্য করিয়া থাকি। যদি ধর্ম্মপরায়ণ একতাবিশিষ্ট জাতিকে ঐ সময় না পাঠাইয়া দিই, তাহা হইলে সকল অধার্ম্মিক জন আপনাপনি খাওয়াখায়ী করিয়া মরিতে পারে। উহাদিগকে রক্ষা করিবার দরুণ আমি এই প্রকার দয়া উহাদিগের প্রতি প্রকাশ করিয়া থাকি। যদি আমার দয়া সর্ব্বজনের প্রতি সমান না হইত, তাহা হইলে কি আমি এই প্রকার কার্য্য করিতাম? অতএব হে বালক! আমার দয়া সর্ব্বজনের প্রতি সমান হয়।

বঙ্গের বামুনঠাকুরগুলি কায়স্থগুলিকে ব্রাত্য বলিল। বামুন-ঠাকুরগুলি কত দূর বুদ্ধিমান হয়, তাহা একবার দেখ। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়! পারিশ্রমিক পাইল এইটী খুব ঠিক, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগুলিকে পর্য্যন্ত পতিত বামুন বানাইল। পতিত বামুনের ছেলে পতিত বামুন ব্যতীত কি আর কিছু হয়? সংস্কৃত পুস্তকে

পতিত বামুন কোথায় ব্যবস্থাপক আছে? ব্রাত্যের অর্থটি আবার দেখ,—ব্রতবিহীন যে সে ব্রাত্য। ব্রতবিহীন হইলে পশু হইতে হয়; তবে চতুষ্পদ আর দ্বিপদ—এই তফাৎ রহিল। ব্রাত্যের নিকট হইতে দান গ্রহণ কিম্বা যাজন করিলে ব্রাত্যদোষে দোষান্বিত হইয়া পতিত বামুন বলিয়া কথিত হয়।

ব্রাহ্মণেরা পূজনীয় কেন? ব্রাহ্মণদিগের মাথা অন্য অপেক্ষা কি একটা বেশী আছে? ব্রাহ্মণেরা ব্রতধারী পুরুষ, ইহার কারণ পূজনীয়। সমাজে কি ব্রতবিহীন পুরুষ থাকিতে পারে! তবে ব্রাহ্মণের ভিতর কতকগুলি বেশী ব্রত আছে, যাহা অন্যের ভিতর নাই, এই হেতু ব্রাহ্মণেরা অন্য বর্ণ অপেক্ষা সামাজিক নিয়মে বড় হয়।

যে কেহ পুরুষকারকে সেবা করিবে, সেই অন্য অপেক্ষা বড় হইবে। সামাজিক নিয়মে গুণীর গুণকে মর্য্যাদা দেওয়া অপেক্ষা উচ্চ দর্শন আর কি আছে? যে সমাজে due deference নাই অর্থাৎ উপযুক্ত গুণোচিত মর্য্যাদা নাই, সেটি সমাজই নয়। বঙ্গে গুণীর মর্য্যাদা নাই, ইহার কারণ বঙ্গে প্রকৃত সমাজটিও নাই। স্বাধীন জগতে গুণীর আদর সর্ব্বত্র আছে।

বহুপুরুষের ব্রাত্যতা কি খণ্ডন হয়?—না তিন পুরুষ ঊর্দ্ধসংখ্যা—এইটাও সর্ব্ববাদীসম্মত নহে; তবে উদ্ধারেরও ব্যবস্থাটী দেখ—অগ্নিতে তপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম হইতে হয়। এখন বামুন ঠাকুরগুলিকে যেমন পাদুকা দান করিলে অশৌচ অবস্থাতে পাদুকা ব্যবহার করিতে পারে, তেমনি বোধ হয়, বামুনঠাকুরদিগকে কর্‌করে গরম টাকা দিলে ব্রাত্যগুলি টাকার গরমে তপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারে!

ওহে বামুনঠাকুরগণ! এইটী কি জান, কৌশিকবংশে গাধি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—যখন শ্রীরামচন্দ্র বনে যান, তখন তিনি তাঁহার

সমস্ত অস্থাবর দ্রব্যগুলিকে কৌশিক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সময় কৌশিক ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বোধ হয় আদরণীয় ছিল। সে যাহা হউক, গাধির কন্যাকে জমদগ্নি বিবাহ করিয়াছিল এবং এই বিবাহের ফল ক্ষত্রিয়হন্তা পরশুরাম হয়। বিশ্বামিত্র গাধির পুত্র হয়,—এখন মামা ভাগিনেকে দেখ। যখন গাধি গাধিপুর স্থাপন করিল, বোধ হয় সেই সময় হইতে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম ছাড়িয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তদবধি গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র জগতে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। দেখ বামুন ঠাকুরগণ! ইহাতে কি ব্রাত্য দোষ আছে? তথাপি বিশ্বামিত্রকে পুনরায় ব্রাহ্মণ হইতে কত কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছিল।

জাতি থাকিলে জাতি যায়--জাতি না থাকিলে যাবেই বা কি, আর হইবেই বা কি? আবার তেজীয়ান হইয়া জাতি করিতে পারিলে নূতন জাতি হয়; অতএব জাতি থাকিয়াই বা হবে কি? তেজীয়ান্ ব্যক্তির নিকট কোন দোষ নাই।

দেখ বামুন ঠাকুরগণ! যেন এই দর্শনটীকে ধরিও না। কোথায় দোষ নাই এবং কোথায় দোষ আছে, অগ্রে ইহার রহস্যটীকে জান। নিয়ম ভাঙ্গিতে বা গড়িতে পারে কে?—যিনি স্বাধীন পুরুষ তিনি সব করিতে পারেন—পরাধীন ব্যক্তি কিছুই করিতে পারে না, যদি করে তাহাও দোষযুক্ত।

বামুন ঠাকুরগণ বলিল—জাতির ধ্বংস নাই, এইটী যে ঠিক ইহার কোনও ভুল নাই, কারণ কোন বিষয়েরই ধ্বংস নাই; তবে বিশেষ করিলেই ধ্বংস অনিবার্য্য। যে যিষয়ের উৎপত্তি আছে, তাহারই ধ্বংস আছে—ফলত স্থিতিটিও আছে। যখন জাতি শব্দটীকে বিশেষ করা হয় তখন ধ্বংস সম্ভবপর।

বামনাই ফলাও কেন? উৎপত্তি বল কেন? যদি সব এক হয় তবে জাতি বিচার কর কেন? উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দিলে চলিবে কেন? তবে যদি সব পিণ্ডিকে এক পিণ্ডি করিতে পার তাহা হইলে কোন বালাই নাই। জাতি বলিলেই ধ্বংসের অধীন, আর অজাত বলিলে ধ্বংস নাই। নাগোরদোলার খেলা হয়—তাই বলি, বামুনঠাকুরগণ! কথাগুলি বিবেচনা করিয়া কহিতে হয়।

অর্থ, স্ত্রীলোক, আর কথা এই তিনটীকে লইয়া ব্যস্ত জগৎ চলিতেছে। এই তিনটীর ভিতর স্বর্গ আছে, আবার নরক আছে। অর্থের ও স্ত্রীলোকের বিষয় আমার অন্য রহস্যতে বিশদরূপে বলা হইয়াছে, এখন কথার বিষয়ের সার কিছু বলি ঃ—

অবতারের মুখনিঃসৃত কথা সর্ব্বজনের পক্ষে বিশেষ সমাদরণীয়—চিন্তাশীলের কথা বিশিষ্টজনের চিন্তার নিকট অতীব আদরণীয়—স্মৃতিকারের নীতিবদ্ধ কথাগুলি সামাজিক জনের পক্ষে সর্ব্বদাই অপরিহার্য্য। এক জিহ্বাতে অমৃত ও বিষ আছে। তাই বলি আজকাল যেমনি বামুন ঠাকুরেরা বুদ্ধিমান, তেমনি Graduateরাও মতিসম্পন্ন। সময় গুণে সব ঠিক মিলে।

বঙ্গে কায়স্থ জাতিটী অপেক্ষা আপাতত নিস্তেজ জাতি আর দ্বিতীয় নাই। যে জাতি এক সময়ে প্লাহ্বের অধীশ্বর ছিল, যে জাতি এক সময়ে কাশ্মীরের অধীশ্বর ছিল, যে জাতি এক সময়ে পাটলিপুত্রের অধীশ্বর ছিল, আজ কি না সেই জাতি তৃণাদপি তৃণ হইয়া গিয়াছে! কেহ যদি আপাতত কায়স্থদিগকে ব্রাত্য কিম্বা শূদ্র কহে তাহা হইলে কায়স্থদিগের ভিতর আজকাল আর আনন্দের অবধি থাকে না। উঃ কি মনস্তাপ!

কায়স্থ জাতিটী ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য কিম্বা শূদ্র নহে;—ইহা একটী স্বতন্ত্র, স্বয়ং সিদ্ধ, মৌলিক জাতি হয়। পুরাতন

পুস্তক পড়িয়া ও "ললিতবিস্তার" পড়িয়া ও "জেণ্ডাভেস্তা" পড়িয়া জান, বহু পূর্ব্বে বিশ্বব্যাপক মূর্ত্তি মিত্রের প্রাদুর্ভাব ব্যস্ত জগতে কি প্রকার ছিল। কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তকে পূর্ব্ব পুরুষ বলে। গুপ্তরূপে চিত্র করে যে, সে চিত্রগুপ্ত অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ন্তা—মিত্র। প্রভু যোরাষ্টার যখন মিত্রকে প্লাহ্ব হইতে উঠাইয়া দিয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে অগ্নিকে তথায় বাসাইলেন, তখন মিত্রোপাসক চারিভিতে ছুটিল—যাহারা ভারতে আসিল তাহারা ঢোঁড়া হইল এবং অন্যত্র যাহারা যাইল তাহারা সকলে এক একটি বলবান্ অন্য জাতি হইল। বহু বৎসর পরে আবার কায়স্থেরা যখন বঙ্গে আসিল তখন কেঁচো হইল।

মুসলমানের কৃপায় উহারা আবার স্থান পাইয়া স্থানীয় বলিয়া পরিচয় দিল, পরে ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় আপাতত স্বদেশী বালক বলিয়া পরিচয় দিতে সুরু করিয়াছে। বালকেতে কি কোন কার্য্য হয়, না বালক চিরকালই বালক থাকে? তবে বালক হইতে যুবা হয় ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। তাই বলি, ওহে কায়স্থ ভাইগণ! আপাতত স্বদেশী বুলিটীকে তোমরা ছাড়, আর তোমরা বিদেশীটিকে আরো শত শত বৎসর গ্রহণ কর। যদি কর তাহা হইলে কোনকালে খালি স্বটীকে দেখিতে পাইবে, আর তাহা না হইলে তোমাদিগের গুলিসূতা গ্রহণের মতন একূল ওকূল—দুকূলখানিকে হারাইবে।

হূন শব্দের অপভ্রংশ হিন্দু শব্দ হয় এবং বাস্তবিক হিন্দু হইতে জাতি, ভাষা ও স্থানের নাম হইয়াছে, ফলত হিন্দু শব্দটি পাঁচফুলের সাজি।



কুড়ালের গল্প।

নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারে, বলিহারী যাই বুদ্ধিকে। তবে একটী গল্প বলি শুন:—

কতকগুলি ব্যক্তি হঠাৎ ঠিক করিল যে আমরা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারিব। কিন্তু অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় যে কুড়ালটিও ঘরে নাই। কি করে—কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ব্যক্তিগুলি আবার সভা করিল। সভাতে কথার শ্রাদ্ধ চলিল, কথার শ্রাদ্ধ হইতে শিয়ালের যুক্তিটী উঠিল, এবং যুক্তিটী উঠাতে সকলকার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ কুড়ালের জন্য কামারের নিকট চলিল এবং তথায় যাইয়া দেখিল যে কামারের দোকান ঘরটী ঝাঁপ দিয়া বন্ধ আছে। ব্যক্তিগুলি ঝাঁপের ফাঁক দিয়া বড় গলায় ডাকিতে লাগিল,—কামার ভায়া ঘরে আছ হে?

কামারের তখন আধা রাত হয়েছে, একে শীত, তাতে সমস্তদিনের খাটুনি, তাতে আবার দেঁড়ে সেলাই কাঁথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এক সঙ্গে জুটাতে কামার নাক ডাকাইয়া খুব মজাতে ঘুমচ্চে। নেড়ী কুকুরের জ্বালায় নিরীহ লোকেরও নিস্তার নাই—কিছুক্ষণ উৎপাতের পর কামারের ঘুম ভাঙ্গিল। কামার বুঝিল—বুঝি কি সর্ব্বনাশ ঘটেছে; তার পর আবার যখন ভদ্রের গলা জানিল, তখন আবার বুঝিল—আজ বুঝি কিছু হবে। কামার মন খুলে উত্তর দিল—এত রাতে কেডা হে?

ব্যক্তি বলিল,—আমরা ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি, তোমার সঙ্গে আমাদিগের কিছু কথা আছে। বড় দরকার, শীঘ্র আইস।

কামার,—আমি কামার কুমোর লোক, এত রাতে আমার সঙ্গে কি কথা বাপু?

ব্যক্তি,—তুমি ঝাঁপ খোলনা, তার পর সব বল্‌চি।

কামার শুনে অবাক্‌—লেখা পড়া আমার কাছে কেনরে বাপু—যাই তা নাহ'লে কোন ফেঁসাতে ফেলে দেবে।

কামার ঝাঁপ খুলিয়া ব্যক্তিগুলিকে দেখিয়াই অবাক্‌—আজ্ঞে, আজ্ঞে, আমায় এত রাতে কি দরকার বলুন? নফর, মশয়দেরই জন্য হাজির আছে—কি কত্তে হবে বলুন?

ব্যক্তি,—দেখ বাপু—তুমি বেশী দাম বলো না, তোমার ইষ্ট দেবতার দিব্বি। তোমার কাছে কতগুলি কুড়াল আছে?

কামার,—আজ্ঞে, আমি এক পয়সা বেশী লব না। বলেন কি হুজুর, আমার ইষ্টদেবতা তো মশয়রা—যখন দিব্বি দিলেন, তখন ঠিক বল্‌বো।

(স্বগত) খদ্দেরগুলো ভাল—কিছু দিবে।

(প্রকাশ্যে)—অনেক আছে। দু'টাকা আমার গুরুর দিব্বি। ঢুকে বসুন না। কামারটি ঝট করে উচু জিনিষ এনে ব্যক্তিগুলিকে বস্‌তে বল্‌লে।

ব্যক্তি,—না—না—কোন দরকার নাই। আমরা বেশ আছি। তুমি যতগুলি পার নিয়ে এস।

কামার,—কতগুলি দরকার?

ব্যক্তি,—যত দরকার হউক না কেন, তোমার কাছে যতগুলি আছে, নিয়ে এসোনা?

কামার,—আমার ঘর বোঝাই আছে। মশয়দের কত দরকার বলুন না?

ব্যক্তি,—আরে অনেক লব, তুমি আগে বারটি দেও।

কামার,—তাই বলুন্ না।

ব্যক্তি,—আরে অনেক লব। তুমি আগে বারটি দাও, তার পর তোমার জিনিষ দেখে যেমন হয় বল্‌বো।

কামার,—আমার মালের মত মাল কোথাও হয় না। এক কোপে বাহাদুরী কাঠ কেটে যায়,—আচ্ছা একটা এনে দিই আগে দেখুন।

কামার একটী কুড়ালকে আনিয়া দিলে পর, ব্যক্তিটী ঐটীকে লইয়া এহাতে ওহাতে এমনে প্রায় সব হাতে ফিরাইয়া শেষে নিজের হাতে আনিয়া কামারকে বলিল,—আর কিছু বল্‌তে হবে না, তুমি অন্যগুলি লয়ে এস।

কামার,—আমিতো সবগুলি একবারে আন্‌তে পারবো না,—দাঁড়ান তবে একে একে এনে দিই।

ব্যক্তি,—আচ্ছা, আমরাই সকলে লব। কোথায় আছে বল দেখি?

কামার,—আসুন্।

কামার আগে আগে যাইয়া যথায় কুড়ালগুলি গাদা করা ছিল, তথায় দাঁড়াইয়া ব্যক্তিগুলিকে বলিল,—এই নিন্ বেচে বেচে যত পারেন নিন্।

ব্যক্তিগুলি এক একটী করিয়া বাছিয়া লইয়া এবং তথায় দাম দিয়া চলিতে চলিতে কামারকে বলিল,—দেখ যদি ভাল হয় তো অনেক বিক্রী হবে।

কামার,—আপনারা কোন বোন্ লয়েচেন?

অন্য একজন উত্তর দিল,—তোরই বোন্ নিয়েচি।

কামার,—আমার তো বোন্ নাই ; আমি গরিব লোক, আপনারা বড় লোক—অনেক বোন্ আছে। আমাকে একটী ছোট খাট বোন্ দেবেন কি ?

অন্য এক ব্যক্তি হাসিয়া বলিল,—কেমন হয়েচে ?

ব্যক্তি,—আচ্ছা তুমি যাও, পরে সব বল্‌বো।

কামার ব্যক্তিগুলিকে প্রণাম করিয়া দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিতে লাগিল।

ব্যক্তিগুলি আনন্দে নানা প্রকার পরামর্শ করিতে করিতে আসিতেছে, এমন সময়ে চৌকীদাররূপী ধর্ম্মরাজ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহাদিগেকে বলিল,—তোরা কে ? এত রাতে কোথা যাচ্চিস্ ?

ব্যক্তি,—আমরা মানুষ, দেখতে পাচ্চিস্‌নি ?

চৌকীদার,—ঐখানে দাঁড়া—এ সব কি আছে ?

ব্যক্তি,—তোর চোখ নাই ?

চৌকীদার,—তোরা ডাকাত, এতো রাতে এতো যন্ত্র নিয়ে কোথা ডাকাতি কর্‌তে যাচ্চিস্ ? তোদিগকে সব ফাঁড়িতে যেতে হবে।

ব্যক্তি,—চৌকীদার বাবু ! আমাদিগকে ছেড়ে দাও, আমাদের কিছু কাজ আছে, তাই এত রাতে কুড়াল নিয়ে যাচ্চি। তুমিতো জান যে কালকে একটা সভা হবে, সেখানে আমরা সবে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মার্‌বো !

চৌকীদার,—নিজের গলা নিজে কাট্‌বি ? তোদিগকে বাপু আমি ফাঁড়িতে নিয়ে যাবো। যখন তোরা এ কায কর্‌তে পারিস, তখন তোরা সব কর্‌তে পারিস। তোরা কি কানুন পড়িস'নি ?

ব্যক্তি,—অরে বাপু, আমরা সব পড়েচি, আর সবই জানি। তুমি কি আমাদিগকে চিন্‌তে পার্‌চো না ? আমরা যে সরস্বতীর ছেলে হই !

চৌকীদার,—ও, তোরা তবে মস্‌তো মর্‌কট! তোরা হতভাগা, আবার পরকেও হতভাগা কর্‌তে চাস্‌! যে নিজে নিজকে চেনে না, সে পরকে আবার কি করে চিনবে? তোরা বড় খারাপ লোক, আর তোরা বড় মূর্খ, তোরা কি এটা জানিসনি যে নিজে মরতে গেলে সাজা নিতে হয়, আর পরকে শেখালেও সাজা নিতে হয়? আমি বাপু তোদিগকে ফাঁড়িতে নিয়ে যাবো।

ব্যক্তি,—চৌকীদার বাবু! আমাদিগকে ছেড়ে দাও, তোমাকে পান খাবার জন্যে কিছু দেবো।

চৌকীদার,—কি—আমি ঘুস নিয়ে নিমক হারাম হবো! তোদিগকে আমি ফাঁড়িতে নিয়ে যাবই যাবো। তোরা বড় বদমাস্‌।

ব্যক্তি,—যাদু, আমরা বদমাস্‌ নই, বরং এলেমদার হই, সার্টিফিকিট চাওতো দেখাতে পারি। সকলে আমাদিগকে ভবের কানাই বলে, আমরা কোম্পানির অনেক ছোট বড় পদ ধরি; যদি তুমি আমাদিগের সঙ্গে এমন কর তো খোদকে বলে দেবো, তোমার চাকুরী যাবে, তা জান না?

চৌকীদার,—তোরা খোদকে বলবি যে আমি ঘুস নিয়ে ছেড়ে দিইনি। আমার কাজই হচ্চে, ছিপ করে যদি কেউ অন্যায় কাজ করে তাকে সাজা দিয়ে দেওয়ানো। তোরা নিজে বলেছিস্‌ যে নিজের পায়ে নিজে মোরা কুড়াল মারবো—মোরা কোম্পানির তলব খাই কিসের জন্য? বেকুফকে রক্ষা করবার জন্য তো? কথার লোক অনেক মেলে, কাজের লোক কটা পাওয়া যায়? কোম্পানী আক্কেলদার হয়, তাই আক্কেলের সহিত কানুন বার করে। তোরা বল্লি, আমরা সবে এলেমদার হই, কিন্তু বাপু আমি চৌকীদার হই, আমিতো আর লেখা পড়া জানি না? তবে তোদের চেয়ে জানি, কেননা কোম্পানী মোদিগকে রোজ শেখায় যে, "তোরা এই কাজ কর্‌",

"এই কাজ করবি না," "অমুক কাজ করিবি"; রোজ এই রকম করে শিখ্‌তে শিখতে মোরা আক্কেলদার হই।

যে কোম্পানী হয় সে ঘরে বসে বসে "মোরা কি করচি," আর "না করচি" সব জান্‌তে পারে। ঈশ্বরের দয়া না থাক্‌লে কি কোম্পানী হয়? সবকে ঠিক রাখা কি সহজ কথা! গাধা না সেয়ানার কাছে ঠকে, সেয়ানা না গাধার কাছে মরে, ধনী না গরীবের উপর অত্যাচার করে, আর গরিব না ধনীর উপর বজ্জাতী করে, আর নিজের প্রাণটাকে কেউ না নিজে নষ্ট করে! —দেখ দেখি বাপু, কেমন আক্কেলের উপর কাজ করে! নিজের, কি পরের উপর, কেউ অত্যাচার কর্‌তে পার্‌বে না, যা কর আইনের উপর কর। কোম্পানির কাজ হচ্চে—সকলকে ঠাণ্ডা রেখে রক্ষা করা, কারো সঙ্গে কেউ না মারামারি করে, ঝগড়া করে, কেউ কারো জিনিস না জোর করে কেড়ে নেয়, কেউ না নিজের প্রাণটাকে নষ্ট করে;—যদি কেউ করে, তাকে সাজা নিতে হবে। তোমরা বলেছ যে "মোরা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবো," মোর কাজ তোমাদিগকে রক্ষা করা, তাই বাপু তোমাদিগকে এখন ফাঁড়িতে যেতে হবে।

ব্যক্তি,—আমাদিগের নিজের বদনও আমাদিগের কি নয়? আমাদিগের যা ইচ্ছা তাই আমরা কর্‌বো। এটা বড় আজগুবি কথা নয় কি?

চৌকীদার,—তোরা বল্‌লি যে আমরা লেখা পড়া জানি, আমাদের সার্টিফিকেট আছে, আমাদিগকে সকলে এলেমদার বলে;— আমি দেখছি যে তোরা সবে দু'বছরের ছেলে, বেশ ফুট্ কড়ায়ের মতন ফড়্‌ফড়্ করে বল্‌তে পারো, ভাল কি মন্দ কিছুই বুঝ না, নিজেকে নিজে রক্ষা কর্‌তেও পারো না, যেটা শিখবে, সেইটা

পাখীর মতন বল্‌বে! দুবছরের ছেলের কাছে যদি কেহ না থাকে, তাহ'লে তো অপঘাতে মর্‌তে পারে। ঈশ্বর জন্মদাতা করে কেন,—ছেলেকে রক্ষা কর্‌বার দরুণ তো? ছেলে কথা না শুনলে, বাপ ছেলেকে পিটে, ছেলের ভালোর জন্যই তো ছেলেকে বাপে পিটে? আবার ছেলেকে বাপ কেমন ভালবাসে দেখ দেখি, কেননা আত্মজ। কোম্পানী যা কিছু করে সকলকার ভালোর জন্য, তাঁর কৃপা না হলে কি কোম্পানী হয়? ধর্ম্মপরায়ণ না হলে কি কোম্পানী হয়? কানুন ঠিক না রাখলে কি কোম্পানী ঠিক থাকে? কোম্পানী না থাকলে কি সকলকার ভিতরে শান্তি থাকে? তোরা বাপু বড় বেকুফ, তোদিগকে রক্ষা করবার দরুণ কোম্পানী মোদিগকে রেখেছে।

ব্যক্তি.—তুমি একলা আছো; যদি আমরা সকলে মিলে পিটি, তাহলে কে কাকে রক্ষা করবে?

চৌকীদার.—কে কোথায় আছ হে?

অনেকগুলি চৌকীদার আসিয়া উপস্থিত হইল। চৌকীদারটী অন্য চৌকীদারগুলিকে বলিল,—বাঁধ। চৌকীদারগুলি সমস্ত ব্যক্তি-গুলিকে পিচমোড়া করিয়া বাঁধিল।

চৌকীদার,—এখন জান্‌তে পার্‌লি কোম্পানী কাকে বলে? তোদিগের মাথার উপর কি আছে? আর পায়ের নীচে কি আছে?

ব্যক্তি,—মাথার উপর তারা আছে, আর পায়ের নীচে মাটী আছে।

চৌকীদার,—তুই মাটী তোল।

ব্যক্তি,—আমার হাত বাঁধা আছে, কি করে তুল্‌বো?

চৌকীদার অন্যগুলিকে বলিল,—ওর হাত খুলে দাও।

ব্যক্তিটী হাত খোলা পাইলে পর কতকটী মাটী হাতে তুলে চৌকীদারটীকে বলিল,—এতে কি হবে?

চৌকীদার,—তোর মাথার উপর যত তারা আছে, কোম্পানির চোক তত আছে। কত অণু একাট্টা হলে এই মাটী হয়?

ব্যক্তি,—অনেক হলে হয়।

চৌকীদার,—অনেক লোক একাট্টা হলে কোম্পানী হয়। তুই বুঝেছিলি যে আমি একা আছি, মোর মত লক্ষ লক্ষ চারিভিতে পড়ে আছে! তোরা লেখা পড়া শিখে বেকুফ, কিন্তু তোরা জানিস্ যে মোরা সব শিখেছি। যদি মুই না থাকতুম, তাহলে তোরা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরে মরতিস। দেখ কোম্পানী মোদিগকে কেন রেখেছে, তোদিগকে রক্ষা করবার জন্য তো?

অপরগুলি বলিল,—আমরা কিছুই জানি না। আমাদিগকে যে কেহ কিছু বলে, আমরা মনে করি যে ভালই বলছে। গোদার পাল যা বলে আমরা তাই শুনি। আমরা বেকুফ আর হবো না, আমাদিগকে ছেড়ে দাও, আমরা হুঁসিয়ার হয়েছি। নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারলে নিজেই মরতুম, গোদার পালের কি হতো?—কিছুই নয়! বেকুফের উপর কোম্প্যানির দয়া অত্যন্ত হয়, যদি এত দয়া না থাকিবে তো কোম্প্যানী হবে কেন? তবে আমাদিগকে ছেড়ে দাও, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

ব্যক্তি,—ওরা বেকুফ আছে, তাই গোদার পালের নাম করে; আমি বেকুফ নয়, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর।

চৌকীদার,—তোমরা এরূপ বেকুফের কাজ আর কখনো করো না, পরের কথা শুনে আর নেচো না, যাতে নিজের তত্ত্ব নিজে বুঝ্‌তে পার, এরূপ কাজ করো। তোরা মার বাছা মার কাছে যা।

ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলে জ্ঞানী হইয়া চলিয়া গেল।

চৌকীদার,—তুই বড় বজ্জাত, তোকে পিটে দোরস্ত করতে হবে! গোদার পালের মত অন্ধকারে কাজ করতে চাও? আর

গোবেচারাগুলোকেও মজাতে চাও ? গোদার পালকে সঙ্গে আন্‌তে পারোনি ? তুইও যে খুব কথা শিখেছিস ? ওহে একে গুঁতোতে গুঁতোতে ফাঁড়িতে নিয়ে চল।

দুই চারি বার ২লের গুঁতো খাওয়াতেই ব্যক্তিটী কোঁকড়াকাঠে ঠেকিয়া চৌকীদারকে বলিল,—আপনি কেন আমাকে কষ্ট দিতেছেন ? যদি আপনাকে কেহ এইরূপ করিত, তাহা হইলে আপনি কত কষ্ট পাইতেন। সকলকার মাংসের দেহ সমান হয়, মাংসতে আঘাত লাগিলেই বেদনা ভোগ করিতে হয়। আপনি জানিয়া কেন আমাকে এত কষ্ট দিতেছেন ?

চৌকীদার,—তুমি স্বীকার করিলে যে শরীরে আঘাত করিলে লাগে। তুমি কি ভয়ানক কার্য্য করিতে যাইতে ছিলে, একবার বিবেচনা করিয়া দেখ,—খালি তুমি নয়, অন্যকেও লইয়া যাইতে ছিলে! কি কার্য্যে কি পরিণাম হয়, তাহা তুমি অনুভব করিতে পার নাই; কারণ পরের কথায় উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করিতে যাইতে ছিলে। রুলের গুঁতাটা কি ভয়ানক কষ্টদায়ক হয়, এখন তুমি অনুভব করিতে পারিয়াছ ? কিন্তু কুড়াল দিয়া নিজের পা কাটিলে আরো কত কষ্ট ভোগ করিতে! তোমার মনে থাকিবার জন্য তোমাকে এক ঘা বেত মারিব, যাহাতে তুমি আবার না এই প্রকার বেকুফের কার্য্য কর, বা স্বার্থপর গোদার পালদিগের কথা আর পরে না শুন।

এই বলিয়া চৌকীদার উহাকে ক'সে এক ঘা বেত মারিল। বেতেতে ধুতূরা ফুল দেখিয়া পুরে চেত আসিল; চেতে চিত্তটী স্থির হইল, চিত্তটী স্থির হওয়াতে আর কেহই নিজের পায়ে কুড়াল দিয়া নিজে কাটিতে পারিল না। ধর্ম্মের কি সূক্ষ্মগতি—দেখ।



বাঙ্গালার হিন্দুদের ভিতর এক রকম ব্যবহার নাই।

স্বদেশজাত হইলে সকলকার রং এক প্রকার হয়, সকলকার পোষাক এক প্রকার হয়, সকলে এক রকম অন্ন খায়, সকলে একটী অবতারকে মানে, সকলকার পূর্ব্ব পুরুষ এক হয় এবং সকলকার ভাষা এক হয়; ফলত আচার, ব্যবহার ও নিয়ম সকলকার এক হয়। বঙ্গের হিন্দুদিগের ভিতর কি এই ব্যবস্থাটী আছে?

কায়েৎ ও বামুন কি এক হয়, না বদ্দি ও কায়েৎ এক হয়? পঞ্চ বণিক ও বদ্দি কি হয়, না নবশাক ও শুড়ী এক হয়? শুড়ী ও চণ্ডাল কি এক হয়, না চণ্ডাল ও বামুন এক হয়?

বারেন্দ্র, রাঢ়ী ও বৈদিক বামুনগুলি এক নয়; আবার রাঢ়ীর ভিতর কত থাক আছে। এক থাকের রাঢ়ীর বামুন কি রাঢ়ীর অন্য থাকের সহিত আদান ও প্রদান করে? না মামা অন্য থাকে বিবাহ করিলে ভাগিনা মামাকে লইয়া এক সঙ্গে আহার করে না, আর যে বিবাহ করে সে সেই থাকে ঢুকিয়া যায়, অর্থাৎ নিজের পূর্ব্ব থাক হইতে তফাৎ হইয়া যায়। যদি এই সমস্তগুলি ঠিক হয়, তাহা হইলে বঙ্গের হিন্দুরা কি করিয়া স্বদেশী হয়?

বামুনঠাকুরগণ কি সুবর্ণবণিকের শবটীকে কাঁধে করে, না শ্মশানে গিয়া দাহ করে?—না জীয়ন্তে সুবর্ণবণিককে অস্পর্শীয় কহে! কি মজার কথা হয়! পয়সা গ্রহণ করিবার সময় স্বদেশী,

আর কার্য্যের সময় বিদেশী! আর সে বুদ্ধি কি চলে? তবে চোরের রাতি বাসই লাভ!

মুসলমান পড়িবার কিছু পূর্ব্ব হইতে কায়েতেরা আঙ্ক আস্ক এবং নামতা ও নক্তা শিখিয়া মুসলমানদিগের পদসেবা করিবার যোগ্য পাত্র হইয়া ধনী হইয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগের সহিত অন্দরের আলাপও চলিয়াছিল। মুসলমানের নজর অন্যের উপর পড়িলে যবন দোষে দূষিত হয়। বামুনের ভিতর যবন দোষটী আছে, তবে হেড়া ও রজক দোষটী সোণার উপর সোহাগা হয়। যদি দেবীবর উপাধিতে বামুন হয়, ইহা ঠিক না রাখিত, তাহা হইলে আজ বঙ্গে বামুন থাকিত না। দেবীবর বঙ্গের বামুন-দিগের ভিতর সাক্ষাৎ দেবতা হয়।

বঙ্গের কায়েতেরা ধনী হইয়া হিন্দুদিগের ভিতর চূড়ামণি বনিল। সংস্কৃতজ্ঞ বামুন ও ধনী কায়েৎ যাহাকে যাহা বানাইল সে তাহাই হইল। দেখাদেখি দুই একটী বামুন কল্কে পাইল না। কায়েতেরা সমাজপতি বলিয়া কথিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয়ের ব্যবস্থাটিও চলিল। বঙ্গের লোকসংখ্যা দেখিলেই দেখিতে পাইবে যে উহাদিগের ভিতর কি প্রকার ভেজাল হইয়াছে। ভিখারী হইলেই বামুন, আর জাত হারাইলেই কায়েৎ, এই কিম্বদন্তীটি কি মিছা?—

সংস্কারটি কি ভয়ানক বালাই দেখ। ব্রাহ্মণ বলিলেই অন্যে জড়সড় হয়—কায়স্থ বলিলেই ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যে তটস্থ হয়; আর অন্য জাতি বলিলেই,—শুনি না, শুনি না, শুনি না।

যতক্ষণ যে দেশে "আমি বড় থাক হই", "অন্যে ছোট থাক হয়" এই স্বার্থপরতাটি থাকে, ততক্ষণ সে দেশে "আমরা সকলে এক ভাই হই" মুখে বলিলে চলিবে কেন? তবে অন্য থাক যতদিন গাধা থাকে, ততদিন চলে।

যখন বঙ্গে প্রথম মুসলমান আসে, তখন বঙ্গের হিন্দুরা কেহ কি ধনী বা মানী বা গুণী ছিল? না মুসলমান পড়িবার সময় যে যার মনস্কামনা সিদ্ধি করিয়া লইয়াছিল! বঙ্গে কায়স্থদিগের মর্য্যাদা মুসলমান পড়িবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে সুরু হইয়া ইংরাজ বাহাদুরের আমলের প্রায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক টানে চলিয়াছিল; পরে ক্রমে ক্রমে ঘাটিতে ঘাটিতে এত কম হইয়া আসিয়াছে যে আপাতত মর্য্যাদা নাই—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে যাহা আছে, তাহা কেবল বিধির বিড়ম্বনা মাত্র।

বামুনদিগের অবস্থা এখনও সারে-মাথে চলিতেছে। সংস্কারের কৃপাতে এখনও অন্য থাকের ব্যক্তিরা বামুনদিগকে কিছু কিছু মানে। পঞ্চাশ বৎসর পরে যখন অন্য থাকের ব্যক্তিরা ধনী কিম্বা বিদ্বান কিম্বা গুণী হইবে, তখন আর আদৌ মানিবে না। খোলা বিদ্যার হেপাটী দেখ!—নৌকার উপর গাড়ী, আর গাড়ীর উপর নৌকা!

যখন বঙ্গের হিন্দু থাকের ব্যক্তিগণ আপন আপন থাকের ব্যক্তি ব্যতীত অন্য থাকের ব্যক্তিকে সাহায্য করিবে না, তখন আর সে থাক অন্য থাক অপেক্ষা ছোট থাকিবে না? বামুনের ভিতর আপাতত পিরালী থাকটী ভাল আছে, আর শূদ্রের ভিতর তেলি, কৈবর্ত্ত ও সুবর্ণবণিকের থাকটী ভাল আছে। যদি এই সমস্ত থাকের বংশধরেরা অনুগ্রহ করিয়া নিজের থাকের ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করে, তাহা হইলে অন্য সমস্ত থাকের ব্যক্তি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে বড় হয়। আর যদি cosmopolitan viewতে চলে, তাহা হইলে একশত বৎসরের ভিতর স্বামী থাকিতেও মাগের হাতে শাঁখা জুটিবে না।

কিছু কিছু যাইতে যাইতে অনেক যায়, পরে এত দানশক্তি আসিয়া পড়ে যে আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া যাইতে হয়। আর আত্মতত্ত্ব

ভুলিলেই সব অর্থ যায়,—তাই বোধ হয় বেদে বলিয়াছে,—আত্মাকে সতত রক্ষা করিবে।

এক সময় কায়স্থদিগের অবস্থা বঙ্গে খুব ভাল ছিল, কিন্তু দিশেহারা হওয়াতে কায়স্থেরা এখন এত নীচ হইয়া গিয়াছে যে কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। আপাতত কোন কায়স্থের বার্ষিক আয় দুই লক্ষ টাকা নাই, এবং কলিকাতার কায়স্থদিগের ভিতর কাহারও বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা নাই। দেখ cosmopolitan viewতে কায়স্থেরা চলিয়াছিল বলিয়া আজ কি দুর্দ্দশা হইয়াছে!

বঙ্গে স্বদেশী বলিয়া কার্য্য করা অনুচিত, কারণ বঙ্গবাসীরা জাতি ও থাক অনুসারে চলে। কায়স্থ ধনী হইলে সুবর্ণবণিকের কি? না সুবর্ণবণিক ধনী হইলে কায়স্থের কোন উপকার আছে! বামুন ধনী হইলে তেলী কিম্বা তামলী কিম্বা শুঁড়ীর কি কোন উপকার আছে? তাই বলি—ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! যখন কাহারো উন্নতিতে অন্য কাহারও উপকার নাই, তখন স্বদেশী কথাটীকে ব্যবহার করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

স্বদেশী বুলি বলিয়া বাঙ্গালার অন্য থাকগুলিকে পর্য্যন্ত কেন আর গরিব কর? দুই চারিটী বাঙ্গালা হিসাবে ধনী এখনও কোন কোন থাকের ভিতর পাওয়া যায়, তবুও ভাল; যদি ইহারাও যায়, তাহা হইলে ধনী কে থাকিবে? ধনী না থাকিলে কি কোন কার্য্য হয়, যদি বল ইহাতে যখন কাহারও কোন উপকার নাই, তখন থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি—ইহা সত্য, তথাপি নিজ থাকের ব্যক্তিরা যদি ভাল থাকে ইহাও যথেষ্ট—নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভাল! ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! "সাত রাঁড় এক এয়ো, সকলে বলে আমার মত হয়ো" এই

ব্যবস্থাটিকে অনুগ্রহ করিয়া আর প্রচার করিও না; যাহা করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। একশত বৎসরের জন্য অন্যের পিছনে পড়িলে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।



বর্ম্মার পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা।



ইংরাজ বাহাদুর বর্ম্মা লইবার পূর্ব্বে তথায় কি ছিল?—বোধ হয় জমী ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সভ্যতা ছিল না। তবে বঙ্গের চেয়ে ভাল ছিল, কেননা তথায় পাঁচ মিশালী ছিল না। এক বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম ছিল না। এক লুঙ্গি ও রুমাল ব্যতীত অন্য কোন প্রকার পোষাক ছিল না—এক থিব ব্যতীত অন্য কেহ ধনী ছিল না—থিবর গলা ব্যতীত তথায় সাধারণের গলা ছিল না—প্রকৃত বন্দর ছিল না, আর আমদানী বা রপ্তানী তথায় ছিল না—রেলওয়ে, পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ, নেভিগেশন আদৌ ছিল না—রাস্তা, ঘাট, বাট, বিদ্যালয়, ঔষধালয়, রোগীগৃহ, বিশ্ববিদ্যালয়, খাল, নালা, আমোদকানন, গাড়ী, ট্রামগাড়ী, মটরগাড়ী, বিজলী আলো, খবরের কাগজ কিম্বা অন্য কোন প্রকারের সমিতি তথায় আদৌ ছিল না। তবে বর্ণ বিচারটী ছিল না, আর স্ত্রীলোকের গোলামীটি ছিল না—এই দুটী ভুঁইফোড় বনফুলের মত বর্ম্মাকে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে রোগ, শোক, তাপ, মড়ক ও দুর্ভিক্ষ তথায় আদৌ ছিল না। ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! ইহার

রহস্যটী কি ইহা বলিতে পার? বোধ হয়, না। তবে কিছু বলি শুন:—

যত বিদ্যা, বুদ্ধি, কল, বল, ছল, বিজ্ঞান, সভ্যতা ও যুক্তি বাড়িবে, তত অভাব ঘটিবে,—যত অভাব হইবে তত ছুটিতে হইবে,—যত ছুটিতে পারিবে তত অর্থ বাড়িবে—যত অর্থ বাড়িবে তত অর্থ হইবে—যত অর্থ হইবে তত লোকসংখ্যা বাড়িবে—যত লোকসংখ্যা বাড়িবে, তত আমদানী ও রপ্তানী চলিবে—যত আমদাদী ও রপ্তানী বাড়িবে, তত আনন্দ ফুটিবে—যত আনন্দ ফুটিবে তত নূতন জিনিষ বাহির হইবে—যত নূতন জিনিষ বাহির হইবে, তত লোক সৌখিন হইবে—যত সৌখিন হইবে তত মদ্য ও মেনীমুখ আসিয়া জুটিবে—যত দুইটী ময়েতে ঘেরিবে তত ক্ষীণ হইবে—যত ক্ষীণ হইবে, তত বেদম হইবে—যত বেদম হইবে, তত রোগ, শোক ও তাপ আসিবে—যত রোগ, শোক ও তাপ বাড়িবে, তত শক্তি কমিবে—যত শক্তি কমিবে, তত দুর্ভিক্ষ ও মড়ক, আসিয়া দেখা দিবে—দুর্ভিক্ষ ও মড়ক দেখা দিলেই, খণ্ড প্রলয় ঘটিবে—খণ্ড প্রলয় হইলেই আবার কড়ানিয়া ও শতকিয়া সুরু করিতে হইবে। ফলত এইটীই মানবের অসভ্য অবস্থা হয়।

ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! এই অবস্থাটীকে কি কেহ বন্ধ করিতে পারে? যদি বল পারি—তবে ভ্রূণ হইয়া মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ কর কেন? আবার জন্মগ্রহণ করিয়াই বা চাঁদের কলার মত বাড়ো কেন? আবার অমাবস্যার মতনই বা মরো কেন? অতএব জান

In Burmah within fifty years Railway, Telegraph, Navigation, commerce, art, industry, education and other component part of western civilization will be in full swing. Burmese will claim a Legislative Council of their own and Burmese will leave no stone unturned to be a member of the Indian Council at home and to be a member of the British Parliament. They will keep the noisy and talkative Bengalis at the background.

Unity, equality, fraternity and utility are the life of busy world. Ye Bengalis, first deserve then desire.

সমস্ত বিষয়েরই সময় আছে। পূর্ণিমা তিথিতে কি অমাবস্যা হইতে পারে, না অমাবস্যা তিথিতে পূর্ণিমা হইতে পারে?—তবে গ্রহ-গুণে যদি হয়, তাও কিছুক্ষণের জন্য। তাই বলি ওহে স্বদেশী-ওয়ালাগণ! স্বভাব বড় ভয়ানক বালাই হয়।

অবতার কে হন—যিনি স্বভাবকে ধরেন। উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি কে হন—যিনি স্বভাবকে ধরেন। সাধারণ লোক কে হয়—যে নকলনবিশ হয়। তাই বলি ওহে বঙ্গীয় হিন্দু নকলনবিশগণ! সময়কে ধরিয়া ধীরে ধীরে কাজ কর।

ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় পঁচিশ বৎসর পরে বর্ম্মার কি প্রকার সুদশা হয় তোমরা দেখিও; আর পঞ্চাশ বৎসর পরে উহারা সকল প্রকার সভ্যতাতে চূড়ান্ত হইবে।



বঙ্গ।

—:o:—

পুরাণের মতে কোন একটী সোমবংশীয় রাজার নাম হইতে বঙ্গ নাম হইয়াছে। রাজাটী যে বঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিল, ইহা অবধারণ করিবার কোন উপায় নাই, বরং সে বাস করে নাই, ইহার অনেক যুক্তি পাওয়া যায়।

স্মৃতিতে প্রবাদ আছে—কেহ তীর্থ পর্য্যটনে বঙ্গে আসিলে দেশে গিয়া পুনঃ সংস্কার করিতে হয়। রামায়ণে আছে—স্ত্রীলোকের দেহ বঙ্গদেশে অত্যন্ত বড় হয়; মহাভারতে আছে—বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকের চরিত্র খারাপ হয়। অন্য প্রদেশের মেয়েরা বঙ্গের মেয়েকে "গাছ চালানো মেয়ে" কহে, কারণ যদি কেহ অন্য প্রদেশের পুরুষ বঙ্গে আসে, সে আর ঘরে ফিরে যায় না। বেহারীরা বলিয়া থাকে "তোম হাম্‌কো বাঙ্গলী পায়া হায়"। ফরেনার্‌রা বলিয়া থাকে "ভীরু বাঙ্গালী—ঘেণ্টু"।

আদিশূরের সময় যে কয়েকটী কায়েৎ ও বামুন কোলাঞ্চ হইতে বঙ্গদেশে কোন কার্য্যবশত আসিয়াছিল, উহারা দেশে ফিরিয়া যাইলে পর, স্বদেশীরা উহাদিগকে গ্রহণ না করায়, উহারা পুনরায় বঙ্গে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ভারতের অন্য প্রদেশের লোক বাঙ্গালার কোন প্রকার ধর্ম্মকে আদৌ লয় না, কিন্তু বাঙ্গালীরা অন্য প্রদেশের ছায়াকে লইয়া আনন্দে আটখানা হয়।

এই সমস্ত পড়িয়া, দেখিয়া ও শুনিয়া বোধ হয় না যে পুরাণের কোন লোক কোন সময়ে বঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিল। যদি করিত, তাহা হইলে পুরাতন সংস্কৃত পুস্তকে কোন না কোন নিদর্শন থাকিত। অদ্যাপি যদি কোন ছত্রী বঙ্গে আসিয়া বাস করে, উহার সহিত স্বদেশীরা আদান ও প্রদান করে না। পুরাণের সময় বঙ্গের অবস্থা যে কি প্রকার ছিল, ইহা জানিবার উপায় নাই।

বঙ্গদেশে বৌদ্ধেরা আসিয়া বাস করিয়াছিল, কারণ উহাদিগের অনেক কীর্ত্তি আছে, কিন্তু সেগুলি আপাতত হিন্দুদিগের কীর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। বৌদ্ধেরা যখন রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারা প্রপীড়িত হয়, তখন বৌদ্ধেরা চারিভিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালীরা ছড়ানাবস্থায় বৌদ্ধের নিকট হইতে কিছু সভ্যতা পাইয়াছিল। বৌদ্ধেরা সাধারণ বাঙ্গালীর সহিত আদান ও প্রদান করিয়াছিল কি না, ইহা বলিবার উপায় নাই; তবে দুই একটি নজির ধরিয়া সিদ্ধান্ত করা আমার মতে ভাল বিবেচনা করি না। তৎপরে চৈতন্য ও আগমবাগীশ বঙ্গে বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম্ম প্রচার করে। বৌদ্ধের সময় বঙ্গের অবস্থাটি যে কি প্রকার ছিল, ইহা বিশেষরূপে বলিবার কোন উপায় নাই।

আদিশূরের সময় বঙ্গের অবস্থাটি যে কি প্রকার ছিল, ইহা অনুমানের দ্বারা অনেকটা স্থির করা যাইতে পারে। আদিশূরের পিতা কে হয়,—আদিশূর কোন, বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং আদিশূর কোন জাতি হয়, এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে

যাইলে ধুতুরা ফুল দেখিতে হয়; তবে আদিশূর নামক এক ব্যক্তি বঙ্গের রাজা ছিল, ইহা ঠিক, এবং সে যে বাঙ্গালী ছিল না, ইহাও খুব ঠিক হয়।

পূর্ব্বে জগন্নাথ দর্শনে বা চন্দ্রনাথ দর্শনে বা কামাখ্যা দেবী দর্শনে অন্য প্রদেশের লোক পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে আসিত। বঙ্গের প্রায় যত জঙ্গলী জমীদার আছে, যাহারা ক্ষেত্রী বা ছত্রী হয়, তাহারা তীর্থদর্শনেচ্ছুক ক্ষেত্রীকে বা ছত্রীকে পূর্ব্বপুরুষ কহে, কারণ বঙ্গে আদৌ ক্ষেত্রী বা ছত্রী পূর্ব্বে ছিল না। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে আদিশূর একজন তীর্থদর্শনেচ্ছুক ব্যক্তি হয়। বঙ্গের অবস্থা এমনই ছিল যে অপর প্রদেশের ভিক্ষুক আসিয়া অনায়াসে রাজা কিম্বা জমীদার হইতে পারিত।

"হরিশ্চন্দ্র-মোহনচন্দ্র-চন্দ্রিকায়" ও "সত্যার্থ-প্রকাশের" মতে আদিশূর ক্ষত্রিয় হয়। বৈদ্যগ্রন্থমতে আদিশূর বৈদ্য হয়। কায়স্থের মতে আদিশূর কায়স্থ হয়, কারণ কাশ্মীরের কায়স্থ রাজা জয়াপীড় গৌড়ের জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। আদিশূর যে একজন আদিম বা সঙ্কর বঙ্গবাসী নয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ।

"হরিশ্চন্দ্র-মোহনচন্দ্র-চন্দ্রিকা" ও "সত্যার্থ-প্রকাশ" গ্রন্থগুলি অতি অল্প দিনের গ্রন্থ হয়। বৈদ্য মতটীও হালি হয়। এই হিসাবে "রাজতরঙ্গিণী" খানি প্রাচীন গ্রন্থ হয়। ১০৭০ শকে মহাকবি কহ্লন ইহা প্রণয়ন করে। অনুমানের বা যুক্তির দ্বারা জাতি নির্ণয় করাটীকে ভাল বিবেচনা করি না। মহারাজা মহানন্দের পর হইতে বর্ণের গোলমাল হইয়াছে, ইহা বোধ হয়, সকলে স্বীকার করিবে, অতএব বর্ণ বিচার অনাবশ্যক।

আর্য্যেরা যেমন শূন্যকে ধরিয়া ঘোরফেরের দ্বারা সংখ্যাটীকে ঠিক করিয়া গিয়াছে, তেমনি আদিশূরকে ধরিয়া বুধগণ বঙ্গের

অবস্থাটিকে ও সভ্যতাটিকে ঠিক করিয়া গিয়াছে। তবে অপাতত তফাৎ এই যে সংখ্যাটী অদ্যাবধি চলিতেছে। কিন্তু বুধগণের গ্রন্থগুলি দৈব বিপাকে শূন্যে যাইয়া শূন্য হইয়া গিয়াছে।

রাজা আদিশূরের সময়টী নির্ণয় করা কি ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার হয়! কেহ বলে পাঁচটী কায়েৎ ও পাঁচটী বামুন কোলাঞ্চ হইতে ৯৯৯ শকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বা গৌড়ে আসিয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলে ৯৯৪ বা ৯৫৪ বা ৮৮৬ বা ৮১৪ বা ৮০৪ বা ৬২৪ শকে আসিয়াছিল। কাহার ঠিক, আর কাহারই অঠিক, ইহা বলা বড় ভয়ানক ব্যাপার, ইহার কোন ভুল নাই, ফলত কাপের জন্যই রহিল।

ঘটককারিকাগুলি অল্পদিনের পুস্তক হয়। আদিশূরের সময়ের পুস্তক আপাতত আদৌ নাই। "রাজতরঙ্গিণী" খানি ১০৭০ শকের গ্রন্থ হয় এবং উহাতে রাজা জয়াপীড়ের রাজত্বকালটী ঠিক আছে। ৬৭৬ শকে মহারাজ জয়াপীড় কাশ্মীর রাজ্যের সিংহাসনে বসে এবং জয়াপীড় মহারাজা দুর্লভবর্দ্ধনের বংশধর হয়। মহারাজা জয়াপীড় একত্রিশ বৎসর রাজ্য করিয়া শেষে ৬৯৮ শকে মরিয়া যায়। কোন্ শকে সে বিবাহ করিয়াছিল ইহা লেখা নাই, তবে সে গৌড়েশ্বর রাজা জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল এইটী আছে।

মহারাজ জয়াপীড়ের মরিবার তিন শত বাহাত্তর বৎসর পরে মহাকবি কহ্লন "রাজতরঙ্গিণী" খানিকে লিখিয়াছিল। আদিশূরের সময় নির্ণয় করিবার পক্ষে আমার বিবেচনায় অন্য কোন পুস্তক "রাজতরঙ্গিণীর" মতন হইতে পারে না, কারণ পুস্তকখানি অন্য সমস্ত পুস্তক অপেক্ষা পুরাতন হয় এবং একজন প্রসিদ্ধ মহাকবির মাথার খেলা হয়।

আমার ভাগ্যগুণে সব ঠিক হইয়াও অঠিক হইল। গৌড়দেশ কোন্‌টী ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন হয়। গুলিসূতাধারী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা সব ব্যবস্থা দিতে পারে এবং বঙ্গের মাটী সব বীজ গ্রহণ করিতে পারে,—বঙ্গে শত শ্লোক হইলেই পণ্ডিত হয়, তার আবার অভিমান কত! কিন্তু টিপ্পনী লিখিতে পারিলে আর রক্ষা নাই! নিজের মাথা হইতে কিছু লেখ দেখি?--পরের শ্লোক তুলিলে কিম্বা মুখস্থ রাখিলে কিম্বা টিপ্পনী লিখিলে পণ্ডিত হয় না, নকলনবিশ হয়—স্বাধীনচেতা পুরুষ হইলে পূজনীয় হয়।

কুরুক্ষেত্রে, কনোজে, উৎকলে, মিথিলাতে ও গৌড়ে গৌড়দেশ হয়। এই পাঁচটী গৌড়ের মধ্যে কোন্ গৌড়দেশীয় জয়ন্তের কন্যাকে কাশ্মীরাধিপতি মহারাজা জয়াপীড় বিবাহ করিয়াছিল, "রাজতরঙ্গিণী" প্রণেতা মহাকবি কহ্লন এই বিষয়ে কিছুই বলে নাই। যেমন নাথকে ধরিয়া বঙ্গের যুগীদিগের ভিতর বামুনত্বটী ঠিক হয়, তেমন গৌড়েশ্বর জয়ন্তটীকে ধরিয়া বঙ্গের আদিশূরটী ঠিক হয়। বাহোবা—কি উৎকৃষ্ট যুক্তি হয়!

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গৌড়তগা থাকের কতকগুলি বামুন আছে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে উহারা বলিয়া থাকে—"আমরা বঙ্গ গৌড় হইতে আসি নাই, অন্য গৌড় হইতে আসিয়াছি। যখন মহারাজা জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি গৌড় দেশ হইতে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে আনিয়াছিলেন?" বাস্তবিক উহারা যে বঙ্গ গৌড় হইতে যায় নাই, ইহা ঠিক, কারণ বহু বৎসর পরে গৌড়েশ্বর আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটী বামুনকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে কোন কার্য্যবশত আনিয়াছিল। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে গৌড়তগা বামুনেরা যাহা বলে, তাহা ঠিক।

আদিশূরের সময় যে পাঁচটী বামুন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিল, তাহাদিগের নামের বিষয়েতেও মতান্তর লক্ষিত হয়। কেহ বলে—ক্ষিতীশ, তিথিমেধা, বীতরাগ ও সুধানিধি আসিয়াছিল। কেহ বলে—ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বাৎস্য বা ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ আসিয়াছিল। আবার কেহ বলে—নারায়ণ, ধরাধর, সুষেণ, গৌতম ও পরাশর আসিয়াছিল।

আদিশূর কোলাঞ্চ হইতে কিসের জন্য পাঁচটী বামুন বঙ্গে আনিয়াছিল, ইহার ঠিক হইবারও কোন উপায় দেখি না, কারণ নানা অবতারে নানা রকম লেখে। কেহ বলে রাজবাটীর ছাদে গৃধ্র বসিয়াছিল, এই অলক্ষণটিকে দূরীকরণ করিবার দরুণ পাঁচটী বামুনকে আদিশূর কোলাঞ্চ হইতে আনিয়াছিল। কেহ বলে বাজপেয়ে যজ্ঞের দরুণ, কেহ বলে পুত্রেষ্টির কারণ, আবার কেহ বলে আদিশূর দুর্ভিক্ষ নিবারণের কারণ কোলাঞ্চ হইতে পাঁচটী বামুন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আনিয়াছিল। যাহা হউক, ইহা যে কাপের কাণ্ড ইহার কোন ভুল নাই, অতএব ঘূড়ীর কাপেতে রহিল।

বল্লালসেনের বিষয়টীও বড় ফেল্না নয়। উহাকে কেহ ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় কহে, কেহবা কায়স্থ, কেহবা বৈদ্য, কেহবা ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র কহে, আবার কেহবা ভুটিয়া বৌদ্ধ কহে। যখন নিজে নিজের জাতি সম্বন্ধে বল্লালসেন কোথাও কিছু বলে নাই, তখন অনুমানের কিম্বা যুক্তির দ্বারা জাতি নির্ণয় করা ভাল নয়।

গৌড়েশ্বর বল্লালসেন ১০৯১ শকে "দানসাগর" পুস্তকখানিকে রচনা করে। কিন্তু অন্য কেহ আবার বলে বল্লালসেন চৌষট্টী বৎসর রাজ্য করিয়া ১০৫৪ শকে মরিয়া যায়, যদি ইহাও ঠিক হয় তাহা হইলে সে এগার শকের লোক হয়। যখন সে বামুনদিগকে

কৌলীন্য মর্য্যাদা দেয়, তখন বামুনের আদি পুরুষ হইতে ন্যূনসংখ্যা অষ্টম পুরুষ ছিল, আর উর্দ্ধসংখ্যা পনর পুরুষ ছিল। "রাজতরঙ্গিণীর" মতে মহারাজা জয়াপীড় সাত শকের লোক হয়—ফলত গৌড়ের জয়ন্ত সাত শকের ব্যক্তি হয়, যদি গৌড়ের জয়ন্ত আদিশূর হয়। আদিশূর হইতে চারিশত বৎসর পরে বল্লালসেন হয়। যদি একশত বৎসরে চারি পুরুষ হয়, এই বিধিটীকে ধরা যায়, তাহা হইলে বল্লালসেনের সময়ে আদিপুরুষ হইতে ষোল পুরুষ হওয়া উচিত, কিন্তু সেই স্থানে ন্যূনসংখ্যা আট, আর উর্দ্ধসংখ্যা পনর পুরুষ পাওয়া যায়। এইটী যে অসম্ভব তাহা নয়, কারণ শত বৎসরে কাহারও দুই পুরুষ হইতে পারে।

পাশ্চাত্যদেশে শত বৎসরে গড়পড়তা তিন পুরুষ করিয়া ধরে, কিন্তু বঙ্গে প্রায়ই চারি পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে পাঁচ পুরুষ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে যতদিন তারিখ ঠিক হইয়াছে, ততদিন গড়পড়তা চারি পুরুষ বিধিটী প্রবল আছে। নিজের নিজের বংশ দেখিলেই অনায়াসে মীমাংসা করিতে পারিবে।

হোসেন খাঁর মন্ত্রী পুরন্দর খাঁ চৌদ্দ শকের লোক হয় এবং পুরন্দর খাঁ আদিপুরুষ হইতে বার পুরুষ হয়। প্রতাপ আদিত্য পনর শকের লোক হয়, এবং আদিপুরুষ হইতে তের পুরুষ। চারি শত বৎসরে আট হইতে পনের পুরুষ হইল, আর সাত ও আটশত বৎসরে বার হইতে তের পুরুষ হইল, এইটী অসম্ভব।

বঙ্গদেশের ঘটকেরা ও বংশধরেরা বিবাহটিকে পুতুলের বিবাহ মনে করে; তাহা না হইলে এই প্রকার ঘটনাগুলি কি প্রকারে হয়? আপাতত কায়স্থদিগের ভিতর তেইশ ন্যূনসংখ্যা হয়, আর আঠাশ উর্দ্ধসংখ্যা হয়। এগারশত বৎসরে তেইশ পুরুষ হওয়াটী

কি সম্ভবপর? কায়স্থদিগের পর্য্যা গণনা বোধ হয় বল্লালসেনের সময় হইতে কিম্বা দানৌজমাধবের সময় হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, কাল্পনিক হইলেও সময়টিকে ঠিক রাখা কর্ত্তব্য।

এগার শকে শ্যামলবর্ম্মা বঙ্গে রাজা হইয়া কাশীশ্বরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। কাশীশ্বরের কন্যা গৃধ্র অলক্ষণটিকে নিবারণ করিবার জন্য নিজ রাজ্যের বামুনগুলিকে ডাকাইয়া উহাদিগকে যজ্ঞ করিতে বলে। বামুনগুলি তাহাকে বলিল—যে আমরা বৈদিক কর্ম্ম জানি না। রাণী ইহাতে বিরক্ত হইয়া পিত্রালয় হইতে পাঁচটী বৈদিক বামুনকে আনাইয়া কার্য্য সমাধা করে। পরে বামুনগুলি বৈদিক বামুন বলিয়া বঙ্গে খ্যাত হয়। ইহা ঠিক হইলে গৌড়েশ্বর আদিশূরের সময় যে কয়েকটী বামুন বঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা বৈদিক কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিল। আবার যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে গৌড়েশ্বর বল্লালসেন কি করিয়া নবগুণবিশিষ্টকে কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়াছিল?

বল্লালসেন বৈদিকদিগকে কৌলীন্য মর্য্যাদা দেয় নাই, কারণ বৈদিকেরা সুবর্ণবনিক বল্লভানন্দের অন্যায় অবনতি দেখিয়া পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। শ্যামলবর্ম্মার পরই বোধ হয় বল্লালসেন গৌড়েশ্বর হইয়াছিল। শ্যামলবর্ম্মা ও বল্লালসেন এক ব্যক্তি কি না ইহা সন্দেহ! না বিক্রমপুরের জমীদার বৈদ্য বল্লালসেনকে লইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার রচনা হইয়াছে! ১৩০০ শকে বিক্রমপুরের বৈদ্য জমীদার বল্লালসেন ছিল; কিন্তু ধরিবার উপায় নাই, কারণ পর্য্যায়ক্রমে নামগুলি ঠিক আছে। বঙ্গের বামুনেরা বোধ হয় অলঙ্কারকে বড় ভালবাসে। যদি কেহ উহাদিগকে কিছু অলঙ্কার দেয়, তাহা হইলে উহারা দাতাকে বাক্যালঙ্কারে এত ভূষিত করিয়া ফেলে যে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!

চন্দ্রনাথ দর্শনেচ্ছুক ব্যক্তিগুলিকে ধরিয়া পুতুলের মতন গৌড়েশ্বর তৈয়ার করা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় উহাদিগের সময়ে বঙ্গের অবস্থাটি সঠিক যে কি প্রকার ছিল, ইহা জানিবার কোন উপায় নাই, তবে এই টুকু ঠিক আছে, চৌদ্দজন পাঠানে লক্ষণাবতীটিকে দখল করিয়া লয়।

মুসলমানের সময় রাজমহলটী, মুরশিদাবাদটী, ঢাকাটী ও চিটাগঞ্জটী গণ্ডগ্রামের মতন হইয়া পড়িয়াছিল, তবে পূরো সভ্য হইতে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুনের কিছুই ছিল না। সুন্দরীদিগের আবদার, ষড়যন্ত্রকারীদিগের চক্র, আর গোলামের ব্যবস্থাটী খুব চলিয়াছিল। দুই চারিটী হিন্দু মুসলমানদিগের মাথায় হাত বুলাইয়া কিছু করিয়া লইয়াছিল।

মুসলমানদিগের কৃপায় বঙ্গে পাল্কী, ভাউলে, বজরা, ঘোড়া, হাতী, পা জামা, কাবা, চাপকান, উজিরিয়ানা, শামলা, মড়েসা ও লবেদা ও হাট বাজার দেখা দিয়াছিল। দেঁড়েসেলাই কপনি ও গামছা ও কাঁথা যাইয়া দশহাত কাপড়, উড়ানী ও শাল দোশালা হইয়াছিল। খাদার পান্তার ও চির সজনীর ও কলমী শাকের ও তিন্তিড়ীর বদলে গরম ভাত, পোলাও, কালিয়া কোপ্‌তা, দোরমা, ফিরণী ও বাসনে খাওয়া চলিয়াছিল। গোলপাতার ছাউনী যাইয়া খড়ের ছাউনী হইয়াছিল, দুই চারিটী রাস্তা ঘাট ও বাট সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছিল। আমীর, ওমরাও, সুবা, রাজা, উজীর, বক্সী, সরকার, চৌধুরী ও পাইক ইত্যাদি আসিয়া যোগ দিয়াছিল। বিশিষ্টজনের পক্ষে ভাল ছিল, আর সাধারণের পক্ষে অন্ন জুটাও ভার ছিল।

বঙ্গে নহবৎ, দামামা, নাগরা, রৌসনচৌকী দেখা দিয়াছিল। কেলে হাঁড়ীর রঙের বদলে মুসলমানের পরিচিত লোকের ঘরে

সোনালী রঙের ব্যবস্থাটিও চলিয়াছিল। মুসলমানদিগের সহিত যাহারা ঘনিষ্ঠতা পাতিতে পারিয়াছিল, তাহারা বোল বোলাতে ও আল-বোলাতে কাটাইতে পারিয়াছিল। ধর্ম্ম দীক্ষার কথা আর কি বলিব,—পীরের হেঁপাতে সত্যপীর সত্যনারায়ণ হইয়াছিল! নক্তাটী চলিয়াছিল, বিশেষত কায়স্থদিগের ভিতর খুব চলিয়াছিল। মুসলমানের ভিতর যদি একতাটি থাকিত, তাহা হইলে আরো কত যে উন্নতি হইত, তাহা বলা যায় না!

ঘরে দলাদলিটী ও বিশ্বাসঘাতকতাটী প্রবল হওয়াতে মুসলমান-দিগের বল ক্রমশ ক্ষীণ হইতে সুরু হইল। পরে এত ক্ষীণ হইল যে মগ বোমবেটেরা বাহিরের জলতটে ও মারহাট্টা দস্যুরা ভিতরের ডাঙ্গাতে অত্যাচার করিতে থাকিল এবং উহাদিগের সুবিধামতে উহারা ভান, আন, দান ও চৌট আদায় করিতে লাগিল। নিমকের উচ্চ চাকরগুলি সুবিধা পাইয়া লাঠি ও সোটা লইয়া জমীদার বনিতে সুরু করিল; কেহ কেহ রাজাও হইল। জমীর করটা কেহ কেহ দিল না, ফলত নিয়ম কিছুই রহিল না,—যার লাঠি তার ভৈষ হইল। কার শ্রাদ্ধ কে করে, ইহার কিছুই ঠিক রহিল না। ধন রত্নের ও স্ত্রীরত্নের কাড়াকাড়ি ব্যবস্থাটিও চলিল। গো-বেচারেরা ধনে প্রাণে মরিতে থাকিল।

মগের ও বোমবেটের কৃপাতে খুব জলে কুমীর ও ডাঙ্গাতে বাঘ বাড়িতে লাগিল। বঙ্গবাসীরা মগকে ও মারহাট্টাকে বাঘের ও কুমীরের চেয়ে বেশী ভয় করিত। "বর্গী এলো হাতায়, খেতে হবে পাতায়, কাঁথা ফেলে, প্রাণ লয়ে ও দিদি যাবো কোথায়—মঘা বাঘা আসচে ধেয়ে, ও ঠাকুরপো পলা কনে থোবো"। মুসলমানের শেষ সময়টিতে বঙ্গের অবস্থাটি অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল।

বঙ্গের হিন্দুদিগের ভিতর এখনও মুসলমানদিগের হাবভাব কায়দা ও পোষাক ইত্যাদি চলিতেছে। যে যত মুসলমানদিগকে নকল করিতে পারে, সে তত সুখ্যাতি পায়। গোলা লোকে তাকে খান্দানী ঘরের ছেলে বলে; আরো বলে ওতে আদব কায়দা না থাকবে তো হিজি বিজির ছেলেতে কি থাকবে?

মোট কথা—মুসলমানের সময় বঙ্গের মুখশ্রী, হিন্দুর সময় অপেক্ষা অনেকাংশে ঢল ঢলে ছিল।

যখন নোবল্ ব্রিটন বঙ্গে আসেন, তখন বঙ্গের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। মগ বোম্বেটেরা ও মারহাট্টা দস্যুরা ও জমিদারেরা ও ডাকাতেরা গো-বেচারাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছিল। বাঁধ বিহনে বঙ্গের অধিকাংশ জমি জলে ডুবিয়াছিল। চাষ বিহনে কোথাও খাঁকড়া বন হইয়াছিল, আর লোক বিহনে কোথাও সুন্দরবন বা সুঁদরিবন হইয়াছিল। সভ্য জগতের ভাব বঙ্গে কিছুই ছিল না।

অসভ্যেরা, জোর যার, মুল্লুক তার, এই যুক্তিটিকে লইয়া গো-বেচারিদের উপর মারপিট, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, জবরদস্তী, খুব করিতেছিল। যান বিহনে যাতায়াত এক রকম বন্ধ হইয়াছিল। যদি কেহ এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে পাদলে যেত, অমনি তাল পুকুরের বাঁধ হতে ঠেঙাড়ে এসে ঠেঙাইত।

বেদের টোল ছিল; বদ্দির নাড়ী টেপা, মাল ওঝার ঝাড়ন, ডোমের শীতলা, মুসলমানের পীর, বাগ্দীর কালী, চৈতন্যের বোষ্টম, জগন্নাথের ছাবা, খড়দহের রসকলি, কুলীনের খাতার পিয়ারী, আউলচাঁদের কর্ত্তাভজা, ঘোষপাড়ার নেড়ানেড়ী, বামুনের গুড়ে গব্বায় ও সত্যনারায়ণের পূজা, আক্কাস্কের ও দশকের গুরু মহাশয়, ভাটের ভাঁড়ামো, আচার্য্যীর নবগ্রহ, কায়েতের খাতা লেখা, মুড়ি মুড়কির জলপান ও রাংচিত্রের বেড়া ছিল।

. নোবল ব্রিটনের কৃপায় অদ্য বঙ্গে কি হইয়াছে একবার দেখ ঃ— বেদের টোল যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে, আর বদ্দির খালী নাড়ী টেপা যাইয়া প্রায় সমস্ত বৈদ্যগ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে ;—মালওঝার ঝাড়ন .যাইয়া বিজ্ঞানের সহিত দাগা ও হাত বুলান হইয়াছে, আর ডোমের শীতলা যাইয়া টীকা দেওয়া ব্যবস্থাটী হইয়াছে ;—মুসলমানের পীর যাইয়া তেত্রিশ দেবতার উপাসনা চলিয়াছে, আর বাগ্দীর কালী যাইয়া বামুনের দশমহাবিদ্যাগুলি উপাস্য দেবী হইয়াছে,—চৈতন্যের বোষ্টম যাইয়া কি সুন্দর সৎকার সমিতি হইয়াছে, আর জগন্নাথের ছাবা যাইয়া কি সুন্দর সন্দেশের ছাবা হইয়াছে ;—খড়দহের রসকলি উঠিয়া গিয়া কেমন মাথায় মনোহারিণী কপিপাতা হইয়াছে, আর কুলীনের খাতার পিয়ারী উঠিয়া গিয়া কেমন বাজারের পিয়ারী হইয়াছে ;—আউলচাঁদের কর্ত্তাভজা যাইয়া কেমন সুন্দর ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে, আর ঘোষপাড়ার নেড়ানেড়ী যাইয়া কেমন প্রেমের ভাই ভগিনী হইয়াছে ;—বামুনের গুড়ে গববায় উঠিয়া গিয়া কেমন অষ্টাদশ বিদ্যা আসিয়াছে, আর কায়েতের চারি পয়সা রোজে খাতা লেখা উঠিয়া গিয়া কেমন রোজ একশত টাকার চাকুরী চলিয়াছে,— ভাটের ভাঁড়ামো যাইয়া কেমন সুবক্তা আসরে বাহির হইয়াছে, আর মুড়ি মুড়কীর জলপানের বদলে কেমন নানা প্রকারের খাবার হইয়াছে, আর রাংচিত্রের বদলে কেমন সৌখীন লৌহের গরাদে হইয়াছে। এখনও উন্নতিমার্গে উঠিতেছে, তবে আর কত যে উঠিবে কে বলিতে পারে ?

আরো দেখ—নোবল ব্রিটনের কৃপায় আপাতত বঙ্গে বন্দর, রেল, জাহাজ, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রাস্তা, ঘাট, হাট, বাট, বাজার, সভা, সমিতি, ট্রামগাড়ী, মটর গাড়ী, বাইসিকল, রোগীগৃহ, ঔষধালয়, খবরের কাগজ, কেতাব-ঘর, জলের কল, ড্রেন, ধুঁয়ার ও বিজলীর

আলোক, আদালত ও কেল্লা হইয়াছে। নিক্তির ওজনে সকলকার উপর সমভাবে আইন জারি চলিতেছে। মাঠে টাকা ফেলিয়া রাখিলে কাহারো লইবার ক্ষমতা নাই, এবং সুন্দরীকে বনে ফেলিয়া রাখিলে কোন প্রকার অত্যাচারের ভয় নাই—এমন কি মাগের বিনা হুকুমে কেহ মাগের সহিত বিলাস প্রসঙ্গে অধিকার পায় না—জবরদস্তীটি একবারে উঠিয়া গিয়াছে। কি সুন্দর আইন দেখ দেখি—বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইতেছে!

বর্ণ বিচার নাই। "ওরে শূদ্র, তুই আস্তাকুড়ে দাঁড়া" এই সংহিতাটি নাই। যে গুণী সে আদরণীয়, যে ধনী সে মাননীয়, যে ভিখারী সেও পূজনীয়,—এই রকম মনের সুখ কখনো কি বঙ্গীয় হিন্দুরা পূর্ব্বে ভোগ করিয়াছিল? গলায় গুলিসূতা থাকিলে সে অপরকে বলে অস্পর্শীয়;—তোর বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ধর্ম্ম, স্বর্গ—আমার পায়ের ধুলো; তোর যা কিছু লক্ষ্মী আমাকে দে, আর তুই হূ হূ করে স্বর্গে উঠে যা—তাও আনন্দে চলিতেছে, কেননা স্বদেশী। নোবল ব্রিটনেরা তোমাদিগের সহিত রূপে, কুলে, জাতিতে ও ধর্ম্মে ও আর আর সমস্ত বিষয়ে আলাহিদা হন, কিন্তু তাঁহারা কি প্রকার উদার প্রকৃতির মানব তোমরা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ! স্বদেশী ভাল,—না বিদেশী ভাল?

যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, অর্থাৎ সরকারের আইনের সহিত কর কোন কথা নাই, বেআইনে কোন কার্য্য করিলেই সর্ব্বনাশ। নোবল ব্রিটনেরা তোমাদিগের দেহকে ও ধনকে কি কি সুন্দর রূপে অন্যের হাত হইতে রক্ষা করিতেছেন! মোট কথা, নোবল ব্রিটনের কৃপায় বঙ্গটী নরক হইতে আপাতত স্বর্গে অর্থাৎ উন্নতি মার্গে উঠিতেছে। স্থির হও, আরো কত কি দেখিতে পাইবে!

উপদেশ।

ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! এখন জানিতে পারিলে কি—তোমরা স্বদেশী না বিদেশী? তোমাদিগের পায়ের বুড়ো আংগুলের মুড়ি থেকে আর মাথার চুলের ডগা পর্য্যন্ত বিদেশীতে মাখান হয়। যদি স্বদেশী রাখিতে ইচ্ছা কর, তাহলে নেউটি ধর, আর খাদার পান্তা খাও, কেলে হাঁড়ীর রং হও, আর মাথা থেকে উকুন বাচ, কাঁড় ধর, আর গাছ তলায় যাও—যাও।

ঘরে অষ্টরম্ভা, বাহিরে কোঁচা লম্বা—ইহাও বিদেশী হয়, কারণ ইহাকে waist-coat-fashion কহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় আজ পকেট ভরা কথা পেয়েছ, তাই যথা তথা ছড়াচ্চ। নিজের ঘরেব ভিতর কি আছে, তাহা কি একবার দেখ? তাই বলি—পেটের কথা বল্‌লে গোলা লোকে ও সভা সমিতিতে বলে—পাগল। বক্তৃতা করিয়া, আর খবরের কাগজে ঢাক পিটিয়া, আর প্ল্যাকার্ড মারিয়া, আর প্যামফ্লেট ছড়াইয়া সাধারণকে মাতানটি শিখিলে কোথা হইতে?—এই পলিসিটী কি বিদেশী নয়? সাধারণের মত লয়াটীও বিদেশী হয়। তাই বলি, ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! আপাততঃ চেপে যাও না।

তোমরা কি নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াতে শিখেছ? তোমরা এখনও যে দুদে দাঁতের ছেলে হও! নোবল ব্রিটন যদি তোমাদিগকে না রক্ষা করে, তাহা হইলে তোমরা অপঘাতে মরিতে পার। জলে না নামিলে সাঁতার শিখিতে পারে না, ডুব জলে বলে নাই- ডাঙ্গা জলে শিখিতে হয়। শত বৎসরের পূর্ব্বে কি উন্নতি করিয়াছিলে? আশী বৎসরের ভিতর নোবল ব্রিটনের কৃপায় আজ বুনো মরকটের মতন কাগজ কলমের উপর কথার ছটার সহিত লাফাতে শিখিয়াছ—কিন্তু মুখপোড়া হনু হইতে পারিয়াছ কি?—সকলকার মুখ না পুড়িলে মুখপোড়া হনু হয় না। তবে হনুহর হইয়াছ; সকলে মনে মনে করনা যে আমি কি হনু—আমি বলি আমরা সকলে মরকট হনু!

ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! পুরুষকার করিলে কই—মাথাটিকে খেলাইলে কই—আমার রহস্যগুলিকে বুঝিলে কই—টীকা, টিপ্পনি, নকলনবিশ যে হলে সই—ধাপে ধাপে পরের আশ্রয় লইয়া উঠিতে হয়। দেখো, যেন উপরে উঠে না লাগি মার—গুণের পালান দিতে নাই। যত ভ্রষ্ট হইবে তত দুষ্ট হইবে—যত দুষ্ট হইবে তত নষ্ট হইবে—যত নষ্ট হইবে তত কনিষ্ঠ হইবে—যত কনিষ্ঠ হইবে তত কষ্ট পাইবে। তাই বলি আমাদিগের সকলকার মুখটিকে বিদেশী আগুণেতে পোড়াইয়া এস সকলে মুখপোড়া হইয়া স্বদেশী হই।

একতার আনন্দ কত,—একবার আমার রহস্যগুলিকে পড়না। অন্ন দাতার উপর কি কূট বুদ্ধি চালাইতে হয়?—জান না যে বিছুটীটি দিলে কুটটী কুটিয়ে যায়? অন্ন যাইলে শূন্য দেখিতে হয়; শূন্যটিতে কি বুদ্ধি থাকে, না বুধ্‌ ধাতুতে বুদ্ধি আছে? দেহ আছে বলিয়া বুদ্ধির অস্তিত্ব আছে; যদি দেহটী যায় তাহা হইলে বুদ্ধি খেলিবে কোথায়?

অন্নে প্রাণ হয়, আর প্রাণে বুদ্ধি হয়, আর বুদ্ধিতে মুক্তি হয়। তাই বলি, ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! সর্ব্বাগ্রে অন্নটীকে ঠিক রাখ।

বাণিজ্যেতে লক্ষ্মী হয়। দেশে খোলা বাণিজ্য না থাকিলে কি দেশের উন্নতি হয়? মহাত্মা Job Charnock সাহেব কলিকাতাটিকে দশ হাজার টাকাতে কিনিয়াছিলেন—অদ্য কলিকাতার এক কাঠা জমী এক লক্ষ টাকায় বিক্রী হয়! আপাতত কলিকাতা হইতে প্রায় এক কোটি লোক প্রতিপালন হইতেছে।

খোলা বণিজ্যের হেপাটি দেখিলে? খোলা বাণিজ্যের পূর্ব্বে নোবল্ ব্রিটনদিগের কি যথেষ্ট টাকা ছিল? অদ্য ঘরে আর টাকা ধরে না, প্রায় পাঁচশত কোটি টাকা নোবল্ ব্রিটনেরা বিদেশে ছড়াইয়া ফেলিয়াছেন। কাণের জল জল দিয়া বাহির করিতে হয়,—এইটী কি জান না?

এমেরিকার নিউইয়রকে মিলিওনিয়ার (Mi lionare) নামক একটী হোটেল আছে, তথায় ত্রিশ পাউণ্ড অর্থাৎ চারি শত টাকা প্রত্যহ বাসাড়ের উপর দাবী হয়। বিবাহতে ফুলের খরচ তথায় এক লক্ষ টাকা পড়ে। এইগুলি কি মাথায় আসে?—না লক্ষ টাকা মুল্যের বিষয়ের মালিক হইলেই নিজেকে কুবের মনে কর, আর পৃথিবীকে সরার মতন দেখ! তাই বলি, বঙ্গীয় বেঙের আধুলির হিসাবটিকে ছাড়।

যদি বাণিজ্য করিতে অক্ষম হও, দরজাতে বসিয়া জিনিষের বদলে টাকা লও, আর যদি সক্ষর হও জিনিষ লইয়া পরদেশে যাও। জিনিষ যত হস্তান্তর ও দেশান্তর হয়, ততই জিনিষের মূল্য বাড়ে, যত জিনিষের মূল্য অধিক হয়, তত বণিকের অর্থ হয়, আর বণিক যত পরদেশের অর্থ দেশে আনিতে পারিবে, তত দেশে বিজ্ঞানের আদর বাড়িবে, কেননা বিজ্ঞান চলিলে বণিক অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জিনিষ পাইবে। পাশ্চাত্য দেশ এখন

কল কব্জাতে অধিকাংশ ব্যাপ্ত, খালি হাত পায়ের পরিশ্রমে এখন কি পাশ্চাত্য দেশের বণিকের সহিত competition চলে? ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির বার্ষিক আয় প্রায় চারি কোটি টাকা হয়; দুই মিনিটে এক মাইল না দৌড়িতে পারিলে কি এই প্রকার আয় হয়?—আবার সময় বিশেষে মিনিটে এক মাইলও চলে! বাঙ্গালী বাবুগুলি সচ্ছন্দে বলিবে,—আমি পায়ে দৌড়াইয়া এই আয় করিতে পারি,—বাপু ইহা কি সম্ভবপর? তাই বলি, অগ্রে উপযুক্ত হও, তার পর আশা কর।

"এও না" "ওও না" করিলে চলিবে কেন? কিম্বা খালি গ্যাঁ গোঁ করিলে চলিবে কেন? কিম্বা খালি yellow dog হইলে চলিবে কেন? কিম্বা language-eater political beggar হইলে চলিবে কেন? কারণ যিনি ক্ষমতাশীল ব্যক্তি হইবেন, তিনি অর্থকে ছাড়িবেন কেন?

জাপান চীনকে Boycot ও Picketting করিতে ও বিদেশীর উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়াছে; ইহা কি জান না যদি চীন Boycot বা Picketting কিম্বা বিদেশীর উপর অত্যাচার করে তাহা হইলে চীন নিশ্চয় হতশ্রী হইয়া যাইবে। জাপান দেশে খোলা বাণিজ্য আছে, ইহা কি জান না? বঙ্গদেশে কেবল শ্বেত পুরুষেরা পূর্ব্বে আমদানী ও রপ্তানী করিতে ছিলেন, এখন আবার জাপান আসিয়া যোগ দিলেন। ঘরের কোণে বসিয়া নিজের নাক কাটিয়া অপরের শুভযাত্রা ভঙ্গ করাটা আর চলিছে না। সকল বিষয়েরই পৈটা আছে। বঙ্গের গরিব গো-বেচারাদিগকে ধনে মারিলে আর কি হইবে? ভ্রষ্ট রেতের আকরটি যাইবে কোথা? গরিব গো-বেচারাদিগের নিকট হইতে কত টাকা তুলিতে পারিয়াছ? হোমরা-চোমরাদিগের নিকট হইতে এই টাকা তুলিলে

কি কোন দোষ হইত--না আদৌ এক পয়সা চাঁদা উঠিত না? তাই বলি—বীজটীকে অগ্রে শোধন কর।

প্রথমে মুটে হইতে হয়, তার পর দালাল হইতে হয়, তার পর চুট্‌কীদার হইতে হয়, তার পর দোকানদার হইতে হয়, তার পর সওদাগর হইতে হয়, তার পর Manufacturer হইতে হয়, তার পর Banker হইতে হয়, তার পর Baron অর্থাৎ জমীদার হইতে হয়। বঙ্গদেশে লক্ষপতি হইলেই Millionare বা রাজা বা মহারাজা হয়। বঙ্গদেশ হইতে প্রথমে এই কুপ্রথাটিকে বাহির কর দেখি,—তার পর "হাবল তাঁতি গোবর খায়, মাগের কথায় মরতে যায়" সাজিও।

বঙ্গদেশে সওদাগরই নাই, খাল বেণে, দোকানদার, চুট্‌কীদার, দালাল ও মুটে আছে। জেলের মার্গে টেনা, আর নিকিরীর কাণে সোনা—অক্ষম হইলেই এই ব্যবস্থাটী প্রসিদ্ধ। তাই বলি, ধাপে ধাপে উঠিতে শিখ।

ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাতে তোমরা মাতাল হইয়াছ। বঙ্গের মাতালের টেঁকেতে কি পয়সা থাকে?—না ঘরে যাহা কিছু থাকে তাহাও যায়! স্ত্রীলোক, মদ্য, কুইনাইন ও পরিচ্ছদ এই চারিটীকে লইয়া পাশ্চাত্যদেশের লোক সর্ব্ববিষয়কে জয় করিতেছেন। তোমরা কি তাহা পার,—না পথে নারী থাকিলে তোমাদিগকে বিপদে পড়িতে হয়,—না সঙ্গে মদ্য থাকিলে তোমাদিগকে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে হয়—না কুইনাইন পকেটে থাকিলে তোমাদিগকে রক্তামাশাতে আক্রান্ত হইতে হয়,—না পরিচ্ছদ থাকিলে তোমাদিগকে ব্যতিবস্তে পড়িতে হয়। ওহে দেখ, ব্যবহার গুণে এক জিনিষের ভিতর হইতে বিষ ও অমৃত বাহির হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপাতে পাশ্চাত্য জগৎ সভ্য হইতেছে, কিন্তু তোমরা অসভ্য বনিতেছ, কারণ তোমরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খালি পকেটভরা কথাগুলিকে লও। কথাতে কি আছে তাহাতো তোমরা বুঝ না,—কথাতে খালি কথকতা আছে ইহাই বুঝ, ইহার কারণ টীয়া-পাখীর মতন বুলি যথা তথা বল। আদত মাথার খেলা কি আছে? না খালি নকল নবিশ! কথার যাহা সার তাহাতো লওনা, সেই হেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইজ্জতটি পর্য্যন্ত নকলনবিশের হাতে আসাতে অসার হইল।

অসার কথাগুলি গোলা লোকের কাণে বড় ভাল লাগে,—কারণ, বঙ্গে গোলা-পায়রার বংশ বেশী হয়—বঙ্গদেশে কুষ্মাণ্ডদিগের বিবাহের সময় এই ব্যবসাটী বেশ চলে। ব্যবসাটিতে যে কি আছে, তাহা কিছু বুঝ কি—যদি বুঝিতে তাহা হইলে আকাশবৃত্তির উপর ভরসা রাখিয়া বিবাহ করিতে না। বিবাহেতে বংশ বাড়ে, বংশ বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে খরচ বাড়ে, খরচ বাড়িলে মাথাটীকে ঘামাইতে হয়, মাথাটীকে ঘামাইতে হইলে ঘৃতের দরকার হয়, ঘৃতের দরকার হইলেই অর্থের দরকার--এখন অর্থ পাবে কোথা,—গোড়ায়তো কথার অর্থ বুঝিয়া কার্য্য কর নাই,—সংসারের সার বিবাহ, ইহাও অর্থবল না বুঝিয়া করাতে অসার হইল। তাই বলি—কথার শ্রাদ্ধে আর বঙ্গের শ্রাদ্ধ করিও না।

এই স্বটীই তোমাদিগের সর্ব্বনাশের গোড়া হয়,—তোমরা এইটীকে পেলে কোথায়,—শুনিতে কি মধুর, আহা মরি মরি তোমার মধুরতাতে! জাগতিক জনকে পাগল করেছ! যার নাই স্ব তার নাই স্ব। তাই কি বেদে বলে, অত্মাকে সতত রক্ষা করিবে। আত্মা না থাকিলে আত্মীয় নাই, স্বটীই মানবের অস্তিত্ব হয়। ব্রহ্ম হইতে কীটাণুকীট পর্য্যন্ত স্ব হয়। আবার

ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ব্রহ্মা হইতে অন্য সমস্ত বিষয়গুলি স্ব হয়। আবার ব্রহ্মাকে ছাড়িয়া কশ্যপ হইতে অন্য সকল প্রাণী স্ব হয়,—আর স্বটী সাধারণ নাই, এখন বিশেষটী আসিয়া বিশিষ্ট প্রাণীকে প্রাধান্য দিল,—এইবার স্বটী জাতিগত হইল,—জাতিগতটি যাইয়া আবার স্বটী স্বদেশবাসীতে আসিয়া বাস করিল। দেশটী যাইলেই নিঃস্ব হইল, ফলত স্বয়ং স্বটী রহিল,—চাচা আপন দেহটিকে বাঁচা।

সাধে কি আমি তোমাদিগকে বালক বলি,—দেখ—স্বটি ব্যবহার গুণে কত প্রকার হইল! স্ব কথাটি ভাল হয়, কিন্তু ব্যবহার গুণে স্বটি আবার মন্দ হয়,—তাই বলি তোমরা এখন নিঃস্ব,—আর শত শত বৎসর নোবল ব্রিটনের নিকট নতশির হইয়া স্বকে কিছু সংগ্রহ কর, কারণ তোমরা খালি কথাগুলিকে লইয়া ছায়ার সহিত লড়াই কর। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় তোমাদিগের নিকট কথার তো অভাব নাই। কিছুদিনের জন্য তোমরা বোবা হওনা কেন, ইহাতে তো অপকার নাই বরং দেশের উপকার আছে। বঙ্গের মাথাটিকে আর কেন খাও,—মাথা খাওয়ার চেয়ে আর গাল নাই, তোমরা বিদেশী প্রণালী হইতে বিদেশীর সাহায্য লইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে শিখ। যখন পুরো বিদেশী সাজিতে পারিবে, তখন আমি ও তুমি থাকিবে না। তাই বলি—আমার "মিত্র-রহস্য"গুলিকে পড়, কারণ "মিত্র রহস্য"তে যাহা নাই, তাহা জগতের রহস্যতে নাই।

ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! তোমরা বলিয়া থাক—"যখন আমরা বঙ্গবাসী হই, তখন স্বদেশী"—কিন্তু আমি তাহা বলি না।

মনে কর,—স্বটী একজন মানুষ হয়, মানুষ তৈয়ার করিতে হইলে একাদশ ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক হয়, অতএব একাদশ ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট যে—সে মানুষ হয়। মাথা না থাকিলে তোমরা কি তাহাকে মানুষ বলিতে পার—কেন, স্কন্ধকাটা মানুষ বলিব—তোমাদের

কথাতেই যে তোমরা মরিলে। মাথা ছিল ইহা যে তোমরা স্বীকার করিলে—তবে আপাতত নাই। অতএব ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে একাদশ ইন্দ্রিয় ব্যতীত মানুষ হয় না,—যে মানুষ পদবাচ্য, সে একাদশ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হয়।

বঙ্গের পায়ে ইংরাজী জুতা হয়, তার উপর ঘেণ্টু অর্থাৎ নেংটি, তার উপর মুসলমানের কাপড়, তার উপর পাঞ্জাবী পিরাণ বা চীনে কোর্ট বা ইংরাজী কামিজ, তার উপর ঘেণ্টু হয়। আবার দেখ—পায়ে ইংরাজী জুতা ও মোজা, তার উপর মুসলমানের পা-জামা বা ইংরাজের পেণ্টুলেন, তার উপর ইংরাজের গেঞ্জি বা কামিজ বা কোর্ট কিম্বা মুসলমানের চাপকান বা কাবা, তার উপর ইংরাজের হ্যাট বা ক্যাপ্ কিম্বা মুসলমানের টুপি বা পাগড়ি; অতএব স্বটী দিয়া বঙ্গটী তো তৈয়ার হইল না। নিয়ম ব্যতীত কোন বিষয়ের অস্তিত্ব নাই, ইহা তোমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে,—যদি ইহা ঠিক হয় তাহা হইলে দেশটির পূর্ব্বে আপাতত স্বটী বসিতে পারে না,—স্বভাব বড় ভয়ানক বালাই হয়। তাই বলি, আর মুখে চুণ কালি মেখে লোক হাসিও না।

বঙ্গ মহিলারা যদি সকলে এক হয়, তাহা হইলে বঙ্গের অনেকটা উপকার হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গের অসাধারণ মহিমাকে বড়ই ভয় করি। বঙ্গ মহিলারা যদি সকলে বাচ্ছা থেকে রম্পিণ্ড ও ষাম্পিণ্ড করে, আর কিছু বয়স হইলে যদি আদত হাইল্যাণ্ডরের নাচটিকে ধরে, আর যদি Sandow's symmetrionকে কোমরে এঁটে exercise করে, আর যদি সকলে বাচ্ছা থেকে মাংসাশী হয়, আর সুবিধা পাইলেই যদি দোলায় দোলে, তাহা হইলে নিশ্চয় হাঁদুর হাঁদাটি, নাদাটি, মোটাটি, কুমড়া ছোলাটি, গাড়ীর ভিতর কুমামটুলির সঙের

মতন সেজে গুজে বসাটি ও হাঁসের মতন থপ্‌-থপানি চলাটি যাইতে পারে।

বঙ্গ মহিলাদিগের দেহে সদা কোমর-বাঁধাটিকে ও মাই-বাঁধাটিকে বেঁধে রাখা উচিত হয়। বঙ্গ মহিলারা যেন উঁচুহিলের জুতাটি, আর ষ্টিলের বা বেতের করসেট্‌টি না ব্যবহার করে, কারণ ইহাতে ছাতি ও আংগুল খারাপ হইবার সম্ভাবনা আছে। বঙ্গ মহিলারা যদি ফ্যাল্‌ ফেলে নজরটিকে চারিভিতে না ফেলে নিজের পায়ের উপর খালি ফেলে, আর আড়নয়নে সতর্কতার সহিত যদি অন্য দিকগুলিকে দেখে, আর যদি পুরো মাত্রায় "যখন যেমন, তখন তেমন" এই ব্যবহারটিকে হাতের কব্জার ভিতর আনে, তাহা হইলে "হাঁদুর স্ত্রীলোকের দোষ পদে পদে হয়", এই প্রবাদটী বঙ্গ হইতে যাইতে পারে।

বঙ্গ মহিলাদিগের উচিত হয় আরাম, ব্যায়াম, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, স্বাস্থ্য, গার্হস্থ্য, চিত্র ও মালিনী বিদ্যাতে দক্ষ হওয়া—পরিচ্ছদের ও গন্ধের কথা আর কি বলিব, যখন উহা স্ত্রীলোকের প্রধান অঙ্গ বলিয়া কথিত। সর্ব্ব সাধারণ স্ত্রীলোকে graduate হওয়াটি ভাল নয়—কারণ graduateটী সাধারণ হইলে পুরুষদিগের সহিত মাথা ঠোকাঠুকি হইবার সম্ভাবনা আছে, আর ঘরে শান্তিভোগের আশাটি কম থাকে, আর healthy child হইবার পক্ষেও ব্যাঘাত আছে, তবে দশ বিশটীতে কোন ক্ষতি নাই, বরং মুখোজ্জ্বল আছে। ধর্ম্ম পুস্তকখানিকে সদা ভক্তিপূর্ব্বক সঙ্গে রাখা বঙ্গ মহিলাদিগের কর্ত্তব্য, যেমন Christian Ladyরা বাইবেল খানিকে রাখিয়া থাকেন। বঙ্গ মহিলাদিগের ভিতর এক রকম রং ফলানটী অত্যন্ত আবশ্যক হয় এবং পুরুষেরা যাহাতে সকলে এক রকম পোষাক ধরে, সকলে এক প্রকার নাম লিখিবার ধারা ধরে,

ইহার বিধান করাটী উহাদিগের ভিতর অত্যন্ত আবশ্যক হয়। যদি কেহ বঙ্গীয় পোষাক ব্যতীত অন্য রকম পোষাক পরে বা বঙ্গীয় প্রথানুসারে নাম না লিখে, বঙ্গ মহিলারা তার সহিত মিশিবে না, ফিরিবে না, কথা কহিবে না, এমন কি তার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধও রাখিবে না। পয়সা থাকিলে মহাতীর্থে একবার যাওয়া বিধেয়। আর রবিবারে কোন প্রকার কার্য্য করা বিধেয় নয়।

এক বা ব্রহ্ম সত্য, আর আকার অর্থাৎ reformer অর্থাৎ খবর জাহির করিবার লোক সত্য, এইটীকে বিনা সন্দেহে বাহ্যে ও অন্তরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মতান্তর ব্যক্তিদিগের সহিত কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখাটী ভাল নয়। হাব ভাব, রং ঢং, কায়দা কারণ, খাওয়া পরা, শোওয়া বসা ও ভাষা তাসা যাহা কিছু বিদেশী হইতে আধাআধি লওয়া হইয়াছে, ঐসব গুলিকে পুরো মাত্রায় আনা অত্যন্ত আবশ্যক। যদি উন্নত বঙ্গ মহিলারা প্রথমে পুরো বিদেশী হইয়া স্বদেশী হয়, তাহা হইলে অনেক বঙ্গ ভেড়া মেড়া হইতে পারে।

বাঙ্গালার স্ত্রীলোকের স্বর bass হয়, আপাতত bariতে আনিতে পার, কিন্তু এখন tenourতে boy বলিয়া ডাকাটি ভাল দেখায় না। যখন মহামাংসকে গ্রহণ ও হজম করিতে পারিবে, তখন tenour আপনি ছুটিবে। উন্নত বঙ্গমহিলারা যদি এই ব্যবস্থাগুলিকে লয়, তাহা হইলে বঙ্গের অনেকটা আশু উপকার হয়, কিন্তু ইহা সম্ভবপর নয়; সুতরাং স্বদেশী বা একতা আপাতত সম্পূর্ণ অসম্ভাবনীয়।

ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! ফল, নিরামিষ ও হবিষ্যান্ন না চলিলে কি স্পষ্ট সংস্কৃত ভাষা উচ্চারণ হইতে পারে? দুইটী জিব পাতলা হওয়া চাই। মাছেতে ও মাংসতে জিব মোটা হয়, তবে মাছে কিছু হয়, অন্য মাংসে আরো কিছু হয়, আর মহামাংসে পুরো হয়। সাত পুরুষ মাছ না ছাড়িলে সংস্কৃত উচ্চারণ ঠিক হয়

না। বঙ্গে ইংরাজী ভাষা শিখিবার কিছু অভাব আছে?—তবে কেন কেহ ইংরাজী ভাষাকে ঠিক উচ্চারণ করিতে পারে না? দরজা বন্ধ করিয়া ইংরাজী ভাষা বলিলে, ইংরাজ না বাঙ্গালী বলিতেছে, ইহা সকলে বলিয়া দিতে পারে। সাত পুরুষ মহা-মাংস না খাইলে ঠিক ইংরাজের মতন ইংরাজী ভাষা উচ্চারণ হয় না। বাঙ্গালায় কথার পুট্‌কী আছে, ছড়াইলে হলো, কাজ হলো আর না হলো বয়ে গেল, আমার তো নাম হলো। তা বলি—মাথা নাই তার মাথা ব্যথা!

৺ আউলচাঁদ বহুদিন হইল কর্ত্তাভজার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছে। কর্ত্তাভজা আর ব্রহ্মভজা এক হয়। ৺ আউলচাঁদ কর্ত্তাভজার ভিতর এক প্রকার বিধান করিয়া দিয়া যায় নাই বলিয়া—ঘোষপাড়ার কাঁথার ভিতর আপাতত সে ঢুকিয়াছে। বাঙ্গালীরা অসম্ভবগুলিকে অত্যন্ত ভালবাসে—ইহার কারণ, এখনও ৺ আউলচাঁদ কাঁথার ভিতর আছে। ব্রহ্মভজার ভিতর অসম্ভব কিছুই নাই, এইটী যে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ইহার কোনও ভুল নাই। তবে খোদকস্তা, পাইকস্তা, সব এক কস্তা, এখনও সম্পূর্ণ-রূপে হয় নাই, অর্থাৎ এক প্রকার খাওয়া, পরা, বসা, দাঁড়া ও রং হয় নাই। আপাতত যে প্রকার মিশামিশি অন্য সকলকার সহিত দেখিতেছি, বোধ হয় আর ষাট বৎসরের ভিতর পাঁচ মিশিলির সহিত মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তবে যাহা আছে বা হবে তাহা কেবল ইংরাজী ভাষার কৃপা ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। তাই বলি, ওহে বঙ্গ ভাই ভগিনীগণ! তোমরা আধাআধাটিকে ছেড়ে পুরো বিদেশীটিকে লয়ে স্বদেশী হও।

ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! ভূতপূর্ব্ব বড় লাট কুর্জ্জন সাহেব বঙ্গটীকে ছেদ করিয়া সাধারণ বঙ্গবাসীর পক্ষে যে তিনি কি

উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা পঞ্চাশ বৎসর পরে জানিতে পারিবে, আর আপাতত যদি নিঃস্বার্থ হইয়া দেখ, তাহা হইলেও কতকটা জানিতে পার একটী লোকের দ্বারা বহুসংখ্যক লোককে সুচারুরূপে দেখা অসম্ভব হয়। তিনি সকলকার সহিত দেখা করিতে পারেন না ও তিনি সর্ব্ব স্থানে যাইতে পারেন না। জমির ও লোকের অবস্থা কি প্রকার হয় তাহা তিনি জানিতে পারেন না, এবং কোথায় কি করা আবশ্যক ও কাহার প্রতি কি করা প্রয়োজন, তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন না,—পরের মুখে ঝাল খাওয়া ব্যতীত তিনি নিজে কিছুই করিতে পারেন না। মানব মাত্রেই সীমাতে আবদ্ধ আছে। যিনি সীমাতীত তিনিই সীমাতীতের কার্য্য করিতে পারেন, তবে কোন্ মানবের কত টুকু সীমা হয় ইহা অন্যে বলিতে পারে না, নিজের নিজে বলিতে পারে। মানব সম্ভব কার্য্য ব্যতীত অসম্ভব কিছুই করিতে পারে না। বিজ্ঞান জগতে সম্ভবের আদর বেশী হয়। আর ফলিত-জ্যোতিষ-জগতে অসম্ভবের আদর বেশী হয়। তোমরা বোধ হয় ফলিত-জ্যোতিষকে আদর বেশী কর, সেই হেতু তোমরা বল যে বঙ্গচ্ছেদটী ভাল হয় নাই। স্বার্থপরতাটি ভাল. নয়,—"একজনের সর্ব্বনাশ, আর অপরজনের পৌষমাস" এই বিধিটী কি ভাল?

ভূতপূর্ব্ব বড় লাট কুর্জ্জন সাহেব balance of population and wealth গুলিকে ঠিক করিয়া যান নাই, যদি করিতেন তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল আরও অধিক হইত। মিলিটারি বিষয়ে তিনি যে ব্যবস্থাটী করিয়া গিয়াছেন উহা তত ভাল নয়,—কারণ একটী লোকে এত কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পারে ইহা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করি না, বিশেষত যখন ক্রমশ রাজ্য

বাড়িতেছে। তিনি যদি সিংহল দ্বীপটিকে ভারতের ভিতর করিতেন, আর মিলিটারিটিকে under Home Government direct ফেলিতনে, তাহা হইলে আমার মতে বোধ হয় খুব ভাল হইত; তবে পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর এই বিধিটীকে লইবার সম্ভবনা রহিল।

ভূতপূর্ব্ব বড় লাট কুর্জ্জন সাহেব annexation policyটিকে আদৌ ধরেন নাই। যদি Land Acquisition আইনের মতন উপযুক্ত মূল্য দিয়া land অর্থাৎ tributary state annex করিতেন, তাহা হইলে অনেক সাধারণ লোক প্রতিপালন হইবার সম্ভাবনা থাকিত। অধিক জমি ও অধিক টাকা এক হাতে থাকাটী ভাল নয়, বিশেষত পৌত্তলিক দেশে ভাল নয়, কারণ নিজে অন্যের সমস্ত ধনরত্নকে লইয়া নাড়ুগোপাল হইতে ইচ্ছা করে, আর সাধারণ ব্যক্তি মরিল কি বাঁচিল, ইহার খবর রাখে না। তবে খামখেয়ালি মতে লক্ষ টাকা দিয়ে দাও, এই ব্যবস্থাটী থাকে।

কোন সময়ে এক ব্যক্তি হাতীর উপর শোয়ার হইয়া জাঁক জমকে বাহির হইয়াছিল, একটী বুড়ি চাটু মাজিতেছিল, যখন ব্যক্তিটি তার সম্মুখে পড়িল, সে চাটুটাকে সম্মুখে ধরিল। ব্যক্তিটি ইহাতে অপমান বিবেচনা করিয়া নফরদিগকে বুড়িকে ধরিতে হুকুম দিল, নফরেরা বুড়িকে ধরিয়া লইয়া তৎপরদিন ব্যক্তিটির সম্মুখে দাঁড় করাইল। ব্যক্তিটি বুড়িকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কেন আমার সম্মুখে চাটু ধরিয়াছিলে?

বুড়ি,—হুজুর! আমি বাচ্ছা থেকে শুনে আস্‌ছি যে আপনি পরেশ পাথর, কিন্তু কখনও পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাই নাই। আপনি যথার্থ পরেশ পাথর কি না, ইহা জানিবার দরুণ গত কল্য সুবিধা পাইয়া আমি লৌহের চাটুখানিকে আপনার সম্মুখে ধরিয়াছিলাম, এখন হুজুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার শিরোধার্য্য।

ব্যক্তি,—আমি পরেশ পাথর কি না তুমি জানিতে পারিয়াছ?

বুড়ি,—হুজুর! আমি কি করিয়া জানিব যে আপনি পরেশ পাথর কি না, যতক্ষণ না আমার চাটুখানি সোনা হয়।

ব্যক্তি,—ঠিক বলিয়াছ।

তৎক্ষণাৎ দেওয়ানকে হুকুম হইল, লৌহের চাটুখানি যত ওজনে আছে, তত ওজনের পাকা সোনা বুড়িকে দাও। বুড়িটি জানিল ব্যক্তিটি প্রকৃত পরেশ পাথর। ভারতে স্বার্থপরতাটি বড় প্রবল হয়।

ভূতপূর্ব্ব বড় লাট ৺ লর্ড ডেলহাউস Annex করিয়া সাধারণ ব্যক্তির জন্য অন্নক্ষেত্রের মাঠ তৈয়ার করিয়া দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আর সে মাঠে চলিতেছে না, তবে গড়পড়তা পাঁচ কোটি টাকা প্রতি বৎসর irrigationএতে খরচ হওয়াতে অনেকটা বাঁচোয়া হইয়াছে। প্রতিদিন লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, জমি ও অর্থভাগ না হইলে সাধারণ ব্যক্তির অন্নকষ্ট দিন দিন বাড়িবে। প্রায় ভারতের অর্দ্ধেক জমি হিন্দু সর্দ্দারদিগের ও মুসলমান নবাবদিগের হস্তে রহিয়াছে এবং ইহার সমস্ত সাধারণ অধিবাসীগণ সমস্ত বিষয়েতে খাস জমির সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা কি উন্নতি করিয়াছে, কি বেশী মনের স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে এবং খাস জমির সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা কি বেশী অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে?—বোধ হয় সর্ব্বাংশে উহারা খাস জমির সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা ছোট আছে। তবে গোলমালটি সর্ব্বাংশে তথায় বেশী আছে, ইহাই বলিতে পারি—যার জন্য করি কাজ, সে বলে ছেঁচোড়।

Noble Briton বাহাদুর যদি প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত কোন একটী ভারতের উত্তর প্রদেশের দেশকে Land acquisitionএর আইন মতে মালিককে যথা মূল্য দিয়া লন, আর দশ হাজার unemployed noble Britonকে যদি তথায় বাস করান, আর যদি

সিংহলটীকে ভারতের ভিতর ফেলিয়া তথায় দশহাজার unemployed Britonকে বাস করান, আর উত্তরটিকে যদি North Christiana এবং সিংহলটিকে South Christiana বলিয়া নাম দেন, আর Northern ব্যক্তিদিগকে Militaryতে, আর Southern ব্যক্তি-দিগকে Navyতে প্রবেশের অনুমতি দেন, তাহা হইলে পঁচিশ বৎসরের ভিতর পনর টাকা পকেট খরচেতে বেয়াল্লিশ (42) ইঞ্চি ছাতির Christian soldier অনায়াসে ভারতে পাইতে পারেন।

অনেক নোবল ব্রিটন বলিতে পারেন এই কার্য্যটি সম্ভবপর নয়। আপাততঃ নয় ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু বরাবরের জন্য এই কার্য্যটি যে অসম্ভব ইহা আমি স্বীকার করিতে পারি না—সাত পুরুষে বীজ শোধন হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে আশ্রয়দাতা আশ্রয় দিলে কেন না সম্ভবপর হইবে?—ভারতের মুসলমান ও হিন্দুগণ যদি Soldier হইতে পারে, ভারতের Christian কেন না হইতে পারিবে?

নোবল ব্রিটনেরা ভারতের খ্রীষ্টানদিগকে বড়ই অবহেলা করেন, তৎকারণ ভারতের খ্রীষ্টানদিগের ভিতর ধনী কিম্বা মানী কিম্বা গুণী হয় না। ভারতের খ্রীষ্টানেরা passage money গুলিকে সংগ্রহ করিতে পারিলে সে colonyতে গিয়া বাস করেন—এইটী কি দুঃখের বিষয় নয়?

খ্রীষ্টান আইনের ভিতর Bigamyটি একটি মহাপাপ বলিয়া কথিত, অন্য ধর্ম্ম হইতে যদি বিবাহিত ব্যক্তি খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষা হইয়া খ্রীষ্টান কুমারীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে কি তাহাকে Bigamy পাপে লিপ্ত হইতে হয়? যদি হয়, তাহা হইলে আইনটি ঠিক নয়, কারণ সে ব্যক্তি খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষা হইয়া দুইটী বিবাহ

করে নাই। একটি ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্মে যাইলে দীক্ষিত ব্যক্তির জীবন নূতন হয় এবং পূর্ব্ব জীবনের সহিত তার আর কোন সম্বন্ধ থাকে না; যদি কেহ বলে থাকে—তাহা যুক্তিসঙ্গত নয়—ভূতের বা বিষয়ের পূর্ব্বাপর আছে কি?—যখন জন্মাইল তখনই নূতন হইল, ফলত পূর্ব্বের সহিত তার কিছুই সম্বন্ধ রহিল না; যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে বাচ্ছা বলিতে না, অতএব এই বিষয়ে Juristদিগের মাথাকে ঘামান অত্যন্ত কর্ত্তব্য।

ভূতপূর্ব্ব বড় লাট কুর্জ্জন বাহাদুর ভারতে যে প্রকার পরিশ্রমের সহিত কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়াছেন, আর যে প্রকার তন্নতন্ন করিয়া সব বিষয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা যে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় তাহার কোন ভুল নাই। বোম্বাই দেশে তাঁহার শেষ বক্তৃতাতে তিনি ভারতে যাহা কিছু করিয়াছেন, সেই সব গুলিকে তিনি প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এইটী আমার বিবেচনায় ভাল নয়,—College Professorরা যত কথার ও ভাবের অর্থ ছাত্রের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিবে, ততই তাহার গুণ প্রকাশ পাইবে—আর Statesmanরা যত তার মনোগত ভাবকে সাধারণের চক্ষু হইতে আড়ালে রাখিতে পারিবে, ততই তার যশ বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে বাঁড়িবে।

রাঢ়ীর কাকেরা হুগলী নদীটিকে ভগীরথের খাদ বানাইল—তারকেশ্বরটিকে ও কালীঘাটটিকে মহাপীঠস্থানের ভিতর ঢুকাইল। পূর্ব্বে রাঢ়ীরা পণ্ডিত ও ধনী ছিল, যাহা মনে করিত, তাহাই করিতে পারিত; বাস্তবিক ইহা যে ভাল নয়, ইহা কে না স্বীকার করিবে?

* খুড়ী গঙ্গাটিকে বুড়ী বলিয়া বুয়ান হাবা ছেলেরা আর ভগীরথের খাদ বলিল না—কামাখ্যা দেবীকে দুর্ব্বল ছেলেরা ভেড়া হইবার

ভয়ে আর সিংহ ডাকের ডরে দর্শন করিতে যাইল না—চন্দ্রনাথটিকে খোঁড়া ছেলেরা অত্যুচ্চ স্থান বলিয়া ত্যাগ করিল। প্রকৃত মহাপীঠ স্থানগুলি মাঠে মারা গেল, আর অপ্রকৃতগুলি পুরো মাত্রায় জাহির হইল। পুরাতত্ত্ববিৎ জগতে কি আর ছেলের হাত হ'তে মোয়া লওয়া চলে? তবে রাঢ়ীর কাকেরা বড় শেয়ানা, তাই বড়ই ভয় করি,—মাথায় ঠোকর মেরে মুখ হতে মোয়া লয়! তাই বলি,—ওহে পূর্ব্ব-বাঙালপূতগণ! রাঢ়ীদিগকে আর কত দিন স্বদেশী বলিবে?

ওহে পূর্ব্ব-বাঙালপূতগণ! তোমরা যে বঙ্গের ভিতর আপাতত প্রধান ধনী হও,—তোমাদিগকে কি মর্য্যাদা লইতে কলিকাতায় আসিতে হয়, না রাঢ়ীর কাকদিগকে বিল্বপত্র দিতে হয়? রাঢ়ীর কাকেরা তোমাদিগকে দেখায় যে আমরা ধনী ও গুণী হই, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহাদিগের hand to mouth living কষ্টদায়ক হয়। মুখে ও পোষাকে উহাদিগকে খুব পাবে, কিন্তু কার্য্যে কিছু পাও কি?—না খালি ইস্তাহার, শালু, দেবদারুপাতা আর গাড়ীর হড়হড়ানি। বক্তারের ও লেখকের অভাব উহাদিগের ভিতর নাই, কিন্তু উহার ভিতর কিছু আছে কি?—না খালি কথার শ্রাদ্ধ! তাই বলি, ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

তোমরা কলিকাতাতে যে টাকা অপব্যয় কর, উহার পাঁচ অংশের এক অংশ যদি নিজের দেশেতে খরচ কর, তাহা হইলে ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনারের নজরে সহজে পড়িতে পার, আর তাঁর নজরে পড়িলেই গবর্ণমেণ্টেতে সুন্দর report হইল। ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনারের report বৎসর বৎসর ভাল যাইলে গবর্ণমেণ্টের নজরে পড়িবে; আর গবর্ণমেণ্টের সুনজরে পড়িলে মর্য্যাদা পাইতে কতক্ষণ রহিল? তবে পয়সা খরচ করিবার একটু তারতম্য আছে; যাহাতে সাধারণের

উপকার আছে, এইরূপে স্থলে খরচ করিলেই হয়, আর নিজের খরচ কমাইলেই হয়; কিন্তু যাদু! সাহেবের সম্মুখে সদা নতশির করিতে হয়। তাই বলি, সঙ্গদোষে ফলভরা গাছও রাঢ়া হয়ে আকাশ পানে ধায়।

ভূতপূর্ব্ব বড় লাট কুর্জ্জন সাহেব বঙ্গকে ভাগ করিয়া তোমাদিগকে পোদ্দারের হাত হইতে বাঁচাইয়া দিয়া গেলেন, অর্থাৎ তোমরা যে ভাগটী পোদ্দারকে দিতে ছিলে, সেইটী আর পরে দিতে হইবে না,—যদি তোমরা আর কলিকাতা মুখো না হও। যাহার যাহা কিছু সম্পত্তি কলিকাতাতে আছে, তাহা সব বিক্রী করিয়া ফেল, যদিও আপাতত কম পয়সা পাইবে, কিন্তু সময়ে উহা অপেক্ষা শতগুণ লাভ করিবে। তাই বলি, কলিকাতাকে ছাড়িয়া তোমরা ছারপোকার কামড় হইতে বাঁচ।

কলিকাতায় খরচ ব্যতীত তোমাদিগের পক্ষে আর কি আছে? তবে যাহারা পয়সা রোজগার করিতে চায়, তাহাদিগের পক্ষে আপাতত কলিকাতাটী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হয়। একধারে নিমতলা ষ্ট্রীট, অপরধারে সক্ ষ্ট্রীট, একধারে চিৎপুর রোড, অপর ধারে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, এই চতুঃসীমার মধ্যবাসীদিগের কাহারো কি কিছু পূর্ব্বে ছিল? কিন্তু এখন কলিকাতার ভিতর প্রধান ধনীর স্থান বলিয়া কথিত। এই সকল ধনী ব্যবসাদাররা যদি নিজের দেশে যাইয়া বাস করে, আর এখানে খালি বাসাবাড়ীটিকে রাখে, তাহা হইলে বড় আনন্দের বিষয় হয়।

ষাট বৎসর পূর্ব্বে ঢাকাতে প্রায় তিন লক্ষ লোক বাস করিত, কিন্তু আপাতত ষাট হাজারেতে আসিয়াছে। যদি বঙ্গচ্ছেদটি আর ষাট বৎসর না হইত, তাহা হইলে ঐ ঢাকাটি একটী গণ্ডগ্রামের মধ্যে পরিগণিত হইত, আর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব বাঙ্গালপূত ধনীগুলিও

পোদ্দারকে ভাগ দিতে দিতে ও দোকানদারদিগের Trade billগুলিকে দিতে দিতে আমার মতন হতভাগা হইয়া পড়িত! তাই বলি কলিকাতার কুহক থেকে ভালয় ভালয় নিজদিগের জন্মস্থানে গিয়া সুখী হও এবং ষাট বৎসর পরে দেখিতে পাইবে যে তোমরা কত সুখী হইয়াছ; আর তাহা না হইলে মিত্র, মিত্র বলিয়া শেষে অনুতাপ করিতে হইবে, যেমন ক্রুসো Solon, Solon, Solon বলিয়া শেষে অনুতাপ করিয়াছিল।

ভূতপূর্ব্ব বড় লাট কুর্জ্জন সাহেব তোমাদিগের সম্মুখে মস্ত কর্ম্মক্ষেত্রটিকে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, যে যত উপযুক্ত হইতে পারিবে, সে তত শীঘ্র ইহার ফলভোগ করিতে পারিবে। সংস্কৃত কলেজ স্থাপন কর, Presidency College স্থাপন কর, বিশ্ব-বিদ্যালয় তোমরাও কর, বড় কেতাব ঘর কর, ক্লাব কর এবং East Bengal Land-holder এসোসিএসনটি কর,—তোমরা মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্য হইয়া রাস্তা, ঘাট, বাট, আরাম, হাট, বাজার, রোগীগৃহ ও ঔষধালয় কর—তোমরা অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট হও, স্পেশাল জুরি হও, জেল কমিটীর সভ্য হও, রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য হও, ইষ্ট বাঙ্গালা ও আসাম কাউন্সিলের সভ্য হও। এই সমস্ত সুবিধাগুলিকে কি তোমরা এখন কলিকাতায় পাইতে পার? যে প্রথমে উদ্যোগী হইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে পারিরে। সেই আশু ফল পাইবে। তাই বলি, এমন সোনার সুবিধাযোগকে যে ছাড়ে সে অবোধ।

পূর্ব্ব বাঙালপুত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগুলি কি ভয়ানক বোকা হয়! রাঢ়ীয় মূর্খ পুরুতগুলো এবং জমিবিহীন জমিদারগুলো "তোর শীল, তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্‌বো দাঁতের গোড়া" এই ব্যবস্থাটিকে তোমাদিগের উপর অনায়াসে চালাইতেছে। তোমারা সরস্বতীর

বরপুত্র হইয়া কি না একখানি পত্রের দরুণ পুরুতগুলোর ও জমিদার-গুলোর কাছে গোলামী কর! ইহা অপেক্ষা অনুতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে! তোমাদিগের অভাব কিসে আছে? তোমরা লক্ষ্মীর বরপুত্রগুলিকে লইয়া জন্মস্থানে যাও, আর তথায় যাইয়া প্রকৃক পীঠস্থানগুলিকে ও বুড়ি গঙ্গাটীকে পুনরায় প্রকৃতস্থ কর। এই সমস্ত দেশীয় কার্য্যগুলি করা কি দেশীয় উপযুক্ত পুত্রদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়? কিসের দরুণ পিতা পুত্রকে আকাঙ্খা করে?—পূর্ব্ব কীর্ত্তি বজায় রাখিবার দরুণ তো? যদি পুত্র তাই না করিল, তাহা হইলে পুত্রটি থাকা, আর না থাকা সমান! পিতা বলেনা যে, হে পুত্র! তুমি আমার নামকে ডুবাইয়া এবং পরের গোলামী করিয়া তুমি উদরপূরণ কর। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে দুই টাকার দরুণ পিতার আজ্ঞাটীকে কেন অবহেলা কর? শিয়াল, কুকুর কি অন্নবিহনে মরে?—যদি না মরে, তবে উচ্ছিষ্টভোজী হও কেন? তাই বলি, অন্যকে আর স্বদেশী বলিয়া নিজের একুল, ওকুল—দুকূলটিকে হারাইও না।

হুগলী নদীটিকে ভুল, আর বুড়ি গঙ্গাটীকে ভগীরথের খাদ বল, কারণ যে অছিলাটিতে অর্থাৎ বজ্জাতটিতে কলিকাতায় বাস্ব কর, সেই বজ্জাতীটুকুকে ছাড়,—তোমরা সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া কুষ্মাণ্ডদিগের পদসেবা কর? ধিক্—শতধিক্! তাই বলি,—ওহে পূর্ব্ব বাঙালপুত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ! ভূতপূর্ব্ব বড়লাট কুর্জ্জন সাহেবের গুণগুলিকে জন্মস্থানে গিয়া কীর্ত্তন কর,—বঙ্গচ্ছেদে বিচ্ছেদ হয় নাই, বরং পূর্ণমিলন হইয়াছে অর্থাৎ আরাম হইয়াছে।

ওহে রাঢ়ীপুতগণ! পূর্ব্বে তোমরা কি ছিলে, আর এখনই বা কি হইয়াছ, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ। লক্ষ্মীর ও সরস্বতীর স্থানে থাকিয়া, তোমরা লক্ষ্মীছাড়া ও মূর্খ হইয়াছ, কারণ তোমরা

আয়েসী হইয়া পড়িয়াছ। শ্রমশীল না হইলে ধনী বা গুণী হয় না, তোমরা অপরকে ফাঁকি দিতে গিয়া নিজেই ফাঁকিতে পড়িলে।

দর্শনের ফাঁকিতে ফাঁকির উন্নতি হয়, আর কার্য্যক্ষেত্রে ফাঁকি কাটিলে ফাঁকিতে পড়িতে হয়। তাই বলি, ওহে রাঢ়ীপুতগণ! পুনরায় তোমরা শ্রমশীল হও, তোমরা আর পরকুৎসা করিও না, পরশ্রী দেখিয়া কাতর হইও না, আর অতিরিক্ত শেয়ানাটী হইও না। যখন তোমরা জানিবে যে আমরা নিঃস্ব, তখন আর স্বটির বড়াই করিবে না।

ওহে স্বদেশীওয়ালাগণ! চিড়ের বাইস ফেরটি যে কি হয়, ইহা কি এখন কিছু বুঝিতে পারিলে? যদি বুঝিয়া থাক তাহা হইলে মাঠে চল; হাবল তাঁতি সাজিলে চলিবে না। আগে পেট, তার পর অন্য সমস্ত হয়। আগে চাষা হও, তার পর তাঁতি হইও, তার পর ফড়ে, তার পর আড়তদার, তার পর Mill Owner or Manufactuier, তার পর Banker, তার পর Baron ওরফে জমীদার হইও। তবে যাহারা প্রকৃত জমীদার হয়, তাহারা কি চাষা হইবে—না যাহারা বামুন হয়, তাহারা শূদ্র হইবে? Element ছাড়া কার্য্য করিলে চলিবে কেন?—তোমরা খালি কথাগুলিকে লইয়া শ্রাদ্ধ কর, কিন্তু কার্য্যের শ্রাদ্ধতো কিছু কর না; ফলত তোমরা যে কোন কার্য্য কর, তাহাই দোষযুক্ত। কার্য্য করিতে হইলেই নিয়মের উপর করিতে হয়, ফলত সব এক বলিয়া কার্য্য করিলে সুফল পাইবে না। কোথায় সব এক, আর কোথায় সব এক নয়—প্রথমে এইটীকে তোমরা জান, খালি বাক্‌পটুতা করিলে চলিবে কেন? তাই বলি হুপ্‌হাপে কি কোন কার্য্য হয়!

প্রকৃত প্রেমে ফলাফল নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে নয়না মজালি অর্থাৎ নয়ন তুই সর্ব্বনাশটিকে রচিলি, এই প্রবাদটি

জগতে চিরকাল থাকিত না। "মেয়ে হিজ্‌ড়া, পুরুষ খোজা—তবে হয় কর্ত্তাভজা" এই ব্যবস্থাটি কি সাংসারিক ব্যাপারে খাটে, না চলে?

সাংসারিক প্রেমে ফলাফল আছে, ইহার কারণ সকল সাংসারিক ব্যক্তি নিয়মে আবদ্ধ আছে। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে নিয়মাতীত কার্য্য করাটি কোনমতে বিধেয় নয়। তাই বলি, অহে স্বদেশীওয়ালাগণ! তোমরা নিয়মটিকে বজায় রাখিয়া কার্য্য কর।

নিজের বলটিকে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হয়। বলোচিত কার্য্য করিলে ফল পায়, আর বলের অধিক কার্য্য লইলে নিষ্ফল হয়। কোন স্বাধীন জাতি অন্য কোন স্বাধীন জাতির সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। স্বাধীন জাতিটী যখন টের পাইলেন, অন্য স্বাধীন জাতিটী উহাদিগের অপেক্ষা শতগুণ বল অধিক ধরেন, অমনি স্বাধীন জাতিটি তখন সন্ধি বা পরাজয় স্বীকার করিলেন, কিন্তু পরে আবার সেই জাতিটি কি ভয়ানক বল্‌বান জাতি হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র কি প্রকারে সুগ্রীবের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা কি জান না? তাই বলি—নিজদিগের বলটিকে বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর।

তোমরা বঙ্গটি চ্ছেদ হওয়াতে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছ কেন—তোমরা নিজের মাথা হইতে বঙ্গটিকে কি প্রকার ভাগ করিলে ভাল হয়, ইহা কি ঠিক করিতে পারিয়াছ? যদি না পার, তবে অন্যের কথাতে উত্তেজিত হইয়া গোলমাল কর কেন—নোবল্‌ ব্রিটনেরাই মাথাটিকে ঘামাইয়া দুই চারিটী রকম বাহির করিয়াছেন। যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমরা স্থির হইয়া দেখনা, আর কত প্রকার ভাগ উন্নত মাথা হইতে বাহির হয়! আপাততঃ যে প্রকার ভাগ হইয়াছে, যদি ইহাতে ভাল সুফল না ফলে, নোবল্‌ ব্রিটনেরাই অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করিবে, কারণ

তোমাদিগের অপেক্ষা উহাদিগের দরদ বেশী হয়। তাই বলি, ডাইনীর ভালবাসাটীকে ভুলিয়া যাও।

অহে স্বদেশীওয়ালাগণ! দেখ দেখি, ৺ রামমোহন রায় বিদেশী ধর্ম্মের প্রণালীগুলিকে গ্রহণ করিয়া এবং তৎপরে উপনিষদের ফাঁকিতে ঐগুলিকে ফাঁকি করিয়া উড়াইয়া দিয়া কেমন উহা হইতে ফাঁকির সিদ্ধান্ত কাটিয়া কি সুন্দর স্বদেশী ধর্ম্ম তৈয়ার করিয়াছে, কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া করে নাই বলিয়া ঘাটিয়ে যাইতে বসিয়াছে। যদি কেহ ভাবুক শিষ্য থাকিত তাহা হইলে গুরুকে বজায় রাখিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্মটীকে পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে পারিত।

ব্রহ্মের উপাসক হইলেই ব্রাহ্মণ হয়, আর ব্রহ্মের উপাসক হইলেই ব্রাহ্ম হয়—দেখ দেখি ব্রাহ্মের নাম আনিয়া কি দলাদলি ঘটাইয়াছে; যদি ব্রাহ্মণ নামটিকে রাখিত, তাহা হইলে আজ সংখ্যাতে কত বৃদ্ধি পাইত! তবে দুইটী দল হইত—একটী পৌত্তলিক হইত, অপরটী বৈদিক ব্রাহ্মণ হইত অর্থাৎ দার্শনিক ব্রাহ্মণ ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ হইত। কেহ কি তর্কতে বা যুক্তিতে ঠেকাইতে পারিত—না সংস্কারটি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত? ফলত কালে ইংরাজী ভাষার ও সভ্যতার কৃপায় এক হইয়া যাইত। ধর্ম্মের সার একতাটী হয়, যদি ইহাই হইল তাহা হইলে প্রকৃত স্বটীও হইল।

অহে স্বদেশীওয়ালাগণ! ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিদেশী ভাষার প্রণালীগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং "কর, খল" হইতে ক্রম পাঠ-গুলিকে সাজাইয়া কি সুন্দর বাঙ্গালা বর্ণ পরিচয়ের স্বদেশী পথ বাহির করিয়াছে।

আর দেখ, ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদেশী ছন্দগুলিকে হজম করিয়া এবং সংস্কৃত মালিনীছন্দটিকে ডিঙ্গাইয়া কি সুন্দর স্বদেশী অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির করিয়া কেমন বঙ্গভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। ৺ কেশবচন্দ্র সেন বিদেশী জগতের সভ্যতা হইতে কেমন স্বদেশী "সুলভ সমাচার" খবরের কাগজ বাহির করিয়াছে। তাই বলি, অহে স্বদেশীওয়ালাগণ! তোমরা সর্ব্বাগ্রে আধাআধিটিকে ছাড়িয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে বিদেশীটিকে পুরো মাত্রায় গ্রহণ করিয়া পরে স্বদেশী হও।

তোমরা পুরো আর্য্য নও, পুরো হিন্দু নও, পুরো বৌদ্ধ নও, পুরো মুসলমান নও এবং পুরো খ্রীষ্টানও আপাতত নও, কিন্তু সকল জাতির ব্যবহার কিছু কিছু তোমাদিগের ভিতরেতে আছে,— তাই বলি, প্রথমে তোমরা দুই নৌকায় পা রাখিবার ব্যবস্থাটিকে ছাড়।

অহে স্বদেশীওয়ালাগণ! তোমরা নিজের ঘরের ভিতরের কুপ্রথা-গুলিকে প্রথমে উঠাও দেখি। বড় ঘরের বিধবারা যাহারা গড়ের মাঠের রাস্তায় গাড়ীর ভিতর হইতে আড়ঘোমটায় আড়ে নজর দেয়, উহাদিগকে তোমরা পর্দ্দার ভিতর আন দেখি, বা পুরো পর্দ্দার বাহির কর দেখি—মধ্যবিৎ স্ত্রীলোকেরা যাহারা আধা উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করিয়া গঙ্গা হইতে উপরে উঠে, উহাদিগকে তোমরা মট্‌কা ধরাও দেখি বা উহাদিগকে তোলা জলের স্নান ধরাও দেখি,— চৌদ্দ বৎসরের নীচের বা সাত বৎসরের উর্দ্ধের বিবাহটিকে তোমরা অসিদ্ধ বিবাহ বানাও দেখি, বিধবা বিবাহটিকে সাধারণ কর দেখি, বা বিধবা বিবাহ আদৌ থাকিবে না তোমরা কর দেখি—এক প্রকার রং সকল ব্যক্তিতে তোমরা ফলাও দেখি, এক প্রকার আহারটী সকলকে তোমরা ধরাও দেখি, একটী ধর্ম্মে সকলকে আন দেখি, বর্ণবিচারটিকে উঠাইয়া দেও দেখি, এক প্রকার পোষাক সকলকে

তোমরা পরাও দেখি, চতুর্থ শ্রেণী হইতে লাটিনটিকে second language বলিয়া সকলকে গ্রহণ করাও দেখি, বা ইংরাজী ভাষা কেহ পড়িব না, ইহা তোমরা ঠিক কর দেখি, কুড়ে খেলাগুলিকে উঠাইয়া দিয়া সকলকার ভিতর দৌড়াদৌড়ি খেলাটিকে তোমরা আন দেখি—অমনি তোমরা বলিবে আমরা কি বোকা যে নিজের অন্নটিকে নিজে বন্ধ করিব! যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে শ্রমশীল ব্যক্তি বোকা হইবে কেন?—তাই বলি বাপের উপর বাপ অর্থাৎ বুদ্ধির উপর বুদ্ধিমান বৃহস্পতি আছে।

অহে স্বদেশীওয়ালাগণ! তোমরা আপাতত দশহাত কাপড়ের ব্যবস্থাটি খুব করিতেছ, কিন্তু ইহাতে কত টাকা খরচ পড়ে, ইহা কি একবার ঠিক দিয়া দেখিয়াছ?—বোধ হয় না।

একটী লোকের চারিখানি কাপড়ের কমে এক বৎসর চলে না এবং চারিখানি কাপড়ের মূল্য তিন টাকা হয়; যদি কম মূল্যে সভ্য বস্ত্র পায়, কেন না ব্যবহার করিবে? চারিটি জিনের কিম্বা মাটাবালামের জামাতে ও পা-জামাতে দশটী টাকা খরচ পড়ে, কিন্তু ছয় বৎসর সভ্যতার সহিত ব্যবহার করিতে পার। যে প্রকার সভ্যতার হেপা দিন দিন বাড়িতেছে, তাতে খরচ কমান ভাল, না বাড়ান ভাল? সরু চাল ধরা ভাল, না মোটা চাল ধরা ভাল?—তাই বলি, ছুঁতোরের কাণ্ডগুলিকে কি ছাড়িবে না,—না আরো বেশী রকমে ধরিয়া ছেঁছোড় হইবে?

এক্ষণে চাউল, দাল, নীল, তামাক, পাট ও চা বঙ্গবাসীদিগকে কত টাকা দিতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহা হইতে তোমরা কত টাকা পেতে? কয়লা ও জঙ্গল আপাতত বঙ্গবাসীদিগকে কত টাকা দিতেছে, পূর্ব্বে কি কিছু পেতে, না ভোঁ ভা! আর জমীর নীচে যে কি আছে, ইহা এখনও কোন বঙ্গবাসী কি জানে?—সম্প্রতি লৌহ

বাহির হইয়াছে। শ্রমশীল ব্যক্তিদিগের শ্রীটিকে দেখিয়া কাতর হইলে চলিবে কেন? তোমরা শ্রমশীল হও, আর বক্‌রা দিতে হইবে না,—দুই চারিটী ইংরাজী বয়েৎ শিখিয়া সবলুট হইলে চলিবে কেন? তাই বলি,—যিনি গুরু হইয়া ভুরুৎ শিখাইলেন তাঁহাকেই ভুরুৎ!

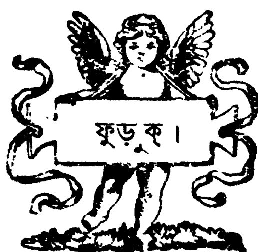
ছোট লাট বাহাদুর বালকবৃন্দের উপর কি প্রকার উদারতার সহিত সৌজন্যতা প্রকাশ করিয়াছেন একবার দেখ দেখি, বাঙ্গালী পরদেশে বিদ্যা শিখিতে যাইবে, ছোট লাট বাহাদুরের মাথা ব্যথা কি,—তাহা নয়। নিঃস্ব বাঙ্গালী যদি বিদেশী হইয়া স্বদেশী হইতে পারে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে—অশ্রমশীল বাঙ্গালী ব্যক্তি যদি বিদেশে যাইয়া শ্রমশীল হইয়া স্বদেশী হইতে পারে অর্থাৎ পায়ের উপর দাঁড়াইয়া আশ্রয়দাতাকে আর না ত্যক্ত করিয়া নিজের অন্ন নিজে ঠিক করিতে পারে, ইহা অপেক্ষা আশ্রয়দাতার আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাই বলি, উদারতাটিকে প্রথমে শিখ।

অহে স্বদেশীওয়ালাগণ! তোমরা নিমকহারাম হইও না, আমি তোমাদিগকে চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলাম, কি ভাল আর কি মন্দ—যদি জন্মান্ধ হও, তাহা হইলে ঔষধ নাই। বঙ্গে protectionistএর দল নাই, ইহার কারণ তোমরা আমাকে শত্রু মনে কর, কিন্তু বাস্তবিক আমি তোমাদিগের শত্রু নহি বরং প্রকৃত মিত্র হই, কারণ আমি বিশ্বামিত্রের গোত্রজ। নিয়মের উপর Universal Brotherhoodই আমার একান্ত মত, পুরুষকারই আমার তন্ত্র, নিয়মই আমার যন্ত্র, একই আমার মন্ত্র, আর নোব্‌ল ব্রিটনই আমার প্রত্যক্ষ অস্ত্র—অন্নদাতা। তাই বলি, চারিভিতে রাজভক্তি প্রদর্শনী সভার অনুষ্ঠান কর,—মাঠে, ঘাটে, বাটে নোবল ব্রিটনের জয় কীর্ত্তন কর—চাঁরিধারে শান্তিস্থাপন কর—আর

তোমরা আপাতত জান যে আমরা নিঃস্ব। জয়, জয়, জয় নোবল ব্রিটনের জয়!

নিজে ভূত জানি না, পরকে বলি ভূত।
ভূতের প্রত্যক্ষ লীলাই হয় অদ্ভুত॥

কি কহিব ভাই, কিছু কহিতে না পারি।
মনে করি চুপ করি, রহিতে তো নারি॥
রঙ, খাদ্য, ধর্ম্ম, বস্ত্র এক যার ভাই।
মরি, মরি, মরি তার লইয়া বালাই॥



প্রকৃতি-রহস্য।

ওলো অবলা, আমি সতী বলিলো তারে,
যে নিজ গুণে জগৎকে ভুলাতে পারে।

বি, মিত্র।

প্রকৃতি-রহস্য।

গাইব আজি প্রকৃতি রহস্য,
যে রহস্যেতে অহরহ হাস্য
হাসিতেছে সবাকার আস্যতে;
গুণে কথিত এবে হংসাংশতে।

আঁধার ও আলোক

অংশ,—অহে হাঁস! তুমি সুমেরু হইতে উড়িতে উড়িতে কি করিয়া জলাতে আসিয়া পড়িলে? তুমি আগে ব্রহ্মাকে পিটে করিয়া মর্ত্ত্যে লইয়া আসিয়া তথাকার বসবাসাদিগকে সব বিষয়ের খবর দিতে, তুমি পুরুষকারের দ্বারা সব কার্য্যগুলিকে সাঙ্গ করিতে এবং ব্রহ্মাকে বিধাতা বলিয়া জানিতে। তুমি ধপ্‌ধপে সাদা ছিলে এবং তোমার ডানা দুটী বড় ছিল। তুমি মন-পুকুরের মনমাতন জিনিষগুলিকে খাইতে, আর লজ্জা সরমের লেশ মাত্র না রাখিয়া নীল জলে লীলা করিতে, আর তুমি শতদলবাসিনীকে বাচ্ছা দেখিয়া বাছা বাছা বলিয়া কত দরদ করিতে, কিন্তু এখন তোমাতে কেন অবাক্ কাণ্ডের বেবাক হিসাবগুলি দেখিতে পাই?

তুমি বাচাল হইয়া সুবচনী নাম ধরিয়াছ—তুমি কাচ কাটা নাকে না চড়ালে ঝাপ্সা দেখ—তুমি দেহতত্ত্ব আনিয়া গোলা লোকদিগকে ডব ডবানি দেখাইয়া ভুলাইতেছ—তুমি ডোবার ঘোলা জল থেকে গেঁড়ি গুগ্লিগুলিকে খাইতেছ—তোমার দুটা ডানা ছোট হইয়াছে এবং তোমার গলার মাপটা দেহ হইতে অনেক ছোট হইয়াছে, আর তোমার দেহের রংটা নানা রঙে রঙিল হইয়াছে।

তুমি আর আগেকার মতন সুমেরুতে স্থির হইয়া উড়িতে পার না। তুমি ভারি কুঁড়ে হইয়াছ—তুমি দর্শনের বুক্নিগুলিকে মুখস্থ রাখিয়া বাচনিক হইয়া চারিধারে বচসা করিতেছ।

তাই বলি হাঁস! এই সব অবাক্ জিনিষগুলি তোমাতে কি করিয়া আসিল? তুমি কি আমাকে ইহার রহস্য কিছু বলিতে পার?

হংস,—তুমি বড় রগড়ের তুক্ক ধরিয়াছ। তুমি ফক্কা কিনা, সেই জন্য আসলটাকে ধরিতে পার নাই—যদিও টেক্কাটাকে ধরে টেক্কা দিতেছ, তথাপি পিলের মতন বাচ্ছা আছ, আদা না পেলেই চিঁ চিঁ কর। তুমি বড় হও, তাহা হইলে উহার কদর কি তাহা জানিতে পারিবে। তুমি এলোমেলো যাহা কিছু বলিলে সমস্তই এলিয়ে গেল। সুমেরুর নজির যে আছে, তাহা কি তুমি জান না?

আমি ব্রহ্মার হাঁস, যে প্রকার আগে ছিলাম এখনও ঠিক তাই আছি, তবে আগে ধপ্ধপে সাদা ছিলাম, এখন না হয় পাঁচ মিশিলি হইয়াছি, কিন্তু তাহাতে আর হইয়াছে কি?—জড়টাতো ঠিক আছে। আগে ছিলাম সুমেরুতে, এখন রহিয়াছি না হয় জলাতে—আগে খাটিয়া মরিতাম, এখন না হয় হামাগুড়ি দিয়া আরামের আরামটাকে ভোগ করিতেছি—মনে মনে মনন করিয়া মনপুকুরের মাতালটাকে আগে খাইতাম, এখন না হয় নকলনবিশ হইয়া নকল দানা খাইতেছি—আগে নীলে নীল হইয়া নীল জলে লীলা

করিতাম, এখন না হয় বচনে বাচনিক হইয়া কাদা জলে কাদা মাটি মাখিতেছি—আগে শতদলবাসিনীকে বাচ্ছা বলিয়া দরদ করিতাম, এখন না হয় শতদল জড়িয়ে জড়ীভূত হইয়া জড় হইয়াছি।

তবে অংশ! উত্তরটী কি ঠিক হইল, না আরও বেশী রং বাজাইতে হইবে?

অংশ,—তুমি যাহা কিছু বলিলে, ইহা সমস্ত বাচনিকে সু হয়, কিন্তু কার্য্যতে কু হয়। বচন ভাল হয়, না কার্য্য ভাল? প্রকৃতি ভাল, না বিকৃতি ভাল? তবে যদি বল, ভাল আর মন্দ সবই কাল, তাহা হইলে আলোক নাই।

হংস,—কি হে—তুমি কি বলিলে, আলোক নাই? তুমি জান না কি আগে হয় হরি (মিত্র—আলোক—বিষ্ণু) যাহা হইতে আমরা অন্য সব ভূতকে ধরি? ভূতে ভূতে হয় আনন্দ লহরী—লহরের ফল তুমি ও আমি ও শ্রীহরি। অবতার হয় আলোকধারী প্রাণী,—ছি ছি তুমি বলোনা আর নাই দিনমণি।

অংশ,—তুমি যাহা কিছু বলিলে সবই ঠিক। তবে তুমি স্বীকার করিলে যে আঁধার ঘরে আগে মাণিক আইল, মাণিকের পর অন্য সব ভূত হইল এবং ভূতের সহিত অন্য ভূতের রমণে নানা রকম কিম্ভূত কিমাকার রংদার জন্মিল এবং নানা প্রকার রংদারের আগমনে নানা থাক আসরে আসিয়া অভিনয় করিতে লাগিল; ফলত অভিনয় করিতে করিতে নানা থাকের বিকৃতি হইতে আবার স্বয়ং সিদ্ধ পৃথক এক একটী প্রকৃতি জন্মিল; বাস্তবিক যে প্রকৃতিকে ধরিতে পারিল সে আলোকধারী প্রাণী হইল, অতএব আলোকটী আঁধারের পরে হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

হংস,—না, না, না, এই প্রকার সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। আগে আলোক, তার পর অন্য সব। আমি যখন সুমেরুতে থাকিতাম তখন

ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে আগে আলোক হয়, তার পর অন্য সব হয়—তুমি কি ভয়ানক ফাঁকি কাটিতেছ! সকলেই জানে যে আলোকটী আগে, তার পর অন্য সব। দেখ ভাই! তুমি কোথা হইতে এই বজ্জাতিটী শিখিলে? বড় লজ্জার কথা—ছি-ছি-ছি!

অংশ,- অহে বন্ধু! সংস্কার যে ভয়ানক বালাই তাহা দেখ! সংস্কার আছে বলিয়া তুমি ও আমি আছি। তুমি সুমেরু থেকে জলাতে আসিয়া পর্য্যন্ত বংশাবলী ক্রমে বিকৃতিদশা পাইয়াও বচনটীকে ঠিক রাখিয়াছ,—তুমি আত্মহারা হইয়াও স্বটীর স্বটিকে ভুলিতে পার নাই এবং তুমি পরে সরস্বতীর কৃপাতে সুবচনী হইয়াছ। সুবচন স্বদেশী পদটী শুনিতে ভাল, কিন্তু কার্য্যে অষ্টরম্ভা, তথাপি গোলা লোকের কাণে সুপদগুলি শুনিতে বড় মধুর। তোমাতে যে তুমি নাই এইটী তোমার মনে জাগে না বলিয়া প্রকৃতি জায়গা পায় না, তবে খাঁকড়া-বনের মত সুবচনগুলি বাহাদুরী পায়, যতক্ষণ না শিকারী আসিয়া খাঁক্ড়াবনগুলিকে পরিস্কার করিয়া ফেলে।

আঁধার ও আলোক ব্যতীত অন্য বিষয়গুলি কি আগে ছিল? যদি বল কিছুই ছিল না, তবে কোথা হইতে আইল? যাহা নাই, তাহা নাই—যাহা আছে, তাহা আছে। যদি আলোকেই ছিল, তবে আগে আইল এই প্রকার বল কেন—আগার আগা থাকে ইহা আগে জানিতে হয়। যদি আবার সবগুলি আগা হয়, তাহা হইলে বালাই যায়, আবার আগাটী ও পিছাটী না থাকিলে বালাই বাড়ে। চিড়ের বাইশ ফেরটী যে কি এখন তাহা বুঝিতে পারিলে?

দিন আসিল, রাত্রি যাইল,—রাত্রি আসিল, দিন যাইল,—আলোক ও আঁধার পাল্টাপাল্টি কোথায় রহিল? আঁধার থাকিলে আলোকের দরকার, আর আলোক থাকিলে আঁধারটির দরকার—প্রকৃতি থাকিলে বিকৃতির প্রয়োজন, আর বিকৃতি থাকিলে প্রকৃতির প্রয়োজন—

সংজ্ঞা থাকিলে স্বরের আবশ্যক, আর স্বর থাকিলে সাঙ্কেতিক সংজ্ঞার আবশ্যক। স্বরটী সৎ হয়, কিন্তু সরস্বতীটি সংজ্ঞাবিশিষ্টা হয়। তাই বলি, যখন তুমি ব্রহ্মার হাঁস ছিলে, তখন সরস্বতীকে বাচ্ছা বলিয়া কত দরদ করিতে! এখন সুবচনী কিনা, তাই সরস্বতীকে সারে মাতে রাখিয়া নানা প্রকারের ফক্কা খেলা দেখাইতেছ!

ব্রহ্মা নিজেই যে মাণিক হয়, ইহা কি তুমি জান না? ব্রহ্মার মূর্ত্তি যে লাল এবং লালে লাল যোগ হওয়াতে আরও ঘোর লাল হইয়া পড়িল। তুমি বিকৃতি অবস্থাটিকে প্রাপ্ত হইয়াছ কিনা, তাই নিজের মনিবের প্রকৃত সুনামটিকে পর্য্যন্ত বিকৃতিতে আনিয়া ফেলিতেছ। বাস্তবিক বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অন্য আর একটী স্ব হইয়া নিজের স্বটীকে ভুলিয়া যায়। বন্ধু! কি মজার রহস্য দেখ।

কায়স্থেরা কায়স্থের কথা শুনিবে না; বিহারী মিত্র বলিল—কায়স্থেরা মৌলিক জাতি হয় এবং চতুঃবর্ণের বাহির হয়, অমনি অন্য কতকগুলি কায়স্থ ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া কহিল,—"এইটী কি শাস্ত্রের কথা?" কিন্তু বামুনেরা যখন হুকুম করিল—রে কায়েৎগণ! তোরা অস্পার্শীয় শূদ্র জাতি, তোদিগকে আমরা সৎশূদ্র বানাইয়াছি, কেননা আমরা তোদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেছি। যদি তোরা ক্ষত্রিয় হইতে বাঞ্ছা করিস, তাহা হইলে আগে, ব্রাত্য ইহা স্বীকার কর, পরে প্রায়শ্চিত্ত বিধানানুসারে অন্য সব প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করা যাইবে,—কতকগুলি কায়েৎ তাহাই স্বীকার করিল। কায়েতেরা মনে মনে করিল কি উৎকৃষ্ট কার্য্যটি আমরা বামুনের দ্বারা ফাঁকি দিয়া করাইয়া লইলাম, কারণ আমরা সূত্রধারী বলিয়া কথিত হইব!

কোন বদ্দি বদ্দি জাতিটিকে বামুন সাব্যস্ত করিল ; যে প্রকার যুক্তির ও শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়াছে যদিও মতান্তর থাকিতে পারে, কিন্তু সহজে কেহ যে কাটিতে পারে, এবম্প্রকার বোধ হয় না, কিন্তু বদ্দিরা স্বজাতির ভাষ বলিয়া গ্রহণ করিল না। বামুনেরা বলিল--রে বদ্দিগণ ! তোরা বরাবর একমাস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকিস্। তবে তোদিগের নিকট হইতে আমরা অর্থ গ্রহণ করি বলিয়া তোদিগকে বর্ণসঙ্কর বানাইয়া বৈশ্য করিয়াছি, তোরা এখন হলুদে রংয়ের সূতা ধারণ করিতে পারিস্। বামুনেরা ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া ফেলিতে লাগিল, আর বদ্দিরা লুপ লাপ করিয়া লইতে রহিল। কি প্রকার মজার রংটী হইল দেখ দেখি।

সৎটি স্বর হয়, কিন্তু স্বরটিকে যুক্তির কাঁচির দ্বারা ছাঁটিলেই খালি একটী অকার আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার অকারটিকে ব্যবহারে আনিতে পারিলে বাস্তবিক কত প্রকার বর্ণ হয়। বর্ণ হইতে পদ হয়, আবার পদগুলিকে নিয়মের সহিত বসাইলে কি সুন্দর ভাষা হইয়া কত প্রকার মনের ভাব প্রকাশ পায়, আবার যখন মন আনন্দে বিহ্বল হয় তখন অকারটী আসিয়া স্বরটি আবার সৎ হয়। ব্রহ্মটিকে উপরে রাখিলে মিত্র—সূর্য্য—বিষ্ণু হয়, আর নীচে আনিলেই অগ্নি হয়, আবার প্রাণীর ভিতর দাঁড় করাইলেই অবতার হয়। সকলেই প্রাণী, তবে অবতারটী প্রাণীর ভিতর বড় কেন ?—কারণ অবতারটিতে প্রকৃতির আলোক দেদীপ্যমান এবং অন্যগুলিতে আলোকটি তত ওজনেতে নাই। অবতারটি আদর্শ এবং অন্যগুলি নকলনবিশ। সকলে কি প্রাণী নয় ?—প্রাণী বটে, তবে অবতার নয়। **এক** হইতে সব হয়, তথাপি সব **এক** নয়।

বিশ্বাসটি বিশিষ্ট শ্বাস হয় এবং বিশ্বাসটি আছে বলিয়া শ্বাসটীও আছে, ফলত আশাটি আছে। যথা শ্বাসটি নাই, তথা কি বিশ্বাসটি

আছে? না যথা বিশ্বাসটি নাই, তথা আশাটি থাকে! বন্ধু! সুবচনের ভরে খালি নাচিলে চলিবে কেন, বা ফাঁকি কাটিয়া অন্যকে ফাঁকি দিয়া পরে নিজে ফাঁকি হইয়া কেবল শূন্যে উড়িলে চলিবে কেন? যদি এইটী ঠিক হয় তাহা হইলে অবলারা যাহা বলিয়া থাকে তাহা ঠিক—"পরকে ফাঁকি দিতে যাইলে নিজে ফাঁকিতে পড়িতে হয়"। সুবচন স্বদেশী পদটী আছে, কিন্তু স্বটীও নাই, আর দেশীটীও নাই।

বন্ধু! জলাতে আসিয়া পর্য্যন্ত কি ধাপে ধাপে নিয়মের উপর উঠাটি একবারে ভুলিয়া গিয়াছ, খালি থুড়িলাফে সুবচনের ভরে সুমেরুতে উড়িতে চাও। বন্ধু! এইটি কি সম্ভবপর?

আমি ইন্দ্র হই বলিলেই কি ইন্দ্র হয়, না রঙ্গালয়ের সংটী হয়, তবে সুবচন পদটী হয়, ইহা স্বীকার করি—সুবচন পদটী হয় বলিয়া বেত্রাসুর বধটি কি সম্ভবপর? যজ্ঞসূত্র লইলে সংহিতা হিসাবে বড় হয়, কিন্তু গাজিপুকুরে ডুব মারিয়া কালীঘাটে উঠিয়া পাঁচ আনা এক পয়সা ভেট দিয়া কাঁকড়া চড়চড়ী রাঁধিয়া, হোটেল খুলিলে সূত্রধারী হয়! কি সুন্দর সুবচনটি হইল এবং বাস্তবিক কি মধুর! আহা মরি, মরি, তোমরা মধুরতাতে!

সৃষ্টির আগে আলোকটি হয়—কেন হয় ইহা জানিলে না, তবে কি করিয়াই বা জানিবে—যখন কাঠের ঘোড়া জল পি, পি! ঘোড়া শব্দটি ও ঘোড়ার আকারটি ঠিক হয়, কিন্তু কাঠের ঘোড়া পি করে, অর্থাৎ জল খায়, ইহা কখনও দেখি নাই, তবে খালি টাকপেটার নিকট হইতে শুনিতে পাই।

অহে হংস! আলোক আগে, না আঁধার আগে এখন জানিতে পারিলে?

হংস,—সৃষ্টির আগে আলোক হয়, এইটী যাহা বলিলে তাহা ঠিক ; আর অন্য যাহা কিছু বলিলে, তাহা সব অঠিক।

অংশ,—আবার গোলমাল করিয়া ফেলিলে। একটী বীজকে গ্রহণ করিয়া মাটীতে রোপণ করিলাম এবং ওটিতে যত্ন সহকারে পরে জলসিঞ্চন করাতে ও অতি কষ্ট সহকারে অন্য নানাপ্রকার আপাদ হইতে রক্ষা করাতে বাস্তবিক সময়ে একটী সুন্দর গাছ বাহির হইল এবং কাল সহকারে গাছটীতে ফল ফলিয়া পরে প্রচুর তুলা জন্মিল। তুলাগুলিকে আনিয়া চরকাতে সূতা কাটিলাম এবং তৎপরে ওড়োন পাড়োনের ব্যবহারে দশ হাত একখানি কাপড় বুনিলাম। বন্ধু! বীজটি ও কাপড় খানি কি এক হয়?

বীজটি প্রকৃতি হয়, মাটিটি বিকৃতি হয়,—আবার মাটীটি প্রকৃতি হয়, আর গাছটী বিকৃতি হয়,—গাছটী আবার প্রকৃতি হয়, আর ফলটী বিকৃতি হয়,—ফলটী আবার প্রকৃতি হয়, আর তুলাটী বিকৃতি হয়—তুলাটী প্রকৃতি হয়, সূতাটী বিকৃতি হয়,—আবার সূতাটী প্রকৃতি হয়, আর কাপড়খানি বিকৃতি হয় ; বাস্তবিক কাপড়খানি প্রকৃতি হয়। আবার কাপড়ের অন্য অবস্থাগুলিকে পরের পর সাজাইয়া উপরে লইয়া যাইলে আবার গোড়ার প্রকৃতি আসিয়া প্রকৃতিস্থ হয়।

বন্ধু! প্রকৃতি রহস্যের নাগরদোল্লার মজার পাকটি দেখিলে?—বীজটি ও কাপড়খানি কি এখনও এক হয়? যদি কেহ দর্শনের সূত্রগুলিকে মুখস্থ রাখিয়া বলে, তাহাকে পাগল বলা যাইতে পারে কি না?—যদি পারে, সংসারের ব্যবহার নিয়মে তবে অসভ্যতাটি ছাড় না কেন?—যদি বল পারি না, তবে বোবা হও না কেন, তাহা হইলেই বালাই যায়।

দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল মুখস্থ শ্লোক-গুলিকে লইয়া কার্য্য করিলে শোক পাইতে হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। রামায়ণের শ্রীরাম ও মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ যাহা হয়, নামধারী শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ কি তাহা হয়? কি সুন্দর মীমাংসা! তাই বলি, বিশ্ব-ভাণ্ডারের ছাপ লইলেই কি জগন্নাথ হয়?

অহে বন্ধু! কথার ফের্‌টি যে কি ইহা কি কিছু বুঝিতে পারিলে? না সৃষ্টির আগে আলোক হয় বলিয়া আলোকটি আগে হয়, এইটিকে সিদ্ধান্ত করিলে?

হংস,—আমি বরাবর বলিতেছি, সৃষ্টির আগে আলোক হয়, ইহার কারণ আলোকটি আগে হয়।

অংশ,—যদি আগেই আলোক হইল, তাহা হইলে পরে আঁধার আসিল। কেমন হে, ইহা ঠিক কি না?

হংস,—আমি বরাবর ঠিক বলিতেছি।

অংশ,—যে ঘরে আলোক থাকে, সে ঘরে কি আঁধার থাকে?

হংস,—আলোক থাকিলে আঁধার কি করিয়া থাকিবে?

অংশ,—তবে আঁধার পলাইয়া যায় কোথায়?

হংস,—পলাইয়া যাবে কোথায়—ঘরে আঁধারটি ছিল, কিন্তু আলোকটি ঘরে প্রবেশ হওয়াতে ঘরটি আলোকময় হইল।

অংশ,—আলোক থাকিলে আঁধার থাকে না।

হংস,—আলোক থাকিলে আঁধার কি থাকিতে পারে?

অংশ,—আলোক না থাকিলে আঁধার থাকে, কেমন হে?

হংস,—তা থাকে বই কি!

অংশ,—তবে আঁধার কোথা হইতে আসিল, আর লুকাইয়ে ছিলই বা কোথায়?

হংস,—যাবে কোথায়, যেখানকার সেইখানেই ছিল।

অংশ,—তবে কি করিয়া ঘরে আলোকটি ফুটিল এবং ঘরটি আঁধার রহিল না কেন?

হংস,—কি গোলমাল বাধাচ্চ! আগে আলোক হয়, তার পর অন্য সব হয়।

অংশ,—আগে যদি আলোক হয়, আর অন্য সব তার পরে হয় এবং যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে আবার আঁধার হয় কেন, কারণ আলোক থাকিলে আঁধার হইবার সম্ভাবনা নাই,—যদি আগে আলোক হয়, তাহা হইলে পরে আঁধার হইতে পারে না, কারণ আলোক থাকিলে আঁধার হওয়া অসম্ভব; অতএব আঁধার কি করিয়া পরে হয়?—আঁধার আগে, পরে আলোক হয়, যদি ইহা অপাক্তিজমানে বল, তাহা হইলে সৃষ্টি বৃথা হয়, কেননা সৃষ্টি কাণ্ডে কহে—সৃষ্টির ভিতর আলোক প্রথম হয়।

সৃষ্টির আগে আলোক হয়, অর্থাৎ সৃষ্টির আলোক আগে হয়; বাস্তবিক সৃষ্টির মধ্যে আলোকটী আগে হয়, অতএব ব্রহ্মা যাহা তোমাকে বলিয়াছিল তাহাও মিলিয়া যাইল।



নিজের দোষ জানিতে পারিলে গুণী হয়।



অংশ,—বন্ধু! তুমি খোঁড়া, ইহা কি জান?

হংস,—আমি খোঁড়া কোথায়?

অংশ,—তুমি আগে পঞ্চাশ হাজার ফিট উচ্চে উড়িতে পারিতে, এখন পার? আচ্ছা—দেবদারু গাছের উপর গিয়া বস' দেখি?

হংস,—আমি দেবদারু গাছের মগডালে বসিয়া ভোঁ করিয়া যে কত উচ্চে যাইয়া উড়িতাম ইহা কেহ বলিতে পারিত না; এখানে দেবদারু গাছ নাই, তবে খাকড়াবন আছে, বন্ধু! আমি এখন ঝট্‌পট্ করিয়া বহু কষ্ট সহকারে ঝোপে ঝাপে বসিতে পারি। দেখ বন্ধু! মাটীসাৎটাই ভাল—কথায় বলে—"বড় হবি তো ছোট হও"। কাদা জলে গেড়ি গুগলি খাই, মাঠে থপ থপ করিয়া বেড়াই, আর দল নিয়ে সুবচনের ভরে উড়িয়া মজা লুটি। বন্ধু! খাতিরের কথা আর কি বলিব,—খোস্‌বোতে খুস্ হ'য়ে খস্ করে উড়ে যাই। বন্ধু! ধরা কখনও দিই না।

অংশ,—আগে তুমি হংস শিরোমণি ছিলে, বোধ হয়, তুমি খোঁড়া হওয়াবধি সুবচনীর খোঁড়া হাঁস হইয়াছ,—খালি কলসীর

আওয়াজ ভারি। সে যাহা হউক, তুমি বোধ হয়, বেদের টোল থেকে শিখিয়াছ।

হংস,—না বন্ধু! বেদের টোলে শিখি নাই, ওটায় কেবল মুখস্থ নকলনবিশী করা মাত্র—ওটাতে অঙ্ক বিদ্যার চর্চ্চাটি নাই, কেবল শ্লোকের ছটা আছে, তাই বন্ধু! বুনো টুলো গুলো শোক পায়। দেখনা আমি কথার্থী হইয়া কেমন আরামে আছি, তুমি আবার আমাকে উড়িতে বলিতেছ! বন্ধু! আমার পাটি খোঁড়া নয়, এইটী যেন বরাবার মনে থাকে। আমি যেখানে সুবচন শিখিয়াছি, সেই স্থানটি বলিবার কোনও দরকার নাই, তবে তুমি প্রাণের বন্ধু—কিছু ইসারাতে বলি; বিশ্বভাণ্ডার—ওখানে ধাপে ধাপে কর্ম্মক্ষেত্রে উঠিলে চলিবে না, তবে যে সুবচনী হইয়া শূন্যের উপর উড়িতে পারে সে বাহাদুরী পায়, ফলত সুবচনটা ওখানে বড়ই দরকার—দেখনা কত কাণ্ড করা গেল, আর কি তুমি চাও?

অংশ,—বেদের টোলে অঙ্ক শাস্ত্রের আলোচনা নাই এবং সেই জন্য উহারা কোন বিষয়কে ঠিক ধরিতে পারে না—এইটি তুমি ভাল বিবেচনা কর নাই। উহারা দর্শন পড়িয়া গোবর দিয়া মাথাটিকে মণ্ডন করিয়া শুদ্ধ হয় এবং অন্যায় কি ইহা উহারা বলিতে পারে, আর উহারা ব্যাকরণ পড়িয়া অন্বয় করিতে পারে, অতএব উহাদিগের মাথা নাই, এইটি বলা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

হংস,—আরে বন্ধু! তুমি জান না, তবে একটী রং বলি শুন:——

কোন একজন পণ্ডিত "আধার" ও "আধেয়" লইয়া গজগজ করিয়া নিজে বিচার করিতে করিতে অনেক বেলা করিয়া ফেলিল, তথাপি কোন মীমাংসা করিতে পারিল না। বেলা অনেক হওয়াতে তাহার গৃহিণী আসিয়া তাহাকে বলিল,—কি গজগজ

করে বক্‌ছো? বেলা যে প্রায় দুটো বাজে, খেতে দেতে হবে না? তুমি তেল আন্‌লে যে রান্না হবে—তেল এনে তার পর সমস্ত দিন গজগজ কর।

পণ্ডিত,—আরে খেপি গজ দাঁতে যে কাম্‌ড়েছে, তাই গজগজ করে বক্‌ছি।

গৃহিণী,—গজ দাঁতে কামড়ায় এতো কখন শুনিনি; বুনো গজ কিনা, তাই খালি গজগজ কর্‌তে শিখছ, গুঁতোতে শিখনি।

পণ্ডিত,—আরে খেপি, সিংএতে গুঁতো মারে, দাঁতেতে কামড়ায়।

গৃহিণী,—যদি দাঁতে খালি কামড়ায়, আর গজ্ দাঁতে খালি গুঁতোয়, তবে তোমাকে গজ্‌দাঁতে কি করে কাম্‌ড়ালে? তুমি যে অতি নজরে দিশেহারার মত হলে! এই পয়সা নাও, তেল আনোগে।

পণ্ডিত,—আমার মাগ কিনা ঠিক বলেছ।

এই বলিয়া পণ্ডিতটি দ্বিরুক্তি না করিয়া কলুর দোকান পানে তেল আনিতে ধাইল। কিছুক্ষণ পর তথায় পোঁছিয়া কলুকে বলিল—অরে দেমো! দু' পয়সার তেল দেতো।

দেমো তেল ওজন করিতেছে, এমন সময়ে পণ্ডিতটি ঘণ্টার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া দেমোকে বলিল,—দেমো! ঘণ্টার আওয়াজ কিসের রে?

দেমো বলিল,—বাবা ঠাকুর! গরুর গলায় ঘণ্টা বাজছে। এখানে কায করি, যদি গরুটা ঘানিতে না চলে, তহ'লে টের পাবো; গরু চল্লেই ঘণ্টা বাজবে, আর না চল্লেই ঘণ্টা বাজবে না।

পণ্ডিত,—যদি গরুটি দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়ে, তা হলে কি হবে?

কলু,--বাবা ঠাকুর! ওটা টুলো পণ্ডিত নয়, ওটা কলুর বলদ। ওটাতে বেশ কায পাই, ওটা ফাঁকি দেয় না বা ফাঁকি কাটে না। এই তোমার তেল নাও, আমি কায করি।

দেমো অন্যের হুকুম তামিল করিতে লাগিল দেখিয়া পণ্ডিতটি গৃহাভিমুখে ফিরিল। কতকটা পথ আসিতে না আসিতে "আধার" ও "আধেয়" তর্কটী মনে উদয় হইয়া উহাকে মহা সমস্যাতে ফেলিল। কোন্‌টি "আধার" আর কোন্‌টি "আধেয়" এইটিকে ঠিক জানিবার দরুণ সে তৈল পাত্রটীকে উল্টাইয়া ধরিল, অমনি সব তেল টুকু পড়িয়া গেল, আবার সে অমনি মনে তর্ক ধরিল,—বাহোবা, তিনি এক হন তাহা হইতে যাহা কিছু তাহাও তিনি; তবে এই ঘটনাটি ঘটিল কেন?

দেখ বন্ধু! টুলো পণ্ডিতেরা কি প্রকার বুনো হয়! সামান্য জ্ঞান নাই যে আধার শব্দটি কি? যদি খালি শব্দটিকে লইয়া সামান্য অর্থ করে, তাহা হইলে এই হাস্যাস্পদ ব্যাপারটি হয় না। তাই বলিয়াছি, টোলে অঙ্ক শাস্ত্রের আলোচনা নাই বলিয়া কথার্থী হইয়া বুনো হয়।

অংশ,—অঙ্ক শাস্ত্রটি ঠিক হয়, ইহা কি তুমি স্বীকার কর?

হংস,—তা করি বই কি।

অংশ,—দুই আর দুই যোগ করিলে পাঁচ হয় কি?

হংস,—তাহা হইবে কেন? দুই আর দুই যোগ করিলে চার হয়।

অংশ,—পাঁচ হইল না কেন—বোধ হয় নিয়ম আছে বলিয়া হইল না কেমন হে?

হংস,—ঠিক।

অংশ,—শূন্যটিকে ঘের ফের করিয়া সাঙ্কেতিক নয়টী চিহ্ন হইয়াছে, অতএব শূন্যটি প্রকৃতি এবং অন্য নয়টি বিকৃতি হয়—আবার বিকৃতি নয়টি চিহ্ন প্রকৃতি হয়, আর অঙ্ক বিদ্যাটি বিকৃতি হয়, আবার অঙ্ক বিদ্যাটী প্রকৃতি হয়, কারণ সমস্ত জগৎবাসীগণ নিয়মাধীন অঙ্ক বিদ্যাটীকে প্রত্যক্ষ বিদ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। দেখ বন্ধু! বিকৃতি হইয়াও প্রকৃতিস্থ হইলে প্রকৃতি হয়।

স্বরটী প্রকৃতি হয়, কেননা স্বরটী সৎ হয়; যদি অসৎ হইত, তাহা হইলে প্রকৃতি হইতে পারিত না। অতএব যাহা সৎ তাহাই আছে, আর যাহা অসৎ তাহাই নাই, ফলত কোন বিষয়ে নাস্তিকতাটী নাই।

খরজ সুরটী প্রকৃতি হয়, কিন্তু বিকৃতি শ্রুতিবিভাগে আর সাতটী সুর হয়, সুতরাং সাতটী সুর বিকৃতি হয়—আবার সাতটী সুর প্রকৃতি হয়, আর সাতটী সুরের উল্টাতে ও পাল্টাতে ও গমকেতে ও মূর্চ্ছনাতে ও কমলেতে ও কড়িতে অনেক বিকৃতি রাগ রাগিণী হইয়াও প্রকৃতি হয়, অতএব বিকতিটী একতাগুণে আবার প্রকৃতি হয়।

অকারটী প্রকৃতি হয়, আর ইকারটী ও উকারটী বিকৃতি হয়, কেননা উকারটী মধ্যম, আর ইকারটী নিখাদ; তবে ব্যঞ্জন বর্ণের মটীকে লইয়া ইকারটীর কার্য্য করা হইয়াছে, ইহার কারণ অ—উ—ম আবার প্রকৃতি হয়, অন্য আর বর্ণগুলি বিকৃতি হয় এবং বর্ণ হইতে যাহা কিছু তাহা সমস্ত বিকৃতি হয়, আবার বিকৃতিগুলি নিয়মাযায়ী ব্যবস্থাতে প্রকৃতি হয়। মহা আসন—মহাসন; মহোসন হয় না কেন?

হংস—ব্যাকরণের দ্বারা পদটীকে সাধিতে হয়, ইহার কারণ নিয়ম ব্যতীত পদটীকে সাধা অনুচিত।

অংশ,—সরস্বতে ঙ্গ প্রত্যয় করিলে সরস্বতী হয়—বিকৃতি হইয়াও পুনঃ প্রকৃতি হয়; অতএব সরস্বতী প্রকৃতি হয় এবং অন্যগুলি বিকৃতি হয়। আবার বিকৃতি বিদ্যাটী প্রকৃতি, আর অন্য শাখাগুলি বিকৃতি হয়; ফলত বিকৃতিটী নিয়মে আবদ্ধ হইয়া চলিলেই প্রকৃতি হয়।

মূল প্রকৃতি ধরিয়া কার্য্য করা অনুচিত, কেননা বিকৃতিটী প্রকৃতিস্থ হইলে মূল প্রকৃতি হয়; অতএব দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া সাংসারিক কার্য্য করা বিধেয়। সরস্বতী নদীর ধারে যদি শতদলবাসিনী না আসিত, তাহা হইলে কি প্রকৃতি রহস্যটী হইত?

"যার ধন—তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।" অবধূত গীতা, অষ্টাবক্রসংহিতা, শুকদেবসংহিতা, ব্রহ্মগীতা, ভাগবতগীতা, উপনিষৎ ও দর্শনাদিতে সরস্বতী দেবীর অস্তিত্ব নাই, কিন্তু সকলে মূলটীকে ধরিতে গিয়া বাস্তবিক নিজেই নিঃস্ব হইয়া পরে শ্বাসটীকে আশ্রয় ধরিয়া পড়িতে পড়িতে বা উঠিতে উঠিতে হঠাৎ বিশ্বাসটিকে সংজ্ঞা ধরিয়া সংজ্ঞা-বিশিষ্ট হয়। বন্ধু! কি প্রকার মজার রহস্য দেখ দেখি! বাস্তবিক এই সব যুক্তিগুলি যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রকৃতিটী বিকৃতি হইয়াও বিকৃতিটী পুনঃ প্রকৃতি হয়। বন্ধু! তুমি সুবচনীর খোঁড়া হাঁস হও, ইহা কি এখন জানিতে পারিলে?

হংস,—ফের আবার এই কথাটি বলিতেছ? আমি সিংহের বাচ্ছা, আমি কথাটি ঠিক রাখি, যাহা বলিব তাহাই মৃত্যু পর্য্যন্ত ঠিক রাখিব, ইহাতে যদি পৃথিবী উলট পালট্ হইয়া যায় তাহাও ভাল, তথাপি পিতৃপুরুষের ধারাটিকে ছাড়িতে পারিব না।

অংশ,—বন্ধু! আমি এই কথাটি ভুলিয়া বলিয়াছি, বোধ হয় তুমি আঁধারটি আগে কি অলোকটি আগে এইটিও ঠিক করিতে পারো নাই, কেননা প্রকৃতিস্থ না হইলে বিষয়ের প্রকৃত অর্থটী বুঝিতে পারা যায় না।

হংস,—আমি প্রকৃতিস্থ নয়, এইটি বলে কে? প্রকৃতিময় জগৎটি হয়; আমি কি জগৎ ছাড়া, যে আমি প্রকৃতি নই? তুমি নিজে ঢুই ঢুই করিয়া সকলের নিকট দো বনিয়াছ, দেখনা আমি কেমন সো—তোমাকে কেহ কি গ্রাহ্য করে, না সকলে ঘৃণা করে, না তোমাকে সকলে প্রহসনে পরিণত করে! কিন্তু আমাকে সকলে গ্রাহ্য করিয়া মাথার উপর রাখে। বন্ধু! এইটী জানিলে কৈ?

"নিজে ভাল তো সব ভাল, নিজে মন্দ তো সব মন্দ,"—তুমি নিজে মন্দ, সেই জন্য আমাকে মন্দ বলিতেছ। জড়টা কি, একবার দর্শনগুলি পড়িয়া দেখনা—এক ব্যতীত দ্বিতীয় অন্য কিছু আছে কি? তুমি কোথা হইতে অন্য একটিকে লইয়া আসিয়া বলিতেছ কিনা আমি সুবচনীর পাঁচ মিশিলি খোঁড়া হাঁস! তুমি কিছুই জান না; জলাতে আমি দর্শনের হাট খুলিয়াছি তুমি তথায় গিয়া ভর্ত্তি হও, তাহা হইলে পরে জানিতে পারিবে যে সমস্ত বিষয় এক কি না! অন্ধ কিনা তাই হাতড়াইয়া বেড়াইতেছ, আর যে বিষয়টিকে যে রকম বিবেচনা করিতেছ তাহাই বলিতেছ। বাপু! আমার কাছে তাহা চলিবে না, এখানে মেকী টাকা চালাইতে যাইলে কলের গুণে ধরা পড়ে। বন্ধু! আমি খোঁড়া নই, তবু তুমি আমাকে খোঁড়া বল কেন?

অংশ,—প্রকৃতি ছাড়া জগৎ নয়, এই বুক্তিটি বেশ। মেয়ে ও পুরুষ এক পদার্থ হয়, কেমন হে বন্ধু?

হংস,—সাধে কি তোমায় বোকা বলি, তোমার যখন এই সামান্য জ্ঞান নাই যে মেয়ে ও পুরুষ এক নয়, তখন তোমার সঙ্গে কথা কহিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

অংশ,—বন্ধু! জলার গুণটি কি অদ্ভুত হয়—মেয়ে ও পুরুষ আলাহিদা হয়, কিন্তু কার্য্যের সময় বিশেষটি বলিলে অশেষটী আসিয়া উপস্থিত হয়—টাকা ঠিক করিবার সময় কলের বিশেষ গুণটী আইসে, কিন্তু খোঁড়ার সময় বিশেষণটি কি?

তিনি অশেষ, তাহা হইতে যাহা কিছু সব অশেষ, অতএব তিনি ছাড়া আমি নই, আমিও অশেষ। বন্ধু! তুমি অশেষটিকে লইয়া ফের, আমি বিশেষটিকে লইয়া চলি। তাই বন্ধু! দুইজনে ঠিক খাপ খাটিতেছে না। তুমি যাহা কিছু বলিলে উহা সমস্তই বিশেষ। তুমি মুখে খালি বল অশেষ, কিন্তু তুমি যাহা কিছু কর, সব বিশেষ। বিশেষটি হইলেই বিশিষ্ট গুণ চাই, আর গুণী হইতে হইলেই নিয়ম চাই, আর নিয়মটিকে রাখিতে হইলেই পুরুষকারের প্রয়োজন, বাস্তবিক পুরুষকার করিতে হইলে বর্ত্তমানে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হয়।

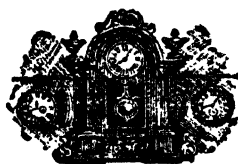
বন্ধু! তুমি খাইয়া বল খাইনি, করিয়া বল করিনি, আর খোঁড়া হইয়া বল আমি খোঁড়া নই,—এই অসভ্যতাগুলিকে আমি বিকৃতি মাহাত্ম্যের বিষয় ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। বন্ধু! যদি কোন কালে দয়াময়ের কৃপাতে প্রকৃতিস্থ হও, তাহা হইলে প্রকৃতি রহস্য যে কি ইহা বুঝিতে পারিবে, নচেৎ আমি তোমাদিগের নিকট এখন পাগল রহিলাম, কেননা তুমি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়াও অশেষ বলিতেছ এবং নিশ্বাসটিকে ধরিয়াও বিশ্বাসটিকে উড়াইয়া দিতেছ, ফলত বিশেষ্য হইয়াও বিশেষণটিকে মানিতেছ না।

বন্ধু! তুমি যে টুলো পণ্ডিতদিগকে বুনো বলিয়াছ, এইটীই তোমার বাহোবা—স্থান মাহাত্ম্য ব্যতীত আর কিছুই আমি তোমাকে বলিতে পারি না। অন্ধ অন্ধকে অন্ধ বলে, কিন্তু নিজে অন্ধ

হয়, ইহা সে স্বীকার করে না—শূদ্র শূদ্রকে বলে শূদ্র, কিন্তু নিজে শূদ্র হয়, ইহা সে স্বীকার করে না। তুমি সুবচনীর খোঁড়া হাঁস হও, ইহা স্বীকার কর কি?

হংস,—আমি খোঁড়া কেন, তুমি খোঁড়া হও, তোমার সাত পুরুষ খোঁড়া হউক, আর তুমি জন্ম জন্ম খোঁড়া হও। আমি চলিতে পারি না—না লাফাতে পারি না,—পৃথিবীর ভিতর আমার চেয়ে লাফাতে কিম্বা চলিতে কিম্বা দৌড়িতে পারে এমন তুমি অন্য একজনকে লইয়া আইস দেখি? যদি তুমি শাস্ত্রের প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তুমি পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি খুলিয়া দেখ! তুমি বন্ধু বলিয়া আমি তোমাকে কিছুই বলিলাম না, তাহা না হইলে টের পাওয়াইয়া দিতাম!

অংশ,—বন্ধু! রাগ কর কেন? আমি নিজে খোঁড়া হই, সেইজন্য মনে করিয়াছিলাম আমার বন্ধু বুঝি খোঁড়া হয়। দুইজনে এক না হইলে বন্ধু হয় না। যখন তুমি বলিলে যে আমি খোঁড়া নই, তখন ওকথায় প্রয়োজন কি? তবে বন্ধু এইটি বলি যে—নিজের দোষ না জানিলে গুণী হয় না।



সতী।

অংশ,—আদিতে সৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে গুণ, ফলত গুণে সতী হয়।

সতী এক ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষকে জানে না। আহা, কি ভয়ানক গূঢ় আনন্দ রহস্য! যাহা এক, তাহাই কি সংসারের ভিতর উৎকৃষ্ট? শতদলবাসিনী—তোমা হইতে নাম, মান ও জাতি হয়, তুমি যদি দুষ্ট বুদ্ধিকে ধর, তাহা হইলে সংসারের অস্তিত্ব কোথায়? উপাসক দুষ্ট বুদ্ধিকে ধরিলে বরং তুমি তাহাকে যুক্তি দিয়া মুক্তি করিয়া দিবে, কেননা যদি তুমি শান্ত না হও তাহা হইলে সংসারের ভিতর শান্তি কোথায়? কামিনী ও কাঞ্চন লইয়া সংসার, যদি কটিকে অর্থাৎ প্রজাপতিটিকে নষ্ট কর, তাহা হইলে প্রজা কোথায়, আর আমি বদ্ধ হইব, ইহার সিদ্ধান্ত কোথায়? সংসারে সতী না থাকিলে সামাজিক নিয়মে সংসারের ভিতর উন্নতি হইতে পারে না।

হংস,—তুমি কি রাধিকাকে সতী বল?

অংশ,—হাজার বার। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী ইহাদিগকে তুমি বোধ হয় আদৌ সতী বলিবে না, কিন্তু উহারা সকলে প্রকৃত সতী বটে?

হংস,—"এক ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষকে যে না জানে সেই সতী হয়"—তবে বন্ধু! তুমি কি করিয়া রাধিকাকে সতী বলিলে?

অংশ,—বন্ধু! এই ফাঁকিটুকুকে ধরিতে পারিলে না? তাই বলি, আগে ফাঁকিটিকে শিখ তার পর অন্যকে ফাঁকি দিও, আর তাহা না হইলে নিজে ফাঁকিতে পড়িতে হয়।

কোথায় ফাঁকি কাটিতে হয়, ইহা না শিখিয়া খালি সুবচনের ভরে যথায় তথায় ফাঁকি কাটিলে সুবচনী হইয়া বাহোবা সংগ্রহ হয়, বা জীবনচরিতের পথটিকে পরিষ্কার করা হয়; ইহা বলিয়া কি কোন প্রকৃত কার্য্য হয়? ভোল কয়দিন থাকে?—একদিন, দুইদিন, না হয় পাকা হইলে তিন দিন থাকে, কিন্তু চার দিনের দিন ফরসা হইয়া যায়!

স্বদেশীর ফাঁকিটিকে কাটা হইল, স্ত্রী-স্বাধীনতার ফাঁকিটিকে কাটা হইল, এখন বিবাহের ফাঁকিটিকে কাটা হইল, বিধবা বিবাহের ফাঁকিটিকে কাটা হইল, শূদ্রদের ভিতর গুলিসূতার ফাঁকিটিকে কাটা হইল, বিবাহের ব্যয় কম করিবার ফাঁকিটিকে কাটা হইল, বন্ধু! কার্য্যে কিছু ফলিল কি?—না কেশকুটে হইয়া গাছ হইতে ঝরিয়া পড়িয়া ছাগলের আহার হইল! তবে বেশীর ভাগ যাহা কিছু সামাজিক আচার ও ব্যবহারের সতীত্ব ছিল, তাহাও গঙ্গাসাগরের সঙ্গমের স্থানে সত্যবন্ধ হওয়াতে বুঝি লোপ পায়।

রং বাজাইতে হইলেই ফাঁকেতে বাজাইতে হয়, আর ঠিক সমে আসিয়া ধা মারিতে হয়। দেখনা বন্ধু আমি বরাবর কত প্রকার রং বাজাইতেছি, কিন্তু সমে বরাবর ধা দিতেছি। বেতাল হইলে কি কোন কার্য্য হয়? না খালি ধুপূড় ধাপুড়ের বাহোবা পায়!

তুমি বলিলে, রাধিকার যখন দুইটী পুরুষ হয়, তখন কি করিয়া রাধিকা সতী হয়,—আমি বলি রাধিকা কেন, পঞ্চ নারী সকলে প্রকৃত সতী বটে। কি রগড়ের কথা! কেমন হে বন্ধু,— ঠিক কি না?

হংস,—ঠিকই তো।

অংশ,—প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াও বিকৃতিটী পুনঃ প্রকৃতি হয়। তুমি এই ফাঁকিটুকুকে যে কিছুতেই ধরিতে পারিতেছ না; যদি ধরিতে পারিতে তাহা হইলে পুরাতন নজির ধরিয়া বড় হইতে না বা পকেট ভরা কথা লইয়া সুবচনী হইয়া তর্ক ধরিতে না, বরং নিজের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে।

দেখনা বন্ধু কায়স্থেরা বলে কিনা আমরা পূর্ব্বে বর্ম্মা ছিলাম,— আরে বাপু যদি বর্ম্মাই হবি, তবে সরু দশহাত কাপড়খানিকে পরিস কেন—বর্ম্মা পরনা, তাহা হইলে আর পুরাতন শ্লোকগুলিকে তুলিয়া শোক পাইতে হয় না, আর পূজারীগুলিকে কিছু সেলামী দিতে হয় না! বাপু আধ মন ওজনের কমে কি একটা বর্ম্মা হয়? যদি শিকলি সুট্ কর, তাহাও আট সেরের কমে হয় না। আমাদের ভিতর পাঁচ ছটাক ওজনের বেশী কি কোন প্রকার পোষাক আছে? আপাতত আমরা যে চুড়িসুটের বংশধর হই এবং প্রত্যহ সাদা কাগজের উপর কালি দিয়া লিখিয়া থাকি, তথাপি অসভ্যতাটী এমনি বালাই যে কিছুতেই ছাড়িবে না! বন্ধু! সংস্কারটী কি ভয়ানক বালাই তাহাও দেখ।

আমরা যদি নাম শব্দটির রহস্যটীকে উদ্ঘাটন করিতে পারি, তাহা হইলে সব বালাই কাটিয়া যায়। আমরা তাহা করিব না, খালি বলিব—আমরা বর্ম্মা হই।

নামটিকে উল্টাইয়া পড়িলে সব ঠিক হইয়া যায়, অর্থাৎ মান হইলেই নাম হয়। আরও চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিব কি? কাল ছিল বাগবাজারের লম্বারদার, তার পর হইল প্রাতঃস্মরণীয়,—কাল ছিল পূজারী, তার পর হইল সংহিতার পূজনীয় বর্ণ। অহে ভাই সকল! মান হইলেই নাম হয় এবং অর্থ হইলেই অর্থ হয়। সকল কায়স্থের ভিতর মান ও অর্থ হউক, তাহা হইলে বর্ম্মার ও শর্ম্মার উপর উঠিয়া বাঞ্ছারাম হইতে পারা যায়—এইটী কি আবার ভয়ানক কর্ম্ম, তবে বিশ্বামিত্রের মত কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারিলে হয়, খালি পুরাতন নাজির ধরিলে হয় না।

কায়ে স্থিতঃ যঃ স কায়স্থঃ, অর্থাৎ কায়াতে যিনি আছেন তিনি কায়স্থ,—যদি এইটী ঠিক হয়, তাহা হইলে কায়স্থটী মৌলিক হয়, যেমন অন্য কয়েকটী বর্ণ পরে সংহিতার দ্বারা মৌলিক বলিয়া কথিত।

কায়স্থেরা যখন পারস্যাতে ছিল, তখন মিত্রোপাসক ছিল, অর্থাৎ সৌর ছিল। যদি ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বেদে মিত্রের উপাসনাটিকে দেখ, কিম্বা জেণ্ডাভেস্তাতে মিত্রের উপাসনাটিকে দেখ।

যখন ঘোষের দ্বারা অগ্নির প্রাদুর্ভাব হইল, তখন কতকগুলি কায়স্থ সাগ্নিক হইল। এই সাগ্নিকদিগের স্ত্রীলোকেরা অর্থাৎ অঙ্গিরার বংশধরের স্ত্রীলোকেরা বেদে ঘোষা বলিয়া কথিত, আর যখন বসুর দ্বারা ইন্দ্রের পূজা চলিল তখন বাসব বলিয়া কথিত হইল। এই বাসবকে অন্যত্র বাসে ও বাস্ক বলে, আবার যখন উপাসনার গোলমাল ঘটিল তখন কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তকে পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া পূজা করিল—গুপ্ত রূপে চিত্র করে যে সে চিত্রগুপ্ত, অর্থাৎ মিত্র। এইবার বিশ্বামিত্রের রচিত গায়ত্রীর অর্থ কর,—বাস্তবিক কায়স্থটি তিনি

ব্যতীত অন্য কেহই নয়, কারণ **এক** হইতে বহু, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ, ফলত মৌলিক। অন্য সব সৃষ্টি বিষয়ের ভিতর আলোকটীকে অর্থাৎ বিশ্ব মিত্রকে—বিষ্ণুকে, তিনি প্রথম সৃষ্টি করেন, অতএব আলোকটী তাঁর বিকৃতি হইয়াও প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ প্রকৃতি হইল, ফলত মৌলিক বনিল।

সূর্য্য হইতে অগ্নি হয়, অগ্নিটী বিকৃতি হইয়াও প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ প্রকৃতি হইল; অতএব অগ্নিটি মৌলিক; ফলত সূর্য্য ও অগ্নি মৌলিক হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

যতদিন **এক** যম অবস্থাতে ছিলেন, ততদিন সব বিষয় **একেতে** লুক্কায়িত ছিল। যখন তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, অমনি বহু হইলেন—যমের রূপান্তর চিত্রগুপ্ত হয়। দেখ কি সুন্দর রহস্য—তিনি যম। যখন তিনি বহু হইলেন অমনি মিত্র—সূর্য্য অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত হইল এবং সূর্য্য হইতে বর্ণ হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ, ফলত আদিম বর্ণ কায়স্থ জাতি হয়।

যদি আদিম বর্ণ কায়স্থ জাতি হয়, তাহা হইলে কায়স্থ জাতিটী প্রকৃত আর্য্য হয়। আর্য্যদিগের ভিতর অশৌচ ত্রিশদিন ছিল, কারণ আর্য্যেরা সৌর ছিল—সৌর বৎসর গণিতে হইলেই ত্রিশ দিনে মাসটিকে গণিতে হয়, আর তিন শত ষাট দিনে বৎসরটিকে ঠিক করিতে হয়,—আমরা এখন চান্দ্রায়ণিক বৎসর লইয়া কার্য্য করিতেছি এবং যাহা কিছু ক্রিয়াকলাপ করি তাহা সমস্তই চন্দ্রটিকে ধরিয়া করি, সূর্য্যটিকে ধরিয়া কোন কার্য্য করি না, কারণ আপাতত আমাদিগের ভিতর গণকপ্রথার প্রাদুর্ভাব।

কতকগুলি কায়স্থের ভিতর যখন সাগ্নিক ব্যবস্থাটি চলিল, তখন উহারা তিন দিন অশৌচ লইল; আবার যখন সৌরের ও সাগ্নিকের লোপ হইল, তখন 'অন্য বিধি প্রবল হইল—এই

বিধিটী সংহিতা হয় এবং সংহিতাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে রাজার রাজত্বে বিশৃঙ্খল হইবার কারণ নূতন বিধি করা হইল এবং আরও প্রকাশ আছে যে অনেক শ্লোক লোপ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে সংহিতা গুলিতে লেখকের সমস্ত শ্লোক নাই এবং সেই হেতু কোন কোন জাতি হীনবীর্য্য হইয়া আপাতত শোক পাইতেছে। যে সমস্ত ব্যক্তি নূতন বিধিতে যাইল, তাহারা বড় রহিল, আর যাহারা নূতন বিধিটিকে লইল না, তাহারা ছোট হইল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সময় ভিক্ষুকেরা বড় হইয়াছিল, এবং সংহিতার বর্ণগুলি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বাস্তবিক প্রভু শাক্যসিংহ প্রকৃত অবতার হন। শকজাতির ভিতর ইনি সিংহ হন, ইহার কারণ বোধ হয় শাক্যসিংহ বলিয়া কথিত। শকদ্বীপবাসীরা বোধ হয় হূন হয় এবং হূন হইতে হিন্দু শব্দ হইয়াছে। যখন শকদ্বীপবাসীরা ভারতেশ্বর হইল, তখন হইতে বোধ হয় ভারতের নাম হিন্দুস্থান হইয়াছে। হুনদের আবাসের নাম হিন্দুস্থান হয়।

মুসলমানেরা কালবর্ণকে হিন্দ্ বলে, ইহার কারণ হিন্দের আস্থানের জায়গাকে হিন্দ্ আস্থান কহে। হিন্দ্ আস্থান হইতে যে হিন্দুস্থান হয় নাই, ইহার কারণ দেখ ঃ—সেলুকাসের কন্যাকে চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করিয়াছিল এবং চন্দ্রগুপ্তের সভাতে মেগ্যাস্থিনিস আসিয়া দেশ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে এবং ঐ রিপোর্টেতে হিন্দুস্থানের নাম পাওয়া যায়, অতএব হিন্দুস্থান যে হিন্দ্ আস্থান হইতে হয় নাই, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর যখন দুইটী দল হইল, তখন তন্ত্র আসিয়া আবার বৈষ্ণব সম্প্রদায় বাড়িল। আবার শাক্ত তন্ত্র হওয়াতে ব্রাহ্মণের দল বাড়িল। শ্রীমদ্ভাগবত যদিও কৃষ্ণকে গ্রহণ করিল, কিন্তু কেহই

কাহাও বলিল না, বরং সকলে বৈষ্ণব বলিল ; কিন্তু এইটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে কৃষ্ণ মূর্ত্তি ব্যতীত বিষ্ণু মূর্ত্তি কোথাও নাই, তবে দেবলেরা বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে নারায়ণ কহে এবং সেই হেতু মূর্ত্তির পূজা করিতে হইলেই গণ্ডক নদীর সালগ্রাম অর্থাৎ নারায়ণকে আবশ্যক। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবল হওয়াতে ভিক্ষুকের দল লোপ হইয়া দেবলের দল বড় হইল ; ফলত নূতন বিধি প্রবল হইল।

বাঙ্গালাতে দেবীবরের মত যে বামুন লয় নাই সে বামুন অদ্যাপি ছোট বলিয়া কথিত হয়, আর যাহারা লইয়াছে, তাহারা যত ছোট হউক না কেন, বড় বলিয়া আপাতত পূজনীয়। নূতন বিধি চলিলেই কালে নূতন বিধিটাই প্রবল হয়, আর পুরাতনটা ক্ষীণ হয় ; এক মাস বিধিটা পূর্ব্বে সাধারণ ছিল বলিয়া নূতন বিধিটা একমাস ব্যবস্থাটাকে সকলের নীচে ফেলিল এবং কার্য্য গতিকে তাহাই হইল।

এক যতদিন যম অবস্থাতে ছিলেন, ততদিন সমস্ত বিষয় একেতে লুক্কায়িত ছিল ; যেদিন তিনি বলিলেন "আমি বহু হইব" অমনি পরের পর সমস্ত বিষয় প্রকাশ পাইল।

স্ত্রীলোকগুলিকে প্রথমে যমের হাতে সঁপিয়া দিতে হয়, তার পর গন্ধর্ব্বের হাতে সঁপিয়া দিতে হয়, তার পর অগ্নির হাতে সঁপিয়া দিতে হয়, তার পর জীয়ন্ত উপযুক্ত পুরুষের হাতে সঁপিয়া দিতে হয়। হে ভাই সকল ! আমরা আপাতত পূর্ব্বপুরুষের ব্যবস্থাটিকে না লইয়া দেবল ও গণকের ব্যবস্থাগুলিকে লইয়া থাকি, ইহার কারণ আমরা পুরাতন বিধি হইতে আলাহিদা হইয়াছি, ইহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য রহিলাম, তবে যদি বিকৃতি

সংস্কারগুণে স্বীকার না করি, তাহা হইলে আপাতত আমার বলিবার কিছুই নাই, কারণ বিকৃতিটি প্রকৃতিস্থ না হইলে প্রকৃতি হয় না।

হে কায়স্থগণ আমরা বিবাহেতে যে মন্ত্রটিকে উচ্চারণ করি তাহাতেই আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষকে স্তুতিবাদ করি এবং অগ্নিকে ও সূর্য্যকে সাক্ষী রাখি, আর স্বীকার করি যে আমি তোমাকে বিশিষ্টরূপে বহন করিয়া তোমাতে বীজ বপন করিব—বীজের কর্ত্তা অর্থাৎ জন্ম দিবার অর্থাৎ প্রজা জন্মাইবার পতি অর্থাৎ কর্ত্তা নিজে। প্রজাপতয়ে নমঃ অর্থাৎ প্রজাপতিটিকে নমস্কার করিয়া নিজে প্রজাপতি হই—যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হলে আমরা চিত্রগুপ্তের সন্তান হই, ইহা ঠিক হয়। তবে বলিতে পার, সূর্য্যের কিম্বা অগ্নির সন্তান কি করিয়া কায়স্থ হয়,—এইটা যে ঠিক, ইহা কে না স্বীকার করিবে, কারণ মানব হইতেই মানব দেহ হয়।

স্ত্রীলোকের দেহে যখন চুল উঠে, তখন কাল্পনিক দেবতার হাতে সঁপিয়া দিতে হয়, যখন স্তনোদ্গম হয়, তখনও কাল্পনিক দেবতার হাতে সঁপিয়া দিতে হয়, তার পর যখন ঋতুমতী হয়, তখনও কাল্পনিক দেবতার হাতে সঁপিয়া দিতে হয় অর্থাৎ তিনটী বৎসর অগ্নির হাতে রাখিতে হয়, তার পর জীয়ন্ত পুরুষের সহিত বিবাহ দিতে হয়। এখনও আমরা তিনদিন বিবাহের পর পূর্ব্ব নিয়মানুসারে অর্থাৎ ফুলশয্যার দিনাবধি সহবাস করি না।

পূর্ব্বে ঋতুমতী কন্যার বিবাহ প্রসিদ্ধ ছিল; ইহার কারণ ঋতু না দেখিয়া সহবাস বিধেয় নয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

তিনি সৃষ্টির ভিতর আলোকটিকে অর্থাৎ ব্রহ্মাটিকে প্রথম সৃষ্টি করেন অর্থাৎ তিনি যম অবস্থাটি হইতে কার্য্য অবস্থাটিতে আসিলেন

এবং যমের রূপান্তর চিত্রগুপ্ত হয় ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। যখন স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইল, অর্থাৎ ইচ্ছা হইল যে আমি বহু হইব, অমনি চিত্রগুপ্ত হইল। এইবার মানব চিত্রগুপ্ত আসরে নামিল ও বিষয় চিত্রগুপ্ত বিষয়ে রহিল; কিন্তু মানব চিত্রগুপ্ত অগ্নিকে ব্যবহারে আনিল, সূর্য্যকে স্তুতিবাদে রাখিল, আর কায়স্থকে, অর্থাৎ একককে মানস পূজাতে রাখিল, ফলত নিজে কায়স্থ নাম ধরিয়া জগতে পুরুষকার করিতে থাকিল।

হে কায়স্থগণ! যদি পুরুষকারের দ্বারা উন্নতিমার্গে উঠিতে চাও, তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষের বিধিটিকে প্রতিপালন কর, অর্থাৎ চৌদ্দ বৎসরের নীচে স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ দিও না, কারণ কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষ চিত্রগুপ্ত মহাশয় এই ব্যবস্থাটি করিয়া গিয়াছেন।

হে কায়স্থগণ! আইস আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিই, যাহাতে উহারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে। ব্রহ্মাটি অগ্নি হয়, এইটী যেন বরাবর মনে থাকে। শুদ্ধ অন্ন ভোজন করিতে হইলে অগ্নির আবশ্যক; আমরা আপাতত অশুদ্ধ অন্নকে ভোজন করিয়া বলি "আমরা শুদ্ধ অন্নকে ভোজন করিতেছি", কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা অশুদ্ধ অন্নকে ভোজন করিয়া থাকি।

কোন একটী লোক তরকারী কিনিতে বাজারে যাইলে যে তরকারীটি দেখিতে ভাল হইল, সে আগ্রহের সহিত কিছু বেশী পয়সা দিয়া তাহাই কিনিল এবং যখন সে তরকারীটিকে বাটীতে আনিল অপর সকলে তরকারীটিকে দেখিয়া কত প্রকার জল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু যদি সে নগ্নিকা অর্থাৎ অপক্ক তরকারীটি আনিত তাহা হইলে কাহারও আনন্দ হইত না। কেন হয় না— কারণ তরকারীটি আহারের উপযুক্ত হয় নাই—তবে কি অপক্ক

তরকারিগুলি বিক্রী হইতেছে না ?—বিক্রী হয় বটে, তবে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইল যে সময়োচিত তরকারী ব্যতীত আনন্দ পাওয়া যায় না। যদি এইটী ঠিক হয়, তাহা হইলে নগ্নিকা—অপক্ক—কচি তরকারীটিকে ব্যবহার করা বিধেয় নয়। স্ত্রীলোকের দেহের ভিতর এই অবস্থাটিকে সোমের অবস্থা কহে।

তার পর তরকারীটিকে আনন্দের সহিত কুটীয়া বার্কসের উপর রাখা হয়, তরকারীটি যত সুন্দররূপে বনান হয় ও যত সময়োচিত হয়, ততই দৃশ্যের আনন্দ বৃদ্ধি পায়,—স্ত্রীলোকের এই অবস্থাটিকে গন্ধর্ব্বের অবস্থা কহে,—দেখ, এখনও তরকারীটি খাবারের উপযুক্ত হয় নাই।

এইবার অগ্নিতে শুদ্ধ করিতে হয়। যে যত ভাল পাক করিতে পারে, সে তত ভোক্তার প্রশংসার পাত্র হয়—স্ত্রীলোকের এই অবস্থাটিকে অগ্নির অথবা ঋতুমতীর অবস্থা কহে। এইবার তরকারীটি আহারের উপযুক্ত হইল। পাচকটী বলিয়া থাকে, আহারটি প্রস্তুত হইয়াছে—খাবারের দরুণ জায়গা কর,—জায়গা হইলেই পাচকটি অন্নটিকে বাড়িয়া আনিয়া দিল,—ভোক্তাটী প্রথমে প্রজাপতিকে নিবেদন করিয়া আহার করিতে বসিল।

আমরা কি চৌদ্দ বৎসরের নারীকে বিবাহ করি, না সাতে গৌরী, আটে রোহিণী, দশে কন্যা, এই গণক মতটীকে শিরোধার্য্য করিয়া বিবাহ করিয়া থাকি! আমরা শূদ্রবৎ হইয়া পূর্ব্বপুরুষকে অবহেলা করিয়াছি বলিয়া অন্য অন্য জগৎবাসীগণ আমাদিগকে অবহেলা করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষকে নিন্দা করিলে অধঃগতি হয়। সম্প্রতি আমরা যে এত টাকা গুলিসূতার দরুণ খরচ করিলাম ইহাতে কি উপকার পাইলাম,—না নিজের টাকা পরকে দিয়া

নিজে ফকির বনিলাম! নদীর জল সমুদ্রে মিশিলে লোনা হয় এবং লোনা জলে কোন কালে চাষ হয় না, ফলত সংসারে ভাল চাষী হইতে হইলে নদীর আশ্রয় লওয়া বিধেয়। মূল প্রকৃতি ধরিয়া সংসারে কার্য্য চলে না, তবে মূল প্রকৃতি বিকৃতি হইয়া পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইলে সুন্দর কার্য্য চলে।

হে কায়স্থগণ! আমরা আপাতত বিকৃতি অবস্থাটীকে প্রাপ্ত হইয়াছি,—আইস আমরা বঙ্গীয় কায়স্থমহিলা-আশ্রম প্রস্তুত করি, কারণ কর্ত্রী ঠাকুরাণী ভাল না হইলে দোলার বস্তুটী ভাল হইতে পারে না, কেননা কর্ত্রী ঠাকুরাণী হইতে দোলার বস্তুটা সংস্কারে সংস্কৃত হয়। কাঁচাতে দাগ দিলে সে দাগ আর উঠে না, কিন্তু পোড়া মাটীতে দাগ দিলে জলে ধুলেই দাগটী উঠিয়া যায়।

হে কায়স্থগণ! আমরা দিনে বিবাহ করি না কেন? থলে চাপার মত রাত্তিতে সেংয়াত পাতাই কেন? ফলিত জ্যোতিষের বচন ব্যতীত অন্য কোন কি শাস্ত্র আছে—দিনে বিবাহ করিলে বিধবা হয়, কি ভয়াবহ বচন—যদি আমরা "স্ত্রীলোকেরা বিধবা হইবে না" বলিয়া রাত্তিতে বিবাহ করি, তাহা হইলে আমাদের মত অসভ্য আর জগতে কেহই নাই, কারণ কায়স্থের ভিতর আদৌ বিধবা নাই, খালি যাহারা দিনে বিবাহ করে তাহাদিগের ভিতরই বিধবা স্ত্রীলোক আছে,—কেমন হে কায়স্থগণ?

ধব অর্থাৎ পুরুষ; বি-পূর্ব্বক ধব অর্থাৎ পুরুষ বিহীন—স-পূর্ব্বক ধব অর্থাৎ পুরুষ সহিত--স্ত্রীলিঙ্গে আপ্রত্যয় গুণে বিধবা ও সধবা পদটী সিদ্ধ হয়। পিতা কন্যাটিকে দান করিবার সময় কি বলে দেখ:—অহে কন্যা! আমি তোমাকে তেজময় সূর্য্যের বাঁধন হইতে ছাড়াইয়া দিলাম—আমি তোমাকে বরুণের অর্থাৎ গন্ধর্ব্বের বাঁধন হইতে ছাড়াইয়া দিলাম,—এইগুলি তোমার সহিত

আমার যে সম্বন্ধ তার সত্ব হয়, কিন্তু স্বাভাবিক সম্বন্ধের স্বত্ব এইগুলি হয়,—তোমাকে আমি সাচ্চা বিশুদ্ধ-গৃহে দিই এবং তথায় তুমি তোমার স্বামীর সহিত চিরকাল শান্ত হইয়া বাস কর।

পাত্রটি পাত্রীটিকে হস্তে ধরিয়া লইয়া এবং তিনবার অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিল,—আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিলাম, আমার ভাগ্যের দরুণ তুমি বৃদ্ধা থাকিয়া আমাকে স্বামীত্বে বরণ করিলে। হে **এক**! আপনি এই ভাগ্যবতী যুবতীটিকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, পাত্রীটি প্রসবিনী হউক, পাত্রীটি আমার ভাল-বাসাটীকে স্নেহের ও প্রণয়ের সহিত গ্রহণ করুক।

পাত্রী বলিল,—প্রজাপতি আমাদিগকে সন্তান ও সন্ততি দিয়া আশীর্ব্বাদ করুন। সূর্য্য আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখুন।

তৎপরে উভয়ে বলিল,—হে **এক**! আপনি আমাদিগকে চির-কালের জন্য অন্তরে অন্তরে একত্রিত করিয়া দিউন—হে **এক**! আপনি যোগ করিয়া দিয়া, একত্রিত করিয়া দিয়া আমাদিগকে এক করিয়া দিউন।

চিরকালের দরুণ এক করিয়া দিউন—এইটীতে কি অর্থ হইতে পারে—"যতদিন বাঁচিব," না "যে যতদিন বাঁচিব"! "যে যতদিন বাঁচিব" এই অর্থটী করিলে বিধবাদিগের বিবাহ হইতে পারে, আর "যতদিন বাঁচিব" এই অর্থটী যদি করা হয়, তাহা হইলে বিধবার বিবাহ হয় না, কারণ উভয়ে **এক**কে সাক্ষী করিয়া বলিতেছে,—যে যতদিন বাঁচিব। এখন দেখা যাউক, স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর তাহার দেবর কিম্বা তাহার নিকট কুটুম্ব বিধবাটিকে কি বলে।

আপনি উঠুন, আপনি কর্ম্মভূমিতে আসুন তাঁহার জীবন গিয়াছে, যাঁহার সহিত আপনি শুইয়াছিলেন। আসুন—আপনার যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম আপনি তাহা করিয়াছেন, তিনি আপনার পাণিগ্রহণ করিয়া আপনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে আপনার তাঁহার সহিত বিবাহের বন্ধন ছাড়িয়া গেল। যদি এই সমস্ত মন্ত্র ঠিক হয়, তাহা লইলে কায়স্থদিগের ভিতর বিধবা বিবাহ পূর্ব্বে ছিল এবং আপাতত চলিতে পারে,—যদি কায়স্থেরা বিকৃতি অবস্থাটিকে ত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে পারে।

হে কায়স্থগণ! আমি তোমাদিগকে গুলিসূতা লইতে কেন নিষেধ করিয়াছিলাম, এখন কি জানিতে পারিলে? তোমাদের হাতের সূতা মাটীতে মাটীসাৎ হইতেছে—এইটী যে ভাল চিহ্ন ইহার কোনও ভুল নাই, তবে যদি বিধবার বিবাহ হইল, গণক ও দেবল প্রথাটী উঠিয়া যাইল না কেন, কারণ গণক ও দেবল প্রথাতে বিধবার বিবাহ নাই, স্ত্রী স্বাধীনতা নাই, স্ত্রীশিক্ষা নাই, সমুদ্র যাত্রা নাই, স্ত্রীলোকের একবার দান হইলে পুনরায় আর দান হইতে পারে না এবং স্ত্রীলোক নিজে বিবাহ করিতে পারে না, এমন কি বয়স প্রাপ্ত হইলেও পারে না। যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে যে শাস্ত্রের বচনে এই সব কার্য্যগুলিকে শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া করা হয়, সে শাস্ত্রতে রাত্রিতে বিবাহ নাই বা গণ্ডক নদীর নুড়ি সাক্ষীগোপাল নাই—যদি এইটী ঠিক হয়, তবে দু'নৌকাতে পাটিকে দেওয়া বিধেয় নয়।

কায়স্থজাতির দাক্ষা দেখ—হে শিষ্য! তুমি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহা বিশেষরূপে মনেতে ধারণ কর, তুমি এইটি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, বিশেষত মূর্খের নিকট কখনও

করিও না—যদি কর, তাহা হইলে তুমি পতিত হইবে। **একে** সব এক হয়, এখন জানিতে পারিলে?

যদি সবে মিলি করি হায়, শেষে মিলি হয় এক রায়।

হে কায়স্থগণ! পূর্ব্বে আমরা সৌর ও সাগ্নিক ছিলাম, সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় সমস্ত কার্য্যগুলিকে দিনের বেলায় সমাধা করা; কিন্তু আপাতত আমরা পৌত্তলিক হইয়া, গণক ও দেবলদিগের ব্যেবস্থাটিকে শিরোধার্য্য করিয়া, তিথি ও লগ্ন ধরিয়া কার্য্য করি বলিয়া আমরা বিবাহ রাত্তিতে করি ও আমরা নুড়িটিকে সাক্ষীগোপাল রাখি,—এইটী কায়স্থের পক্ষে অনুচিৎ।

আমরা ফলিত জ্যোতিষকে কেন আদর করি,—আমাদের উচিত হয় গণিত জ্যোতিষকে আদর করা। যদি চান্দ্রায়ণিক ব্যবস্থাপকের কাছে ভাষ আনিতে যাই, তাহা হইলে নিশ্চয় শোক পাইব—আপাতত আমরা যদি ত্রিশদিন অশৌচ গ্রহণ করিতে কষ্ট বিবেচনা করি, তাহা হইলে তিনদিন অশৌচ অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারি।

হে ভাই সকল! তোমাদের প্রতি আমার এই অনুরোধ যে তোমরা প্রথমে এই ব্যবস্থাগুলিকে কায়স্থের ভিতর প্রচলন করিতে বিধিমতে চেষ্টা কর, যদি কোন প্রকারে করিতে পার, তাহা হইলে কত শীঘ্র যে উন্নতিমার্গে উঠিতে পার, তাহা আমি আর লিখিয়া কি জানাইব! ফলের দ্বারা পরিচিত হও।

হে কায়স্থগণ! আইস, আমরা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের ভরণপোষণের দরুণ তিন অংশের একাংশ বিষয় জীবন স্বত্বরূপে উঁহাদিগকে বকরা দিই, কেননা কায়স্থেরা যখন স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিয়াছিল, তখন উহারা স্ত্রীলোককে জীয়ন্ত শক্তি বলিয়া পূজা করিয়াছিল। সুশিক্ষিতা শক্তি সংসারে না থাকিলে সংসারটি সুন্দর-

রূপে চলে না, ফলত এই কিম্বদন্তীটি মিছা নয়—"সেই ধান, সেই চাল, গিন্নি বিনে আল্ থাল্"।

পুরাকালে শক্তিটি নিরাবরণী ছিল, পরে গুণসহকারে আবরণী হয়—আমাদের স্ত্রীলোকদের ভিতর আবরণ কই? দশহাত কাপড় ব্যতীত অন্য কিছুই আবরণ আপাতত দেখিতে পাই না। পায়ে জুতা ও মোজা নাই, তদুপরি জাংইয়া নাই, কোমরে ঘাঘরা ও কোমর বাঁধ নাই, মাই-বাঁধ নাই, গলা হইতে পা পর্য্যন্ত কোন প্রকার জামা নাই, মাথা-বাঁধ নাই, যদি কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর আমরা নাই, তবে কি করিয়া সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ হইতে পারি এবং সভ্য বলিয়া জগতে কি করিয়া পরিচয় দিতে পারি?—আমরা স্ত্রীলোকদিগকে আঁধার ঘরের আরসোলা পাখী করিয়াছি, তাই উহাদিগের গায়ে বিটকেল্ গন্ধ হইয়াছে। আমরা যে একবাদী সৌর ও সাগ্নিক হই, ফলত আলোকটী যে আমাদের উপাস্য বিষয় হয়—অন্ধকারে কি কোন কার্য্য হয়?—তাই বলি, আইস আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বাহির করি; তবে সংস্কারগুণে যদি আপাতত না পারি—আইস স্ত্রীলোকগুলিকে সুশিক্ষিতা ও সতী করি, তাহা হইলে পরে আপনি হইয়া যাইবে।

বন্ধু! রাধিকার দুইটী পুরুষ থাকিতে কি করিয়া সতী হইল, বলি শুন:—রাধিকা পূর্ব্বে ঘরগড়া সতী ছিল, যেদিন হইতে কৃষ্ণের প্রেমে মজিয়া কৃষ্ণ হইয়াছিল সেই দিন হইতে রাধিকা প্রকৃত সতী হইয়াছিল। রাধিকা কৃষ্ণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আর আয়ানেতে রত ছিল না, তবে বিবাহ নিয়মটিকে বাহ্যিক ব্যাপারে বরাবর ঠিক রাখিয়াছিল। রাধিকা মানিনা হইয়া বাহ্যিকে দেখাইয়াছে যে আমি কৃষ্ণকে চাই না, কিন্তু অন্তরে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বিষয়কে মনে স্থান দেয় নাই; যে কোন বিষয়কে ইন্দ্রিয়াদির

দ্বারা বিষয়ীভূত করিয়াছিল, তাহা সবই কৃষ্ণময় ফলত যখন রাধিকা কৃষ্ণময় হইল, তখন বিকৃতি হইয়াও স্বরূপিণী নাম ধরিয়া একতাগুণে প্রকৃতি হইল অর্থাৎ সতী বনিল।

প্রত্যেক নিয়মে একটি করিয়া ব্যতিক্রম আছে। যাহা প্রকৃতি তাহা পূজনীয়া, ফলত সতী। রাধিকা অসতী হইলে অন্য সকলেই ছুঃছাই করিত, কিন্তু রাধিকাকে সকলে পূজা করে, কারণ রাধিকাতে বিকৃতিভাবের লক্ষণ আদৌ নাই।

সব সৎ হয়,—যদি সব সৎ তাহা হইলে আবার অসৎ কোথা হইতে আইসে? আবার যদি অসৎ সব হয়, তাহা হইলে সৎ কোথা হইতে আইসে? অতএব সৎ ও অসৎ বাস্তবিক **একের** লীলা খেলা হয়। সংসারে নিয়ম ব্যতীত চলিবার উপায় নাই, তবে সাধারণ ও বিশেষ নিয়ম আছে, কিন্তু বিশেষটিকে বৈশেষিক ব্যাপারে ব্যবহার করিতে শিখিলে সব গোলমাল ঠিক হইয়া যায়।

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী এই পাঁচটী নারীর নাম প্রত্যহ সকাল বেলা উচ্চারণ করিলে স্ত্রীলোক সদ্য নিষ্পাপ হয়, কারণ পাঁচটী নারীর গর্ভে পঞ্চ পাণ্ডব, ইন্দ্রজিৎ ও কর্ণাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তেজী ব্যক্তিতে দোষ নাই—যে গর্ভে তেজী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে সে গর্ভটী কুসংস্কার দোষে দোষান্বিত থাকিলেও আদরণীয়।

সত্যবতী যদি অবিবাহিতা অবস্থাতে না সহবাস করিত, তাহা হইলে বেদান্ত, মহাভারত ও পুরাণাদি কি হইত? তবে এই প্রকার দোষগুলি সংসারের ভিতর বিশেষ নিয়ম বলিয়া কথিত—সমস্ত গুণরাশির ভিতর যদি একটু দোষ থাকে, সেটী ঠিক চাঁদের কলঙ্কের মত হয়। চাঁদ আছে এবং কলঙ্ক আছে, কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক নাই,—স্ত্রীলোক আছে এবং কলঙ্ক আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকে

কলঙ্ক নাই। যাহা প্রকৃতি তাহাই সতী, বাস্তবিক উহারা সকলে প্রকৃতিতে ছিল, ইহার কারণ উহারা সকলে প্রকৃত সতী বটে।

যাহা বিষয়াতীত, তাহা বিষয়ীভূতের পক্ষে আলোচনা করা অনুচিৎ। যাহার যত টুকু ক্ষমতা তাহার তত টুকু কার্য্য করা বিধেয়। সংসার নিয়মে ক্ষমতাতীত কার্য্য করিতে যাইলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

প্রেমটি নিয়মের ভিতর নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে সকলে প্রেমিকা বা প্রেমিক হইতে পারিত। প্রেম বিষয়টী কি, প্রেমটি কোথা হইতে হয়, প্রেমটি কাহার সহিত কাহার কি প্রকারে হয়, ইহা কেহই জানে না। প্রেমের অপেক্ষা চাক্ষুষ উচ্চ দর্শন আর বিষয়ীভূতের ভিতর দ্বিতীয় নাই—যাহা অদ্বিতীয় তাহাই মাননীয়, পূজনীয়, বরণীয়, ফলত সেবনীয়। রাধিকা প্রকৃত প্রেমিকা হয়, ইহার কারণ বাস্তবিক রাধিকা সতী হয়।

তৎ সৎ—তিনি ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি হউক—অমনি সৃষ্টি হইল—ইহাতে কি নিয়ম আছে?

সাধারণ বিবাহে নিয়ম আছে। বিবাহিতা স্ত্রী অন্য পুরুষের সহিত কামাতুরা হইয়া রমণ করিলে অসতী হয়—বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর অনুমতি লইয়া পুত্র কামনা করিয়া অন্য পুরুষের সহিত রমণ করিলে অসতী হয় না—প্রেমিকা হইয়া প্রেমিকের সহিত মিলিলে অসতী হয় না—অবিবাহিতা কন্যা পূর্ব্বজন্মের হুকুম অনুসারে অন্য পুরুষের সহিত রমণ করিলে অসতী হয় না। অসতীতে সতীর লক্ষণগুলি থাকে না, তবে যদি অসতী হইয়া সতী হইতে পারে তাহা হইলে কোন দোষ নাই, বরং প্রশংসনীয়া। বাহ্যিক সতীর পেটে নটী হয়, আবার বাহ্যিক নটীর পেটে সতী হয়, কারণ অন্তরের কাণ্ডগুলি যে কি অদ্ভুত ব্যাপার হয়, ইহা

কেহই বলিতে পারে না, কেবল অন্তর্যামী বলিতে পারে। প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াও পুনঃ বিকৃতিটি প্রকৃতি হয়।

তৎ সৎ হইয়াও ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিল, ব্রহ্মা আবার অন্যগুলিকে সৃষ্টি করিল এবং অন্যগুলি আবার পরের পর কত রকম হইল। পিতা পুত্রটিকে জন্ম দিল, আবার পুত্রটি পিতা হইল, বাস্তবিক নিয়মটী বজায় রহিল এবং সাথে সাথে রাধিকাটিও সতী হইল, ফলত সতীটি কি, ইহাও সিদ্ধান্ত হইল।

যে দোলাটিকে দোলায় তাহাতেই সংস্কারটী হয়, যদি দোলার কর্ত্রী ঠাকুরাণী অসতী হয়, তাহা হইলে দোলার বস্তুর সংস্কারটি ঠিক হইতে পারে না; যদি না পারে, তবে কেন সকল স্ত্রীলোক-গুলিকে সতী করা না হয়? দেখ ভাই—যদি আমরা সতীর পুত্র হইতাম তাহা হইলে আর তর্ক করিতাম না, কেননা আমাদের সংস্কারটী অন্য প্রকার হইত।

হংস,—তুমি কি আমাকে অসতীর পুত্র কহ?

অংশ,—আরে বন্ধু! আমি সতীর অর্থ কি করিলাম, তুমি কিছুই বুঝিতে পারিলে না, তবে পাগলা গারদের পাগলের মত বকিতে খুব পার, আমি স্বীকার করি। যে সতী হয় সে প্রেমময়ী হয়,—যদি সে প্রেমময়ী বনিল তাহা হইলে দ্বিতীয়া রহিল না; অতএব যাহা অদ্বিতীয়া তাহাই পূজনীয়া। বন্ধু! তোমরা কটি ভাই?

হংস,—পাঁচটী।

অংশ,—কাহারো সহিত কাহারো রংয়ের প্রভেদ নাই, বোধ হয়।

হংস,—পাঁচজনের রংই আলাহিদা হয়, অর্থাৎ পাঁচজন পাঁচ রংয়ের হয়।

অংশ,—সকলে এক প্রকার আহার কর?

হংস,—না বন্ধু! আমি নিরামিষ খাই। বড়টী বড়ই সাহেব, তিনি হোটেলে ব্যতীত খায় না। যখন যে প্রকার আহার মিলে তৃতীয়টী তাহাই খায়, বেশীর ভাগ কোন প্রকার আহারে তাহার আপত্তি নাই। চতুর্থটি মাছ ব্যতীত অন্য কিছুই খায় না। পঞ্চমটী আগে জ্যেষ্ঠের সঙ্গে খুব হোটেলে খাইত, তবে অর্শ, নাসা ও অম্বল রোগ হওয়াতে আমার সঙ্গে নিরামিষ খাইতে সুরু করিল। মেয়েগুলি "টিকি রাখনা" বলাতে, বিশেষত মা উহাকে বলিল.—তুমি রাঁড়ের খাওয়া খাইলে শরীর থাকিবে কেন? তুমি মাছ খাও, তাহা না হইলে চক্ষু খারাপ হইয়া যাইবে। এই প্রকার বলাতে সে চতুর্থটির সঙ্গে খাইতে সুরু করিল। কিছুদিন পরে ভাগ্যবলে এক হলদে কুকুর জুটিল। সে পঞ্চমটিকে বলিল,—তুমি বড় কাহিল, তোমার শরীরের ভিতর রোগ আছে, তুমি বেশী দিন বাঁচিবে না। তুমি খাও কি? পঞ্চমটী তাহাকে সব বলিল এবং সে উহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া পঞ্চমটিকে বলিল—তুমি পিতার পুণ্যবলে বাঁচিয়া আছ, তাহা না হইলে অনেক দিন পূর্ব্বে মরিয়া যাইতে, যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমার মত ফল খাও। দেখ, আমার আশী বৎসর বয়স হইয়াছে কেমন আছি। পঞ্চমটী তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু বন্ধু! সে অধিকদিন বাঁচিল না।

অংশ,—আর অন্যগুলি ভাল আছে?

হংস,—না বন্ধু! সকলে মরিয়া গিয়াছে, তবে আমি হতভাগা—তাই এখনও বাঁচিয়া আছি।

অংশ,—তোমার পিতা ঠাকুর কি প্রকার আহার করিত?

হংস,—পূর্ব্বেকার ধার্ম্মিক লোকদিগের ভিতর যে প্রকার আহার ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তবে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী ও অন্যান্য বার ব্রতগুলিকে অত্যন্ত দেখিতেন, এমন কি মাসের ভিতর প্রায় দশদিন শুকাইয়া থাকিতেন। তিনি প্রত্যহ প্রায় দ্বিপ্রহরের নীচে আহার করিতেন না, কিন্তু বন্ধু! তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কোন কঠিন ব্যারাম ভোগ করেন নাই, বাস্তবিক যেমনি রোগ হইল, অমনি তিনদিনের জ্বরে মরিয়া গেলেন।

তাঁহার বড় শুচারোগ ছিল। অন্য কোন জাতির সহিত আহার করিতেন না। যদি কেহ ভুলক্রমে কোন জিনিষ অশুচী বস্ত্র পরিয়া হাত দিত, আর সে জিনিষটিকে তিনি খাইতেন না। বন্ধু! বলিব আর কি—জ্বালানি কাষ্ঠগুলি গাড়া করিয়া আসিলে আগে জলে ধুইয়া ছাদের উপর রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া পরে ব্যবহার করিতে দিতেন। আমি একদিন বলিলাম,—বাবা জ্বালানি কাষ্ঠে কি জাতি হয়? বাবা বলিলেন,—তুমি খ্রীশ্চান হইয়াছ, বাতাসেও জাতি যায়। কাষ্ঠগুলি যে মুসলমান জাতিতে উঠানে লইয়া আইসে! যদি অদ্য আমি কাষ্ঠের উপর নজর না রাখি, তাহা হইলে কল্য এক সঙ্গে বসিয়া কথা কহিতে কহিতে উহাদের সহিত আহার করিতে পারি! তুমি দু'চারি পাত লেখা পড়া শিখিয়া জানিয়াছ যে জাতি কিছুতেই যায় না এবং নৈয়ায়িকেরা তুক্ক ধরিয়া থাকে—জাতির ধ্বংস নাই। ব্যবহারে জাতি থাকে, যদি ব্যবহারই উল্টাইয়া যাইল, তাহা হইলে আর জাতি রহিল কোথায়? তুমি ছেলে মানুষ, কিছুই জান না। তবে বলি শুন ঃ—

একজন হিন্দু সে সব দলে মিশিত, সব খাওয়া খাইত, আর সে বড় রং করিয়া বেড়াইত। সে রং করিয়া অন্য একজন হিন্দুকে বলিয়াছিল,—কিহে, হাজা ব্যতীত তোমাকে অন্য কিছুতেই

দেখিতে পাইনি! সে হিন্দুটি উত্তর দিল,—আমি তবু একটাতে ধরা পড়িয়াছি—তোমাকে যাদু যে কিছুতেই পাই না। দেখ—কি ভয়ানক কথা বলিল! সংস্কারটি যত গাঢ় হয় ততই ভাল।

অংশ,—তোমার গৃহিণী কি তোমার মত খায়?

হংস,—না বন্ধু! তিনি সুশিক্ষিতা, তিনি ষোল কলা হইতে ইচ্ছা করেন, তবে নানা কারণে এক রকমে চলিয়া যাইতেছে।

অংশ,—সকলকার পোষাক কি এক রকম ছিল?

হংস,—সেটাও বন্ধু! রকমারি ছিল। যেটা যে ভাল বিবেচনা করিত, সে সেটাই ব্যবহার করিত।

অংশ,—তবে এক বাড়ী হইতে খ্রীশ্চান, মুসলমান, বৌদ্ধ, য়িহুদী ও হিন্দু বাহির হইত!

হংস,—তা হইত বৈ কি!

অংশ,—পোষাকগুলিকে কি পুরো রকমে লইত?

হংস,—না বন্ধু! নীচে এক রকম, মধ্যে আর এক রকম, উপরে অন্য রকম।

অংশ,—গায়ের পোষাক—তাও এক রকম ব্যবহার করিত না, একসঙ্গে পাঁচটাকে মিশাইয়া পরিত,—কেমন হে?

হংস,—হাঁ।

অংশ,—ধর্ম্মটী কি প্রকার ছিল?

হংস,—সেও পাঁচ মিশিলি।

অংশ,—রাতে প্রভু যিশু,—দিনে শ্রীকৃষ্ণ,—মধ্যে পীর পয়গম্বর অন্য যত কিছু। কেমন হে—একটা জাতি ধর্ম্মতে খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই।

হংস,—প্রকৃত ধরিলে তাই, তবে দর্শনে ঠিক আছি।

অংশ,—দর্শনে কি জাতি ধর্ম্ম আছে, না বিষয় ধর্ম্ম আছে?

হংস,—যাহাই থাক্, কোন দোষ দেখি না।

অংশ,—বিষয়, ধর্ম্ম, জাতি ধর্ম্মতে খাটে না; তবে যদি খাটাও তাহা হইলে অসভ্য হইয়া দেহটিকে রক্ষা করিতে হয়।

হংস,—দেহটি থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি!

অংশ,—সাধে কি বলি, আমাদের মাথার দফা রফা হইয়া গিয়াছে! এই তুমি বলিলে, আমাকে অসতীর পুত্র বল কেন, এখন আবার কাঁদুনি রস গাইতেছ! বাহোবা, বলিহারী যাই তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও যুক্তিকে! সতীর ছেলের বেলা সঙ্কীর্ণ অর্থতে, আর জাতি ব্যবহারের বেলা দর্শনের মাঠেতে! বাহোবা!

হংস,—তুমি আমাকে অসতীর ছেলে বলিলে, আমি তোমাকে ইহার কারণটি কি ইহা জিজ্ঞাসা করিব না?

অংশ,—সতীতে দর্শন নাই, খালি জাতি ব্যবহারটি আছে। ধর্ম্মটি কি—জাতি ব্যবহার ব্যতীত কি অন্য কিছু? দেখ বন্ধু! যেন বিষয়ের তর্ক আনিয়া ফেলিও না, তাহা হইলে আবার সব গুলিয়া যাইবে। তুমি পাঁচটি ভাইয়ের পোষাকের, আহারের, রংয়ের ও জাতি ধর্ম্মের যে প্রকার আচার ও ব্যবহার বলিলে উহাতেই ঠিক হইল যে আমরা অসতীর পুত্র হই, কেননা সতী এক ব্যতীত দ্বিতীয়কে চাহে না। আমরা পাঁচমিশালী হইয়া কি প্রকারে সতীর পুত্র হইতে চাই?

হংস,—যে এক স্বামী ব্যতীত অন্য স্বামীতে না নজর দেয়, সেই সতী হয়।

অংশ,—ঠিক বলিয়াছ। এক ব্যতীত কি অন্য কেহ স্বামী আছে?—এক ব্যতীত কি জাতির ভিতর অন্য অবতার আছে?—এক বর্ত্তমান ব্যতীত কি সংসার আছে?—এক নিয়ম ব্যতীত কি

জাতীয় ধর্ম্মের অস্তিত্ব আছে?—এক শক্তি বা ইচ্ছা ব্যতীত কি উৎপত্তি আছে? যদি সবই এক হয়, তবে জাতি ব্যবহারের সময় একটীকে দেখিতে পাই না কেন? সতী ও অসতী জাতি ব্যবহারে হয়। পূর্ব্বে আমি পাঁচটী নারীর নাম করিয়াছি, উহারা কি অসতী হয়?—কেন হয় না?—কারণ উহারা জাতি ধর্ম্মের নিয়মটিকে রক্ষা করিয়া বীরপ্রসবিনী হইয়াছিল।

বন্ধু! ইন্দ্রজিৎ পুত্র জন্মিলে কি মাতা ঠাকুরাণী অসতী হয়, না পঞ্চ পাণ্ডব ও কর্ণ জন্মিলে অসতী হয়, না বেদব্যাস জন্মিলে মাতা ঠাকুরাণী অসতী হয়, কিন্তু জাতি ধর্ম্মের ব্যবহার জাতির ভিতর না থাকিলে সতী হইয়াও অসতী হয়,—যেমন প্রকৃতি হইয়াও বিকৃতি হয়, আবার বিকৃতি হইয়াও প্রকৃতি। যদি সব প্রকৃতি হয় তাহা হইলে কি করিয়া আবার বিকৃতি হয়? বন্ধু! জাতি ব্যবহারে সংসারে প্রকৃতি ও বিকৃতি হয়, সতী ও অসতী হয়, ভাল ও মন্দ হয়, পণ্ডিত ও মূর্খ হয়, কালো ও ধোল হয়, আর রাজা ও প্রজা হয়। যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে বন্ধু! যখন সতীর পুত্রের লক্ষণ আমাদিগের ভিতর নাই, তখন অসতীর পুত্র ব্যতীত আর কি বলিব?

হংস,—সতীর পুত্রদিগের লক্ষণ কি?

অংশ,—এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং। হৃদয়েশ বা প্রণেশ্বর যদি কেহ কাহাকে বলে, তাহার কি অন্য বিষয়কে দেখা উচিত?

হংস,—তাহা কেন হইবে।

অংশ,—তবে সকলে লেখে কেন, মম প্রিয় অমুক লিখিলেই চুকিয়া যায়; ইহাতে কি প্রণয় হয় না, না ভালবাসাটিকে দেখান যায় না? এক ব্যতীত হৃদয়েশ বা প্রাণেশ্বর অন্য কেহ

হইতে পারে না, তবে তিনি বড় দূরের কথা, ইহার কারণ অবতারটি হৃদয়েশ বা প্রাণেশ্বর হইতে পারে; যদি এইটিও দূরের কথা হয়, তাহা হইলে স্বামী হৃদয়েশ বা প্রাণেশ্বর হইতে পারে—যদি স্ত্রীলোকটী হৃদয়েশ্বরী বা প্রাণেশ্বরী হয়।

হৃদয়েশ বা প্রাণেশ্বর থাকিতে হৃদয়েশ্বরীর বা প্রাণেশ্বরীর বার, তিথি, ব্রত, তীর্থ, কিছু আছে কি? যদি না থাকে, তবে পূজারী বা পাণ্ডারা কি করিয়া প্রতিপালন হইতেছে? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতি কেহ কাহারও হৃয়য়েশ বা প্রাণেশ্বর বা হৃদয়েশ্বরী বা প্রাণেশ্বরী নয়। যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে কেহ কাহারও স্বামী হইল না। তবে কি স্বামী ও স্ত্রী নাই? জাতি ব্যবহারে তিন পাক দিলেই বিবাহ হয় এবং এই বিবাহ সূত্রে স্বামী ও স্ত্রী সম্বন্ধ হয়; ফলত এইটিও জাতি ব্যবহার। অতএব জাতি ব্যবহারটিকে ঠিক হইলে ব্যবহার গুণে স্বামী ও স্ত্রী সম্বন্ধটি ঠিক হয়। যদি এই যুক্তিটি ঠিক হয়, তাহা হইলে জাতি ব্যবহারটি যে জাতির ভিতর নাই, সে সতীর পুত্র হইলেও অসতীর পুত্র হয়, আর জাতি ব্যবহার ঠিক থাকিলে সম্বন্ধসূত্রে অসতীর পুত্র হইলেও সতীর পুত্র বলিয়া কথিত হয়,—যেমন প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াও বিকৃতিটি প্রকৃতি হয়। বন্ধু! আমি তোমায় কিসের দরুণ সতীর পুত্র বলিয়াছি, এখন জানিতে পারিলে?

ঋতুমতি স্ত্রীলোক চতুর্থ দিবসে ঋতু রক্ষার দরুণ যদি অন্য পুরুষে রমণ করে, তাহা হইলে কি অসতী হয়? যদি হইত, তাহা হইলে গাদা গাদা রামায়ণের মহাভারতের ও পুরাণের স্ত্রীলোক-গুলি পূজনীয়া হইত না! বরং পুরুষ স্ত্রীলোকের ঋতু রক্ষা না করিলে শাস্ত্রে তাহাকে দোষারোপ করে। লক্ষ্মী ছাড়া কি নারায়ণ থাকে—না নারায়ণ ছাড়া লক্ষ্মী থাকে? যদি এইটী ঠিক হয়,

তাহা হইলে ছাড়াছাড়ি হইয়া মিছামিছি স্ত্রীলোকগুলিকে দোষারোপ কর কেন? লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া থাকিলে লক্ষ্মীছাড়া হইতে হয়, এইটী কি জান না?

যদি পুরুষ পুরুষত্ব বিহীন হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোক অন্যের সহিত রমণ করিলে কি সতীত্ব নষ্ট হয়?—না পুরুষত্ব বিহীন পুরুষের উচিত হয় স্ত্রীলোককে অনুমতি দেওয়া, যাহাতে চাষের জমী না পতিত থাকে—"বিচিত্র বীর্য্যাদি" ইহার নজির রহিল।

কুমারী অবস্থাতে রমণের ইচ্ছা হইলে কি সতীত্ব নষ্ট হয়?—না পূর্ব্ব জন্মের শাপ আসিয়া সতীত্বটিকে বজায় রাখিয়া দেয়? সত্যবতী দৃষ্টান্তের স্বরূপ রহিল।

পিতা মাতার অভাব থাকিলেও স্ত্রীরত্ন রত্নবিহীনা বলিয়া কথিত হইতে পারে না; যদি পারিত, তাহা হইলে সীতা রামচন্দ্রের গৃহিণী হইতে পারিত না; পুত্র কামনা করিয়া স্ত্রীলোক অন্যে রমণ করিলে দোষান্বিত হয় না,—শ্বেতকেতুর মাতা ঠাকুরাণী নজির রহিল। তবে সুখ কামনা করিয়া অন্যের সহিত রমণ করিলে সংসারসূত্রে বড়ই দোষের কথা হয়। **এক** বলিলেন,—"আমি বহু হইব," অতএব সংসারের সারই বহু হয়।

কামপণ্ডিত না হইয়া কামক্ষেত্রে নাবা উচিত নয়; যদি নাব, তাহা হইলে কামক্ষেত্র হইতে পলাইতে হয় এবং পলাইয়া আসিয়া পরে নিজের বীরত্বটিকে বজায় রাখিবার দরুণ কত প্রকার অছিলা ধরিয়া কামক্ষেত্রটিকে মিছামিছি দোষারোপ করিতে হয়, ফলত জীয়ন্ত শক্তিতে কোন প্রকার দোষ আসিতে পারে না।

বন্ধু! নিজে শক্তিবিহীন হও, ইহার কারণ জীয়ন্ততে দোষ দেখ। নেবা রোগে আক্রান্ত হইলে হরিদ্রাবর্ণ হয়, ইহা চির প্রসিদ্ধ এবং

যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে তুমি কুসংস্কার রোগে পীড়িত আছ, এবং সেই হেতু তুমি জীয়ন্ত শক্তিতে দোষ দেখ।

সম্প্রতি সভ্য মহলে বার মেড লইয়া বড় হুলস্থূল পড়িয়াছে, বাস্তবিক এইটী ভাল চিহ্ন নয়, কারণ এই ব্যবসাটিতে অনেক স্ত্রীলোক প্রতিপালন হয়, আপাতত উহারা যায় কোথা, এবং উহাদিগের দরুণ কি কোন নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে, না কোন উপায় করা হইয়াছে? যদি না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কোন পুরুষ লুকাইয়া খাইতে ভালবাসে, কোন পুরুষ দেখাইয়া খাইতে ভালবাসে, কিন্তু এমন পুরুষ নাই যে খায় না। যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে অগ্রে পুরুষগুলি ভাল হওয়া বিধেয়।

স্ত্রীলোককে অবলা কহে, ইহার কারণ স্ত্রীলোকেরা পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। যদি আশ্রয়দাতা নষ্ট করে, তাহা হইলে যে আশ্রয় লয়, তাহার দোষ কি? আজ কাল নিজের অন্নটিকে সংগ্রহ করা কি প্রকার সুকঠিন হইয়াছে, ইহাতে যদি অন্য একটী উপায় না করিয়া দিয়া একটি ব্যবসাকে উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কতকগুলি স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করা হয়।

অর্থ হইলেই মত্ততা আইসে, ইহা কি কেহ বন্ধ করিতে পারে? এবং অর্থের শত্রু সব বিষয় বলিয়া কি কেহ নিরর্থী হইতে ইচ্ছা করে? ফলত যদি অর্থে অর্থ হয়, তাহা হইলে সাধারণ নিয়মটিকে রোধ করাটি বিধেয় নয়। শক্তিটিকে এক-বারে বন্ধ করিলে অন্য ধার দিয়া বাহির হইয়া যায়,—যদি আবরণটি শক্ত হয়, তাহা হইলে অন্তরে শক্তিটী জমিয়া জমিয়া পরে উহাতে এত শক্তি জন্মায় যে আবরণটি শেষে ফাটিয়া যায়।

হংস,—তবে বিবাহ শব্দটী থাকে না।

অংশ,—বন্ধু! বিশিষ্টরূপে বহন করার নাম বিবাহ হয়। যদি তুমি বিশিষ্টরূপে বহন করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি বিবাহ করিলে কৈ? পাত্রী তোমার কাঁধে যত ভার দিবে, তোমাকে তাহাই বহন করিতে হইবে, কেননা তুমি শপথ করিয়া পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছ যে আমি তোমাকে বিশিষ্টরূপে বহন করিব।

বন্ধু! তোমার পেট ভরা থাকিলে, তুমি কি আর খাইতে পার? বোধ হয়, কেহই পারে না। আমরা যদি পাত্রীর পেট-টিকে ভরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে সে "খাই, খাই" করিবে কেন? এই দোষটি কি পাত্রীর, না আমাদের? যদি আমাদের হয়, তাহা হইলে নিজের সামর্থ্যটিকে আগে ঠিক করিয়া পরে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। পাত্রী যদি কাঁধে ভার দেয়, আর আমরা যদি বলি আমরা পিলে রোগে আক্রান্ত হই, তাহা হইলে পাত্রীটি যায় কোথায়? অতএব পাত্রীটি যাহা কিছু বহন করিতে বলিবে, আমাদিগকে তাহাই বহন করিতে হইবে; যদি বহন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের পাত্রীর সহিত বিবাহটি ঠিক হয় এবং বিবাহ শব্দটির অর্থটি ঠিক থাকে।

হংস,—যদি হাতী ও ঘোড়া চায়, তাহা হইলে আমি পাই কোথায়?

অংশ,—হাতী ও ঘোড়া চাওয়া মেয়েকে শপথ করিয়া বিবাহ করিবে কেন?

হংস,—সে কি চাহিবে আমি কি করিয়া জানিব?

অংশ,—কেন ফলিত জ্যোতিষবেত্তাদিগকে কুষ্টি দেখাইয়া তো বিবাহ কর?

হংস,—জ্যোতিষবেত্তারা যাহা কিছু বলে, তাহা ঠিক হয় না।

অংশ,—যদি এইটী সত্য হয়, তবে উহাদিগের কথাতে বিবাহ কর কেন?

হংস,—কি করি, দশ চক্রে ভগবান ভূত হয়।

অংশ,—কাঠের ঘোড়া জল খাইতে পারে কি?

হংস,—না।

অংশ,—জীয়ন্ত হইলে পারে?

হংস,—হাঁ।

অংশ,—যদি এইটী ঠিক হয়, তাহা হইলে জাতি ব্যবহারটিকে ঠিক করিতে পারিলে আর কাল্পনিক গণ ও বর্ণগুলি থাকে না, আর স্ত্রীলোকে হাতী বা ঘোড়াটিকে চায় না। ফলত জাতি ব্যবহারটি ঠিক থাকিলে উভয়ের সংস্কারটি ঠিক হয়, আর উভয়ের সংস্কারটি ঠিক হইলে উভয়ের মনের সহিত মনের মিলটীও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়, বাস্তবিক সংসারে থাকিতে হইলে জাতি ব্যবহারকে ব্যবহারে আনা অত্যন্ত আবশ্যক।

বন্ধু! বাতাসের উপর কি কোটা বাড়ী হয়? যদি হয়—তাহা হইলে দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য। যত বাচালতা করিবে, ততই অসতীর সংখ্যা বাড়িবে—যত অসতী বাড়িবে ততই খিচুড়ীর উপর খিচুড়ী চড়িবে—যত পাঁচমিশিলি হইবে ততই বেহাল হইতে থাকিবে—যত বেহাল হইবে ততই কথার শ্রাদ্ধের দানসাগর চলিবে। তিনি এক হন, তবে কেন রাজা ও প্রজা রহিয়াছে, কালা ও ধলা রহিয়াছে, স্ত্রী ও পুরুষ রহিয়াছে, এবং পণ্ডিত ও মূর্খ রহিয়াছে? অতএব স্বীকার করিতে হইবে, আকারান্বিত হইলেই গুণযুক্ত হয়; আর গুণযুক্ত হইলে পুরুষকার করিতে হয়।

পুরুষকার করিতে হইলে নিয়মের প্রয়োজন, আর নিয়মের প্রয়োজন হইলে অবতারের আবশ্যক।

তিনি এক হন এবং তাঁহা হইতে যত বিষয় হয় সেগুলিও সব এক হয়; বাস্তবিক বিষয় হইতে যত রূপান্তরিত বস্তু সেগুলিও এক। যদি এই যুক্তিটি ঠিক হয়, তাহা হইলে রূপান্তরিত বস্তুর ভিতর মানব শ্রেষ্ঠ এবং মানবের ভিতর গুণী শ্রেষ্ঠ; ফলত গুণীর ভিতর অবতার শ্রেষ্ঠ হন।

তিনি এক হন এবং অবতার এক হন, যদি এইটি সত্য হয়, তাহা হইলে শিষ্য এক হওয়া কর্ত্তব্য। যেখানে বহু অবতার আছে ও নানা রকমের শিষ্য আছে সেখানে ধর্ম্ম থাকে কি?—কেন থাকে না,—প্রকৃতির অভাব। মেয়েলী কথায় বলে—একতাটি হয় শক্তি,—এই একতাটি কি করিয়া হয়?—অবতারের দ্বারা ধর্ম্মতে হয়। ধর্ম্মটী কি?—জাতি ব্যবহার। জাতি ব্যবহারটি কি?—সমতা। সমতাটী কি?—ভ্রাতৃভাব। ভ্রাতৃভাবটী কি?—একতা। একতাটী কি?—শক্তি।

দেখ বন্ধু! জীয়ন্ত শক্তি হইতে সব কর্ম্ম হয়। আমরা জীয়ন্ত শক্তিকে যদিও উপাসনা করিয়া থাকি বটে তথাপি নিয়ম ছাড়িয়া করি বলিয়া দুঃখ ভোগ করি; কিন্তু যদি আমরা জাতি ব্যবহারের নিয়মের সহিত করিতাম তাহা হইলে আজ আনন্দে আটখানা হইয়া জীয়ন্ত শক্তিকে শান্তির সহিত ভোগ করিতে পারিতাম। জীয়ন্ত শক্তিতে দোষ নাই।

একের লীলা কি অদ্ভুত হয়, বন্ধু! একবার দেখ! লীলারূপে লীলাময় আসিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মটিকে ঠিক করিয়া দিয়া যান। যে জাতি ধার্ম্মিক ও কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারিল সেই অবতারের বাক্যেতে সৌভাগ্যশালী হইল, আর যে জাতি অবহেলা করিল,

সেই দুর্ভাগ্যশালী রহিল, অর্থাৎ যে সতীর পুত্র হইল সেই সৌভাগ্যশালী হইল, আর যে অসতীর পুত্র হইল সেই দুর্ভাগ্যশালী হইল। বন্ধু! সতীর ও অসতীর অর্থটি কি, একবার অনুগ্রহ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া কীর্ত্তন কর।

শিয়ানা ও বোকার রূপকথা।

কোন সময়ে একজন শিয়ানা আসিয়া কোন একটি বোকাকে বলিল,—তোমাকে ভলণ্টিয়ার হইতে হইবে।

বোকা বলিল আমি ভেতো বাঙ্গালী আমি কি ভলণ্টিয়ার হইতে পারি। বিশেষত এব্যাপারটি কি সেটা আমি জানি না বা আমার পূর্ব্বপুরুষ জানেন না। ডাল ভাত খাই সুখে নিদ্রা যাই, আমাদের আবার এসব চর্চ্চা কেন? আমার ছেলেটা বলে,—সিঙ্গি মারি চড়েতে, বাঘ মারি লাথিতে, হাতি মারি, সাপটে, আমি বড় সবেতে।

শিয়ানা,—তোমার পুত্র ঠিক বলিয়াছে, বোধ হয় সে মহাবীর হইবে।

বোকা,—তা কই আমি একদিন হঠাৎ মনে করিলাম ছেলেটা কেমন সাহসী হয়েছে একবার দেখি। এই মনে করে ছেলেটাকে ভর সন্ধ্যা বেলায় মাঠ পানে লয়ে যেতে যেতে দেখিতে পাইলাম একটা পেঁচা গাছের উপর বসে আছে আমি বলিলাম পাঁচু ঐটাকে ধরে আনিতে পার?

পাঁচু বলিল,—ওটা কি বাবা? ওটার চোখ দুটো অমন করে ঘুর্‌চে কেন? আবার ওটার মুখটা সিঙ্গির মত থেব্‌ড়া।

বোকা,—তুমি এক চড়ে ওটাকে মেরে ফেলিতে পার?

পাঁচু,—না বাবা ওটাকে দেখে বড় ভয় হচ্চে! ওটা এদিকে আস্‌চে না তো?

এমন সময়ে পেঁচাটা প্যাঁ করে যেমন উড়ে গেল; অমনি পাঁচু আমাকে জড়িয়ে ধরে প্যাঁ করে পেঁচোতো পেলে—আমি বড়ই ব্যতিব্যস্তে পড়িলাম, কি করি কিছুই ঠিক না করিতে পারিয়া, মুখে ফুঁ দিতে লাগিলাম, খানিক ক্ষণ পরে পাচু বলিল বাবা সিঙ্গিটা আর নেই তো?

আমি বলিলাম পাঁচু তোমার কোন ভয় নাই, সেটা উড়ে গেছে, চল বাড়ী যাই। নানা রকম কথা বলে মুখ চাপা দিয়ে তাকে বাড়ীতে আনিলাম।

শিয়ানা,—তাহার বয়স কত?

বোকা,—প্রায় ছয় বৎসর।

শিয়ানা,—তবে সে বড় ভয় তরাসে?

বোকা,—ব্যাতের বুলিটা কই ছাড়ে?

শিয়ানা,—তুমি পুরুষ না মেয়ে মানুষ বুলি বলিতে বলিতে সাহস বাড়িবে, তুমিও যে ঠিক ছয় বৎসরের ছেলের মতন হইতে চাও। এইটি লজ্জার কথা—তুমি পুরুষ না স্ত্রীলোক।

বোকা,—বাঙ্গালীর মেয়েগুলি শতমুখী নিয়ে খুব্‌ কথা কাটা-কাটি করে, লড়ূই করে, অনেক রকম রংঢং করে, আবার ঝগড়া যদি না সেদিন শেষ হয়, তাহলে পরদিনের জন্য ধামা ঢেকে রেখে দেয়; তুমি কুজ্‌ড়ো নাকি, যে আমাকে মেয়েদের মতন ঝগড়া করিতে ডাক্‌ছে, হয়েছে কি বলনা?

শিয়ানা,—তুমি ভেতো বাঙ্গালা, তাই ভলণ্টিয়ারের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছ, তোমার অপেক্ষা স্ত্রীলোক গুলি শত গুণে ভাল, কারণ ঝগড়া করিতে পারে, তুমি যে তাহাও পার না—তুমি জাননা কি যে অন্য দেশে আপাতত একটা মহা হুলুস্থূল ব্যাপার চলিতেছে তুমি কি জগতের কোন খবর রাখনা, আর কাহারও ধার ধারোনা, তুমি কি মানুষ না পশু। তুমি ইতিহাস পড়িয়াছ—না তাহাও পড়নি—মহাভারত, রামায়ণ কিম্বা পুরাণাদি পড়িয়াছ—না খালি সোঁদোর গাধা—গাধাটি সব করিতে পারে, খালি ভাতের কাটিটি বহিতে পারে না।

বোকা,—ভাই! আমি কিছুই মুখস্থ করিনি, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবরে দরকার কি? পুরাণে যে সমস্ত বীরদের নাম আছে, তাঁরা সকলে যে দেবতা, আমি হাতজোড় করে কত পূজা করে থাকি, কত তাদের কাছে বর মাগি, শ্রীরামচন্দ্রকে ও হনুমানকে সকলে অবতার ও অবতারের দাস বলে পূজা করে থাকে—অর্জ্জুনকে ও শ্রীকৃষ্ণকে নরনারায়ণ বলে সকলে পূজা করে থাকে। তারা সব কি মানুষ, তাহাত আমি জানতাম না। ছি ভাই! দেবতাকে মানুষ বলিলে পাপ হয়, কথক ঠাকুর কখন ত দেবতাকে মানুষ বলে নাই। দেবতারা সব করিতে পারেন—আমির করিতে পারেন আবার ফকির করিতে পারেন, তবে ভাই! আগে নাক কাণ মলে, তোমাকে আমার দেবতার কথা বলি শুন। আমার ছেলে মরে গিয়াছিল আমার দেবতার পা ধোয়া জলটকে খাইয়ে দিতেই আরাম হয়ে গেল। ভাই! ওসব কথা আমায় শুনিও না, তাহলে তোমার সাথে আর কথা কইব না।

শিয়ানা—তোমাদের জন্য দেশটা উৎসন্ন গেল। ইতিহাস পড়িবে না, খালি গল্পগুলিকে শিখিবে, হনুমান একলাফে লঙ্কা পার

হইল, আহা কি শুনিতে মধুর। অসভ্য কথকেরা রামায়ণ ও ও মহাভারতের প্রকৃত অর্থটি শ্রোতা দিগকে বুঝাইয়া দিবে না, খালি শিখাইবে দেবতাগুলিকে নমস্কার কর? আর আমাকে পয়সা দিয়া স্বর্গের সিঁড়ি কর—এই কথক গুলির জন্য জ্বালাতন হইয়াছি, তুমি পুরুষ না স্ত্রীলোক যে ভলণ্টিয়ার হইতে পারিবে না। বড়ই লজ্জার কথা।

বোকা,—আমি ভেতো বাঙালী হয়ে কি করে ভলণ্টিয়ার হতে পারি, সেদিন একটা ফোড়া কাটা দেখে ভিরমী গেলুম, নড়ুয়েতে রক্তের নদী নালা বয়, প্রাণটা খোয়াব কি—আমি রাত্তিতে বিছানায় একলা শুতে পারি না, মাগের আঁচলের সাথে আমার কোঁচার খুঁটটা না বাঁধা থাকিলে বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে, আর ঘুম হয় না, তবে তুমিত খুব রণবীর হয়েছে।

শিয়ানা,—আমি বীর হইতেছি, আর তুমি কিনা পুরুষ হইয়া অর্দ্ধাঙ্গের আঁচলের সহিত তোমার কোঁচার খুঁটটিকে বাঁধিয়া রাত্রিতে শুইয়া থাক, বড়ই লজ্জার কথা।

বোকা,—দেখ ভাই কতকগুলো কায়েৎ বর্ম্মা পরে ঝগড়া করিবে বলে, কামারের বাড়ীতে ফরমাস দিয়েছে, ওরা বোধ হয় তোমার কথা শুনিতে পারে।

শিয়ানা,—তুমিও যে সেই শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীঅর্জ্জুনের ঠিক ক্রম বংশধর হও, তুমি পারিবে না কেন? বোধ হয় তুমি হোটেলে খাও না, সেই জন্য তোমার অস্থিতে বল জন্মায়নি। তুমি এখনও জুজুকে দেখিয়া ভয় পাও, তুমি একটু একটু স্থপ্ খাও, আর ইংরাজী ভাষাটাকে বেশ ভাল করিয়া মুখস্থ রাখ, আর সব সভাতে যাইতে সুরু কর, তাহা হইলে তোমার সাহস

বাড়িবে। তবে তোমার গৃহলক্ষ্মী খুব টিপ্ টাপ্ করিয়া পুতুল-গুলিকে নমস্কার করে?

বোকা,—আমার দেবতাকে যদি ওসব কর, তাহলে আমি আর তোমার সাথে কথা কহিব না।

শিয়ানা,—তুমি কি ড্রিল দেখিয়াছ?

বোকা,—না ভাই কুড়কুড় ফুট্‌কড়াই—আর দেখিব কি—ছেলে বেলা থেকেই খাচ্চি,—তুমি খাও না?

শিয়ানা,—তুমি ভলণ্টিয়ারদের ড্রিল মাঠে দেখনি?

বোকা,—না।

শিয়ানা,—তবে কলিকাতায় বাস কর কেন?—তুমি বাঙ্গালার নরকে যাইতে পার না!

বোকা,- বাঙালাতেই তো আছি, আর যাবো কোথায়—পাংকুয়াতে।

শিয়ানা,—তুমি এইবার মাঠে গিয়া ড্রিল দেখিবে!

বোকা,—তুমি কি ড্রিল শিখেছ?

শিয়ানা,—বাঁশের ঝাড় প্রায় শেষ করিয়া দিলাম, বস্ত্র কত মহার্ঘ হইয়ায়ে দেখিতেছ না?

বোকা,—তাই বুঝি বংশধরেরা ঘরের চাল বাঁধিতে পারিতেছে না। আহা—গরিবের উপর একটু নজর রাখ, নাই বা ড্রিল হইল, গরিবেরা চাল বাঁধিতে পারিলে তোমাকে কত আশীর্ব্বাদ করবে। বংশের ঝাড় যদি ওজড় হয়, তাহলে মাথাগুঁজে থাকিবে কোথায়?

শিয়ানা,—স্বদেশের উন্নতির দরুণ যদি সব যায়, তাহাও ভাল।

বোকা,—যদি সবই গেল তাহলে স্বটি আর দেশটি রহিল কোথায়?

শিয়ানা,—তুমি কিহে, এখনও ড্রিল কি বুঝিতে পারিলে না ?

বোকা,—কানি নিয়ে কি কর ?

শিয়ানা,—নিশান করিতে হয়, নিশান দাগিতে হয়, নিশান উড়াইতে হয়। তুমি কি মাঠে ভলণ্টিয়রদের ড্রিল কখনও দেখ নাই ?

বোকা,—ফুট কড়াইয়ের মতন আটখানা হয়ে যেতে হয়, তাই ভয়ে যাই নাই।

শিয়ানা,—ফুঁকো আওয়াজ। তুমি কিহে—কলিকাতায় বাস করিয়াও কিছু জাননা লজ্জার কথা, তোমার গৃহিণীটি কেমন ?

বোকা,—ভাই বুঝিতে ত পারিতেছ, যেমনি পেঁচা তেমনি পেঁচা ! কথায় বলেনা—"দয়াময়, মেয়ে দেখে মদ্দা গড়ে, আবার মদ্দা দেখে মেয়ে গড়ে"। ঘরের ভিতর কিছু নড়িলে সে মূর্চ্ছা যায়, তারি আদরের ছেলে পাঁচু পাঠশালা থেকে বয়েৎ শিখে মেয়ে মহলে খুব সরফরাজী করে ভাই—পাঁচু কত বড় বীর শুনিলে ত সব।

শিয়ানা,—বড় দুঃখের বিষয় যে তোমার গৃহিণী সুশিক্ষিতা নন, আমার গৃহিণী সমস্ত করিতে পারেন, জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত করিতে পারেন, বাঘের মুখে যাইতে পারেন, কাহাকেও দৃক্‌পাত করেন না এবং কোন বিষয়েতে ভয় রাখেন না। ফাঁকি এত ধরিতে পারেন যে, কেহ তাহাকে ফাঁকি দিয়ে যাইতে পারে না, তবে বড়ই মানিনী। তুমি তোমার স্ত্রীকে শিক্ষা দেও না কেন ?

বোকা,—বুড়ো আর বড় মোটা সেইজন্য বড় কুঁড়ে। তবে বাপের বাড়া থেকে ক—খ ও হ—ক্ষটিকে শিখেছে, বাঙ্গালার রংয়ের বইগুলিকে গাদা গাদা পড়ে, আর চিঠিটী লিখিতে পারে।

শিয়ানা,—অতি উত্তম—তিনি আমার সঙ্গে কেন কথা কহেন না, ইহাতে কোন দোষ নাই। আমার স্ত্রী একলা সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন, আমি বাড়ীতে না থাকিলে আমার বন্ধু দিগকে আহ্বান করিয়া কত সমাদর করেন, তুমি তোমার গৃহলক্ষ্মীকে স্বাধীনতা দেওনা কেন?—তাহা না হইলে কি করিয়া গৃহে লক্ষ্মী হইবে? তুমি সোঁদোর গাধা, সেইজন্য গৃহে শান্তিভোগ করিতে পারিলে না।

বোকা,—সে বলেছিল, আমি মেলা দেখিতে যাব।

শিয়ানা,—তিনি ঠিক আব্দার ধরেছিলেন। তোমার মত তিনি সোঁদোর গাধা নন, তবে বোধ হয় তিনি মেলাটিতে গিয়াছিলেন!

বোকা,—আমি বলিলাম তুমি পায়ের উপর দাঁড়াতে পার না, নিজে একলা গঙ্গাতে নাইতে যেতে পার না, মেলা কাকে বলে তুমি জান কি?

সে বলিল—না, আমি বলিলাম যেখানে অনেক কিছু মেলে তাকে মেলা বলে। দশ বিশটা বেগুণ এক জায়গায় হলে তুমি বলনা যে, মেলা বেগুণ হয়েছে এও সেই রকম আর কি?

সে বলিল,—চোক থাক্‌তে দেখ্‌তে পাই না, কান থাক্‌তে শুন্‌তে পাইনা, পা থাক্‌তে চল্‌তে পারি না—অবলাকে বল না দিয়েই তো সব উৎসন্ন গেল।

শিয়ানা,—তিনি ঠিক বলিয়াছেন—তার পর?

বোকা,—আমি বলিলাম তুমি দুঃখ করিওনা তোমার বাপ ও মা তোমাকে কিছুই শিখায় নাই, তবে কতে আর খতে কি মেলার কাজ চলে, মেলা শিখে মেলা রকমে দাঁড়াতে পারিলে স্বচ্ছন্দে মেলা দেখিতে পার।

সে বলিল—তুমি না শিখাইলে আমি কি করিয়া শিখিব।

আমি বলিলাম—তুমি বুড়ী, আর কি শিখিবার সময় আছে, ঘুণধরা পাকা বাঁসে কি ঘর ছাওয়া যায়, তবে তুমি ঘরে বসে সিপটি পিন ঝুলাইতে পার, সিমি আটীতে পার, বই পড়িতে পার, চিঠি লিখিতে পার, সাবান মাখিতে পার, খোসবো উড়াইতে পার, কিন্তু তুমি সে কুলে জন্মিয়াছ সে কুলে পারাপারের ব্যবস্থা টুকু নাই। এককুলে থাকিলে মনোকষ্ট টুকু ভোগ করিতে হয় না।

মেয়ে কথায় বলেনা "দশহাত কাপড়ে মেয়ে নেংটা" আগে সিমির নীচে হাঁটু পর্য্যন্ত ইজার পরিতে শিখ, তা না হলে হাওয়াতে যে কাপড় মাথায় উঠে যাবে। নিউইয়র্ক দেশে সময়ে সময়ে এসকার্ট মাথায় উঠে যায়, তবে পেল্ মেল্ হয়ে সামলে লয়—তোমার দেহ মোটা তাতে অভ্যাস নাই, হাওয়াতে কি আল্ থাল্ হয়ে বিদ্যা ও বুদ্ধিটিকে এলিয়ে ফেলিবে, এ জন্মটিকে মনোকষ্টে এই রকম করে কাটাও। তোমার মেয়েগুলি যাতে না আর কষ্ট পায় তার বিধান কর, তুমি মেয়েগুলিকে এরকম করে শিক্ষা দাও যাতে ওরা সব জায়গায় যেতে ও আসতে পারে তা হলেই তোমার দেখা ও শুনা হইল।

সে বলিল—ওরা শিখুক আর না শিখুক আমার তাতে কি, ওদের কার্য্য ওরা নিজে করবে, তবে তুমি সব রকমে আমাকে ফাঁকি দিতে চাও।

শিয়ানা,—তিনি ঠিক বলিয়াছেন—তবে তিনি মেলাতে কি গিযাছিলেন।

বোকা,—ফাঁকি দিয়া গেল বই কি।

শিয়ানা,—দেখ—সোদোর গাধা হইলে কি ফল হয়। অনেকে কি জানে যে মেয়েরা রঙ্গালয়ে রং দেখিতে যায়, না বাহিরে তামাসা দেখিতে যায়, উহারা আবার পালা খাটে, কর্ত্তা যদি

হঠাৎ রাত্রিতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করে—চনা কি করিতেছে অমনি একজন বলে—চনাতে ও লনাতে ঘুমুচ্চে—তুমি এখনও ঘুমাওনি কেন—বাবা আমি জলের ঘরে গেছ্‌লুম। বন্ধু—পরকে অন্ধ করিতে যাইলেই নিজে অন্ধ হইতে হয়।

বোকা,—চাকরগুলি কি গিন্নি কেহই কি কর্ত্তাকে বলে দেয়না।

শিয়ানা,—চাকরগুলি বলিলে চাকরী কি করিয়া থাকিবে, কর্ত্তাটি কি সব মেয়েগুলিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে, আবার বন্ধু—সে বাড়ীতে মেয়েদের উপর আরও কড়া বিধি আছে, তাহারা বাপের কিম্বা মামা পিসীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে যায় আর সে বাটিতে রাত্রিতে মেয়ে লোক আসিবার হুকুম নাই, সেস্থলে মেয়েরা দিনের বেলায় রং তামাসা দেখিতে যায়।

বোকা,—কেন বাড়ীর ছেলেরা তো বলে দিতে পারে।

শিয়ানা,—বাহিরের চোরের কাছে পার আছে, কিন্তু ঘরের চোরের কাছে পার নাই,—ছেলেরাই পাণ্ডা হইয়া বেড়াইয়া লইয়া আইসে।

বোকা,—মাস্টার জুবার্ট সাহেবের বাক্সে এখন খালি কলা বেরিয়েছে। মেয়েরা ঘোড়দৌড়ে, ঘোড়ার নাচে, বঙ্গালয়ে বৈকালে হাওয়া খেতে যাইতেছে, আমোদকাননে আমোদিনী হইতেছে আবার বাবুর সাথে সাথে আড়ঘোমটা টানিতেছে—মেয়েরা বদলে গিয়া চেহারা বদলাইয়া আসিতেছে যেখানে হুজুগ লাগে সেখানেই আছে। ধন্য জুবার্ট সাহেব, আপনি কি মাহেন্দ্রক্ষণে কলিকাতাতে অন্তর্জাতীয় মেলা খুলিয়া ছিলেন, আমি দয়াময়ের কাছে কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আপনি চিরজীবি হউন্।

ধন্য বেথুন সাহেব! আপনি যে বীজ কলিকাতাতে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, আজকাল মুকুলে পরিণত হইতেছে, অতএব আপনি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। যদি আর কেহ দয়া করিয়া পাশ্চাত্য দেশের নাচ গাওনাটির ও কশা পোষাকটির বীজ ফেলিয়া দিয়া যান্, তা হলে ভবিষ্যতে অত্যন্ত সুমিষ্ট ফল ফলিতে পারে, আর তাহা না হলে শাক হবে বটে কিন্তু কন্‌কানটে না হয়ে কাঁটানটের ঝাড় হবে।

শিয়ানা,—তোমার গৃহিণীকে তুমি কিছু বলিলে না?

বোকা,—বলিব আর কি ছাই, যখন ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজোড়। চেপে থাকাই বোকামো হয় তাই করিলাম ভাই—যে প্রকার হাওয়া উঠেছে এ থেকে বাঁচা বড়ই সুকঠিন।

যশোহর জেলায় শ্রীনগর বলে একটা গাঁ আছে, ঐ গাঁয়েতে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রথম দেখা দেয়, পরে উলো গ্রামে এসে উলু উলু দিয়া নাচ করিতে থাকে, এখন সব বাঙালাতে নাচ করিতেছে—প্লেগ রোগটা প্রথমে বোম্বাই সহরে আসে, সরকার বাহাদুর কত নদী নালা কেটে ও কত পাহাড় পর্ব্বত তুলে হাওয়া বন্ধ হবে বলে কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই খাটিল না, এখন প্লেগ সব জায়গাতে ছড়িয়া পড়িয়াছে—দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হয় আর তাহা না করিলে ঠকিতে হয়—তুমি আমায় সোঁদর গাধা বলিলে কেন?

শিয়ানা,—ফাঁকি দেখাইয়া চলিয়া গেলেন।

বোকা,—আমি যা তাকে বলিলাম তুমিও তা বুঝিতে পারিলে না। তুমি গল্প করে থাক, যে পাখীটি নীচে চরে খায় সে পাখীটি গাছের ফলের কি আস্বাদ তাহা জানেনা—আবার নীচের ডালের ফল যে পাখীটি খায়, সে উপর ডালের ফলের

আস্বাদ জানেনা, আবার উপর ডালের পাখী মগ ডালের আস্বাদ জানেনা, ইহা যে ঠিক কে না বলিবে, কিন্তু আশার পর আশাতে লোভ দেখাইয়া লয়ে গিয়ে মগডালের উপর ফাঁকি কেটে ফাঁকি দেখাও কেন—মগডালের উপর কি ফল নাই? যদি বল না—তবে যে পাখীটি নীচে চরে খায় সে সব ফল পায়, কেননা তুমি স্বীকার করিয়াছ, মগডালের উপর শাব্দিক নির্গুণ ডালেতে আর ফল নাই। এখন দেখ ফলটী ডাল হতে খসিলে উপর দিকে যায়, না নীচের দিকে ধায়—যদি নীচের দিকের আকর্ষণ শক্তিটী সাধারণ নিয়ম হয়, তা হলে যে পাখীটি নীচে চরে খায় সে সব ডালের ফল পায়—তবে থাকে থাকে উঠিতে পার বা থাকে থাকে পড়িতে পার; কিন্তু সকলকে নীচে থেকে উপরে উঠিতে হয়, বা উপর থেকে নীচে নামিতে হয়, ইহার কারণ প্রত্যেক ডালের নিয়মকে পালন করিতে প্রত্যেকে বাধ্য।

নিয়ম ব্যবস্থাটিকে বরাবর রাখিলে কি শুভ ফল পায়! নীচেও যা উপরেও তা, ফলত মাঝেও তা। যদি তাই—তাই সব হয়, তবে আপাতত কেন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়া সবকে বলি ছাই। অতএব যেখানে যে নিয়মটি খাটে সেখানে সেই নিয়মটিকে বজায় রেখে কাজ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি তুমি এই যুক্তি লইতে বা অন্যকে দিতে, তা হলে সংসারে আজ কি সুমিষ্ট ফল ফলিত।

আর্য্যেরা বিষয়ের ভিতর মহাভূতকে উপাস্য বিষয় করিয়াছে, দেবলেরা পুতুলকে বড় করিয়াছে, বৌদ্ধেরা শাক্যসিংহকে বড় করিয়াছে, বিহারী মিত্র যুক্তিকে নিয়মের উপর রেখে ভক্তিকে প্রাধান্য দিতেছে অর্থাৎ এক সত্য, অবতার সত্য, বর্ত্তমান সত্য,

ফলত এই ত্রিসত্যতে শপৎ করিয়া পুরুষকারের দ্বারা কার্য্য করিলে বর্ত্তমানে উৎকৃষ্ট ফল হয়, কারণ বর্ত্তমানটি অতীতের ও ভবিষ্যতের বীজ হয়।

শতদলবাসিনী—তুমি তোমার উপাসকদিগকে দুষ্ট বুদ্ধিটি দিয়া আর কার্য্যগুলিকে লোপ করাইও না, কারণ যাহা করাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। বিহারী মিত্রের অস্তিত্বটি, যদি প্রথমে ঠিক না কর, তাহলে বিহারী মিত্রের কার্য্যগুলির সিদ্ধান্ত কোথায়, ফলত প্রথমে বিহারী মিত্রের অস্তিত্বটিকে সিদ্ধান্ত করা বিধেয়। বাস্তবিক বিহারী মিত্রের যদি অস্তিত্বটি ঠিক হয়, তাহলে অনায়াসে বিহারী মিত্রের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিহারী মিত্র যাহা কিছু লীলা করিয়াছে ও করিতেছে ও করিবে তার সিদ্ধান্ত সহজে করিতে পার, আর তা না হলে দুকুল খানিকে পর্য্যন্ত হারাইতে হয়।

আরো দেখ, "বস্তু হতে বাস্তু হয়—বস্তুটি প্রকৃতি এবং বাস্তুটি বিকৃতি, কিন্তু নিয়মানুসারে বিকৃতি হতেও প্রকৃতি হয়, সেইজন্য সব শাস্ত্রে বাস্তুটিকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছে। মেয়ে কথাতে বলে—"বাস্তুর গায়ে হাত না দিয়ে সব করগে, ভেড়ের ভেড়ে" কি সুন্দর রহস্য! বাঙ্গালাতে গৃহ সাপকে বাস্তু কহে, যদি কেহ ঘরের সাপকে নষ্ট করে তাহলে নিজে নষ্ট হয়, কারণ সাপকে বিষধর কহে, কেননা আনাড় জায়গার সব বিষকে নষ্ট করে। যদি তুমি সাপকে নষ্ট কর, সব বিষকে ঘরে ছড়াইয়া ফেল, তাহলে তোমার উপকার কোথায়? বরং পদে পদে অপকার।

বাস্তুটিকে ভিটাও কহে, যদি ভিটাটিকে নষ্ট কর, তাহলে তোমার চাঁদমুখটিকে দেখি কোথায়, অর্থাৎ দর্শনটিকে পাই কোথায়,

যদি দর্শনে তোমাকে দেখিতে না পাই, তাহলে তোমার অস্তিত্ব কোথায়? তবে কূট ধরে বলিতে পার। যদি সব সৎ হয়, তাহলে অসৎ কোথায়? আমি স্বীকার করি, তোমার কূটটি ঠিক, কিন্তু কূটটি কূট করে কেটে যায়, এটিও তোমাকে স্বীকার করিতে হয়, কেননা মাটার ঢিপি জম্‌তে জম্‌তে কূটটি হয়, আবার ধুতে ধুতে কূটটি যায়।

যদি খালি আদি প্রকৃতিতে কার্য্য চলিত তাহলে বিকৃতি প্রকৃতিটি প্রকৃত হইতে পারিত না, ফলত যদি না হইত তাহলে তুমি ও আমি কোথায়? অতএব বর্ত্তমানটি বিকৃতি হইয়াও প্রকৃত প্রকৃতি হয়, যদি এইটা ঠিক হয়, তাহলে কূটটি ধুতে ধুতে যায়।

আবার বাস্তুটি প্রকৃতি হয়, বাস্তবটি বিকৃতি হয়। সকলে বলে বাস্তব এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, যদি এইটা ঠিক হয় তাহলে বাস্তবটি বিকৃতি হইয়াও প্রকৃতি হইল, কেননা সকলে বলিতেছে—এই ঘটনাটি বাস্তব ঘটিয়াছিল, যদি ঘটনাটি সত্য হয়, তাহলে বাস্তবটি মিথ্যা নয় এবং যদি ইহা সত্য হয়, তাহলে বিকৃতি হয়েও প্রকৃতি হয় ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

আবার দেখ বাস্তবটি প্রকৃতি হয়, আর বাস্তবিকটি বিকৃতি হয় এবং সকলে এটা বলিয়া থাক কি না—বাস্তবিক আমি সত্য বলিতেছি যে, মানুষের দু হাত দু পা হয়, যদি বাস্তবিক ইহা সত্য হয়, তাহলে প্রকৃতিটি বিকৃতি হয়েও বিকৃতিটি প্রকৃতি হয় ইহা সাব্যস্ত হইল।

যদি এই সব নিয়ম সত্য হয়, তাহলে আত্মশক্তি লইয়া বিচার করা বিধেয় নয়—অর্থাৎ বর্ত্তমান দশা লইয়া দশহাত বস্ত্রে দশা দিয়া নিষ্কুল করিয়া গোল প্রকৃতি করা বিধেয় হয়, অর্থাৎ বর্ত্তমান দশা ধরিয়া পুরুষকারের দ্বারা কার্য্য করা বিধেয় এবং

যদি বিধেয় হয়, তাহলে বর্ত্তমান অবস্থাটি বাস্তবিক সত্য এবং যদি ইহা সত্য হয়, তাহলে পুরাতন নজির ধরিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য নয়, ইহা সাব্যস্ত হইল এবং যদি এই সাব্যস্তটি ঠিক হয়, তাহলে পুরাতনের নজির ধরে যা কিছু নূতন ব্যবস্থা বাহির করা হয়, তাহা যুক্তিসঙ্গত নয়, ইহা বর্ত্তমান লৌকিক ব্যবহারে প্রমাণিত হইল।

শিয়ানা,—শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়াছিলেন এবং শ্রীহনুমান লঙ্কাকাণ্ড করিয়াছিলেন, শ্রীভরত একছত্র রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, শ্রীদুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ হইয়াছিলেন এবং শ্রীঅর্জ্জুন নর হইয়াছিলেন, অতএব এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল, ইহা কে না স্বীকার করিবে এবং যদি সকলেই স্বীকার করিল তাহা হইলে বাস্তবিক ঘটনাগুলি প্রকৃত হইয়াছিল, বস্তুত যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি হয়, অতএব পুরাতন নজির ধরিয়া কেননা কার্য্য করিব?

বোকা,—যদি পরাধীন কাহিল, কাল বিহারী মিত্র রাবণ বধ করিতে চায়, কিম্বা লঙ্কাকাণ্ড করিতে যায়, কিম্বা রাজচক্রবর্ত্তী হতে চায়, কিম্বা কুরুক্ষেত্র করিতে যায়, কিম্বা নরনারায়ণ হতে চায়, তাহলে তুমি বিহারী মিত্রকে পাগল বল কি না?

শিয়ানা,—হাজার বার।

বোকা,—বিকৃতি হয়েও প্রকৃতি হইল না কেন, যখন প্রকৃতিটি বিকৃতি হয়েও প্রকৃতি হওয়াটি চিরপ্রসিদ্ধ?

শিয়ানা,—প্রত্যক্ষ ঠিক বলিতে পারি না, তবে বকিতে পারি।

বোকা,—আর বেশী বকিতে হবে না, বকাবকি করে বখিল বনিয়াছ, অতএব তুমি প্রত্যক্ষ কার্য্য করিতে শিখ। তুমি ফাঁকি কেটে এখনও ঠিক থেকে ফিকিরবাজ হতে পার নাই, তবে বকিতে খুব পার, ইহা আমি স্বীকার করি। যেটা বর্ত্তমানে

ক্ষমাতাতীত সেটাকে চেষ্টা করা অসভ্যতা, অতএব আর তুমি কূট ধরিতে পারিবে না, কেননা তুমি এই সব কার্য্যগুলিকে পাগলামী বলিয়াছ।

চণ্ডিয়া প্রকৃতিস্থ হয়েও যেমন বিকৃতিস্থ হইল অমনি মিশর বিকৃতিস্থ থাকিয়াও প্রকৃতিস্থ হয়ে চণ্ডিয়াকে জয় করিল—আবার বিকৃতিস্থ মিশরটিকে প্রকৃতিস্থ গ্রীক জয় করিল। আবার গ্রীকটিকে রোমানেরা লইল—আবার রোমনটীকে বর্ব্বরেরা লইল—প্রকৃতির ও বিকৃতির নাগরদোল্লার খেলা কি প্রকার হয় অহে সুবচনী শিয়ানানেতা একবার দেখ। যদি ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা কর তাহলে আমার মিত্র রহস্যের ভিতর যে প্রবন্ধে জাতির উঠা ও পড়া আছে, সে প্রবন্ধটিকে তন্ন তন্ন করে পড়।

শক্তিকে পুতুল বানাইয়া পূজা করিলে শক্তি হয় না, কিন্তু অন্নটীকে সেবা লইলে শক্তি হয়। এখন অন্নটীকে কোথা হতে পাবে, যখন দেহে শক্তি নাই, ফলত শক্তি বিনা মুক্তি নাই। স্বাধীন দেশের পুরুষেরা জীয়ন্ত শক্তিকে কি অবহেলা করেন, না উহাদের লাল টুক্‌টুকে পাদপদ্মে গড়াগড়ি দেন! জীয়ন্ত শক্তিকে পূজা না করিতে শিখিলে দেহে শক্তি আসে না। যে দেশে জীয়ন্ত শক্তির পূজা আছে, সে দেশের লোকেরা অন্নের কর্ত্তা হন।

যখন বিবাহ ছিল না, তখন কি স্ত্রীলোক ছিল না? যখন মনু ছিল না, তখন কি মন ছিল না? যখন ব্যাকরণ ছিল না, তখন কি শব্দ ছিল না? যখন সর্দ্দার ছিল না, তখন কি মানুষ ছিল না? যখন অবতার ছিল না, তখন কি ধর্ম্ম ছিল না, যদি সমস্তই ছিল, তবে নিয়ম ও অনিয়ম কোথা হতে আসিল।

অবতার হতে জগতে সামাজিক নিয়ম হয় এবং সামাজিক নিয়ম হতে জাতি হয় অর্থাৎ যেটিকে মোটা কথাতে জাতি ধর্ম্ম কহে। দর্শনটি

বিষয় ধর্ম্মকে লয়ে থাকে বটে, কিন্তু যে জাতির ভিতর জাতিগত ধর্ম্ম নাই সে জাতির ভিতর দার্শনিক জন্মায় না। অতএব জাতিগত ধর্ম্মটি অন্য সব রকম ধর্ম্মের অপেক্ষা বড় হয়, ফলত অবতার অন্য সব বিষয়ের চেয়ে বড় হন। যে দেশে প্রকৃত অবতার নাই, সে দেশে বাস্তবিক সম্যক্ প্রকার তারণটীও নাই।

শিয়ানা,—ছোট লাট বাহাদুর স্যার এনড্রু ফ্রেজার সাহেব মহাশয় বলিয়াছেন, তাঁহার পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী বাইবেলখানিকে সমস্ত মুখস্থ রাখিয়াছিলেন এবং তিনি পুত্রকে বলিতেন—"প্রত্যহ সকাল বেলা এক ঘণ্টা করিয়া বাইবেলখানিকে পড়িয়া পরে অন্য কার্য্য করিবে, যদি ইহাতে কার্য্যের কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মায় তাহা হইলে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বিছানা হইতে উঠিবে।"

বোকা,—আহা মরি মরি কি সুন্দর গভীর উপদেশ, এ উপদেশের অনুযায়ী কায করিলে আর দেহে পাপ থাকে না। উপযুক্ত মা না হলে উপযুক্ত ছেলে হয় না। যে দেশে উপযুক্ত মা নাই সে দেশে উপযুক্ত ছেলে নাই।

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী এই পাঁচটীর নাম করে রোজ সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠিলে পর, তার দেহের ভিতর পাপ থাকে না, ইহা হিন্দুশাস্ত্রে বলে, কিহে বন্ধু! তুমিতো বেশ ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছ ও অনেক দর্শন পড়িয়াছ, তুমি কি এই সব সতী ঠাকুরাণীদের নাম না লয়ে রোজ সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠ, না শূন্যে শূন্য হও?

শিয়ানা,—স্ত্রীলোকদের জন্য ধর্ম্ম হয় আর পুরুষদের জন্য দর্শন, কেননা, স্ত্রীলোকেরা জন্মান্ধ হয় এবং যদি উহারা বিধি-মতে চেষ্টা করে তাহা হইলেও দর্শনে দর্শন পায়। বন্ধু! স্ত্রীলোকেরা যত পুরুষের নীচে থাকে, ততই ভাল। দেখ বন্ধু

তোমাকে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিলাম ওটা বাহ্যিক, কিন্তু অন্তরে তাহা নয়, কারণ আমি ভুক্তভোগী।

বোকা,—তবে তুমি আমায় সোঁদর গাধা বলিলে কেন?

শিয়ানা,—বন্ধু! আমি একজন শিক্ষিত পুরুষ এবং সভ্য খাতায় নাম সই করি, আর সভ্যদলে মিশি, যদি আমি স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে হস্ত না তুলি বা দর্শনের শ্লোক না ব্যবহার করি বা পুরাতনের নজির না ধরি, তাহা হইলে আমার বন্ধুরা আমাকে খাতিরে আনিবে কেন? বন্ধু! পেটের ও খাতিরের জন্য সব করিতে হয়।

যে পাঁচটীর নাম করিলে তাহারা কেমন তাহা তুমি বেশ জান, তবে যতক্ষণ না জানা যায় ততক্ষণ ভাল। আমি বন্ধু! প্রথমে অত্যন্ত নাচিয়া ছিলাম, তাহার পর দেখিয়া ও শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি, তবে সর্পের গন্ধমুষিক ধরার মতন গিলিতেও পারি না, আর বাহির করিতেও পারি না। আমি যাহা কিছু করিয়াছিলাম সমস্তই তাঁহার পাদপদ্মে ঢালিয়াছি, আবার তিনিও অন্যের পাদপদ্মে তুলিয়া দিয়াছেন। বন্ধু! তুমি আছ ভাল, আর গোলমাল করিবার প্রয়োজন নাই—আশা করিয়াছিলাম ভারি, পরকে দিয়া ঠকিয়া মরি। বন্ধু! আমাদের স্ত্রীলোকেরা যত বাহিরে আইসে ততই মঙ্গল।

বোকা,—তুমি কত রকমই জান। একবার ডাকাবুকা হয়ে আনন্দ গাহিতেছ, একবার জড়সড় হয়ে দুঃখ জানাইতেছ। বাঙালার মহিমাকে বলিহারী যাই,—বাঙালার স্বার্থপরতাটিকে ধন্যবাদ দিই,—আর বাঙালার শতদলবাসিনীর দুষ্টবুদ্ধিটিকে গালি দিই। তবে বন্ধু! এক নৌকাতে পাটিকে দেওয়া ভাল, না দু-নৌকাতে পাটিকে রাখা ভাল?

শিয়ানা,—অহে বন্ধু! তুই নৌকাটিতে পাটিকে না রাখিতে পারিলে নাম, ধাম ও মান হইবে কেন, আর অর্থ হইবে কেন? বজ্জাতিটি না ধরিতে পারিলে কি কোন কার্য্য হয়? তবে মনিষীগণ বলিয়াছেন কোন সুযোগকে পিছলাইতে দিবে না। তবে বন্ধু! অদ্য আসি।

বোকা,—ওহে বন্ধু! এটা কি শুনেছ এক ব্যক্তি ষাট দিন অনশনে আছে?

শিয়ানা,—অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। অসাধারণ গুণ ধরিতে না পারিলে অন্য সকলে ভক্তি করিবে কেন? যেইটী অসাধারণ, সেইটাই ভক্তির পদার্থ এবং যে বিষয়টী যত অসম্ভব সেটাই তত আদরনীয়।

বোকা,—তাই জন্য নাকি বাঙালার শিয়ানারা খুব অসম্ভব বকে। ষাট দিন অনশনে থেকে হবে কি?—দেহটী কমজোর বৈ অন্য কিছু হবে কি? যত মেহনত কম করিবে তত কম অন্নতে দেহটীকে রাখিতে পারিবে, ফলত যত কম অন্ন দেহটীতে দিবে তত দেহটী শীর্ণ হবে। যত দেহ শীর্ণ হবেত ত দেহের কার্য্যগুলি নষ্ট হতে থাকিবে, যত দেহের কার্য্য কম পড়িবে তত চিন্তা বাড়িবে, যত চিন্তা বাড়িবে তত সরুতে যেতে পারিবে, যত সরুতে যাবে তত মোটাকে হারাবে, যত মোটাটিকে হারাবে তত অসম্ভব বকিবে, আর যত অসম্ভবটিকে ধরিতে যাবে তত সাধারণ নিয়মগুলিকে ভাঙ্গিবে; বাস্তবিক যত সাধারণ নিয়মগুলিকে ছাড়িবে তত সংসারে কাহিল হবে, যত কাহিল হবে তত ফাঁকি বাড়িবে, আর যত ফাঁকিটিকে বাড়াইবে তত শূন্যে উড়্ উড়্ করিয়া শূন্য হবে।

বন্ধু! শূন্যের উপর আর কিছু আছে কি, না শূন্য আশ্রয়ের উপর আর কিছু আহার আছে? এতে হবে কি—মরাটা বন্ধ হয়

কি, না রূপান্তরটা বন্ধ হয় ? দুষ্ট অহঙ্কারটিতে একেকে পায় কি, না শেষে বিশ্বাসটিকে সংজ্ঞা ধরে, আর সাথে সাথে দেহকষ্টটিকে ভোগ করে অবশেষে দেহটিকে ছাড়িতে হয়! যদি এটা ঠিক হয়, তবে সাধারণ নিয়মগুলিকে ভাঙ্গিয়া কি ফল হয় ? তবে নিজে করিতে ইচ্ছা হয়—করগে—কে তোমায় বাধা দিতেছে—পরকে বজ্জাতিটি দেখাইয়া নিজে মাকাল ফলের মত বড় হওয়াটি কি ভাল ?—যদি সকলেই মাথা হবে তবে কার্য্য কে করিবে ?

যদি বল মন,—ওটি ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য কিছুই নয়,—ইহা আমি স্বীকার করি বটে, তবে কি জান, অন্য ইন্দ্রিয়গুলি না থাকিলে মনের অস্তিত্বটিকে কহায় কে—প্রজা না থাকিলে কি রাজার অস্তিত্ব আছে—স্ত্রীলোক না থাকিলে কি সংসার হয়, না বংশ বৃদ্ধি হয়—সংসার না থাকিলে কি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তি থাকে—বিশ্বাস না থাকিলে এক—দয়াময়টী কি থাকে, আবার একটী না থাকিলে কি বহুটী থাকে ? অতএব সবই নাগোরদোলার খেলা, তবে যে জাতিটী প্রকৃতিস্থ হয়ে বর্ত্তমান আসরে পুরুষকারের দ্বারা খেলা খেলিতে পারে সেই জাতিটীই বাহাদুর ; ফলত বুজরুকি দেখাইয়া সাধারণ নিয়মগুলিকে অপ্রকৃতিস্থ করা ভাল নয়।

বাপ কুৎসিত হলে কি সে জন্মদাতা বাপ নয় ? তবে সুন্দর পুরুষের গুণটীকে গাওয়া কর্ত্তব্য, তা বলে বাপ বলা উচিত নয়। যখন এই প্রকার গুণোচিৎ মর্য্যাদা দিতে শিখিবে, তখন অলৌকিক দেখিয়াও প্রকৃতির নিয়মগুলিকে ভাঙ্গিবে না—যদি না ভাঙ্গ তাহলে জাতীয় প্রকৃতিটী আর নষ্ট হয় না, ফলত জাতীয় প্রকৃতিটী নষ্ট না হলে আর শক্তি যায় না এবং শক্তি না কমিলেই এক ও বহুটী যে কি ইহা সুন্দররূপে মীমাংসা করিতে পার। তাই বলি বন্ধু! জীয়ন্ত শক্তির উপাসনাটীকে গাঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অন্ধ হও।

শিয়ানা,— তুমি যে যোগ, আধ্যাত্মিক ও উপনিষদ্ শাস্ত্রগুলিকে কিছুই নয় বল—এই প্রকার কথা আমি শুনিতে চাহি না, বরং শুনিলেও পাপ হয়। বন্ধু! তুমি যে জীয়ন্ত শক্তিগুলিকে উপাসনা করিতে বলিয়াছ—এইটা খুব ভাল, কেননা আমি স্বাধীন দেশের সমস্ত পুস্তকে পড়িয়াছি, তাই আমাদের দেশে স্ত্রী স্বাধীনতাটি কি করিয়া হয়, ইহার চেষ্টায় চেষ্টিত আছি এবং কি প্রকারে স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিতা হয়, ইহাতেও আমি বিশেষ যত্নশীল আছি—তবে বন্ধু! মনোকষ্টটিকে ভোগ করিতে হয়; যাউক ও কথা—

আমরা যে স্ত্রীস্বাধীনতার বা বয়স বিবাহের বা বিধবা বিবাহের দরুণ এত লঙ্কাকাণ্ড করিতেছি, ইহার ব্যবস্থা কি কিছু করিতেছি, না বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় কথা শিখে খালি কথা ছড়াইতেছি! অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের ভিতর প্রথম অবস্থায় যে কি ভয়াবহ আপদ ও বিপদ ঘটিতে পারে সেটি কি একবার মাথায় দিয়াছি—বিশেষত যখন আমাদের ভিতর চরিত্র-নীতির ব্যবস্থা আদৌ নাই? তাই বলি বন্ধু! আগে পাথরকানা হয়ে কুমারী ও বিধবার সন্তান সন্ততির ভরণপোষনের ব্যবস্থাটিকে ঠিক করে প্রচার করিলে ভাল হয় না?

বোকা,—বাঙ্গালার ব্যাপারই তাজ্জব হয়। রোজ বঙ্গে তাজ্জব ব্যাপার ঘটিতেছে, আবার মেদাতে ও মদ্দাতে তাই করিতেছে। তুমি যোগ, আধ্যাত্মিক ও উপনিষদ্গুলিকে ধরে আমার উপর দোষ ফেলিতেছ, কিন্তু জীয়ন্ত শক্তির বেলা আমাকে বাহোবা দিতেছ, আবার সাথে সাথে তুমি বলিতেছ মনোকষ্টটিকে ভোগ করিতে হয়—এইটা কি তাজ্জব ব্যাপার নয়?

বন্ধু! তুমি আমার কিছুই বুঝ নাই এবং প্রকৃতিস্থ না হতে পারিলে কোনকালে বুঝিতে পারিবে না, তবে বুজরুকি দেখাইয়া বাঙ্গালার ডাকপেটা রত্ন হয়ে মরিতে পার—আদার সত্ব কি পুঁই-

খাড়াতে সাজে, না ছাগলে হেলে গরুর কাজ করিতে পারে? তবে বাঙ্গালার শিক্ষিত ডাকপেটা রত্নের কাছে সব খাটে—কেননা ওরা ব্রহ্মাণ্ডটিকে হাতের মুঠার ভিতর আনিয়া বলিতে পারে, সব এক হয়, আবার সাথে সাথে বলে বামুন ও শূদ্র আস্‌মান্ জমিন্ ফরক্ হায়—আপাতত তুমি যেমন বলিলেনা মনোকষ্টটিকে ভোগ করিতে হয়, সেটাও আচ্ছা, তবুও প্রকৃতি ও বিকৃতি যে কি, এটা বাচ্ছা হয়ে জানিব না। ওহে বন্ধু! এই ব্যাপারগুলি কি তাজ্জব ব্যাপার নয়?

স্বদেশীওয়ালারা বলিল- ট্যানাটিকে ধর, কপিনটিকে পর, বেলোয়ারা চুড়িগুলিকে ভাঙ্গ, জাহাজের নূনটিকে ছাড়, কেননা মা আমাদিগকে স্বপ্ন দিয়াছেন যে তিনি আর আবরণী থাকিবেন না, দিগম্বরা হইবেন। ভাল কথা—কয়টা স্বদেশীওয়ালা বিদেশী আবরণটিকে ছাড়িয়াছে? প্রায় সকলেইত মাণিকচাঁদের দাড়িটিকে রাখে, বিদ্বানের চশমাটিকে নাকের উপর ধরে, নোবল্ ইংরাজদিগের জুতা, মোজা, পেণ্টুলন সার্টটি ও ভেষ্টটিকে আঁটে, মুসলমানদিগের চাপকান, জোব্বা ও পাগড়িটীকে পরে, আর বেশার ভাগ ফ্যাউ হোটেলে গিয়ে নূনটিকে গেলে—পণ্ডিত কায়েৎগুলিও গুলিসূতাটিকে পরিবে বলে ঠিক এই রকম তাজ্জব ব্যাপার করেছিল, কিন্তু বন্ধু! কয়টা কায়েৎ গুলিসূতাটিকে গলায় দিয়েছে? ইহাতে কায়েতেরা কি গোল্লায় গেল না, না বাঙালীরা রাজভক্ত নয় ইহা প্রকাশ পাইল না?

বাঙালার কাণ্ডই তাজ্জব ব্যাপার হয়। আমি তোমাকে কি রকমে গুণীর গুণটিকে গাহিতে হয় তাহাই বলিলাম, আর অসম্ভবটিকে দেখে বিকৃতিস্থ হওয়াটি ভাল নয়, ইহাই বলিলাম, তুমি কিনা কিছুই না বুঝিতে পারিয়া আমাকে দোষারোপ

করিলে? যোগশাস্ত্রটী যোগীর পক্ষে ভাল, যদি কোন যোগ অভ্যাসী দেহটীকে শেষ করিতে ইচ্ছা করে, তাহলে পাতঞ্জলের নিয়মানুসারে শেষ করিতে পারিলে দেহটীর শেষ প্রকৃত হয় অর্থাৎ আর ইহলোকে জন্ম হয় না।

বন্ধু! তর্ক ধরিও না, কারণ বিশ্বাসটী মূলাধার হয়। যদি তুমি পাতঞ্জলখানিকে বিশ্বাস কর, তাহলে সব ঠিক আছে, আর না কর, তাহলে অনেক তর্ক আছে। বন্ধু! পাতঞ্জল মহাশয় কি সুন্দর রকমের ফাঁকিটিকে কেটে রেখেছ, সেটাকে একবার অনুগ্রহ করে মাথায় লও না, তাহলেই তো সব চুকে যায়-- "যার যে রকম ভাবনা, তার সে রকম পাওনা"।

বেদান্তটির রহস্য দেখ—বেদে নাই অন্ত যার তাই বেদান্ত। বিদ—জ্ঞানে, অর্থাৎ জ্ঞানে যাকে পাওয়া যায় না তাই বেদান্ত; যদি এটা ঠিক হয়, তাহলে খালি মুখস্থ রেখে রংঢং করে সকার বকার বকে কেন, আর গোলারাই বা শুনে কেন? বেদব্যাস কি তাই বলিয়াছে, না তার চেলারা হলুদে কুকুর হয়ে দাঁত বার করে শুনেছে! কি সুন্দর ফাঁকি কেটেছে দেখ দেখি? তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জান—তপই ব্রহ্ম হয়।

যেমনি ধর্ম্ম তেমনি রহিল, লাভের ভিতর ফাঁকি চলিল। বাঙালীরা খালি তুক্ক ধরে, এই তুক্কটি নেড়ী কুকুরের তু—তু বৈ আর কিছু কি? তু—গোবরধন—আয় আয়—তু শব্দটি নেড়ী কুকুরের কাণে শুনতে বড়ই মিষ্ট লাগে, কেননা মিষ্ট মুড়ি মুড়কীটিকে পায়—মেয়েলী কথায় বলে—"যদি তু করে ডাকে শশী, তো হায় করে যায় মাসী"।

শিয়ানা,—তুমি যে জীয়ন্ত——

বোকা,—তুমি যে জীয়ন্ত শক্তির কথাতে শায় দিয়াছ এইটি শুভ লক্ষণ বটে, তবে ঠিক লক্ষ্মণের ফল ধরার মত আপাতত কষ্টবহ, কিন্তু তুমি নিজেই স্বীকার করিয়াছ যে স্ত্রীলোক-দিগকে স্বাধীনতা দিলে মনোকষ্টটিকে ভোগ করিতে হয়, যদি এইটি ঠিক হয়, তবে স্বাধীনতা টুকু দাও কেন?

তবে বলিতে পার হেঁপায় পড়ে মরি——

হেঁপা কর কেন?

পাশ্চাত্য বিদ্যার ফল।

যদি এইটী ঠিক হয় তবে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে শিখ কেন?

তবে বলিতে পার—অন্নের দরুণ শিখিতে বাধ্য—যদি এটাই ঠিক হয়, তা হলে অন্নে দেহ হয় এবং দেহ থাকিলে নাম হয়, ফলত নাম থাকিলে মান হইয়া সংস্কারটী ঠিক হয়।

যদি এই সবগুলিতে ঠিক হয়, তাহলে প্রথমে যাতে সংস্কারটী ঠিক হয়, তাহা করাই বিধেয়।

তোমরা কি তাই কর, না দু-নৌকাতে পা দিয়া বাহাদুরী দেখাও?

এখন কোন কিছু রং তামাসা হলে আড়ঘোম্‌টার দল বেশী হয় কেন? এইটী কি মেদীদের দোষ, না আমাদের? যদি আমাদের দোষ হয়, তবে মেদীদিগকে বেহায়া বলি কেন?

প্রথমে আমরা মেদীদিগকে পা বাড়াইতে শিখাই, যখন ওরা ঘোমটা ফেলে নাচতে থাকে, তখন আমরা বলি মনোঝষ্টটি ভোগ করিতে হয়—প্রথমে না বুঝে কাজ করিলেই পিছনে পস্তাইতে হয়। তাই বলি, পাথরকানা না হলে কোন কাজ হয় না।

অবতারের মুখনিঃসৃত বাক্যগুলিকে অভ্যাসে আনিতে পারিলে নিয়মকে রক্ষা করা হয় এবং নিয়মকে রক্ষা করিতে পারিলে

সংস্কারটি আপনি ঠিক হয়, আর সংস্কারটি ঠিক হলেই প্রকৃতিস্থ হয়, আর প্রকৃতিস্থ হলেই পাথরকানা হয়।

বন্ধু! তুমি দু-নৌকাতে আছ বলে এই খেদটুকু কুসংস্কারের দরুণ ভোগ করিতেছ, কিন্তু যখন নিজে ভোগী হও তখন আনন্দে আটখানা হও। কাকগুলি পরের মাংস খেতে বড় ভালবাসে, আর অপরে তার মাংস খেতে গেলে কা—কা—কা করে ডেকে স্থানটিকে গুলজার করে ফেলে—রগড়ের বুদ্ধিটিকে বলিহারী!

ওহে ভাই! কাকগুলি কত শেয়ানা দেখ দেখি, কিন্তু শেয়ানা হয়েও উচ্ছিষ্ট-ভোজী কি না—যদি ঠিক হয়, তাহলে কাকগুলি অতি নিকৃষ্ট এবং বাস্তবিক সকলে কাককে নিকৃষ্ট বলে। ভাই! যতই শেয়ানা হও না কেন, পাথরকানা না সাজিতে পারিলে মনোকষ্টটিকে বরাবর ভোগ করিতে বাধ্য। মেদী কথায় বলে—"এক কাণ কাটা গাঁয়ের বার দিয়ে যায়, দু'কাণ কাটা গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যায়"। যদি এইটী ঠিক হয় তাহলে পাথরকানা হয়ে সকলে এক সতীর পুত্র হও না কেন, তাহলেই সব বালাই যায়। অতএব অহে ভাইসকল! আইস পাথরকানা হয়ে সতীর পুত্র হই।

শিয়ানা,—বন্ধু! তবে বলি শুন—প্রথমে একভাবে গিয়াছিলাম, পরে নিজে ঠকিয়া মরিলাম। তাই বন্ধু! তোমাকে বলিয়াছি মনোকষ্টটিকে ভোগ করিতে হয়।

বোকা,—পরকে ঠকাতে গেলে নিজে ঠকিতে হয়, বন্ধু, এইটী কি জান না? আমাদের বিদ্যা বালাইটিও ঠিক ঐ রকম হয়, তবে একটী রগড়ের গল্প বলি শুন:—

বাঙালার কায়েতেরা গুলিসূতা লইব বলিয়া খেপিল, খেপার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল, পরে সংখ্যাটি এত বেশী

হইল যে তর্ক আর মিটিল না, অবশেষে কথার শ্রাদ্ধের দানসাগর চলিল, কিন্তু সাগরের জল লোনা বলিয়া কেহই গুলিসূতাটিকে লইল না, ফলত মনোকষ্টটিকে ভোগ করিতে থাকিল, কিন্তু বন্ধু! যদি কায়েতেরা খেপার মুখে কথার শ্রাদ্ধ না করে (অর্থাৎ বিড়ালের গলায় ঘণ্টা কে বাঁধিবে) চুপ্ চাপ্ করে গুলি-সূতাটিকে সকলে লয়ে কাজের শ্রাদ্ধ করিত, তাহলে আজ প্রকৃতিস্থ হয়ে মনোকষ্টটিকে ভোগ করিত না।

যুগীরা গুলিসূতাটীকে লব বলে প্রতিজ্ঞা করিল এবং উহাদিগের উপর কত প্রকার ঝড় ও ঝাপটা বহিয়া গেল, কিন্তু উহারা অন্য কোন জাতির নিকট হতে ভাষ গ্রহণ করিল না, কারণ উহারা পণ্ডিত বা ধনী নয়—যুগীরা আমার মত পাথরকানা হয়, তবে যদি বিকৃতিটিকে ধরিয়া কার্য্য করিত অর্থাৎ ব্রাত্য কিম্বা বর্ণসঙ্কর কিম্বা শূদ্র বলে কার্য্য করিত তাহলে সাধারণ কানা হইত, যেমন কায়েতেরা নিজের দোষে নিজেরা মরিল, কিন্তু যুগীরা প্রকৃতিস্থ হয়ে পাথরকানা হয়েছিল বলিয়া বিকৃতি অবস্থাটিকে পাইয়াও প্রকৃতিস্থ হইল, ফলত সকল যুগীরা গুলিসূতাটিকে ধরিল—গুলিসূতা ও অগুলিসূতাধারীরা যুগীদিগকে কত বেশী তুচ্ছ করিতে লাগিল ও যুগীদিগের উপর কত প্রকার তর্জ্জা গাহিতে থাকিল, কিন্তু যুগীরা প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ ভ্রুক্ষেপ করিল না—যদি যুগীরা একশত বৎসর প্রকৃতিস্থ থেকে এই প্রকার কষ্টটুকুকে সহ্য করে যেতে পারে তাহলে যুগীরা ধনী কিম্বা মানী হয়ে কুলীনের সহিত আদান ও প্রদান করিতে পারিলেই ছাপটী ঠিক হয়ে যুগী বামুন হবে এবং অন্য সব জাতিগুলি যুগীকে বামুন বলে প্রণাম করিবে।

বদ্দিরা গুলিসূতাটিকে গ্রহণ কবিবার সময় অন্যের নিকট হতে মত সংগ্রহ করিল। সংস্কৃত শাস্ত্রমতে বর্ণসঙ্কর মাতার ধর্ম্মটিকে

গ্রহণ করে, কতকগুলি তাহাই করিল, কিন্তু বদ্দিদিগের ভিতর যারা তেজিয়ান্ তারা ঐ মতটীকে গ্রহণ করিল না, ফলত দুটী দল হইল, একটী পূর্ব্বের চালটিকে বজায় রাখিল, অপরটী মাতার ধর্ম্মটিকে ধরিয়া বৈশ্য বনিল।

পরকে ধরিলেই এই রকম হয়ে থাকে। যদি সকল বদ্দিরা নিজের মত নিজে গ্রহণ করিত, তাহলে প্রকৃতিস্থ হয়ে এক শত বৎসরের পর বদ্দি বামুন বলিয়া কথিত হইত।

বদ্দিদিগের সময় এখনও যায় নাই, পুনঃ সকলে এক হলে অনায়াসে প্রকৃতিস্থ হয়ে বদ্দিরা বামুন হতে পারে, কারণ আপাতত মতটী আধাআধি হয়ে রয়েছে, যদি বেশীদিন থেকে সংস্কারে পরিণত হয়, তাহলে বড়ই কষ্টকর হবে।

ওহে বন্ধু! কৈবর্ত্তদিগের ভিতর আপাতত দুই দল হয়েছে, কারণ কতকগুলি কৈবর্ত্ত বর্ণসঙ্কর সাজিয়া বৈশ্য হয়েছে। ওহে বন্ধু! তুমি প্রকৃতিস্থ হয়ে কাজ কর নাই বলে মনোকষ্টটি ভোগ করিতেছ, যদি আমার মত পাথরকানা হয়ে কাজ করিতে, তাহলে আজ শান্তিটিকে ভোগ করিতে পারিতে। তাই বলি বন্ধু! দুনৌকা হতে পাটিকে উঠাইয়া লয়ে এক নৌকাতে দাও।

বদ্দি ও কৈবর্ত্ত উভয়ে বর্ণসঙ্কর বলে মাতার ধর্ম্মটাকে ধরে বৈশ্য হইল। পোদেরা ব্রাত্য বলে ক্ষত্রিয় হইল। পঞ্চ বণিকেরা বাক্য ও অর্থব্যয় করিতেছে, তবে কি হয় বলিতে পারি না। চণ্ডালেরা গুজ্‌গুজ্ করিতেছে, তবে যদি ওরা যুগীদের মত পাথর-কানা হয়, তাহলে একশত বৎসর পরে নিশ্চয় বামুন হবে।

পুরো মাত্রাতে পুরাতন গুলিকে ধর, আর না হয়তো নূতন ব্যবহারগুলিকে পুরো মাত্রাতে ধর—পুরো ঘোম্‌টাটিকে টান,

আর না হয়তো পুরো খুলে দাও—পুরো শিক্ষিত হও, আর তা না হয়তো পুরো গাধা থাক—পুরো থেকে পুরো নকল কর, আর তা না করতো পুরো অন্ধ হও,—আর যদি আধাআধি কর, তাহলে মনোকস্টটিকে ভোগ কর।

তবে ভাই! আর কিছু কাহিনী আছে কি?

শিয়ানা,—তুমি আমাকে যে প্রকার করিতে বলিলে, উহাতে আমার জাতিটি যাইয়া অন্নটী যায়, অতএব আমার মতে এই প্রকার ফাঁকিটি ভাল নয়।

বোকা,—পরকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজে ফাঁকিতে পড়িতে হয়। আপনার জাতির উপর বজ্জাতিটী ভাল নয়। কতকগুলির না হয় ভাষাতে দখল আছে, বা কতকগুলি ধনী বা মানী আছে এবং সেই হেতু কতকগুলির ছাপাতে বা রংয়েতে বা ঢংয়েতে গোলা দলেরা না হয় ভুলে গেল, কারণ গোলা লোকেরা জানে কি, কিন্তু যখন উহারা বিষময় ফলটীকে ভোগ করে মনোকষ্টে দিনপাত করিবে তখন কি ভয়ানক বিষময় ফল ফলিবে? এই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে!

বাঙ্গালাতে আশী বৎসরের ভিতর কি না হইল, কিন্তু কোন একটা কি প্রকৃতিস্থ হতে পারিল?—কেন পারিল না?—গোড়াতে গলদ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হবে। যদি হয়, তা হলে খালি ভাষাতে ভেসে ভেসে বেড়াতে হয়, ফলত কোন কাজ হয় না—যদি ইহা স্বীকার কর, তাহলে আপাতত ভাষাজ্ঞ শিয়ানারা বোবা হলে ভাল হয় না?

পাশ্চাত্য বাতাসের গুণে আপাতত আমরা এধার ওধার হয়ে পেণ্ডুলমের মত দুলিতেছি, যদি এটা ঠিক হয়, তাহলে টানাটানি কর কেন? জীয়ন্ত দু'মাগের স্বামীর অবস্থাটীকে তো বেশ জান?

যদি জান, তবে কেন মিছামিছি হেঁছড়া টানে প্রাণের শান্তিটিকে খোয়াও ?

বাতাসকে কেহ কি বন্ধ রাখিতে পারে ? যদি না পারে, তবে পুরো করে বাতাসটিকে খাও না কেন ? যদি বল সর্দ্দি হবে—মোটা জামা গায়ে দিলে তো বালাই যায় ! যদি বল পাবো কোথায়—মাংস খেয়ে বলিষ্ঠ হয়ে খুব পরিশ্রম কর। যদি বল পরিশ্রম করিবার স্থান কোথায়—কল, কব্জা, চাষ ও শিল্প ইত্যাদি অনেক রাস্তা খোলা আছে। যদি বল, রাস্তা দেখাইয়া দেয় কে—ইংরাজ গুরু। যদি বল, স্বদেশী হইল না—স্বদেশীপদটী শিখিলে কোথা হতে—যদি বল ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায়, তাহলে স্বটীতো হইল, দেশীটি না হয় হল না তাতে হয়েছে কি—কোনকালে স্বদেশী নাই, ইহকালে কি করে হয় ? যাহা নাই তাহা নাই, অতএব স্বদেশী ছিল না এবং কোনকালে হবে না।

বিদেশীটিকে লয়ে স্বদেশী হতে পার, যেমনি সন্দেশটিকে আপাতত স্বদেশী করিয়াছ ! আনটুনি সাহেব প্রথমে বাগবাজার নিবাসী ভজনা ময়রাকে ছানা কাটাইতে শিখায়, সে পরে মুণ্ড হতে গেছো মণ্ডা প্রথমে বাহির করে এবং সেই গেছো মণ্ডা অদ্যাপি চলিতেছে। তার পুত্র বলা ক্ষীরপুলি সন্দেশ বাহির করিল, তার পুত্র উদয় আতা সন্দেশ বাহির করিল, উদয়ের ভ্রাতষ্পুত্র ইন্দ্র ছানার পায়েস ও লেডীকেনী বাহির করিল। দেখ বন্ধু ! এখন কত প্রকারের সন্দেশ হয়েছে এবং কেহ কি বলে যে মিষ্টান্ন সন্দেশটি বিদেশী হয় ? কিন্তু সন্দেশ শব্দটী বরাবর আছে।

সন্দেশ—তত্ত্ব। পূর্ব্বে কাহারও আত্মীয়কে কেহ তত্ত্ব লইতে যাইতে হলে মুড়ি মুড়কী বা কদমা বা চন্দ্রপুলি দিয়া তত্ত্ব লইতে হইত, পরে মিষ্টান্ন সন্দেশটি দিয়া চলিল, ফলত সন্দেশ হতে

মিষ্টান্নের নাম সন্দেশ হইল। বন্ধু! বিদেশী হয়ে কি প্রকারে স্বদেশী হয়, এখন বুঝিতে পারিলে?

সিন্দুর দানটী বড় ফেল্‌না নয়, এইটীও বিদেশী ব্যক্তিকে লয়ে আপন স্বদেশী গৃহিণী করা, কিন্তু যখন জাতিটি হইল তখন সাধারণ হিন্দু স্ত্রীলোক সধবা থাকিলেই মাথায় সিন্দুর লাগাইতে বাধ্য রহিল। এই বৎসরের শিল্প মেলাটিও বড় কম নয়, এটাতে যদিও বিদেশীর ছববা আছে, তথাপি স্বদেশী; বাস্তবিক আমরা বিদেশী না লয়ে স্বদেশী হতে পারি না। তাই বলি বন্ধু! বিদেশীটিকে লয়ে স্বদেশী হও।

শিয়ানা,—আমরা ছাকা স্বদেশী চাই, বিদেশীটিকে লইয়া স্বদেশী হইতে ইচ্ছা করি না।

বোকা,—আমাদিগের ভিতর ছাকা স্বদেশী কিছুই নাই। জুতাসেলাই হতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত বিদেশী হয়, তবে যদি বেশী করে জানিতে ইচ্ছা কর, আমার "বিদেশী-রহস্য" খানিকে পড়, তাহলে আর বক্‌বক্ করিবে না। ফাঁকা জিনিষের আওয়াজ ভারি— নিজের দোষগুলিকে আগে দেখ, তার পর অন্যের নেতা হইও।

শিয়ানা,—আমি কোন প্রকার দোষ আমাদিগের ভিতর দেখিতে পাই না।

বোকা,—যদি দোষটিকে জানিতে পারিবে তাহলে আবার দোষ করিবে কেন? আমি পাগল হই ইহা জানিতে পারিলেই পাগল রোগটী আরাম হয়, কিন্তু যতক্ষণ না সে জানিতে পারে ততক্ষণ কি রোগটী আরাম হয়? তাই বলি জগতে প্রকৃতিস্থ না হতে পারিলে পদে পদে দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

শিয়ানা,—আচ্ছা, তোমায় যে ফাঁকি দেখাইয়া তিনি মেলাটিকে দেখিতে গেলেন, ইহাতে কি তোমার মনোকষ্ট হয় নাই?

বন্ধু! খেঁাচ খাঁচ রাখিয়া বলিও না, সাদা প্রাণে কথা হইতেছে, ফাঁকির আঁক টানিয়া আমাকে ফাঁকি দিও না।

বোকা,—আমি বোকা, আমি ফাঁকির আঁক টানিতে শিখি নাই; যদি ফাঁকির আক টানিতাম, তাহলে ঢাকপিটা রত্ন হয়ে স্বদেশী মজলিশ বানিয়ে অন্য লোকের মুখে কালি দিয়ে নিজের স্বটী ও নামটীকে খুব বাড়াইয়া লইতাম। আমি স্বটীকেও জানি না, আর দেশীটীকে জানি না, ফলত স্বদেশী-টীকেও জানি না; তবে জানি খালি অন্নটীকে, কেননা আইমার মুখে শুনেছি—ভ্রুকুটীদানা না থাকিলে ভ্রুকুটীটি শুকিয়ে যায়। আর বন্ধু! আমি অন্ন পেলেই বড় রগড় করি, কেননা আমি স্বার্থপর।

বন্ধু! আমি বরাবর প্রায় পনর বৎসর রংটীকে বাজাইয়া আসিতেছি, ফাঁক কোন্‌টী, আর সম কোন্‌টী, এই দুটীকে আমি ছেলে বেলা থেকে বেশ জানি, কেননা যখন আমি কাপ্তেন বাবু সেজেছিলাম, তখন কলিকাতার সব রং তামাসার আক্‌ড়াতে যাইতাম, আর যে খুব রং বাজাতে পারিত তাকে বলিতাম,—ভাই! আমায় রংটাকে শিখাইয়া দেনা। সে বলিত,—পয়সা দেনা। আমি ঝড়ঝড় করে দিতাম, আর সে গড়গড় করে বাজাইয়া বলিত,—এই ফাঁক, এই সম। এই প্রকার কিছুদিন শিখিতে শিখিতে দয়াময়ের কৃপাতে বেশ শিখে গেলাম।

বন্ধু! আমি বিশ্বভাণ্ডারের ছাপধারী তালকানা নই যে, নই কি এঁড়ে জানিনি, আমি স্বার্থপর হই, ঐ জন্য ল্যাজ তুলে দেখি—ছাপধারীরা পুথিগুলিকে পোকার মত গিলে অহঙ্কারী হয়ে গোলা লোকগুলিকে বলে যে আমি নিঃস্বার্থপর, কিন্তু

বাস্তবিক পক্ষে নির্জীব বটে—তোমায় একটি মনের আনন্দের খবর দিই।

সম্প্রতি সরকার বাহাদুর নাকি ফ্রী প্রাইমারি এডুকেশনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন, এতে যে কি উপকার হবে, এটা বলে জানাতে পারি না। সরকার বাহাদুর যদি অনুগ্রহ করে মেয়ে স্কুলগুলিকে ফ্রীর ভিতর ফেলে থাকেন, তা হলে তো কোন কথাই নাই, আর যদি না ফেলে থাকেন, তা হলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যেন অনুগ্রহ করে মেয়ে স্কুলগুলিকে ফ্রীর ভিতর ফেলেন ইহাই আমার অনুরোধ। যে টাকা ফ্রী প্রাইমারী এডুকেশনে দেওয়া হবে, দশ আনা যেন মেয়ে স্কুলে দেওয়া হয়, কারণ মেয়ে হতে প্রকৃত কাজ হয় এবং ক্রমান্বয়ে মেয়ে মহলে কাজ চলিলে নিশ্চয় বাঙ্গালার শ্রী হবে, কেননা শ্রী হতে শ্রী হয়। কম্পালস্বারী এডুকেশনের সময় এখনও হয় নাই, তবে বারো কিম্বা পনর বৎসর ফ্রী এডুকেশন চলিলে পর কম্পালস্বারী এডুকেশনের সম্ভাবনা।

বন্ধু! যখন মেয়েরা জানিবে যে আমরা বাঁদী বা দাসী বা গরু নই, তখন পুরুষেরা আর স্ত্রীলোককে কেনা দাসীর বা বাঁদীর বা গরুর মত উহাদিগের উপর যথেচ্ছাচার করিতে পারিবে না এবং যখন সব সুশিক্ষিতা মেয়েরা জাতি ব্যবহারটিকে ঠিক রাখিতে পারিবে তখন ওরা সবে সতী হয়ে ওদের মেয়ে ও ছেলে-গুলিকে এক সংস্কারে সংস্কৃত করিতে পারিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

ভাসা বিদ্যা শিখিলেই কথার্থী হয় এবং বেশী কথা শিখিলেই বজ্জাতি খুব চলে, বজ্জাতি খুব চলিলেই গাধা দেশে মান হয়, মান হলেই নাম হয় এবং নামটি ছুটিলেই অর্থ হয়, বাস্তবিক অর্থ হলেই আমাদের দেশে সবলুট হয়ে ভুতে পায়।

অহে বন্ধু! আপাতত বিকৃতির পালাটি চলিতেছে। আমি মনোকষ্টকে ভোগ না করে বরং শান্তিকে ভোগ করিতেছি, কেননা বাতাসের গুণে সব হয়। বন্ধু! কেহ কি বাতাসটিকে বন্ধ করে রাখিতে পারে? যদি না পারে, তবে দুঃখ করাটাই অসভ্যতা।

কোন কুলীন অন্য একটি কুলীনকে বলিল,—ভাই! আমি দু বৎসর বাটে যাই নাই, আমার ছেলে কি করে হইল?

অন্য কুলীনটি বলিল,—কুলীনের বাতাসের এমনি গুণ যে আপনি ছেলে হয়। 'ওরা বড় ভদ্র দেখছি যে তোমাকে ছেলে হতেই খবর দিয়াছে, আমার যখন নাতি হয়েছিল, তখন আমি জানিতে পারিলাম যে আমি অমুক স্থানে কোন দিন বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম। তুমি তো মোটে দু বৎসর যাওনি, আমি যে বিয়ের দিন ছাড়া আর কখনও যাইনি। বন্ধু! যদি আমি বিবাহের খাতাটা দেখে হিসাব করি, তাহলে ছেলে, মেয়ে, নাতি ও নাতিনীতে প্রায় এক শত হবে, কিন্তু বন্ধু! আমি কি কাহাকেও চিনি না জানি, তবে আমার কাছে যে গুলি আছে সে গুলিকেই আমি জানি। তা বলে কি উহারা আমার বংশধর নয়? সকলেই আমার প্রকৃত বংশধর হয়, কেননা বরাবর এই কিম্বদন্তীটি আছে যে কুলীনের বাতাসের এমনি গুণ যে আপনা আপনি বংশ বৃদ্ধি পায়। বন্ধু! এতে কি লাজের কথা কিছু আছে, না কুলীনদের মান সমাজে কিছু খাট হয়েছে? সকলকারই এই দশা তোমা বই নয় রে, তবে কেন মন প্রাণকে কর উচাটন। তাই বলি বন্ধু! বাতাসটিকে মেনে নিয়ে মন শান্তিকে ভোগ কর।

বন্ধু! আপাতত যে প্রকার বাতাসটী উঠেছে এতে কি কাহারও নিস্তার আছে, কেননা বাতাস সব স্থানে যায়। মদ্দারাই

প্রথমে আমোদিনীদিগকে আমোদ-কাননে নিয়ে যায়, পরে যখন আমোদ না পায়, তখন করুণারসের গান গায়। বন্ধু! এইটী যুক্তির কার্য্য নয়, তবে ভাসা ভাষার ভাস এটা স্বীকার করি।

বন্ধু! যদি ছেলেবেলা থেকে সংস্কারটিকে গড়ে পিটে লও, তাহলেই তো বালাই যায়! তাতো করিবে না—আধা পূর্ব্বে, আধা পশ্চিমে! এতে মনোকষ্টটিকে ভোগ করিবে, না তো কি মন শান্তি-টীকে ভোগ করিবে?

আমরা অবলাদিগকে কি ভয়াবহ স্থানে আপাতত ফেলিয়াছি, যাহা দেখিলে বা শুনিলে পাষাণও গলে যায়, কিন্তু আমরা এমন নরাধম যে আমাদের হৃদয়ে একটু কষ্ট আসে না—উঃ কি মনস্তাপ!

একধারে পুরাতনের বাতাসের ঢেউ অবলাদিগকে আছড়াইতেছে, অপর ধারে পাশ্চাত্য বাতাসের ঢেউ অবলাদিগকে আছড়াইতেছে, মধ্যে দর্শনের পাহাড় অবলাদিগকে ভয়ানক বিভীষিকার লয় দেখাইতেছে—অবলার প্রাণ কত সহ্য করিতে পারে, কেননা কোনদিকে কিনারা ধরিবার উপায় বাস্তবিক নাই, ফলত বাতাসের কৃপাতে আধাআধি গিয়ে হাবুডুবু খেয়ে অবশেষে প্রাণের দায়ে যা কিছু পায় তাকেই আশ্রয় মনে করে ধরে। বন্ধু! এই দোষগুলি কার হয়—অবলাদের না আমাদের? যদি আমরা সংস্কারটিকে একভাবে সংস্কৃত করি তাহলে কাহাকেও মনোকষ্ট ভোগ করিতে হয় না। বন্ধু! তার উপায় কিছু করি কি—না খালি কথার্থী হয়ে অশান্তিটিকে এনে সোণার সংসারটিকে উচ্ছন্ন দিই!

আপাতত যে প্রকার বাতাস উঠেছে, আর যত দূর এগিয়ে পড়েছে এতে আর ষোল আনা পুরাতনে ফিরে আসিবার কোন উপায়

নাই, তবে যদি দয়াময় দয়া করেন কি না হতে পারে? কিন্তু দয়াময়ও বাতাস বুঝে কার্য্য করেন।

যখন প্রায় সব বাঙালী কালীঘাটে গিয়ে মার কাছে জানাইল— মা! বার বৎসরের আইন পাস হলে আমাদের জাতি যাইবে— মা শুনিলেন কি?—তিনি বলিলেন,—বাছাধন! বাতাস বুঝে কার্য্য কর।

বন্ধু! এখন প্রায় সকল বাঙালীর ঘরে বার বৎসরের কচি খুকি রহিয়াছে, কাহারও কি জাতিটী যাইতেছে, না আরো সভ্য বনিতেছে। তাই বলি বন্ধু! সংস্কারটি বড় বালাই।

যশোহর জেলায় শ্রীনগর বলে একটী গাঁ আছে, এই গাঁ হতে প্রথমে ম্যালেরিয়া জ্বরের সূত্রপাত হয়, পরে ম্যালেরিয়া জ্বরটী উলাগাঁয়ে এসে উলু উলু দিয়ে তথায় নাচ করে। বন্ধু! এখন দেখ, সমস্ত জায়গায় নাচ করিতেছে কি না?

আরো দেখ—প্লেগ রোগটী প্রথমে বোম্বাই দেশে আসে, কত প্রকার নালা খাল ডোবা ডুবি কাটা হইল এবং কত প্রকার পাহাড় পর্ব্বতের প্রাচীর তোলা হইল, যাতে প্লেগ রোগটী ডিঙ্গাইয়া অন্যত্র না যায়—কিন্তু বন্ধু! এখন প্লেগ রোগটী কোন স্থানে না গিয়াছে!

অন্য কাহার সহিত অন্ন খাইলে জাতি যায়, কিন্তু রেলগাড়ী, জাহাজ, হোটেল ও ইংরাজী বিদ্যা কতকটা এক করে দিয়াছে কি না—আগে বাঙালার গৃহস্থ স্ত্রীলোকদের গায়ে জামা থাকিলে তাকে বেশ্যা বলিত, কিন্তু এখন জামা গায়ে না থাকিলে তাকে অসভ্য বলে কি না—মেয়ে বাচাল হলে আগে অখ্যাতি রটিত, এখন বাচাল হলে সুখ্যাতি রটে কি না—আগে মেয়েরা রোজগার করিলে কত প্রকার গল্প রটিত, কিন্তু এখন রোজগার করিলে

তাকে সুশিক্ষিতা বলে সকলে আদর করে কি না—তাই বলি বন্ধু! দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে কার্য্য না করিতে পারিলে সোণাটিও রাং হয়ে যায়, আর দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করে কার্য্য করিতে পারিলে রাংটিও কালে সোণা হয়। বাস্তবিক প্রকৃতিটী বিকৃতি হয়েও পুনঃ প্রকৃতি হয়।

বন্ধু! ফাঁকিটিকে আপাতত ফাঁকি বলে আমি আরো মনের সাধে হেসে গড়াগড়ি দিতেছি, তবে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে শিখে কার্য্য করিতে পারিলে বড় সুখের হয়। বন্ধু! এখন বাচ্ছা বেলা থেকে মেয়েদিগকে সুশিক্ষিত করে বাইরে বাহির করিতে বিধিমতে চেষ্টা কর, তাহলে আর কাহাকেও মনোকষ্ট ভোগ করিতে হবে না।

জাতীয় সমিতিটী এত বৎসর কার্য্য করে খালি ফোলা বেলুনের মত পোঁ পোঁ করে শুকাতে রহিল, তবে একবারে ন্যাতা হয়ে মাটীতে মাটীসাৎ হইত ভাগ্যবশত শিল্পী মেলাটি এটাতে যোগ দেওয়াতে এখনও শূন্যে বাতাসের ভরে কাঁপিতেছে, ভবিষ্যতে কি হবে ঠিক বলা যায় না; বাস্তবিক আপাতত যদি জাতীয় সমিতিটি একবারে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে অনর্থক আর টাকাগুলির শ্রাদ্ধ হয় না, কিন্তু টাকার দানসাগরের শ্রাদ্ধটী যদি মেয়েগুলির উন্নতির দরুণ করা হয়, তাহলে বোধ হয়, পঁচিশ বৎসরের ভিতর বাঙালাটি প্রকৃতিস্থ হয়।

গলিতে গলিতে ফ্রী মেয়ে পাঠশালা খোলা হউক, আর বাটে বাটে বিদ্যাবতী মেয়ে গিয়ে আধা বয়সী গিন্নি ও কচি খুকিগুলিকে ফ্রী বিদ্যা দিউক, আর সাথে সাথে মেয়ে আশ্রম তৈয়ার করা হউক, কেননা যে সব মেয়েরা অন্ন বিহনে শীর্ণা বা বস্ত্র বিহনে উলাঙ্গিনী বা বাটী বিহনে ক্ষীণা ও সরলতা বিহনে পাগলিনী বা নিপুণতা

বিহনে অভাগিনী—ওদিগকে ভাত, কানি, ছাদ, প্রেম ও শিল্প দেওয়া হউক। আর যে সব কচি খোকাদের থাকিবার জায়গা নাই, তাদিগকে মেয়ে আশ্রমে রেখে প্রতিপালন করা হউক, আর মেয়েদের ও কচি খোকাদের কোন রকম বিপদ বা আপদ হলে উদ্ধার করা হউক—অবলাতে দোষ নাই, যেটা আগে ছিল আবার সেটাকে পুরো মাত্রায় চালান হউক।

শ্বেতকেতুর আগে কি বিয়ে ছিল, না চাষের জমির মত যে যখন চাষ করিত সেই ফলের অধিকারী হইত—মনুসংহিতায় আগে কি বর্ণ বিচার ছিল, না সকলে ভাই ছিল—পুরাণের আগে কি ইষ্টদেবতা ছিল, না পঞ্চভূতের বল প্রবল ছিল—ব্রাহ্মণার পূর্ব্বে জাতি সম্বন্ধে কি কিছু বিশেষ নিয়ম ছিল, না মানব ধর্ম্মের যাহা নিয়ম তাহাই ছিল—বিষয়গুলি চিরকাল বিষয় আছে, পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকিবে, কিন্তু জাতি ব্যবহার লয়ে আগে গোলমাল ছিল, আপাতত গোলমাল আছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে। তবে যে জাতিটি প্রকৃতিস্থ হতে পারিল সে জাতিটি বাহোবা পাইল, আর যে জাতিটী বিকৃতিস্থ হইল সে জাতিটী ঢুঃ ছাই হইল।

চণ্ডিয়া যখন প্রকৃতিস্থ ছিল তখন সংস্কার গুণে কি হাসিখুসি ভোগ করেছিল, আবার যখন বিকৃতিস্থ হইল তখন কি ভয়ানক বিপরীত অবস্থা হইল—প্রকৃতি ও বিকৃতি নিজের হাতের মুটার ভিতর হয়—জাতির আইনের ভিতর থাক, কোটায় হরদম রগড় লোট, আর জাতি ব্যবহারের নিয়মটিকে ছেটে কাজ কর, ছিটে বেড়ায় ছিছ্ কাঁদুনে হয়ে নাকখুটো—বাস্তবিক চণ্ডিয়া যেমনি বিকৃতিস্থ হইল অমনি প্রকৃতিস্থ মিশর আসিয়া চণ্ডিয়াটিকে হজম করিয়া ফেলিল।

লুকাইয়া কর্ণের মত প্রসব করিতে পারিলে, মাতা ঠাকুরাণী ভীষ্মের মত বিচক্ষণের কাছে ছেলের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে কি, না পঞ্চ পাণ্ডব কর্ণকে দাদা বলিতে লজ্জা বোধ করে—না সামাজিকতাতে কুন্তীকে অসতী কহে—যদি কহিত তাহলে আজ পর্য্যন্ত সকল মেয়েরা মেয়েদিগকে আশীর্ব্বাদ করিত না, যে তুমি কুন্তীর মত প্রসবিনী হও। বন্ধু! কি মজার রহস্য দেখ।

শ্রীকৃষ্ণ যাতুধান হয়েও পূজনীয় হইল—শ্রীরাম চরুর পুত্র হয়েও অবতার বনিল—শ্রীব্যাস অনূঢ়ার পুত্র হয়েও নারায়ণ হইল—শ্রীযুধিষ্ঠির মন্ত্রের পুত্র হয়েও ধর্ম্মাবতার হইল—শ্রীশঙ্করাচার্য্য বনবাসীর পুত্র হয়েও শঙ্করের পুত্র বলিয়া কথিত হইল—শ্রীইন্দ্রজিত রাক্ষস বিয়ের ফল হয়ে ইন্দ্রকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিল। পুরুষকার গুণে মান,—মান গুণে নাম,—নাম গুণে অর্থ,—অর্থ গুণে অর্থ,—প্রকৃতিটি নিজ দোষে বিকৃতি, আবার বিকৃতিটি নিজ গুণে প্রকৃতি।

মিশর আবার বিকৃতিস্থ হলে প্রকৃতিস্থ গ্রীক আসিয়া মিশরের কাঁধে উঠিল—গ্রীক আবার বিকৃতিস্থ হলে প্রকৃতিস্থ রোম আসিয়া গ্রীককে হস্তগত করিল—রোম আবার বিকৃতিস্থ হলে প্রকৃতিস্থ বারবেরিয়ান আসিয়া রোমটিকে ভক্ষণ করিল। প্রকৃতির ও বিকৃতির লীলা ঠিক নাগরদোল্লার উঠার ও পড়ার মত হয়।

বন্ধু! সংস্কার গুণে তোমার মনোকষ্ট হয়, যাতে সকলকার সংস্কারটী এক প্রকার হয়, এই রকম বিধান করনা, তাহলে কাহারও আর মনোকষ্ট থাকে না। সকলে মুখপোড়া হলে আর মুখপোড়ার কষ্ট থাকে না। শেয়ানা হয়ে বোকাকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজে ফাঁকিতে পড়িতে হয়। তুমি মজা লুটিবে বলে

কাজ করেছিলে ইহার দরুণ আপাতত মনস্তাপটিকে ভোগ করিতেছ, যদি পাথরকানা হয়ে অর্থাৎ পুরো বিশ্বাসী হয়ে কাজ করিতে তাহলে এই প্রকার ঘটনাটি হইত না। আমার মত সোঁদোর গাধা হও অর্থাৎ সাদা সিদে লোক হও, তাহলে সংস্কার গুণে বিশ্বাসের উপর সংসারের সুমিষ্ট ফলটিকে বেশ ভোগ করিতে পারিবে; আর তা না হলে ঢাকপেটা রত্ন হয়েও অন্তরে শান্তিটিকে কখনও ভোগ করিতে পারিবে না, কেননা গাধার পিটে চড়িলে ধোপা বনে। তাই বলি বন্ধু! আর গোলমালে দরকার নাই, যাতে মেয়েগুলি সুশিক্ষিতা হয় তার বিধান করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা কর।

শিয়ানা,—দেখা যাউক—তুমি যে বলিলে মেয়েদিগকে সুশিক্ষিতা না করিতে পারিলে কিছুই হবে না, কারণ উহাদের দ্বারা সন্তান-সন্ততির সংস্কারটী হয়, যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে কি করিয়া এই কার্য্যটী হইতে পারে, তুমি বলিতে পার?

বোকা,—মাষ্টার বেথুন ও মাষ্টার জুবার্ট সাহেব যদি আমাদের মেয়েগুলিকে পুরাতন সংস্কারটী থেকে আধাআধি করিতে পারিলেন, আর আমরা সবে মিলে যদি আর আধা টুকু হতে পার করে না দিতে পারি তবে কেন মিছামিছি হেঁচড়া হিঁচড়ী করি? আইস স্রোতে গা ভসাইয়া দিই, যেখানে উঠিবার সেইখানে উঠিব। নোবল ব্রিটনের কৃপায় আর একশত বৎসরে আপনি হয়ে যাবে,—যখন ফ্রী প্রাইমারী এডুকেশনটী ঘরে ঘরে চলিবে।

শিয়ানা,—বন্ধু! আমার ত মাথায় আইসে না। যাহা আপাতত কিছু কার্য্য হইতেছে ইহা যে খালি বাচালতা বেশ জানি, তবে করি কি একটী হুজুগ লইয়া কালটিকে ত কাটাইতে হইবে!

বন্ধু! ইংরাজী ভাষা শিখিবার গুণে যে এই সব হইতেছে এইটী আমি খুব স্বীকার করি, তবে গোড়াটিকে কেহই ঠিক ধরিতে পারিতেছে না, তাই কোন প্রকৃত কার্য্য হইতেছে না, ফলত যাহা কিছু করা যাইতেছে, নিজেরাই পরে কষ্টতে মরিতেছি।

দেখ বন্ধু! স্বদেশী বলিয়া প্রথমে কার্য্যটি করা হইল, কোথায় সব সস্তা হইবে, না সব মহার্ঘ্য হইয়া উঠিল, হিতে বিপরীত ফলটী ফলিল। ছয় টাকা চাউলের মণ দাঁড়াইল, বোধ হয় এইটী রহিয়া গেল, কেননা উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় চারি টাকা চালের মণ হইয়াছিল, কিন্তু চারি টাকা চালের দামই বরাবর রহিল। পূর্ব্বে পুঁইশাকটী গরুতে খাইত, এখন আধ হাত পুঁইশাক এক পয়সাতে আইল, অন্য জিনিষের কথা আর কি মাথা বলিব। যারা আমাদের কথায় নেচেছিল তাহারাই মরিল, আমরা অন্য আর এক রকম বজ্জাতি ধরিয়া এক প্রকার চালাইব। বন্ধু! স্বদেশীর ফল যে এই সব ফলিবে ইহা স্বপ্নেও জানি না।

বোকা,—বন্ধু! নেই কাজ তো খই ভাজ, এটীতো করিলে না? তাই বলেছিলাম যখন বীজ ফেলেছিলে যে শাক বটে তবে কান্‌কা নটে নয়, কাঁটানটের ঝাড়, তাই ঠিক হইল কি না?

বন্ধু! একবার অনুবীক্ষণ দিয়া দেখ, বাঙালার অবস্থা আমাদের মহাপাপে কি প্রকার দিন দিন দাঁড়াইতেছে, আমার কথা শুনে কে—যখন কোঁক্‌ড়া কাটে ঠ্যাকে তখন ছেলেটী ককিয়ে উঠে বলে—মা, আর যখন ছেলেটীকে ভূতে ধরে তখন ছেলেটী চেঁচিয়ে বলে—রাম। তাই বলি বন্ধু! খালি বয়েৎ মুখস্থ রেখে কার্য্য করিলে শেষে শোকটিকে পেতে হয়।

স্বাধীন দেশের Political economyটীকে বেশ মুখস্থ করে পরাধীন দেশে বীজটীকে ছড়ালে কি ফলে পরিণত হয়, না

পরিশ্রমটী বিফল হয়! স্বাধীন দেশের ইতিহাসগুলিকে বা Orator and Oratory খানিকে মুখস্থ রেখে বক্তৃতা দিলে কি কার্য্য হয়, না পুতলো বাজীর সংএর মতন প্যাঁ প্যাঁ করে সকলকে হাসিয়ে মারে। টেম্‌স্ নদীর জলে নেয়ে এলে কি গোরা হয়, না জাতি ব্যবহারগুলিকে ভুলে গিয়ে পশু হয়! হোটেলে খেলে কি বীর হয়, না রোগাক্রান্ত হয়ে কম বয়সে স্বর্গে উপে যায়! জাতীয় সমিতিটিতে গেলে ভাই হয়, না মরে অন্যের কাঁধে যেতে হয়! বেদে গুলিসূতা নিলে কি ব্রাহ্মণ হয়, না বাঁশবাজী করে শেষে বাঁশে উঠে স্বর্গে যায়! যাদুধন, যদি এই সবগুলি ঠিক হয়, তাহলে আমার কাণটা ধরে দুগালে দুটো চড় মার।

ভূতের রহস্য না জেনে কার্য্য করিলে ভূতগত হয়। বাঙালীর দ্বারা আজ পর্য্যন্ত বাঙালাতে কি কোন কার্য্য হয়েছে, না যাহা কিছু হয়েছে, সে সবগুলি ইংরাজীভাষা শিক্ষার ফল হতে হয়েছে, যদি এইটী ঠিক হয়, তাহা হলে যে গুরু তাকেই ভুরুৎ।

বন্ধু! আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডটীকে ধরিতে চাই, কিন্তু আমরা যে চাঁদবদনী চাঁদেরকণা তাতো জানি না, যদি জানিতাম তাহা হলে কি চাঁদটীকে দেখিলেই চাঁদটীকে ধরিতে যাইতাম! খোকাটী কি চাঁদটীকে ধরিতে পারে, না কেঁদে কেঁদে ঘুমাইয়া পড়ে—যদি এইটী ঠিক হয় তাহলে আমরা নিজের পায়ের উপর এখনও দাঁড়াইতে শিখি নাই, ইহা সিদ্ধান্ত হইল, তবে যেন এই তুরুটিকে ধরিও না,—জলে না নামিলে সাঁতারটী শিখা হয় না—ডুব জলে নয় হাঁটু জলে, এইটী যেন মনে থাকে।

অহে ভগিনী ও ভাই সকল আইস, আমরা ব্রহ্মাণ্ড ও ন্যাসনল, হৃদয়েশ ও প্রাণেশ্বর শব্দগুলিকে আপাতত ছাড়িয়া দিই, তাহলেই আপাতত আমাদের বালাই যায়।

বন্ধু! তা পারি কৈ—হাঁদুরা গুলিসূতাটিকে কি ছাড়িতে পারিতেছে, না রোজ থাকে থাকে আরো বাড়িতেছে,—যদি আমাকে অবিশ্বাস কর, লোক সংখ্যা দেখিলেই অনায়াসে জানিতে পার।

এই কার্য্যটিতে কে ধনী হইতেছে?—গুলিসূতাধারীরা না পরদেশীয়েরা? যদি গুলিসূতাধারীরা ধনী হইত, তাহলে অস্পর্শীয়ের বাটীতে অন্ন পেলে মনে করিত না যে আজ আমি কি শুভক্ষণে কার মুখ দেখে সকাল বেলায় উঠে ছিলাম যে আজ আমার দিনটা বড় সুখে গেল—যদি এই সব ঠিক হয় তাহলে খালি বজ্জাতিতে কোন কার্য্য হয় না, এটা সাব্যস্থ হইল।

ব্রহ্মাণ্ডটিকে এক করিলে নির্ব্বংশ হয়, কিন্তু আমরা নির্ব্বংশ না হয়ে বরং গোলা পায়রার মত বংশবৃদ্ধি পাই, তবে ব্রহ্মাণ্ডটিকে এক করা ভাল ইহা বলিতে পার; কিন্তু যাদুগণ! বংশ কি বাঁশের ঝাড়কে বলে, না পোকা মাকড়কে বলে? যদি না বলে তবে আমরা আৎকুড়ে—যদি এটা ঠিক হয়, তবে প্রকৃতিস্থ হয় না কেন?

নিজের ক্ষমতানুযায়ী বীজটিকে স্থান বিশেষে বিশেষ হয়ে ভক্তিপূর্ব্বক ফেলিলে বীজের ক্ষমতানুসারে ফল ফলিতে পারে, কিন্তু মরুভূমি ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর বলে উহাতে বীজ মন্ত্রটী পাঠ করে বীজ ফেলিলে কি পরিশ্রমের ফলটী ফলে পরিণত হয়? যদি না হয়, তবে বিকৃতিটিকে আগে প্রকৃতিস্থ না করে কেন অসভ্যের মত অসভ্যতা কর?

শ্রীরামকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া যদি বাঙ্গালাতে বীজ ফেলা হয়, তাহলে কি শ্রীরাম হতে পারে? যদি স্থান মাহাত্ম্য হিসাবে না পারে, তবে সবলুট হও কেন?

১০৩

শিয়ানা,—তিনি সর্ব্বব্যাপী হন, ইহার কারণ কোন দোষ দেখিতে পাই না।

বোকা,—এই রকম বকাবকি করেই তো আমরা নরকেতে গেলাম! তুমি আমার "মিত্র-রহস্য"খানিকে পড়, তাহলে নিয়মের উপর ধাপে ধাপে উঠাটি বুঝিতে পারিবে—আর প্রকৃতি বিকৃতি হয়ে কি করে আবার প্রকৃতি হয় সেটাও বেশ বুঝিতে পারিবে।

হিমালয় হতে গঙ্গাটী উঠে বঙ্গোপসাগরে পড়ে মিশে গিয়াছে, তবে তুমি কূট ধরিতে পার—যদি এইটী ঠিক হয় তাহলে বঙ্গোপ-সাগরও যাহা হয় আর হিমালয়ও তাহাই হয়—সূক্ষ্মে ঠিক হয় এটা আমি বলি বটে, কিন্তু স্থূলে অর্থাৎ ব্যবহারে এটা সত্য নয়—যদি এটা সত্য হয়, তাহলে যখন জগৎটা ব্যবহারময় হয়, তখন অনিয়মের বচনগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি সূক্ষ্মের বচনগুলি না খাটে তাহলে সূক্ষ্মের বীজ লয়ে স্থূলে ফেলা কর্ত্তব্য নয়—তবে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য দুইটাকে এক করে যদি ব্রহ্মাণ্ডটিকে একময় কর, তথাপি স্থূলের নিয়মগুলিকে রদ করিতে পার না; যদি না পার, তবে ব্রহ্মাণ্ডটিকে হাতের মুঠার ভিতর হইতে ছাড় না কেন—তাহা হলেই তো বালাই বায়—তবে যদি আরো কূট ধর, তাহলে "মিত্র-রহস্যের" ফাঁকিতে কুটটি কূট করে উপে যাবে।

শিয়ানা,—আমি কি ব্রহ্মাণ্ড হইতে তফাৎ?

বোকা,—মানুষ ছাড়া কি মেয়ে মানুষ, তবে মেয়ে মানুষ বল কেন? এক ছাড়া কি বহু, তবে তুমি ও আমি বল কেন?

শিয়ানা,—মেয়ে বলিয়া মেয়ে মানুষ বলি।

বোকা,—নিজের কথাতে নিজে মরিলে—যেমনি মেয়ে সংস্কারটি আছে বলে মেয়ে মানুষ বল, তেমনি অমুকের অমুক নাম আছে বলে অমুক নাম বলনা, ব্রহ্মাণ্ড বল কেন—যদি বিষয়ের নাম

ধরে বিষয়ী হও, তাহলেই বালাই যায়। আরো ভাল করে যদি এর জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তিগুলিকে জানিতে ইচ্ছা কর, আমার "মিত্র-রহস্য" খানিকে মনোযোগের সহিত ভাল করে পড়, তাহলে নৈ কি এঁড়ে, বেশ করে বুঝিতে পারিবে। এখন ব্রহ্মাণ্ডটিকে ছাড়িবে কি, না ব্রহ্মাণ্ডটিকে হাতের ভিতর রেখে নৈমিত্তিক কার্য্যগুলিকে লণ্ডভণ্ড করে সকল দেহে অশান্তিটিকে জাগাবে?

শিয়ানা,—তোমার কথায় আপাতত না হয় ছাড়িলাম, তার পর কি করিব বল দেখি?

বোকা,—বড় আনন্দের কথা—স্থূলে পুরুষকার করিলে কার্য্য পাওয়া যায়, কিন্তু আবার কার্য্যগুলিকে সূক্ষ্মে আনিলে ফক্কা হয়ে যায়। তবে বন্ধু! কিছু রং করি শুন:—

তুমি আগে ব্রহ্মাণ্ডটিকে ছেড়ে চারিটী দ্বীপকে ধর, পরে আবার চারিটির ভিতর হতে একটিকে ধরে অন্য তিনটিকে ছাড়; তারপর আবার একটির ভিতর হতে অন্য প্রদেশগুলিকে ছেড়ে খালি ভারতবর্ষটিকে ধর, আবার ভারতবর্ষের ভিতর হতে অন্য দেশগুলিকে ছেড়ে খালি বাঙালাটিকে ধর। আপাতত বাঙালাতে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে তুমি অন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলিকে ছেড়ে খালি হিন্দু জাতিটিকে ধর, আবার হিন্দু জাতির ভিতর অনেক ভিন্ন ভিন্ন থাক আছে, চারি বর্ণের অতিরিক্ত যে কায়স্থ জাতিটি আছে ঐ জাতিটিকে ধর। বন্ধু! তুমি কায়স্থ বলে তোমাকে কায়স্থ জাতিটিকেই ধরিতে বলিলাম, কেননা তুমি অতি সহজে যুক্তিটিকে বুঝিতে পারিবে।

কায়স্থ জাতিটির ভিতর আপাতত চারিটি শ্রেণী আছে, তন্মধ্যে অন্য তিনটিকে ছেড়ে খালি দক্ষিণ রাঢ়ীয়টিকে ধর, এখন বন্ধু দেখ—দক্ষিণ রাঢ়ীয়দিগের ভিতর এক রকম ধর্ম্ম দীক্ষা, এক রকম

খাদ্য খাওয়া, এক রকম পোষাক পরা, এক রকম রংয়ে রংইলা সকলে আছে কি? যদি থাকে তাহলে পরের পর এক একটিকে যুড়ে এবং তৎপরে অন্য সব গুলি এক হয়ে আবার এক ব্রহ্মাণ্ড হয়, আর যদি না থাকে তাহলে দক্ষিণ রাঢ়ীয়দিগের ভিতর যাতে এক প্রকার ব্যবহার হয়, তাহা করা বিধেয়।

যদি এই সামান্য কার্য্যটুকু আমরা করিতে না পারি তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের কাজটিকে করা কি সম্ভবপর? যে ব্যক্তি একটি ডোবাকে ছাঁকিতে পারে না, সে যদি মহাসাগরটিকে ছাঁকিতে যায় সেটি কি সম্ভবপর? যদি বল না—তবে ক্ষমতাতীত কার্য্য করিতে যাওয়া অসভ্যতা, এটা তুমি স্বীকার করিলে? যদি কর, তাহলে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা ন্যায়সঙ্গত। এখন চোখ চেয়ে দেখ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের ভিতর এমন কেহ এক ব্যক্তি আছে যে এই কার্য্যটি করিতে পারে? যদি পারে তাহলেই বালাই যায়, আর যদি না পারে, তাহলেই চারি শ্রেণীর কায়স্থের উপর কার্য্য করিতে যাওয়া বাতুলতা। যদি এটা ঠিক হয়, তাহলে বন্ধু! তোমার ব্রহ্মাণ্ড বিচারটি ঠিক এইরূপ হয় কি না বল দেখি?

স্বদেশীওয়ালারা বলিল,—তোমরা সবে কাঁচের চুড়িগুলিকে ভাঙিয়া ফেল—বেশ কথা—এখন কাঁচের চুড়ির বদলে কি ব্যবহার করি? যদি বল সধবা বা বিধবা কিছুই নয়—বোধ হয় সেটা বলিবে না, কেননা স্বদেশীর কথা চলিতেছে—তবে বলিতে পার, দর্শনে সধবা কিম্বা বিধবা নাই, এটা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু সকলে যে পৌত্তলিক! যদি এটা ঠিক হয় তাহলে আপাতত গালার চুড়িগুলি স্বদেশী হয়, বাস্তবিক পক্ষে মেয়েদের চুড়িটি স্বদেশী নয়, কেননা মুসলমানেরা চুড়িটিকে বঙ্গে আনিয়া স্বদেশী করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক স্বীকার করিয়া লইলাম যে গালার চুড়িটি স্বদেশী হয়, কিন্তু

আমার মতে শাঁখাটি প্রকৃত স্বদেশী; শাঁখ হতে হয়েছে বলে শাঁখা নাম হয়েছে—সমুদ্রে শাঁখ জন্মায়, সধবার চিহ্ন কি করিয়া শাঁখা হইল?

সিন্দুরটি হিম প্রদেশে জন্মায়, সিন্দুরটাই বা কি করে সধবার চিহ্ন হইল? বোধ হয় সমুদ্রবাসিনীরা যখন হিম প্রদেশের পুরুষের সহিত মিলিয়াছিল সেই সময় হতে এই দুটো জিনিষ সধবার চিহ্ন হয়েছে—বিদেশী পুরুষের সহিত মিলিবার কারণ সিন্দুরটি চিহ্ন হয়, আর শাঁখাটি দক্ষিণের চিহ্ন স্বরূপ হয়, ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে উত্তর ও পশ্চিমবাসীরা উত্তর ও পশ্চিমবাসিনীদিগকে লইয়া আসিয়া পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দেশে বাস করে নাই—যদি এইটী ঠিক হয় তাহা হলে শ্বেত ভূতত্ত্ববিদরা আপাতত যাহা বলেন তাহা ঠিক। উঁহারা বলিয়া থাকেন বিন্ধ্যাচলাবধি সমুদ্র ছিল—কালে কি না হয়, আর কি না যায়, ফলত সময়ে প্রকৃতিটি বিকৃতি হয়ে আবার পুনঃ বিকৃতিটি সময়ে প্রকৃতি হয়ে থাকে; অতএব স্থূলের নিয়মে রূপান্তরই জগতের গতি হয়।

বিষয়কে যত ভাগ করিতে পার ততই ভাগ হতে পারে, কেননা তিনি যখন বলিলেন যে আমি বহু হইব তখন তিনি নিঃসন্দেহে বহু হয়েছিলেন বটে, তথাপি একটিকে ধরা সম্ভবপর নয়; তবে জ্ঞান, বুদ্ধি বা যুক্তির বলে একটিকে ধরে একতাটি করা প্রশংসনীয় এবং সেই হেতু অবতারটি বরণীয়, ফলত জাতি ব্যবহারটি সংসার নিয়মে প্রয়োজনীয় এবং বাস্তবিক সকলকার পক্ষে জাতি ব্যবহারটি সেবনীয়।

গালার কিম্বা শাঁখার চূড়িগুলিকে স্বদেশী বলে যদি সমস্ত সধবাই ব্যবহার করে, তাহলে ছুঁচার বিষ্ঠা পাহাড়ে উঠার মত দরটি কত বেশী দাম হয়ে যায়, কেননা পরাধীন দেশে যে জিনিষটির যত আদর হয় সেই জিনিষটির দর তত মহার্ঘ্য হয়, কিন্তু স্বাধীন

দেশে তত সস্তা হয়। স্বাধীন দেশে স্বদেশী দ্রব্য যাতে সকলে ব্যবহার করিতে পারে, স্বাধীন ব্যক্তিরা তাহার উপায় সঙ্গে সঙ্গে করে থাকে, কিন্তু পরাধীন দেশে তাহা সম্ভবপর নয়। অতএব ইহাতে বুঝিতে হইবে যে সংসার নিয়মে সম্ভবপর ও অসম্ভবপর আছে।

বিলাতী কাপড়ের দাম জোড়া পিছু চারি আনা চড়িয়াছে, এবং দেশী কাপড়ের দাম জোড়া পিছু আট আনা চড়িয়াছে,—স্বদেশী ব্যবহার করিলে কোথায় পয়সা বাড়িবে, না প্রায় সকলেই ফকির হতে সুরু হইল! মেয়েলী কথায় বলে, "খেতেছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল কর্‌লে এঁড়ে গরু কিনে," তবে দয়াময়ের কৃপাতে দড়িটি ছিঁড়ে এঁড়েটি পলাইয়া গিয়াছে, আর এঁড়েটিকে ধরিতে ঘাটে বা মাঠে বা বাটে বা ফাঁড়িতে যেওনা, কেননা পরিশ্রমের মাখাল ফল আপাতত যাহা পাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট। তবে আর বেশী বাড়াবাড়ি যদি কর, তাহলে বেড়া আগুণে পুড়িয়া মরিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

আগে ব্যবস্থা না করে বাতাসের উপর কাজ করিলে শেষে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। তবে বলিতে পার, বেশী দাম' দিয়া জিনিষ না কিনিলে স্বদেশী দ্রব্য আপাতত জন্মাইতে পারে না—এইটী খুব ঠিক, তবে টাকা কোথা হতে আসে? ধনী লোকের কাছ থেকে টাকা আসা উচিৎ এবং গরিবের নিকট হতে টাকা গ্রহণ করাটা অনুচিৎ, কিন্তু বাঙ্গালার প্রথা গরিবকে মেরে আসরটীকে সর্‌গরম্‌ করা—এই যুক্তিটীকে আমি ভাল বিবেচনা করি না—ধনী লোকেরা সব জিনিষগুলিকে কিনিয়া পরে সস্তা দরেতে সাধারণকে বিক্রী করুক না কেন, তাহা হইলেই তো স্বদেশী জিনিষগুলি চলিতে পারে! তখন নেতাবৃন্দেরা ও ধনীরা বলিবে আমাদিগের

কাছে এত টাকা নাই যাতে আমরা এই প্রকার কার্য্য করিতে পারি। যদি এইটী ঠিক হয়, তাহলে দর্শনের মতটীকে ধরে বাঙালার অধিকাংশ স্ত্রীলোকগুলিকে রাঁড় করাটি কি বিধেয়?

পলিটীক্যাল ইকনমিতে যাহা কিছু বলে সেই সবগুলি পরাধীন দেশে খাটে কি না আগে ঠিক করা কর্ত্তব্য—যদি না খাটে তবে খালি কথার্থী হয়ে সাধারণের মনশান্তিটীকে ভাঙাটী কি পলিটীক্যাল ইকনমি ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য? যদি বল, হুজুগ না করিলে থাকিতে পারি না—বাঙালার ধর্ম্মকে লয়ে করনা বাপু এবং যেটী বংশাবলিক্রমে করে আসিতেছ—রাজনীতি লয়ে গোলমাল কর কেন, এটাতে যে পয়মাল হবার সম্ভাবনা আছে—ইংরাজ বাহাদুর না হয় আপাতত কিছুই বলিলেন না, তবে আমরা সবে রাজ-ভক্ত নয় এটা সাব্যস্ত হইল, ফলত এটা কি ভাল হইল?

অহে ভাইসকল দেখ দয়াময় আমাদের মিছা অহংকারটীকে সহিতে পারিলেন না, তিনি বাখরগঞ্জে দুর্ভিক্ষ আনিয়া দেখাইয়া দিলেন। "অতি দর্পে হতা লঙ্কা," দর্প করোনা বাছা। বন্ধু! তোমার মনোকষ্টটী বোধ হয় মিশিয়া গেল, যদি গিয়া থাকে আইস সকলে রাজভক্ত হয়ে প্রকৃতিস্থ হই, তাহলেই আনন্দটী ছুটিবে।

তবে আমি আসি।



শতদলবাসিনী।



শতদলবাসিনী—তুমি মানস সরোবরের শতদলে বাস কর বলিয়া তোমাকে শতদলবাসিনী কহি এবং যে দিন **এক** ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব, অমনি তুমি গুণবতী হইয়া বর্ত্তমান আসরে পুরুষকারের দ্বারা কর্ম্মিষ্ঠা হইলে এবং সেই হেতু তোমার সঙ্গে উপাস্য ও উপাসক সম্বন্ধ ঘটিয়া তুমি আর আমি সংজ্ঞা চলিল; বাস্তবিক এই সংজ্ঞা হইতে ঘূর্ণীয়মান জগতের সংজ্ঞা হইল এবং তজ্জন্য রূপান্তরই জগতের গতি রহিল। তুমি যদি শূন্যাতীত হও, তাহা হইলে সংসার কোথায় এবং বাস্তবিক সংসার ব্যতীত প্রেম কোথায়, আর প্রেম ব্যতীত আনন্দ কোথায়, ফলত আনন্দ ব্যতীত **একের** সিদ্ধান্ত কোথায়—তাই বলি ফাঁকিটীকে কাটীয়া ভগিনীগুলিকে ফাঁকি দিওনা।

শতদলবাসিনী—চিৎ হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে চেতনা এবং চেতনা হইতে চিন্তা হয়, ফলত চিন্তা ব্যতীত প্রেম হয় না। প্রথমে যখন তুমি দিগম্বরী ছিলে তখনও তুমি প্রেমিকা ছিলে, তার পর যখন বস্ত্রাবরণী হইয়া ছিলে তখনও তুমি প্রেমিকা ছিলে, কিন্তু আপাতত কেন তুমি দুষ্টবুদ্ধিটীকে ধরিয়া প্রেমটীকে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতেছ?

প্রেম ব্যতীত জাগতিক জনে শান্তি কোথায়? পূর্ব্বে তুমি নীরস প্রেমে উপাসকদিগকে শান্তি দিয়াছ, তারপর তুমি স্বইচ্ছা ইষ্ট মিলন প্রেমে উপাসকদিগকে শান্তি দিয়াছ, তার পর তুমি বিবাহ প্রেমে উপাসকদিগকে শান্তি দিয়াছ, কিন্তু আপাতত তুমি ফাঁকিটিকে ধরিয়া সুবচনী হইয়া উপাসকদিগকে অশান্তি দিতেছ—তাই বলি, এঁকা বেঁকা ভাবটুকুকে ছাড়িয়া সরল ভাবটিকে ধরিয়া ভগিনীগুলিকে সরলা সুন্দরী করিয়া দেওনা কেন!

পূর্ব্বে হংসটী দুদ্ টুকুকে খালি খাইয়া মিশান ময়লা জলটিকে পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিত, আপাতত দুদের সঙ্গে দুর্গন্ধ ঘোলা পেঁকো ফাঁকিটিকে পর্য্যন্ত মিশালেও দুদ বলিয়া চলিয়া যায় বটে, কিন্তু পরে নেবারোগে আক্রান্ত হইয়া সব বিষয়কে হল্‌দে দেখে। দুদের অপেক্ষা প্রত্যক্ষ অমৃত আর দ্বিতীয় নাই, বাস্তবিক দুদ্‌টীই শক্তি হয়, যদি এইটী ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার ভগিনীগুলিকে কপিলা করিয়া আদরিনী করিয়া দেওনা কেন!

প্রেমিকা ব্যতীত সতী নাই, ফলত এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই—যে স্থানে এবম্প্রকার ধারণা আছে যে এক সত্য, এক অবতার সত্য এবং এক বর্ত্তমান সত্য, বাস্তবিক সেই স্থানেই সতী সত্য হয়—যদি এইটী ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার ভগিনীগুলিকে নিয়মের উপর জাতি ব্যবহার শিখাইয়া এক করিয়া দেওনা কেন!

জাতি ব্যবহার ব্যতীত ধর্ম্ম নাই এবং ধর্ম্ম ব্যতীত কর্ম্ম নাই, কর্ম্ম ব্যতীত পুরুষকার নাই, পুরুষকার ব্যতীত ফল নাই, ফল ব্যতীত আনন্দ নাই, আনন্দ ব্যতীত প্রেম নাই, ফলত প্রেমিকা ব্যতীত সতী নাই; যদি এইটী ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার ভগিনীগুলিকে সতী করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওনা কেন!

থাঁকড়া বনে মুসল জন্মায়, শতদলে সতী জন্মায়। শতদলটী কোথা হইতে আসে—বীজ হইতে। বীজ আসে কোথা হইতে—অন্ন হইতে। অন্নটী আসে কোথা হইতে—মেঘ হইতে। মেঘটী আসে কোথা হইতে—সূর্য্যের কিরণের দ্বারা সমুদ্র হইতে। সমুদ্র আইসে কোথা হইতে—রস হইতে। রস আসে কোথা হইতে—চাঁদ হইতে। যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার চাঁদ-বদনী ভগিনীগুলিকে চতুর্থ দিবসে সৌরের উপাসক বানাইয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওনা কেন!

সতীরা প্রথমে সোমের সহিত বিবাহ করে, তারপর গন্ধর্ব্বের সহিত বিবাহ করে, তারপর অগ্নির সহিত বিবাহ করে, তার পর দেহধারীর সহিত বিবাহ করে। দেহ ব্যতীত কি প্রেম হয়, না প্রেম ব্যতীত সতী হয়, না সতী ব্যতীত সংসারের শ্রী হয়, না শ্রী ব্যতীত শক্তি হয়, না শক্তি ব্যতীত মুক্তি হয়—যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার ভগিনীগুলিকে সুশিক্ষিতা সংসারী করিয়া মনোনীত বর গ্রহণের ক্ষমতা দিয়া জাতি ব্যবহারে প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওনা কেন?

সংসার ব্যতীত শিক্ষা কোথায়—শিক্ষা ব্যতীত সংস্কার কোথায়—সংস্কার ব্যতীত জাতি ব্যবহার কোথায়—জাতি ব্যবহার ব্যতীত ধর্ম্ম কোথায়—ধর্ম্ম ব্যতীত একতা কোথায়—একতা ব্যতীত ভ্রাতৃভাব কোথায়—ভ্রাতৃভাব ব্যতীত সমতা কোথায়—সমতা ব্যতীত সতী কোথায়—সতী ব্যতীত শক্তি কোথায়—শক্তিব ্যতীত মুক্তি কোথায়—যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার ভগিনীগুলিকে একতাগুণে শক্তিশালিনী করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওনা কেন!

শক্তিশালিনী ব্যতীত প্রকৃত সংসার কোথায়? সম্যক্ প্রকার বিশিষ্ট জাতিগত সারের নাম সংসার—জগতের ভিতর সম্যক্

প্রকার বিশিষ্ট সারটি কি—সংসার। এই সংসারটি কি—এক প্রকার ব্যবহার। এক প্রকার ব্যবহারটি কি—জাতি ধর্ম্ম। জাতি ধর্ম্মটি কি—এক রং, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক অবতার, এক ভাষা। অতএব যে মানবের ভিতর এই কয়েকটি আছে, সেই মানবদিগের ভিতর প্রকৃত সংসারটি আছে, ফলত এই সংসারের অস্তিত্বটি কি - শক্তি। শক্তিটি কি—সতী। সতীটি কি—এক প্রকার জাতি ব্যবহার। যদি এই গুলি ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার ভগিনীগুলিকে এক প্রকার জাতি ব্যবহারে প্রকৃত সংসারী বানাইয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওনা কেন!

শতদলবাসিনী,—তোমা হইতে এই সংসারটী হয় এবং তুমি সাংসারিক জনকে সভ্য কর, আবার তুমি অসভ্য বানাও। তুমি যখন সাংসারিক জনকে ..., কর্ম্ম ও নিয়মেতে রাখ, তখন সংসারের ...মন শ্রীবৃদ্ধি হয়, আবার এইগুলিকে যখন তুমি লোপ করিয়া দাও, তখন কেমন আস্তে আস্তে সংসারটী অধঃপাতে যায়! দেখ—আর্য্যেরা যখন এই সমস্ত নিয়মগুলির ভিতর ছিল, তখন উহারা সভ্য হইয়া কেমন সুন্দর রূপে নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করিয়া সংসারে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, আবার যখন উহাদিগকে তুমি আশার উপর ভরসা দিয়া ফাঁকিতে লইয়া গিয়া ফাঁকি কাটিলে, তখন উহারা নিরাশ্রয় হইয়া আস্তে আস্তে নামিতে নামিতে কেমন নরকে পৌঁছিয়া পাঁচ মিশিলি হইয়া পুরাতন পুস্তকের ব্যক্তিগুলিকে পূর্ব্ব পুরুষ কহিতে থাকিল। এইগুলি কি তোমার ভাল কর্ম্ম হয়? যদি হইত তাহা হইলে উহারা তোমাকে ভ্রম দর্শনেতে অবহেলা করিয়া নানা প্রকারের প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিত না। উচ্চ দর্শনগুলি যে ভাবে বলিয়াছে, সে ভাবটী ভাবুকের পক্ষে ভাল, কিন্তু সাধারণ

সাংসারিকের পক্ষে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশের ব্যাপার হয়। অস্থির মাথাতে কি স্থিরবুদ্ধি স্থান পায়? যদি পাইত তাহা হইলে তুমিও অপদার্থ হইতে না, আর সংসারটীও ছারে খারে যাইত না। সংসর্গ দোষে ভালটীও মন্দ হয়।

দেখনা—তুমি যখন সুমেরুতে ছিলে, তখন কি নিরাবরণী ছিলে, না ভাল্লুকের ছালের লোমসহিত পোষাক ব্যবহার করিতে—তার পর যখন হিরাটের সরস্বতী নদীর ধারে আসিয়াছিলে তখন এক প্রকার পশমিনা ব্যবহার করিতে—আবার যখন এলাহাবাদে সরস্বতী নদীর ধারে আসিয়াছিলে তখন তুলাভরা সুতার বস্ত্র ব্যবহার করিতে—কিন্তু যখন বাঙ্গালাতে নবদ্বীপের সরস্বতীর ধারে আসিয়াছিলে তখন উত্তরীয় বস্ত্র ছিল না, খালি দশহাত কাপড়ের ব্যবস্থাটীকে ধরিয়াছিলে, আপাতত কলিকাতার সরস্বতীর ধারে তোমাকে কোন একটি নির্দ্ধারিত বস্ত্রে দেখিতে পাই না,—তুমি কোন সময় বিবিয়ানা পোষাক পর, কোন সময় মুসলমানী পোষাক পর, কোন সময় ইহুদীয়ানী পোষাক পর, কোন সময় সিমির উপর দশহাত কাপড় পর, কোন সময় মট্‌কা ধর, আবার কোন সময় নীলাম্বরী পরিয়া দিগম্বরী হও,—দেখ নিজের দোষে তুমিও পাঁচ মিশিলিতে মিশিলে! যদি তুমি রাজনীতিটী ও গুপ্তনীতিটীকে বাঙ্গালার অস্থির অর্থাৎ কচি মাথাতে না দিতে, তাহা হইলে তুমি কি পাঁচু ঠাকুরাণী বলিয়া কথিত হইতে? অহো কি মনস্তাপ!

তুমি পূর্ব্বে শ্বেত ছিলে, আর তোমার গঠনটী কি সুন্দর মাপের উপর ছিল, আজ তোমাতে কেন পুঁই মিটুলির রং দেখিতে পাই ও তোমার অঙ্গতে বিকলাঙ্গ দেখিতে পাই কেন? পূর্ব্বে তুমি এক রকম খাইতে, কিন্তু এখন কেন তুমি সব

রকম খাও ? তাই বলি, দুষ্ট গরুর কাছে শিষ্ট গরু থাকিলে দুষ্ট হইয়া যায়--এই দোষটা কার, তোমার না আমার ? তুমি যদি রাজনীতিটা ও গুপ্তনীতিটাকে বাঙ্গালার কচি মাথাতে না দিতে তাহা হইলে বোধ হয় বাস্তবিক তোমার এই প্রকার পাঁচ মিশিলি অবস্থা হইত না।

শতদলবাসিনী—এক সময়ে তুমি কি ছিলে, আর তোমার কৃপাতে তোমার উপাসকেরা কি আনন্দের পরাকাষ্ঠাতে উঠিয়াছিল ! আবার তোমার নিক্ নজর হওয়াতে তুমি নিজেও গেলে, আর তোমার উপাসকেরা রসাতলের নীচে তলাতলে যাইল। কেহ দর্শনের ফাঁকিটিকে ধরিয়া শূন্যে উড়িতেছে, কেহ পুস্তকের গল্প পড়িয়া রাজনীতিজ্ঞ হইয়া সাধারণের ভিতর অশান্তি বাড়াইতেছে—তাই বলি শতদলবাসিনী—তুমি আর দুষ্ট বুদ্ধিটাকে বঙ্গে আনিও না ; যাহা করিয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর বেশী যদি দুষ্ট বুদ্ধিটাকে ধর তাহা হইলে চোরা গরুর সঙ্গে কপিলাও বুঝি যায় ! তাই বলি বাঙ্গালার ভগিনীগুলিকে ঘোর সংসারী করিয়া নিয়মের উপর প্রকৃতিস্থ করিয়া দেও।

শতদলবাসিনী—আমি বাঙ্গালার মদ্দাদিগের দরুণ উপস্থিত তোমাকে অনুরোধ করি না, কেননা মদ্দাদের মাথার দফা রফা হইয়া গিয়াছে, কারণ মদ্দারা ঘুণ-ধরা পাকা বাঁশ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উহাদের সংস্কারটি কি আর বর্ত্তমান দেহে বদলাইতে পারে ? যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে।

শতদলবাসিনী—তুমি তো জান যে দোলাটিকে দোলায় সেই দোলার বস্তুটিকে সংস্কার দেয়—তুমি যে দোলার কর্ত্তৃঠাকুরাণী, তুমি যে সংস্কারে দোলার বস্তুটিকে সংস্কৃত করিবে, দোলার বস্তুটি সেই সংস্কারে সংস্কৃত হইবে। তুমি যদি বাঙ্গালর স্ত্রীলোকগুলিকে

ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও নিয়মের শিক্ষা দিয়া উহাদিগকে একভাবের বস্তু করিয়া দাও তাহা হইলে উহাদিগের সন্তান ও সন্ততিগুলি পাঁচ ভাবাপন্ন হইতে পারে না,—সতীর পুত্র না হইলে কি জগতে কোন কার্য্য হয়? তাই বলি, তুমি তোমার ভগিনীগুলিকে সতী করিয়া দেও অর্থাৎ এক রংয়ে, এক খাদ্যে, এক পোষাকে, এক ধর্ম্মে আনিয়া দেও।

যাহা এক তাহাই উৎকৃষ্ট, যাহা পাঁচমিশিলি তাহাই নিকৃষ্ট—প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াও বিকৃতিটি প্রকৃতি হয়—যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার আর কিসের ভাবনা? অতএব তুমি অনুগ্রহ করিয়া তোমার ভগিনীগুলিকে বুদ্ধিমতী করিয়া নিয়মের উপর প্রকৃতিস্থ করিয়া দেও।

শতদলবাসিনী,—তুমি যদি শিক্ষা দাও "কে কার, তুমি কার, সব একাকার, তবে তুমি কারে বল নিয়মাকার" তাহা হইলে কি করিয়া সংসারটি চলে? গুণে সংসার হয়—যদি তুমি সংসারকে নির্গুণ কর, তাহা হইলে কি করিয়া সংসার হয়? যদি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও লোকালোক সব এক হয়, তাহা হইলে আকার ও বিচার কি করিয়া হয়? আকার ও বিচার না হইলে কি করিয়া বিষয় হয়? বিষয় না হইলে কি করিয়া ভেদাভেদ হয়? ভেদাভেদ না থাকিলে শব্দগুলি কি করিয়া ব্যবহার হয়? শব্দের ব্যবহার না রাখিলে কি করিয়া পদগুলি হয়? পদ না হইলে অর্থ হয় না, এবং পদের অর্থ না ধরিলে সংজ্ঞা হয় না, ফলত আকার হয় না। গুণই আকার হয়, ফলত আকারই সংসার হয়—সম্যক প্রকার বিষয়ের সারই সংসার হয়, অতএব নিয়ম ব্যতীত সংসার হয় না। যদি এই সমস্ত যুক্তি ঠিক হয়, তাহা হইলে সব বিষয় নিয়মাধীন।

নিয়মাধীন হইলেই কর্ম্মিষ্ঠ হয়, কর্ম্মিষ্ঠ হইতে হইলেই পুরুষকারের আবশ্যক হয়, বাস্তবিক পুরুষকার করিতে হইলেই নিয়মগুলিকে প্রতিপালন করিতে হয়, অতএব আকারান্বিত হইলেই নিয়মে থাকিতে বাধ্য।

শতদলবাসিনী—আমি তোমাকে কত কি বলিতেছি, বোধ হয়, তুমি আমার উপর রাগ করিতেছ—তুমি দেহধারিণী, প্রসবিনী ও কর্ত্রী ঠাকুরাণী, ইহার কারণ আমি তোমাকে বলিতে বাধ্য—দেহে ভোগ না থাকিলে শান্তি কোথায়? যদিও ভোগে ভোগ বাড়ে, কিন্তু ভোগ শেষ না হইলে শান্তি আসে না, অতএব নিয়মের উপর ভোগটাকে শেষ করা বিধেয়—যদি তুমি পঙ্গপাল লয়ে ফের, তাহা হইলে শ্রীটী কি করিয়া হয়?

শতদলবাসিনী,—নিয়ম ব্যতীত কি শ্রী থাকে, না শ্রী ব্যতীত ভোগ হয়, না ভোগ ব্যতীত আনন্দ হয়,—তুমি আনন্দময়ী হইয়া আগে কি সুন্দর আনন্দ দিতে, কিন্তু উপস্থিত কেন তোমাতে অন্য প্রকার ব্যবহার দেখি—তুমি যখন দেহধারিণী তখন তুমি সাকারারূপিণী, ফলত তুমি নিয়মের বশবর্ত্তিনী।

আগে তুমি ইসারাতে কার্য্য করিতে, এখন তুমি উল্টা বুঝ কেন, আর অর্থ উল্টাইয়া কর কেন? যাহা কিছু বলি তাহা সমস্তই সংসারের নিয়মের দরুণ, তবে যদি ফাঁকি ধর, তাহা হইলে নাচার—তুমি যে ভাগ্যবতী বলিয়া কথিত, তুমি আছ বলিয়া ভাগ্য আছে, ভাগ্য আছে বলিয়া নিয়ম আছে, নিয়ম আছে বলিয়া দেহ আছে, আর দেহ আছে বলিয়া আকার আছে, ফলত তুমি দেহধারিণী, প্রসবিনী ও কর্ত্রীঠাকুরাণী।

আকার হইতে দেহ হয়, দেহ হইতে জাতি হয় এবং জাতি হইতে বিশেষ ধর্ম্ম অর্থাৎ জাতি ধর্ম্ম হয়, এবং এই জাতি

ধর্ম্মটী নিয়মে আবদ্ধ আছে, ফলত নিয়ম ঠিক রাখিতে পারিলে জাতি ধর্ম্মটী থাকে, অনিয়ম করিলে জাতি ধর্ম্ম থাকে না, তবে বিষয় ধর্ম্ম থাকে, ইহা স্বীকার করি। জাতি ধর্ম্ম ব্যতীত সংসারে উন্নতি কোথায়, ফলত সাধারণ বিষয় ধর্ম্মে সংসারের ভিতর অবনতি অনিবার্য্য—যে জাতিতে জাতি ধর্ম্ম আছে, সে জাতিটী সংসারের ভিতর ভোগী, অতএব জাতি ধর্ম্মটীকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাই বলি, তুমি তোমার ভগিনীগুলিকে নিয়মাধীন প্রেমিকা করিয়া সমাজনীতিজ্ঞ করিয়া দেও।

শতদলবাসিনী—কর্ম্মিষ্ঠ না হইলে শক্তি হয় না, শক্তি না থাকিলে কর্ম্ম হয় না, কর্ম্ম না করিলে গৃহ শান্তি হয় না, গৃহ শান্তি না থাকিলে শান্তি হয় না—বাস্তবিক দুকূলখানিকে মিলাইয়া নিস্কুল করিয়া গোলাকার করিলে কর্ম্ম করিবার স্ফূর্ত্তি হয়, ফলত দেহে স্ফূর্ত্তি ধরিতে পারিলেই কর্ম্ম হয়—যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার ভগিনীগুলিকে আঁটা গোলাকার ঘাগরা পোষাক পরাইয়া কর্ম্মিষ্ঠা করিয়া উহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওনা কেন!

শতদলবাসিনী,—আঁটা পোষাক ব্যতীত কর্ম্মের আঁট কোথা, কর্ম্ম ব্যতীত উন্নতি কোথায়, উন্নতি ব্যতীত উন্নত মন কোথায়, উন্নত মন ব্যতীত প্রেম কোথায়, প্রেম ব্যতীত শক্তি কোথায়, শক্তি ব্যতীত সতী কোথায়, সতী ব্যতীত গৃহ শান্তি কোথায়, গৃহ শান্তি ব্যতীত আনন্দ কোথায়, আনন্দ ব্যতীত শান্তি কোথায়—যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার ভগিনীগুলিকে ফর্‌ফরে প্রজাপতি করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওনা কেন!

শতদলবাসিনী—ঝোলা মাই বা নাদা পেট থাকিলে মাথাটি গোবরের ঝুড়ি হয়। গোবরে কি প্রজাপতি থাকে, না গুবরে

পোকা থাকে ? যদি এইটী ঠিক হয়, তাহা হইলে মাষান্নকে উঠাইয়া দিয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে মাংসান্নকে জাতি ব্যবহারে ফেলিয়া ভগিনী-গুলিকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওনা কেন !

শতদলবাসিনী,—মাংসান্ন ব্যতীত স্কুলের উন্নতি কোথায়, স্কুলের উন্নতি ব্যতীত জাতি ব্যবহার কোথায়, জাতি ব্যবহার ব্যতীত ধর্ম্ম কোথায়, ধর্ম্ম ব্যতীত একতা কোথায়, একতা ব্যতীত ভ্রাতৃভাব কোথায়, ভ্রাতৃভাব ব্যতীত সমতা কোথায়, সমতা ব্যতীত দুঃখের দুঃখী কোথায়, দুঃখের দুঃখী ব্যতীত সতী কোথায়, সতী ব্যতীত শক্তি কোথায়, শক্তি ব্যতীত মুক্তি কোথায়—যদি এই সব ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার ভগিনীগুলিকে এক বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওনা কেন !

শতদলবাসিনী,—সূর্য্য ব্যতীত রং হয় না, রং ব্যতীত বিষয় হয় না, বিষয় ব্যতীত চিন্তা হয় না, চিন্তা ব্যতীত সুশিক্ষিত হয় না, সুশিক্ষিত ব্যতীত মর্য্যাদা হয় না, মর্য্যাদা ব্যতীত নাম হয় না, নাম ব্যতীত অর্থ হয় না, ফলত অর্থ ব্যতীত অর্থ হয় না—যদি এইগুলি ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার ভগিনীগুলিকে অর্থ দিয়া লক্ষ্মী করিয়া দেওনা কেন !

লেখা পড়া ব্যতীত অর্থ হয় না, অর্থ ব্যতীত অর্থ হয় না,—যদি এই অর্থটি ঠিক অর্থ হয়, তাহা হইলে ফ্রী প্রাইমারী এডুকেশনটি বড়ই ভাল হইয়াছে, যদি ভুল্ চুক্ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার আঁধার ঘরের আরসোলা ভগিনীগুলিকে লীলাময়ী করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওনা কেন !

আঁধার ঘরে আরসোলা জন্মাইবার কারণ আরসোলার গায়ে বড়ই দুর্গন্ধ হয়, কিন্তু ফাঁক পাইলেই ফর্‌ফর্ করিয়া উড়িয়া বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়ে। দয়াময়ের কি অদ্ভুত মহিমা—

কাকের ও চড়ুয়ের মহলে কি তৎক্ষণাৎ টেলিপ্যাথি হইয়া যায়! কাক ও চড়ুয়েরা লজ্জা সরমের মাথায় পা দিয়া ঠোকর মারিয়া আনন্দে অবলা আরসোলাগুলিকে উদরসাৎ করে। ক্ষীণ হইয়া পায়ের উপর দাঁড়াতে না শিখিয়া কোন কার্য্য করিলে পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়—যদি এই প্রস্তাবটি ঠিক হয়, তাহা হইলে পরে কম্পালসারি এডুকেশনের ব্যবস্থাটি করিয়া তোমার ক্ষীণ ভগিনীগুলিকে কাক ও চড়ুইয়ের ঠোঁট হইতে সরাইয়া দিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া দিও।

শতদলবাসিনী,—এক রক্ষা করেন তাকে যে নিজে নিজেকে রক্ষা করে। আমাদের মেয়েগুলি আত্মতত্ত্ব আদৌ জানে না। কথকতা, রামপ্রসাদের পদাবলী, বাউল সংগীত ও কীর্ত্তনগুলি উহাদিগকে আপাতত নিঃস্ব করিয়াছে। নিঃস্ব হইলেই রত্নটি যায়, ফলত রত্নটি যাইলেই শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়, শ্রীভ্রষ্ট হইলেই নিঃস্ব হয়—যদি এইটী ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমার ভগিনীগুলিকে মানিনী, জ্ঞানিনী, বুদ্ধিমতী, যুক্তিশীলা ও বয়স্থা করিয়া বিবাহ দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কুমারীদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাটিকে ঠিক করিয়া উহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওনা কেন!

শতদলবাসিনী,—তুমি ব্রহ্মাগুটিকে মদ্দাদের মাথার ভিতর দেওয়াতে উহাদিগের মাথার দফা রফা হইয়া গিয়াছে—তুমি যেন আর রাজনীতি ও গুপ্তনীতিটি তোমার ভগিনীগুলির মাথায় আপাতত দিও না, তাহা হইলে আঁধার ঘরের মস্ত পাখী আরসোলাগুলি পিপীড়ার পালক উঠার মত বাদলা পাখী হইয়া চক্ষের জলে ভাসাইয়া দিবে—কেননা হাউইয়ের মত উপরে উঠিলে শীঘ্র মাটীসাৎ হইবার সম্ভাবনা। কচি অস্থির মাথাতে আপাতত তুমি জাতীয় ধর্ম্মকে অর্থাৎ জাতীয় ব্যবহারকে ও চরিত্রনীতিটিকে প্রবেশ

করাইয়া দিয়া এবং উহাদিগকে প্রেমিকা করিয়া, ফলত সতী ও রাজভক্ত করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া দেও।—

শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

বিজয়া।





প্রকৃতি——বিকৃতি।

মিথ্র—প্রকৃতি।

মিথ্র প্রকৃতি হয়, কিন্তু আপাতত ভারতবর্ষে মিথ্র শব্দটী গল্পের অপেক্ষা বেশী উপরে উঠিয়া গিয়া শূন্যে মিশিয়া শূন্য হইয়া গিয়াছে, ফলত এই মিথ্রের বংশধরেরা যে কে কোথায় গিয়াছে ও কোন্ ধর্ম্মে কে দীক্ষিত আছে, ইহা ঠিক করিবার উপায় উপস্থিত কিছুই দেখিতে পাই না।

জেণ্ডাবস্থাতে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, মিথ্র অর্থাৎ সূর্য্য। সৌরদিগকে পূর্ব্বে বোধ হয় মিথ্র কহিত। আদিম উপাসকের ভিতর সূর্য্যোপাসক প্রথম বলিয়া কথিত, তৎপর অগ্নি এবং তৎপর অবতার, ফলত ইহাতে প্রকাশ পাইল যে সূর্য্যের উপাসনা প্রথম প্লাহ্ব হইতে বাহির হয়।

বেদে বোধ হয় মিথ্র—মিত্র বলিয়া কথিত, মিত্রাবরুণৌ। পূর্ব্বের সংস্কৃত পুস্তকে মিত্রের আদর কম হয়, তথায় সূর্য্যের,

অগ্নির ও জলের প্রাদুর্ভাব বেশী; ইহাতে প্রকাশ পাইল এক মিথ্‌র হইতে বহু শাখা হইয়া গিয়াছে। একদল পশ্চিমদিকে যায়, আর একদল পূর্ব্বদিকে যায়, ইহার কারণ কিম্বদন্তী আছে—দক্ষিণ পশ্চিম—উত্তর পূর্ব্ব—অর্থাৎ যাহারা পশ্চিমদিকে গিয়াছিল তাহারা দক্ষিণবাসীদিগকে সভ্য করিয়া উহাদিগের সহিত দান ও গ্রহণ করিয়াছিল, আর যাহারা পূর্ব্বদিকে গিয়াছিল তাহারা পূর্ব্ববাসীদিগের সহিত মিশিয়াছিল; পরে যখন জাতির সৃষ্টি হইল তখন কেহ নিজ জাতির ভিতর ব্যতীত অন্য সাধারণের সহিত দান ও গ্রহণ করিল না—ফলত এই প্রকার সংকীর্ণ ব্যবহার হওয়াতে কালক্রমে জাতির ভিতর থাকের সৃষ্টি হইল। জাতি হইতে থাক হইল, থাক হইতে ভাষা, আচার, ব্যবহার ও নিয়ম আলাহিদা হইল—যে থাকটি চৌকোশ বনিল, সেটী সর্ব্বপ্রধান বলিয়া জগতে খ্যাত হইল এবং এই ব্যাপারগুলি এত পুরাতন যে দর্শনের অনুমান ব্যতীত আপাতত ঠিক করিবার অন্য কোন উপায় নাই, অতএব অলীক বলিয়া বর্ত্তমানে ত্যাগ করিলাম।

চিত্রগুপ্তকে সূর্য্য কহে—গুপ্তরূপে চিত্র করে যে সে চিত্রগুপ্ত, অতএব মিথ্‌র—মিত্র—জেণ্ডাবস্থাতে মিথ্‌র রহিল, আর বেদে মিত্র রহিল, ফলত মিত্র প্রকৃতি বনিল।

বহু বৎসর পরে ভারতে প্রথম কুশ আসিল। পাঞ্জাবের কৌশিম্বা নগর ইহার দ্বারা স্থাপিত। কুশ প্রথমে গণিত জ্যোতিষ ভারতে আনে এবং কুশ বারাণসীতে যাইয়া বরুণের সহিত মিলিত হয়—বরুণ হইতে বারাণসী ও বারুণী নদী হইয়াছে, ইহার কারণ বোধ হয় বেদে মিত্রাবরুণৌ কহে।

পুরাণেতে কুশের বংশধরেরা কৌশিক ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। শ্রীরাম যখন বনে যান তখন শ্রীরাম বলিয়াছিলেন, আমার যাহা

কিছু অস্থাবর বস্তু আছে তাহা সমস্ত কৌশিক ব্রাহ্মণদিগকে দিবে, ফলত ইহাতে প্রকাশ পাইল যে শ্রীরামের সময় কৌশিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য থাকের ব্রাহ্মণ ছিল না, যদি থাকে তাহা নগণ্য ছিল।

পুরাকালে ব্রাহ্মণ বলিয়া একটী জাতি ছিল না, ঋষিকে ও মুনিকে ও বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করিত। কশ্যপ ও অত্রি হইতে কত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ও কত বৈশ্য হইয়াছে, ইহা পুরাণ কিম্বা আমার "চিন্তা-রহস্য" পড়িলে জানিতে পার, অতএব কুশ প্রকৃতি হয় ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

সৌর।

কুশ—প্রকৃতি।
|
কুশনাভ।
|
গাদি।
|
বিশ্বামিত্র—প্রকৃতি।

বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিল, আবার পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, ইহা পুরাণে কথিত। বিশ্বামিত্র শ্রীরামের গুরু ছিল, কিন্তু ইন্দ্রযজ্ঞ বশিষ্ঠ ব্যতীত অন্য কেহই করিতে পারিত না। এক সময়ে বশিষ্ঠ অনুপস্থিত থাকায় বিশ্বামিত্র এই কার্য্যটি সমাধা করিয়াছিল, ইহাতে বশিষ্ঠ অপমান বিবেচনা করিয়া রাজাকে শাপ দেয়, কিন্তু বিশ্বামিত্র ঐ শাপকে মোচন করিবার দরুণ স্বর্গে একটী নূতন স্থান প্রস্তুত করে, যথায় অদ্যাপি সেই রাজা পুরাণের মতে বাস করিতেছে এবং বাস্তবিক ইহা পুরাণে কথিত হয়।

ফল কথা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দুইটী মত হয়,—একটী বিষয়কে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ হওয়া, অপরটি বিষয়কে গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করা, ফলত দুইটীই দর্শন হয়। একটী ত্যাগমার্গ, অপরটি গ্রহণমার্গ, কিন্তু সাধারণ লোকে ছয় খানি দর্শন কহে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দুইটি মতের দর্শন স্পষ্টরূপে ঐ ছয়খানি পুস্তকে বর্ণিত আছে।

এই দুইটি মত লইয়া বরাবর গোলমাল চলিতেছে এবং দলে দলে নিজের মতকে প্রবল করিবার দরুণ যে কত পুস্তক লেখা হইয়াছে ইহার ইয়ত্তা নাই। এক সময় একদল বড় হয়, আবার এক সময় অন্যদল ছোট হয়, ফলত সময় বিশেষে ছোটটি বড় হয়, আবার বড়টি ছোট হয়, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, খালি রাজচক্রবর্ত্তীর পৃষ্ঠপোষকতা অর্থাৎ যখন রাজচক্রবর্ত্তী যে দলে মিশিল, তখন সেই দল বড় বলিয়া কথিত হইল।

বহু বৎসর এই প্রকারে দুইমত চলিয়াছিল এবং বহু পরে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে শাপ দেয় যে তোমার বংশধরেরা হীনাবস্থা প্রাপ্ত হউক এবং বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে শাপ দেয় যে তোমার বংশধরেরা হীনাবস্থা প্রাপ্ত হউক। মুনি ও ঋষির বাক্য বৃথা হয় না, ফলত কালক্রমে তাহাই হইল। যখন দুই মত হীনবল হইল, তখন বোধ হয় বৌদ্ধ মতটি প্রবল হইল, কিন্তু কতদূর সত্য ইহা ঠিক কহা যায় না, তবে গল্পের মত শুনিতে ভাল, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি।

পুরাতনের উয়ের ঢিপি যখন সমতলের সঙ্গে মিশিয়া মাট হইয়া যায়, তখন পুরাতত্ত্ববিদেরা আসিয়া অনুমানের দ্বারা নিশান দাগিয়া সব ঠিক করে, এইটী কতদূর যুক্তিসঙ্গত যুক্তিমানেরা সিদ্ধান্ত করুক।

বিশ্বামিত্র নববলি উঠাইয়া দিয়া ভগিনীপুত্র শুনঃশেফকে পৌষ্য-পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তদবধি পুত্রিকা পুত্র মাতামহের নাম লইলে বিষয়াধিকারী হইত, কিন্তু কবে এই আইনটি রদ হইয়া গিয়াছে, ইহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে সগোত্রে বিবাহ ছিল, বোধ হয় বিশ্বামিত্র উঠাইয়া দিয়াছে, কেননা (He preached universal brotherhood) বিশ্বামিত্র বিদেশী অনেক বস্তু লইয়া আসিয়া স্বদেশী করিয়াছিল, এবং সেই হেতু এখনও কিম্বদন্তী আছে নূতন কেহ কিছু দেখিলেই বলিয়া থাকে— "বিশ্বামিত্রের কাণ্ড"।

বাঙ্গালার বামুনেরা বলিয়া থাকে, যারা বামুন তারাই ঋষিদিগের বংশধর হয়, আর অন্য জাতিরা বামুনের শিষ্য বলিয়া গুরুর গোত্রে গোত্র হয়, কিন্তু বঙ্গের বামুনদিগের ভিতর বিশ্বামিত্র গোত্র কেহই নাই, ফলত এইটি যে অলীক ইহার কোন ভুল নাই। ঘোষ হইতে ঘোষাল শব্দটি প্রত্যয়গুণে হয় এবং বসু হইতে বাসব হইতে পারে, বাস্তবিক মিত্র হইতে মৈত্রেয় হয়। বঙ্গের সমস্ত মিত্রবংশের কায়স্থেরা বিশ্বামিত্রের গোত্রজ, ফলত বিশ্বামিত্র বিকৃতি হইয়াও প্রকৃতি হইল।

গুণে প্রকৃতি হয়। মুনি, ঋষি, যোগী ও ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে গুণে হইত, আপাতত বিশ্ববিদ্যালযের পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রগুলি যেমন Graduate বলিয়া কথিত হয়। যদি Graduateটি hereditary হইত, তাহা হইলে কালক্রমে Graduate বলিয়া একটি নূতন জাতি হইত। বিশ্বামিত্রের সময় নিজ গুণে ব্যক্তিগত খেতাব হইত, যাহা আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ে হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বের শব্দগুলি উপস্থিত hereditary, হওযাতে বড়ই গোলমাল হইয়াছে যাহা হউক বিশ্বামিত্র প্রকৃতি রহিল।

বিশ্বামিত্রের বংশধরেরা যে কে কোথায় যাইল, ইহা ঠিক করিয়া বলিবার কোনও উপায় নাই, কারণ বিশ্বামিত্র পুরাণ পুস্তকের পূর্ব্বে হয়। যখন পুরাণ হইয়াছে তখন পূর্ব্বের দুইটি মত প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে যাহা হউক বিশ্বামিত্রের বংশধরেরা জমিতে বেড়াইতে বেড়াইতে, মাঠে চরিতে চরিতে, পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে, বনে ঘুরিতে ঘুরিতে ও জলে ডুবিতে ডুবিতে হঠাৎ এক ব্যক্তি পাটলিপুত্রে উঠিয়া রাজসিংহাসনে বসিল, অতএব পুষ্পমিত্র আবার প্রকৃতি হইল।

বৌদ্ধ।

পুষ্প মিত্র—প্রকৃতি।

|

অগ্নি মিত্র।

|

সুজেষ্ঠ মিত্র।

|

বসু মিত্র।

|

অদ্রক মিত্র।

|

পুলিঙ্গ মিত্র।

|

ঘোষ মিত্র।

|

বজ্র মিত্র।

|

ভগবত মিত্র।

|

দেবভূতি মিত্র।

উহাদিগের বংশধরেরা আবার পা ফেলিতে ফেলিতে যে কোথায় পা রাখিল ইহাও বংশাবলী ক্রমে বলিবার কোন উপায় নাই, তবে বহু বৎসর পরে আবার কাশ্মীরে দুর্লভবর্দ্ধনকে দেখিতে পাওয়া গেল, কিন্তু ইহার বংশধরেরা বঙ্গে আইসে নাই বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম। মহারাজ দুর্লভবর্দ্ধন ও ইহার বংশধরেরা বৌদ্ধ ছিল।

কান্যকুব্জতে অর্থাৎ গাধিপুরেতে প্রেম মিত্রের তিন পুত্রকে পাওয়া গেল—শক্তি, নাগভট্ট ও কালি। শক্তির পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী বৎসরাজ হয় এবং ইহার বংশধরেরা রাজ বংশ বলিয়া কথিত; দ্বিতীয় কবি হওয়াতে ভট্ট উপাধি গ্রহণ করিল এবং ইহার বংশধরেরা ভট্ট বলিয়া কথিত; তৃতীয় কালি তথা হইতে বঙ্গে আসিয়া বাস করিল ইহা কথিত—ফলত বঙ্গের সমস্ত মিত্র ইহার বংশধর হয়; বাস্তবিক কালি মিত্র প্রকৃতি বনিল।

শাক্ত।

কালি মিত্র—প্রকৃতি।

|

শ্রীধর মিত্র।

|

শুক্তি মিত্র।

|

সৌভেরি মিত্র।

হরি মিত্র।

|

সোম মিত্র।

|

কেশব মিত্র।

|

মৃত্যুঞ্জয় মিত্র।

মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র ধুঁই মিত্র গৌড় ছাড়িয়া বড়িশায় আসিয়া এবং তথায় বাস করিয়া একটী সমাজ বানাইল ; বড়িশার মিত্রগণ ইহার বংশধর হয়, —ফলত ধুঁই মিত্র বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও পুনঃ পুরুষকারের দ্বারা প্রকৃতি বনিল।

ধূঁই মিত্র—প্রকৃতি।

|

নিশাপতি মিত্র।

|

লম্বোদর মিত্র।

লম্বোদরের পুত্র পরমেশ্বর মিত্র বড়িশা ছাড়িয়া বালীতে আসিয়া বাস করিল, কিন্তু প্রকৃতি বনিতে পারিল না, কেননা বংশধরেরা বালীর মিত্র বলিয়া কথিত হইল না, ফলত বড়িশার মিত্র বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য রহিল।

বৈষ্ণব।

পরমেশ্বর মিত্র

|

দানপতি মিত্র

|

জয়দেব মিত্র

ষষ্ঠীবর মিত্র।
|
শ্রীকান্ত মিত্র।
|
শিবরাম মিত্র।
|
কৃষ্ণরাম মিত্র।
|
সীতারাম, ওরফে উত্তরাম মিত্র।

কৃষ্ণরামের পুত্র সীতারাম, ওরফে উত্তরাম মিত্র, ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বন কাটিয়া বাস করিল; ইহার কারণ একটী কিম্বদন্তী আছে, বাগবাজারের "বনকাটা বাস মিত্র," কেননা বাগবাজারের মিত্রেরা বন কাটিয়া কলিকাতায় বাস করিয়াছিল। উত্তরাম মিত্র বাগবাজারের লম্বারদার ছিল, পরে কোন কারণ বশত লম্বারদার কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া লবণের ব্যবসাদার হওয়াতে যথেষ্ট পয়সা রোজগার করিয়াছিল, কিন্তু উহার পুত্র বেশী উপযুক্ত হওয়াতে উত্তরাম প্রকৃতি হইয়াও বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইল, কেননা কেহই বাগবাজারের মিত্রদিগকে উত্তরামের বংশধর বলে না, বরং সকলেই উহাদিগকে গোকুলের বংশধর কহে, অতএব প্রকৃতি হইয়াও উত্তরাম বিকৃতি হইল, ফলত এক হিসাবে বংশে উপযুক্ত পুত্র জন্মান মহাপাপ—কেননা পিতার অস্তিত্বটী লোপ পায়, কিন্তু ঊর্দ্ধ সাত ও অধঃ সাত পুরুষ উদ্ধার হয়।

বংশে যত মুটে জন্মায় ততই পূর্ব্ব প্রকৃতির ডাল পালা বাহির হইয়া পূর্ব্ব প্রকৃতিটি কল্পতরু বিশেষ হয়, আর সাফ করা

মুটে জন্মাইলে পূর্ব্ব প্রকৃতিটিকে পর্য্যন্ত সাফ করিয়া ফেলে। প্রকৃতির ইচ্ছা যে পুত্রের দ্বারা আমার নাম থাকে এবং আমার নাম না কোন্ প্রকারে লোপ হয়।

বংশধরদিগের ভিতর দুই প্রকার মুটে জন্ম গ্রহণ করে, ইহা যেন বরাবর মনে থাকে। এক প্রকার মুটে ডাল পালা দিয়া পূর্ব্ব প্রকৃতিটিকে বাড়াইয়া কল্পতরু করে, অপর আর এক প্রকার মুটে গুঁড়ি পর্য্যন্ত কাটিয়া পূর্ব্ব প্রকৃতিটিকে পর্য্যন্ত সাফ করিয়া দেয়, কিন্তু স্বনাম পুত্র পূর্ব্ব প্রকৃতিকে বাড়াবে না. বা কমাবে না, কেননা উপযুক্ত পুত্র স্বয়ং সিদ্ধপুরুষ হয়।

গোকুল মিত্র স্বয়ং সিদ্ধপুরুষ—যদিও উত্তরাম প্রকৃতি এবং গোকুল বিকৃতি, তথাপি বিকৃতি গোকুল পুরুষকারের দ্বারা প্রকৃতি বনিল। উত্তরামের মৃত্যুর পর গোকুল লবণের ব্যবসাটিকে একচেটে করিয়া ফেলিল, যাতে গোকুল প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বাগবাজারকে গোকুল বানাইল।

মহাকবি রামপ্রসাদ গোকুলের নিকট সরকার ছিল এবং মহাকবি রামপ্রসাদ গোকুলের জীবনী লিখিয়াছে, যাহা অদ্যাবধি ভিখারীর তাঁতে উঠিয়া বঙ্গবাসীদিগকে ভক্তি শিখাইতেছে। পূর্ব্বে জীবনচরিত কি প্রকারে লেখা হইত, ইহা গোকুলের জীবনচরিত পড়িলেই জানিতে পার, তবে সকল হিন্দু বঙ্গবাসী জানে বলিয়া ইহার সঙ্গে জীবনীটি দিলাম না।

থৈপাড়ার বামুন গোকুলের গুরু ছিল এবং যার বংশধরেরা আপাতত গোস্বামী বলিয়া খ্যাত। গোকুল গুরুকে কি প্রকার ঠাকুরবাটী তৈয়ার করিয়া দিয়া গিয়াছে এবং কীর্ত্তি রক্ষার দরুণ ও গুরুর ভরণপোষণের দরুণ কত জমী দিয়া গিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে এখনও জানিতে পার যে আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী

গুরুকে এত দিয়া গিয়াছে কি না, কেননা গোস্বামী বংশধরেরা চল্লিশ অংশীদার হইয়াও পায়ের উপর পা দিয়া এখনও খাইতেছে, তবে পরে কি হয় কে বলিতে পারে ?

এই ঠাকুরবাটীটি বড় ফেল্‌না নয়, যদি চক্ষু দিয়া দেখ, তাহা হইলে জানিতে পার যে কতদূর সত্য। আজকালকার মত ঢাক-পেটা জিনিষ নয় যে অস্তিত্ব নাই—তবে শ্রুতিমধুর—যোগাঁ কুলীন গাঁয়ের কীর্ত্তিটি বড় কম নয়, এইটীও একটি মহাকীর্ত্তি, তবে কোন লেখক পূজারীদিগের কথা লিখিয়া গিয়াছে। বংশে তড়বড়ে না জন্মাইলে তড়বড় করিয়া সব নিবিয়া যায়, বিশেষত বঙ্গ দেশে, কেননা Courtesy's সভ্যতার আদর বেশী। বঙ্গদেশে এই প্রকার ব্যবহার ঠিক, কেননা বাতাস বুঝিয়া না কার্য্য করিলে পেট চলে না, এবং বাস্তবিক বঙ্গ দেশে ঠিক কহিতে বা লিখিতে মুখে ও হাতে ব্যথা লাগে। Up and down হাতে খ্যাত হইয়া বঙ্গের লেখকদিগকে ঘুরাইতে পারিলেই বংশে মহাকীর্ত্তি হয়,—থাকুক আর না থাকুক বয়ে গেল, খালি বর্ত্তমান বংশধর নামজাদা expert চতুর থাকিলেই যথেষ্ট।

কাশীর ও বৃন্দাবনের কীর্ত্তি গুলি বড় মন্দ নয়। পুরোহিতকে নিজের ভদ্রাসনটি দিয়া গিয়াছে, আর চাঁদনীর বাজারের তোলা রোজ যাহা হইত তাহাই দিত, আর একটী টাকা রোজ দিত, কারণ বালী হইতে প্রত্যহ আসিতে হইত। বালীর বাগানটি এখনও মিত্রডাঙ্গা বলিয়া খ্যাত আছে।

পূজারী, সেবাই, রসুএ, মালাগাথা ও পাঠক এখনও বংশাবলী ক্রমে কার্য্য চালাইতেছে, তবে গোকুলের ব্যাগারটি উঠিয়া গিয়াছে—হাজার এক তুলসীর মালা রোজ জপ করিতে হইত, যে ব্যক্তি করিত সে একপাত প্রসাদ ও পাঁচটি টাকা মাসে পাইত।

গানহারীদিগের ভজনটি উঠিয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নহবৎ ও অতিথি সেবা লোপ পাইয়াছে। বংশে উপযুক্ত মুটে না জন্মাইলে এই প্রকার ব্যবস্থা চিরকাল হইয়া থাকে।

গোকুল তিন লক্ষ টাকা দিয়া বিষ্ণুপুর নিবাসী মহারাজা গোপাল সিংহের নিকট হইতে মদনমোহন মূর্ত্তিকে লইয়াছিল এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতাতে একটি ঠাকুরবাটী তৈয়ার করিয়া দিয়াছে, যেটি অদ্যাপি কলিকাতার ঠাকুরবাটীর ভিতর অদ্বিতীয় হইয়া গোকুলের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে।

গোকুলের মধ্যম পুত্রের বিবাহ জোড়াসাঁকো নিবাসী শান্তিরাম সিংহের কন্যা সূর্য্যমুখীর সহিত হয়; এই বিবাহেতে গোকুল প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিল ইহা কথিত, এবং কবির উক্তিতে কিছু আভাস পাওয়া যায়, "অরে গোকুল কর্‌লি কি ? নবগুণকে উড়িয়ে দিয়ে, সিদ্ধি হলি জোড়াতে"।

গোকুলের মাথায় প্রথম Law of Primogeniture ব্যবস্থাটি যে ভাল, ইহা আসে, কেননা গোকুলের উইলেতে এইটি প্রকাশ পায়, এবং এই উইলখানি এখনও Supreme Court's Record এতে আছে—Nobo Kissen Mitra *vs.* Harish Chunder Mitra's নথি দেখিলেই দেখিতে পাইবে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই উইলখানি রদ হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতাতে গোকুল চৈতন্য শিরোমণির দ্বারা প্রথম ভাগবতপাঠ প্রচার করে এবং উক্ত ব্যক্তির বংশধরেরা অদ্যাপি ৺ মদনমোহন জিউর বাটীতে ভাগবত পাঠ করিয়া থাকে।

গোকুল পুরুষকারের দ্বারা অনেক কার্য্য করিয়া বিকৃতি হইয়াও প্রকৃতি বনিয়াছিল, অতএব গোকুল প্রকৃতি হইল।

গোকুল মিত্র।

।

জগন্মোহন মিত্র।

|

রসিক মিত্র।

|

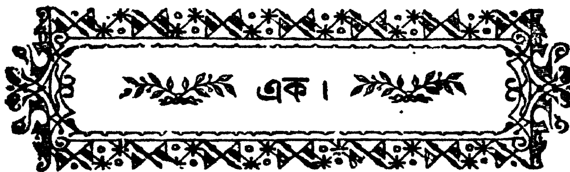
বিহারী মিত্র। একবাদী কার্ষ্ণ।

স্বনাম পুরুষ ধন্য—পিতৃ নাম পুরুষ মধ্যম—মাতৃনাম পুরুষ অধম—শ্বশুর নাম পুরুষ ধমাধম—দোহাই নাম পুরুষ ধমাধমাধম।

বিহারী মিত্র আপাতত ধমাধমাধম, কেননা পূর্ব্ব প্রকৃতিকে দোহাই দিয়া সংসারে ফিরে, অতএব বিহারী মিত্র দোহাই মুটে—যদি **একের** কৃপায় প্রকৃতি হইতে পারে, তাহা হইলেই জন্মকে ধন্য বিবেচনা করিবে, আর তাহা না হইলে পোকা মাকড় ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। হে ভদ্রগণ! পুরুষকারের দ্বারা প্রকৃতি বনিতে চেষ্টা কর।

বাগবাজারের মিত্র বংশে শ্বেতপুরুষদিগের চিঠি বা ছাপ বা দপ্তরের প্রধান ব্যক্তির কোন প্রকার certificate নাই, ইহার কারণ আমার মতে মহোচ্চ স্বদেশী বংশ হইলেও কিছুই নয় অর্থাৎ অগ্রাহ্য এবং বাস্তবিক এইটি প্রকৃত ঠিক।

In Calcutta, dirty water means unfiltered Ganges water. It is used for cleansing dirts and night soils and for washing purposes, but at present calculations do not use unfiltered Ganges water as drinking water. Oh! Swadeshiwallah—good-bye.



এক।

কাঞ্চ ধর্ম্মের নিয়মাবলী।

১। রহস্য ও মন্ত্র—একবাদী, এক সত্য, এক অবতার সত্য, এক বর্ত্তমান সত্য।

২। বস্ত্র—কষা পোষাক।

৩। রং—শ্বেত।

৪। খাদ্য—মাংস।

৫। বিবাহ—দিনে প্রসিদ্ধ। শ্রেণী বিভাগে বা পাহাড় বা নদ নদী বা সমুদ্র ব্যবধানে কাঞ্চের সহিত কাঞ্চের বিবাহ অপ্রসিদ্ধ হইতে পারে না। স্ত্রীলোকের চৌদ্দের পর প্রসিদ্ধ এবং পুরুষের একুশের পর প্রসিদ্ধ।

৬। অশৌচ—তিনদিন।

৭। পূজা—মানসিক। সাধারণ ধামে রবিবার প্রসিদ্ধ।

৮। পুণ্য—পরোপকার। পাপ—পরাপকার।

৯। তীর্থ—দেশ পর্য্যটন।

১০। বাক্য—সত্য প্রসিদ্ধ।

১১। সংসার—স্ত্রীস্বাধীনতা, সুশিক্ষিতা স্ত্রী, সতী স্ত্রী।

১২। উপাসনার দিন—রবিবার।

১৩। ব্রত—পুরুষকার।

১৪। সম্বন্ধ—অবতার বজায় রাখিয়া একবাদী হইলেই সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ।

১৫। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—মুখ্যাগ্নি ও শবদাহ প্রসিদ্ধ।

১৬। শ্রাদ্ধ—বৎসরান্তে মৃত ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন প্রসিদ্ধ। উপাসনা ধামে মৃত ব্যক্তির অব্যক্তিটি যাহাতে শান্তি মহলে বাস করে, এই প্রকার প্রার্থনা করা প্রসিদ্ধ। শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভোজ দেওয়া ও অনর্থক ব্যয় করা অপ্রসিদ্ধ।

দেখাইয়া ফাঁক——বাজাইয়া রং—
তেহাই লাগাইয়া দিলাম ধা—
বল, বল, বল
ওম—বম—সম।



নাম লিখিবার পদ্ধতি।

নাম লিখিবার পদ্ধতিটি নিয়মাবলীর ভিতর ফেলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, যখন পুস্তকের ছাপা শেষ হইল তখন মনে পড়িল যে গোড়াতেই গলদ—বাহোবা!

সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা হয়, ফলত নাম না থাকিলে বিশেষ্যের অস্তিত্ব নাই, এবং বিশেষ্য পদার্থের অভাবে বিশেষণের ও ক্রিয়ার অভাব হয়, বাস্তবিক বাঙ্গালার গোড়াতেই ভোঁ ভাঁ—বিশ্বামিত্রের বংশধর হইয়া মানডগার খাতিরে কি করিয়া বিশেষ বিশেষ্যটিকে ছাড়িয়া শেষ করি, কারণ বিশেষ্যটি অশেষ নয় এবং সেই হেতু নাম লিখিবার পদ্ধতি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীবিহারী মিত্র, শ্রীবসন্ত বসু, শ্রীবিড়ালাক্ষ ঘোষ,—লিঙ্গ ঠিক করিবার জন্য যুৎ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই—শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীলোক নয়, অভেদ করিলেই ঠিক হইয়া যায়।

শ্রীমাতঙ্গিনী মিত্র, শ্রীআতুরিণী বসু, শ্রীসরোজিনী ঘোষ,—যখন সিন্দুর উঠিয়া যাইতেছে তখন অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের জন্য আপাতত আলাহিদা চিহ্ন করা হইল না, পরে সময়োচিত প্রয়োজন বুঝিয়া করা হইবে।

GENEALOGY.



শাক্ত।

I. Kali Mitra. *
II. Sridhara Mitra.
III. Sukti Mitra.
IV. Sauveri Mitra.
V. Hari Mitra.
VI. Soma Mitra.
VII. Kesava Mitra.
VIII. Mrityunjaya Mtira.
IX. Dhuni Mitra. †
X. Nisapati Mitra.
XI. Lombodara Mitra *alias* Kuvera.
XII. Parameswara Mitra. ‡
XIII. Danapati Mitra.
XIV. Jayadeva Mitra.
XV. Śhashthivara Mitra.

বৈষ্ণব।

XVI. Srikanta Mitra.
XVII. Sivaram Mitra.
XVIII. Krishnarama Mitra.
XIX. Uttaram *alias* Sitaram Mitra. §
XX. Gokul Chandra Mitra.
XXI. Jagamohana Mitra.
XXII. Rasik Lala Mitra.
XXIII. Vihari Mitra.—একবাদী কাঙ্ক্ষ।

---

* He was formerly an inhabitant of Kanya Kubja, North Western Provinces, India. He being invited on an occasion of a ceremony (yajna) by Adisura, Raja of Gour, Bengal, paid a visit at his court on Thursday, 12th Kartick (October-November) Sakabda 994 (Tenth-Eleventh Century A.D.), and on his request he settled there and became the founder of Gour Mitra family at Maldah in Bengal.

† Barisa, Twentyfour Pargannahs, Bengal.
‡ Bali. Boro Pargunah, District Hugli.

সাধু গোকুল মিত্রের জীবনী।

সত্যযুগে পূর্ণব্রহ্ম নাম বিরচন।
ত্রেতাযুগে হোলেন হরি রাম নারায়ণ ॥
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ রূপে বৃন্দাবন-বনে।
কলিযুগে জগন্নাথ জগতে বাখানে ॥
পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যাতে (জগন্নাথ) কল্লে দরশন।
রথ যাত্রায় চলে তখন যত যাত্রিগণ ॥
সৌজন্যতা নাম তার ক্ষত্রিয় রমণী।
ক্ষেত্র দরশনে কন্যা চলিল আপনি ॥
দশ মাস দশ দিন গর্ভবতী ছিল।
(গিয়ে) পথ মধ্যে প্রসব বেদনা উপজিল ॥
গমন করয়ে কন্যা দুর্গম কানন।
বনমধ্যে এক পুত্র জন্মায় তখন ॥
প্রসব হইয়া পুত্র ফেলে রেখে গেল।
নিষ্ঠুর চণ্ডালি মেয়ে ফিরে না চাহিল ॥

ভীম বীর জন্মাইল তাহার উদরে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য সে সন্তানে মারে॥
পাণ্ডবের সখা হরি অন্তরে জানিয়ে।
মক্ষিকা রূপেতে ঠাকুর বসিলেন গিয়ে॥
মধুকর হন তখন মদন-মোহন।
শিশুর বদনে করে মধু বরিষণ॥
মধু পানে সেই শিশু জীবিত রহিল।
বন-জন্তু কেহ ভয়ে হিংসা না করিল॥

এক পক্ষ বনে থাকে মনেরি আনন্দে।
নারী এক উপস্থিত, বিধির নির্ব্বন্ধে॥
চিরকাল বন্ধ্যা-নারী জনম-দুঃখিনী।
অকস্মাৎ শিশু বদন দেখে বাগ্দিনী॥
ছেলে কোলে করে (বাগ্দিনী) চৌদিকে চাহিছে।
কোন অভাগী এমন ছেলে (বন মধ্যে) ফেলে রেখে গেছে?
আঁধালার যষ্ঠী যেমন দরিদ্রের রতন।
শিশু পেয়ে বাগ্দিনী হইল তেমন॥
গৃহে গেল শিশু লয়ে অতি যত্ন করে।
পুত্র রূপে বাগ্দিনী পালয়ে শিশুরে॥

সেই গাঁয়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছিল।
গোয়ালে ভরা দুগ্ধবতী গাভী বাটী ছিল॥
স্বয়ং প্রভু ভগবান গোলক ছাড়িয়া।
ব্রাহ্মণের ঘরে থাকেন মদন-মোহন হইয়া॥
অষ্টম বয়স যবে হইল শিশুর।
বাগ্দিনী রাখি দিল রাখাল গরুর॥

গোধন রক্ষিতে যায় দুর্গম কানন।
সঙ্গে সঙ্গে যান তার মদন-মোহন॥
মাঠে গিয়া শিশু যবে চরায় গোধন।
মস্তক উপরি তার প্রখর তপন॥
কাতর হইয়া এবে বৃক্ষতলে বসে।
ঢুলিয়া পড়িল শিশু ঘুমের আবেশে॥
অকাতরে নিদ্রা যায় বালক রাখাল।
কোন দুঃখ নাহি তায় নাহিক জঞ্জাল॥

বৃক্ষ পত্র ভেদ করি ভানুর কিরণ।
আসিয়া লাগিল তার মস্তকে যখন॥
মদন-মোহন রক্ষী সাথে গিয়াছিল।
ফণাধারি সর্প হইয়ে শির আচ্ছাদিল॥

(হেথায়) অবসান হইল বেলা ভাবিছেন ব্রাহ্মণ।
রাখাল লইয়ে এখন না এলো গোধন॥
সর্ব্বনাশ হইল ব'লে মনে মনে গণে।
প্রবেশ করিল ব্রাহ্মণ দুর্গম কাননে॥
নানা জাতি বন-জন্তু এই বনে আছে।
কি জানি রাখালে আমার ধরে খায় পাছে॥
চঞ্চল হইয়া দ্বিজ চারি দিকে চায়।
ধুলায় ধুসর তারে দেখিবারে পায়॥
সর্প আচ্ছাদিত দেখি বড় ভয়ঙ্কর।
ফণা বিস্তারিয়া আছে যমের দোসর॥
'রাখাল' বলে দূরে হতে ডাকিতে লাগিল।
চমকিয়া উঠে রাখাল ব্রাহ্মণে দেখিল॥

দ্বিজেরে দেখিয়া সর্প দূরে চলে যায়।
স্তম্ভিত সম্বিত হারা ব্রাহ্মণ দাঁড়ায়॥
আগে আগে রাখাল যায়, পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ।
গোধন সহিত রাখাল করিল গমন॥
গৃহে গিয়া দ্বিজবর ব্রাহ্মণীরে বলে।
উচ্ছিষ্ট পাতের ভাত না দিও রাখালে॥
মায়া করে কোন দেবতা আছেন এ ভবনে।
সর্প আচ্ছাদন দেখি আপন নয়নে॥
এই কথা বলে তাঁরে প্রবোধ করিল।
এইরূপে কিছু দিন রাখাল রহিল॥

(যখন) মৎস্য ধরিবার জন্য বিল কাটী দিল।
সুবর্ণের ইট্ সব আড়ায় পড়িল॥
ইট্ দেখে সেই রাখাল করিছে রোদন।
মৎস্য নাই ইট্ পড়ে কিসের কারণ॥
এ কথা শুনি ব্রাহ্মণী ক্রোধে করি ভর।
মুষ্টাঘাৎ করে তখন রাখালের উপর॥
কাঁদিতে কাঁদিতে যায় কাননের কুলে।
রাজ দণ্ড দেখে ব্রাহ্মণ রাখালের কপালে॥
সুবর্ণের ইট্ দেখে (দ্বিজ) জানিতে পারিল।
রাজা হবে বলে ব্রাহ্মণ কোলে করে নিল॥

ব্রাহ্মণ বলেন রাখাল যদি হওরে রাজন।
সত্য কর, করবে আমায় পূজারি ব্রাহ্মণ?
হীন জাতি রাখাল আমি কিছুই না জানি।
দোষ গুণ ক্ষমা প্রভু করহ আপনি॥

ব্রাহ্মণের চরণ পরশ করে প্রতিজ্ঞা করিল।
গাভী দোহনের ভাণ্ড নিসেনা রাখিল॥
গাভী দোহনের ভাণ্ড হাতে যার দেখিব।
মনিব ব্রাহ্মণ বলে জানিতে পারিব॥
এই কথা বলে তাঁরে প্রবোধ করিল।
দেব হস্তি লয়ে গিয়ে রাজা তারে কৈল॥

এই রূপে কিছু দিন রাজা সে আছিল।
বাগ্দি রাজা বলে কলঙ্ক তার হল॥
বিহঙ্গবীর মহারাজা বড় পুণ্যবান।
প্রাতঃকালে উঠে দেখতেন সুঠান বয়ান॥
তখন ছিলেন মদন-মোহন সেই ব্রাহ্মণের ঘরে।
মল্লভুমে কৃপা করে এলেন বিষ্ণুপুরে॥
বৃন্দাবনে লীলা হেতু মদন-মোহন।
এক মূর্ত্তি হলেন তখন লক্ষ্মী-নারায়ণ॥
অর্জ্জুন যাহার নাম বিখ্যাত সংসারে।
আজানুলম্বিত বাহু জন্ম ভুইপুরে॥
ভীম বীর জন্মিলেন এই বিষ্ণুপুরে।
সাত জন্ম মদন-মোহন সত্য বন্দি করে॥
পূর্ব্ব জন্মে নাম ছিল যার নাম ভীম।
বিষ্ণুপুরে জন্ম তার নাম গোপাল সিং॥
সাত জন্মের দুই জন্ম হইয়া এবার।
পুনর্ব্বার দরশন দেন রাসবিহার॥

এক দিন ৫২০০০ হাজার বর্গি যে আসিল।
রাজার গড় লুটবে বলে মন্ত্রণা করিল॥

গোলন্দাজ বলে রাজন্ বোলে কয়েক কি।
তোমার গড় লুটবে বোলে বলতে এসেছি॥
রাজা বলেন গোলন্দাজ বসিরে যতন।
আমা হতে কি হবে, যা করেন মদন-মোহন॥
অন্তর্যামী মদন-মোহন অন্তরে জানিল।
বর্গি তাড়াইতে তবে আমায় যেতে হলো॥
এই কথা ভেবে পরে নিলেন জামা যোড়া।
রণ সজ্জা করেন তখন সঙ্গে লয়ে ঘোড়া॥

কেউ দেখেন পর্ব্বতাকার যমের স্বরূপ।
কেউ দেখেন বংশীবদন যেন রস কুপ॥
দল মাদল্ কামান ছিল লাল বাঁধের ধারে।
আশীমণ বারুদ দিলেন কামানের ভিতরে॥
১২ হাত দীর্ঘে কামান প্রস্থে পরিসর।
বাঘ বাসা করে এখন কামান ভিতর॥
সেই কামান দুই বগলে মদন-মোহন নিল।
দুই হাতে দুই পল্‌তে কামানেতে দিল॥
কামানের শব্দে গাছ পাথর পড়ে গেল।
এক লড়াইয়ে কত শত বর্গি মরে গেল॥

= (রণস্থল হতে আসেন মদন-মোহন।
সত্যবতি নামে কন্যা করেন দরশন॥
কন্দর্প মোহন রূপ ঘর্ম্ম বিন্দু তায়।
পথ মধ্যে সত্যবতি দেখিবারে পায়॥
জগৎ মোহিত রূপে পুরুষ প্রকৃতি।
মদনে মোহিত তখন হলো সত্যবতি॥

ভক্তিভাবে ডাকে কন্যা মধুর বচনে।
ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিল নয়নে॥
তাম্বুল শীতল বারি প্রভু হস্তে দিল।
অন্তরের ভাব হরি বুঝিতে পারিল॥
হেসে হেসে কহে কথা মদন-মোহন।
তব বাঞ্ছা শীঘ্র গতি হইবে পুরণ॥
সেই কন্যা খণ্ড গ্রামে লইল জনম।
বৃন্দাবলি নাম তার হইল তখন॥)

রণ কোরে মদন-মোহন ফিরে ঘরে চলে।
পিপাসায় কাতর হয়ে গোয়ালায় বলে॥
মদন-মোহন বলেন গোয়ালা দৈ দেরে খাব।
গোয়ালা বলে ওহে সিপাই কড়ি কোথায় পাব॥
মদন-মোহন বলেন গোয়ালা তোমায় বলে দি।
আমি বিষ্ণুপুরের রাজার ছেলে কড়ির অভাব কি॥
তরাসীয়ে গোয়ালা তবে দৈ ঢেলে দিল।
দুটী হস্ত পেতে ঠাকুর দৈ তো খাইল॥
দৈ খেয়ে মদন-মোহন অন্তর্ধ্যান হইল।
পেছু আসুছেন পিতা আমার কড়ি দিতে বল॥

কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা খোঁজেন রণস্থল।
ওপথে দেখেছ কেহ মদন-গোপাল॥
গোয়ালা বলে মহারাজ করি নিবেদন।
তোমার ছেলে দৈ খেয়ে গেলগো এখন॥
রাজা বলেন গোপের বালক সার্থক তোর জীবন।
ছেলে নয় দৈ খেয়েছে মদন-মোহন॥

রাজা বলেন ভয় নাই জমী দিব আমি।
কোন্ খানে খেলেন দৈ দেখাও দেখি তুমি॥
বকুল তলায় দৈ খেলেন গোয়ালা দেখাইল।
গোয়ালার হাঁড়ি যত সোণা হয়ে গেল॥
পায় ধোরে গোয়ালা কাঁদিতে লাগিল।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিতে পাইল॥
গোয়ালা বলে ভুলাও কিহে মদন-মোহন।
মরণ সময় দিও আমায় অভয় চরণ॥
তথাস্তু বলিয়া ঠাকুর অঙ্গীকার করিল।
তিন জন্ম সেই গোয়ালা সত্য করাইল॥
মদন-মোহন বলেন গোয়ালা কি আর বলিব।
যেথায় তুমি জন্ম লবে সেই স্থানে যাইব॥

পূর্ব্ব জন্মে নাম ছিল কেশব ভারতী।
বিষ্ণুপুরে জন্ম হয় গোয়ালা মুরথি॥
সেই গোয়ালা বাগবাজারে জনম লইল।
গোকুল মিত্র বোলে তার নাম প্রকাশিল॥

গোয়ালায় কৃপা কোরে প্রভু মদন-মোহন।
পথ মধ্যে মহারাজায় দেন দরশন॥
বিষ্ণুপুরে মল্ল রাজা বিপদে পড়িত।
আপনি মদন মোহন কামান্ দাগিত॥
বিষ্ণুপুর গ্রাম খানি চাকন্দের বন।
সন্ধে দিতে তৈল পুড়ে সাড়ে সাত মন॥
কোকিলের কুহু রব করে চারি দিকে।
বাম দিকে শোভা করেন শ্রীমতী রাধিকে॥

ব্রাহ্মণের শাপ অন্ত হইল এত দিনে।
তিন লক্ষ টাকার জন্য এত ভাব কেনে॥
আমায় বাঁধা দিবে চল গোকুল মিত্রের ঘরে।
যত টাকা লবে তুমি সব দিতে পারে॥

সুবুদ্ধি ছাড়িয়ে রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল।
গোলকের হরি লয়ে বাঁধা দিতে গেল॥
প্রকাশ করিল কথা গোপাল সিং রাজন।
মদনের চরণামৃত করিব ধারণ॥
এই জন্য ঠাকুর লয়ে কলিকাতায় যাব।
সপ্ত দিন কাশিপুরে বসত করিব॥

রাজা ডাকেন গোকুল মিত্র শুনহ বচন।
তিন লক্ষ টাকা দিয়ে রাখ মদন-মোহন॥
এই কথা শুনে মিত্র বাহির হইল।
সে মদন-মোহন বলে জানিতে পারিল॥
ঠাকুর লয়ে গোকুল মিত্র অন্দরে রহিল।
তিন লক্ষ সুধি টাকা মহারাজে দিল॥
ধন্য ধন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
৮০ বৎসর বন্ধন রহিল গোকুল মিত্রের ঘরে॥
মনে মনে রাজা বলেন,
বাগবাজারে বসে ঠাকুর খাও চিনির পানা।
আজ অবধি বিষ্ণুপুরে যেতে
তোমায় করে গেলাম মানা॥
বৈশাখ নবমী দিনে ঠাকুরকে বন্ধক রেখে গেল।
মদনা বলে গোকুল মিত্র একটী চাকর রাখিল॥

এক দিন কোথা গেল চাকর মদন।
নিদ্রা থেকে উঠে বাবু ডাকে ততক্ষণ॥
ওঁরে মদনা মদনা বলে ডাকিতে লাগিল।
অন্তর্যামী মদন-মোহন মদনা সাজিল॥
তামাক সাজিয়া নিয়ে মিত্র হাতে দিল।
গোকুল মিত্র সেই তামাক সেবন করিল॥
তামাক খেয়ে গোকুল মিত্র চারি দিকে চায়।
বিষ্ণুপুরের তামাক মদনা পেলিরে কোথায়?
এ কথা শুনে ঠাকুর অন্তর্ধ্যান হইল।
কপট ছলে শ্রীমন্দিরে শয়ন করিল॥

গাত্রোত্থান করান ব্রাহ্মণ
ঠাকুরকে বহু যত্ন করে।
দেখেন তামাক টীকের দাগ
ঠাকুরের শ্রীহস্ত উপরে॥

অঞ্চলে মুছান হস্ত মুছা নাহি যায়।
মনদুঃখে সেই ব্রাহ্মণ করেন হায় হায়॥
মিত্রের সম্মুখে ব্রাহ্মণ সব জানাইল।
তামাক টীকের দাগ (ঠাকুরের হস্তে) কি জন্য হইল?
এই কথা শুনে মিত্র ঊর্দ্ধ দিকে চায়।
তবে আজকি তামাক সেজে
মদন-মোহন দিয়েছেন আমায়?
আজ অবধি আমার বংশে তামাক যেবা খাবে,
আর মদনা বলে যেবা কেহ চাকর রাখিবে।
স্ত্রী-হত্যা গোহত্যার পাপ তাহাতে অর্শিবে॥

এইরূপে লীলা হরি করিলেন অপার।
(খেলায়) জিনিলেন এক দিন চাঁদনির বাজার॥

বাগবাজারে এসে ঠাকুর রহিলেন এখন বোসে।
বিষ্ণুপুরের শ্রীমন্দিরের পাথর পড়ে খসে॥
রাজা কাঁদেন, রাণী কাঁদেন, কাঁদে প্রজাগণ।
পূজারী ব্রাহ্মণ কাঁদেন হয়ে অচেতন॥
হাতি শালের হাতি কাঁদে, ঘোড়ায় না খায় পানি।
বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন গোপাল সিংহের রাণী॥
রাস হয়না, দোল হয়না, আর এসেনা যাত্রি।
কত প্রেমে বেড়ি এখন দিলেন গোকুল মিত্রি॥

:(রণস্থল হতে কন্যা যে ফুল জল দিল।
সেই কন্যা খণ্ডগ্রামে জন্ম লইল॥
চিরকাল সুদ্ধাচার ছিল সেই নারি।
রাস দরশনে আসেন লজ্জা পরিহরি॥
অঞ্চল বিছায়ে কন্যা করেছে শয়ন।
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি মদন-মোহন॥
মায়ার সাগর হরি ছলনা করিল।
উঠ কন্যা বলে তার অঙ্গ পরসিল॥
কন্যা বলে কে তুমি হে ভঙ্গ কর সতীত্ব আমার।
আত্মপরিচয় তবে দেও হে তোমার॥
ঠাকুর বলেন যে হৈ সে হৈ আমি, শুনহ বচন।
চুড়া বাঁশী বাঁধা রাখেন মদন-মোহন॥
ঠাকুর বলেন তোমায় দক্ষিণা যেবা দবে।
তোমার নিকট সেই চুড়া বাঁশী লবে॥

এই কথা বলে ঠাকুর অন্তর্ধ্যান হলো।
কপট ছলে শ্রীমন্দিরে শয়ন করিল॥
সেবার সময় ব্রাহ্মণ দেখিলেন ঠাকুরে।
চূড়া বাঁশী চুরি করে নিল কোন্ চোরে॥

তিরস্কার করে মিত্র যতেক ব্রাহ্মণ।
দৈব বাণী কহেন তখন মদন-মোহন॥
ব্রাহ্মণকে তিরস্কার কর মিত্র মিছে।
আমার চূড়া বাঁশী বৃন্দাবলি বন্ধক রেখেছে॥
এই কথা শুনে মিত্র হাসিতে লাগিল।
বৃন্দাবলি কার নাম শীঘ্র করি বল॥
গোকুল মিত্র বলে বৃন্দা ঠাকুরের চূড়া বাঁশী দেও।
কত অর্থ পাবে তুমি আমার সনে লও॥
এই কথা শুনে বৃন্দা ঠাকুরের চূড়া বাঁশী দিল॥
এত দিনে বৃন্দাবলি শাঁপে মুক্ত হলো॥
বৃন্দা বলে যার নাম ছিল চন্দ্রাবলি।
খণ্ডগ্রামে জন্মে তার নাম বৃন্দাবলি॥
গোবিন্দ পাইয়ে হয় গোলক গমন।

বৃন্দাবলির জন্ম কথা শুন বিবরণ॥
বৃন্দাবনে মহারাস হইল যখন।
দরশনে যায় তবে যত দেবগণ॥
গুল্মলতা হয়ে ব্রহ্মা রহে বৃন্দাবনে।
মহাদেব গোপেশ্বর হয় সেই দিনে॥
সেই রাস চন্দ্রাবলি না দেখে নয়নে।
রাধা নিন্দা সাধারণে করেছিল মনে॥

সেই কারণ নীচঘরে জনম হইল।
সত্যবতি বলে তখন নাম প্রকাশ ছিল॥
বগ্ড়ি গ্রামে যার নাম ছিল সত্যবতি।
বাগবাজারে জন্ম তার নাম লক্ষ্মীসতী॥
রাসস্থলে সেই কন্যাকে যখন পাইল।
কিশোর্জি হোয়ে তার বামেতে রহিল॥)

আজানু বাহু ২৪ অঙ্গুলি রাজার লক্ষণ।
সাত জন্ম সত্য বন্দি এই মদন-মোহন॥
৮০ বৎসরের পর রাজা জন্মাইল।
বাল্যরাজ বলে তার নাম প্রকাশিল॥
রাণী বলে আমার গলায় গজমতি হার ৫ লক্ষ হবে।
সুধ সমেৎ দিয়ে মদন-মোহনকে আনিবে॥
হার লয়ে বাল্যরাজ করিল গমন।
বাছা গোকুল মিত্রি শুনহে বচন॥
রাজা ডাকে গোকুল মিত্রি শুনহে বচন।
টাকা লয়ে দেও আমার মদন-মোহন॥

মিত্র বলে মহারাজ কোয়ালা দেখ আছে।
বন্ধক নয় মদন-মোহনকে বিক্রি করে গেছে॥
বিক্রির কথা শুনে রাজা কাঁদিতে লাগিল।
এত দিনের পরে মদন-মোহন ছেড়ে গেল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা গঙ্গা পার হল।
পথ মধ্যে মদন-মোহন দরশন দিল॥
মদন-মোহন বলে রাজা বলিরে তোমারে।
দরখাস্ত দেও শিঘ্র আলিপুর ভিতরে॥

আমি পাক্‌ড়ি বেঁধে উকিল বেশে কাছারিতে যাব।
মদন সরকার বলে উকিল্ নামা দিব॥

এই কথা শুনে রাজা কলিকাতায় এলো।
আলিপুরে এক কেতা দরখাস্ত দিল॥
রাজায় প্রবোধিয়ে ঠাকুর আপনি, পরেন নিজ জামা জোড়া।
উকিল বেশে সেজে যান সঙ্গে নিল ঘোড়া॥
যার মনে যেমন ভাব দেখিছে তেমন।
উকিল বেশে সেজে যান মদন-মোহন॥
কাছারি সম্মুখে ঠাকুরের ঘোড়া দাঁড়াইল।
জজ্ ম্যাজিষ্টার আদি উঠিয়া বসিল॥
সাহেব বলে ওহে উকিল কোথায় তোমার ঘর।
কার চাকরি কর তুমি, কার অনুচর॥
মদন-মোহন বলেন সাহেব, মনের কথা বলিতে না পারি।
বিষ্ণুপুর বাড়ি, বাগ্‌দি রাজার চাক্‌রি করি॥
বাঁকা হাতে একটী কেতা দরখাস্ত দিল।
বিচার মতে রাজার ঠাকুর গোকুল ডঙ্কা মেরে নিল।

সাত জন্মের তিন জন্ম হলো এতো দিনে।
দরশন পেলে রাজা সেই মদন-মোহনে॥
বিমর্ষ হইয়ে রাজা দেশে যেতে চায়।
যাইবার পূর্ব্বে তিনি প্রভুকে চেতায়॥
অপরাধ কি করেছি চরণে তোমার।
দরখাস্ত নিজে দিয়ে হারালে আমায়॥
বুঝেছি বুঝেছি প্রভু বুঝেছি অন্তরে।
যুগ্মপদ দিবে তুমি গোকুল মিত্তিরে॥

তবে কেন এত ছল করিলে হে তুমি।
নিজে দরখাস্ত দিয়ে হারিলে আপনি॥
মদন-মোহন বলে শুনহে রাজন।
করোনা করোনা মোরে এ জন্ম প্রার্থন॥
পুনঃ যদি ইচ্ছা কর পাইতে আমায়।
ভক্তি কর শ্রদ্ধা কর পাবে পুনঃরায়॥
ভক্তের অধিন আমি হইনা স্বাধিন।
যে আমারে সেবা করে তারি চিরদিন॥



Extracts from Papers.



From the **Calcutta Gazette**, *dated, Wednesday, August 5, 1908.*

Liberality of Babu Vihari Lala Mitra.

No. 1370 Medl., dated Calcutta, the 29th July 1908.

From—C. E. A. W. OLDHAM, ESQ., Secretary to the Government of Bengal, Municipal Department,

To—The Commissioner of the Presidency Division.

I AM directed to acknowledge the receipt of your letter No. 85 L.S.-G., dated the 14th July 1908, in which you report that Babu Vihari Lala Mitra, of Bagbazar, has placed, at the disposal of Government, a sum of Rs. 10,000 to be devoted to some suitable work of public utility. You suggest that the amount be credited to the fund which is being raised for the construction of a surgical ward in connection with the Sambhu Nath Pundit Hospital at Bhowanipur.

2. In reply I am to request you to be so good as to convey to the donor an expression of the Lieutenant-Governor's appreciation of his liberality and public spirit. The money may be credited as proposed by you.

From the **Calcutta Gazette**, *dated, Wednesday, April 7, 1909.*

Liberality of Babu Vihari Lala Mitra, of Bagbazar.

No. 793 Medl., dated Calcutta, the 1st April 1909.

From—C. E. A. W. Oldham Esq., Secretary to the Government of Bengal, Municipal Department,

To—The Commissioner of the Presidency Division.

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 239L.S.-G., dated the 24th March 1909, in which you report that Babu Vihari Lala Mitra of Bagbazar has placed at the disposal of Government the sum of Rs. 10,000 to be utilized either as a contribution towards Her Excellency Lady Minto's Indian Nursing Association, or towards any work of public utility as Government may think best.

2. In reply, I am to request that you will be so good as to convey to the donor an expression of

the Lieutenant-Governor's warm acknowledgments for this further demonstration of his liberality and public spirit. His Honor desires that the money be made over to the Committee of the Bengal Branch of Her Excellency Lady Minto's Indian Nursing Association.

From the **Calcutta Gazette**, *dated, Wednesday, May 10, 1911.*

Liberality of Babu Behari Lal Mitra, of Pathuriaghata, Calcutta.

POLITICAL DEPARTMENT.

POLITICAL.

The 8th May 1911.

The following letter is published for general information.

C. J. STEVENSON-MOORE,
Chief Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 503 P. D., dated Darjeeling, the 8th May 1911.

From—THE HON'BLE MR. C. J. STEVENSON-MOORE, I.C.S., Chief Secretary to the Government of Bengal,

To—The Commissioner of the Presidency Division.

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 7 $\frac{\text{Mis.}}{\text{G.}}$ dated the 10th April 1911, in which

you report that Babu Behari Lal Mitra, of Pathuriaghata, Calcutta, has recently forwarded a cheque for Rs. 25,000 as the first instalment of the donation of Rs. 75,000 already offered by him to the building fund of the "Refuge" at present located in No. 125, Bowbazar Street, and that the cheque has been made over to Mr. A. M. Biswas, Superintendent of that institution.

2. I am to request that you will be so good as to convey to Babu Behari Lal Mitra an expression of His Honour the Lieutenant-Governor's high appreciation of his liberality and public spirit.

From the **Calcutta Gazette,** *dated, Wednesday, July 19, 1911.*

Resolution on the Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and the Suburbs for the year 1910.

POLITICAL DEPARTMENT—POLICE.

Resolution—No. 4056 P.

Dated, Calcutta, the 14th July, 1911.

The Refuge.—This non-official charitable institution for the relief of the incapable destitute is not referred to by the Commissioner in his Report, but it may suitably be noticed here, as it forms a valuable auxiliary to official agencies in dealing with vagrancy, and it is hoped shortly to regularize its

position by notifying it under sections 18 and 19 of the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Act 1910, as an institution to which a Magistrate may commit vagrants, instead of to jail. The Lieutenant-Governor in Council acknowledges with pleasure the useful and humanitarian work performed by this institution, the Founder-Superintendent of which, Babu Ananda Mohan Biswas, received during the year the well deserved honour of a Kaisar-i-Hind medal. Its recognition by Government only awaits the carrying out of certain essential sanitary improvements. It is hoped that the funds for these may be readily forthcoming. The institution, which is supported by voluntary contributions, has recently been put on a firmer financial basis by the munificence of Babu Bihari Lal Mitra, who has given a donation of Rs. 25,000 towards the erection of new premises, and has promised two further instalments of the same amount. The Lieutenant-Governor in Council takes this opportunity of acknowledging with gratification this act of public generosity.

From the Englishman, dated, Friday, December 16, 1910.

By Favour of the God.

AN INTERESTING CALCUTTA FAMILY LEGEND.

It has sometimes been urged as a kind of grievance, especially by winter visitors to India, that the majority of Anglo-Innians were insufficiently acquainted with the lives and family histories of their Indian fellow citizens. There is a certain degree of truth in this. The thing is, however, a little difficult of accomplishment in most cases. This is owing partly to a disparity of view, things supremely interesting to one section of the community failing to appeal to the other, and partly to the fact that it is not as easy to get at interesting family histories as it is in Europe. Todd's Rajasthan is a classic, but the conditions and time in which he wrote are quite different from those that govern the Anglo-Indians to-day.

There are, however, Indian families not a few in Calcutta whose family annals are replete with interest, not alone for members of the Calcutta Historical Society but for all who make a study of men and manners.

There are the Mitras of Baghbazar ; The name, "Tiger town," tells a tale of early unreclaimed Calcutta.

A good many people in Calcutta know of Babu Vihari Lal Mitra as one of the wealthiest and most

charitable of the commercial Zemindars, an author of some repute, who has written sanely and forcibly on Swadeshi, and learnedly on Vedanta Philosophy. Some of the more studious or curious of Europeans may have read his "Yoga Vashista." There are few, except among Indians, who are acquainted with a very interesting legend which attaches to the founding of that old Kayastha family in this city.

The Mitras have been established here for about two centuries. In 1742, before Siraj-ud-Dowlah began his short career of blood and infamy, a cadet of the house, Setaram or Uttaram Mitra acquired and cleared land at Baghbazar, then a marshy, tiger-haunted jungle, built a house and opened great trade in salt and piece goods with the East India Company's factors.

The history of the rise of the house is interestingly told in the "Indian Royal Chronicle," a paper devoting itself to biographical and historical records of the Indian gentry.

There is a curious legend of how fortune came to and remained with the family through the piety of Uttaram's son Gokul Chundra Mitra, known as Sadhu Gokul. He passed for a saint. He was certainly a good business man. He lived in days when the troubled land found peace under the growing shadow of the British and the gold mohur tree flourished. In his hands the family business and Zemindari proposed greatly. The Hindus, however,

put this prosperity down entirely to his spiritual gifts, and his charity.

There is, writes our biographical contemporary, a romance in the life of Sadhu Gokul, and in the history of the family house and temple at Baghbazar with which many Hindus are familiar, but which is not known to many Europeans.

The temple, as all citizens of Calcutta know, is that of Madan Mohan. In its sanctuary is established the image which is that of Shri Krishna, and which is in general estimation "the Luck" of the family.

The image was installed and the fane raised by Sadhu Gokul. The image, which is compound of gold with a slight admixture of eight other mystic metals, is of very great antiquity and sanctity. It belonged to Maharaja Gopal Singh of Bishnupur, in Bankura. The fitting worship and up-keep of Shri Madan Mohan entail a very heavy and unremitting expenditure, alike for the ritual of service and for the numerous persons who have to be fed and clothed in honour of the God. Maharaja Gopal Singh, unfortunately for him, fell on evil days. The up-keep of the shrine became a burden that he could not support, and he was willing to do much for a sufficiently important cash consideration. His mind turned to the pious and wealthy Sadhu Gokul. As a result of negociations the Maharaja agreed to allow the image of the God to pay a perpetual visit to the new temple in Baghbazar, there to be honoured in fitting style, whilst the Maharaja received three lakhs

of rupees to console him for his empty shrine. With the coming of the image there came increased fortune to the house of the Mitras, whilst the luck of the Bishnupur Raj became worse and worse. The Maharajah at a late date desired to resume the image, but was forbidden to do so in a vision, in which Shri Krishnaji in no sweet temper, appeared to him in person, and expressed himself as well content with those who were honouring him in Baghbazar, and who had endowed for him a Zemindari in Burdwan.

Babu Vihari Lal Mitra and his brothers are shebaiats of the shrine carrying out with minute care the traditional ceremonial and large charities entailed by the worship as well as continuing the commercial work on which rest the fortunes of their house. Vihari Babu has found time in the midst of his work to write four monumental volumes in English, upon Hindu philosophy, the "Yoga Vashista," the work of years. He is also the author of many works in Bengali; among which are two tracts of the times, the recalling of which is peculiarly appropriate now when there is again talk of boycott in the air. These are the "Prakriti Rahashya," and "Bideshi Rahasha." "Both" says the paper from which wo quote, "will repay attentive perusal by all, whatever their race, creed, or political opinions. The first is a plea for toleration and commonsense, and exposition of facts, political, comercial and economical. The second is a masterly

essay on the necessity for introspection and social reform, and an exposition of the British work in India painted in true perspective. Both works throw merciless ridicule upon the stupidities of boycott, and show plainly the evils that arise from it and from like fanatical errors."

From the **Englishman**, *dated Saturday, June 24, 1911.*

On occasions like the Crowning of the King, one is likely to forget the claims of the aged and the poor. In Calcutta, however, by the generosity of a single public-spirited citizen, Vihari Lala Mitra, the well-known philanthropist, the "Refuge" on Coronation Day was the scene of an unique gathering of the poor. The "Refuge," the "Home of the Homeless, Helpless and the Hopeless of Calcutta," is an institution which is doing excellent work in our midst. Vihari Lala Mitra has only recently made a handsome donation of Rs. 75,000 to the "Refuge." The Coronation banquet provided for the town did more to bring home to the submerged hundred of Calcutta the tremendous significance of the ceremony at Westminister Abbey. Poverty is a great levelling force and there at the banquet sat side by side Hindus, Moslems, and the countless castes of India regardless of the canons of caste law. It is no small privilege to bring

sunshine into the grey of poverty and Vihari Lala Mitra has made the Coronation Day a red-letter event in the lives of the poor of Calcutta.

From the Indian Royal Chronicle, *September, 1910.*

In this issue, we have much pleasure in bringing forward to public notice a very modest and unassuming man, who has passed his life in quiet, almost amounting to seclusion, and in doing unostentatiously the greatest good to his country and his fellow-men.

Babu Vihari Lala Mitra, of Baghbazar, is one of the most philanthropic and genuinely patriotic of the wealthier Zemindars of India. He comes of a very old and highly respected Kayastha family, which has been seated in Calcutta for nearly two centuries.

The Mitra family-tree has its roots in Bally, in the district of Hooghly, where the original seed established itself many centuries back, when even Imperial Delhi was in its infancy. The founder of the Calcutta branch, a cadet of the house, settled in Calcutta in 1742, when Seeraj-ud-Dowlah had not yet entered upon the crazy course of intrigue and violence that was fated to lead to the horrors of the Black Hole, and to the reprisals that ended in his own ruin and death.

Sitaram Mitra, also known as Uttaram, acquired land at Baghbazar. This place populous now, and vocal with sound the twentyfour hours round, was then a boggy marsh, the haunt of wild beasts, features it shared with so many quarters of this now great city. Sitaram cleared the jungle, did something towards the draining of the marsh, constructed proper tanks, and built a house. A little later when Rajah Nobokishen, the founder of the Sovabazar Raj family, was given the grant of Sutanooti, in reward for his good faith and good services to the British, Uttaram left his Lambardarship of Baghbazar and turned his attention to the salt business, which throve mightily in his hands, and still more in the hands of his more famous son, Gokul Chandra Mitra.

Of a truth, though Uttaram brought the family to Calcutta and set the feet of his descendants upon the ways of prosperity and righteousness, Gokul Mitra, still known to all orthodox Hindus as Sadhu Gokul, was the one who built most deeply and firmly the family house, establishing for ever its fortunes and its character. Many of the traits that distinguished Sadhu Gokul and won him the approval of his fellow men, and the very great favour of the Gods, are received in his greater-grandson, Vihari Lala, who, we trust, will be as fortunate and as deserving, as his great ancestor.

Gokul Mitra's deep and genuine piety and multiplied good works gained him the title of Sadhu

and the reverence of his fellow-men. His tireless activities, his constant application, and shrewd business sense secured for himself and his family the means to continue and extend these good works; to increase his store of learning; and to place the family fortunes in such state as to enable his successors to become men of culture and wide usefulness, the original virtue in their blood preventing them from misusing their great wealth.

Sadhu Gokul's speculations in salt and other merchandise boldly made on a large scale won rich reward. His family, in common with many other rich and ancient families of our city, expanded healthily and freely under the protection of the British Raj, which the terrible storm of blood raised by Seeraj-ud-Dowlah had served but to establish more firmly. The Mitra family possessions grew steadily under the hands of Sadhu Gokul.

He was a deeply religious man, and at the same time heedful of the good of his fellows. It was not long before the popular voice declared that it was more to his devotion and piety than to his business instincts that he owed his prosperity. It is probable that this was so. Though a very Midas in his speculations, every business he touched turning to gold, yet, he was in his private life distinguished for a humility and simplicity such as proceed only from true spirituality, and all his commercial affairs were marked by a scrupulous fairness, by charity rather than harshness.

There is a romance in the life of Sadhu Gokul and in the history of the family house and temple at Baghbazar with which many are familiar but which it is a pleasure to recall.

The temple, as all citizens of Calcutta know, is that of Madan Mohan. In its sanctuary is established the image of Madan Mohan, which is that of Shri Krishna, and which is in general etimation "the Luck" of the family.

The image was installed and the rich fane raised by Sadhu Gokul. The image, which is compound of gold with a slight admixture of eight other mystic metals, is of very great antiquity and sanctity. It belonged, at the time we are writing of, to Maharaja Gopal Singh, of Bishnupur, in Bankura. The fitting worship and up-keep of Shri Madan Mohon entail a very heavy and unremitting expenditure, alike for the ritual of service, and for the numerous persons who have to be fed and clothed in honour of the God. Maharaja Gopal Singh, unfortunately for him, fell on evil days. The up-keep of the shrine became a burden that he could not support, and he was willing to do much for a sufficiently important cash consideration. His mind turned to the pious and wealthy Sadhu Gokul. As a result of negociation the Maharaja agreed to allow the image of the God to pay a perpetual visit to the new temple in Baghbazar, there to be honoured in fitting style, whilst the Maharaja received three lakhs of rupees to console him for his empty shrine. With the coming of the image there came increased fortune

to the house of the Mitras. Whilst the luck of the Bishnupur Raj became worse and worse. The Maharaja at a late date desired to resume the image, but was forbidden to do so in a vision, in which Shri Krishnaji, in no sweet temper, appeared to him in person, and expressed himself as well content with those who were honouring him in Baghbazar, and who had endowed for him a zemindari in Burdwan.

The occasions of birth and marriage, and death, the most solemn in the cycle of life, were suitably celebrated. The marriage of Sadhu Gokul Mitra's son, when ten lakhs of rupees were spent in honouring all the high priests, relatives and friends with presents of jewellrey, gold and silver plates, cups and glasses, and comforting and feeding the poor continuously for several weeks, so that they might share in the happiness of the young pair and bring them blessings; and the great pomp, splendour and grandeur with which the marriage procession passed the streets, accompained by many different kinds of musical bands, and the nautches and various other classes of amusements which took place in his residence for many weeks in entertaining his innumerable friends and guests, consisting of all creeds and nationalities, are still remembered vividly by all the orthodox.

Fortune is still with the family and if merit has its reward, will continue there. As we have already remarked, many of the traits of Sadhu Gokul Chandra Mitra are reproduced in his great grandson. The

essential kindliness and simplicity of Babu Vihari Lala Mitra, his business acumen, his religion and spirituality, and his literary inclinations, as well as his charity and wealth are derived directly from Sadhu Gokul, and the century and a half that lies between them, serves but to accentuate the likeness.

Babu Vihari Lala is also distinguished for a width and liberality of thought, a mental balance and firmness of spirit, all his own. These gifts of so high a value during the present period of change and stress and mental and moral turmoil, he has ever turned to the service and advantage of his fellow-men, and of the Government under which his and his house found freedom, peace and opportunity for the achievement of a great and abiding prosperity. Apart from his modernity, he recalls in many ways the great men of the noble and princely mercantile families of Florence and of Venice in the time of their glory. We have the same vivid interest in generosity regarding the execution of art and literature and public works. As a patron of learning, as a learned man himself, and a craftsman of the pen Babu Vihari Lala Mitra has earned a reputation of the first order. His work as a citizen of no mean city, as a prominent member of society, and a loyal and zealous supporter of the Government, and of law and order, as well as a man truly loyal to his country is of an equally high order. It has been done without ostentation this good work, but it has been done excellently.

Babu Vihari Lala Mitra, like his ancestor, has been blessed by fortunes and his worldly possessions rival his mental and spiritual riches. The valuable landed property comprising the "Chandney Chowk" and its neighbourhood belongs to the members of the Mitra family, and Babu Vihari Lala holds a seven-anna share. Other properties and his various business interests bring in equally important revenues and make him one of the wealthiest men in a city where wealthy men are numerous.

On the occasion of great religious solemnities and festivals that mark the turning points of life, the dates big with fate, Babu Vihari Lala has always acted in accordance with ancient Hindu tradition as befits the guardian of Shri Madan Mohan.

Of this wealth, he has made, and makes the very best use. It is not squandered, as is so much wealth, in unworthy frivolity, thrown away in foolish speculation, or bestowed upon promoters of dangerous or vain schemes. Part goes to the consolidating of the family, more is spent in charity, or for the furtherence of public works of utility, or other public purposes calculated to result in the benefit of the inhabitants of the land, and the assistance of the Government, as is fitting in a generous, far-seeing, public-spirited and loyal man. Babu Vihari Lala does not make his charities a matter of advertisement, doing good rather by stealth. Those who are relieved know however, whilst the almonry at the Madan Mohan temple is famous far beyond the

borders of the Bengals. A few of the acts of liberality that stand to the credit of this true and loyal citizen, have been made public, thanks to the acknowledgments which the Government makes in the case of donations for public works. In 1908 he gave Rs. 10,000 towards the construction of Surgical Ward for the Shambhu Nath Pundit Hospital, Bhowanipur. In the following year the funds of the Bengal Branch of THE LADY MINTO'S INDIAN NURSING ASSOCIATION were the better by Rs. 10,000 from the same source. Besides these, another sum of Rs. 10,000 was paid into the Government Treasury for any work of public utility. He subscribed a thousand to the Italian Earthquake Fund, for his sympathy and generosity were far from being confined to his own people. The contributions to local charities, schools, distress funds, earthquake funds are too numerous to quote. These charities took the form of both cash and kind, and their money value would run into lakhs of rupees. Yet this money value is small compared with the kindliness with which the gifts were bestowed and the warm sympathy that prompted the gifts.

All this leaves unnoticed the daily charities of the Mitra house. These can hardly be known. The head of the house is as modest as he is generous, and it is not often that his left hand knows what his right hand does.

But these charities form only the fringe of the garment of his worthiness. The solid work done

day after day for many years past with an eye for the public good, far surpasses them in amount and importance.

Babu Vihari Lala Mitra is as true a Hindu and as religious-minded a man as Sadhu Gokul himself. But he is also one of the most liberal-minded and advanced of men, receptive to a degree from his earliest youth to the teachings and the forces that have had, and must continue to have such an enormous influence upon the entire Asiatic world. Favoured beyond only too many he has shown how it is possible to take the best of the new and use it well and wisely, without at the same time, losing any of the best of the old. To the vast moral and spiritual wealth inherited from his ancestors, he has added equally great moral and mental wealth won by himself from the new mines of the new age, even as with the material wealth coming to him from the founders of his house. So politically. He is a truly loyal Hindu and Indian, far more so, than the dangerous and demented Extremists with whom he has frequently shown his abiding impatience and an equally loyal subject of the Government which gave India peace and prosperity after long anarchy, and under which his house and his people have thriven steadily. When the history comes to be written of the troubled and obscure days through which we are passing, the faithful historian will note that one of those who preserved his sanity and coolness who displayed a sense of proportion and the possession of a strong spirit, in the midst of a tempest

calculated to stir Hindu society to its very roots, was this generous and wealthy citizen, Babu Vihari Lala Mitra.

There was never any mistaking his opinions regarding the Extremists, or their party cries. They are marked by courage, sturdy commonsense, and humour, the views to be expected from a man of his breadth of view, his learning and shrewdness, his firm loyalty and his warm sympathies. They are set forth in two tracts of the times, "PRAKRITI RAHASHYA" AND "BIDESHI RAHASHYA." The page of both will repay attentive perusal by all, whatever their race, creed, or political opinions. The first is a plea for toleration and commonsense, and exposition of facts, political, commercial and economical. The second a masterly essay by a cultured and fervent Hindu on the necessity for introspection and social reform, and exposition of the British work in India painted in true perspective. Both works throw merciless ridicule upon the stupidities of boycott and so plainly the evils that arise from it and from like fanatical errors. We would like to quote at length from each of these essays, but space forbids. The pity is that whilst such books exist, the books that receive the widest advertisement are the garbled and poisoned works of which so much was heard during the recent state trials. These writings, of so great value in the furtherance of the peace and prosperity of India, so well calculated to increase mutual trust and kindliness between Indians and

British, may be neglected by young men misled by the captains of the extremists, it is certain however that they must be read by all who would do justice to the true worth of Babu Vihari Lala Mitra. The authorities, too, have been forced to scrutinise many books calculated to work great evil. We may be confident that they have read these books with pleasure, and have recognised the author as one who has deserved well of the State.

But Babu Vihari Lala had done much sound and valuable literary work before the development of the unfortunate necessity for writing these tracts of the times. The whole Hindu world, and indeed the whole world of letters, owes him a heavy debt of gratitude for his monumental translation of that great book of Hindu philosophy, the "Yoga Vashista," made some 18 years ago. The translation, an admirable one, is published in four stout volumes, the typography and binding of the best. It cost years in time, thousands in money, an infinity of labour, and demanded the deepest eruditions. This book Babu Vihari Lala did not place upon the market, as many far less deserving are placed daily. Generous with the work of brain and hands as with his wealth, more anxious for the spreading of useful knowledge and the advancement of literature, than covering of his expense, he gave the book away. This was indeed the giving away of treasures.

All the writings of Babu Vihari Lala Mitra deal with religious, moral, social and industrial sub-

jects. They are marked by shrewd humour, strong commonsense, liberality and exhibit a pleasing and easy style. A deep feeling of loyalty for the Government and King, and of respect and love for his fellowbeing informs his thoughts and expressions. He is strong and fearless in the advocacy of all good causes, such as the pursuit of true racial morality and the advancement of women, as he is in his oposition to evil, and especially to that disloyalty that is so hurtful to the best interests of the race, of the national religion, and of the Government.

Such a man is indeed worthy of the highest honour of the community which he adorns, and of the Government he truly serves.

From the Indian Royal Chronicle, *June, 1911.*

Among the various functions that took place in Calcutta on Coronation Day, the banquet given to the poor of the city at the "Refuge" by Vihari Lala Mitra occupies a prominent place. It was in the fitness of things that while those whom the gods have endowed with a fair share of worldly goods were celebrating the happy occasion, some arrangements should be made to bring sunshine into the dull grey of the life of the poor. Vihari Lala Mitra was carrying out the traditions of his family when

he undertook to defray the entire expenses of the Coronation Banquet. Few who saw the vast concourse of the submerged hundreds of Calcutta at the "Refuge" came away unimpressed by the significance of the gathering. There were all classes of the poor of the city represented at the "Refuge." Had it not been for the banquet, the Coronation Day would have meant nothing to them. As it was, the presence of some of the leading men in Bengal, the Hon Mr. Maddox, Mr. E. D. Collins, the Maharaja of Mourbhanj and others brought home to the poor of Calcutta gathered at the "Refuge" the fact that King George was King of the poor just as much as he was the King of the rich. Vihari Lala Mitra has earned the gratitude of the public by organising the Banquet at the "Refuge" on Coronation day. This was, however, what was expected of him.

So closely interwoven is the history of the rise of Calcutta with the fortunes of the Mitra family of Baghbazar that we expect a scion of the House of Mitra to be public-spirited, generous and mindful of the claims of the poor of the city. The records of the Mitra family are teeming with Imperial interest. Vihari Lala Mitra has added to the lustre of the great name he bears, both by charm of personality and by his catholic charity, Vihari Lala Mitra has only recently given a princely donation of seventyfive thousand of rupees to the "Refuge." This do nation has placed the future of an

institution which is doing noble work amongst the homeless, helpless and hopeless of Calcutta on an assured basis. That alone gives Vihari Lala Mitra priority of claim on the good-will of the citizen of Calcutta. It is a source of great satisfaction to us to know that Vihari Lala's generous action on behalf of the "Refuge" has not gone unrecognized by the Government of Bengal. Not that Vihari Lala was actuated by any selfish motives of self-advancement when making the gift, but because the recognition by the Government of the good work he is doing in our midst, without the flourish of trumpets, single-heartedly and with the sole object of serving humanity, has its seal of approval on a course of action other wealthy citizens would do well to imitate. In the Coronation Banquet he organised for the poor, Vihari Lala Mitra struck a higher note of patriotism. He made, so to say, their King visible to the poor of Calcutta. He showed that where the rich in a community employ their wealth in promoting the well-being of the people, the poor are not left in all their desolation on festive occasions. More than that, he roused in the poor of Calcutta those sentimenss of loyalty to the King-Emperor which in all conditions of life, make for good citizenship. There could be no greater service to a community than to help it to fashion its life after the models of good citizens. We are sure that Vihari Lala Mitra's services in this direction are worthy of recognition.

Vihari Lala Mitra is a living argument in favour of continuity of tradition; he is a worthy representative of his great house. What his ancestors earned by sterling work and left to him, Vihari Lala Mitra has used, in the best possible manner, for the greatest good of the greatest number. If the gods favoured the founder of the House, as tradition says, they have none the less smiled on his great-grandson, Vihari Lala, by endowing him with a feeling heart. There is also no lack of worldly goods. In his case, the saying has come true that it is more blessed to give than to receive. As a patron of arts and learning, as generous and ready subscriber to works of charity, as a strong supporter of law and order, as a loyal and earnest advocate of the British Raj, and as a fearless enemy of Extremism, Vihari Lala Mitra claims special attention. As an orthodox Hindu he wields a powerful influence in Bengal. In politics, Vihari Lala Mitra has been ever on the side of orderly progress. His two tracts "Prakriti Rahashya," and "Bideshi Rahashya" are epitomes of political wisdom. A firm believer in the benefits of British rule in India, Vihari Lala Mitra has brought all his eloquence to bear upon the questions of the day in the attempt to wear away young Indians from the dangerous paths of sedition. In the midst of his busy life, he has found time to devote to the study of literature and philosophy. His translation of the celebrated "Yoga Vashista," we understand, is a remarkable contribution to the philosophical litera-

ture of the West. He has acted as an interpreter of the East to the West.

His charities are by no means limited to Bengal or to India. In 1908, he gave Rs. 10,000 towards the construction of a Surgical Ward in the Sambhunath Pandit Hospital, and in the following year he subscribed Rs. 10,000 to the Lady Minto's Indian Nursing Association. Then his catholic tastes have given him the privilege of being of service to men not of his own creed and country, When the news of the earthquake at Messina vibrated through the world with its heartrending tales of wreckage and loss of human life, the pitiful tragedies of little orphans and helpless widows Vihari Lala Mitra was among the first batch of subscribers. In every possible way, Vihari Lala has not spared himself to widen the outlook on life of those around him. Generous impulses have been the determining factor throughout his life. It may be well said that the city is proud of such citizens as Vihari Lala Mitra. By his donation to the "Refuge," Vihari Lala has strengthened his claims on the affection of the public of Calcutta. Those who have seen hhe Home in Bowbazar can only pichure to themselves the vast amount of good Vihari Lala Mitra's donation will do in the regeneration of the submerged hundreds of Calcutta. It is impossible to calculate the number of poor families that would benefit by Vihari Lala's generosity. If it is permitted to be proud of being a citizen of a great city, it is no less permissible to

be proud of the great citizen who build the fortunes of cities and who are the life and soul of the community. Vihari Lala Mitra is one of these, and if there were more citizens inspired by the same zeal for the common weal as Vihri Lala the sordid sights that are an eyesore in Calcutta would soon become a thing of the past. Unassuming and modest in the extreme, Vihari Lala Mitra would rather shu n the glare of pomp, but it is a debt the city owes to him to acknowledge him as one of her worthy sons. Vihari Lala Mitra is deserving of the highest honour both from the community and from the Government.

From the **Bengalee**, *dated, Saturday, November 18, 1911.*

A Bengali Philanthropist.

Long before Calcutta was anything like a city— when the area now covered by it was full of swamps, marshes and jungles, with a few tiny hamlets nestling among the thick foliage of the primeval forest, the Mitras had established themselves at Baghbazar, which they converted into habitable land, by draining the swamps, excavating tanks, raising the land, clearing the jungles and cutting down giants of the vegetable world. They were the "lamberdars" of the village prior to its passing into other hands to finally become the property of the East India Com-

pany. The Mitras next turned their attention to commerce; and so successfull were they in their deals that Fortune favoured them largely and raised them to such opulence that Gokul Mitra's name was one to conjure with. The tales that have handed down from father to son of this striking figure in old Calcutta society,—of his devout nature, pious life, and unstinted charity would, in these days of modern civilization and western enlightenment, appear incredible. He was known among his contemporaries as "Sadhu" Gokul—a title higher in the eyes of a Hindu than even that of a Maharaja. It was not merely his charity or liberality on the occasion of his mother's "Sradh" or obsequies—when, if rivers did not run blood as might have been the case in flesh-eating countries, they at least ran curd and milk, but something else that earned him this appellation. Sri Madan Mohan Jeu was the family deity of this great house—their protector, the arbiter of their destinies. The contemporary Raja of Vishnupur fell on evil times and Gokul Mitra advanced him a fortune. In lieu of the money he asked for the Image of Madan Mohan for whom he built the palatial house which is still one of the landmarks of old Calcutta. The transfer was effected and Sri Madan Mohan Jeu was installed in the Baghbazar house. The Raja tided over his difficulties and wanted the return of his "Ishtadeva". But strange to relate, he was told in a dream that Madan Mohan was quite satisfied with the worship and attentions of Sadhu Gokul and did not desire

to return to His old temple at Vishnupur. Since then Madan Mohan has remained in Calcutta and Baghbazar has become a place of pilgrimage to thousands and lakhs of devout Hindus. All the various religious rites are performed on such a large scale and with such scrupulous care that it is a question with many whether there is any parallel in the whole of Bengal of course so far as private temples go. The "Anna Kote" or the mountain of rice ceremony is an institution of its kind. Forty to fifty thousands of devotees are fed sumptuously with the "prasad" of the God, and the rice for their consumption is heaped up in the form of miniature hillocks. The present head of this illustrious and most ancient of Calcutta aristocratic families is Babu Vihari Lala Mitra, a gentleman whom I can best describe as a Nature's nobleman. Well read scholarly habits, free with his purse in all worthy undertakings, simple and unostentatious in life, devoted friend, a loyal citizen, Babu Vihari Lala has all the attributes and elements of greatness in him. He has just distinguished himself by offering a donation of Rs. 75,000 to a very deserving institution—the "Refuge," of which one third has already been paid. And this is not the first and last of his benefactions. Before this he gave away half-a-lakh to other public institutions such as the Shambhoo Nath Hospital. But even above these I place his translation of that immortal Sanskrit work, the "Jogavashista Ramayana" and his free distribution of the four large

volumes at the cost of a fortune is sure to hand his name to posterity. Besides Babu Vihari Lala is the author of several metaphysical works of great value such as "Mitra Rahashya", "Bideshi Rahashya" etc., which are marked not only by sound sense, caustic with fearless exposition of wrong but also by deep loyalty to the rulers. It will thus be seen that whether as a wealthy citizen of the bluest blood, as a liberal minded public benefactor, as a patron of literature, as a literary man, or as a loyal subject, Babu Vihari Lala occupies a high place in Calcutta aristocracy.—"Indiana."

From the **Amrita Bazar Patrika**, *dated, Monday, November 21, 1910.*

Sree Madan Mohan and Babu Vihari Lala Mitra.

(Special for the "Patrika.")

We are in the midst of the Rash festival—one of the most popular of all Hindu festivals ; and naturally for days together the palatial temple and surroundings of Sree Madan Mohan in Bagbazar have been the resort of thousands upon thousands of devotees and sight-seers, not merely from all parts of the metropolis and the suburbs but from the interior of the province as well. Indeed, the Madan Mohan is an institution of Calcutta, for no visitor

to Calcutta,—of whatever section of Hinduism—would leave the metropolis without visiting and paying obeisance at the shrine.

This God, and His installation in the present palatial building at Calcutta by Sadhu Gokul, one of the illustrious progenitors of the well-known Baghbazar Mitter family is the theme of many a song and tradition in Bengali, for Madan Mahan had originally been the family deity of the Bishnupur Rajas. Every student of the history of Bengal knows only too well the power and prestige of the Bishnupur House. The Bishnupur fort with its 7 ditches was a facsimile of the impregnable Bharatpur fort which cost the East India Company so much in men and money to reduce, under General Cumbermere. The two monster guns at Bishnupur, Dal and Madal by name, are still a curiosity to the antiquarian. The story runs that the Government wanted to remove them to Calcutta but when the Engineers reported that the removal would require a prohibitive sum, the idea was given up. It is that the mouth of each weapon is so large that a tailor may sit in it and ply his vocation! For centuries the Rajas of Bishnupur were independent in their territories, often harassing the Mahomedan rulers. Sree Madan Mohan was the family Deity of such a house. But now He belongs to the Baghbazar Mitra family, and thereby hangs a tale. But before we tell it we should say something of the Mitters.

It is undeniable that the Mitter family of Baghbazar is one of the most ancient and aristocratic in Calcutta. The original seat of the family was at Bally, whence Sitaram, alias Uttaram, migrated to Baghbazar on the left bank of the Bhagirathi when this quarter of the town was a boggy marsh—the haunt of wild beasts and venomous snakes. Sitaram cleared the jungle, drained the marsh, dug tanks and erected a house to live in, prior to the grant of Sutanuti to Maharaja Naba Kissen, the architect of the fortunes of the Shobabazar Raj family. At that time Sitaram Mitter was the Lambardar of Baghbazar, which he gave up and turned his attention to the salt business, which was the means of the present prosperity of the house. The real builder of the family fortunes was "Sadhu" Gokul whose speculations in salt and other commodities were so uniformly successfull as to win a rich reward and place him in a position of great opulence. His great wealth, however, he invariably spent in those works of religious merit—of quiet beneficence and charity, which lent such a charm to the simple unostentatious life of our forefathers.

Tradition says that it was the romantic advent of the God, Madan Mohun, which brought so much luck to the Mitter family. Maharaja Gopal Sing of Bishnupur found himself in such straitened circumstances—by a freak of the fickle goddess Fortune—that he wanted money badly and knew not how to raise it. One version of the tradition says that God

Madan Mohun suggested to him in a dream the way to recoup his fortunes Negotiations were opened with Sadhu Gokul who was then in a prosperous position, and for a sum of three lakhs the Image,—a compound of gold with a slight admixture of seven other mystic metals—of great antiquity and sanctity, was brought with pomp and pageantry all the way from the Bishnupur Fort to the Bagbazar temple.

At a later date Maharaja Gopal Sing wanted to get back the God, and perhaps Sadhu Gokul would not and could not have objected to it, but for a strange and divine intervention. The God, it is said, appeared to the Maharaja in a dream and expressed Himself so well content with the devotion and service of the Mitters that He refused to return to Bishnupur. Madan Mohun thus remained at Bagbazar. Indeed, were He still at inaccessible Bishnupur, the obeisance of millions could not have been paid to Him as is the case to-day. Sadhu Gokul endowed a big Zemindari in Burdwan for the perpetual worship and service of the God.

Gradually Gokul Mitter amassed so much wealth that on the occasion of his son's marriage was spent the fabulous sum of 10 lakhs, equivalent to-day to at least treble that sum. The present head of the family, Babu Vihari Lala Mitra, is the great grandson of Sadhu Gokul; and every one who knows him is not only charmed with his company, but detects many of those great and noble traits of his great grandsire which made him so conspicuous a figure in

his time, among the aristocracy of Calcutta. In piety and devotion Babu Vihari Lala stands pre-eminent, as befits the "sebait" of such a God as Sree Madan Mohun. The most amiable and notable of his qualities is his silent and unostentatious charity—of a thoroughly cosmopolitan character. It is those who are relieved that alone know of it.. But it is not in private alone that his charities are doled In all useful public works he lends a helping hand. In 1908 Babu Vihari Lala contributed a sum of Rs. 10,000 towards the cost of constructing a surgical ward for the Sambhu Nath Pundit Hospital at Bhowanipur. Next year he made a similar donation to the Lady Minto Nursing Association, besides paying an equal sum into the Government Treasury for any work of public utility and another sum of Rs. 1,000 to the Italian Earthquake Fund. But this is not by any means the sum total of his benefactions; for he is ever ready to contribute to local charities,—to schools, dispensaries and distress funds.

The name of Babu Vihari Lala is also well-known in the field of literature and as patron of letters. His "Prakriti Rahasya," and "Bideshi Rahasya" are works which have been well-appreciated in many circles. They display a large fund of original humour and thoughtfulness which do him great credit. But his literary fame will rest more largely and permanently on his great work, "Yoga Vashista" the translation of which from the original Sanskrit has cost him years of

labour, research and money. And we should state here that this stupendous work he gives away gratis. Babu Vihari Lala's works embrace religious, moral, social and industrial subjects and are marked by keen humour and strong commonsense. His advocacy of all good causes, his liberality and his loyalty mark him out as one of the prominent citizens and as one who deserves well both of the rulers and the community at large. Honour to such members of the aristocracy as he is sure to be appreciated by all.

From the **Amrita Bazar Patrika**, *dated, Monday, November 28, 1910.*

Sri Madan Mohan and Babu Vehari Lala Mittra.

THE ANNAKUT.

In noticing the other day the romantic removal of the Image of Sri Madan Mohunjee from the original seat at Bishnupur to Calcutta, from the guardianship of once independent sovereigns to the well-known Mittra family of Bagbazar, we should have referred to a ceremony the like of which is not held or attempted anywhere else in the metropolis, and which is a distinctive feature in the "Sheba" or worship of Sri Madan Mohan : It is the "Annakut" or "Annakot" as it is popularly called.

This ceremony is held on the "Dyut Dwitia" or the "Vratri Dwitia" day after the Kali Puja ; and the immense concourse of Hindus of all ranks, ages and sexes that gathers in the palatial residence of Sri Madan Mohun, testifies, even to those who do not know aught of it, to its significance and importance. People even come from a distance of miles to the temple that day on foot and in all sotrts of conveyances to be blessed not by doing obeisance to the Image but by partaking of the "anna" or cooked rice, doled out freely and unstintedly to all who come, as the "prosad" of the God.

There is nothing in the west which can be likened to this—this feeding of many thousands. We have had feeding of the poor on a large scale on several occasions. But grand as the sight was, there is a world of difference between such acts of individual or national charity and the "Annakut" of Babu Vehari Lala Mittra and other members of the Bagbazar Mitra family. In the one case it is only the lower classes, who live by begging or belong to the lowest classes of society and have therefore no objection to taking rice cooked wherever it might be. Indeed, it is well-known how one famine relief works and kitchens connected therewith, great difficulty often arises in respect of feeding the higher castes, even when these are starving.

In the case of the "Annakut" at the Madan Mohun temple Hindus of all denominations congregate in their thousands to partake gladly of the fare

provided by Babu Vehari Lala and his co-sharers. The dinner provided on the occasion comprises not merely of rice,—which is cooked in the immense quantities and stacked in the shape of white hillocks several feet in height—but also of various vegetable dishes, sweets, curds, etc. Indeed, the food provided on the occasion and doled out freely and impartially to all who come,—both to the rich and the poor, old and young, men, women and children is of the best; and it is certainly a grand sight to witness thousands at a time sitting down to partake of it, and the same routine being repeated again and again throughout the day.

The cost of the "Annakut" is necessarily large—representing a figure which would be regarded as prohibitive by most men. The very fact that this is peculiar to Babu Vihari Lala's family—who is a Kayastha and not a Brahman,—though in partaking of the food on this particular occasion no caste scruples are observed by any—shews what value is attached to it. We congratulate Babn Vihari Lala on the unique character of this festival and the popularity it has enjoyed through a century and more among the Hindu community. We are sure, if our European friends could have the opportunity of witnessing the scene once they would be highly impressed and quite pleasantly too. There is a story extant how a European gentleman once witnessed a Hindu feast and so impressed was he by the "shop-shap-shop" sound of the guests of partaking of curd and

"chirah" that he spent a large sum in providing similar feasts, simply to listen to the same pleasant sound, though he failed several times because of his failure to make himself intelligible. Be that as it may, we feel sure that the spectacle of the "Anna-kut" would excite in foreigners, and even in people from other provinces, a feeling which few scenes can.

If not for his many public benefactions, private charities, patronage to letters, public spirit and labours in the cause of society and literature, at least for this does Babu Vihari Lala deserve well of the public and Government, specially when he is so well-known for his loyalty and efforts at bringing about better understanding between the rulers and the ruled. Honor to such as he is likely to be bettet appreciated by the people at large.

From the Amrita Bazar Patrika, *dated, Wednesday, May 17, 1911.*

The thanks of the Lieutenant Governor of Bengal have been conveyed to Babu Vihari Lala Mitra, of the well-known Bagbazar Mitra family, which is one of the most ancient and aristocratic families in Calcutta, for his princely gift of Rs. 75,000 to that humanitarian institution known as the "Refuge," inaugurated and established by Mr. A. K. Biswas. A sum of Rupees 25,000 has already been given

and the balance would shortly be paid. The money is to be applied to the cost of a proper building for the institution. Noteworthy as is this gift, this is not the only instance in which Babu Vihari Lala has shewn his magnanimity and generosity. Before this he gave away nearly half-a-lakh to different institutions and charities. Hindu philanthropy and public spirit is by no means dead, and Bengal still maintains her position, as a province where public spirit forms a characteristic of the people. Babu Vihari Lala follows the old maxim of not trumpeting the good he does in silence; and as such he is certainly one who deserves recognition.

From the **Amrita Bazar Patrika**, *dated, Saturday, July 15, 1911.*

The reader is aware how a gentleman anonymously paid a large sum to the management of the "Refuge" for the feeding and clothing of the poor on the Coronation day. It was at once a loyal and laudable work; and the fact that the donor did not still wish his name to be divulged shews the genuine spirit of philanthropy which animates him. We believe, however, we would not be divulging a secret if we state that this large-hearted donor was no other than our well-known townsman Babu Vihari Lala Mitra, whose princely gift of Rs. 75,000 to the build-

ing fund of the "Refuge" has already evoked a feeling of gratitude for him. Babu Vihari Lala is a Vaishnav, the "shebait" of God Madan Mohan, the most celebrated Vaishnav temple in the metropolis. And he is not only a Vaishnav, but a man of letters himself, being the author of a number of essays and sketches through which runs a vein of piety, morality and Baishnav spirit. Is it, therefore, too much to ask him to turn his attention to the need there is for the furtherance ot the great aim and noble objects of Vaishnabism. He will not only earn the gratitude of his countrymen but be doing an act of religious merit if he will advance the cause of Vaishnavism by helping in the preparation and distribution of treatises and leaflets bearing on the religion of love with a view to a wide lissemination of knowledge on the subject. There is also a crying want for a fully-equipped and well organised Vaishnav institution in the city, with a library and meeting hall. To establish such an institution and help in the propagation of Vaishnavism would not only be worthy of the descendant and representative of Sadhu Gokul, but the contributing largely to the restoration of peace and order in the land, for it is love to God, love to Man, love to all created beings that Vaishnavism preaches while it conquers hatred and enmity by love as in the case of Jagai and Madhai or the Kotwal of Navadwip, in the reign of Hussein Shah. We hope, therefore, that we do not appeal to him in vain. If the spirit of Vaish-

navism were more widely abroad, murders, dacoities and assaults would be unknown.

From the **Indian Daily News**, *dated, Tuesday, May 16, 1911.*

A meeting of the Special committee of the Hindu Samaj was held on Sunday evening under the presidentship of Babu Vihari Lala Mitter, who has recently given Rs. 75,000 to the Refuge, and for which the Lieut-Governor's thanks were published in last week's "Calcutta Gazette." It was resolved that a memorial be submitted to H. E. the Viceroy, by the Secretary on behalf of the Committee conveying the keen sense of regret felt by the Hindu community at the proposed inclusion of scenes from the "Ramayana" and "Mahabharata" in the pageant for the Royal reception and pointing out the serious nature of the objections taken by the Hindus to any such representation.

From the **Indian Mirror**, *dated, Wednesday, December 15, 1909.*

An Ancient Aristocratic Hindu Family of Calcutta, and a Worthy Representative of that Family.

The Chandney Chowk is one of the oldest and most familiar landmarks of Calcutta. Its history is perhaps not as ancient as that of Barabazar, which is mentioned in the very early history of Calcutta as a seat of trade, but Chandney along with New Chinabazar, to-day plays an important part in the commercial life of Calcutta. It is, so to speak, the people's market in the metropolis. Being situated centrally between the northern and southern divisions of the city, it is resorted to by multitudes of Europeans and Indians. The Sir Stuart Hogg Market, better known as the New Market, no doubt, attracts large numbers of customers, but, for all that, Chandney exercises a peculiar fascination upon people. The place is crowded from morning to night; the shopkeepers are perpetually unpacking new goods; and altogether a large amount of money passes hands daily from customer to middleman and from middleman to trader. Chandney, in short, is famous for its cosmopolitanism. Here you may say the most fashionable lady bargaining for things with as much warmth as the poorest labourer. Broughams, motor-cars and third class *ticcas* fraternise in common

fellowship outside the narrow doorways of the market. As for commodities, they range from a pin to an anchor. The little stalls of the Hindu and Mahomedan shopkeepers are museums in miniature. The owners of some of them have made their fortunes, and others are piling up their thousands by patient and assiduous industry. The land value of Chandney may not be as high as that of Barabazar, but it is higher than that of most business places in Calcutta. The stalls fetch high rentals, and ordinarily, a new stall, if available, carries a high *salami*.

Well, though Chandney is visited by thousands daily, does anyone care to inquire who owns this popular and old market place—one of the far-famed sights of Calcutta ? To satisfy the curiosity of the reader, we may mention that Chandney Chowk is the joint property of several gentlemen, the largest share of seven annas being held by Babu Vihari Lala Mitra of Bagbazar now of Pathuriaghata. The rest of the property is owned by others in small shares, but they generally belong to the same Mitra family of Bagbazar, the descendants of Gokul Mitra.

A brief account of this ancient, aristocratic Hindu family of Calcutta will not be out of place. The family originally belonged to Bally in the District of Hughli, and settled down in Calcutta in 1742, that is, a few years before the sack of Calcutta by Nawab Siraz-ud-doula. The Nawab's attack, culminating in the horrors of the Black Hole, is well known to students of history. When the founder

of the Mitra family, Sitaram or Uttaram Mitra, came to Calcutta, Bagbazar was a boggay marsh. Sitaram cleared the jungle, and built a samll dwelling house. Sitaram was appointed Lambarder when Raja Nabakissen, the founder of the Sovabazer Raj family, as a reward of his faithful services to the British, obtained the grant of Sutanuti. Sitaram or Uttaram however, gave up his Lambardarship shortly after and turned his attention to salt business. The name of Sitaram or, Uttaram Mitra is not extinct, but that of his son, Gokul Chandra Mitra, or Gokul Mitra, as he is popularly known, is yet held in great honour among the Hindus of Calcutta. Gokul Mitra was otherwise known as Sadhu Gokul for his piety and munificent charities. It is said that Gokul considerably enlarged the property he inherited from his father by carrying on large speculations in salt which his father also did. In Raja Benoy Krishna's "Early History of Calcutta," the following mention is made of the early Hindu families of Calcutta, including the Mitra family of Bagbazar : "The ancient and wealthy Mullick families of Barabazar and Chorebagan, the ancestors of Rajah Sukhomoy Ray, Ramdulal Dey, Moti Lall Seal, the ancestors of Kali Prosanno Sing, *Gokul Mitra of Bagbazar* and several other noted families, settled in Calcutta previous to the Engiish settlement and after the battle of Plassey."

Sadhu Gokul, as we have mentioned, was a man of great devotion and piety, and it is to these qualities that he is said to have owed his prosperity. From

his business in salt, he became one of the Croesuses of the metropolis, but, throughout he was distinguished by the humility and simplicity which are to be found associated only with inborn spirituality. Every Hindu in Calcutta and thousands in the Mofussil have seen the magnificent temple at Bagbazar, known as Madan Mohon's temple. A wonderful story is related of this temple. It is said that the image of Madan Mohon, which is the image of Sree Krishna, installed in this temple, originally belonged to Maharajah Gopal Singh of Bishnupur in the District of Bankura, who pawned it to Sadhu Gokul for a lac of rupees. It is said that from the day Gokul came to the possession of the image, he began to prosper, while the Bishnupur Raj began to decline. However, an attempt was made by Maharajah Gopal Singh to get back the image, but Gokul was loath to part with it. Says Rajah Benoy Krishna in his "Early History of Calcutta":—"When, however, the Rajah wanted back the image, Gokul felt very much distressed, and was reluctant to part with the deity, and, in the meanwhile, the Bhishnupur Rajah was advised in a dream not to press the matter on Gokul, and so the Rajah desisted in demanding from Babu Gokul Chandra Mitra the return of the image." According to another account, Gokul had to pay three lacs to the Rajah of Bishnupur as a *solatium* for the loss of the image. Gokul erected a grand temple for the deity and also a *Rash Mancha*. He endowed a Zemindari in the

District of Burdwan for the support of the family-idol. The temple is a magnificent piece of architecture. Attached to it are a number of rooms, where pilgrims find hospitable accommodation. The charities of Sadhu Gokul were numerous and unstinted. He gave a valuable property to his *guru* for the support of his family. The ancestors of the Brahman priesthood know as Gossains were the family *gurus* of the Mitras of Bagbazar. That Gokul was rightly called a Crœus of Calcutta, is illustrated by the fact that he spent ten lacs of rupees on the marriage ceremony of his second son. The family dwelling house of the Mitras of Bagbazar is one of the largest to be seen in the northern division of Calcutta. It has a splendid *chandney*—quite a rare one of its kind—and it has often struck us why it is not used as a religious lecture hall, for it is eminently fitted for that purpose.

The name of the Bengali poetsaint—Ram Prosad Sen—is familiar to all Hindus of Bengal. Ram Prosad, it may be mentioned, was born at Halisahar, opposite the town of Hughli, and was employed for some time as a *sircar* under Gokul Mitra. Ram Prosad composed a song, delineating the life of Gokul, and this is sung till this day by wandering minstrels in Bengal. Ram Prosad was a great admirer of Gokul, which was natural in view of the spiritual affinity which existed between them. The main idea of the song which Ram Prosad composed in honour of Gokul was to hold up the latter's godly life as a model for

Hindus. The greatest monument of Gokul is doubtless this song which will be heard by generations yet to come.

We now pass to the descendants of Sadhu Gokul. Jagon Mitra was the son of Gokul, and Jagon's son was Rosik. They were all distinguished by pious and charitable acts. It is of Rosik's son—Babu Vihari Lala Mitra—that we have now to speak at some length. Babu Vihari Lala Mitra, it will be seen, is the great grandson of the saintly man—Gokul—who built the fortune of the family. We have already spoken of Babu Vihari Lala as the largest individul shareholder of the Chandney Chowk of Calcutta. But it is not merely as a scion of an ancient and opulent Hindu aristocratic family that Babu Vihari Lala Mittra claims special notice. We desire to detail, in another issue, the services which Babu Vihari Lala has rendered to the public by his munificent benefactions and charities and his learned contributions to the literature of the Hindu religion. Of a simple and retired disposition, scorning pomp and ostentation, he has never sought public renown, but it is men of his type who are ornaments of the Hindu community, and, as such, are entitled to the affectionate regard of their countrymen. Hindu society owes much to this worthy descendant of Sadhu Gokul Mitra, and it is but meet that a tribute should be publicly paid to him. As a scholar, religious thinker and public benefactor, Babu Vihari Lala Mitra occupies a high place among the present generation of Hindus. He

illustrates in his person all the qualities of a Hindu leader and a loyal citizen, and it is well that the Hindu public should know something about him. Pending a fuller account of the public activities of this remarkable man, we wish only to say that the Hindu community ought to be proud of such a worthy member.

From the **Indian Mirror**, *dated, Thursday, December 16, 1909.*

Babu Vihari Lala Mitra.
A Worthy Descendant of Gokul Mitra.

We have already given an account of the ancient and opulent family of the Mitras of Bagbazar. The family, it will have been seen, has been noted for religious and charitable benefactions ever since it established itself in Calcutta. The very fact of Gokul Mitra having parted with three lacs of rupees for the sake of the image of Madan Mohon would show his fervent piety as a Hindu. According to popular tradition, it was Madan Mohon that built the fortune of the family. However that may be, this ancient Kayastha family has, for upwards of a century, played a conspicuous part in the Hindu social life of Calcutta. We desire to speak of Babu Vihari Lala Mitra in

particular in this article. As the seven annas proprietor of Chandney Chowk, and as owning considerable Zemindari in the Burdwan and Bhagulpore Districts it may be readily understood that he is counted upon as one of the most opulent and influential members of the Hindu community of Bengal. Babu Vihari Lala Mitra has given freely of his wealth to the succour of the distressed, the suffering and the needy, irrespective of nationality and creed, but his charities have never been accompanied by noise and show. In fact, modesty and simplicty have always been his predominant characteristics. Of his numerous charities may be mentioned the donation of Rs. 10,000 each to the Sambhu Nath Puntit Hospital at Bhowanipore and the Bengal Branch of Her Excellency Lady Minto's Indian Nursing Assocaciation. The Bengal Provincial Kangra Valley Earthquake Relief Fund, which was started in 1905, and the Italian Earthquake Fund opened recently, benefited by his contributions. In addition, the Hitakari Sabha at Baranagar, the Sobhabazar Benevolent Soeiety, the District Charitable Society, the Albert Victor Leper Asylum, and various other charitable societies have received his help from time to time.

In spite of the spread of liberal education in recent years, it is still said to the disparagement of the wealthy classes of our community that pleasure and frivolity constitute the chief elements of their existence. Babu Vihari Lala Mitra has been

from his early life one of the honourable exceptions. As a scholar and devoted student of Hindu religion and philosophy, the whole atmosphere round him is one of learning and of intellectual and spiritual culture. The Hindu public can hardly estimate its obligation to Babu Vihrai Lala Mitra for the learned treatises on Hinduism which have issued from his pen. By far the most important of his productions is the English translation of the great Hindu religious work—the "Yoga-Vasishta-Maharamayana" of Valmiki. Professor Monier Williams says of this great work :—"There is a remarkable work, called Vasishta Ramayana or Yoga Vasishta or Vasishta Maharamayana, in the form of an exhortation, with illustrative narratives addressed by Vasishta to his pupil, the youthful Rama, on the best means of attaining true happiness, and considered to have been composed as an appendage to the Ramayana by Valmiki himself. There is another work of the same nature, called the Adhyatma Ramayana, which is attributed to Vyasa, and treats of moral and theological subjects connected with the life and acts of that great hero of Indian history." Indeed, there is not another learned Hindu work equal to the "Yoga Vashista" The book is full of philosophical wisdom. It presents the esoteric side of religion, and deals with occult philosophy in the most lucid manner. Briefly speaking, this great work should be read with diligent care by everyone, whether he be a Hindu or not, who desires to attain perfection as also

happiness in this world and in the next. As dealing with a most abstruse and difficult subject, it requires no ordinary labour and scholarship to translate this work from the original Sanscrit into English. Babu Vihari Lala Mitra has achieved this difficult task with wonderful success. His translation of the "Yoga-Vashista" is a monumental work of scholarship and learning. The four bulky volumes in which the translation is completed should find a place of honour in every Hindu Library. It is impossible to exaggerate the service which Babu Vihari Lala Mitra has tendered to the learned world in general, and to the Hindu public in particular by the translation of this ancient Sanscrit work. It may be mentioned, by the way, that the late Mataji Maharani Tapaswini of the Mahakali Patshala considered the "Yoga-Vashista" as one of the greatest works on Hindu philosophy, and that she made a point of reading and explaining a portion of this book daily to her Hindu disciples and friends. It is only by means of *Yoga* that the human soul may attain complete union with the Supreme Soul and the "Yoga Vashista" teaches this process. Our admiration of Babu Vihàri Lala Mitra began from the moment we commenced reading his English translation of the "Yoga Vashista" some seventeen years ago. For this book, if for nothing else, he is entitled to the warmest gratitude of his Hindu countrymen. It is of course apparent that Babu Vihari Lala Mitra had to spend a considerable sum in translating and publishing this work.

Besides this remarkable work, Babu Vihari Lala Mitra is the author of several thoughtful Bengali books, the "Mitra Rahashya," the Bideshi Rahashya" and the "Prakriti Rahashya." These books deal with religious, moral, social and industrial subjects, and are full of instruction and wisdom. Wit and humour find a graceful expression in some of the dialogues. The chief merit of these books is the deep feeling of loyalty which pervades their pages. Babu Vihari Lala Mitra is himself a man of peace, and he lays the greatest stress on the fact that, without peace and order, there cannot be the smallest progress in religion, ethics, industry or in any other department of social and public life. Allegiance to the Sovereign is the key note of his politics. He is a Moderate of Moderates. His views on social questions are of an advanced character. He is a strong advocate of female education, and his views on this subject are expressed in an inimitably simple style in his "Prakriti Rahashya.." We quote one passage :—

"It is said that Government is going to make arrangements for free primary education. It will no doubt confer incalculable blessings upon the country. It is my earnest prayer that girls' schools should also be made free, if such an arrangement has not already been contemplated in the scheme. At least five-eighths of the money, proposed to be devoted to free primary education, should be laid aside for the education of girls, for the women are the real workers, and from their work will spring progress and pro-

sperity. The time has not yet come for compulsory education, but it may be possible after twelve or fifteen years of free education. Friend ! when our women will come to realise that they are neither servants, nor slaves, nor cattle, then the men will not be able to treat them as such. Educated women will have the power to instill into the minds of their children the principles of righteousness."

He is also emphatic as regards the need of religious education. He says :—

"Sir Andrew Fraser, our Lieutenant-Governor, once remarked that his mother had the Bible at heart, and she used to urge upon her son—Read the Bible every morning before you begin your work of the day. If this interferes with your work, then rise an hour earlier from your bed, What beautiful and noble advice ! It removes the sin from your body if you act up to it. A worthy mother ! *The country which has no worthy mothers has no worthy sons.*"

As regards Swadeshism, his views are characterised by sturdy common sense. He holds that there must always be interchange of ideas and commodities between the East and the West, and that, if Swadeshism is meant to be merely an obstacle to free intercourse with foreign countries, then it can never do any good to India. The following passage from his book, "Prakriti Rahashya," explains his views :—

"There has been much talk but no real work. Will it not be better for the orators and writers to be dumb and to remain silent for a season ? The

Bengalis are being driven to and fro by that gust of wind which comes from the West. But do not be double-faced ; do not make your life unhappy like the husband who has two wives, and who has to please both. None can stop the current of air ; if not, then enjoy the breeze to the full. If you are afraid of catching cold, put on warm clothing. If you have no means of getting that, earn it by working hard ; use animal food, so that you may be strong enough to work hard. No opening for your labour ? Why, there is agriculture, there are manufacturing industries by means of machinery and all the appliances, contrivances and discoveries modern science has placed at your disposal. In fact, there are numerous ways for profitable employment of your labour. Who is to show you the way ? Why—the English, who will be your master to give you the instruction you require. That will be against Swadeshi principle ? My friend, where have you learnt the word—Swadeshi ?"

We do not think that anything more is necessary to show that Babu Vihari Lala Mitra is a man, who by the breadth of his views, his learning, his sound sense, and his moderation, is eminently fitted to be a religious and moral teacher, and a safe guide in the work of social reform.

Babu Vihari Lala Mitra has proved himself in every way a worthy descendant of the *Sadhu* millionaire—Gokul Mitra. He is truly an ornament of the Hindu community, and we wish there were a few

more unostentatious thinkers and workers like him at the present time. Men like Babu Vihari Lala Mitra can be of immense service to the country on the newly reformed Councils. We think, the services which Babu Vihari Lala Mitra has rendered to the cause of the literature, religion, morality and social reform, as also his honoured position in Hindu society, his munificent public benefactions, his exemplary character and his devoted and unswerving loyalty to the Crown, entitle him to some fitting recognition at the hands of Government. The family of which he is so worthy a member, has played a conspicuous part in the early history of British rule in India. One of his ancestors, as we mentioned yesterday, held the honourable position of Lambardar under the East India Company. The munificence and piety of Sadhu Gokul Mitra are the themes of Bengali folklore. In points of wealth and position, Babu Vihari Lala Mitra occupies a prominent place in the Indian society of Calcutta. He is the owner of a large property in this city as well as in the Mofussil, yielding a large annual income. But it is not so much his wealth and position as his intrinsic worth that entitles him, in our opinion, to a suitable public distinction. Of course, a man like him should have been honoured by Government long ago, but the omission, we take it, is only due to the fact that Babu Vihari Lala Mitra has been too modest and unassuming to make his good works known. Considering how many men of lesser worth have obtained distinctions and honours

at the hands of Government, we do not think we are putting forward an unreasonable claim in asking the Government to honour a man like Babu Vihari Lala Mitra with a suitable distinction. We have written so much about him, because we feel that we should be wanting in our public duty, if we did not bring to notice the eminent services of our really eminent men. We need only add that by honouring Babu Vihari Lala Mitra, the Government will honour the whole Hindu community in Bengal.

From the **Indian Empire**, *dated, Tuesday, January 3, 1911.*

A Flower of Calcutta Aristocracy.

In view of several references that have recently been made in both the indian and Anglo-Indian press to the notable character, illustrious parentage and extensive charities of one of the distinguished citizens of Calcutta, we make a new-year present to the reader of this short sketch, confident that it will help to bring more prominently to public notice the manifold qualities of the head and the heart that adorn this flower of the Calcutta Aristocracy, We are never in the habit of kow-towing before the bloated nobility

or of pandering to the predilection of many to push themselves to the front while really they deserve to remain in the rear rank, inspite of their wealth and possessions. It is because,

"Full many a gem of the purest ray serene.
The dark unfathomed caves of ocean bear,"

that we take up the subject, and we do so in the first issue of the new year because it is the first issue.

Babu Vihari Lala Mittra, of the ancient Bagbazar Mitra family, is a gentleman, not perhaps so well-known to the outside public as some others, who by virtue of push and ostentation, contrive to have their names and pedigrees blazoned in print, but who either in lineage or length of the purse, either in education or strong commonsense, can in any way come up to him. This, however, is an idiosyncracy of life, of which the thoughtful alone will take note. The Bagbazar Mittra family is second to none among the aristocracy of Calcutta. When yet Calcutta was a forest hamlet, full of swamps, marshes, ditches and ponds,—a happy hunting ground of the Royal Bengal tiger—the most ferocious of the world's carnivori, of the deadliest snakes, from the huge ponderous Boa to the lithe venomous Krait, of the spotted antelope and the antlered deer, the founder of the Calcutta branch of the well known Bally Mittra family fixed his abode in the premier portion of the town, now known as Bagbazar. That was so far back as 1742, prior to the time when Nawab Siraj-ud-dowla swooped down upon the factory of Calcutta

and took possession of the Fort, as the result of which the Massacre of the Black Hole took place. But it is not with this regrettable episode of history that we have anything to do. Sitaram Mittra later on gave up his *lambardarship* of Bagbazar, where he had already erected a house, excavated tanks, drained marshes and cleared the jungle, in favour of Raja Navakissen, the founder of the Sobhabazar family, when the latter was awarded the grant of Sutanuti. The Mittras thereafter turned their attention to the salt business, which at that time was the most flourishing of all trades in the country. In the salt business he and his successors amassed a great fortune which became the nucleus of the wealth and opulence of this premier family. The greatest lustre, however, was shed on it by Gokul Mittra, known then as now as Sadhu Gokul. And this was owing to the installation of God Madan Mohan,—the tutelary deity of the great Rajas of Bishnupur in the palatial building which still houses Him. Gokul Babu extricated the Raja from financial difficulties and in return obtained the Image. Subsequently the Raja sought to recover the God but He appeared to him in a dream telling him that He was well satisfied with the attentions and services of Sadhu Gokul and would not care to return to His old quarters in the Bishnupur Fort. It was thus by the direct favour of God Almighty the Mittra family became more and more opulent. The vast estates—they have endowed for the proper performance of the

Puja of the God, the up-keep of the large establishment, the due observance of the various festivals throughout the year and the *annakote* when many, many thousands of people, mostly women, belonging to even respectable families, crowd the temple and the approaches to it for partaking of the *bhog* and present a sight unique in Calcutta,—would be considered a fortune by many titled members of the aristocracy. It is to this family that Babu Vihari Lala belongs and he is justly regarded as the head of it. Born with a silver spoon in his mouth, Babu Vihari Lala has not spent his life in the usual role of luxury practised by the leisured classes in this country. Of a literary turn of mind he has not only enriched the Bengali literature by several works of essays and metaphysics which replete with wit and sleeping humour, give evidence of his deep and keen insight into human nature and into society as it exists in Bengal to-day. They also prove his mastery not only over the language but over historical and philosophical details which do honour to his scholarly habits. But above all, his stupendous works has been the translation and distribution of *Joga Vashista*, one of the monumental works of Hindu philosophy, which at once show the height and depth of the vast learning of the Hindu Saints of old. The cost incurred by Babu Vehari Lala in this gigantic work would have dissuaded a less ardent votary of the letters, a less orthodox Hindu, and a less large-hearted citizen. If not for anything else it is for this grand enterprise that his name is

destined to be handed down to posterity. We may have occasion to refer to this side of his character more fully later on. His public benefactions have not been inconsiderable, while with his private charities they would amount to a lakh and more. Among other donations, within the last three years he has paid Rs. 10,000, for the surgical ward of Pundit Sumbhoo Nath Hospital in Bhowanipur, Rs. 10,000 to the funds of the Lady Minto Nursing Association, Rs. 10,000 to the Government of Bengal for any act of public utility, and Rs. 1,000 to the Italian Earthquake Fund. His loyalty is undoubted and has been demonstrated so practically as to require no words of commendation at our hands. Simple, austere, unostentatious in his life and habits, he is a veritable recluse, who does good in privacy and silence, not caring to mix with the throng whose be-all-and-end all in existence seems to be giving as much publicity to themselves and their doings as possible, and thereby to arrest the attention of the authorities. It is curious in a sense that Government has not given any tangible proof of its having realised the greatness of this silent worker in the field of benevolence and charity, loyalty and literature, who acts up to that well-known Christian maxim—let not thy left hand know what thy right giveth. It is not possible for us to notice all those traits in Babu Vihari Lal's character which make him the man he is. It may be that on a future occasion we would prove conclusively to both

the Government and the public how he deserves recognition at the hands of the former ; and we feel confident that when we have unfolded his mainfold services to Government, to Bengali literature and to the cause of charity and humanity, they are sure to be appreciated.

From the **Indian Empire**, *dated, Tuesday, June 6, 1911.*

Bengali Beneficence.

Some time ago some of our Anglo-Indian contemporaries grandiloquently stated that the spring of Bengali beneficence had dried up and that the public spirit of Bengalis was visibly and appreciably on the wane. It was no doubt a mean libel, worthy perhaps of those that committed it but utterly undeserved so far as the Bengalis were concerned. The list every year issued by Government shewing the amounts given away by private individuals for public charities and institutions, is the clearest refutation of the charge levelled by the Anglo-Indian press against the Bengalis. It is perhaps not everyone who can get a glimpse of this return, because if it appears as a part of the official Gazette it is only publicists and officials who enjoy the privilege of seeing it. It is, therefore, the duty of the

publicist to announce the public good done by private individuals, as much in the interests of the donors as of the public, who should know what they owe to whom. But the morning papers which, among the members of the press, can command space for the purpose do not do so, while the vernacular papers follow suit. We do not believe this to be just the right thing to do. Of course, so great has been the demoralization of the Indians that in many casses, manifestation of public spirit is born of a desire, more selfish than humanitarian or patriotic. Indeed, there is an impression abroad that every title or honor has its set value in the shape of donation to public institutions. There can be no denying that there are amongst us people who only open their purse-strings for the gratification of personal ambition. We can certainly have no respect for such characters. The fountain of public beneficence springs from a nobleness of heart, a breadth of views, a forgetfulness of self which deserve to be chronicled in letters of gold. We freely admit that this is not what we always find in the acts of charity which are advertised in a manner so as to betray something other than the qualities mentioned above. All the same we stoutly deny that either the springs of charity and beneficence have dried up in Bengal or that it is only motives of self-aggrandisement which induce our countrymen to come forward publicly to help charities or public institutions. As an example in point we would mention

a recent case. The following letter was addressed by the Chief Secretary to the Government of Bengal to the Commissioner of the Presidency Division :—

"I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 7 dated the 10th April 1911, in which you report that Babu Behari Lall Mittra, of Pathuria-ghata, Calcutta, recently forwarded a cheque for Rs. 25,000 as the first instalment of the donation of Rs. 75,000 already offered by him to the building fund of the "Refuge" at present located in No. 125, Bowbazar Street, and that the cheque has been made over to Mr. A. M. Biswas, Superintendent of that institution.

"2. I am to request that you will be so good as to convey to Babu Behari Lall Mittra an expression of His Honour the Lieutenant Governor's high appreciation of his liberality and public spirit."

And this letter has been published in the *Calcutta Gazette* for "general information." The name of Babu Vihari Lala Mitra is not unknown to the reader. He is one of the few great souls who do not care for the plaudits of the populace. With vast wealth at his command, with blue blood in his veins, with advantages and opportunities, born of rank and position, he is almost a recluse, doing what good he can to fellow-men in a broad catholicity of spirit but in silence. He does not mix in politics—in agitations which seem to be the very air in which some of us breathe. He does not seek popular favour nor care for public frown. He

finds his solace in books and prefers the companionship of the Masters to that of his contemporaries. If the fact of his princely gift to the "Refuge" has become widely known it is because of the publication of the Chief Secretary's above quoted letter. This is not the first time that Babu Vihari Lala has come forward with large donations to public charities and institutions. His previous gifts would amount to half-a-lakh if not more. As for his private charities, why, no one can form an adequate estimate of them, because they are never paraded or advertised, as is the case with some. Nothing Babu Vihari Lala dislikes more heartily than the dodges of the *Namke-wastes*, for whatever he does, he does as a duty. His simple habits, again, rebel against the idea of ostentation. He is one of the wealthiest members of the ancient aristocracy, though he is content with being a simple Babu. Many are the poor but deserving literary men who owe much to his love of letters, but he would not allow them to publish their experiences. A thoroughly loyal citizen, he hates any manifestation thereof. As in other matters, so in this he works sincerely; and some of his treatises, which he has widely circulated, prove this beyond cavil. In a simple, unadorned style so as to appeal to all classes he has exposed and crushed most of the arguments usually advanced by the disaffected crew, standing on the firm rock of commonsense. Strange, however, that in spite of it all, he has received no recognition from the Government. We would not mention this

but for the fact that recognition of such qualities as adorn Babu Vihari Lala is sure to encourage others of his class to follow in his footsteps. We are confident that a character and acts of public beneficence such as his cannot long go unrewarded. The role of a prophet is a dangerous game to play; yet we may say that the day is not distant when Babu Vihari Lala's name would be raised to the present-day peerage.

From the **Telegraph**, *dated, Saturday, February 25, 1911.*

There are few families in Calcutta which are as old or as aristocratic as the Bagbazar Mitter family, the original seat of which was Konnagar, on the other side of the river Hughly. But it is neither their wealth nor their lineage which to us appears to constitute their chief claim to the respect of the community or for the matter of that, of the rulers even. To them belongs the God Madan Mohan, the family deity of the ancient and illustrious Rajas of Bishnupur, who once were independent sovereigns, whose fort at Bishnupur was a marvel, and greater marvels were their guns *Dal* and *Madal*. It was Gokul Mitter who helped the then Raja financially and in lieu of his help received the God, whom he installed in the palatial building

which is now a landmark of the metropolis. Later on when the Raja wanted the Image. the God appeared to him in dream and told him that He was well satisfied with the service of Sadhu Gokul and would not return to his old quarters in the fort of Bishnupur. Since then the shrine of Sree Madan Mohan Jiu has come to be visited annually, monthly, and daily by thousands of devout pilgrims. Of late, the romantic history of Madan Mohan has been revived owing to references in the press, including even the great *Englishman*, to the *Anna-Kote* ceremony held in the temple, a function as unique, as splendid, the like of which is not to be witnessed in any other country. Fancy, 30 to 40 thousand people of both sexes and all ages, crowding the noble edifice and large courtyards to receive the *prosad* of the God absolutely gratis consisting of a sumptuous dinner! The present head of the family' Babu Vihari Lala Mitter is not merely a milionaire, but is also an author. His charity and public beneficence are of a cosmopolitan character, and the amount, which is hard to guess owing to his own neticence, would amount to a sum which would be a fortune to many. His greatest service to his fellow countrymen and co-religionists is the translation and distribution of *Joga-vashista Ramayan*, and his greatest claim to respect is his simple title of Babu.

From the **National Magazine**, *Volume XX.,*
No. 10, 1906.

A Bengal Notable.

1. THE BENGALI HEART.

The noblest sons of India are generally not to be found among those who dangle their decorations before the face of the world, who hunt for titles by ostentatious subscriptions to officially patronised funds, who push each other in the crowded leaves at the Government House, or who dance attendance at the railway stations for a nod from the great man in authority going to, or coming in from, his cool sanatarium in the hills. Nor are they to be found as movers of resolutions in the Congress, as editors of newspapers or as orators in the Squares of Calcutta. Thus said an Englishman who rose from the lowest to very nearly the highest rung of Government service, and whose name has come to be known in every household for his sympathy with the sorrows and aspirations of the Indian people. This gentleman passed the best part of his life among them and his daily experience disclosed to him the fact that perhaps in this wide world no heart more violently throbs at the sight of sorrow than the heart

of the people inhabiting the Gangetic valley and no band more ready to relieve the misery of their fellow creatures. No wonder then that those who feel pleasure in killing living things, created by God to adorn the air with their plumage of the brightest hues, to beautify the water with the sheen of their silvery scales, or to swiftly move through trees of forest lands like flashes of lightning in the azure sky, should despise the abhorrence which the Bengali feels for bloodshed and should call by the name of cowardice the mercy which fills the Bengali breast. In every village are to be found men who, to the best of their ability, have devoted their lives to feeding the hungry, clothing the naked, nursing the sick, and relieving the misery of others without making any distinction of creed, colour or caste. For it has been said in the Hindu Scriptures :—

"These man who comes to one's house is always to be treated as an honoured guest, be he young or old, of high-caste or low-caste, for the gods reside in the body of the guest, and a disappointed guest takes away all the credit for virtuous deeds performed by the householder, leaving instead his sins behind."

These men perform their noble deeds without pomp or ostentation, harbouring in their mind no hope for reward, and their left hand knows not what their right hand does. Though their charity begins with those around them, it does not end there. In many old families, though partition and litigation have reduced their opulence and dimmed their past

grandeur, yet this noble feeling has found a congenial home. In their scions of the present day it has become a sort of instinct, which they have inherited from their fathers, generation after generation. The proud sons of these families, as a rule, disdain to advertise themselves or to seek a reward for good deeds, which they perform *because they are good.* Yet they are the natural leaders of the people, with a real stake in the country, and at this time of storm and stress, they are the best men for bringing back that calm and rest which the country now sorely needs. They are the true *notables* whose voice will be respected as that of a friend, and who therefore are capable of explaining to be people the intentions of the Government, and to the Government the wants and aspirations of the people. As their modesty, or call it pride if you like, will not allow them to go in quest of name or fame, it will be well if Government seeks them out. The Editor of this Journal may name at least one gentleman of this kind. *Bihari Lal Mitra of Bagbazar Mitra family.*

---

2. A CHRONICLE OF OLD FAMILIES.

We wish somebody would collect in a handy volume the history of the old families of Calcutta. Such a chronicle will not only be highly interesting, but will also show how the Bengalis threw in their lot with the British and how they loved with the fullness of their heart every Englishman that came to this country. The thought that the British Gov-

ernment is an alien one never entered the mind of a Bengali in those days. He looked upon it as a friendly administration in the welfare of which he was deeply interested. He came to be called "the guide and the philosopher" of the British officials and joyfully accompanied them, holding positions of trust and responsibility, as district after district was wrested from anarchy and rescued from a state of chronic rapine and bloodshed. Petitions and prayers were not allowed to go unheeded in those days, and good-will, love and respect felt by the one were reciprocated by the other. Alas! We sigh as we recall the memory of those happy days. Is it impossible to bring them back? Perhaps not; for both side have grown sick of the strife. Englishmen know too well the value of Bengal, and the Bengalis, whatever they may say or write, chiefly for the sake of *Tamasha* as the late Upadhyaya remarked, know too well the value of English friendship. *Undo the Partition*, Sir, as a beginning, and you will see the first rays of Hope glimmer in the horizon, soon to dispel the darkness of despair which now fills the Indian mind. Sympathy, said his Royal Highness the Prince of Wales to his countrymen, is needed, as also mutual forbearance and trust. Who better able to explain and foster such noble precepts than the educated, enlightened and influential scions of old families like Bihari Lal Mitra?

We have been speaking of old families. The newly established Calcutta Historical Society should

take in hand the compilation of such a volume, and if ever a book of this kind is published, the house of Gokul Mitra of Bagbazar Will no doubt be given a prominent place. Bihari Lal Mitra is the persent scion of this house.

---

3. MITRAS OF ANCIENT TIMES.

In a book called *Prakriti Rahasya* or "Mysteries of Nature," of which Bihari Lal Mitra is the author, he has given a short account of the family in the supplementary end of the work. In this short history, he carries his reader back to a hoary past; when man had not yeat learnt to record in writing the verses strung together by poet-prophets or the deeds of massacres enacted by kings and conquerers. Our knowledge, however, is too limited and our power of comprehension too marrow to grasp the deep researches he has displayed in bringing to light fragments of authentic history that lay imbedded among the misty traditions of old. It was the time when the great Aryan race in their original home in Central Asia split up into sections and emigrated to distant parts of the earth. One section moved towards the south and settled down in that prosperous region known to the ancients as the Palhava country. They were the worshippers of the sun, and were therefore called *Mithras*, the name by which the great luminary, the source of life in our planetary system, is known in the Zendavesta, the scripture of the Parsis. There were no doubt many subsequent emigrations,

but Bihari Lal Mitra has concern only with those who came eastwards and settled down in the plains of India. In the Vedas, *Mithra* was changed into *Mihra* and the sun-god was associated with Agni the god of fire and Varuna the god of water. All Kayasthas, he thinks, are the descendants of the sun-worshippers who came from Persia. He further supports this theory by Sastric records which make Chitra-Gupta the progenitor of the Kayastha race. Chira-gupta in the Hindu mythology is the clerk of Yama, the king of the nether regions, whose duty it is to register the good and bad deeds of mortals upon earth, according to which they are rewarded or punished after death. Bihari Lal Mitra, however, gives a different interpretation to the word *Chitra-gupta, viz.*, he who paints in secret, meaning the sun because sun is the cause of colour. Thus in the tradition of the Kayasthas having been descended from Chitra-gupta he finds support to his theory that they originally came from the west and belonged to the same race of fire-worshippers a remnant of which is still to be found in the Parsis of Gujrat.

Behari Lal Mitra then makes the history of his race take a wide leap, and coming to a later age lays hold of a man named Kusa who, emigrating from the west, established the town of Kausamba in the Panjab. In the Ramayana time the descendants of this man, called the Kausikas were classed as Brahmans, but in the opinion of Behari Lal Mitra, the four-fold division of the Aryan settlers in

India had not yet become hereditary, and a man became a Brahman, a Kshatriya, or a Vaisya in accordance with the profession he followed, that is in accordance with the merit he acquires by his own exertion. From Kusa descended the sage Viswa-Mitra, the author of numerous hymns, verses, and incantations of the Vedas, whose quarrel with his rival Vasishtha has been so vividly described in the Pauranic legends. Behari Lal Mitra however thinks that their quarrel was not so much a contest between super human and human forces, or in other words between Brahmanical and kingly powers, as between two systems of philosophy of which they were the authors and exponents. He also thinks that Viswa-Mitra was the ancestor of the Kayasthas, at least of that section which bears the surname of Mitra. He supports his theory not only by the surname *Mitra*, but also by the fact that while all the Mitra Kayasthas of Bengal belong to the Viswa-Mitra Gotra no division of the Brahmans claims the honour of having the same connection with this great sage of the Vedic times. Behari Lal Mitra next brings down the history of his race to the time when the empire of Magadha (modern Behar) swayed the destiny of India, when Buddhism flourished, and when missionaries were sent abroad to convert to the religion of peace the blood-thirsty savages of distant lands. He finds one Pushpa-Mitra quietly (or not quietly) step into the throne of Pataliputra, the capital of Magadha, identified by some with Patna of our

time. In Pataliputra, the Mitras lived for some ten generations, after which all trace of them is lost again, until Gadhipura or Kanauj looms before the eye of history. When Europe was enveloped in the darkness of the middle ages, this town was of such opulence and magnificence as to boast of possessing a thousand shops for the sale of betel leaves alone, the *Pan*, which is chewd as a luxury all over the East.

---

4. MITTRAS IN BENGAL.

We now tread upon more tangible ground, for we have now come down to the year 868 A. D., memorable in the history of Bengal, being the year when king Adisur brought the five Brahmans and the five Kayasthas from Kanauj, who are the ancestors of all the members of these two castes now inhabiting this province, and in whom is confined almost all the intellect and all the culture the Bengalis are credited with. The ancestor of Bihari Lal Mitra, as well as of all the Mitras of Bengal who came from Kanauj about eleven hundred years ago, bore the name of Kali Mitra. He settled down in Gaur, the capital of the province, then in the zenith of its glory. After some generations, probably after the destruction of Gaur by malaria, the family removed to Barisa a village in the south of Calcutta, and then again to Bali on the opposite side of the river.

---

5. THE BAGBAZAR MITRAS.

We have now come to the period when the family first came in contact with the English. This took place in the year 1742. Nearly half a century ago the East India Company had purchased the villages of Sutanati, Govindpur and Calcutta, where they had built a fort, under the ramparts of which nestled the nucleus of a township, inhabited chiefly by men having dealings with the traders who had come from beyond oceans and seas. A little further off was all jungle and marshy lands. An ancestor of Behari Lal, named Uttaram Mitra, came from Bali, cleared the jungle and built himself a house at a place about a couple of miles from Fort William and which place is now called the Bagbazar of Calcutta. To distinguish it from the other Mitras of the country, this family received the special designation of *Bankata Mitras of Bagbazar*, or the Mitra family which cleared the jungle of Bagbazar. This Uttaram became a Lambardar or collector of revenue under the East India Company. Thus the family of Behari Lal Mitra became intimately connected with the British when there was not the least probability of their ever becoming the masters of India.

Fifteen years after, Clive obtained his victory in the field of Plassey, opening a new epoch in the history of the world. Sutanati was given to Raja Nabokissen and Uttaram therefore gave up his Lambardarship. He then began to trade in salt by

which he made a large amount of money. But it was his son, Gokul Mitra, who by his commercial genius became the master of perhaps crores of rupees, a rupee then having many times its present purchasing value. In any other country, where the people know how to honour their Great, the name of Gokul Mitra might have been inscribed in letters of gold and hung in all public places as an example of industry, enterprise, probity, piety and unbounded charity. Anyhow, although Uttaram laid the foundation, Gokul Mitra is universally recognized as the founder of the family. Perhaps no rich man in Calcutta lavished more wealth on what was considered in those days to be good deeds than Gokul Mitra did. Perhaps no Bengali layman again gave so much to his religious preceptor as Gokul Mitra did. Besides presenting him with large sums of money and other costly gifts, he built a large temple for his household gods and gave him so much rent-free land that though it has now been partitioned among his forty descendants, these forty families still live upon their shares in great affluence and comfort. He bought the celebrated image of Madon Mohan from the Maharaja of Bisnupur paying him three lakhs of rupees and built a temple for it the tasteful and costly architecture of which has excited the admiration of all experts in Hindu art. A host of men were employed in the service of this deity—worshippers to perform the daily service, florists to supply flowers and to string garlands, priests to

recite the sacred books, songsters to sing hymns, and other men and women too numerous to mention. He also built temples at Benares and Brindaban, and made arrangements for feeding the poor. He spent ten lakhs of rupees in the marriage of his second son, making costly gifts to Brahmans on the occasion and distributing alms to the poor. He made a free gift of his ancestral habitation at Bali to his family priest and also gave him the daily income that is toll of the Chandi Chauk. In fact the acts of his princely munificence are too numerous to relate. The great poet Ram Prasad Sen, whose hymns in praise of the goddess Primordial Energy and whose mystic songs on the secrets of life and soul in the most popular language and in a peculiar tune, still sung by high and low all over Bengal, was an accountant under Gokul Mitra. Ram Prasad wrote a life of his patron, which we have not seen, but which is said to be a curiosity as showing how biographies of great men were written in those days. Bihari Lal Mitra is a great grandson of Gokul Mitra.

---

6. BIHARI LAL MITRA AS AN AUTHOR.

Partition and litigation have played great havoc on the estate from 1810; yet Bihari Lal Mitra is not an ordinary man either in point of wealth or in point of social position, public spirit, education and gentlemanly accomplishments. The solid common sense which he has inherited from his great ancestor is displayed in almost every page of his book, the "Mysteries of Nature." Besides this, he has many works about which we remain silent at present. Though in going through it we are frequently forced to confess that the manner he has adopted to express himself is often too deep for our limited understanding, yet on the whole we can appreciate the vast learning of the author, the sound views he has formed on the various subjects which now agitate the public mind, and the boldness he has shewn in giving utterance to them, though they are likely to give a rude shock to the reveries o many of his countrymen.

For instance, he ridicules the agitation set on foot by some of his caste fellows to call themselves Kshatriyas, to invest themselves with the sacred thread, and to assume the surname of Varma, or "Wearer of coat of mail." He goes to the root of the matter and sees that even if they were originally of the warrior habit, yet after so many generations of writer-dom, they can now be recognised only as *Bratya* or fallen Kshatriyas. Will

the Kayasthas then relish being classed in the same category with the Pods, the fishermen who lay claim to a similar elevation? While the upcountry Khetris, who have much greater right to aspire to the rank of Kshâtriyahood, are relegated to the position of "cloth-sellers," what hope have the Kayasthas to be recognised as such? And, what if they are? Will they remain content with wearing a few feet of twisted yarn across the neck or will they strive to do the deeds which the Hindu hierarchy demands of a Kshatriya? Will they consider it a dishonour to die of disease, and will they don the coat of mail go in quest of adventures like the knights-errant of old, and lay their life down in a field of battle? Ah, sirs, do your work, as you find it immediately at hand, and do not break your neck by gazing at an eminence the duties partaining to which you have neither the power nor the remotest intention to fulfil.

No. His researches have led him to quite an original discovery, which gives the Kayasthas a more honourable place among the Aryan colonists of that remote antiquity, when patriarchs composed hymns invoking the cloud-god to give them rain, the sun-god to ripen their corn and the fire-god to destroy the Dasyus who raided on their flocks of sheep and herds of cattle. He has found that the Kayasthas are neither Brahmans nor Kshatriyas, neither Vaisyas nor Sudras, but quite an independent division by itself which their original father Chitra Gupta did long ago. Whether this new discovery has any

substantial facts to sustain its authenticity or not is not our province to discuss in this place, but it has the merit of being original and of possessing a striking feature by which is shewn the profound erudition of the author.

---

7. BIHARI LAL MITRA AS A REFORMER.

Our rich men, because of their limited association with the people below their rank, are not noted for their sound views on practical affairs which agitate the public mind. Their whole attention is absorbed by their carriages, their horses, their cycles, their motor-cars and things of luxury which they can command by their wealth. But Bihari Lal Mitra seems to be an exception to this rule. He appears to have intimately mixed with his fellows and gained experience in the school of tribulation in his early days. His solid common-sense has enabled him to draw correct inferences therefrom, and though a conservative by birth, nature and his position in society, his conservatism has not prevented him forming just views on the topics of the day and suggesting measures for the advancement of the country in the path of progress and enlightenment. He advocates widow marriage, female education, liberty of women, religious instruction, compulsory and free education of the masses and condemns early

marriage, Kulinism and other abuses that have crept into Hindu society. He ridicules bigotry in Swadeshi, frothy oration in political agitation and blood-curdling words of battle in the mouth of boys who quake in terror at the hooting of an owl or at the sight of its rolling eyes which glare like two balls of fire. His knowledge of even common things seems to go deeper than ours, who move freely among the people of all sorts and all conditions. For instance, how many of us know that the sweet, called *Sandesh,* so universally used now-a-days, and which every body believes to be of purely indigenous origin, was not known only a few decades hence ? In the course of his advice to Swadeshi bigots to assimilate every kind of knowledge that foreigners have to teach and to accept every kind of machinery and appliances that they have to give, he mentions a fact that is a startling revelation to us. He relates how a European or Eurasian, named Antony, first taught a man named Bhajna Mayra of Bagbazar to extract caseine (chhana) from milk, and how the various kinds of sweets made from it gradually developed from *Manda* of former days to *Lady Canning* of the present time.

He has no patience with the folly of those who advocate the boycot of every thing that is foreign. In an imaginary discussion between an educated and an uneducated man, he puts the following into the mouth of the latter :—"You get yourself deceived if you try to deceive another. It is not right to practise duplicity upon your one people. May be you have a

command over the language, and may be you are rich and respected. You may deceive the common people by your refined manners, for they are ignorant of most things. But beware of the terrible time when they will be obliged to pass their days in sorrow as the effect of the poison which you now scatter. What penance is there for such a sin ? Great changes have taken place in Bengal during the last eighty years, but real power has not sprung in a single direction. Why ? Because it will have to be admitted that something is wrong at the very bottom of things. There has been much talk but no real work. Will it not be better for the orators and writers to be dumb and to remain silent for a season ? The Bengalis are being driven to and fro by that gust of wind which comes from the west. But do not be double-faced ; do not make your life unhappy like the husband who has two wives and who has to please both. None can stop the current of air ; if not, then enjoy the breeze to the full. If you are afraid of catching cold, put on warm clothing. If you have no means of getting that, earn it by working hard ; use animal food, so that you may be strong enough to work hard. No openings for your labur ? why there is agriculture, there are manufacturing industries by means of machinery and all the appliances, contrivances, and discoveries modern science has placed at your disposal. In fact there are numerous ways for profitable employment of your labour. Who is to shew you the way ? Why—the English, who will be your master

to give you the instruction you require. That will be against Swadeshi principles? My friend, where have you learnt this word—Swadeshi?" *Prakriti Rahasya* p p. 78, 79. Bihari Lal Mitra in this way shews that there must always be interchange of ideas and interchange of commodities. Swadeshi, if by it is meant an impassible wall on all sides against free intercourse with foreign countries, must then be a thing which never was, never can be, and never should be.

He also holds a very strong opinion about female education, and this opinion he thus expresses in his own terse way:—"It is said that Government is going to make arrangements for free primary education. It will no doubt confer incalculable blessing upon the country. It is my earnest prayer that girls' schools should also be made free, if such an arrangement has not already been contemplated in the scheme. At least five-eighths of the money proposed to be devoted to free primary education should be laid aside for the education of girls for the women are the real workers and from their work will spring progress and prosperity. The time has not yet come for compulsory education, but it may be possible after twelve or fifteen years of free education. Friend! When our women will come to realise that they are neither servants, nor slaves, nor cattle, then the men will not be able to treat them as such. Educated women will have the power to instil into the minds of their children the principles of righteousness."

Bihari Lal Mitra is also a strong advocate of religious education. He says :—"Sir Andrew Fraser, our Lieutenant-Governor, once remarked that his mother had the Bible at heart, and she used to urge upon her son—Read the Bible every morning before you begin your work of the day. If this interferes with your work, then rise an hour earlier from your bed. What beautiful and noble advice ! It removes the sin from your body if you act up to it. A worthy mother ! The country which has no worthy mothers has no worthy sons."

---

8. A REAL NOTABLE.

Such are some of the views of Bihari Lal Mitra. They are not rare among the educated men of the country, but rare among those who no doubt will from the bulk of the Notables the Government will select to advise it in the administration of the country. Nature has made him a leader of men, and it has the additional support in birth, in position, in wealth and in education. He is a high-caste man, for the Mitras of Bagbazar holds a high place among the Kayasthas of Calcutta. He belongs to an honourable family, for the munificence of Gokul Mitra is still a byeword among the people and the immortal Ram Prasad was a servant of the house. He has a large property in this city as well as in the Maffasil the yearly income of which is more than a lakh of rupees.

Of his erudition and enlightened views we have already given a sample. Such a man will not seek honour, but honour must seek him. Such a man will not hanker after a Municipal Commissionership, an Honorary Magistrateship or a membership in the Legislative Council. It will be the duty of the administrators of the country to seek him out, to enlist him in the service of the public and to decorate him with due honours, for he has a hereditary claim on the Government, being the scion of a family which served the East India Company before the Battle of Plassey was fought and subseqently contributed towards the establishment of British sovereignty in India. It is also the duty of scribblers like ourselves to bring his name, his position, and his merit to light, and we have done our duty. EDITOR.

From the **Indiana**, *March 1911.*

Editorial Chat.

A NOBLE PHILANTHROPIST.

Bengal has always been proud of its public spirit and philanthropy—of the large-hearted liberality that is prompted by the nobleness of heart. It is, however, not the parvenu who can often exhibit this trait, though the example of a Carnegie or a Tata is strik-

ing indeed. No one there is in Calcutta who has not heard of the Bagbazar Mitra family—the Shebaits of the God Madan Mohan. Long before Calcutta was anything like a city—when the area now covered by it was full of swamps, marshes and jungles, with a few tiny hamlets nestling among the thick foliage of the primeval forest, the Mitras had established themselves at Baghbazar, which they converted into habitable land, by draining the swamps, excavating tanks, raising the land, clearing the jungles and cutting down giants of the vegetable world. They were the "lambardars" of the village prior to its passing into other hands to finally become the property of the East India Company. The Mitras next turned their attention to commerce, and so successful were they in their deals that Dame Fortune favoured them largely and raised to such opulence that Gokul Mittra's name was one to conjure with. The tales that have been handed down from father to son of this striking figure in old Calcutta society,—of his devout nature, pious life, and unstinted charity would, in these days of modern civilization and western enlightenment, appear incredible. He was known among his contemporaries as "Sadhu" Gokul —a title higher in the eyes of a Hindu than even that of a Maharaja. It was not merely his charity or liberality on the occasion of his mother's "sradh" or obsequies—when, if rivers did not run blood as might have been the case in flesh-eating countries, they at least ran curd and milk, but something else

that earned him this appelation. The Rajas of Vishnupur in Bankura, were once independent. Sovereigns, inspite of repeated onslaughts of the Moslem power. Their fort was regarded as impregnable, on the model of the famous Bharatpur citadel, which was reduced by Lord Combermere, The power of the Rajas was enhanced by two cannons, "Dal" and "Madal—of so huge a calibre as to be beyond credit to those who have not seen them. These weapons, besides, were credited with having preternatural powers. Be that as it may, it was once proposed to bring "Dal" and "Madal" over to Calcutta as relics of the past, but the prohibitive cost dissuaded the East India Company, for it would have necessitated the construction of a sufficiently pucca road and the importation of sufficient hauling power, Sri Madan Mohan Jew was the family deity of this great House (now reduce to abject penury)—their protector, the arbiter of their destinies. The contemporary Raja of Vishnupur fell on evil times and Gokul Mitra advanced him a fortune. In lieu of the money he asked for the Image of Madan Mohan for whom he built the palatial house which is one of the landmarks of old Calcutta. The transfer was effected and Sri Madan Mohan Jew was installed in the Baghbazar house. The Raja tided over his difficulties and wanted the return of his "Ishtadeva." But strange to relate, he was told in a dream that Madan Mohan was quite satisfied with the worship and attentions of Sadhu Gokul and did not desire to

return to His old temple at Vishnupur. Since then Madan Mohan has remained in Calcutta and Bagbazar has become a place of pilgrimage to thousands and lakhs of devout Hindus. All the various religious rites are performed on such a large scale and with such scrupulous care that it is a question with many whether there is any parallel in the whole of Bengal of course so far as private temples go. The "Anna Kote" or the mountain of rice ceremony is an institution of its kind. Forty to fifty thousands of devotees are fed sumptuonsly with the "prasad" of the God, and the rice for their consumption is heaped up in the form of miniature hillocks. The present head of this illustrious and most ancient of Calcutta aristocratic families is Babu Vihari Lala Mitra, a gentleman whom I can best describe as a Nature's nobleman. Well-read, of scholarly habits, free with his purse in all worthy undertakings, simple and unostentatious in life, devoted friend, a loyal citizen, Babu Vihari Lala has all the attributes and elements of greatness in him. He has just distinguished himself by offering a donation of 75,000 to a very deserving institution the "Refuge," of which one third has already been paid. And this is not the first and last of his benefactions. Before this he gave away half-a-lakh to other public institutions, such as the Shambhoo Nath Hospital. But even above these I place his translation of that immortal Sanskrit work, the "Jogavashista Ramayanas" and his free distribution of the four large volumes at the cost of a fortune.

is sure to hand his name to posterity. Besides Babu Vihari Lala is the author of several metaphysical works of great value, such as "Mitra Rahasya" "Bideshi Rahasya" etc., which are marked not only by sound sense, caustic wit, fearless exposition of wrong, but also by deep loyalty to the rulers. It will thus be seen that whether as a wealthy citizen of the bluest blood, as a liberal minded public benefactor, as a patron of literature, as a literary man, or as a loyal subject, Babu Vihari Lala occupies a high place in Calcutta aristocracy. Our Government is by no means backward in bestowing recognition on the deserving. And in this light I can conceive of no worthier citizen for recognition of his services alike to the community at large, the cause of education and to the Government. Moreover it is such gentlemen as Babu Vihari Lala who can maintain the position and dignity of titles and distinctions. I have known some of the titled gentry to feel the greatest difficulty in maintaining their positions; and in all such cases distinction is more or less a mockery. I I may play the role of a prophet, I believe the time is not distant when the lifelong honest endeavours of this gentleman for the amelioration of distress and for strengthening the sentiment of loyalty will be fittingly rewarded and recognised by the Government.

From the **Englishman**, *dated Monday,*
December 2, 1912.

Indian Allegories.

Mysteries of Thoughts, translated by K. N. Ganguli from the vernacular booklet *Chinta Rahasya*, by Rai Vihari Lala Mitra Bahadur. (Uma Press, Calcutta)

How the Indian mind revels in metaphysical discussion may be seen from Rai Vihari Lala Mitra Bahadur's *Chinta Rahasya*, which in its English dress presents many quaint facts of the Indian way of thinking. Rai Vihari Lala Mitra Bahadur writes as he thinks in pure Indian (undefiled). He makes, like all typically Indian writers, a liberal use of allegory, and shows himself a shrewd man of affairs. To the ordinary Western mind some of the Rai Bahadur's sayings would appear to be an enigmatic jumble of words, for instance when he writes; "People differ in their opinions, but setting aside the controversies of language, if we closely examine the foundation of such opinions it would be one, but yet the Great and Illimitable one cannot be the subject of a social religion for there are possibilities and impossibilities in materialism." Those who are curious to obtain an insight into the working of the

Indian mind would do well to read the English translation of Rai Vihari Lal Mitra's *Chinta Rahasya.* Witness how the writer proves his abstruse dictum that the foundation of all opinions is one. "A certain monarch," the writer says, "asked his Prime Minister, 'can you tell me where unanimity of opinion exists?' The minister blandly answered, 'Amongst men of culture and erudition."' In order to prove his assertion, the Minister suggested that a royal proclamation be issued calling upon all sages of the realm to pour a pailful of milk on a certain night in a pond near the cremation ground as a ritual of intercession with the gods on behalf of the monarch who desired a son and heir. The philosophers expressed their willingness to obey the royal command, but each of them went away thinking that if he poured in a pailful of water instead of milk into the pond, it would not be noticed in the large quantity of milk which others would throw into the pond. The morning following the ceremony, the monarch found there was not a trace of milk in the pond; each of the philosophers had poured in water instead of milk thinking the others would furnish the milk." This is one among many of the stories recorded by the Rai Bahadur. It shows like the rest, how the Indian mind delights in metaphysical riddles.

From the "Englishman," dated, Monday, December 30, 1912.

Places of pilgrimage in India are generally a constant source of anxiety to the medical authorities. In Puri, the Government has not a little trouble in enforcing the laws of sanitation. But there are signs that leaders of the Hindu community are now beginning to realise their responsibilities in this direction. Some effort is being made to systematise charities in Puri. Rai Vehari Lal Mitra Bahadur, of Calcutta, who is a well known friend of the Refuge, is now on a visit to Puri. He has given Rs. 1,000 to the Leper Asylum there and Rs. 500 to an institution making the reception of the pilgrims in that sacred city of the Hindus. If others follow his example the gruesome sights of disease in the streets of Puri and other centres of pilgrimage will soon become a thing of the past.

